বাংলা 1-2

(Bengali)

203

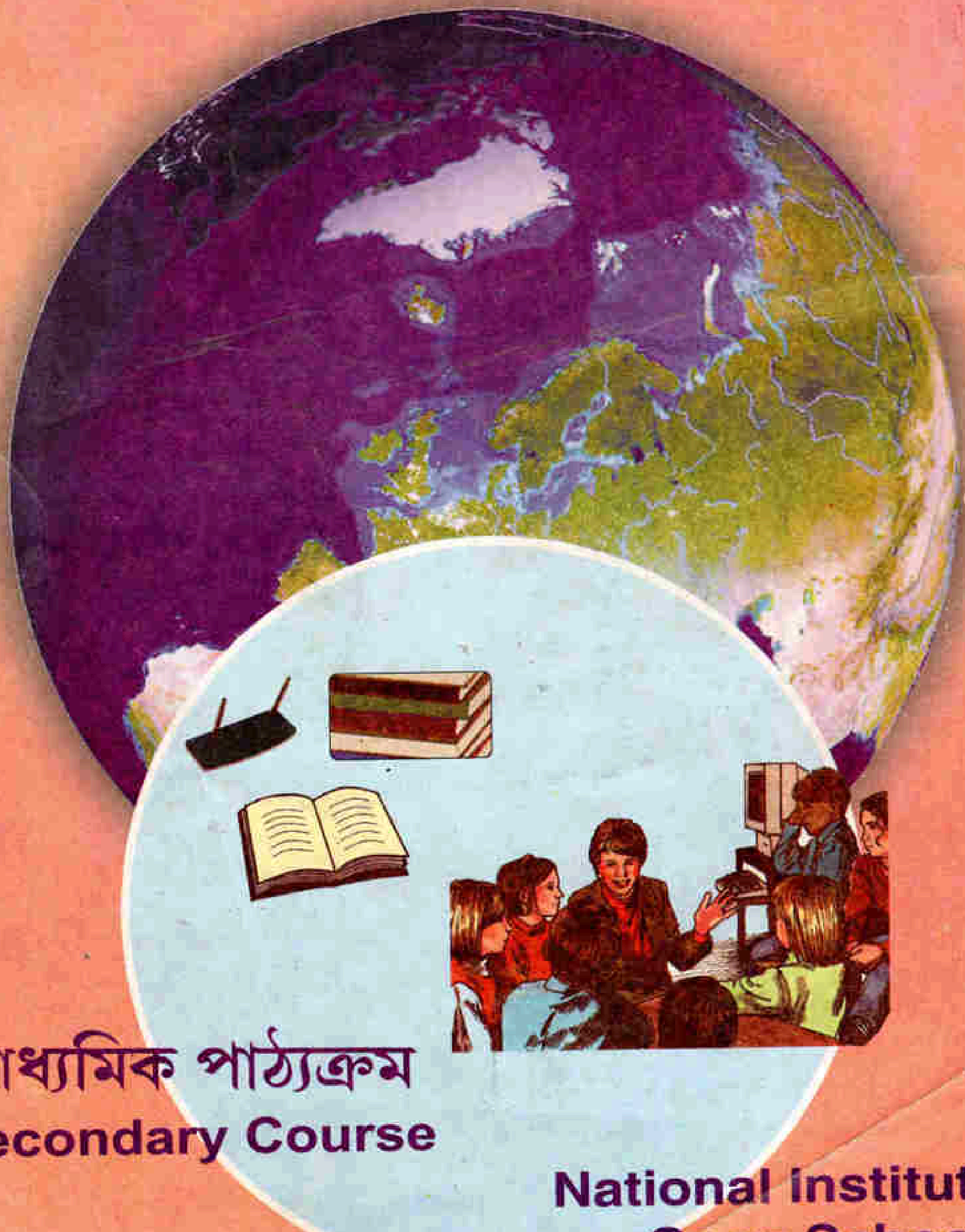

মাধ্যমিক পাঠ্যক্রম

Secondary Course

National Institute of Open Schooling

মাধ্যমিক পাঠ্যক্রম

বাংলা

১

পাঠ্যক্রম সমন্বয়কারী
অরবিন্দ ভট্টাচার্য
প্রাক্তন অধ্যাপক, সুরেন্দ্রনাথ কলেজ, কলকাতা
ডক্টর আর . এস. পি. সিং
আঞ্চলিক প্রধান, কলকাতা

রাষ্ট্রীয় মুক্তবিদ্যালয়ী শিক্ষাসংস্থান

© राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान

Reprinting Nov. 2013 (6000 Copies)

सचिव, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान, ए–24/25, इंस्टीट्यूशनल एरिया, सेक्टर–62, नोएडा द्वारा प्रकाशित एवं मैसर्स कल्याण इन्टरप्राईजिज, डी–20, सेक्टर बी–3, ट्रोनिका सिटी इंडस्ट्रीयल ऐरिया, लोनी गाजियाबाद (उ०प्र०) द्वारा मुद्रित।

বিষয়-সংগঠনী দল

পাঠক্রম সমিতি

সভাপতি

অধ্যাপক পবিত্র সরকার
প্রাক্তন উপাচার্য, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়
প্রাক্তন সহ সভাপতি
পশ্চিমবঙ্গ উচ্চশিক্ষা-সংসদ

সদস্যবৃন্দ

১. **অরবিন্দ ভট্টাচার্য**
প্রাক্তন অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, সুরেন্দ্রনাথ কলেজ, কলকাতা

২. **অমিতাভ দাশগুপ্ত**
কবি ও অধ্যাপক, সেন্ট পলস্ কলেজ, কলকাতা

৩. **অলোকপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়**
সাংবাদিক, আজকাল পত্রিকা

৪. **দীননাথ সেন**
অবসরপ্রাপ্ত সহকারী প্রধান শিক্ষক, নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যালয়

৫. **বন্দিতা ভট্টাচার্য**
প্রাক্তন অধ্যাপিকা, বাংলা বিভাগ, লেডি ব্রাবোর্ন কলেজ, কলকাতা

৬. **বরুণকুমার চক্রবর্তী**
অধ্যাপক, লোকসংস্কৃতি বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়

৭. **বিশ্ববন্ধু ভট্টাচার্য**
প্রাক্তন অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়

৮. **লক্ষ্মীনারায়ণ রায়**
সচিব, রবীন্দ্র মুক্ত বিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ

সম্পাদনা
পবিত্র সরকার - সভাপতি
অরবিন্দ ভট্টাচার্য
দীননাথ সেন
বিশ্ববন্ধু ভট্টাচার্য

গ্রন্থন - সহায়ক
বিকাশকুমার বসু

পাঠলেখক

১. **অরবিন্দ ভট্টাচার্য**
প্রাক্তন অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, সুরেন্দ্রনাথ কলেজ, কলকাতা

২. **অনীত রায়**
হেয়ার স্কুল, কলকাতা

৩. **কাকলি হাজরা**
হাওড়া রুর‍্যাল টিচার্স ফোরাম

৪. **গণেশ বসু**
প্রাক্তন অধ্যাপক, রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ কলেজ, ব্যারাকপুর

৫. **জ্যোতিভূষণ চাকী**
প্রাক্তন শিক্ষক, জগবন্ধু ইনস্টিটিউশন, কলকাতা

৬. **দীননাথ সেন**
অবসরপ্রাপ্ত সহকারী প্রধান শিক্ষক, নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যালয়

৭. **দেবপ্রসাদ চক্রবর্তী**
হরিনাভি বিদ্যাপীঠ, উত্তর ২৪ পরগনা

৮. **দেবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়**
সেন্ট বার্ণাবাস স্কুল, কলকাতা

৯. **পবিত্র সরকার**
প্রাক্তন উপাচার্য, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়

১০. **প্রীতিকান্ত দে সরকার**
রবীন্দ্রনগর ক্ষেত্রমোহন বিদ্যালয়, বেহালা, কলকাতা

১১. **বিশ্বজীবন মজুমদার**
প্রাক্তন অধ্যক্ষ, গুরুদাস কলেজ

১২. **মৈত্রেয়ী সরকার**
প্রাক্তন অধ্যাপিকা, সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ, কলকাতা

১৩. **রতনকুমার বিশ্বাস**
শৈলেন্দ্র সরকার বিদ্যালয়, কলকাতা

১৪. **শম্পা ভট্টাচার্য**
ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র কলেজ, কলকাতা

১৫. **শুক্লা দত্ত**
হাওড়া জগৎ বল্লভপুর, প্রাইমারি টিচার্স ট্রেনিং ইনস্টিটিউট

১৬. **সমরেন্দ্র মিত্র**
প্রধান শিক্ষক, নারকেলডাঙ্গা উচ্চ বিদ্যালয়, কলকাতা

Success Stories

Kavya Madhavan
Enrolment No. 090008103065

Kavya Madhavan is a highly acclaimed actress in the Malayalam film world. Making her debut as a child artiste, Kavya quickly managed to find a place in the hearts of malayalees. However, all this was at the cost of dropping out of school at the Secondary level. Like many others, she too nurtured a dream of acquiring a college degree. Motivated to join the National Institute of Open Schooling (NIOS), Kavya Madhavan appeared for the Senior secondary level examination in Malayalam medium and emerged successful. But this was not achieved easily, she says.

Thanks to the Open Schooling system, Kavya Madhavan has now registered for B.Com in M.G. University, Kottayam, Kerala.

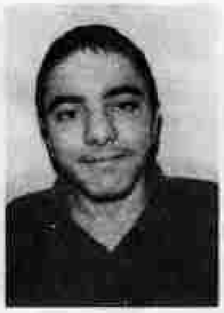

Ganesh
Enrolment No. Secondary Course: 25001292005
Senior Secondary Course: 250012103570

Ganesh has cleared the Secondary course of NIOS with first division and has now appeared in 4 subjects of Senior Secondary course. What differentiates Ganesh from other students is that he is suffering from a non-healing ulcer of bone infection. There is no treatment for his ailment; his lower part below the belt has not grown. The puss leaks from his body continuously. He cannot move, and even has no sensation in the lower part of his body. He has to be carried to be moved from one place to another.

However, support from his family members and the Chief Commissioner of Disabilities facilitated his enrolled as a student under Sarva Shiksha Abhiyan as a private candidate, thereby enabling him to clear Class 5 and Class 8. It was at this point that NIOS came to his rescue by providing the flexibility of studying at his own pace through credit accumulation. He could also study subjects of his own choice and was further allowed to appear for the examination in his house. UT Chandigarh continued to support him by providing him with the facility of tutors, who taught him Maths and Science.

With a keen interest in religion, he has read about the various *Puranas, Ramayana* etc., from which he has derived a lot of internal strength.

Ganesh is certainly determined to study further and wishes to pursue a course in Computer Science after clearing his Senior Secondary course from the NIOS.

সভাপতির বক্তব্য

প্রিয় শিক্ষার্থী

আপনি বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে আপনার পাঠ্যবিষয় হিসাবে নিয়েছেন, এটি খুবই আনন্দের কথা। বাংলা ভাষা ও সাহিত্য যে খুবই সমৃদ্ধ এবং যুগের সঙ্গে খাপ খাইয়ে সমৃদ্ধতর হচ্ছে, তাতে কোনও সন্দেহ নেই।

রাষ্ট্রীয় মুক্তবিদ্যালয়ী শিক্ষাসংস্থান রাষ্ট্রীয় প্রেক্ষিতে নতুনভাবে বাংলা পাঠ্যক্রম বিন্যস্ত করেছেন। পাঠ্যসূচির অন্তর্গত বিষয়গুলির পাঠ এমনভাবেই লিখিত হয়েছে যে কারও সাহায্য ছাড়াই আপনি এগুলি পড়ে সহজেই বুঝতে পারবেন। সেদিক থেকে দেখলে দু-টি খণ্ডে প্রকাশিত মাধ্যমিক বাংলার এই পাঠ্য-উপাদান বন্ধুর মতো আপনাদের সাহায্য করবে।

মাধ্যমিক বাংলার প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগের উপাদান নির্বাচন, লেখা ও সম্পাদনার ব্যাপারে যাঁরা অকৃপণভাবে সাহায্য করেছেন তাঁদের আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

আশা করি আপনি মাধ্যমিক বাংলা পড়ে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ে সমৃদ্ধ হবেন।

শুভেচ্ছাসহ

সভাপতি

রাষ্ট্রীয় মুক্তবিদ্যালয়ী শিক্ষাসংস্থান

Mukta Vidya Vani

Mukta Vidya Vani is a pioneering initiative of the National Institute of Open Schooling (NIOS) for using Streaming Audio for educational purposes. This application of ICT will enhance accessibility as well as quality of programme delivery of NIOS Programmes. This is a rare accomplishment of NIOS as the first Open and Distance Learning Institute to start a two way interaction with its learners, using streaming audio and the internet.

Keeping in mind the fact that the transmission is done through the web, the NIOS website (www.nios.ac.in) has a link that will take any user to the Mukta Vidya Vani. Mukta Vidya Vani thus enables a two way communication with any audience that has access to an internet connection, from the studio at its Headquarters in NOIDA, where NIOS has set up a state-of-art studio, which will be used for this purpose as well as for recording educational audio programmes meant for NIOS learners, though others can also take advantage of this facility.

Mukta Vidya Vani is a modern interactive, participatory and cost effective programme, involving an academic perspective along with the technical responsibilities of production of audio and video programmes, which are one of the most important components of the multi channel package offered by the NIOS. These programmes will attempt to present the topic/ theme in a simple, interesting and engaging manner, so that the learners get a clear understanding and insight into the subject matter.

NIOS has launched a scheme to motivate the learners to participate in the Mukta Vidya Vani by sending their Audio CD's to the respective regional centre on various subjects such as-

1. Poetry / Shloka recitation
2. Story telling
3. Radio Drama
4. Music
5. Talks on various topic related to the NIOS curriculum including Painting, Vocational Subjects etc.
6. Quiz
7. Mathematics puzzles etc.

The selected CD can be webcast on Mukta Vidya Vani and the winner participant be rewarded suitably.

Learners may visit the NIOS website and participate in live programmes from 2pm to 5pm on all week days and from 10.30am to 12.30pm on Saturdays, Sundays and all Public Holidays. The Subject Experts in the Studio will respond to their telephonic queries during this time. A weekly schedule of the programmes for webcast is available on the NIOS website. The Studio telephone number are 0120-4626949 and Toll Free No. 1800-180-2543.

অধিকর্তার কথা

প্রিয় শিক্ষার্থী

আন্তরিক শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন। মাধ্যমিক বাংলাকে পাঠ্য বিষয় হিসাবে আপনি বেছে নিয়েছেন। এই বিষয়ের পরীক্ষায় আপনি সাফল্য লাভ করুন, এই কামনা করি।

আমরা বাংলার যে পাঠ্যসামগ্রী আপনার হাতে তুলে দিচ্ছি তা বাংলা ভাষা সম্বন্ধে আপনার সামর্থ্য বাড়িয়ে দেবে এবং বাংলা সাহিত্য পাঠে আগনার আগ্রহ সৃষ্টিতে সহায়ক হবে। শুধু তা-ই নয়, পাঠ্যসামগ্রীর অন্তর্গত অনুচ্ছেদ রচনা, ভাব সম্প্রসারণ, প্রবন্ধ লেখা, ফর্ম পূরণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে আপনার দক্ষতা বাড়াবে। অর্থাৎ আপনার নিত্যদিনের প্রয়োজনের সহায়ক হবে এই পাঠ্যসামগ্রী, — এই আশা করি।

এই দু-খণ্ড বাংলা বই প্রকাশে আমরা ভুলত্রুটি এড়ানোর সবরকম চেষ্টা করেছি। তবু যদি কোনও ভুল আপনার চোখে পড়ে বা কোনো আলোচনা অপূর্ণ মনে হয় তা হলে আমাদের জানাবেন। পরবর্তী সংস্করণে আমরা সেগুলি সংশোধন, পরিবর্তন ও পরিমার্জন করব।

আন্তরিক প্রীতিসহ

অধিকর্তা

রাষ্ট্রীয় মুক্তবিদ্যালয়ী শিক্ষাসংস্থান

শিক্ষার্থীদের জন্য দু-একটি কথা

প্রিয় শিক্ষার্থী,

রাষ্ট্রীয় মুক্ত বিদ্যালয়ী শিক্ষা সংস্থান আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছে। আপনি বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে আপনার মাধ্যমিক পাঠ্য হিসাবে বেছে নিয়েছেন, এজন্য আমরা আনন্দিত। আশা করি, এই পাঠ আপনাকে সমৃদ্ধ করবে।

বাংলার এই পাঠ্যক্রম নতুনভাবে পরিকল্পিত হয়েছে এবং সমগ্র বিষয়সূচি দুটি খন্ডে বিন্যস্ত হয়েছে। প্রতিখন্ডে চোদ্দটি পাঠ আছে। অর্থাৎ বাংলার পাঠ্যসূচিতে মোট আটাশটি পাঠ আছে। প্রথম খন্ডে ৪টি কবিতা, ৩টি গল্প, ১ টি প্রবন্ধ, ১টি নাট্যংশ, ২টি ব্যাকরণের পাঠ এবং ৩ টি নির্মিতির পাঠ দেওয়া হয়েছে। দ্বিতীয় খন্ডে আছে ৫টি কবিতা, ২টি গল্প, ২ টি প্রবন্ধ, ১টি নাট্যংশ, ২টি ব্যাকরণের পাঠ এবং ২ টি নির্মিতির পাঠ। প্রতিটি পাঠ যাতে আপনি সহজে বুঝতে পারেন সেইভাবে লেখা হয়েছে। পরীক্ষার প্রস্তুতিতে আপনাকে সাহায্য করবে, এমন খুঁটিনাটি আলোচনা, প্রশ্নাদি এবং অনুশীলনী প্রতিটি পাঠের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে।

আমরা মনে করি, এই পাঠগুলি আপনাকে আনন্দ দেবে এবং বাংলা পড়ায় ও লেখায় আপনাকে উৎসাহিত করবে।

অতএব পড়া শুরু করে দিন। জানেনই তো - স্বনির্ভরতাই সবচেয়ে বড় উপায়। আপনার প্রতি আমাদের শুভেচ্ছা রইল।

প্রীতিসহ —

অরবিন্দ ভট্টাচার্য,
আর. এস. পি. সিং, } সমন্বয়কারী

সূচিপত্র

পাঠের ক্রমিক সংখ্যা	পাঠ	রচয়িতা	পৃষ্ঠা
1	লালু	শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	১ - ১৪
2.	শুধু ভাঙা নয়	সুভাষ মুখোপাধ্যায়	১৫ - ৩০
3	বাংলা ভাষা ও উপভাষা		৩১ - ৩৯
4	মাদাম কুরি	সত্যেন্দ্রনাথ বসু	৪০ - ৫০
5	ধ্বংস	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	৫১ - ৫৮
6	পদ পরিচয়		৫৯ - ৭২
7	কাণ্ডারী হুঁশিয়ার	কাজী নজরুল ইসলাম	৭৩ - ৮৭
	কাজের পাতা - I		৮৮ - ৯০
8	জলসত্র	বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়	৯১ - ১০৫
9 (ক)	অনুচ্ছেদ লেখা		১০৬ - ১১৩
9 (খ)	চিঠি লেখা শেখা		১১৪ - ১৪০
10	বঙ্গভূমির প্রতি	মাইকেল মধুসূদন দত্ত	১৪১ - ১৫১
11	অবাক জলপান	সুকুমার রায়	১৫২ - ১৬৭
12	প্রবন্ধ রচনা		১৬৮ - ১৭৯
13	বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি	জীবনানন্দ দাশ	১৮০ - ১৯১
14	ফর্ম বা প্রপত্র পূরণ		১৯২ - ১৯৮
	কাজের পাতা- II		১৯৯ - ২০১
	মাধ্যমিক বাংলা পাঠ্যক্রম		২০২ - ২০৪
	প্রত্যাবর্তী প্রশ্ন		২০৫ - ২০৬

Awards Won by NIOS

Several projects have been implemented by the NIOS to tap the potential of Information and Communication Technology (ICT) for promoting of Open and Distance Learning (ODL) system. The Ni-On project of NIOS won the National Award for e-governance and Department of Information and Technology, Govt. of India. In further recognition of its On-line initiatives and best ICT practices, the NIOS received the following awards:

NIOS WINS National Award for e-Governance 2008-09

Silver icon for Excellence in Government Process Re-engineering, Instituted by Government of India Department of Administrative Reforms and Public Grievances & Department of Information Technology.

NIOS receives NCPEDP MPHASIS Universal Design Awards 2012

National Institute of Open Schooling (NIOS) has been awarded THE NCPEDP - MPHASIS UNIVERSAL DESIGN AWARDS 2012 instituted by National Centre for Promotion of Employment for Disabled People. The award was given by **Sh. Mukul Wasnik, Hon'ble Minister for Social Justice and Empowerment, Govt. of India** on 14th August, 2012. NIOS has been selected for its remarkable work done for the learners with disabilities through ICT by making its web portal www.nios.ac.in completely accessible for such learners.

The Manthan Award South Asia & Asia Pacific 2012

The Manthan Award South Asia & Asia Pacific 2012 to recognize the best ICT practices in e-Content and Creativity instituted by Digital Empowerment Foundation in partnership with World Summit Award, Department of Information Technology, Govt. of India, and various other stakeholders like civil society members, media and other similar organisations engaged in promoting digital content inclusiveness in the whole of South Asian & Asia Pacific nation states for development. The award was conferred during **9th Manthan Award Gala South Asia & Asia Pacific 2012 at India Habitat Centre on 1st Dec. 2012.**

1

লালু

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

1.1 ভূমিকা

লেখকের প্রথম জীবন কেটেছে বিহারের ভাগলপুরে, মামার বাড়িতে। সেখানে রাজু নামে তাঁর এক সাহসী, ডানপিটে, পরোপকারী বন্ধু ছিল। তাঁর সেই বন্ধু রাজুর মতো করেই যেন তিনি গড়েছেন এই পাঠের লালু - চরিত্রটিকে। এই গল্পটি প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৩৬ সালে।

লালুর আচার - আচরণ, কথাবার্তা, কাজকর্ম সবাইকে আকর্ষণ করত। সকলের প্রিয় হয়ে উঠেছিল সে। কোনো কিছুকে নিয়ে কৌতুক করতে সে ভালবাসত। কেবল মানুষ নয়, জীবজন্তুরও সে সমান দরদি ছিল।

এই পাঠে ধর্মের নামে জীবহত্যার একটি ঘটনা আছে। কালীপুজোয় পাঁঠাবলি বন্ধের জন্য লালু যে উপায়টি বের করেছিল সেটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। লেখক বুঝি প্রাণীর প্রতি নিজের আন্তরিক ভালবাসা প্রকাশ করেছেন লালুকে উপলক্ষ করে।

1.2 উদ্দেশ্য

গল্পটি পড়ে আপনি

- মানুষের জীবন ও চরিত্রের কিছু বৈশিষ্ট্য দেখাতে পারবেন।
- চরিত্রের সাহস ও পরোপকারের দৃষ্টান্ত দিতে পারবেন।
- ধর্মের নামে নিষ্ঠুরতার পরিচয় দিতে পারবেন।
- নতুন শব্দের অর্থ ও ব্যবহার দেখাতে পারবেন।

1.3 মূলপাঠ

1. তার ডাক নাম ছিল লালু। ভাল নাম অবশ্য একটা ছিলই, কিন্তু মনে নেই। জানো বোধ হয়, হিন্দিতে 'লাল' শব্দটার অর্থ হচ্ছে-প্রিয়। এ-নাম কে তাকে দিয়েছিল জানিনে, কিন্তু মানুষের সঙ্গে নামের এমন সঙ্গতি কদাচিৎ মেলে। সে ছিল সকলের প্রিয়।

2. ইস্কুল ছেড়ে আমরা গিয়ে কলেজে ভর্তি হলাম, লালু বললে, সে ব্যবসা করবে। মায়ের কাছে দশ টাকা চেয়ে নিয়ে সে ঠিকেদারি শুরু করে দিলে। আমরা বললাম, লালু, তোমার পুঁজি ত দশ টাকা। সে হেসে বললে, আর কত চাই, এই ত ঢের।

3. সবাই তাকে ভালবাসতো, তার কাজ জুটে গেল। তার পরে কলেজের পথে প্রায়ই দেখতে পেতাম, লালু ছাতি মাথায় জনকয়েক কুলি-মজুর নিয়ে রাস্তার ছোটখাটো মেরামতির কাজে লেগেছে। আমাদের দেখে হেসে

1. **ডাক নাম** - বাড়িতে যে নাম ধরে ডাকে।
ভালনাম - ঘরের বাইরে ব্যবহৃত পোষাকি নাম।
সঙ্গতি - মিল।
কদাচিৎ - কোনও এক কালে, দৈবাৎ কখনও।

2. **ঠিকেদারি** - সাময়িকভাবে চুক্তি অনুসারে কাজ। যেমন, রাস্তা তৈরির ঠিকাদারি।
ঢের - অনেক

তামাশা করে বলতো, -যা যা দৌড়া, - পারসেন্টেজের খাতায় এখুনি ঢ্যারা পড়ে যাবে।

4. আরও ছোটকালে যখন আমরা বাংলা ইস্কুলে পড়তাম, তখন সে ছিল সকলের মিস্ত্রি। তার বইয়ের থলির মধ্যে সর্বদাই মজুত থাকত একটা হামানদিস্তার ডাঁটি, একটা নরুন, একটা ভাঙ্গা ছুরি, ফুটো করবার একটা পুরোনো তুরপুনের ফলা, একটা ঘোড়ার নাল, - কী জানি কোথা থেকে সে এসব সংগ্রহ করেছিল, কিন্তু এ দিয়ে পারতো না সে এমন কাজ নেই। ইস্কুল-সুদ্ধ সকলের ভাঙ্গা ছাতি সারানো, শ্লেটের ফ্রেম আঁটা, খেলতে ছিঁড়ে গেলে তখনি জামা-কাপড় সেলাই করে দেওয়া-এমন কত কী। কোনো কাজে কখনো না বলতো না। আর করতোও চমৎকার। একবার 'ছট্' পরবের দিনে কয়েক পয়সার রঙ্গিন কাগজ আর শোলা কিনে কী একটা নতুন তৈরি করে সে গঙ্গার ঘাটে বসে প্রায় আড়াই টাকার খেলনা বিক্রি করে ফেললে। তার থেকে আমাদের পেটভরে চিনেবাদাম-ভাজা খাইয়ে দিলে।

5. বছরের পরে বছর যায়, সকলে বড় হয়ে উঠলাম। জিমনাস্টিকের আখড়ায় লালুর সমকক্ষ কেউ ছিল না। তার গায়ে জোর ছিল যেমন অসাধারণ, সাহস ছিল তেমনি অপরিসীম। ভয় কারে কয় সে বোধ করি জানতো না। সকলের ডাকেই সে প্রস্তুত, সবার বিপদেই সে সকলের আগে এসে উপস্থিত। কেবল তার একটা মারাত্মক দোষ ছিল, কাউকে ভয় দেখাবার সুযোগ পেলে সে কিছুতে নিজেকে সামলাতে পারতো না। এতে ছেলে-বুড়ো-গুরুজন সবাই তার কাছে সমান। আমরা কেউ ভেবে পেতাম না, ভয় দেখাবার এমন সব অদ্ভুত ফন্দি তার মাথায় একনিমেষে কোথা থেকে আসে! দু'-একটা ঘটনা বলি। পাড়ার মনোহর চাটুজ্জের বাড়ি কালীপুজো। দুপুর-রাতে বলির ক্ষণ বয়ে যায়, কিন্তু কামার অনুপস্থিত। লোক ছুটলো ধরে আনতে, কিন্তু গিয়ে দেখে সে পেটের ব্যথায় অচেতন। ফিরে এসে সংবাদ দিতে সবাই মাথায় হাত দিয়ে বসলো,- উপায়? এত রাত্রে ঘাতক মিলবে কোথায়? দেবীর পুজো পণ্ড হয়ে যায় যে! কে একজন বললে, পাঁঠা কাটতে পারে লালু। এমন অনেক সে কেটেছে। লোক দৌড়ল তার কাছে, লালু ঘুম ভেঙ্গে বসলো , বললে—না।

6. না কি গো? দেবীর পুজোয় ব্যাঘাত ঘটলে সর্বনাশ হবে যে।

7. লালু বললে, হয় হোক গে। ছোটবেলায় ও কাজ করেছি, কিন্তু এখন আর করব না।

8. যারা ডাকতে এসেছিল তারা মাথা কুটতে লাগলো, আর দশ -পনরো মিনিট মাত্র সময়, তারপরে সব নষ্ট, সব শেষ। তখন মহাকালীর কোপে কেউ বাঁচবে না। লালুর বাবা আদেশ দিলেন যেতে। বললেন, ওঁরা নিরুপায় হয়েই এসেছেন,—না গেলে অন্যায় হবে। তুমি যাও। সে আদেশ অমান্য করার সাধ্য লালুর নেই।

9. লালুকে দেখে চাটুজ্জে মশায়ের ভাবনা ঘুচলো। সময় নেই--তাড়াতাড়ি পাঁঠা উৎসর্গিত হয়ে কপালে সিঁদুর, গলায় জবার মালা পরে হাড়িকাঠে পড়লো, বাড়িসুদ্ধ সকলের 'মা' 'মা' রবের প্রচণ্ড চীৎকারে নিরুপায় নিরীহ জীবের শেষ আর্তকণ্ঠ কোথায় ডুবে গেল, লালুর হাতের খড়্গ নিমিষে উর্ধ্বোত্থিত হয়েই সজোরে নামলো, তারপরে বলির ছিন্নকণ্ঠ থেকে রক্তর ফোয়ারা কালো মাটি রাঙা করে দিলে। লালু ক্ষণকাল চোখ বুজে রইল। ক্রমশঃ ঢাক ঢোল কাঁসির সংমিশ্রণে বলির বিরাট বাজনা থেমে এলো। যে

3. **মেরামতি** - সারাইয়ের কাজ।
তামাশা - মজা।
পারসেন্টেজের খাতা - কলেজে ছাত্রদের উপস্থিতির হিসেবের খাতা।
ঢ্যারা - কেটে দেওয়ার চিহ্ন।

4. **মিস্ত্রি** - কারিগর।
মজুত - জমা, সঞ্চিত।
হামানদিস্তা - লোহা বা কাঠের পাত্র এবং একটি দণ্ড যার সাহায্যে কোনোকিছু গুঁড়ো করা বা ছ্যাঁচা হয়।
তুরপুন - কাঠ ছ্যাঁদা করার যন্ত্র।
ছট্-পরব - উত্তরপ্রদেশ এবং বিহারের একটি প্রধান ধর্মীয় অনুষ্ঠান।

5. **জিমনাস্টিক** - এক ধরনের ব্যায়াম।
আখড়া - নির্দিষ্ট জায়গা।
সমকক্ষ - সমান শক্তিমান।
মারাত্মক - সাংঘাতিক।
অপরিসীম - সীমাহীন।
ফন্দি - মতলব।
ঘাতক - হত্যাকারী।
পণ্ড - ভণ্ডুল।

8. **সাধ্য** - ক্ষমতা।

9. **হাড়িকাঠ** - পশুবলির জন্য কাঠের তৈরি ফাঁদ।
আর্তকণ্ঠে - কাতর চিৎকার।
উৎসর্গিত - সদুদ্দেশ্যে অর্পিত, দেবতাকে নিবেদিত।
উর্ধ্বোত্থিত - ওপরে উঠানো।
অন্তিম - শেষ।
পলকে - মুহূর্তে।
কার্পেট - গালিচা।

পাঁঠাটা অদূরে দাঁড়িয়ে কাঁপছিল আবার তার কপালে চড়লো সিঁদুর, গলায় দুললো রাঙ্গা মালা, আবার সেই হাড়িকাঠ, সেই ভয়ঙ্কর অন্তিম আবেদন, সেই বহুকণ্ঠের সম্মিলিত 'মা,মা' ধ্বনি। আবার লালুর রক্তমাখা খাঁড়া উপরে উঠে চক্ষের পলকে নীচে নেমে এলো,- পশুর খণ্ডিত দেহটা ভূমিতলে বার-কয়েক হাত-পা আছড়ে কী জানি কাকে শেষ নালিশ জানিয়ে স্থির হ'লো; তার কাটা গলার রক্তধারা রাঙ্গামাটি আরও খানিকটা রাঙিয়ে দিলে।

মুদ্রিত - নিমীলিত, বোজা।
বিস্ফারিত - প্রসারিত।

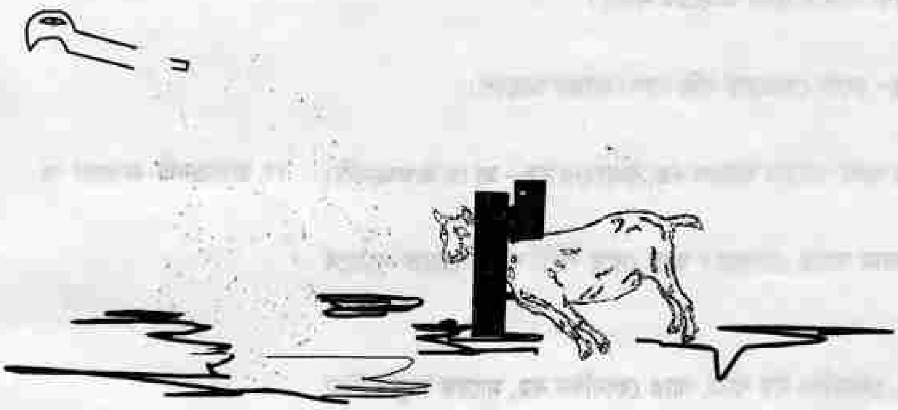

10. ঢুলিরা উন্মাদের মত ঢোল বাজাচ্ছে, উঠানে দাঁড়িয়ে বহুলোকের বহু কোলাহল; সুমুখের বারান্দায় কার্পেটের আসনে বসে মনোহর চাটুজ্জে মুদ্রিত নেত্রে ইষ্টনাম জপে রত, অকস্মাৎ লালু ভয়ঙ্কর একটা হুঙ্কার দিয়ে উঠলো। সমস্ত শব্দ সাড়া গেল থেমে—সবাই বিস্ময়ে স্তব্ধ—এ আবার কী! লালুর অসম্ভব বিস্ফারিত চোখে তারা দুটো যেন ঘুরছে, চেঁচিয়ে বললে, আর পাঁঠা কৈ?

11. বাড়ির কে একজন ভয়ে ভয়ে জবাব দিলে, আর ত পাঁঠা নেই। আমাদের শুধু দু'টো করেই বলি হয়।

12. লালু তার হাতের রক্তমাখা খাঁড়াটা মাথার উপরে বার-দুই ঘুরিয়ে ভীষণ কর্কশ কণ্ঠে গর্জন করে উঠলো—নেই পাঁঠা? সে হবে না। আমার খুন চেপে গেছে---দাও পাঁঠা, নইলে আজ আমি যাকে পাবো ধরে নরবলি দেব—মা মা---জয় কালী! বলেই একটা মস্ত লাফ দিয়ে সে হাড়িকাঠের এদিক থেকে ওদিক গিয়ে পড়লো, তার হাতের খাঁড়া তখন বন বন করে ঘুরছে। তখন যে কাণ্ড ঘটলো ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। সবাই একসঙ্গে ছুটলো সদর দরজার দিকে, পাছে লালু ধরে ফেলে। পালাবার চেষ্টায় বিষম ঠেলাঠেলি হুড়োমুড়িতে সেখানে যেন দক্ষযজ্ঞ ব্যাপার বেধে গেল। কেউ পড়েছে গড়িয়ে, কেউ হামাগুড়ি দিয়ে কারও পায়ের ফাঁকের মধ্যে মাথা গলিয়ে বেরোবার চেষ্টা করছে, কারও গলা কারও বগলের চাপের মধ্যে পড়ে দম আটকাবার মত হয়েছে, একজন আর একজনের ঘাড়ের উপর দিয়ে পালাবার চেষ্টায় ভিড়ের মধ্যে মুখ থুবড়ে পড়েছে, -- কিন্তু এ-সব মাত্র মুহূর্তের জন্য। তার পরেই সমস্ত ফাঁকা।

12.দক্ষযজ্ঞ - লন্ডভন্ড কাণ্ড। পুরাণ কাহিনী অনুযায়ী দক্ষ রাজা শিবহীন যজ্ঞ করার ব্যবস্থা করেছিলেন। এর ফলে দক্ষের সেই যজ্ঞ পণ্ড হয়। এটি একটি প্রবাদবাক্য।

13. লালু গর্জে উঠলো-- মনোহর চাটুজ্জে কৈ? পুরুত গেল কোথায়?

14. পুরুত রোগা লোক, সে গণ্ডগোলের সুযোগে আগেই গিয়ে লুকিয়েছে প্রতিমার আড়ালে। গুরুদেব কুশাসনে বসে চণ্ডীপাঠ করছিলেন, তাড়াতাড়ি উঠে ঠাকুর- দালানের একটা মোটা থামের পিছনে গা-ঢাকা

14.কুশাসন- কুশ ঘাসের তৈরি আসন।

দিয়েছেন। কিন্তু, বিপুলায়তন দেহ নিয়ে মনোহরের পক্ষে ছুটাছুটি করা কঠিন। লালু এগিয়ে গিয়ে বাঁ হাতে তাঁর একটা হাত চেপে ধরলে; বললে, চলো হাড়িকাঠে গলা দেবে।

চণ্ডীপাঠ- চণ্ডীদেবীর মহাত্ম্য পাঠ।
বিপুলায়তন- বিরাট আকারযুক্ত।

15. একে তার বজ্রমুষ্টি, তাতে ডান হাতে খাঁড়া, ভয়ে চাটুজ্জের প্রাণ উড়ে গেল। কাঁদো কাঁদো গলায় মিনতি করতে লাগলেন, লালু! বাবা! স্থির হয়ে চেয়ে দেখ— আমি পাঁঠা নই, মানুষ। আমি সম্পর্কে তোমার জ্যাঠামশাই হই বাবা, তোমার বাবা আমার ছোট ভাইয়ের মতো।

15. বজ্র মুষ্টি- কঠিন মুঠি।

16. সে জানিনে। আমার খুন চেপেছে— চলো তোমাকে বলি দেব! মায়ের আদেশ!

17. চাটুজ্জে ডুকরে কেঁদে উঠলেন- না বাবা, মায়ের আদেশ নয়, কখ্খনো নয়— মা যে জগজ্জননী।

17. জগজ্জননী- জগতের মা

18. লালু বললে— জগজ্জননী! সে জ্ঞান আছে তোমার? আর দেবে পাঁঠা-বলি? ডেকে পাঠাবে আমাকে পাঁঠা কাটতে? বলো।

19. চাটুজ্জে কাঁদতে কাঁদতে বললেন, কোনদিন নয় বাবা, আর কোনদিন নয়, মায়ের সমুখে তিন সত্যি করছি, আজ থেকে আমার বাড়িতে বলি বন্ধ।

20. ঠিক তো?

21. ঠিক বাবা ঠিক। আর কখনো না। আমার হাতটা ছেড়ে দাও বাবা, একবার পায়খানায় যাব।

22. লালু হাত ছেড়ে দিয়ে বললে— আচ্ছা যাও, তোমাকে ছেড়ে দিলাম। কিন্তু পুরুত পালালো কোথা দিয়ে? গুরুদেব? সে কৈ? এই বলে সে পুনশ্চ একটা হুঙ্কার দিয়ে লাফ মেরে ঠাকুরদালানের দিকে অগ্রসর হতেই প্রতিমার পিছন ও থামের আড়াল হতে দুই বিভিন্ন গলার ভয়ার্ত ক্রন্দন উঠলো। সরু ও মোটায় মিলিয়ে সে শব্দ এমন অদ্ভুত ও হাস্যকর যে, লালু নিজেকে আর সামলাতে পারলে না। হাঃ হাঃ হাঃ— করে হেসে উঠে দুম্ করে মাটিতে খাঁড়াটা ফেলে দিয়ে এক দৌড়ে বাড়ি ছেড়ে পালালো।

22. পুনশ্চ - পুনরায়, আবার।
সামলাতে - ঠিক রাখতে।

23. তখন কারো বুঝতে বাকি রইলো না খুন-চাপা-টাপা সব মিথ্যে, সব তার চালাকি। লালু শয়তানি করে এতক্ষণ সবাইকে ভয় দেখাচ্ছিল। মিনিট -পাঁচেকের মধ্যে যে যেখানে পালিয়েছিল ফিরে এসে জুটলো। ঠাকুরের পুজো তখনো বাকি, তাতে যথেষ্ট বিঘ্ন ঘটেছে এবং মহা হৈচৈ কলরবের মধ্যে চাটুজ্জে মশাই সকলের সম্মুখে বার বার প্রতিজ্ঞা করতে লাগলেন— ঐ বজ্জাত ছোঁড়াটাকে যদি না কাল সকালেই ওর বাপকে দিয়ে পঞ্চাশ ঘা জুতো খাওয়াই ত আমার নামই মনোহর চাটুজ্জে নয়।

23. বিঘ্ন- ব্যাঘাত, বাধা।

24. কিন্তু জুতো তাকে খেতে হয়নি। ভোরে উঠেই সে যে কোথায় পালালো, সাত আটদিন কেউ তার খোঁজ পেলে না। দিন- সাতেক পরে একদিন অন্ধকারে লুকিয়ে মনোহর চাটুজ্জের বাড়িতে ঢুকে তাঁর ক্ষমা এবং পায়ের ধুলো নিয়ে সে-যাত্রা বাপের ক্রোধ থেকে নিস্তার পেলে। কিন্তু সে যাই হোক, দেবতার সামনে সত্য করেছিলেন বলে চাটুজ্জেবাড়ির কালীপুজোয় তখন থেকে পাঁঠাবলি উঠে গেল।

24. নিস্তার - পরিত্রাণ, রেহাই।

1.4 প্রাথমিক বোধ বিচার

১. লালু কী কারণে সবার প্রিয় ছিল?
২. লালু কলেজে ভর্তি হল না কেন?
৩. ছেলেবেলায় লালু স্কুলে পড়ার সময় বন্ধুদের জন্য কী কী কাজ করে দিতো?
৪. লালুর মধ্যে কী কী গুণ ছিল?
৫. এত গুণের মধ্যে তার মারাত্মক দোষটি কী ছিল?
৬. লালু মনোহর চাটুজ্জের বাড়ি যেতে প্রথমে অস্বীকার করে পরে কেন গেল?
৭. লালু মনোহর চাটুজ্জের বাড়ির কালীপুজোয় বলি বন্ধ করার জন্য কী করেছিল?
৮. লালুর বলিদান বন্ধ করার প্রয়াস সফল হল কী ভাবে?
৯. তার অভিনয় ধরা পড়ে গেল কেন?
১০. লালু কীভাবে বাবার রাগ থেকে নিস্তার পেয়েছিল?

1.5 আলোচনা

1.5.1 অনুচ্ছেদ (1 থেকে 4) তার ডাক নাম ছিল লালু ....চিনেবাদাম ভাজা খাইয়ে দিলে।

এই গল্পে লালু বলে যে ছেলেটির কথা লেখা হয়েছে সে কিন্তু আর দশটা ছেলের মতো ছিল না। লালুর স্বভাবের মধ্যে এমন অনেক গুণ ছিল, যার ফলে সে সবার প্রিয় ছিল। সে তার যন্ত্রপাতি দিয়ে বন্ধুদের অনেক ভাঙা জিনিস সারিয়ে দিত।

একবার ছট্ পরবের দিন রঙিন কাগজ আর শোলা দিয়ে খেলনা বানিয়ে সে আড়াই টাকায় বিক্রি করেছিল। কিন্তু সে টাকা সে নিজের কাছে রেখে দেয়নি। সবাইকে পেট ভরে চিনেবাদাম ভাজা খাইয়েছিল। একদিকে তার ছিল নতুন নতুন জিনিস গড়ে তোলার উদ্ভাবনী ক্ষমতা, অন্যদিকে সে ছিল পরোপকারী।

এই অংশটি থেকে আপনি সেযুগের ছাত্রদের জীবন ও পরিবেশ সম্পর্কে অবশ্যই একটা ধারণা গড়ে তুলতে পেরেছেন।

পাঠগত প্রশ্ন - 1.1

1. বন্ধনীর মধ্য থেকে ঠিক শব্দ বেছে নিয়ে শূন্যস্থানে লিখুন

ক) মানুষের সঙ্গে নামের এমন ____________ কদাচিৎ মেলে। (গরমিল, সঙ্গতি, অর্থ)

খ) সে ____________ শুরু করে দিল। (ব্যবসা, ঠিকেদারি, কাজ)

গ) আমাদের দেখে হেসে ____________ করে বলতো। (তামাশা, মজা, রসিকতা)

ঘ) কী জানি কোথা থেকে সে এসব ____________ করেছিল। (সংগ্রহ, জমা, রক্ষা)

ঙ) আমাদের ______ চিনেবাদাম ভাজা খাইয়ে দিলে। (দুটো করে, পেট ভরে, মুঠো ভরে)

2. সঠিক উত্তরে টিক্ (✓) চিহ্ন দিন

ক) হিন্দিতে লাল শব্দের অর্থ - ভাল | দুরন্ত | প্রিয়

খ) লালু ঠিকেদারি কত টাকা দিয়ে শুরু করেছিল ? পাঁচ টাকা | দশ টাকা | পনেরো টাকা

গ) লালু কোন্ অনুষ্ঠানের দিন খেলনা বিক্রি করেছিল ? | সরস্বতী পুজো | ছট পরব | দোল |

ঘ) ঘোড়ার পায়ে লাগানো হয় - | তুরপুন | নরুন | নাল |

ঙ) স্কুল ছাড়ার পর লালু বলেছিল সে - | ঠিকেদারি করবে | ব্যবসা করবে | কলেজে পড়বে |

1.5.2 অনুচ্ছেদ (5থেকে 8) ঃ বছরের পরে বছর যায় .... সাধ্য লালুর নেই।

লালুর বয়স যত বাড়তে লাগলো ততই তার বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্য স্পষ্ট হয়ে উঠলো। লালুর মতো ব্যায়ামের কসরৎ কেউ দেখাতে পারতো না। তার গায়ে যেমন জোর ছিল, মনে তেমনি সাহস ছিল। সবার বিপদে আপদে সে সবচেয়ে আগে এগিয়ে আসতো।

তার ছিল অসাধারণ উপস্থিত বুদ্ধি। ভয় দেখানোর জন্য অদ্ভুত সব ফন্দি মুহূর্তের মধ্যে তার মাথায় আসতো।

মনোহর চাটুজ্জের বাড়িতে লালুকে পাঁঠাবলি দেবার জন্য ডাকা হলে সে বেঁকে বসলো, সে আর পাঁঠাবলি দেবে না। কিন্তু বাবার আদেশে শেষ পর্যন্ত তাকে আসতে হল। নিজের ইচ্ছার থেকে বাবার নির্দেশ তার কাছে অনেক বড়ো।

লালু লোককে ভয় দেখিয়ে মজা পেত। কিন্তু এর মধ্যে যতই কৌতুক থাক না কেন - এটা কিন্তু কাম্য নয়। মানুষকে ভয় দেখানোটা বাঞ্ছনীয় নয়। অবশ্য এই দোষও যে কখনো কখনো মহৎ কাজের সহায়ক হয়ে উঠতে পারে গল্পের শেষে আমরা সেটাই দেখতে পাবো।

পাঠগত প্রশ্ন - 1.2

1. ঠিক উত্তরটিতে টিক্ (✓) চিহ্ন দিন

ক) তার গায়ে জোর ছিল ________ | অপরিসীম | অসীম | অসাধারণ |

খ) সবার ________ সে সকলের আগে এসে উপস্থিত। | দুঃখে | বিপদে | প্রয়োজনে |

গ) এমন সব অদ্ভুত ফন্দি তার মাথায় ________ কোথা থেকে আসে ?
| একসঙ্গে | এক মুহূর্তে | এক নিমিষে |

ঘ) দুপুর রাতে বলির কী বয়ে যায়? | সময় | লগ্ন | ক্ষণ |

ঙ) দেবীর পুজোয় ব্যাঘাত ঘটলে কী হবে? | পাপ | মৃত্যু | সর্বনাশ |

2. নীচে পাঁচটি বাক্য দুটি অংশে ভাগ করে এলোমেলো ভাবে সাজানো আছে। দুই অংশের বাক্যাংশগুলি মেলান -

ক) বছরের পর বছর যায়	ক) সে পেটের ব্যথায় অচেতন।
খ) ছোট বেলায় ও কাজ করেছি	খ) না গেলে অন্যায় হবে।
গ) সে আদেশ অমান্য করার	গ) কিন্তু এখন আর করব না।
ঘ) কিন্তু গিয়ে দেখে	ঘ) সকলে বড় হয়ে উঠলাম।
ঙ) ওঁরা নিরুপায় হয়েই এসেছেন	ঙ) সাধ্য লালুর নেই।

1.5.3 অনুচ্ছেদ (2 থেকে 12) ঃ লালুকে দেখে চাটুজ্জে ....তারপরেই সমস্ত ফাঁকা।

বাবার আদেশে লালু এসেছে মনোহর চাটুজ্জের বাড়িতে পাঁঠা বলি দিতে। পাঁঠাকে উৎসর্গ করে হাড়িকাঠে ঢোকানো হল, অনেক ভক্তের 'মা' 'মা' চিৎকারে নিরীহ জীবের করুণ আর্তনাদ ডুবে গেল।

হঠাৎ লালুর ভয়ঙ্কর চিৎকারে সবাই স্তব্ধ হয়ে গেল। লালুর মাথায় খুন চেপে গেছে। সে আরও বলি চায়। পাঁঠা না থাকলে নরবলি দেবে। দুইহাতে বনবন করে সে খাঁড়া ঘোরাচ্ছে। মুহূর্তে পূজা প্রাঙ্গণ ফাঁকা হয়ে গেল। আসলে সবটাই ছিল লালুর অভিনয়। এমনিতেই মানুষকে ভয় দেখিয়ে সে মজা পেতো। কিন্তু এখানে সে বিনা কারণে ভয় দেখায়নি। তার ভয় দেখানোর পেছনে একটা ভালো উদ্দেশ্য ছিল, সে মনেপ্রাণে চেয়েছিল চাটুজ্জে বাড়ি থেকে বলিদান প্রথা উঠে যাক।

পাঠগত প্রশ্ন – 1.3

1. বন্ধনীর মধ্য থেকে ঠিক শব্দ বেছে নিয়ে শূন্যস্থানে বসান

ক) লালুকে দেখে চাটুজ্জে মশায়ের_________ ঘুচলো। (চিন্তা, দুঃখ, ভাবনা)

খ) নিরুপায় নিরীহ জীবের শেষ _________ কোথায় ডুবে গেল। (আর্তনাদ, আর্তকণ্ঠ, ক্রন্দন)

গ) রক্তের ফোয়ারা কালো মাটি_____________ করে দিলে। (লাল, রাঙ্গা, রক্তিম)

ঘ) একটা মস্ত _________ সে হাড়িকাঠের এদিক থেকে ওদিক গিয়ে পড়লো।

(চিৎকার করে, লাফ দিয়ে, হুঙ্কার দিয়ে)

2. প্রতিটি বাক্যে একটি করে ভুল শব্দ দেওয়া আছে। সেটি সংশোধন করে সঠিক শব্দ বসান

ক) রক্তধারা রাঙামাটি আরও খানিকটা ভিজিয়ে দিলে।

খ) সুমুখের বারান্দায় রেশমের আসনে বসে মনোহর চাটুজ্জে।

গ) সেখানে যেন দক্ষযজ্ঞ ঘটনা বেধে গেল।

ঘ) লালুর অসম্ভব বিস্ফারিত চোখের মণি দুটো যেন ঘুরছে।

3. সঠিক উত্তরটিতে টিক্ (✓) চিহ্ন দিন –

ক) লালু কতক্ষণ চোখ বুজে রইল? [দীর্ঘকাল] [ক্ষণকাল] [মুহূর্তকাল]

খ) ঢুলিরা কার মতো ঢোল বাজাচ্ছে? [উন্মত্তের মতো] [উন্মাদের মতো] [মাতালের মতো]

গ) গুরুদেব কুশাসনে বসে কী করছিলেন? [গীতা পাঠ] [চণ্ডীপাঠ] [মন্ত্র পাঠ]

ঘ) সম্পর্কে মনোহর চাটুজ্জে লালুর কে হন? [কাকাবাবু] [দাদামশায়] [জ্যাঠামশাই]

1.5.4 অনুচ্ছেদ (2. থেকে 2.) ঃ লালুকে দেখে চাটুজ্জে .... তারপরেই সমস্ত ফাঁকা।

লালুর উগ্রমূর্তি দেখে মুহূর্তে পূজা প্রাঙ্গণ ফাঁকা হয়ে গেছে। পুরুত এবং গুরুদেব ততক্ষণে থামের আড়ালে লুকিয়ে পড়েছেন। কিন্তু মোটা শরীর নিয়ে মনোহর লুকোতে পারলেন না। লালু তাঁকে বলি দেবার জন্য হাত চেপে ধরল। মায়ের আদেশ, সে তাঁকে বলি দেবে। চাটুজ্জে তাকে কাকুতি মিনতি করে বোঝাতে চাইলেন, তিনি পাঁঠা নয়, সম্পর্কে তার জ্যাঠামশাই।

পাঁঠাবলির মধ্যে যে নিষ্ঠুরতা আছে সেটাকেই সে তুলে ধরতে চাইছিল। যিনি জগতের জননী তিনি মানুষের বলি না চাইলে অন্য প্রাণীর বলি চাইবেন কেন? তার বাইরের আচরণ ছিল আসলে অভিনয়, নিজের প্রাণের জন্য যাঁর অত আকুলতা অন্যের প্রাণের প্রতি তাঁর বিন্দুমাত্র মমতা নেই। জগতের মা মনোহরের প্রাণ চান না, অথচ নিরীহ প্রাণীর রক্ত দান করেন, মানুষের তৈরি এই বিধানের বিরুদ্ধেই লালুর বিদ্রোহ ঘোষণা। নিজের প্রাণের ভয়ে মনোহর তিনসত্যি করে নিজের বাড়িতে বলিদান বন্ধ করেছিলেন। লালুর উদ্দেশ্য সফল হয়েছিল।

পুজোর আচার বিচার সবই মানুষের তৈরি। কালীপুজোয় পাঁঠাবলি একটি প্রচলিত প্রথা। এই প্রথার মধ্যে একটা প্রকাশ্য নিষ্ঠুরতা আছে। তার বিরুদ্ধে অনেকে তাঁদের মত ব্যক্ত করেছেন। কিন্তু পুজোয় প্রকাশ্যে ধূমধাম করে বলিদান আজও প্রচলিত আছে।

পাঠগত প্রশ্ন - 1.4

1. সঠিক উত্তরটিতে টিক্ (✓) চিহ্ন দিন -

ক) পুরুত কোথায় লুকিয়েছিলেন ? [থামের পিছনে] [প্রতিমার আড়ালে] [ঠাকুর দালানে]

খ) লালু বাঁ হাতে কার হাত চেপে ধরেছিল? [পুরুতের] [গুরুদেবের] [মনোহরের]

গ) আমি পাঁঠা নই, মানুষ --- একথা কে বলেছিলেন? [পুরুত] [মনোহর] [গুরুদেব]

ঘ) আমি সম্পর্কে তোমার জ্যাঠামশাই হই --- একথা কে, কাকে বলেছিলেন? [লালুকে গুরুদেব] [পুরুতকে লালু] [লালুকে মনোহর]

2. নীচের চারটি বাক্য দুই অংশে ভাগ করে এলোমেলো করে দেওয়া আছে। বাক্যগুলি মেলান -

(ক)	ছোটাছুটি করা কঠিন	(ঙ)	সে গণ্ডগোলের সুযোগে
(খ)	গা-ঢাকা দিয়েছেন	(চ)	একে তার বজ্রমুষ্টি
(গ)	আগেই গিয়ে লুকিয়েছে	(ছ)	মোটা থামের পিছনে
(ঘ)	তাতে ডান হাতে খাঁড়া	(জ)	মনোহরের পক্ষে

1.5.5 অনুচ্ছেদ (22 থেকে 24) ঃ লালু হাত ছেড়ে দিয়ে .... পাঁঠাবলি উঠে গেল।

আগের অনুচ্ছেদগুলিতে আমরা জেনেছি মনোহর চাটুজ্যে দেবীর সামনে তিন সত্যি করে ঘোষণা করেছেন, আজ থেকে তাঁর বাড়িতে বলি বন্ধ। এই প্রতিশ্রুতি পেয়ে লালু তাঁকে ছেড়ে দিয়েছে। কিন্তু তখনো তার মানুষকে ভয় দেখিয়ে মজা করার ইচ্ছেটা শেষ হয়নি।

প্রতিমার পিছন ও থামের আড়াল থেকে বিচিত্র স্বরে ভয়ার্ত কান্নার রোল উঠল। সে শব্দ এমনি হাস্যকর যে লালু আর নিজেকে সামলাতে পারলো না। হাসতে হাসতে খাঁড়া ফেলে দিয়ে এক দৌড়ে সে বাড়ি ছেড়ে পালালো। সবাই তার চালাকি টের পেয়ে গেল। কিন্তু সেদিন থেকে চাটুজ্জে বাড়ির কালীপুজোয় পাঁঠাবলি উঠে গেল।

লালুর চরিত্রের নানা গুণের কথা আমরা আগেই জানতে পেরেছি। শরৎচন্দ্র এই গল্পে লালুর জীবনের যে ঘটনাটির বর্ণনা দিয়েছেন তা শুধু মজার নয়, তার মধ্যে এক গভীর জীবন বোধের প্রকাশ ঘটেছে।

যেকথা হাজার বার বললেও লোকে শুনবে না, কিন্তু যেই তারা নিজেরা প্রাণভয়ে ভীত হয়ে পড়ল অমনি আতঙ্কের কারণেই তারা একটা সত্যকে স্বীকার করে নিল। এই কারণেই লালুকে এমন অভিনয়ের আশ্রয় নিতে হয়েছিল। একই সঙ্গে মজা করা এবং গভীর জীবনবোধের প্রতিষ্ঠা করার ফলে গল্পটি হৃদয়গ্রাহ্য হয়ে উঠেছে এবং বড় মাত্রা লাভ করেছে।

লালু বয়স্ক গুরুজনদের অসম্মান করার জন্য কিছু করেনি। বাবার আদেশ সে অমান্য করার কথা ভাবতে পারে না। মনোহর চাটুজ্জের কাছে ক্ষমা চাইতেও সে দ্বিধা করেনি। সে সবার প্রিয় ছিল বলেই তার পক্ষে এমনটা করা সম্ভব হয়েছিল।

পাঠগত প্রশ্ন - 1.5

1. সঠিক উত্তরটিতে টিক (✓) চিহ্ন দিন -

ক) আচ্ছা যাও, তোমাকে ছেড়ে দিলাম। ---- কে কাকে ছেড়ে দিল ?

মনোহর লালুকে | লালু গুরুদেবকে | লালু মনোহরকে

খ) কত মিনিটের মধ্যে যে যেখানে পালিয়েছিল ফিরে এসে জুটলো?

তিন মিনিট | পাঁচ মিনিট | সাত মিনিট

গ) চাটুজ্জে মশাই লালুকে কয় ঘা জুতো খাওয়াতে চেয়েছিলেন ?

চল্লিশ ঘা | পঞ্চাশ ঘা | একশ ঘা

ঘ) চাটুজ্জে বাড়ির কালীপুজোয় পাঁঠাবলি উঠে গেল কেন ?

লালুর কাছে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন বলে

দেবতার সামনে সত্য করেছিলেন বলে

বলিদান প্রথা অন্যায় বলে

2. সঠিক শব্দের সাহায্যে শূন্যস্থান পূর্ণ করুন

ক) সে পুনশ্চ একটা __________ দিয়ে লাফ দিল। (চিৎকার, হুঙ্কার, আস্ফালন)

খ) খুন-চাপা-টাপা সব মিথ্যে, সব তার ________। (তামাশা, কৌতুক, চালাকি)

গ) ঠাকুরের পুজো তখনো বাকি, তাতে ________ বিঘ্ন ঘটেছে। (প্রচুর, অনেক, যথেষ্ট)

ঘ) একদিন __________ লুকিয়ে মনোহর চাটুজ্জের বাড়িতে ঢুকল ।

(রাতের বেলা, দুপুর বেলা, অন্ধকারে)

1.6 ব্যাকরণ ও ভাষারীতি-

(ক) একই জিনিসকে বোঝাতে আমরা অনেক সময় একাধিক শব্দ ব্যবহার করি। যেমন -- পাষাণ, শিলা, পাথর এই তিনটি শব্দ একই জিনিসকে বোঝাচ্ছে। কমল বা শতদল বলতে পদ্মফুল বোঝায়। এদের বলে **সমার্থক শব্দ।**

'লালু' গল্প থেকে কয়েকটি শব্দের সমার্থক শব্দ দেওয়া হল। এর অন্য কোনো সমার্থক শব্দ আছে কিনা অভিধান খুঁজে বের করুন ঃ-

মজুর	-	শ্রমিক
তামাশা	-	কৌতুক
উপস্থিত	-	হাজির
মারাত্মক	-	সাংঘাতিক
দোষ	-	ত্রুটি
আদেশ	-	হুকুম
পলক	-	নিমেষ
অকস্মাৎ	-	সহসা
ক্রন্দন	-	রোদন
ক্রোধ	-	রাগ

(খ) ভাষা ব্যবহারের সময় আমরা অনেক বিপরীত শব্দ ব্যবহার করি। যেমন সাদার বিপরীত শব্দ কালো। আকাশের বিপরীত শব্দ পাতাল। **বিপরীত শব্দ** অর্থের দিক থেকে সম্পূর্ণ উল্টো। লালু গল্প থেকে কয়েকটি বিপরীত শব্দের উদাহরণ দেওয়া হল।

শুরু	-	শেষ
হেসে	-	কেঁদে
নতুন	-	পুরনো
বাঁচা	-	মরা
সাধ্য	-	অসাধ্য

গ) আপনি সন্ধি এবং সমাসের কথা আগেই জেনেছেন। বাংলা ভাষায় অনেক সময় দুটি শব্দকে আমরা একত্রে যুক্ত করে ব্যবহার করি। দুটি শব্দের ধ্বনিগত কারণে মিলন ঘটলে তাকে

বলি সন্ধি।

যেমন, বিপুল + আয়তন = বিপুলায়তন।

অর্থের সম্বন্ধ আছে এমন দুটি শব্দ মিলিত হলে তাকে আমরা বলি **সমাস**। যেমন নীল যে আকাশ = নীলাকাশ।

নীচে 'লালু' গল্প থেকে কয়েকটি সন্ধি ও সমাসের উদাহরণ দেওয়া হল।

সন্ধি ঃ

উর্ধ্বোত্থিত = উর্ধ্ব + উত্থিত

সম্মিলিত = সম্ + মিলিত

জগজ্জননী = জগৎ + জননী

নিরুপায় = নিঃ + উপায়

সমাস ঃ

ঠাকুর দালান =ঠাকুর পূজোর জন্য দালান, নিমিত্ত তৎপুরুষ।

ডাক নাম = ডাকার নাম, সম্বন্ধ তৎপুরুষ।

গুরুজন = গুরু যে জন, কর্মধারয়।

কুলিমজুর = কুলি ও মজুর, দ্বন্দ্ব।

ছিন্নকণ্ঠ = ছিন্ন যে কণ্ঠ, কর্মধারয়।

ঘ) **যুগ্ম শব্দ ঃ**

কখনো কখনো দুটি সমার্থক শব্দ জুড়ে **যুগ্ম শব্দ** গঠিত হয়, যেমন, এই গল্পে আপনারা পাবেন-

কুলি-মজুর

ঠেলাঠেলি

হুড়োমুড়ি

যুগ্ম শব্দের ফলে এখানে অর্থের প্রসার বা ব্যাপ্তি ঘটেছে। যেমন কুলি-মজুর বলতে একজন কুলি না বুঝিয়ে একটি শ্রেণীকে বুঝিয়েছে। ঠেলাঠেলি, হুড়োমুড়ি বলতে অনেক লোকের ধাক্কাধাক্কি বোঝায়।

ঙ) বাংলা ভাষায় কোন কোন শব্দ নতুন অর্থ লাভ করে।

যেমন - চক্ষের পলক = মুহূর্তের মধ্যে

দক্ষযজ্ঞ = লন্ডভন্ড কাণ্ড

মাথাকোটা = ব্যাকুলতা প্রকাশ

এ জাতীয় শব্দ **বাগ্‌ধারার** উদাহরণ।

1.6 ভাষারীতি

বাংলা ভাষার ক্ষেত্রে দুটি গুরুত্বপূর্ণ রীতির কথা আপনারা আগেই জেনেছেন। সাধুরীতিতে তৎসম শব্দের ব্যবহার বেশি, সন্ধি সমাস বেশি, সর্বনাম ও ক্রিয়ার রূপ প্রাচীন। 'লালু' গল্পটি চলিত রীতিতে লেখা।

একটি বাক্য উল্লেখ করছি ' সে হেসে বললে, আর কত চাই, এই ত ঢের।' বাক্যটি সম্পূর্ণ চলিত রীতিতে লেখা। এটি প্রাচীন সাধুরীতিতে লিখলে দাঁড়ায় – ' সে হাসিয়া বলিল, আর কত চাই, ইহাই যথেষ্ট।' ক্রিয়া ও সর্বনামের পার্থক্য খেয়াল করুন। হেসে = হাসিয়া ; বললে = বলিল ; এই = ইহাই।

চলিত রীতিতেও তৎসম শব্দের গ্রহণ ক্ষমতা যে কম নয় এই গল্পে তারও প্রচুর উদাহরণ

পাই। এরকম একটি বাক্য উল্লেখ করা যাক। 'প্রচণ্ড চিৎকারে নিরুপায় নিরীহ জীবের শেষ আর্তকণ্ঠ কোথায় ডুবে গেল, লালুর হাতের খড়্গ নিমিষে উর্ধ্বোত্থিত হয়েই সজোরে নামলো, তারপরে বলির ছিন্নকণ্ঠ থেকে রক্তর ফোয়ারা কালো মাটি রাঙা করে দিল।'

1.7. সমগ্র বিষয়ভিত্তিক মন্তব্য -

লালু গল্পের কাহিনী আজ থেকে প্রায় একশ কুড়ি পঁচিশ বছর আগেকার। গল্পের পটভূমিকা বাংলার বাইরে বিহারের এক মফস্বল অঞ্চলে। আজকের জীবনের তুলনায় সে কালের জীবন ছিল অনেক সহজ সরল। লেখক তার একটি সুন্দর চিত্র তুলে ধরেছেন। গল্পটি মূলত হাস্যরসাত্মক, কিন্তু নিছক কৌতুকের মধ্যে তা সীমাবদ্ধ থাকেনি। রচনার গুণে হয়ে উঠেছে এক উদার মানবিকতার দলিল। পরোপকারী একটি ছেলে শুধু মানুষেরই উপকার করে না। জীবের প্রতি করুণায় তার হৃদয় প্রশস্ত। নিজের স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গীতে সবাইকে ভয় দেখিয়ে সে মনোহর চাটুজ্জের বাড়ির কালীপুজোয় পাঁঠা বলি বন্ধ করে দিয়েছিল। সংস্কার ও বিচার -বোধহীন ধর্মাচার থেকে জীবের প্রতি করুণা যে বড়, গল্পের শেষে লেখক সেই সত্যটাই জানিয়ে গেলেন।

1.8. রচনাবৈশিষ্ট্য -

'লালু' একটি ছোট গল্প। আলোচনা করতে গিয়ে আমরা বার বার বলেছি মানুষের চরিত্র এবং জীবনের কোনো ঘটনাকে অবলম্বন করে ছোটগল্প লেখা হয়। এই গল্পটি স্মৃতিকথা মূলক। গল্পটির প্রথম অংশে বর্ণনা প্রাধান্য পেয়েছে। লেখকের উক্তির মধ্য দিয়ে আমরা লালুকে চিনতে পেরেছি। পরের অংশটি ঘটনামূলক। এখানে লালু এবং অন্যান্য চরিত্রের মুখে লেখক সংলাপ ব্যবহার করেছেন। এর ফলে গল্পটি খুব গতিশীল হয়ে পড়েছে। কালীপুজোর রাতে মনোহর চাটুজ্জের বাড়িতে বলিদানের ঘটনাটিকে লেখক লেখার গুণে বাস্তব ও চিত্তাকর্ষক করে তুলেছেন।

1.9. আপনি যা শিখলেন

- মানুষের প্রয়োজনে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়া দরকার।
- পুজোর নামে নিষ্ঠুরতা বর্জন করা প্রয়োজন।
- পুজোয় বলিদান প্রথা বন্ধ হওয়া আবশ্যক।
- ভালো কাজের জন্য কৌশল অবলম্বন করলে তার মধ্যে অন্যায় কিছু নেই।
- বয়স্ক গুরুজনদের প্রতি ব্যবহারে শ্রদ্ধা থাকা প্রয়োজন।
- মানুষের প্রকৃত পরিচয় তার চরিত্রের মহিমায়।

1.10. সমগ্র পাঠ্য বিষয়ভিত্তিক প্রশ্ন

1. 'এমন সঙ্গতি কদাচিৎ মেলে'। - কোন্ প্রসঙ্গে কেন লেখক এই কথা বলেছেন ?
2. লালু কীরকম ব্যবসা করতো তার বর্ণনা দিন।
3. 'তখন সে ছিল সকলের মিস্ত্রি।' - কার কথা বলা হয়েছে ? সে কিসের মিস্ত্রি ছিল তার পরিচয় দিন।
4. 'লালুর একটি মারাত্মক দোষ ছিল' - সেই দোষটির কথা লিখুন।
5. লালুকে মনোহর চাটুজ্জের বাড়িতে যেতে হয়েছিল কেন?
6. দুটি পাঁঠা বলি দেবার পর লালু কী আচরণ করেছিল?
7. 'মনোহর চাটুজ্জে দেবীর কাছে তিন সত্যি করেছিলেন।'
   — তিনি কী প্রতিজ্ঞা করেছিলেন?
8. কোন্ পরিস্থিতিতে মনোহর চাটুজ্জে তিন সত্যি করতে বাধ্য হয়েছিলেন?

9. লালুর অভিনয় কী কারণে ধরা পড়ে গেল?
10. লালু কীভাবে বাবার রাগের হাত থেকে রেহাই পেয়েছিল?

1.11.1. লেখক পরিচিতি

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৭৬-১৯৩৮) আধুনিক বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ লেখক। তাঁর বাড়ি ছিল হুগলি জেলার দেবানন্দপুর গ্রামে। বাবার নাম মতিলাল চট্টোপাধ্যায়। শরৎচন্দ্রের শৈশব ও কৈশোর কাটে বিহারের ভাগলপুরে, মামার বাড়িতে। আর্থিক অনটনের জন্য পড়াশুনা বেশিদুর এগোয়নি। প্রথম জীবনে ভবঘুরে প্রকৃতির ছিলেন। তাঁর শ্রেষ্ঠ উপন্যাস 'শ্রীকান্ত'। এই উপন্যাসে ব্যক্তিগত জীবনের কিছু প্রতিফলন পাওয়া যায়। শরৎচন্দ্রের প্রথম ছাপানো গল্প 'মন্দির' ১৯০৩ সালে কুন্তলীন পুরস্কার লাভ করে। 'বড়দিদি' তাঁর প্রথম প্রকাশিত উপন্যাস। তাঁর অন্যান্য উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হল 'চরিত্রহীন', 'গৃহদাহ', 'দত্তা', 'দেবদাস', 'শেষ প্রশ্ন', 'পথের দাবী', 'পল্লী সমাজ', 'পণ্ডিত মশাই', 'বিরাজ বৌ', 'রামের সুমতি', 'বিন্দুর ছেলে', 'পরিণীতা' প্রভৃতি। বিপ্লবীদের সমর্থন করেছিলেন বলে সেকালের ইংরেজ সরকার তাঁর 'পথের দাবী' উপন্যাসটি বেআইনি বলে ঘোষণা করেছিল।

1.11.2. সমধর্মী রচনা

.... কাল রাতে অমাবস্যা ছিল। কাল ভুবনেশ্বরীর পূজা হইয়া গিয়াছে। যথাসময়ে হাসি ও তাতার হাত ধরিয়া রাজা স্নান করিতে আসিয়াছেন। একটি রক্তস্রোতের রেখা শ্বেতপ্রস্তরের ঘাটের সোপান বাহিয়া জলে গিয়া শেষ হইয়াছে। কাল রাত্রে যে এক-শো-এক মহিষ বলি হইয়াছে তাহারই রক্ত।

হাসি সেই রক্তের দাগ দেখিয়া সহসা একপ্রকার সংকোচে সরিয়া গিয়া রাজাকে জিজ্ঞাসা করিল, "এ কিসের দাগ বাবা!"

রাজা বলিলেন, "রক্তের দাগ মা!"

সে কহিল, "এত রক্ত কেন!" এমন একপ্রকার কাতরস্বরে মেয়েটি জিজ্ঞাসা করিল, 'এত রক্ত কেন', যে, রাজারও হৃদয়ের মধ্যে ক্রমাগত এই প্রশ্ন উঠিতে লাগিল,'এত রক্ত কেন!' তিনি সহসা শিহরিয়া উঠিলেন। বহুদিন ধরিয়া প্রতি বৎসর রক্তের স্রোত দেখিয়া আসিতেছেন, একটি ছোটো মেয়ের প্রশ্ন শুনিয়া তাঁহার মনে উদিত হইতে লাগিল, 'এত রক্ত কেন!'

... ... রাজা কহিলেন, "মা, এ রক্তস্রোত আমি নিবারণ করিব।"

*** *** ***

শেষ পর্যন্ত একটি ছোটো ছেলের 'দিদি কোথায়' প্রশ্নের সূত্রে রাজা দৃঢ় স্বরে মন্ত্রীকে বলিলেন - "আজ হইতে আমার রাজ্যে বলিদান হইতে পারিবে না। ইহার উপর আর কথা কহিও না।"

— রাজর্ষি, তৃতীয় পরিচ্ছেদ — রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

উত্তর সংকেত

পাঠগত প্রশ্ন 1.1

1. (ক) সঙ্গতি (খ) ঠিকেদারি (গ) তামাশা (ঘ) সংগ্রহ
(ঙ) পেটভরে

2. (ক) প্রিয় (খ) দশটাকা (গ) ছট্ পরব (ঘ) লাল
(ঙ) ব্যবসা

পাঠগত প্রশ্ন 1.2

1. (ক) অসাধারণ (খ) বিপদে (গ) এক নিমিষে (ঘ) ক্ষণ (ঙ) সর্বনাশ

2. (ক) ক + ঘ ; খ + গ ; গ + ঙ ; ঘ + ক ; ঙ + খ ।

পাঠগত প্রশ্ন 1.3

1. (ক) ভাবনা (খ) আর্তকণ্ঠ (গ) রাঙ্গা (ঘ) লাফ দিয়ে

2. (ক) 'ভিজিয়ে' হবে 'রাঙ্গিয়ে' (খ) 'রেশম' হবে 'কার্পেট'
(গ) 'ঘটনা' হবে 'ব্যাপার' (ঘ) 'মণি' হবে 'তারা'

3. (ক) ক্ষণকাল (খ) উন্মাদের মতো (গ) চণ্ডীপাঠ (ঘ) জ্যাঠামশাই

পাঠগত প্রশ্ন 1.4

1. (ক) প্রতিমার আড়ালে (খ) মনোহরের (গ) মনোহর (ঘ) লালুকে মনোহর

2. ক + ঘ ; ছ + খ ; ঙ + গ ; জ + চ ।

পাঠগত প্রশ্ন 1.5

1. (ক) লালু মনোহরকে (খ) পাঁচ মিনিট (গ) পঞ্চাশ ঘা
(ঘ) দেবতার কাছে তিন সত্য করেছিলেন বলে।

2. (ক) হুঙ্কার (খ) চালাকি (গ) যথেষ্ট (ঘ) অন্ধকারে।

2

শুধু ভাঙা নয়

সুভাষ মুখোপাধ্যায়

2.1 ভূমিকা

বেঁচে থাকবার লড়াই আর শিল্পকে মিলিয়ে নিয়েছেন যেসব কবি- শিল্পী তাঁদের অন্যতম হলেন সুভাষ মুখোপাধ্যায়। 'শুধু ভাঙা নয়' কবিতাটি নেওয়া হয়েছে তাঁর 'ফুল ফুটুক' নামের কবিতার বই থেকে।

আপনারা দেখবেন অনেক সময় আমরা পুরোনো দেওয়াল বা বাড়িঘর ভেঙে ফেলি। কিন্তু ভাঙব বলেই কি ভাঙি? না কি সেখানে নতুন কিছু গড়বার প্রয়োজনে ভাঙার কাজটা করি? মানুষের প্রধান কাজ সৃষ্টির কাজ। আর সৃষ্টির জন্যই কখনও কখনও ভাঙার প্রয়োজন হয়। কিন্তু ভাঙাটা লক্ষ্য নয়। সৃষ্টি করা বা গড়াটাই মানুষের জীবনের মূল লক্ষ্য। কবি চান, কোনভাবেই আমরা যেন সৃষ্টি করবার পরিবেশটাকে নষ্ট করে না ফেলি। সুন্দর জীবন গড়ার জন্য আমাদের অনেক কাজ বাকি। তাই গড়ার কাজটাকে বাদ দিয়ে ভাঙার কাজটাকেই যারা জীবনের প্রধান কাজ বলে মনে করে, কবি মনে করেন, তারা মানসিক রোগী। এই অসুস্থ লোকগুলোকে সুন্দর জীবনের স্বপ্নটা দেখানো খুব প্রয়োজন। আর সেইজন্যই সুন্দর জীবনের ছবি গড়বার কাজটা খুব জরুরি।

2.2 উদ্দেশ্য

কবিতাটি বার-বার মন দিয়ে পড়লে আপনি

- ভাঙা নয়, গড়ার মধ্যেই জীবনের সার্থকতা — এটা দেখাতে পারবেন।
- হতাশা নয়, আশা মানুষের জীবনের বড় কথা — এই ধারণাটা বুঝিয়ে দিতে পারবেন।
- জীবনে সুন্দর অসুন্দর উভয়ই আছে। অসুন্দরকে দূর করে সুন্দরকে প্রতিষ্ঠা করাই সুস্থতার পরিচয় — এই সত্যটা প্রকাশ করতে পারবেন।

2.3 মূল পাঠ ও শব্দার্থ

1. ভেঙো নাকো, শুধু ভাঙা নয়।
চাষের জন্যে যে জমিটা পেলে ভালো হয়।
সে তো ঠিক
বালি চিক্- চিক্
ডাঙা নয়।

1. ভাঙা - টুকরো, খণ্ড।
চাষের জন্যে- কৃষিকাজের উপযুক্ত।
বালি চিক্ চিক্ - ঝিক্‌মিক করা- বালিতে ভর্তি।
ডাঙা - মাঠ, জমি, উঁচু জায়গা।

2. দেখ দেখ, এই ছোট্ট সবুজ উঠোনেই—
হামাগুড়ি দেয়,
ব্যথা পেলে কাঁদে,
পড়ে গেলে ঠেলে ওঠে ফের,
ছোট ছোট দুটো মুঠো দিয়ে বাঁধে
সাধ আহ্লাদ আমাদের।

হাত ছেড়ে দিলে দেয়ালটা ধরে
করে হাঁটি-হাঁটি পা-পা।
ভুলে যেন তাকে
দিও নাকো মাটি চাপা।

2. **উঠোন**- আঙিনা।
হামাগুড়ি- দুই হাত ও দুই জানুতে ভর দিয়ে চলা।
ব্যথা- কষ্ট, বেদনা।
ঠেলে ওঠে ফের - নিজের চেষ্টায় আবার নিজে নিজেই উঠে দাঁড়ায়।
মুঠো- মুষ্টি শব্দের কথ্যরূপ।
সাধ-ইচ্ছা।
মাটি চাপা দেওয়া- মেরে ফেলা।
আহ্লাদ- আনন্দ।
দেয়াল- 'দেওয়াল' শব্দের সংক্ষিপ্ত রূপ, প্রাচীর।
হাঁটি হাঁটি পা-পা– এক পা এক পা করে অনভ্যস্ত পায়ে হাঁটা।

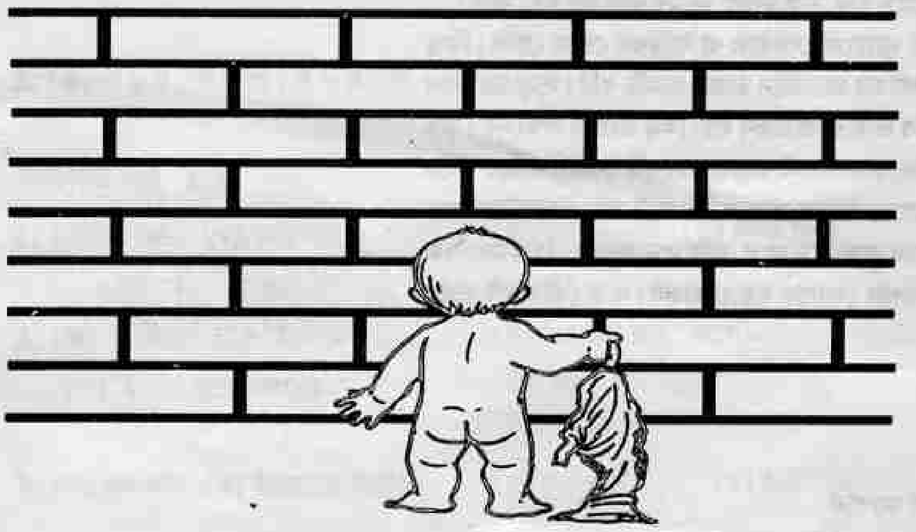

3. ভেঙো নাকো, শুধু ভাঙা নয়।
এখন আকাশ সূর্যের রঙে
রাঙা নয়।
শিয়রে দাঁড়িয়ে থাবা তুলে আছে
গলিতনখ এ রাত্রি।
তবু যদি দুটি একটি করেও পাঁপড়ি
খুলে যায়,
কাছে থেকো
পাছে কোনো মদমত্ত হাতির পায়ে
সেটুকুও হয় থেঁতো।
ক্রমাগত চোখ রাঙিয়ে রাঙিয়ে
যারা হয়ে গেছে অন্ধ
তাদের নাকের কাছে ধরে দিও
ফুলের একটু গন্ধ।

3. **রাঙা**- রঙিন
শিয়রে- মাথার কাছে।
থাবা- হিংস্র জন্তুর নখওয়ালা সামনের পায়ের তলা।
গলিতনখ- বয়সের ভারে ক্ষয়ে-যাওয়া নখ অকেজো হয়েছে যার।
মদমত্ত - অহঙ্কারে উন্মত্ত।
থেঁতো- পিষ্ট।
ক্রমাগত- অবিরত।
চোখ রাঙানো- ভয় দেখানো, ক্ষমতা দেখানো।
অন্ধ- দু'চোখেই দেখতে পায় না

4. ভেঙো নাকো, শুধু ভাঙা নয়।
মৃত্যুটা যত বড়ই হোক না
জীবনের চেয়ে এমন কিছু সে
ঢ্যাঙা নয়।
যার লাগে নাকো মিষ্টি
মানুষের এই সৃষ্টি
যে বলবে এই পৃথিবীতে আছে
এক রং
শুধু রক্তের
যত থাক নামডাক তার
যত বড় দল থাকুক অন্ধভক্তের —
টেকে কি না টেকে
একবার ভালো কবিরাজ ডেকে
অচিরে দেখানো দরকার।

যে, এখানে অর্থ মোহাচ্ছন্ন।

4. মৃত্যু- মরণ।
ঢ্যাঙা - লম্বা।
মিষ্টি - মধুর, এখানে অর্থ 'সুন্দর'।
সৃষ্টি - নির্মাণ।
রক্ত - শোণিত।
নামডাক - খ্যাতি।
অন্ধভক্ত- বিচারবিবেচনাহীন অনুগামী।
টেকে- বাঁচে, বেঁচে থাকে।
কবিরাজ- বৈদ্য, চিকৎসক।
অচিরে- খুব তাড়াতাড়ি।

5. ভেঙো নাকো, শুধু ভাঙা নয়।
মন দাও আজ
এর চেয়ে আরও তাজা রঙে এঁকে
দেশ জুড়ে আরও ভালো এক ছবি
টাঙানোয়।
আস্ত একটি জীবনকে ঘরে আনা যাক
— একটুও যার ভাঙা নয়।

5. **তাজা** - খুব সতেজ, প্রাণবন্ত।
দেশ জুড়ে - সারা দেশে।
টাঙানো - ঝোলানো।
আস্ত - গোটা, সম্পূর্ণ।

2.4 প্রাথমিক বোধবিচার

- চাষ করতে হলে কোন্ ধরনের জমি উপযুক্ত নয়?
- শিশু কেমন করে নিজে চলার চেষ্টা করে?
- আকাশ যে সূর্যের রঙে রাঙা নয়, কবি কীভাবে তা স্পষ্ট করে বুঝতে পারছেন?
- কাদের নাকের কাছে ফুলের গন্ধ ধরে দেবার জন্য কবি সুস্থ মানুষের কাছে আহ্বান জানাচ্ছেন?
- সৃষ্টির মধ্যে যারা আনন্দ খুঁজে পায় না, তাদের কেমন মানুষ বলে কবি চিহ্নিত করেছেন?
- কোন্ কাজকে কবি বর্তমানে সব থেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেন?

2.5 আলোচনা

2.5.1 এবারে কবিতাটির প্রথম অংশ ভালো করে পড়ুন।

ভেঙো নাকো, শুধু ভাঙা নয়।
চাষের জন্যে যে জমিটা পেলে ভালো হয়।
সে তো ঠিক
বালি- চিক্- চিক্
ভাঙা নয়।

গদ্যরূপ ও আলোচনা

ভেঙো না, শুধু ভাঙা নয়। বালি -চিক চিক করা ডাঙা জমি নয়, চাষের জন্য উপযুক্ত জমি পেলে ভালো হয়। কবি নিশ্চিতভাবে জানেন, মানুষ চায় গড়তে, আর গড়বার জন্যে কখনও কিছু ভাঙার কাজ করতে হয় ঠিকই, কিন্তু ভাঙাটা জীবনের লক্ষ্য নয়, গড়াটাই লক্ষ্য। আপনারাও নিশ্চয়ই প্রত্যেকেই কিছু গড়তে ভালোবাসেন। এটা মানুষের অন্যতম একটা ভালো গুণ। ভাঙাটা কোন বড় কথা নয়। গড়াটাই বড় কথা। কিছু গড়তে গেলে অবশ্য কখনও কখনও কিছু ভাঙতে হয়, কিন্তু সেটা গড়বার প্রস্তুতির জন্যই। কাজেই শুধু ভাঙার কাজটা আসলে আমাদের জীবনের অসম্পূর্ণ দিক। গড়ার মধ্যে দিয়েই জীবনের সার্থকতা আসে। কবি একটি উদাহরণ দিয়ে ব্যাপারটাকে পরিষ্কার করতে চেয়েছেন। আমরা জানি যে, চাষের জন্য ভালো জমি দরকার। কিন্তু বালিয়াড়ির মত বন্ধ্যা জমিতে তো চাষ চলে না। জমিটা চাষের উপযুক্ত হওয়া চাই।

- আমাদের জীবনের যত কাজ, তার মূল লক্ষ্য হওয়া দরকার গড়ার দিকে, ভাঙার দিকে নয়।
- আমাদের পাওয়া সমস্ত জিনিসকেই সুন্দর জীবনের উপযুক্ত করে গড়ে নেওয়া চাই।

পাঠগত প্রশ্ন -1.1

1. **নীচের প্রশ্নের সঙ্গে একাধিক উত্তর দেওয়া আছে। যেটি ঠিক তার পাশে টিক(✓) চিহ্ন দিন।**
   জমিটি পেলে ভাল হয় কেন?
   - ক) বাড়ি তৈরির জন্য।
   - খ) চাষের জন্য।
   - গ) খেলার জন্য।
   - ঘ) বিশ্রামের জন্য।
2. **নীচের প্রশ্নের সঙ্গে একাধিক উত্তর দেওয়া আছে। যেটি ঠিক তার পাশে টিক(✓) চিহ্ন দিন।**
   যেখানে বালি চিক্ চিক্ করে সেই জায়গা হল —
   - ক) ডাঙা।
   - খ) পাথুরে জমি।
   - গ) বালিয়াড়ি।
   - ঘ) খাঁড়ি।

2.5.2 এখন কবিতাটির দ্বিতীয় অংশ ভালো করে পড়ুন।

দেখ দেখ, এই ছোট্ট সবুজ উঠোনেই —
হামাগুড়ি দেয়
ব্যথা পেলে কাঁদে
পড়ে গেলে ঠেলে ওঠে ফের,
ছোট ছোট দুটো মুঠো দিয়ে বাঁধে
সাধ আহ্লাদ আমাদের।
হাত ছেড়ে দিলে দেয়ালটা ধরে
করে হাঁটি হাঁটি পা-পা।
ভুলে যেন তাকে
দিও নাকো মাটি চাপা।

গদ্যরূপ ও আলোচনা

এই ছোট্ট সবুজ উঠোনের দিকে দেখো। ছোট শিশু সেখানে হামাগুড়ি দেয়। ব্যথা পেলে কাঁদে, পড়ে গেলে ফের ঠেলে ওঠে, ছোট ছোট দুটো মুঠো দিয়ে আমাদের সাধ-আহ্লাদকে বাঁধে।

হাত ছেড়ে দিলে শিশুটি দেওয়াল ধরে হাঁটি-হাঁটি পা-পা করে হাঁটে। ভুল করে যেন তাকে মাটি চাপা দিও না।

চলমান জীবনের কথা বোঝাতে এখানে কবি সবুজ উঠোনের ছবির দিকে তাকানোর কথা বলেছেন। নানা বাধাকে কাটিয়ে উঠে একটি প্রাণ বেড়ে উঠতে থাকে। বেড়ে ওঠার মূলধন হিসেবে সে পায় প্রকৃতির স্নেহ ভালোবাসা। প্রকৃতির কাছে থেকে বেঁচে থাকবার শক্তি সংগ্রহ করে এক সময় সে স্বনির্ভর হয়ে ওঠে। আমরা যেন কোনমতেই প্রাণের এই বড় হয়ে ওঠাকে শেষ করে না দিই।

এই অংশে কবি ছোট্ট একটা শিশুর একটু একটু করে বড় হয়ে ওঠার চেষ্টার নানা ছবির মধ্যে দিয়ে আসল কথাটা বলতে চেয়েছেন। শিশুর ছোট ছোট চেষ্টার মধ্যে দিয়েই বড় হওয়ার সম্ভাবনা ফুটে ওঠে। সে হামাগুড়ি দেয়। কখনও পড়ে যায়। কিন্তু ব্যর্থতাকে সে মানতে চায় না। সে উঠে পড়ে আবার। তার মধ্যে নিজেকে স্বনির্ভর মানুষ করে গড়ে তোলবার অবিরাম প্রচেষ্টা থাকে। তাই ব্যথা পেলে সে কাঁদে। এ কান্না হার মানার কান্না নয়--এ কান্না নিজেকে দৃঢ় ভিত্তির ওপর দাঁড় করানোর জন্য অস্থিরতার, আত্মবিশ্বাসের ঘোষণার প্রতিবাদের। অন্য জনের হাত ধরে সে হাঁটতে পারে। কিন্তু হাত ছাড়িয়ে নিলেও সে হার মানে না। দেওয়াল ধরে এক পা এক পা করে সে হাঁটে। আস্তে আস্তে তার চলায় দৃঢ়তা আসে। আত্মবিশ্বাস আসে। ছোটদের এই বড় হয়ে ওঠার নানা প্রয়াসের মধ্যেই ভবিষ্যতের আশা আকাঙ্ক্ষা অর্থাৎ ভবিষ্যৎ গড়বার তীব্র আকাঙ্ক্ষা রয়েছে। সুন্দর একটা ছবির মধ্যে দিয়ে সেই ভাবনাকে ব্যক্ত করেছেন কবি। একটা শিশু যেন তার দুটো ছোট ছোট হাতের মুঠোর বাঁধনে মানুষের ভাবীকালের বাসনা ও আনন্দকে ধরে রাখে। কবির কথাগুলো ব্যবহারের ভঙ্গির বৈশিষ্ট্যটা লক্ষ করেছেন আপনারা? কবি বলছেন, ' দেখ দেখ, এই ছোট্ট সবুজ উঠোনেই'-- বলেই বাক্যটা অসম্পূর্ণ রেখে দিয়েছেন। সবুজ উঠোনে কী দেখব আমরা, সেটা বললেন না আর ভাষায়। ছবি আঁকলেন একটি মানবশিশুর বেড়ে ওঠার আদলে। আবার এই অংশটির শেষ দুটো পঙ্‌ক্তি লক্ষ করুন; বলছেন, ' দিও নাকো মাটি চাপা'। আপনারা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন, মানবশিশুকে মাটি চাপা দেওয়ার আক্ষরিক অর্থ নিশ্চয়ই বোঝানো হচ্ছে না। আসলে যে-কোন প্রাণচঞ্চল জীবনের গতিকে আমরা যেন বিচার বিবেচনার ভুলে নষ্ট করে না ফেলি— এই কথাটাই বোঝাতে চাইছেন।

- চলাটাই জীবনেই ধর্ম।
- প্রাণচাঞ্চল্যকে থামিয়ে দেওয়া মানে সুন্দর জীবনের স্বপ্ন কেই মেরে ফেলা।

পাঠগত প্রশ্ন- 1.2

3. **নীচের প্রশ্নের উত্তরে একাধিক উত্তর দেওয়া আছে। যেটি ঠিক তার পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন।**

ছোট্ট সবুজ উঠোনে কবি কী দেখতে বলেছেন?

ক) একটি মানব শিশুর হামাগুড়ি দেওয়া।

খ) একটি মানবশিশুর কান্নার ছবি।

গ) একটি মানবশিশু যেমন একটু একটু প্রচেষ্টায় আস্তে আস্তে বড় হয়ে ওঠে, তেমনি সমস্ত ছোট্ট ছোট্ট প্রাণের বড় হয়ে ওঠার ছবি।

4. প্রশ্ন হিসেবে কয়েকটি অসম্পূর্ণ বাক্য দেওয়া আছে। সেগুলোর উত্তর একাধিক শব্দ বা শব্দগুচ্ছে দেওয়া আছে। যেটি সম্পূর্ণ ঠিক তার পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন।

অ) কবি যে উঠোনটা দেখতে বলছেন সেটি--
ক) শুধু ছোট্ট।
খ) শুধু সবুজ।
গ) ছোট্ট ও সবুজ।

আ) শিশুটি পড়ে গেলে--
ক) হামাগুড়ি দেয়।
খ) কাঁদে।
গ) ফের ঠেলে ওঠে।

ই) শিশুটি আমাদের সাধ আহ্লাদ বাঁধে তার--
ক) ছোট ছোট হাত দিয়ে।
খ) ছোট ছোট দুটো মুঠো দিয়ে।
গ) ছোট্ট একটা মুঠোয়।

2.5.3 এবারে কবিতাটির তৃতীয় অংশ ভালো করে পড়ুন।

ভেঙো নাকো শুধু ভাঙা নয়
এখন আকাশ সূর্যেরি রঙে রাঙা নয়।
শিয়রে দাঁড়িয়ে থাবা তুলে আছে
গলিতনখ এ রাত্রি।
তবু যদি দুটি একটি করেও পাঁপড়ি
খুলে যায়
কাছে থেকো--
পাছে কোনো মদমত্ত হাতির পায়ে
সেটুকুও হয় থেঁতো।
ক্রমাগত চোখ রাঙিয়ে রাঙিয়ে
যারা হয়ে গেছে অন্ধ
তাদের নাকের কাছে ধরে দিও
ফুলের একটু গন্ধ।

গদ্যরূপ ও আলোচনা

ভেঙে নাকো, শুধু ভাঙা নয়। এখনও আকাশ সূর্যের রঙে রঙিন নয়। ক্ষয়- হয়ে যাওয়া নখ নিয়ে রাত্রি শিয়রে থাবা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। তবু যদি দু-একটি করেও পাপড়ি খুলে যায়, কোনও মদমত্ত হাতির পায়ে তা যাতে থেঁতো না হয়, সেজন্য কাছে থেকো। যারা ক্রমাগত চোখ রাঙিয়ে রাঙিয়ে অন্ধ হয়ে গেছে, তাদের নাকের কাছে একটু ফুলের গন্ধ ধরে দিও।

কবি বলেছেন, গড়বে বলেই তুমি ভাঙার কাজ শুরু করেছ। সে কাজ শেষ হয়েছে। গড়বার মত উপযুক্ত জমি প্রস্তুত। তাই গড়ার কাজেই এবার মনোযোগ দাও। শুধু ভাঙার তো কোন অর্থ নেই। গড়বার কাজটাই যে অনেক কঠিন কাজ, এবং সেটাই প্রধান-- একথা বোঝাতে গিয়েই তিনি বলছেন যে, এখনও অশিক্ষা দারিদ্র্য শোষণ-- এমন অসংখ্য অন্ধকার হিংস্র জন্তুর মতো থাবা মারবার জন্য সবসময়

আমাদের পাশে দাঁড়িয়ে আছে। এরকম সময়ে শুধু ভাঙার নেশায় মেতে থাকলে কাজের কাজ কিছুই হবে না। উন্মত্ত হাতি অসতর্ক মুহূর্তে সুন্দর ফুলকে যাতে মাড়িয়ে নষ্ট করে না দেয়, সে দিকে যেমন লক্ষ্য রাখা দরকার, তেমনি সমাজে যা কিছু সুন্দর, তা যাতে নষ্ট না হয়, সে দিকেও সুস্থ মানুষের লক্ষ্য রাখা দরকার।

আপনারা প্রত্যেকেই জানেন, সূর্য হচ্ছে সমস্ত প্রাণের উৎস। তাই সূর্য জীবনের প্রতীক। সূর্যের রঙে রাঙানো আকাশ জীবনের পরিপূর্ণতাকেই প্রকাশ করছে। আবার অন্যদিকে রাত্রি হচ্ছে অজ্ঞানতা, অশিক্ষা, বিভীষিকা, দারিদ্র্য, মৃত্যুর প্রতীক। পৃথিবীতে মানুষের জীবন এখনও নানাভাবে বিপন্ন। শক্তিমান দুর্বলের ওপর এখনও অত্যাচার করে চলেছে। জীবনে তাই আনন্দ ও সুন্দরের প্রকাশ ঘটতে পারছে না। কবি সচেতন মানুষকে আহ্বান করে বলছেন, পরিবেশ পরিস্থিতি যতই খারাপ থাক না কেন, তার মধ্যে থেকেই সুন্দরকে বাঁচিয়ে রাখবার দায়িত্ব নিতে হবে সুস্থ মানুষকে। মানসিক ভাবে যারা অসুস্থ তারা চায় পৃথিবীকে অসুস্থ করে রাখতে। যা কিছু সুন্দর তাকে নষ্ট করাতেই যেন তাদের অদ্ভুত তৃপ্তি। মাতাল হাতির পায়ের নীচে সুন্দর ফুল নষ্ট হয়ে গেলে যেমন হাতির মনের কোন বিকার হয় না, ঠিক তেমনি আত্মগর্বে গর্বিত এবং স্বার্থান্ধ মানুষও মানুষের কষ্টে আদৌ দুঃখিত নয়, বরং এতে সে এক ধরনের বিকৃত আনন্দ পায়। এই অবস্থায় সুন্দরকে মূল্য দিতে, সুন্দরকে অসুন্দরের হাত থেকে বাঁচিয়ে রাখতে দায়িত্ব নিতে হয় সুস্থ মনের মানুষকেই। সুন্দরকে সুন্দর বলবার, সুন্দরকে সুন্দর দেখবার মানসিকতা যাদের নষ্ট হয়ে গেছে, তাদের মনের অসুস্থতা দূর করবার জন্য সক্রিয় ভূমিকা নিতে হয় সুস্থ মানুষদেরই।

- ভাঙা নয়, গড়ার কাজেই সুস্থ মানুষকে মনোযোগ দিতে হবে বেশি।
- সুস্থ মানুষের লক্ষ্য সুস্থ সুন্দর মানব সমাজ গড়ে তোলা।
- যা কিছু গলা পচা তাকে ধ্বংস করা যেমন প্রাথমিক একটা কাজ, তেমনি বিকৃত এবং অসুস্থ সমাজের সুস্থতা আনাও খুব গুরুত্বপূর্ণ কাজ।

পাঠগত প্রশ্ন - 1.3

5. **নীচের প্রশ্নের উত্তরে একাধিক উত্তর দেওয়া আছে। সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন।**

অ) থাবা তুলে কে দাঁড়িয়ে আছে?

ক) রাত্রি।
খ) গলিত নখ।
গ) বাঘ।

আ) 'তবু যদি দুটি একটি করেও পাঁপড়ি খুলে যায়'— খুলে যায়-এর অর্থ এখানে কী?

ক) খুলে পড়ে যায়।
খ) খসে পড়ে।
গ) বিকশিত হয়।

ই) 'ক্রমাগত চোখ রাঙিয়ে রাঙিয়ে যারা হয়ে গেছে অন্ধ' —
অন্ধ শব্দটি এখানে কী অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে?

ক) দু'চোখ নষ্ট হয়ে গেছে।
খ) সূক্ষ্ম অনুভূতি হারিয়ে গেছে।
গ) কানা হয়ে গেছে।

2.5.4 এবারে কবিতাটির চতুর্থ অংশ ভালো করে পড়ুন।

ভেঙো নাকো, শুধু ভাঙা নয়।
মৃত্যুটা যত বড়ই হোক না -
জীবনের চেয়ে এমন কিছু সে
ঢ্যাঙা নয়।
যার লাগে নাকো মিষ্টি
মানুষের এই সৃষ্টি
যে বলবে এই পৃথিবীতে আছে
এক রং
শুধু রক্তের
যত থাক নামডাক তার
যত বড় দল থাকুক অন্ধভক্তের--
টেঁকে কি না টেঁকে
একবার ভালো কবিরাজ ডেকে
অচিরে দেখানো দরকার।

গদ্যরূপ ও আলোচনা

ভেঙো নাকো, শুধু ভাঙা নয়। মৃত্যু যত বড়ই হোক না, জীবনের চেয়ে, সে এমন কিছু বড় নয়। মানুষের এই সৃষ্টি যার ভালো লাগে না, যে বলে, পৃথিবীতে শুধু একটাই রং আছে, তা রক্তের, তাদের যত নামডাক থাক, যত বড় অন্ধভক্তের দল থাক, সে টেঁকে কি না টেঁকে, অচিরে একবার ভালো কবিরাজ ডেকে তাকে দেখানো দরকার।

শুধু ভাঙবার কথাটা কোনভাবেই আমাদের মনে আসতে দেওয়া উচিত নয়। কারণ, আমাদের লক্ষ্য জীবন, মৃত্যু নয়। মৃত্যু আমাদের কখনও বা সাহসের সঙ্গে বরণ করতে হয়, কিন্তু সেই মৃত্যুবরণ জীবনের বড় সত্যের জন্য। মৃত্যু সেখানে জীবনের মহত্ত্বেরই কথা ঘোষণা করে। মানুষেরই সৃষ্টির সৌন্দর্যে যারা আনন্দ পায় না, জীবনের ভয়ঙ্কর দিকটাকেই যারা একমাত্র সত্য বলে মনে করে, কবি মনে করেন, তারা মনের রোগে ভুগতে ভুগতে মৃত্যুর দিকেই এগিয়ে চলেছে। যত খ্যাতিমান লোকই হোক না কেন, যত বড়ই অন্ধ ভক্তের দল থাক না কেন তাদের, বেঁচে থাকবার কোন লক্ষণই তাই তাদের মধ্যে আর নেই, সামান্য সময় নষ্ট না করে তাদের উপযুক্ত চিকিৎসা প্রয়োজন। কবির মনে হয়, এই হতভাগ্য মানুষগুলোকে জীবনের সৌন্দর্যের স্বাদ দিতে পারলে ভালো হয়। কবি বলতে চাইছেন, আমাদের জীবনে দুঃখ কষ্ট আছে, অসুন্দর আছে, মৃত্যু আছে, বেঁচে থাকতে হলে এগুলোকে অস্বীকার করবার কোন উপায় নেই। কখনও কখনও এই ভয়ঙ্কর দিকগুলো আমাদের জীবনে গভীর ক্ষত তৈরি করে দেয়। দুঃখ কষ্ট মৃত্যুর আঘাতে আমাদের জীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে, কিন্তু এ গুলোকেই বড় করে দেখার অর্থ বেঁচে থাকাকেই অস্বীকার করা। কাজেই দুঃখ কষ্টের মধ্যে থেকেও আনন্দের দিকে দৃষ্টি রেখেই দুঃখ কষ্টকে আমাদের জীবন থেকে যথাসম্ভব মুছে ফেলবার জন্য লড়াইটা করা চাই। নিশ্চিত মৃত্যু আছে জেনেও জীবনের আনন্দের জন্যেই মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করা প্রয়োজন, আর তাতেই জীবনের জয়। আর এই মানসিক জোরের ফলেই, জীবনকে যে ভালবাসে, সেই মানুষের কাছে মৃত্যু তুচ্ছ হয়ে যায়। কবি তাই গভীর বিশ্বাস নিয়ে এই মানুষগুলোর কাছে আহ্বান জানাচ্ছেন, জীবন সম্পর্কে যাদের ভালোবাসা চলে গেছে, দুঃখ কষ্ট, হানাহানি, মৃত্যুর ভয়ঙ্করতাই জীবনের শেষ কথা বলে যাদের মনে হয়, সেই মানুষগুলো বড়ো কৃপার পাত্র। বেঁচে থেকেও তারা মড়ারই মতো। সুন্দর জীবনের স্বাদ থেকে

বঞ্চিত এই মানুষগুলো এমনই হতভাগা যে তারা নিজেরা তো অসুস্থ বটেই, পৃথিবীটা অসুস্থ বানাবার এবং পৃথিবীটাকে আরও অসুস্থ করে দেখবার জন্য তারা অনেক অন্ধ স্তাবকের দল জোটানোর চেষ্টা করে। হানাহানি দুঃখ কষ্ট মৃত্যুই জীবনের সারকথা বলে প্রমাণ করবার চেষ্টা করে। আপনারা দেখেছেন, অনেক ক্ষেত্রেই কোন অন্যায় বা অসত্যকেও স্তাবকের দল জুটিয়ে দল ভারী করে সমবেত চিৎকারে সমাজে সাময়িক ভাবে প্রতিষ্ঠা করে দেওয়া যায়, কিন্তু সেটা ক্ষণস্থায়ী। প্রকৃত সত্য প্রকাশিত হয়ই। কবি মনে করেন, এই লোকগুলো মানসিক রোগে ভুগছে, এজন্য এদের চিকিৎসা করানো দরকার। তা না হলে এরা নিজেদের অসুস্থতার সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীটাকেও আরও বেশি অসুস্থ করে তুলবে।

- এই অংশটিতে কবির জীবনবোধ গভীরভাবে প্রকাশ পেয়েছে। তিনি মানসিক বিকৃতিকে চিনেছেন।
- সুস্থ মানুষদের এ সম্পর্কে জানিয়েছেন।
- তার প্রতিকারের পথও নির্দেশ করেছেন।

পাঠগত প্রশ্ন - 1.4

6. **নীচের প্রশ্নগুলোর একাধিক উত্তর দেওয়া আছে। যেটি সম্পূর্ণ ঠিক তার পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন।**

অ) 'মৃত্যুটা যত বড়ই হোক না–
জীবনের চেয়ে এমন কিছু সে
ঢ্যাঙা নয়।'
এখানে ঢ্যাঙা শব্দের অর্থ কী?
ক) লম্বা।
খ) আকারে বড়।
গ) জীবনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ।

আ) কবির মতে মানুষের কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কী?
ক) সৃষ্টির মিষ্টতা।
খ) রক্তের রঙ।
গ) অন্ধভক্তের দল।

ই) 'একবার ভালো কবিরাজ ডেকে অচিরে দেখানো দরকার'
এখানে 'কবিরাজ' কোন্ অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে?
ক) বৈদ্য।
খ) হোমিওপ্যাথ।
গ) মনোরোগের চিকিৎসক।

2.5.5 এবারে কবিতাটির পঞ্চম অংশটি ভালো করে পড়ুন আর এইটি যেহেতু কবিতাটির শেষ অংশ, এই গুরুত্বপূর্ণ অংশের মধ্যে দিয়ে কবির ভাবনা ভালোভাবে বোঝবার চেষ্টা করুন।

ভেঙে নাকো, শুধু ভাঙা নয়।
মন দাও আজ
এর চেয়ে আরও ভালো রঙে এঁকে
দেশ জুড়ে আরও ভালো এক ছবি
টাঙানোয়।

আস্ত একটি জীবনকে ঘরে আনা যাক
— একটুও যার ভাঙা নয়।

গদ্যরূপ ও আলোচনা

ভেঙো নাকো, শুধু ভাঙা নয়। দেশ জুড়ে আরও তাজা রঙে ভাল একটি ছবি এঁকে টাঙানোর কাজে মন দাও। ভাঙা নয়, এমন আস্ত জীবনকে ঘরে আনা যাক।

কবিতাটির শেষ অংশে এসে কবি এবার নিশ্চিত করে বলে দিচ্ছেন লক্ষ্যটা কী। এর আগের অংশগুলোতে কবি বলেছেন, আমাদের সুস্থ জীবনের পক্ষে কী কাম্য নয়। এবারে সংক্ষেপে অথচ স্পষ্ট করে বলেছেন, কাম্য কী, করণীয় কী। কবির বক্তব্য, ভাঙতে গিয়ে গড়ার কথাটা ভুলে যাওয়ার অর্থ, জীবনের লক্ষ্য থেকেই সরে যাওয়া। কাজেই আর ভাঙার কাজ নয়। গড়ার জন্য প্রস্তুতি হিসেবে যা ভাঙা দরকার তা হয়েছে, এখন থামা প্রয়োজন। জীর্ণ কিছু ভাঙতে গিয়ে তাজা রক্ত কম তো খরচ হয়নি। সে রক্তক্ষরণ ছিল অন্যায়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের জন্য। তার প্রয়োজন ছিল অবশ্যই, কিন্তু এখন জীবনকে সুন্দর করে গড়ার ছবিই প্রয়োজন। আর সেই ছবি আঁকবার কাজেই এখন আমাদের পুরো মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন। একদিন জীবনের প্রয়োজনে অনেক মৃত্যুকে স্বীকার করে নিতে হয়েছে। আর মৃত্যু নয়, অসুন্দর নয়, সুন্দর ও পূর্ণ জীবনই হোক আমাদের লক্ষ্য। আপনারা নিশ্চয়ই লক্ষ করেছেন যে, এই অংশে এসে কবি জীবনের ইতিবাচক দিকের কথাই ঘোষণা করেছেন। পুরো কবিতাটি পড়ে একথাও নিশ্চয়ই আপনারা বুঝতে পারছেন, জীবনে ভাঙা এবং গড়া দুটোরই প্রয়োজন আছে। কিন্তু গড়ার জন্যই তো ভাঙা। শুধু ভাঙার তো কোন মানে নেই। একদল মানুষ আছে, যারা চায়, মানবসমাজ অন্ধকারে আচ্ছন্ন থাক ; তাতে ওই স্বার্থপর মানুষগুলোর রাজনৈতিক অর্থনৈতিক বা ব্যক্তিগত নানা স্বার্থপূরণ হবে। এই মানুষগুলোর অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করবার জন্যই বিদ্রোহ করে শুভ চেতনাসম্পন্ন মানুষ। কিন্তু বিদ্রোহের উদ্দেশ্য সুন্দর জীবনের প্রতিষ্ঠা। শুধু বিদ্রোহের আগুন জ্বালানোটাই যদি জীবনের লক্ষ্য হয়ে যায়, সুন্দর জীবনের প্রতিষ্ঠার কথাটা যদি লক্ষ্য থেকে সরে যায় একেবারে, তাহলে স্বার্থান্ধ মানুষের উদ্দেশ্য থেকে এই মানুষগুলোর উদ্দেশ্যের কোন পার্থক্য থাকে না। তাই কবি কবিতাটিতে বারবার করে ব্যবহার করছেন এই বাক্যটা - 'ভেঙো নাকো, শুধু ভাঙা নয়'। তিনি খুব স্পষ্ট করে মানুষকে মনে করিয়ে দিতে চাইছেন, ভাঙার কাজ অস্বীকার করা নয়, কিন্তু শুধুমাত্র ভাঙাও নয়, ভাঙার সঙ্গে গড়বার দৃঢ় অঙ্গীকার থাকা চাই। আর সেইজন্যই বলছেন, রক্তের রঙটা তাজা অবশ্যই, তাতে বিদ্রোহ, মানসিক দৃঢ়তা, টগবগে তারুণ্যের ছবি প্রকাশ পায়, কিন্তু আরও তাজা বলে যে জীবনের কথা বোঝাতে চাইছেন, সেখানে এই বিদ্রোহী মানসিকতা তারুণ্য এবং মানসিক দৃঢ়তার সঙ্গে সঙ্গে সুন্দর জীবনের স্নিগ্ধতাও জড়িয়ে থাকে। কবির বক্তব্য, জীবন মানে দৃঢ়তা এবং স্নিগ্ধতার মিলিত রূপ।

- মানুষের প্রতি গভীর মমত্ববোধ কবিতাটির প্রধান কথা।
- গভীর ভালোবাসার জন্যই কবি বিকৃত সমাজ বিকৃত মানুষ চান না কোনমতেই।
- সুস্থ এবং পূর্ণ সমাজ ও মানুষই কবির একান্ত কাম্য।
- ধ্বংস নয়, সৃষ্টিই তাঁর লক্ষ্য।

পাঠগত প্রশ্ন -1.5

7. **নীচের প্রশ্নগুলোর একাধিক উত্তর দেওয়া আছে। যেটি সম্পূর্ণ ঠিক তার পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন।**

   'মন দাও আজ
   এর চেয়ে আরও তাজা রঙে এঁকে
   দেশ জুড়ে আরও ভালো এক ছবি
   টাঙানোয়।'

অ) 'এর চেয়ে আরও তাজা' বলতে কবি কোন্ রঙের চেয়ে তাজা বোঝাচ্ছেন?

ক) রক্তের চেয়ে।

খ) সূর্যের রঙের চেয়ে।

গ) ভালোবাসার রঙের চেয়ে।

আ) কবি কোথায় ভালো ছবি টাঙানোর কথা বলেছেন?

ক) নিজের শোবার ঘরে।

খ) বিদ্যালয়ের দেওয়ালে।

গ) সারা দেশ জুড়ে।

ই) 'আস্ত একটি জীবনকে ঘরে আনা যাক – একটুও যার ভাঙা নয়।'

'ঘরে ' বলতে কবি কী বোঝাতে চাইছেন?

ক) নিজের বাড়িতে।

খ) ঘরের মধ্যে।

গ) দেশে।

2.6 ব্যাকরণ ও ভাষারীতি

ব্যাকরণ

2.6.1 সমার্থক শব্দ

আপনি রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছেন। দেখলেন খুব লম্বা মত একজন লোক আসছে। নিজেই আপনি হঠাৎ করে বলে উঠলেন ' বাপরে, কী ঢ্যাঙা লোকটা!' এই যে 'ঢ্যাঙা' শব্দটা, এটা না বলে আপনি 'লম্বা' কথাটা ব্যবহার করতে পারতেন। এই যে 'লম্বা' এবং 'ঢ্যাঙা' দুটো শব্দ, এদের মানে কিন্তু একই। একেই **সমার্থক শব্দ** বলে। নীচে তিনটি ঘর করা আছে। প্রথম ঘরে শব্দ, দ্বিতীয় ঘরে সমার্থক শব্দ এলোমেলো করে দেওয়া আছে। তৃতীয় ঘরে ফাঁকা জায়গায় মূল শব্দগুলোর সমার্থক শব্দ দ্বিতীয় ঘরের শব্দগুলি থেকে বেছে নিয়ে লিখুন।

হামাগুড়ি	মাথার কাছে	____________
সাধ	ইচ্ছা	____________
আহ্লাদ	পিষ্ট	____________
শিয়রে	দুই হাত ও দুই জানুতে ভর দিয়ে চলা	____________
থেঁতো	আনন্দ	____________
সৃষ্টি	নির্মাণ	____________
কবিরাজ	খুব তাড়াতাড়ি	____________
অচিরে	চিকিৎসক	____________
টেঁকে	গোটা	____________
আস্ত	বাঁচে	____________

2.6.2 বিপরীতার্থক শব্দ

একটা বাচ্চা ছেলেকে দেখছেন সে হাসছে। হঠাৎ করে অকারণেই সে কেঁদে উঠল। আপনি হয়ত বলে উঠলেন 'কী ছেলে রে বাবা, হাসি কান্নার কোন কারণ অকারণ নেই।' এই যে বলে ফেললেন 'হাসি কান্না' বা 'কারণ অকারণ' এর মধ্যে আপনি বিপরীত ধারণার ভাবনা শব্দের মধ্যে দিয়ে প্রকাশ করে ফেললেন 'হাসি' শব্দটা 'কান্না' শব্দের ঠিক উল্টো মানে বোঝায়। 'কারণ' শব্দটি তেমনি 'অকারণ' শব্দের ঠিক উল্টো মানে বোঝায়। একেই বলে বিপরীতার্থক শব্দ। নীচের ছকে তিনটে ঘর করা আছে। প্রথম ঘরে শব্দ, দ্বিতীয় ঘরে **বিপরীতার্থক শব্দ** এলামেলো করে দেওয়া হল। তৃতীয় ঘরে ফাঁকা জায়গায় বিপরীতার্থক শব্দগুলো ঠিক মতো বসান।

ভাঙা	গড়া	________
ডাঙা	বাসি	________
তাজা	বসা	________
পড়া	দাঁড়ানো, ওঠা	________
ওঠা	জলা	________
খুলে যায়	মিষ্টি	________
জীবন	ধ্বংস	________
সৃষ্টি	মৃত্যু	________
অচিরে	বন্ধ হয়	________
তেতো	বিলম্বে	________

2.6.3 সমোচ্চারিত বা প্রায় সমোচ্চারিত শব্দ

ধরুন আপনি আপনার মা-বাবার সঙ্গে পাকা আম খাচ্ছেন। মা হঠাৎ বললেন ' আমটার স্বাদটা কী দারুণ! কতদিন এমন আম খাবার সাধ হচ্ছিল। কিছুতেই পাচ্ছিলাম না।' এই যে 'স্বাদ' আর 'সাধ' দুটো শব্দ দুরকম, অর্থও আলাদা, কিন্তু উচ্চারণ প্রায় একরকম; এই রকমই দুটো শব্দ কানে প্রায় একরকম বা কখনও কখনও সম্পূর্ণ একরকম শোনায়, তখন তাদের - **'সমোচ্চারিত বা প্রায় সমোচ্চারিত শব্দ'** বলে। ' শুধু ভাঙা নয়' কবিতা থেকে কয়েকটি শব্দ নিয়ে আলাদা অর্থ বোঝায় এমন কয়েকটি সমোচ্চারিত বা প্রায় সমোচ্চারিত শব্দ ও তাদের অর্থ দেওয়া হল, দ্বিতীয় ঘরের সঠিক জায়গায় অর্থ বসান।

স্বাদ	________	বই পড়ে
সাধ	________	পড়ে যায়
পড়ে	________	জন্মভূমি
পড়ে	________	হিংসা
দেশ	________	হৃদয়
দ্বেষ	________	নির্দিষ্ট পরিমাণ ওজন
মন	________	জিভে খাদ্যপানীয়ের গুণাগুণ বোধ
মণ	________	ইচ্ছা

2.6.4 শব্দান্তর

খেলা হচ্ছে। এমন সময় আপনি শুনতে পেলেন, একজন বলছে 'কী খেলাই না খেললে খেলোয়াড়টা'। একটু ভাবলেই বুঝতে পারবেন ' খেলা ' কথাটাই একটু বদলে নিয়ে 'খেলোয়াড়' হয়েছে। ' খেলা ' শব্দের মধ্যে দিয়ে একটা কাজের নাম বোঝাচ্ছিল, আর 'খেলোয়াড়' শব্দটার মধ্যে দিয়ে বোঝাল 'যে খেলা করে', অর্থাৎ একটা লোকের বৈশিষ্ট্য। শব্দের এই যে রূপ পরিবর্তন তাকেই **শব্দান্তর** বলে। নীচের ছকে প্রথমে কতকগুলো শব্দ দেওয়া হল। তার পরে সেই শব্দগুলোর শব্দান্তর করে দেওয়া হল এলোমেলো ভাবে ফাঁকা জায়গাটিতে শব্দান্তরগুলো ঠিকমতো জায়গায় বসান।

চাষ	ভুলো	....
ব্যথা	ব্যথিত	....
ভুল	চাষি	....
মাটি	দরকারি	....
ভক্তি	মিষ্টি	....
মিষ্টতা	ভক্ত	....
দরকার	মেটে	....

2.6.5 ভাষারীতি

আপনারা লক্ষ করেছেন কবিতাটি লেখা হয়েছে ছন্দে। চরণান্তিক মিল যাকে বলে, পঙ্‌ক্তিতে পঙ্‌ক্তিতে সেই ধ্বনিগত মিলও আছে। তবুও কবিতাটির কথাগুলো প্রায় মুখের কথার মতো করে বলা হয়েছে। এমন কী গদ্য ভাষায় যে ভাবে কর্তা কর্ম ক্রিয়া সাজিয়ে বাক্য তৈরি করা হয়, প্রায় পুরো কবিতাতেই সে রকম ভাবেই বাক্য তৈরি করা হয়েছে। কোথাও কোথাও আবার ক্রিয়াবাচক শব্দগুলোকে আগে এনে কর্মবাচক শব্দগুলোকে পরে দেওয়া হয়েছে। এ ধরনের বাক্যব্যবহার অবশ্য আগেই প্রমথ চৌধুরি, রবীন্দ্রনাথ করেছেন। নীচে ' শুধু ভাঙা নয়' কবিতাটি থেকে ওইরকম কিছু বাক্য দেওয়া হল। সাধারণভাবে গদ্যে যেমন করে বাক্যের শেষে ক্রিয়া ব্যবহার করা হয়, সেরকম নতুন করে বাক্য সাজিয়ে লিখুন। দুটো (১,২) দেখিয়ে দেওয়া হল।

১) ছোট ছোট দুটো মুঠো দিয়ে বাঁধে সাধ আহ্লাদ আমাদের

ছোট ছোট দুটো মুঠো দিয়ে আমাদের সাধ আহ্লাদ বাঁধে

২) প'ড়ে গেলে ঠেলে ওঠে ফের, ______

পড়ে গেলে ফের ঠেলে ওঠে,

হাত ছেড়ে দিলে দেয়ালটা ধ'রে করে হাঁটি- হাটি পা-পা ______

ভুলে যেন তাকে দিও নাকো মাটি চাপা। ______

পাছে কোন মদমত্ত হাতির পায়ে সেটুকুও হয় থেঁতো। ______

তাদের নাকের কাছে ধরে দিও ফুলের একটু গন্ধ। ______

2.7 সমগ্র বিষয়ভিত্তিক মন্তব্য

পুরো কবিতাটি পড়ে আপনারা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন,কবির জীবনের লক্ষ্য হচ্ছে গড়ে তোলা। স্নিগ্ধ জীবনের বিকাশের ছবিই কবির একান্ত কাম্য। অন্যায় অত্যাচার, অসত্যের বিরুদ্ধে কবি লড়াই করতে চান অবশ্যই, কিন্তু সুস্থ সুন্দর প্রাণের বিকাশ কোনভাবেই রুদ্ধ হোক তা চান না তিনি। তিনি এমন মানুষের সমাজই চান যেখানে থাকবে মানুষের সুস্থচেতনা। সেই মানুষ হবে সাহসে, সততায়-স্নেহ - প্রেমে পূর্ণ মানুষ।

2.8 রচনাবৈশিষ্ট্য

আপনারা ছোটবেলায় নিশ্চয়ই সুর করে ছড়া পড়েছেন,- 'আয়রে আয় টিয়ে / নায়ে ভরা দিয়ে / না নিয়ে নিয়ে গেল বোয়াল মাছে / তাই না দেখে ভোঁদড় নাচে / ওরে ভোঁদড় ফিরে চা /খোকার নাচন দেখে যা।' কেমন বেশ ছন্দে ছন্দে মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে ছড়া বলা যায়। 'শুধু ভাঙা নয়' কবিতাটি পড়তে গিয়ে সেরকম ছন্দের দোলা পাচ্ছেন কি ? — মনে হয় পাচ্ছেন না। পাওয়ার কথাও নয়। কেন জানেন ? ' আয়রে আয় টিয়ে' বা ওই ধরনের ছড়া বা পদ্যগুলোতে ছন্দের দোলার দিকেই নজর বেশি দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু 'শুধু ভাঙা নয়' বা এ ধরনের কবিতাগুলোতে ছন্দটা বড় কথা নয়, কবি যে কথাগুলো বলছেন সেই কথাগুলো প্রধান। কাজেই খুব দরকারি কথা বলার ভঙ্গিতেই একেবারে গদ্যের মত করে বলা হয়েছে। তবে খুব মন দিয়ে পড়লে দেখবেন এই কবিতাতে গদ্যছন্দ নয়, কবিতার ছন্দই আছে। এমন কি পঙ্ক্তির শেষ শব্দগুলোতে ধ্বনিগত মিলও আছে। যেমন, ধরুন, প্রথম পঙ্ক্তির শেষ শব্দ 'নয়' -এর সঙ্গে দ্বিতীয় পঙ্ক্তির শেষ 'হয়' এর ধ্বনিগত মিল আছে। আবার দেখুন, প্রথম পঙ্ক্তির 'ভাঙা নয়'- এর সঙ্গে পঞ্চম পঙ্ক্তির 'ভাঙা নয় ' এর কী চমৎকার মিল। তবে লক্ষ করবেন, মিলগুলো কিন্তু সবসময় পরপর পঙ্ক্তিতে নয়, কখনও কখনও পরপর আছে, আবার কখনও কখনও একটা দুটোপঙ্ক্তি বাদ দিয়ে। যেমন ধরুন, কবিতাটির দ্বিতীয় 'অংশে ব্যথা পেলে <u>কাঁদে'</u> -- এর সঙ্গে মিল রাখা হয়েছে পরের পঙ্ক্তিতে ' ছোট ছোট মুঠো দিয়ে <u>বাঁধে'</u> আর ব্যথা পেলে কাঁদে' --এর পরের পঙ্ক্তি 'পড়ে গেলে ঠেলে ওঠে <u>ফের'</u> — এর সঙ্গে মিল রাখা হয়েছে এর পরের পঙ্ক্তি 'সাধ আহ্লাদ <u>আমাদের'</u>।

মিলের আর একটা বিশিষ্টতা লক্ষ করুন, কবিতাটির তৃতীয় অংশে একটি পঙ্ক্তি 'গলিতনখ এ রাত্রি'। এর শেষ শব্দ ' রাত্রি-' এর সঙ্গে পরের পঙ্ক্তির শেষ শব্দ 'পাপড়ি'র মিল। এর ধ্বনিগত মিলটা কেমন জানেন তো? 'রাত্রি' শব্দের 'ত্রি' ধ্বনির সঙ্গে 'পাপড়ি' শব্দের 'পড়ি' ধ্বনির। এমনি করে দেখবেন, কবিতাটির মধ্যে মিল নিয়ে বেশ কিছু বিশিষ্টতা রেখেছেন কবি।

2.9 আপনি যা যা শিখলেন

- কবিতাটি পড়তে পড়তে আপনারা নিশ্চয়ই লক্ষ করেছেন, জীবনের টুকরো টুকরো ছবির মধ্যে দিয়ে সম্পূর্ণ ছবি এঁকেছেন কবি। কথার সাহায্যে কল্পনার এই যে খণ্ড খণ্ড ছবি তাকেই চিত্রকল্প বলে।
- 'শুধু ভাঙা নয়' কবিতায় কবি একবারে আটপৌরে ভাষায় কথা বলেছেন, অথচ কবির অনুভূতি কত সহজে আমাদের মনকে ছুঁয়ে যাচ্ছে। সেটা সম্ভব হচ্ছে আন্তরিকতার জন্য।
- প্রায় আটপৌরে গদ্য ভাষাকেও ছন্দে এবং চরণান্তিক মিল দিয়ে সুন্দর কাব্যরূপ দেওয়া যায়।
- কবির জীবন-বিশ্বাস খুব মানবিক। যারা ক্ষমতার জোরে মানুষের ওপর অত্যাচার করে, কবি ভালোবাসার মন্ত্রে তাদের দীক্ষিত করতে চান।
- ভয়ঙ্কর ত্রাসের রূপে নয়, কবির লক্ষ্য, সারা দেশের মানবসম্পদ উদ্দীপ্ত হোক স্নিগ্ধতাভরা তাজা তারুণ্যে।

2.10 সমগ্র পাঠভিত্তিক প্রশ্ন

1. একটি শিশুর আচার আচরণের কিছু ছবি দিয়ে গড়ে ওঠার ব্যাপারটাকে ধরাতে চেয়েছেন — কবির অনুসরণে শিশুর আচরণের সেই ছবির বর্ণনা দিন।
2. ভয়ঙ্কর রাত্রির অন্ধকারের মাঝেও কবি সুস্থ মানুষের কাছে কী আশা করেছেন ?

3. শুধু ভাঙাটাই জীবনের লক্ষ্য বলে যারা ধরে নিয়েছে, তাদের সম্পর্কে কবির ভাবনা কী?
4. অস্থিরতা এবং অনিশ্চয়তার সময়ে কবির কাছে কোন্ কাজটা সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়?

2.11 কবি পরিচিতি

সুভাষ মুখোপাধ্যায় জন্মেছিলেন নদিয়া জেলার কৃষ্ণনগরে ১৯১৯ সালে। কবিতা যে সমাজ বদলের হাতিয়ার হতে পারে — গভীর এই বিশ্বাস নিয়ে যাঁরা কবিতা লিখেছেন, সুভাষ মুখোপাধ্যায় তাঁদের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি। ১৯৪০ সালে তাঁর কবিতার বই 'পদাতিক' প্রকাশিত হয়। তাঁর কবিখ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে চারদিকে। লেখার বিষয়টা যে হবে খেটে খাওয়া মানুষের বঞ্চনা এবং তাদের প্রতিবাদের কথা, সে সম্পর্কে কোন দ্বিধা ছিল না কবির মনে , কিন্তু লেখাটা কেমন করে শিল্প হয়ে উঠবে সেই বিষয়টাও ছিল তাঁদের কাছে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। 'অগ্নিকোণ', 'চিরকুট', 'যত দূরে যাই', 'কাল মধুমাস', 'এই ভাই', প্রভৃতি তাঁর উল্লেখযোগ্য কয়েকটি কবিতার বই। ছোটদের জন্য লেখা 'মিউয়ের জন্য ছড়া', 'ছোটদের রামায়ণ' ইত্যাদি লেখার মধ্যে দিয়ে বোঝা যায় সুন্দর সহজ সরল স্নিগ্ধ জীবন তিনি কতখানি ভালোবাসেন। 'শুধু ভাঙা নয়' কবিতাটি নেওয়া হয়েছে তাঁর 'ফুল ফুটুক' নামের কবিতার বই থেকে।

2.11.1 সমধর্মী রচনা

সুস্থ জীবনের জন্য অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার মানসিকতা থাকা চাই। আর এই কারণেই সুস্থ রাজনীতিও চাই। কিন্তু জীবনকে বাদ দিয়ে কোন কিছুরই কোন প্রয়োজন নেই। জীবনই মানুষের লক্ষ্য — এই ভাবনা নিয়ে অনেক কবির অনেক কবিতার কথায়ই মনে হয়। 'শুধু ভাঙা নয়' কবিতাটি পড়তে পড়তে বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়-এর লেখা 'ন্যাংটো ছেলে আকাশ দেখছে' কবিতাটি কথা মনে পড়ে।

ঘর ফুটপাত
আহার বাতাস
ন্যাংটো ছেলেটা
দেখছে আকাশ।

সেখানে এখন
টেক্কা সাহেব
বিবি ও গোলাম —
রাজ্যের তাস

সবাই ব্যস্ত;
সবাই করছে
চাঁদ সূর্য ও
তারাদের চাষ;

সবাই চাইছে
রাজত্ব আর
সবাই লিখছে
দারুণ গল্প।

সেই শুধু ফুট —
পাতের ন্যাংটো
ছেলে, তাই তার
বুদ্ধি অল্প

দূর থেকে তাই
দেখছে দৃশ্য
দেখছে এবং
দিচ্ছে সাবাস!

''শুধু ভাঙা নয়''কবিতার সমধর্মী সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের ' আরে ছো', নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর 'কলকাতার যিশু' র কথাও স্বভাবতই মনে পড়বে। এসব কবিতাও পড়ে নিন না!

2.12 উত্তর সংকেত

1.1	1)		খ)
	2)		গ)
1.2	3)		গ)
	4)	অ	গ)
	4)	আ	গ)
	4)	ই	খ)
1.3	5)	অ	ক)
	5)	আ	গ)
	5)	ই	খ)
1.4	6)	অ	গ)
	6)	আ	ক)
	6)	ই	গ)
1.5	7)	অ	ক)
	7)	আ	গ)
	7)	ই	গ)

3

বাংলা ভাষা ও উপভাষা

3.1 ভূমিকা

মানুষ আগে ইশারা করে, কাঠে আঁকা চিহ্ন বা বিশেষ ভাবে বোনা সুতোর গাঁথুনি দিয়ে মনের ভাব প্রকাশ করেছে। তারপরে এঁকেছে ছবি। ছবির পর ছবি এঁকে বক্তব্য ধরে রেখেছে। মনের ভাবকে ধ্বনি বা ধ্বনিগুচ্ছের মাধ্যমে প্রকাশ করতে তার অনেক দিন লেগেছে। ধরে নেওয়া হয়েছে, মানুষ আজ থেকে এক লক্ষ বছর আগে প্রথম কথা বলেছে অর্থাৎ ভাষা ব্যবহার করেছে।

ভাষা যেমন একটি বিশেষ জনগোষ্ঠীর ভাব প্রকাশের বাহন, তেমনি ওই ভাষা-গোষ্ঠীর অঞ্চল বিশেষে প্রচলিত ভাষাকে বলে উপভাষা। বাঙালি জনগোষ্ঠীর ভাষা বাংলা। তবে বাংলা ভাষার একাধিক উপভাষাও আছে।

এই পাঠে বাংলা ভাষা ও উপভাষা বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

3.2 উদ্দেশ্য

এই পাঠটি পড়লে আপনারা

- ভাষার প্রাথমিক অবস্থার কথা জানতে পারবেন
- ভাষা বলতে কী বোঝায় সেটা বুঝতে পারবেন
- ভাষা ও উপভাষার পার্থক্য দেখাতে পারবেন
- সাধুভাষা ও চলিত ভাষার বৈশিষ্ট্য বোঝাতে পারবেন
- সাধুভাষা থেকে চলিত ভাষায় রূপান্তরিত করতে পারবেন।

3.3 ভাষা

বিশেষ জনগোষ্ঠী তাদের নিজেদের মধ্যে ভাব বিনিময়ের জন্যে যে অর্থযুক্ত ধ্বনি বা ধ্বনিমালা উচ্চারণ করে তাকেই আমরা ভাষা বলি।

তাহলে দেখা যাচ্ছে ভাষা হতে হলে

- তা উচ্চারিত ধ্বনি বা ধ্বনির সারি হতে হবে
- ওই ধ্বনির অর্থ থাকবে
- একটি বিশেষ গোষ্ঠীর লোকেরাই তা বুঝবে।

3.4 উপভাষা

কোনো ভাষাগোষ্ঠীর কোনো একটি বিশেষ অঞ্চলে প্রচলিত ভাষাকে বলে উপভাষা। বাংলা অঞ্চলে প্রচলিত ভাষাকে বাংলা ভাষা বলব। আবার বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচলিত ভাষাকে বাংলা ভাষা না বলে আমরা বলব উপভাষা। পশ্চিমবঙ্গের বাঁকুড়া, বীরভূম, মেদিনীপুর ইত্যাদি অঞ্চলে প্রচলিত ভাষা হল উপভাষা। তেমনি বাংলাদেশের ঢাকা, খুলনা, চট্টগ্রাম ইত্যাদি অঞ্চলের ভাষাও উপভাষা।

3.5 বাংলা ভাষা ও উপভাষা

সব ভাষারই একটি মান্য উপভাষা থাকে বলা ও লেখার জন্য। সেটাই সবাই মেনে নেয়, ব্যবহার করে। যারা বাঙালি তা যে অঞ্চলেরই হোক, বাড়িতে যে উপভাষাই বলুক না কেন, শিক্ষিত সমাজে আলোচনায় ও লেখায় ওই মান্য বা আদর্শ উপভাষাই ব্যবহার করা হয়।

বাংলার ক্ষেত্রে এই উপভাষার নাম মান্য চলিত বাংলা।

পাঠগত প্রশ্ন - 1.1

1. যেটি ঠিক সেটিতে (✓) দাগ দিন

(ক) যে কোনো ধ্বনির সারি দিয়ে ভাষা হয়। ☐

(খ) কেবল অর্থযুক্ত ধ্বনির সারি দিয়েই ভাষা হয়। ☐

(গ) একটি ভাষা বিশেষ জনগোষ্ঠীই বোঝে। ☐

(ঘ) একটি ভাষা সব জনগোষ্ঠীর লোকেরাই বোঝে। ☐

2. শূন্যস্থান ঠিক মতো পূরণ করুন

(ক) বাংলা অঞ্চলে প্রচলিত ভাষাকে ....।

(খ) .... বলে বাংলা উপভাষা।

(গ) শিক্ষিত সমাজে লেখায় ও আলোচনায় ব্যবহার করা হয় ....।

3.6 বাংলা ভাষার দুই রীতি — সাধু ও চলিত

লেখার জন্য যে বাংলা ভাষা ব্যবহার করা হয় তার দুটি রীতি।

একটিকে আমরা বলি---- 'সাধু'।

আর একটিকে বলি ---- 'চলিত' বা মান্য চলিত।

3.6.1 সাধুভাষা

সাধুভাষা গড়ে উঠেছে বাংলার প্রাচীন সাহিত্যের ক্রিয়া, সর্বনাম, অনুসর্গের রূপকে কেন্দ্র করে।

3.6.2 চলিত ভাষা

চলিত ভাষা গড়ে উঠেছে ওই সাধুভাষারই সংক্ষিপ্ত ক্রিয়া ও সর্বনামকে ভিত্তি করে।

ক্রিয়ারূপ

সাধুভাষা	চলিতভাষা
করিয়া	করে
করিলে	করলে
করিতে	করতে
করিতেছে	করছে
করিত	করত
করিবে	করবে

সর্বনাম রূপ

সাধুভাষা	চলিতভাষা
তাহাকে, তাঁহাকে	তাকে, তাঁকে
তাহাদের, তাহাদিগকে	তাদের
তাহার, তাঁহার	তার, তাঁর

অনুসর্গ রূপ

সাধুভাষা	চলিতভাষা
দ্বারা	দিয়ে
হইতে	থেকে, হতে (কবিতায়)
উর্ধ্বে	উপরে
নিম্নে	নীচে
পার্শ্বে	পাশে

সাধু থেকে চলিত ঃ একটি উদাহরণ

সাধু ঃ তাহাকে অনেক করিয়া বলা হইল, কিন্তু সে কোনো কথাই শুনিল না।

চলিত ঃ তাকে অনেক করে বলা হল, কিন্তু সে কোনো কথাই শুনল না।

বাংলার বর্ণমালা ও উচ্চারণবৈশিষ্ট্য

3.7 ভূমিকা

আগের পাঠে আপনারা জেনেছেন, ভাষা হল উচ্চারিত ধ্বনির সারি। ধ্বনি মুখে বলি, কিন্তু লিখি ধ্বনির প্রতীক। বিভিন্ন ধ্বনির বিভিন্ন প্রতীক। ব্যাকরণে এই প্রতীক চিহ্ন গুলোকে আমরা বলি বর্ণ, এই পাঠে বর্ণ ও উচ্চারণ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

3.8 উদ্দেশ্য

এই পাঠটি পড়লে আপনারা

- ধ্বনি ও বর্ণের কথা জানতে
- বর্ণের শ্রেণীবিভাগ করতে
- বর্ণ চিহ্নিত করতে
- বর্ণের ও উচ্চারণের বৈশিষ্ট্য দেখাতে পারবেন।

1. **ধ্বনি ও বর্ণ**

   ধ্বনির লিখিত রূপকে আমরা বর্ণ বলি। সব বর্ণ নিয়ে তৈরি হয়েছে বর্ণমালা। বর্ণমালায় স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণ – এই দুটি বিভাগ

2. **স্বরবর্ণের বৈশিষ্ট্য**

   স্বরবর্ণ অন্য বর্ণের সাহায্য ছাড়াই উচ্চারিত হতে পারে।

অ আ ই ঈ উ ঊ ঋ এ ঐ ও ঔ – এই ১১টি স্বরবর্ণ

অ - অত অবশ (ball, fall - এর a – র মতো উচ্চারণ অ - এর)

- অতুল; অমুক (অ- এর উচ্চারণ ও - এর মতো) ওতুল, ওমুক

এ - এটা, এবার (এ -র উচ্চারণ bed, red - এর 'e' - এর মতো)

- একা, একটা (এ -র উচ্চারণ bad, sad - এর a - এর মতো)

ঐ - ঐরাবত (ও + ই একসঙ্গে উচ্চারিত) ওইরাবত

ঔ - ঔষধ (ও + উ একসঙ্গে উচ্চারিত) ওউষধ

পাঠগত প্রশ্ন - 1.2

1. **শূন্যস্থান ঠিক মতো পূরণ করুন**

(ক) বর্ণ হচ্ছে ....রূপ।

(খ) সব বর্ণ মিলে হয়েছে ....।

(গ) বর্ণমালার দুটি বিভাগ। একটি .... ও অন্যটি................।

2. **চিহ্নিত বর্ণের উচ্চারণ কিসের মতো সেটা পাশে দেখান**

(ক) অসুস্থ --	(ঘ) অমিয় --
(খ) একী ---	(ঙ) ঔদ্ধত্য --
(গ) ঐরূপ --	(চ) এখন --

ব্যঞ্জনবর্ণের বৈশিষ্ট্য

ব্যঞ্জনবর্ণ স্বরবর্ণের সাহায্যে উচ্চারণ করা হয়।

ক্ + অ = ক । ক্ + আ = কা

ক খ গ ঘ ঙ,; চ ছ জ ঝ ঞ; ট ঠ ড (ড়) ঢ (ঢ়) ণ; ত (ৎ) থ দ ধ ন;
প ফ ব ভ ম ; য (য়) র ল ব (অন্তঃস্থ, - উচ্চারণ w-এর মতো), শ ষ স হ ং ঃ – এই ক'টি হল ব্যঞ্জন বর্ণ।

এর মধ্যে কয়েকটির উচ্চারণে লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য আছে।

ঙ --- এর উচ্চারণ ং এর মতো রঙ (রং)

ঞ – পৃথক উচ্চারণ নেই। অন্যবর্ণের সঙ্গে যুক্ত হলে ন - এর মতো

বঞ্চনা -- বন্‌চনা। অঞ্জন -- অন্‌জন।

ণ – ন - এর মতোই উচ্চারিত

অন্তঃস্থ ব -- শুধু ফলা হিসাবেই ব্যবহৃত। অন্যত্র ব্ - এর মতোই উচ্চারিত

বিশ্ব -- বিশ্‌শো (ব - ফলা যে বর্ণের সঙ্গে যুক্ত সেই বর্ণেরই দ্বিত্ব -- দুবার উচ্চারণ হয়; ব - এর উচ্চারণ হয় না)

শ, ষ, স – তিনটির উচ্চারণই ইংরেজি sh এর মতো

শহর (শ - sh)
ষণ্ড (ষ - sh)
সব (স - sh)

ক্ষ - শব্দের আদিতে খ - এর মতো । ক্ষমা - খমা

শব্দের মাঝে বা শেষে ক্ খ - এর মতো । রক্ষা - রক্‌খা
জ্ঞ — উচ্চারণ গ্যঁ - এর মতো। জ্ঞান - গ্যাঁন
হ্ম - উচ্চারণ ম্হ - এর মতো । ব্রাহ্মণ - ব্রাম্হন
হ্য - উচ্চারণ জ্ঝ্ - এর মতো। সহ্য - সজ্ঝো
হ্ব - উচ্চারণ ওভ্ এর মতো । আহ্বান - আওভান

পাঠগত প্রশ্ন - 1.3

3. ব্যঞ্জনবর্ণের বৈশিষ্ট্য দেখান।

4. নীচের বর্ণগুলোকে স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণ - দুটি শ্রেণীতে ভাগ করে দেখান

ক আ ই ঋ ঠ ণ ঈ প ঔ এঃ উ ও

স্বরবর্ণ - (১)..................... (২)..................... (৩)..................... (৪).....................
(৫)..................... (৬).....................

ব্যঞ্জনবর্ণ (১)..................... (২)..................... (৩)..................... (৪).....................
(৫)..................... (৬).....................

5. উচ্চারণ কীভাবে হয় পাশে পাশে দেখিয়ে দিন

(ক) কক্ষ --	(ঘ) শঙ্খ —	(ছ) আজ্ঞ —
(খ) অঞ্চল —	(ঙ) চিহ্ন —	(জ) অশ্ব —
(গ) রঞ্জন —	(চ) দ্বিতীয় —	(ঝ) জিহ্বা—

3.9 আপনি যা শিখলেন

- বর্ণ ও ধ্বনির পার্থক্য নির্ণয়
- বর্ণমালায় বর্ণের দুটো বিভাগ
- বিভিন্ন বর্ণের উচ্চারণ বৈশিষ্ট্য।

3.10 সমগ্র পাঠভিত্তিক প্রশ্ন

1. যেটি ঠিক তার পাশে (✓) চিহ্ন দিন

ক) ধ্বনির উচ্চারিত রূপকে বর্ণ বলে। ☐
খ) ধ্বনির লিখিত রূপকে বর্ণ বলে। ☐
গ) ব্যঞ্জনবর্ণ অন্য বর্ণের সাহায্য না নিয়েই উচ্চারণ করা যায়। ☐
ঘ) স্বরবর্ণের সাহায্য ছাড়া ব্যঞ্জনবর্ণ উচ্চারণ করা যায় না। ☐

2. নীচের বাক্যে স্বরবর্ণের নীচে দাগ দিন

ও তো আপনারই এক দাদা। অবশ্য উনি ওখানে থাকেন।

3. ব্যঞ্জনবর্ণগুলো পাশের খোপে লিখুন

অমল! আর সব কই। ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

4. যুক্তাক্ষর গুলো পাশের খোপে লিখুন

ওই অন্তরীক্ষ রক্ত বর্ণ। ☐ ☐ ☐ ☐

চন্দ্র কি অদৃশ্য হচ্ছে? ☐ ☐ ☐

5. কোন্ কোন্ বর্ণ দিয়ে গড়ে উঠেছে?

ঔ – ☐ ☐

ঐ – ☐ ☐

6. এ – বর্ণটির দুরকম উদাহরণ দেখান

এবার --

একতা --

7. চিহ্নিত বর্ণের উচ্চারণের বৈশিষ্ট্য দেখান

তিনি বিজ্ঞজন –

কক্ষ এখন আলোকিত –

বাংলা শব্দভাণ্ডার

3.11 ভূমিকা

এখনকার বাংলা শব্দে বাংলা অঞ্চলের নিজস্ব শব্দ ছাড়াও অনেক রকম শব্দ এসে মিশেছে। সংস্কৃত ভাষা বাংলাকে দিয়েছে বহু শব্দ। আবার দেশ-বিদেশের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে ওঠার ফলে বিদেশি ভাষার অনেক শব্দ বাংলার ভান্ডারে এসে জমা হয়েছে। বাংলার প্রভাবে অ-বাংলা শব্দগুলোর অনেক পরিবর্তনও হয়ে গেছে। এই পাঠে বাংলা শব্দের নানা শ্রেণী নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

3.12 উদ্দেশ্য

এই পাঠটি পড়লে আপনারা

- বিভিন্ন শ্রেণীর বাংলা শব্দের পরিচয় দিতে পারবেন
- কিভাবে পরিবর্তিত হতে হতে একটি শব্দ বর্তমান রূপ পেয়েছে তার দৃষ্টান্ত দিতে পারবেন
- শব্দের পরিবর্তন দেখাতে পারবেন
- শব্দের অর্থ কীভাবে পরিবর্তিত হয়েছে সেটা দেখাতে পারবেন।

3.13 বাংলা শব্দ ভান্ডার

বাংলা শব্দভাণ্ডারে যত শব্দ আছে সবগুলোকে মোটামুটি ৫টি শ্রেণীতে ভাগ করে দেখানো যায়।

1. তৎসম শব্দ

যে সংস্কৃত শব্দগুলো প্রায় অবিকৃত ভাবে বাংলায় ব্যবহৃত হচ্ছে সেগুলোর নাম তৎসম শব্দ। তৎসম -- তার সমান (অর্থাৎ সংস্কৃতের সমান)। কয়েকটি তৎসম শব্দ --

কৃষ্ণ	বৃক্ষ	নদী	হস্তী	সূর্য	চন্দ্র	পক্ষী	বিশ্ব
ঋতু	ব্যাঘ্র	বায়ু	বিদ্যা	জ্ঞান	লজ্জা	শয্যা	লতা
ফল	ঐক্য	জীবন	জগৎ	ঔষধ	আকাশ	সমান	সমর
উন্নত	অবকাশ	অন্ধকার	সীমাবদ্ধ	অদ্বিতীয়	ব্যবহৃত	পরিচ্ছদ	

2. অর্ধ তৎসম

তৎসম শব্দের কম-বেশি বিকৃত বা পরিবর্তিত রূপ হল অর্ধতৎসম শব্দ। নীচে কয়েকটি অর্ধতৎসম শব্দের পাশে তার তৎসম রূপটি দেখানো হয়েছে।

কেষ্ট (কৃষ্ণ)	গিন্নি (গৃহিণী)	ছিনাথ (শ্রীনাথ)	মোচ্ছব (মহোৎসব)
পুরুত (পুরোহিত)	মিত্তির (মিত্র)	গেরস্ত (গৃহস্থ)	মিথ্যে (মিথ্যা)
নেমন্তন্ন (নিমন্ত্রণ)	পিদিম (প্রদীপ)	কেত্তন (কীর্তন)	রাত্তির (রাত্রি)

পাঠগত প্রশ্ন - 1.5

1. **ডানদিকের অংশ বাঁদিকের সঙ্গে ঠিকমতো যোগ করুন**

   (ক) বাংলা শব্দভাণ্ডারে .... । (তৎসম শব্দ)

   (খ) প্রায় অবিকৃত ভাবে বাংলায় আসা সংস্কৃত শব্দ হল .... । (তদ্ভব শব্দ)

   (গ) সংস্কৃত শব্দের কিছুটা পরিবর্তিত হয়ে আসা শব্দ হল .... । (অনেক বিদেশি শব্দ এসেছে)

2. **১০ টি তৎসম শব্দের একটি তালিকা তৈরি করুন।**

3. **নীচের অর্ধতৎসম শব্দগুলোর পাশে তাদের তৎসম রূপ লিখুন ঃ**

   (ক) তেষ্টা (খ) পিদিম (গ) রাজপুত্তুর (ঘ) শিগ্‌গির (ঙ) গিন্নি
   (চ) অদেষ্ট (ছ) দানছত্তর (জ) শুক্কুরবার (ঝ) কেষ্ট মিত্তির (ঞ) বিচ্ছিরি

ক) তদ্ভব

কোনো কোনো অর্ধতৎসম শব্দ ক্রমে আরো পরিবর্তিত হয়েছে; ওই পরিবর্তিত নাম হল তদ্ভব।

রাত (রাত্তির)	চাকা (চক্কোর)	মিতা (মিত্তির)	চাঁদ (চন্দর)
কানাই (কেষ্ট)	পাতা (পত্তর)	ঘরনি (গিন্নি)	মিছে (মিথ্যে)

আবার কোনো কোনো বাংলা তদ্ভব শব্দের অর্ধ তৎসম রূপ নেই।
নীচে বন্ধনীতে তদ্ভব শব্দের তৎসম রূপ দেখানো হল

সাঁঝ (সন্ধ্যা)	সাঁওতাল (সামন্তপাল)	আমি (অস্মে)	কাঁকড়া (কর্কট)
আজ (অদ্য)	কাপড় (কর্পট)	ওঝা (উপাধ্যায়)	খায় (খাদতি)

4. **দেশি .**

   বাংলার আদি অধিবাসীদের ভাষার শব্দগুলো স্বভাবতই বাংলা শব্দভাণ্ডারের মূল্যবান সম্পদ

চিংড়ি	ট্যাংরা	কাতলা	ঢোল	ঢিল	ঝিঙে	মুড়ি	মুড়কি
খুঁটি	উলু (খড়)	পিলে	খাল	হৈ হৈ	ডাঙা	পেট	চাঙ্গা
ডালা	খোকা						

5. **বিদেশি বা বিদেশাগত**

বাদশা	মালিক	হুজুর	নবাব	কেল্লা	কামান	জখম	ফৌজ
কলেজ	বন্দুক	রসদ	হাঙ্গামা	সেপাই	দামামা	তাঁবু	শিকার
আইন	সিনেমা	আসামি	আবাদ	উকিল	কবজা	নাবালক	মাশুল
বীমা	সই	সাফাই					

—ইত্যাদি নানা ভারতীয় ও বিদেশি ভাষার শব্দ এসে বাংলা শব্দভাণ্ডারকে ভরে তুলেছে।

পাঠগত প্রশ্ন -1.6

4. তদ্ভব শব্দের পাশে তার তৎসম রূপ দেখান।

(ক) আজ –	(ঘ) কান –	(ছ) উনিশ –	(ট) মাথা –
(খ) মাটি –	(ঙ) হাত –	(জ) ওঝা –	(ঠ) কাঁকড়া –
(গ) মেয়ে –	(চ) চাঁদোয়া –	(ঞ) পড়শি –	(ড) দেশলাই –

5. দশটি দেশি শব্দের তালিকা তৈরি করুন।

6. কুড়িটি বিদেশি বা বিদেশাগত শব্দের একটি তালিকা তৈরি করুন।

3.14 সমগ্র পাঠভিত্তিক প্রশ্ন

1. ক) বাংলা শব্দগুলোকে মোট কটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে ?
   খ) ভাগগুলো কী কী?
   গ) প্রত্যেক ভাগের দুটি করে উদাহরণ দিন।

2. ডানদিক থেকে উপযুক্ত শব্দ বেছে নিয়ে শূন্যস্থানে বসান।
   ক) এই ....বাক্সে বেশি কাঠি নেই। (দীপশলাকা / দেশলাই)
   খ) ছেলে .... কেউ বাড়ি নেই। (মেয়ে/কন্যা)
   গ) সুন্দরবন .... প্রকল্প। (বাঘ/ব্যাঘ্র)
   ঘ) তিনি রোগে ....শায়ী। (বিছানা / শয্যা)
   ঙ) .... করে বল্‌তো। (সত্যি/সত্য)
   চ) .... মশাই তো এখনো এলেন না। (পুরোহিত/পুরুত)
   ছ) তোমাকে তো.............. কাল দেখাই যায় না। (আজ/অদ্য)

3.15 আপনি যা শিখলেন

- বাংলা শব্দভাণ্ডারের শব্দের শ্রেণী বিভাগ করতে
- একটি শব্দের রূপ কীভাবে পরিবর্তিত হয়েছে তা দেখাতে
- তৎসম ও অন্যান্য শ্রেণীর শব্দকে বাক্যে ব্যবহার করতে।

4

মাদাম কুরি

সত্যেন্দ্রনাথ বসু

4.1 ভূমিকা

বিজ্ঞান-সাধিকা মাদাম কুরির সুযোগ্যা কন্যা ইভ কুরি তাঁর মায়ের জীবনী লিখেছেন। শ্রীমতী কল্পনা রায় 'মাদাম কুরি' শিরোনামে সেই বইয়ের অনুবাদ করেন। খ্যাতনামা বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথ বসু শ্রীমতী কল্পনা রায়ের বই পড়ে আলোচ্য রচনাটি লেখেন। এই রচনায় তেজস্ক্রিয় পদার্থ আলোচনার কথা সহজ সরল ভাষায় সুন্দরভাবে বলা হয়েছে।

4.2 উদ্দেশ্য

এই প্রবন্ধটি পড়ে আপনি জানতে পারবেন--

- মাদাম কুরির বিজ্ঞান সাধনার কথা
- রেডিয়মের তেজস্ক্রিয় শক্তির কথা
- ক্যানসার চিকিৎসায় রেডিয়মের প্রয়োগের কথা
- পারমাণবিক গবেষণার ক্ষেত্রে রেডিয়ম আবিষ্কারের অপরিসীম গুরুত্বের কথা।

4.3 মূলপাঠ

1. দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষভাগে, অদ্ভুত একটি বিস্ফোরণে জাপানে হিরোশিমা শহর প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। আবার ২/৪ দিন বাদে একই রকম আক্রমণের ফলে নাগাসাকি শহরের অসংখ্য নিরীহ লোক প্রাণ হারালো। এইভাবে বিশ্বমানবের মনে মহাপ্রলয়ের বিভীষিকা জাগিয়ে নতুন পারমাণবিক যুগের সূচনা হয়েছে। তারপর থেকে পরীক্ষাচ্ছলে এই ধরনের বিস্ফোরণ হয় নানা স্থানে— তার কথা প্রায়ই খবরের কাগজে ছাপা হয়। এরই ফলে তেজস্ক্রিয় ধূলিকণা পৃথিবীর আকাশে-বাতাসে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ছে। বহুদিন বেপরোয়া এই ভাবের পরীক্ষা চালালে অবাঞ্ছিত জঞ্জাল জড় হয়ে তেজস্ক্রিয়তার প্রভাবে পৃথিবীতে প্রাণশক্তির স্বচ্ছন্দ বিকাশের অন্তরায় ঘটাবে — এই ধরনের কথা সাধারণ লোকের মুখেও মাঝে মাঝে শোনা যাচ্ছে আমাদের দেশে — এবং এই স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে শোভাযাত্রাও বেরোচ্ছে মাঝে মাঝে।

2. যে তেজস্ক্রিয়তার গুণাগুণ আজ এইভাবে সাধারণ জনের আলোচনার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে, ৬০।৬২ বৎসর আগে কিন্তু লব্ধপ্রতিষ্ঠ বিজ্ঞানীমহলেও এর খবর অজানা ছিল। আবিষ্কারের ধারা শুরু হলো ফরাসি বিজ্ঞানী বেকেরেলের এক সমীক্ষা থেকে। অন্ধকার বাক্সের মধ্যেও ইউরেনিয়মঘটিত যৌগিক পদার্থগুলি কালো কাগজে মোড়া ফটো-ফলকের উপর কোন অজ্ঞাত উপায়ে পরিবর্তন ঘটাতে পারে। সম্ভবতঃ কোন অজানা রশ্মির প্রভাবে এটি হচ্ছে মনে হলো — কারণ কালো কাগজ তাকে প্রতিরোধ না করলেও পাতলা ধাতুর চাকৃতি সে-রশ্মিকে আটকায়। ফলকটিকে বের করে ছবি উঠাবার জানা-প্রক্রিয়ার মধ্যে ফেলে দেখা যায় ধাতুর আকৃতিগুলির ছাপ পড়ে গিয়েছে ওই ফলকের উপর।

3. বেকেরেলের এই নিরীক্ষার মধ্যে যে রহস্যের ইঙ্গিত ছিল, তার মর্ম পরিস্ফুট করতে বদ্ধপরিকর হলেন কুরি দম্পতি— অজ্ঞাতকুলশীল এক যুবতী অনুসন্ধানী ও তাঁর যশস্বী অথচ নিরভিমান আত্মভোলা স্বামী পিয়ের কুরি। তাঁদের বহু বৎসরের পরিশ্রমের ফলে রেডিয়ম ও পলোনিয়মের আবিষ্কার হলো। সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞানীদের চোখের সামনে খুলে গেল নতুন এক জগৎ। তেজস্ক্রিয়তার প্রথম প্রকাশ হলো ও

1.দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ(১৯৩৯- ১৯৪৫)- ফ্যাসিবাদী জার্মানি, জাপান ও ইতালির সঙ্গে গণতন্ত্রে বিশ্বাসী মিত্র শক্তির অর্থাৎ ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, রাশিয়া এবং আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ।
বিস্ফোরণ-সহসা ,সশব্দে ফেটে যাওয়া।
হিরোসিমা -জাপানের বন্দর ও শিল্প নগর। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে আটমবোমার প্রথম শিকার।
নাগাসাকি - জাপানের পশ্চিম উপকূলের বন্দর ২য় বিশ্বযুদ্ধে অ্যাটম বোমার দ্বিতীয় শিকার।
মহাপ্রলয় - সম্পূর্ণ বা ব্যাপক ধ্বংস।
তেজস্ক্রিয় - স্বতস্ফূর্ত তেজোরাশি বিকিরণ করে যে মৌল।
বেপরোয়া - যে কাউকে গ্রাহ্য করে না।
অবাঞ্ছিত - অনভিলসিত।
স্বচ্ছন্দ - সাবলীল, অবাধ।
অন্তরায় - বাধা।
2.লব্ধ প্রতিষ্ঠ - যশস্বী, খ্যাতিমান।
সমীক্ষা - সবিশেষ পর্যালোচনা।
ইউরেনিয়ম ঘটিত ।ইউরেনিয়ম জাত।
অজ্ঞাত - অজানা
প্রতিরোধ- বাধাদান।
চাকতি - চাকার মত দেখতে কোন বস্তু।
প্রক্রিয়া - পদ্ধতি।
ফলক - পাত।
3. নিরীক্ষা -যত্নের সংগে দেখা।
রহস্য - গোপন বিষয়।
পরিস্ফুট- প্রকাশিত।
বদ্ধপরিকর - দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।
অজ্ঞাতকুলশীল - স্বভাব চরিত্র জানা নেই এমন।
নিরভিমান - নিরহংকার ।
খুলে গেল নতুন এক জগৎ - এক নূতন সত্যের সন্ধান মিলল।
পদার্থ বিজ্ঞান- জড় পদার্থের ধর্মবিষয়ে পরীক্ষিত বিদ্যা।
নতুন এক অধ্যায়ের রচনা- অজানা সত্যের সন্ধান।
অভিশাপ- অন্যের অনিষ্ট কামনা করে উক্তি শাপ।
লক্ষ্য-উদ্দেশ্য।

শুরু হলো পদার্থবিজ্ঞানের নতুন এক অধ্যায়ের রচনা। আজ তেজস্ক্রিতার সঙ্গে যেন অভিশাপ যুক্ত হয়ে রয়েছে। কিন্তু ভুললে চলবে না, এই রেডিয়ম আবিষ্কারের পর দুরারোগ্য ব্যাধির উপশমের জন্য তার ব্যবহার ছিল কুরি দম্পতির প্রধান লক্ষ্য।

4. আজ পারী নগরে র্যু-দ-পিয়ের কুরিতে সুবৃহৎ অট্টালিকা উঠেছে, যেখানে রেডিয়ম ইত্যাদি তেজস্ক্রিয় পদার্থের প্রয়োগে রোগীর চিকিৎসা চলছে। সারা বিশ্বে এই ধরনের রোগ উপশমের পদ্ধতি আজ জনপ্রিয় হয়েছে। এই কলিকাতা নগরীতে দেশবরেণ্য চিত্তরঞ্জনের নামের সঙ্গে যুক্ত হয়ে রয়েছে ক্যানসার ইনস্টিটুট্ — সেখানে তেজস্ক্রিয় ধাতুর ব্যবহার আজ সুবিদিত। অবিস্মরণীয় সেই অমর কাহিনী লিখে ইভ কুরি বিশ্বজনকে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছেন।

5. ভারতীয় বিজ্ঞানীদের কাছে কুরি পরিবার সুপরিচিত। মারীর কন্যা আইরিন মার কাছে শিক্ষালাভ করে নিজের জীবন মায়ের আদর্শেই গড়েছিলেন। তাঁরই মতো এই তেজস্ক্রিয়তার সন্ধানে নিজের জীবন উৎসর্গ করেছিলেন আইরিন ও তাঁর স্বামী ফ্রেডরিক জোলিও। এঁরাও বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে নানা আবিষ্কার করে যশস্বী হয়েছেন, নোবেল পুরস্কারও পেয়েছেন এঁরা দু'জন। ভারতের বিজ্ঞানীদের প্রতি জোলিও ও আইরিন কুরির অকৃত্রিম সহানুভূতি ছিল। ২।৩ বার এই দেশে নানা ভাবের বিচক্ষণ পরামর্শ দিতে এসেছিলেন জোলিও। আইরিনও ভগ্নস্বাস্থ্য নিয়ে বোম্বাই এসে সভায় যোগদান করেছিলেন। বিজ্ঞানী মহলে এসব কথা সকরুণ স্মৃতি জাগায় -- কারণ এঁরা দু'জনেই চলে গিয়েছেন। নানা ভাবে মানব সেবায় ও বিজ্ঞান-প্রগতির ইতিহাসে কুরি পরিবারের নাম চিরকালের জন্য স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। ভারতীয়দের কাছে তাই এই জীবনকাহিনী এত আদরণীয়।

6. অবশ্য ইতিমধ্যে চলচ্চিত্রের সাহায্যে এই কাহিনীর পরিচয় হয়েছে। আমার মতো দু'চার জন বিজ্ঞানী এদেশে এখনো রয়েছেন যাঁদের সৌভাগ্য হয়েছিল মাদাম কুরিকে স্বচক্ষে দেখা, তাঁর সঙ্গে কিছু আলাপ করা– তাঁর বিখ্যাত লেবরেটরিতে কাজ করা বা বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর বক্তৃতা শোনা! তবে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে তা রেডিয়ম আবিষ্কারের অনেক পরে। নিদারুণ দুর্ঘটনায় পিয়েরের তিরোভাব ঘটেছে। একাই কৃত্যকর্তব্য চালিয়ে দু'বার নোবেল পুরস্কার বিজয়িনী মাদাম কুরি প্রায় তখন উপকথার মানুষ! দেবদুর্লভ যশের অধিকারিণী তিনি -- তাঁকে দেখতে, তাঁর নির্দেশে কাজ করতে সারা বিশ্ব থেকে লোক এসে জুটছে পারীর বিদ্যামন্দিরে।

7. এই বৈজ্ঞানিক ইতিকথা উপন্যাসের মতোই মনমাতানোতার রোমাঞ্চকরণের আলোক তখনো কুরি-দম্পতিকে উদ্ভাসিত করে বিশ্বের সামনে প্রকাশ করেনি। তাঁরা নিজেদের যথাসর্বস্ব এই কাজে ব্যয় করে চলেছেন-- অন্ধকারে অপরিষ্কার পরিত্যক্ত নীচের তলার একটি ঘরে। কলকারখানার মতো ব্যয়সাধ্য ও শ্রমসাপেক্ষ কর্মরীতিতে তাঁরা মেতে রইলেন ৩।৪ বৎসর। উৎসাহ দেবার মতো কোন সভা, বিশ্ববিদ্যালয় বা ওই রাজ্যের সরকার তখনও এগিয়ে আসেননি। শুদ্ধ সত্যের সন্ধানে নতুন জ্ঞান আবিষ্কারের উন্মাদনা তাঁদের চালাচ্ছিল। রেডিয়ম-আবিষ্কার সারা পৃথিবীকে চমৎকৃত করলো। দেশে বিদেশে যখন কুরি-দম্পতির সুনাম ছড়িয়ে পড়েছে, তখনও নিজের দেশের উপযুক্ত প্রশংসা বা সাহায্য পেতে অনেক দেরি হয়েছিল কুরিদের। এই কাহিনীর পক্ষে মানুষের দৃঢ়-নিপুণতা ও একাগ্রতার বর্ণনা একসঙ্গে মিশে যে অপূর্ব এক গাথার সৃষ্টি করেছে, তার বর্ণনা অতি সুন্দরভাবেই করেছেন কুরি কন্যা ইভ।

4.4 প্রাথমিক বোধবিচার

শব্দার্থের সাহায্য নিয়ে পাঠ্য প্রবন্ধটি অন্তত দুবার দ্রুত পাঠ করুন ও অর্জিত বোধের সাহায্যে নিম্নে প্রদত্ত প্রশ্নগুলির উত্তর দিতে চেষ্টা করুন:

ক) পারমাণবিক যুগের সূচনা হয় কবে ও কীভাবে?

4. **প্রয়োগ**- ব্যবহার।
জনপ্রিয়- বহু লোকের আদরের।
দেশবরেণ্য- সারা দেশে সম্মান পান যিনি।
সুবিদিত- ভালোভাবেই জানা।
অবিস্মরণীয় - যা ভোলা যায় না।
বিশ্বজনকে - পৃথিবীর লোকজনদের।
5. **জীবন উৎসর্গ করেছিলেন**- সারা জীবন ব্যয় করেছিলেন।
অকৃত্রিম- আন্তরিক।
সহানুভূতি- সমবেদনা।
বিচক্ষণ- বিজ্ঞ।
পরামর্শ - মন্ত্রণা।
সকরুণ - দুঃখে ভরা।
প্রগতি- এগিয়ে যাওয়া।
স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে - গর্বের সঙ্গে উল্লিখিত হবে।
6. **ইতিমধ্যে** - এই সময়কালের মধ্যে।
পরিচয়- জানাশোনা, (এখানে) প্রচার।
স্বচক্ষে - নিজের চোখে।
আলাপ করা - কথা বলা ও পরিচিতি করা।
বিখ্যাত - প্রসিদ্ধ, সকলের জানা।
নিদারুণ - ভয়ঙ্কর।
তিরোভাব - মৃত্যু।
কৃত্যকর্তব্য - যা করা উচিত।
উপকথা - উপাখ্যান, রূপকথা।
দেবদুর্লভ - দেবতারা যা কষ্টে পেতে পারেন।
যশ - খ্যাতি।
নির্দেশে- পরিচালনায়, অভিভাবকত্বে।
ইতিকথা - কাহিনী, তথ্য।
মনমাতানো - মনোমুগ্ধকর।
রোমাঞ্চকরণের - চমকে দেয় এমন।
উদ্ভাসিত- আলোকিত, উৎসাহিত।
বিশ্বের - পৃথিবীর।
প্রকাশ করেনি - ব্যক্ত করেনি।
যথাসর্বস্ব - যা কিছু আছে সব।
পরিত্যক্ত - বর্জিত।
ব্যয়সাধ্য - খরচসাপেক্ষ।
শ্রমসাপেক্ষ- পরিশ্রমসাধ্য।
কর্মরীতিতে- কাজের প্রণালীতে।
শুদ্ধসত্য - নির্ভুল তত্ত্ব।
উন্মাদনা- উত্তেজনা।
চমৎকৃত - রোমাঞ্চিত।
সুনাম - খ্যাতি।
দৃঢ় পণ - অটল প্রতিজ্ঞা দ্বারা চালিত।
একাগ্রতা - একনিষ্ঠা, একমনস্কতা।
গাথার - কাহিনীর।

খ) পারমাণবিক বোমা বিস্ফোরণের আশু ফল কী হয়েছিল ও প্রতিরোধ আন্দোলন কীভাবে দানা বেঁধেছিল?

গ) তেজস্ক্রিয়তার প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে বিজ্ঞানীমহলে সচেতনতা এল কী করে?

ঘ) কুরি দম্পতি কী কী তেজস্ক্রিয় পদার্থ আবিষ্কার করেন?

ঙ) পিয়ের কুরি কীভাবে মারা যান?

চ) নোবেল-পুরস্কার জয়ের ইতিহাসে মাদাম কুরির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য কী কারণে?

ছ) রেডিয়ম আবিষ্কার প্রসঙ্গে কুরি দম্পতির লক্ষ্য কী ছিল?

জ) পারী এবং কলকাতায় এখন তেজস্ক্রিয় পদার্থের প্রয়োগে রোগীর চিকিৎসা হয় কোথায় কোথায়?

ঝ) কুরি দম্পতির পরবর্তী বংশধরদের পরিচয় এবং তাঁদের ক্রিয়াকলাপের বিবরণ দিন।

4.5 আলোচনা

(ক) আলোচ্য অংশের মূল বক্তব্য তেজস্ক্রিয়তা ও তেজস্ক্রিয় পদার্থের আবিষ্কার ও প্রয়োগ। মাদাম কুরি ও পিয়ের কুরির অসামান্য আবিষ্কার রেডিয়ম সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে আবিষ্কারকের সাধনা ও জীবনপদ্ধতির পরিচয় পাই আলোচ্য প্রবন্ধে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে (১৯৩৯ - ১৯৪৫) পারমাণবিক বোমা বিস্ফোরণে হিরোসিমা ও নাগাসিকা শহরের ধ্বংসসাধন ও লোকসমাজে তার প্রতিক্রিয়া দিয়ে প্রবন্ধের সূত্রপাত। প্রবন্ধের পরবর্তী স্তরে তেজস্ক্রিয় পদার্থের সন্ধান তথা আবিষ্কারের কথা বলা হয়েছে। এই আবিষ্কারের প্রচেষ্টায় আবিষ্কর্তার একাগ্র ও শ্রমসাধ্য সাধনার পরিচয় যেমন দেওয়া হয়েছে। তেমনই উত্তর-আবিষ্কার পর্বে সাধারণের মধ্যে প্রতিক্রিয়ার সংক্ষিপ্ত বিবরণ উপস্থিত করা হয়েছে। তেজস্ক্রিয় পদার্থের জনকল্যাণে প্রয়োগ কীভাবে হচ্ছে তার কথা জানা যায় পরবর্তী অংশে। কুরি দম্পতির কন্যা আইরিন এবং জামাতা ফ্রেডারিক জোলিও-র গবেষণা প্রসঙ্গত এই সূত্রে উল্লিখিত হয়েছে।

(খ) উদ্দেশ্য

এই প্রবন্ধপাঠে বক্তব্য স্বচ্ছ ও স্পষ্টভাবে প্রকাশ করার দক্ষতা অর্জিত হবে। জীবনসংগ্রামে নিবিষ্টচিত্ত হলে সার্থকতা কীভাবে আয়ত্ত হতে পারে তার বর্ণনা সমৃদ্ধ প্রবন্ধটি শিক্ষামূলকও বটে। সংযতভাষায় চিন্তাশীল বক্তব্যকে সহজ ভঙ্গিতে বিশ্লেষণ ও রূপায়ণ প্রবন্ধটির অনন্য বৈশিষ্ট্য।

(গ) মূলপাঠ ও শব্দার্থ

প্রবন্ধটি কয়েকবার দ্রুতপাঠ করুন। ডানদিকে যে শব্দার্থ সংযোজিত হয়েছে সেগুলির সাহায্যে প্রতিটি অনুচ্ছেদের বক্তব্য বোঝবার চেষ্টা করুন। কোন অংশ দুর্বোধ্য মনে হলে সেটি বারবার পাঠ করুন। ক্রমেই বক্তব্য সহজ হয়ে আসবে। এরপর বিশ্লেষণাত্মক পাঠের জন্য পরবর্তী বোধিনীর সাহায্য নিন।

4.5.1 টীকাসহ মূলপাঠ

(ক) বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ

মূলপাঠ সম্বন্ধে প্রাথমিক ধারণা পেয়েছেন, এবার গুরুত্বপূর্ণ অংশগুলি ভালোভাবে বোঝার চেষ্টা করুন এখন প্রতিটি অনুচ্ছেদের বক্তব্য পৃথক ও বিশেষ ভাবে বোঝার চেষ্টা করুন ঃ

(খ) প্রথম অনুচ্ছেদ

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের .... মাঝে মাঝে।

(খ) ১)

প্রসঙ্গ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে আণবিক-বোমা-বর্ষণ সমগ্র পৃথিবীতেই বিভীষিকার পরিবেশ সৃষ্টি করে। ফলত তেজস্ক্রিয় ধূলিকণা আক্রান্ত অঞ্চল দুটিতে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ায় সাধারণ মানুষ প্রতিরোধ গড়ে তুলতে উদ্যোগী হয়।

(খ) ২) সারসংক্ষেপ

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অন্তিমপর্বে জাপানের হিরোসিমা ও নাগাসাকি শহরে আণবিক বোমা নিক্ষিপ্ত হয়। পরিণতিতে তেজস্ক্রিয় বিস্ফোরণের ফলে ব্যাপকভাবে জীবন ও সম্পত্তি ধ্বংস হয়। উপরন্তু তেজস্ক্রিয় ধূলিকণা আকাশে বাতাসে ছড়িয়ে পড়ে। প্রাথমিক বিপর্যয়ের পরে আশংকাগ্রস্ত মানুষ ত্রাসপীড়িত মনে এই বিধ্বংসী প্রক্রিয়ার প্রতিবাদে মুখর হল।

(গ) মন্তব্য

আলোচ্য অংশে সংক্ষিপ্ত, সংযত ও যথাযোগ্য ভাষায় এ-যুগের একটি ধ্বংসাত্মক প্রক্রিয়ার স্বরূপ বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

পাঠগত প্রশ্ন - 1.1

অ) ঠিক শব্দটি শূন্যস্থানে বসান

১। আণবিক বোমা প্রথম বর্ষিত হয় -----------------।
(ইতালিতে, রাশিয়াতে, জাপানে)

২। আণবিক বোমার আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে -----------------।
(পঞ্চদশ, বিংশ, উনবিংশ শতাব্দিতে)

৩। তেজস্ক্রিয় প্রভাবে পৃথিবীতে প্রাণশক্তির স্বচ্ছন্দ বিকাশ ----------------- হয়।
(বাধাপ্রাপ্ত, ত্বরান্বিত, উন্নততর, ক্ষতিগ্রস্ত)

আ) ঠিক শব্দটি বাছাই করে শূন্যস্থানে বসান

শব্দতালিকা : নিশ্চিহ্ন, মহাপ্রলয়ে, তেজস্ক্রিয়, বেপরোয়া, অন্তরায়, স্বচ্ছন্দ,

ক) ছাত্রটির ------------- ভাবে শিক্ষক মহাশয় ক্রুদ্ধ হলেন।
খ) বাগানটিকে ---------- করে বাড়ি তোলা হচ্ছে।
গ) ------------ সৃষ্টি ধ্বংস হয়ে গেল।
ঘ) আণবিক বোমা ধূলিকণাকে ---------------- করে তোলে।
ঙ) শিশুটির বেড়ে ওঠার ------------ স্থানীয় বিষাক্ত পরিবেশ।
চ) নদীটি -------------- গতিতে বহে চলেছে।

ই) কোন্ বানানটি ঠিক, নির্ণয় করুন

ক) দ্বীতিয়, দ্বিতীয়, দ্বিতীও।
খ) বিস্ফোরন, বিস্ফোরণ, বিষ্ফোরণ।
গ) বিভিষিকা, বিভিষীকা, বিভীষিকা।
ঘ) পরীখ্যা, পরিক্ষা, পরীক্ষা।
ঙ) পৃথিবী, পৃথীবি, পৃথীবী।

ঈ) **শব্দের সঙ্গে অর্থ মেলান**

শব্দতালিকা : নিশ্চিহ্ন, অসংখ্য, নিরীহ, অবাঞ্ছিত, বেপরোয়া, অন্তরায়।

অর্থতালিকা : গোবেচারা, বাধা, চিহ্নহীন, অগণিত, নির্ভয়, অনভিলষিত।

উ) **এক কথায় প্রকাশ করুন**

ক) কোন চিহ্ন নেই যার খ) যার সংখ্যা গণনা করা যায় না, গ) তেজ বিকিরণ করে যা
ঘ) সমস্ত স্থানে ঙ) কিছুই পরোয়া করে না যে, চ) যার নিজের ছন্দ অক্ষুণ্ণ আছে
ছ) সমারোহ সহকারে গমন।

ঊ) **অর্থ লিখুন ও বাক্যে প্রয়োগ করুন**

বিস্ফোরণ, বিভীষিকা, প্রাণশক্তি, স্বৈরাচার, ধরনের।

4.5.2 দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে : যে তেজস্ক্রিয়তার গুণাগুণ ....ফলকের উপর

প্রসঙ্গ: অজ্ঞাত রশ্মির সন্ধানলাভ।

(ক) সারসংক্ষেপ : ৬০-৬২ বছর আগে তেজস্ক্রিয়তা সম্বন্ধে মানুষের কোন ধারণাই ছিল না। ফরাসি বিজ্ঞানী বেকেরেলের একটি পরীক্ষায় আকস্মিকভাবে অজ্ঞাতএক রশ্মির অস্তিত্ব ধরা পড়ে। এই রশ্মির বৈশিষ্ট্য হল, এই রশ্মি কালো কাগজের প্রতিরোধ ভেদ করে, কিন্তু ধাতুর চাকতির বাধা অতিক্রম করতে পারে না। পরীক্ষায় দেখা যায়, এই রশ্মির প্রয়োগে ফটোফলকটির উপর চাক্তির ছাপ পড়ে যায়।

(খ) মন্তব্য : একটি বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা এবং সেই পরীক্ষা থেকে প্রাপ্ত তথ্যের পরিচয় দেওয়া হয়েছে এই অনুচ্ছেদে।

পাঠগত প্রশ্ন - 1.2

অ) **বন্ধনীতে প্রদত্ত শব্দগুলি থেকে ঠিক শব্দটি বেছে নিয়ে শূন্যস্থান পূরণ করুন:**

১) তেজস্ক্রিয়তার গুণাগুণ আজ সাধারণ মানুষেরও ---------- কিন্তু ৬০/ ৬২ বছর আগে খ্যাতিমান বিজ্ঞানীদেরও এই বিষয়টি -------------- ছিল। (জ্ঞাত, অজ্ঞাত)

২) বেকেরেল একজন ----------- বিজ্ঞানী। (ইংরেজ, ভারতীয়, ফরাসি)

৩) ------------চাক্তি সে রশ্মিকে প্রতিরোধ করে। (ধাতুর, মাটির, কাগজের)

৪) ------------ কাগজেও সে রশ্মি আটকায় না। (কালো , লাল, সবুজ)

৫) ------------ ধাতুর চাক্তি সে-রশ্মিকে আটকায়। (মোটা, কালো, পাতলা)

আ) **প্রদত্ত তালিকা থেকে ঠিক শব্দটি বাছাই করে শূন্যস্থানে বসান :**

১) ---------------গুণাগুণ আজ সাধারণের আলোচনার বিষয়।

২) -------------- বিজ্ঞানীদের এই বিষয় অজানা ছিল।

৩) আবিষ্কারের ধারা শুরু হয় ফরাসি বিজ্ঞানী -------------- এক সমীক্ষা থেকে।

৪) কালো কাগজও এই অজানা রশ্মিকে ------------- করতে পারে না।

৫) যৌগিক পদার্থগুলি কালো কাগজে মোড়া ————উপর পরিবর্তন ঘটাতে পারে।

(শব্দতালিকা/ ফটোফলকের, তেজস্ক্রিয়তার, প্রতিরোধ, বেকেরেলের, লব্ধপ্রতিষ্ঠ)।

ই) ঠিক বানানটি বেছে বার করুন

১) তেজষ্ক্রিয়তা , তেজস্ক্রিয়তা, তেজস্ক্রিয়তা।
২) গুনাগুন, গুণাগুণ, গুনাগুণ।
৩) সমীক্ষা, সমিখ্যা, সমিক্ষা,সমীখ্যা।
৪) রস্মি, রশ্মি, রশ্‌শি, রশ্‌সি।
৫) প্রতিরোধ, প্রতীরোধ, প্রতিরোদ, প্রতীরোদ,

ঈ) শব্দের সঙ্গে অর্থ মেলান

শব্দতালিকা : লব্ধপ্রতিষ্ঠ, অজ্ঞাত, প্রতিরোধ, প্রক্রিয়া, সমীক্ষা।

অর্থতালিকা : বাধাদান, সবিশেষ পর্যালোচনা, বিখ্যাত, পদ্ধতি, অজানা।

উ) এক কথায় প্রকাশ করুন

গুণ ও অগুণ, প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে যে, ফ্রান্স দেশের মানুষ, বিজ্ঞান জানেন যিনি, জ্ঞাত নয় যা।

ঊ) কীভাবে জটিল বাক্যকে বা যৌগিক বাক্যকে কয়েকটি সরল বাক্যে বিভক্ত করা যায়, লক্ষ করুন ঃ

যে তেজস্ক্রিয়তার গুণাগুণ এইভাবে সাধারণ জনের আলোচনার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে, ৬০/৬২ বছর আগে কিন্তু লব্ধপ্রতিষ্ঠ বিজ্ঞানী মহলেও এর খবর অজানা ছিল। (জটিল বাক্য)

সরল বাক্যে রূপান্তর ঃ তেজস্ত্রিয়তার গুণাগুণ এইভাবে সাধারণ জনের আলোচনায় বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। ৬০/৬২ বছর আগে কিন্তু লব্ধপ্রতিষ্ঠ বিজ্ঞানীমহলেও এর খবর অজানা ছিল।

ঋ) বাচ্যপরিবর্তন করে একটি বাক্যের অর্থ অপরিবর্তিত রেখে ব্যবহার করা যায়; নীচের উদাহরণ লক্ষ্য করুন

মূল বাক্য : আবিষ্কারের ধারা শুরু হল ফরাসি বিজ্ঞানী বেকেরেলের এক সমীক্ষা থেকে।

পরিবর্তিত রূপ: ফরাসি বিজ্ঞানী বেকেরেল এক সমীক্ষা থেকে আবিষ্কারের ধারা শুরু করলেন।
ফরাসি বিজ্ঞানী বেকেরেলের এক বা সমীক্ষা থেকে আবিষ্কারের ধারা শুরু করলো।

৯) বাক্যবিভাজন

একটি অপেক্ষাকৃত বড় বাক্যকে ছোট ছোট বাক্যে বিভক্ত করা যায়, লক্ষ করুন।

মূলবাক্য

(i) কালো কাগজ তাকে প্রতিরোধ না করলেও পাতলা ধাতুর চাক্‌তি সে-রশ্মিকে আটকায়।
উত্তর: কালো কাগজ তাকে প্রতিরোধ করে না। পাতলা ধাতুর চাক্‌তি সে রশ্মিকে আটকায়।

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

বেকেরেলের এই নিরীক্ষার .... কুরি দম্পতির প্রধান লক্ষ্য

(ক) প্রসঙ্গ

বিজ্ঞানী বেকেরেলের আবিষ্কারের পথ ধরে কুরি দম্পতি মেরি কুরি ও পিয়ের কুরি - আরো অগ্রসর হয়ে রেডিয়ম ও পলোনিয়ম আবিষ্কার করলেন। পদার্থবিজ্ঞানে এই আবিষ্কার তেজস্ক্রিয়তার ব্যবহারের পথ উন্মুক্ত করল।

(খ) মন্তব্য

বিজ্ঞানে আবিষ্কার ও গবেষণার পথ অনেক সময়ই আকস্মিকভাবে উন্মুক্ত হয়। প্রতিভাবান বিজ্ঞানী সেই ইঙ্গিতকে চিনে নেন ও সেই পথ ধরে অপরিজ্ঞাত সত্যের উদ্ভাবন ঘটান।

পাঠগত প্রশ্ন - 1.3

অ) ১) কার নিরীক্ষার মধ্যে রহস্যের ইঙ্গিত ছিল?

২) কারা সেই রহস্য- উদঘাটনে কৃতসংকল্প হলেন?

৩) এই প্রচেষ্টার ফলে কী কী আবিষ্কৃত হল?

৪) এই আবিষ্কার বিজ্ঞানের কোন্ শাখার কী তত্ত্ব প্রকাশ করলো?

আ) **অর্থসঙ্গতি রক্ষা করে বামদিকের অংশের সঙ্গে ডানদিকের অংশ মেলান**

(১) রহস্যের ইঙ্গিত দেন - মাদাম কুরি, পিয়ের কুরি, বেকেরেল, কুরি দম্পতি।

(২) রহস্যের মর্ম-উদঘাটনে কৃতসঙ্কল্প হন-- কুরি দম্পতি, মাদাম কুরি, বেকেরেল, পিয়ের কুরি।

(৩) রেডিয়ম ও পলোনিয়ম আবিস্কৃত হয় -- বেকেরেলের, কুরি দম্পতির, শুধু মাদাম কুরির চেষ্টায়।

(৪) পদার্থ বিজ্ঞানের নতুন আবিষ্কৃত অধ্যায়টি হল - তেজস্ক্রিয়তা, রেডিয়ম, ক্যান্সার, বিস্ফোরণ।

ই) **কোন্‌টি কোন্‌টি ঠিক নির্ণয় করুন:**

(১) মাদাম কুরি ছিলেন/ অজ্ঞাতকুলশীল যুবতী, আত্মভোলা।

(২) পিয়ের কুরি ছিলেন/ যশস্বী, নিরভিমান, অজ্ঞাতকুলশীল।

4.5.4 চতুর্থ অনুচ্ছেদ

আজ পারী নগরে .... আবদ্ধ করেছেন

সারসংক্ষেপ:

নতুন আবিষ্কৃত রহস্যের তত্ত্বসন্ধানে এর পর কুরি দম্পতি তিন/চার বছর নিমগ্ন হয়ে রইলেন নীচুতলার বাড়ির অন্ধকার, অপরিচ্ছন্ন, পরিত্যক্ত একটি ঘরে। এই প্রচেষ্টা ছিল শ্রমসাধ্য তথা ব্যয়বহুল, কিন্তু কোন সভা, বিশ্ববিদ্যালয় বা সংশ্লিষ্ট রাজ্যের সরকার সাহায্যের হাত বাড়ায়নি। রেডিয়ম আবিষ্কার বিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। কিন্তু কুরিদম্পতি তখনও স্বদেশ থেকে প্রশংসা বা সাহায্য পাননি। তাঁদের অনুসন্ধিৎসা কিন্তু এই পরিবেশে তিলমাত্র স্তিমিত হয়নি। কুরি-কন্যা ইভের বর্ণনা থেকে আমরা এই সাহসিক ও একাগ্র কুশলতার সন্ধান পাই।

প্রসঙ্গ:

বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের পিছনে যে দৃঢ়, ব্যয়সাধ্য তথা শ্রমসাপেক্ষ সাধনা নিহিত থাকে কুরিদম্পতির বৈজ্ঞানিক প্রয়াসের মধ্যে তারই ঘনিষ্ঠ ইতিহাস বিধৃতআছে। এই অধ্যবসায়ী প্রযত্নই নতুন তত্ত্ব আবিষ্কারের

পথ কুরি দম্পতির সামনে উন্মুক্ত ও প্রশস্ত করেছিল।

পাঠগত প্রশ্ন- 1.4

ক) নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দিন

১। বৈজ্ঞানিক ইতিকথাকে রোমাঞ্চকর বলা হয়েছে কেন?

২। আবিষ্কারের জন্য অবলম্বিত কর্মপদ্ধতির প্রকৃতি কিরূপ?

৩। কুরি দম্পতির পরীক্ষাগার কোথায় এবং কিরূপ ছিল?

৪। এই উদ্ভাবনী প্রয়াসে কাদের উৎসাহ প্রত্যাশিত ছিল কিন্তু সক্রিয় হয়নি?

৫। এই আবিষ্কার কাহিনী মানুষের কিরূপ চারিত্র্য- বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করে?

৬। কার বর্ণনায় এই আবিষ্কারের পিছনের মানবিক ইতিহাস পরিবেশিত হয়েছে?

খ) বামদিকের বক্তব্যের সঙ্গে ডানদিকের বক্তব্যের সমন্বয় সাধন করুন

১) তেজস্ক্রিয়তার আবিষ্কারের ইতিহাস..............................

২) এই কর্মরীতিতে তাঁরা মেতে রইলেন ....

৩) রেডিয়ম আবিষ্কার ....

৪) কুরি দম্পতির নিজের দেশের উপযুক্ত প্রশংসা ও সাহায্য পেতে ....

৫) মানুষের এই দৃঢ়পণ - নিপুণতা ও একাগ্রতার বর্ণনা করেছেন ....

ডানদিকের বক্তব্য

অনেক দেরি হয়েছিল, উপন্যাসের মতই রোমাঞ্চকর ও আকর্ষণীয়, সারা পৃথিবীকে চমৎকৃত করল, কুরি, কন্যা ইভ। ৩/৪ বছর।

4.5.5 ৫ম থেকে ৮ম অনুচ্ছেদ

ভারতীয় বিজ্ঞানীদের..............জুটেছে পারীর বিদ্যা-মন্দিরে।

প্রসঙ্গ

মাদাম কুরির নিরলস সাধনা ও স্বীকৃতি জনকল্যাণে রেডিয়ামের ব্যবহার।

ক) সারসংক্ষেপ

মাদাম কুরিকে স্বচক্ষে দেখার, তাঁর বর্তৃতা শোনার বা তাঁর সঙ্গে আলাপ করার সৌভাগ্য হয়েছে খুব কমসংখ্যক বিজ্ঞানীর। পিয়ের কুরির মৃত্যু হয় দুর্ঘটনায়, কিন্তু মেরি একাই গবেষণা চালিয়ে দুবার নোবেল পুরস্কার পান। তাঁর জনপ্রিয়তাও চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। অটল প্রতিজ্ঞ কর্মবীর মেরি দুরারোগ্য ব্যাধির নিবৃত্তির জন্যই রেডিয়ম ব্যবহারের প্রয়াস চালিয়ে যেতে থাকেন। এই অপরাজেয় আদর্শ প্রচেষ্টার ফলেই আজ প্যারি নগরে র্যু-দ-পিয়ের বিশাল সৌধের অভ্যন্তরে রেডিয়ম ইত্যাদি তেজস্ক্রিয় পদার্থের প্রয়োগে দুরারোগ্য রোগের চিকিৎসা চলছে। মহানগরী কলকাতাতেও চিত্তরঞ্জন ক্যানসার ইনস্টিটিউটে তেজস্ক্রিয় ধাতুর সাহায্যে নিরাময়-ব্যবস্থা প্রচলিত হয়েছে।

(খ) মন্তব্য

কুরি দম্পতির আবিষ্কার কী ভাবে মানব কল্যাণে ব্যবহৃত হচ্ছে তারই বিবরণ পাচ্ছি আলোচ্য অংশে।

পাঠগত প্রশ্ন - 1.5

অ) আলোচ্য পাঠ্যাংশ পড়ে নীচে প্রদত্ত প্রশ্নগুলির উত্তর দিন -
(পরিপূর্ণ বাক্যে উত্তর দিতে হবে)

১। পিয়ের কুরি কীভাবে মারা যান?
২। মাদাম কুরি কয়বার নোবেল পুরস্কার পান?
৩। রেডিয়ম আবিষ্কারের পরে কুরি-দম্পতির প্রধান লক্ষ্য কি কি?
৪। তেজস্ক্রিয় পদার্থের প্রয়োগে বিদেশে রোগীর চিকিৎসা কোথায় হয়?
৫। কলকাতায় রেডিয়ম চিকিৎসা কোথায় হয়?

আ) বন্ধনীর মধ্যে থেকে ঠিক উত্তরটি বেছে নিয়ে শূন্যস্থান পূর্ণ করুন

১। পিয়ের কুরি মারা যান ---------------। (দুর্ঘটনায়/ক্যান্সারে)
২। মাদাম কুরিকে এদেশে যে-সব বিজ্ঞানীরা দেখেছেন তাঁদের সংখ্যা -------------- (অসংখ্য/নগণ্য)
৩। চিত্তরঞ্জনের নামের সঙ্গে যুক্ত হয়ে আছে ---------------- (ক্যান্সার ইন্‌স্টিটিউট/ মেডিক্যাল কলেজ)
৪। বিদেশে ক্যান্সার চিকিৎসার অবিস্মরণীয় কাহিনী লিখে রেখে গেছেন ------------ (মাদাম কুরি, আইরিন, কুরি কন্যা ইভ)

৯ম অনুচ্ছেদ

এই বৈজ্ঞানিক ইতিকথা .... কুরি কন্যা ইভ ।

(ক) প্রসঙ্গ

কুরি পরিবারের পরবর্তী বংশধর।

(খ) মন্তব্য

বিজ্ঞানসাধনায় আত্মোৎসর্গ করেছিলেন কুরি দম্পতির কন্যা ও জামাতা।

(গ) সারসংক্ষেপ

মারীকুরি ও পিয়েরের কন্যা আইরিন, জামাতা ফ্রেডরিক জোলিও তেজস্ক্রিয়তার সন্ধানে আজীবন লিপ্ত ছিলেন। ভারতীয় বিজ্ঞানীদের প্রতি অকপট সহমর্মিতা- বশে তাঁরা নানা পরামর্শ দিতে এদেশেও এসেছেন, বিজ্ঞান সভায় যোগদানও করেছেন। গবেষণায় কৃতিত্বের জন্য উভয়েই নোবেল পুরস্কারও পেয়েছেন।

পাঠগত প্রশ্ন- 1.6

১। ক) 'নিজের জীবন মায়ের আদর্শেই গড়েছিলেন।' – মা ও মেয়ে কে কে?
খ) এই তেজস্ক্রিয়তার সন্ধানে নিজের নিজের জীবন উৎসর্গ করেছিলেন কারা?
গ) ২/৩ বার এইদেশে নানাভাবের বিচক্ষণ পরামর্শ দিতে এসেছিলেন কারা?
ঘ) ভগ্নস্বাস্থ্য নিয়ে বোম্বাই এসে বিজ্ঞানসভায় যোগদান করেন কে?
ঙ) বিজ্ঞানীমহলে এসব কথা সকরুণ স্মৃতি জাগায়। --- স্মৃতি 'সকরুণ' কেন?
চ) মার কাছে শিক্ষালাভ করে নিজের জীবন মায়ের আদর্শেই গড়েছিলেন। — মা ও মেয়ে কে কে?
ছ) ভারতীয় বিজ্ঞানীদের প্রতি অকৃত্রিম সহানুভূতি ছিল কাদের?

২। পাঠ্যাংশ থেকে শব্দ চয়ন করে শূন্যস্থান পূর্ণ করুন।

ক) ভারতীয় বিজ্ঞানীদের কাছে কুরি পরিবার ------------------।

খ) -------------মার কাছে শিক্ষালাভ করে নিজের জীবন মায়ের আদর্শেই গড়েছিলেন।

গ) আইরিন ও জোলিও ------------ ক্ষেত্রে নানা আবিষ্কার করে যশস্বী হয়েছেন, ----- ----------পেয়েছেন।

ঘ) এই দেশে নানা ভাবের ----------- ------------দিতে এসেছিলেন জোলিও।

ঙ) আইরিন ও ------------ নিয়ে বোম্বাই এসে ------------সভায় যোগ দেন।

চ) বিজ্ঞান প্রগতির ইতিহাসে কুরি পরিবারের নাম চিরকালের জন্য --------- লেখা থাকবে।

৩। বন্ধনী থেকে ঠিক শব্দটি বেছে শূন্যস্থান পূর্ণ করুন

ক) মারীর কন্যা আইরিন ------------- কাছে শিক্ষালাভ করে নিজের জীবন -------- আদর্শেই গড়েছিলেন। (মার/বাবার)

খ) ভারতীয় বিজ্ঞানীদের প্রতি জোলিও এবং আইরিন কুরির অকৃত্রিম ------------ ছিল। (সহানুভূতি/ বিদ্বেষ)

উত্তর সংকেত

পাঠগত প্রশ্ন

অ) ১। জাপানে ২। উনবিংশ শতাব্দিতে ৩। বাধাপ্রাপ্ত

আ) ক) বেপরোয়া, (খ) নিশ্চিহ্ন, গ) মহাপ্রলয়ে, ঘ) তেজস্ক্রিয়, ঙ) অন্তরায়, চ) স্বচ্ছন্দ।

ই) ক) দ্বিতীয়, খ) বিস্ফোরণ, গ) বিভীষিকা, ঘ) পরীক্ষা, ঙ) পৃথিবী।

ঈ) নিশ্চিহ্ন - চিহ্নহীন, অসংখ্য - অগণিত, নিরীহ - গোবেচারা,
অবাঞ্ছিত - অনভিলসিত, বেপরোয়া - নির্ভয়, অন্তরায় - বাধা।

উ) ক) নিশ্চিহ্ন, খ) অসংখ্য, গ) তেজস্ক্রিয়, ঘ) সর্বত্র, ঙ) বেপরোয়া, চ) স্বচ্ছন্দ, ছ) শোভাযাত্রা।

ঊ)

শব্দ	অর্থ	শব্দ	অর্থ
বিস্ফোরণ --	প্রসারণ, কম্পন।	বিভীষিকা --	ভয়প্রদর্শন, ভয়জনক দৃশ্য।
প্রাণশক্তি --	জীবনীশক্তি	স্বৈরাচার --	স্বেচ্ছাচার, অসংযত কাজ।
ধরনের --	পদ্ধতির, রীতির, রকমের।		

অ) ১) জ্ঞাত, অজ্ঞাত, ২) ফরাসি, ৩) ধাতুর, ৪) কালো, ৫) পাতলা।

আ) ১) তেজস্ক্রিয়তার, ২) লব্ধপ্রতিষ্ঠ, ৩) বেকেরেলের, ৪) প্রতিরোধ, ৫) ফটোফলকের।

ই) ১) তেজস্ক্রিয়তা, ২) গুণাগুণ, ৩) সমীক্ষা, ৪) রশ্মি, ৫) প্রতিরোধ।

ঈ)

শব্দ	অর্থ	শব্দ	অর্থ
লব্ধপ্রতিষ্ঠ	বিখ্যাত	অজ্ঞাত	অজানা,
প্রতিরোধ	বাধাদান,	প্রক্রিয়া	পদ্ধতি,
সমীক্ষা	সবিশেষ পর্যালোচনা।		

উ) গুণাগুণ, লব্ধপ্রতিষ্ঠ, ফরাসি, বিজ্ঞানী, অজ্ঞাত।

ঊ) যৌগিক পদার্থগুলি পরিবর্তন ঘটাতে পারে কোন অজ্ঞাত উপায়ে। এটি কালো কাগজদ্বারা প্রতিরুদ্ধ হয় না। মনে হলো এটি হচ্ছে।

অ) ১। বেকেরেলের, ২। মাদামকুরি ও পিয়ের কুরি, ৩। রেডিয়ম ও পলোনিয়ম, ৪। পদার্থ বিদ্যা।

আ) (১) বেকেরেল, (২) কুরি দম্পতি, (৩) কুরি দম্পতির চেষ্টায়, (৪) তেজষ্ক্রিয়তা।

ই) (১) অজ্ঞাতকুলশীল যুবতী, (২) নিরভিমান।

(ক) অনুচ্ছেদটি পড়ে ১ থেকে ৬ সংখ্যার প্রশ্নের উত্তর নিজে করুন।

(খ) (১) উপন্যাসের মতই রোমাঞ্চকর ও মনমাতানো।

(২) ৩।৪ বছর, (৩) সারা পৃথিবীকে চমৎকৃত করল, (৪) অনেক দেরি হয়েছিল (৫) কুরি কন্যা ইভ।

অ)

১। পিয়ের কুরি দুর্ঘটনায় মারা যান।
২। মাদাম কুরি দুই বার নোবেল প্রাইজ পান।
৩। দুরারোগ্য ব্যাধির উপশমের জন্য তার ব্যবহার কুরি দম্পতির প্রধান লক্ষ্য ছিল।
৪। বিদেশে প্যারী নগরে রোগীর এই চিকিৎসা হয়।
৫। কলকাতায় চিত্তরঞ্জন ক্যান্সার ইনস্টিটিউটে এই চিকিৎসা হয়।

আ)

১। দুর্ঘটনায়, ২। অসংখ্য, ৩। ক্যান্সার ইনস্টিটিউট, ৪। ইভ

১। (ক) মাদাম কুরি ও আইরিন (খ) আইরিন ও তাঁর স্বামী ফ্রেডারিক জোলিও। (গ) জোলিও ও আইরিন (ঘ) আইরিন, (ঙ) জোলিও ও আইরিন দুজনেই চলে গেছেন, (চ) মারী ও আইরিন, (ছ) জোলিও ও আইরিন।

২। (ক) সুপরিচিত, (খ) আইরিন, (গ) বিজ্ঞানের, নোবেল পুরস্কারও, (ঘ) বিচক্ষণ, পরামর্শ, (ঙ) ভগ্নস্বাস্থ্য, সভায়, (চ) স্বর্ণাক্ষরে

4.7 ব্যাকরণগত ও ভাষারীতি

1) নিঃ + চিহ্ন, পরীক্ষা + ছলে, তেজঃ + ক্রিয়, পরি + ঈক্ষা, পুরঃ + কার, দুঃ + আরোগ্য।
2) মহা যে প্রলয় (মধ্যপদলোপী কর্মধারয়)
3) পরীক্ষার ছলে (সম্বন্ধ তৎপুরুষ)
4) আকাশে ও বাতাসে (দ্বন্দ্ব)
5) পরোয়া নেই (বে) যার (নঞ বহুব্রীহি)
6) বাঞ্ছিত নয় (নঞ তৎপুরুষ)
7) গুণ ও অগুণ (দ্বন্দ্ব)
8) বিদ্যার নিমিত্ত মন্দির (নিমিত্ত তৎপুরুষ)
3) গুরু, বাঞ্ছিত, অসাধারণ, শাদা, জ্ঞাত, মৌলিক, গৃহীত।
4) আক্রান্ত (বিণ), সূচিত (বিণ), কাগুজে (বিণ), পার্থিব (বিণ) স্বাচ্ছন্দ্য (বিণ)।

5

ধ্বংস

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

5.1 ভূমিকা

'ধ্বংস' গল্পটি রবীন্দ্রনাথের 'গল্পসল্প' গ্রন্থ থেকে গৃহীত। গল্পসল্পের গল্পগুলির প্রকাশ কাল ১৩৪৮ বৈশাখ, ইংরেজি ১৯৪১ সন। শিশুদের দ্রুতপাঠ্য সরস লেখা জোগান দেবার প্রেরণাই গল্পগুলি রচনার কারণ। দৌহিত্রী, মীরা দেবীর কন্যা নন্দিতা এগুলির প্রত্যক্ষ প্রেরণা। বইটি তিনি দৌহিত্রী নন্দিতা দেবীকে উৎসর্গ করেন।

গল্পগুলি ছোটোদের জন্য লিখিত হলেও কোনো কোনোটির মধ্যে বয়স্কদের চিন্তা-ভাবনার যথেষ্ট উপাদান আছে 'ধ্বংস' এমনই একটি গল্প।

যুদ্ধের ফলে মানব সভ্যতা আজ বিপন্ন। যুদ্ধের জন্য যে নারকীয় ভয়াবহতা সৃষ্টি হয় তা এ গল্পে বর্ণিত হয়েছে। যুদ্ধ মানব সভ্যতাকে কীভাবে ধ্বংস করে, তাই এই গল্পের মূল রহস্য।

5.2 উদ্দেশ্য

গল্পটি পড়লে আপনারা—

- সন্তান স্নেহের গভীরতার কথা জানতে পারবেন।
- পিতার প্রতি সন্তানের গভীর ভালবাসা এবং কর্তব্য পরায়ণতারও উদাহরণ পাবেন।
- যুদ্ধের বীভৎসতার পরিচয় পাবেন।
- প্রকৃতির প্রতি মানুষের চিরন্তন ভালোবাসার পরিচয় পাবেন।
- নতুন কিছু শব্দ নিয়ে বাক্যে ব্যবহার করতে পারবেন।
- প্রদত্ত বিষয়টি অবলম্বন করে স্বাধীনভাবে অনুচ্ছেদ রচনা করতে পারবেন।

5.3 মূলপাঠ

1. দিদি, তোমাকে একটা হালের খবর বলি।

2. প্যারিস শহরের অল্প একটু দূরে ছিল তাঁর ছোটো বাসাটি। বাড়ির কর্তার নাম পিয়ের শোপ্যাঁ। তাঁর সারা জীবনের শখ ছিল গাছপালার জোড় মিলিয়ে, রেণু মিলিয়ে, তাদের চেহারা, তাদের রঙ, তাদের স্বাদ বদল ক'রে নতুন রকমের সৃষ্টি তৈরি করতে। তাতে কম সময় লাগত না। এক-একটি ফুলের ফলের স্বভাব বদলাতে বছরের পর বছর কেটে যেত। এ কাজে যেমন ছিল তাঁর আনন্দ তেমনি ছিল তাঁর ধৈর্য। বাগান নিয়ে তিনি যেন জাদু করতেন। লাল হত নীল, সাদা হত আলতার রঙ, আঁটি যেত উড়ে, খোসা যেত খসে। যেটা ফলতে লাগে ছ মাস, তার মেয়াদ কমে হত দু মাস। ছিলেন গরিব, ব্যবসাতে সুবিধা করতে পারতেন না। যে করত তাঁর হাতের কাজের তারিফ তাকে দামি মাল অমনি দিতেন বিলিয়ে। যার মতলব

1. ধ্বংস - বিনাশ, উচ্ছেদ।
দিদি - রবীন্দ্রনাথের দৌহিত্রী। কবির কনিষ্ঠা কন্যা মীরা দেবী ও নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের কন্যা নন্দিতা।
2.প্যারিস শহর - ফ্রান্সের রাজধানী, সংস্কৃতি ও চিত্রকলার পীঠস্থান।
শখ - আসক্তি, সাধ, পছন্দ।
সৃষ্টি - নতুন কিছু তৈরি।

ছিল দাম ফাঁকি দিতে সে এসে বলত, কী ফুল ফুটেছে আপনার সেই গাছটাতে, চারদিক থেকে লোক আসছে দেখতে, একেবারে তাক লেগে যাচ্ছে।

3. তিনি দাম চাইতে ভুলে যেতেন।

4. তাঁর জীবনের খুব বড়ো শখ ছিল তাঁর মেয়েটি। তার নাম ছিল ক্যামিল। সে ছিল তাঁর দিনরাত্রের আনন্দ, তাঁর কাজকর্মের সঙ্গিনী। তাকে তিনি তাঁর বাগানের কাজে পাকা করে তুলেছিলেন। ঠিকমত বুদ্ধি

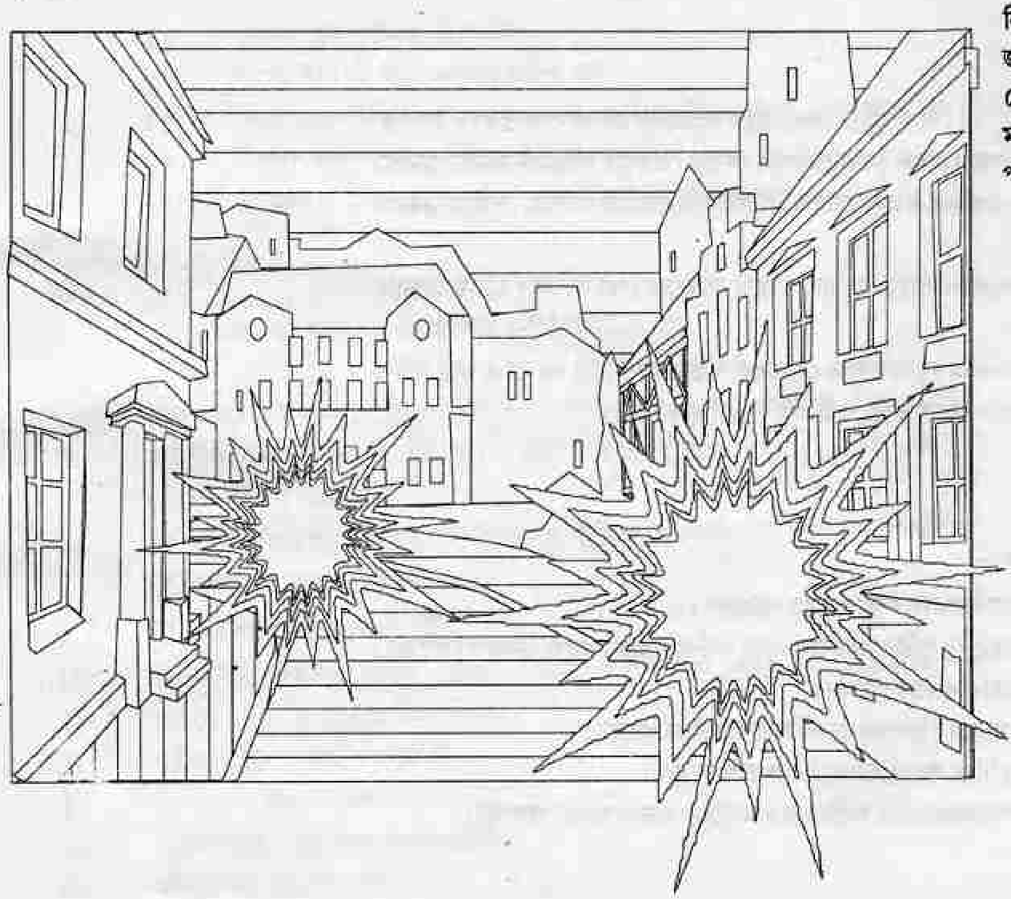

করে কলমের জোড় লাগাতে সে তার বাপের চেয়ে কম ছিল না। বাগানে সে মালী রাখতে দেয় নি। সে নিজে হাতে মাটি খুঁড়তে, বীজ বুনতে, আগাছা নিড়োতে, বাপের সঙ্গে সমান পরিশ্রম করত। এছাড়া রেঁধেবেড়ে বাপকে খাওয়ানো, কাপড় শেলাই করে দেওয়া, তাঁর হয়ে চিঠির জবাব দেওয়া — সব কাজের ভার নিয়েছিল নিজে। চেস্ট্‌নাট গাছের তলায় ওদের ছোট্ট এই ঘরটি সেবায় শান্তিতে ছিল মধুমাখা। ওদের বাগানের ছায়ায় চা খেতে খেতে পাড়ার লোক সে কথা জানিয়ে যেত। ওরা জবাবে বলত, অনেক দামের আমাদের এই বাসা, রাজার মণিমানিক দিয়ে তৈরি নয়, তৈরি হয়েছে দুটি প্রাণীর ভালোবাসা দিয়ে, আর-কোথাও এ পাওয়া যাবে না।

5. যে ছেলের সঙ্গে মেয়েটির বিবাহের কথা ছিল সেই জ্যাক মাঝে মাঝে কাজে যোগ দিতে

3. **ধৈর্য** - সহ্য করার ক্ষমতা।
জাদু - ভেল্‌কি, ইন্দ্রজাল।
মেয়াদ - ধার্য সময়।
তারিফ - প্রশংসা।
দামি মাল - মূল্যবান জিনিস।
মতলব - অভিপ্রায়।
তাক - বিহ্বলতা, বিস্ময়বোধ।

4. **পাকা** - নিপুণ।
নিড়োতে - নিড়ানির সাহায্যে সাফ করতে।
জবাব - উত্তর।
চেস্ট্‌নাট - কাঠবাদাম।
মণিমানিক - ঔজ্জ্বল্যযুক্ত বিভিন্ন রঙের পাথর।

5. **শুভদিন** - ভাল সময়, এখানে তাদের বিয়ের দিন।

আসত; কানে কানে জিগ্‌গেস করত, শুভদিন আসবে কবে। ক্যামিল কেবলই দিন পিছিয়ে দিত ; বাপকে ছেড়ে সে কিছুতেই বিয়ে করতে চাইত না।

6. জর্মানির সঙ্গে যুদ্ধ বাধল ফ্রান্সের। রাজ্যের কড়া নিয়ম, পিয়েরকে যুদ্ধে টেনে নিয়ে গেল। ক্যামিল চোখের জল লুকিয়ে বাপকে বললে, কিছু ভয় কোরো না বাবা। আমাদের এই বাগানকে প্রাণ দিয়ে বাঁচিয়ে রাখব।

6. **কড়া নিয়ম** - কঠিন শাসক জর্মানির সঙ্গে ফ্রান্সের যুদ্ধ- প্রথম বিশ্বযুদ্ধ। ১৯১৪-১৮ সাল পর্যন্ত সংঘটিত হয়। এই যুদ্ধে জর্মানি ফ্রান্স অবরোধ করে। এখানে সেই ভয়াবহতার উল্লেখ করা হয়েছে। যুদ্ধে পরাস্ত হয়ে ফ্রান্স জর্মানির কাছে আত্মসমর্পণ করে।

7. মেয়েটি তখন হলদে রজনীগন্ধা তৈরি করে তোলবার পরখ করছিল। বাপ বলেছিলেন, হবে না; মেয়ে বলেছিল, হবে। তার কথা যদি খাটে তা হলে যুদ্ধ থেকে বাপ ফিরে এলে তাঁকে অবাক করে দেবে, এই ছিল তার পণ।

7. **পণ** - প্রতিজ্ঞা।

8. ইতিমধ্যে জ্যাক এসেছিল দুদিনের ছুটিতে রণক্ষেত্র থেকে খবর দিতে যে, পিয়ের পেয়েছে সেনানায়কের তক্‌মা। নিজে না আসতে পেরে তাকে পাঠিয়ে দিয়েছে এই সুখবর দিতে। জ্যাক এসে দেখলে, সেইদিন সকালেই গোলা এসে পড়েছিল ফুলবাগানে। যে তাকে প্রাণ দিয়ে বাঁচিয়ে রেখেছিল তার প্রাণসুদ্ধ নিয়ে ছারখার হয়ে গেল বাগানটি। এর মধ্যে দয়ার হাত ছিল এইটুকু, ক্যামিল ছিল না বেঁচে।

8. **রণক্ষেত্র** - যুদ্ধের স্থান।
সেনানায়ক - সৈন্যদলের পরিচালক।
তকমা - চাপরাশ, পদের নির্দেশক পরিচ্ছদ।

9. সকলের আশ্চর্য লেগেছিল সভ্যতার জোর হিসাব করে। লম্বা দৌড়ের কামানের গোলা এসে পড়েছিল পঁচিশ মাইল তফাত থেকে। একে বলে কালের উন্নতি।

9. **তফাত** - দূরত্ব, ব্যবধান।
কালের উন্নতি - আসলে কালের অবনতি, ব্যঙ্গ করে 'কালের উন্নতি' বলা হয়েছে।

5.4 প্রাথমিক বোধ বিচার

- পিয়ের শোপ্যাঁ কী প্রকৃতির লোক ছিলেন ?
- পিয়ের শোপ্যাঁর সারাজীবনের শখ কী?
- জর্মানির সঙ্গে ফ্রান্সের যুদ্ধ পিয়ের শোপ্যাঁর উপর কী প্রভাব ফেলেছিল ?
- পিয়েরকে যুদ্ধে যেতে হয়েছিল কেন?

5.5 আলোচনা

অনুচ্ছেদ (1 থেকে 3) দিদি .... দাম চাইতে ভুলে যেতেন।

প্যারিস শহরে বাস করতেন এক ব্যক্তি। তাঁর নাম পিয়ের শোপ্যাঁ। তাঁর একটা সুন্দর ফুলের বাগান ছিল। বাগানের নানা বর্ণের সুন্দর সুন্দর ফুল নিয়ে, তাদের জোড় মিলিয়ে তিনি নানা রকম পরীক্ষা নিরীক্ষা করতেন। নতুন সৃষ্টির আনন্দে মগ্ন থাকতেন তিনি।

পাঠগত প্রশ্ন - 1.1

1. **সঠিক উত্তরটিতে টিক্ (✓) চিহ্ন দিন**

(ক) পিয়ের শোপ্যাঁর বাসাটি ছিল —

(i) প্যারিস শহরে

(ii) প্যারিস শহরের অল্প একটু দূরে

(iii) প্যারিস শহর থেকে অনেক দূরে।

(খ) বাগান নিয়ে তিনি কী করতেন -
- (i) খেলতেন।
- (ii) পরিচর্যা করতেন।
- (iii) জাদু করতেন।

(গ) যে তাঁর হাতের কাজের তারিফ করত, তাকে তিনি কী দিতেন -
- (i) তিনি দামি মাল অমনি দিয়ে দিতেন।
- (ii) তিনি পয়সার বিনিময়ে মাল বিক্রি করতেন।
- (iii) তিনি দাম চাইতে ভুলে যেতেন।

অনুচ্ছেদ (4) তাঁর জীবনের .... পাওয়া যাবে না।

আলোচনা ঃ পিয়েরের জীবনে বড় প্রিয় ছিল তাঁর মেয়ে ক্যামিল। মাতৃহারা এই মেয়েটি পিতার খুব অনুগত ছিল। সে বাবার চাইতেও বাগানের কাজে ছিল দক্ষ। নিজে হাতে সে বাগানের কাজ করতো, ঘরের কাজ করতো, ভালবাসা দিয়ে জীবনকে ভরিয়ে রাখতো।

পাঠগত প্রশ্ন - 1.2

1. সঠিক উত্তরটিতে টিক্ (✓) চিহ্ন দিন

(ক) তাঁর জীবনের খুব বড় শখ ছিল —
- (i) তাঁর বাগান
- (ii) তাঁর মেয়ে ক্যামিল
- (iii) গাছপালার জোড় লাগানো

(খ) তাদের ঘরটি ছিল —
- (i) ওক গাছের তলায়
- (ii) ইউক্যালিপটাস গাছের তলায়
- (iii) চেস্ট্‌নাট গাছের তলায়

(গ) তাদের বাসা তৈরি হয়েছে —
- (i) মণিমানিক্য দিয়ে
- (ii) দুটি প্রাণীর ভালোবাসা দিয়ে
- (iii) দামি আসবাবপত্র দিয়ে।

অনুচ্ছেদ(5-7) যে ছেলের .... এই ছিল তার পণ।

আলোচনা ঃ জ্যাকের সঙ্গে ক্যামিলের বিয়ের কথা ছিল। ইতিমধ্যে জার্মানির সঙ্গে ফ্রান্সের যুদ্ধ বাধল। পিয়েরকে যেতে হলো সেই যুদ্ধে। বাপকে ছেড়ে ক্যামিল বিয়ে করতে চাইতো না। তাই শুভদিন পিছিয়ে যেত।

পাঠগত প্রশ্ন - 1.3

1. **সঠিক উত্তরটিতে ঠিক (✓) চিহ্ন দিন**

(ক) জর্মানির সঙ্গে যুদ্ধ বাধল -

(i) জাপানের (ii) আমেরিকার (iii) ফ্রান্সের

(খ) মেয়েটি তখন .... পরখ করছিল -

(i) হলদে রজনীগন্ধা তৈরি করার (ii) লাল গোলাপ তৈরি করার

(iii) নানা বর্ণের লিলি তৈরি করার

(গ) রাজ্যের কড়া নিয়ম - নিয়মটি হলো —

(i) সকলকেই যুদ্ধে যেতে হবে (ii) পিয়েরকে যুদ্ধে যেতে হবে

(iii) কাউকেই যুদ্ধে যেতে হবে না।

অনুচ্ছেদ (8-9) ইতি মধ্যে জ্যাক . . . . কালের উন্নতি।

আলোচনা ঃ দুদিনের ছুটিতে বাড়িতে এসে জ্যাক দেখে কামানের গোলা এসে ধ্বংস করে দিয়ে গেছে বাগানের সঙ্গে ক্যামিলকেও। বিধ্বংসী যুদ্ধ বিনাশ করে মানুষের সৃষ্টি, শিল্প ও সভ্যতাকে। কবির প্রশ্ন, ধ্বংসই কি অনিবার্য পরিণতি?

পাঠগত প্রশ্ন- 1.4

1. **সঠিক উত্তরটিতে টিক্ (✓) চিহ্ন দিন ঃ**

(ক) নিজে না আসতে পেরে তাকে পাঠিয়ে দিয়েছে এই সুখবর দিতে —
খবরটি হলো —

(i) পিয়ের যুদ্ধে যোগ দিয়েছে

(ii) পিয়েরকে যুদ্ধে টেনে নিয়ে গেছে

(iii) পিয়ের পেয়েছে সেনানায়কের তক্‌মা।

(খ) এর মধ্যে দয়ার হাত ছিল এইটুকু, ক্যামিল ছিল না বেঁচে।
ক্যামিলের মারা যাওয়াকে 'দয়ার হাত' বলার কারণ, সে মারা গিয়েছিল বলেই

(i) ঈশ্বরের করুণা পেয়েছিল

(ii) সুন্দরের ধ্বংস তাকে দেখতে হয় নি

(iii) মানুষের ভালোবাসা পেয়েছিল।

(গ) 'একে বলে কালের উন্নতি'—
'কালের উন্নতি' বলে ব্যঙ্গ ছুঁড়ে দেওয়া হয়েছে —

(i) দেশের উন্নতির প্রতি

(ii) মারণাস্ত্রের উন্নতি ও ব্যবহারের প্রতি

(iii) বিজ্ঞানের উন্নতির প্রতি।

5.6 ব্যাকরণ ও ভাষারীতি

বাংলা ভাষা একটি প্রাচীন ভাষা। খ্রিস্টীয় দশম শতাব্দী থেকে বাংলা ভাষার একটি সুনির্দিষ্ট রূপ দেখা যায়। প্রাচীন আর্যভাষা বৈদিক সংস্কৃত থেকে প্রাকৃত, পালি, অপভ্রংশ ভাষার মধ্য দিয়ে রূপান্তরিত হয়ে বর্তমান বাংলা ভাষায় রূপান্তর লাভ করেছে এই ভাষা। তাই এই ভাষায় এখনও তৎসম শব্দ অর্থাৎ সংস্কৃত শব্দের প্রাচুর্য বিদ্যমান। তৎসম শব্দ থেকে উৎপন্ন সব শব্দ এবং দেশি বিদেশি শব্দও স্থান লাভ করেছে এই ভাষায়। দু'একটি উদাহরণ দিলেই বুঝতে পারবেন।

একাজে যেমন ছিল তাঁর আনন্দ তেমনি ছিল তাঁর ধৈর্য —।

এখানে দুটি শব্দের প্রতি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

ধৈর্য এবং কাজে।

ধৈর্য শব্দটি সংস্কৃত থেকে অবিকৃত অবস্থায় এসেছে, কাজেই এটি **তৎসম শব্দ**।

আবার, কাজ শব্দটি এসেছে কার্য থেকে, কাজেই এটি **তদ্ভব শব্দ**।

আবার দেখুন, ভারতবর্ষ বহুকাল বিদেশি মুসলমান শাসকদের অধীনে ছিলো। কাজেই প্রচুর আরবি, ফারসি প্রভৃতি **বিদেশি শব্দ** বাংলা ভাষায় প্রবেশ লাভ করেছে। অনুরূপভাবে বহু ইংরেজি শব্দও আমরা ব্যবহার করে থাকি।

লক্ষ করুন ঃ

যার মতলব ছিল দাম ফাঁকি দিতে সে এসে বলত, ...

এখানে মতলব শব্দটি বিদেশি শব্দ।

আবার, চেস্ট্নাট গাছের তলায় ওদের ছোট্ট এই ঘরটি— চেস্ট্নাট শব্দটি ইংরেজি শব্দ, বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত হয়েছে।

এইরূপ, তারিফ, জবাব, শখ ইত্যাদি বিদেশি শব্দ।

5.6.1 ভাষাগত প্রশ্ন

আপনার পাঠ্য গল্প থেকে কতগুলো তৎসম শব্দ, তদ্ভব শব্দ এবং বিদেশি শব্দ খুঁজে বের করুন।

5.6.2 যুগ্ম শব্দ

সাধারণত সমার্থবোধক দুটি শব্দ নিয়ে বা বিপরীত অর্থবোধক দুটি শব্দ নিয়ে যুগ্ম শব্দ গঠন করা হয়। পাঠ্য গল্প থেকে এরকম কয়েকটি শব্দের ব্যবহার দেখানো হলো —

(i) সে ছিল তাঁর **দিন রাত্রের** আনন্দ।
(ii) তাঁর **কাজকর্মের** সঙ্গিনী।
(iii) রাজার **মণিমানিক্য** দিয়ে তৈরি নয়। দিনরাত্র, কাজকর্ম, মণিমানিক্য, এগুলি যুগ্ম শব্দ।

নীচে কতগুলি শব্দ দেওয়া হলো। সেগুলির সঙ্গে সঠিক শব্দ বসিয়ে যুগ্ম শব্দ তৈরি করুন।

(i) রেঁধে – ।
(ii) ছার – ।
(iii) – চোপড়।

5.6.3 বিভিন্ন ধরনের শব্দ

বাংলা ভাষায় অনেক তৎসম শব্দ, তদ্ভব শব্দ, দেশি শব্দ, বিদেশি শব্দ অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।
পাঠ থেকে বেছে নেওয়া কয়েকটি শব্দ ——

তৎসম শব্দ	-	যুদ্ধ, বিবাহ, ধ্বংস, সৃষ্টি।
তদ্ভব শব্দ	-	হাত, মাটি, চার, আঁটি।
দেশি শব্দ	-	নিড়ানো, আগাছা।
বিদেশি শব্দ	-	খবর, গরিব, কামান, চেস্টনাট।

5.6.4 নীচের বিদেশি শব্দ বাংলায় কীভাবে প্রতিশব্দ করা হয়েছে দেখান—

ক্লার্ক	-	কেরানি।	পোর্ট	-	----------।
টেলিভিশন	-	----------।	ম্যাপ	-	----------।
রেডিও	-	----------।	স্কুল	-	----------।
নিউজ পেপার	-	----------।	গার্জিয়ান	-	----------।

5.7 সমগ্র বিষয়ভিত্তিক মন্তব্য

'ধ্বংস' গল্পটি দাদু-নাতনীর কথোপকথন। কাহিনীতে রয়েছে পিয়ের শোপ্যাঁর পরিবারের মর্মন্তুদ বিপর্যয়। মাতৃহারা মেয়েকে নিয়ে পিয়ের গড়ে তুলেছিলেন এক শান্তির নীড়। যুদ্ধ ধ্বংস করল এই সুখের সংসারটিকে, হরণ করল তাঁর প্রিয় কন্যা ক্যামিলকেও। কবিও এই গল্পে যুদ্ধের বীভৎস পরিণতিকে করেছেন বিদ্রূপ, বৈজ্ঞানিক মারণাস্ত্র আবিষ্কারকে দিয়েছেন ধিক্কার। যাকে উন্নতি বলা হচ্ছে, আসলে তা অবনতি।

5.8 রচনাবৈশিষ্ট্য

কথকতার ভঙ্গিতে গল্পটি রচিত। কবি গল্পের শুরুতেই নাতনি নন্দিতাকে 'দিদি' সম্বোধন করে গল্প আরম্ভ করেছেন। রীতিটি সুন্দর।

রাজনৈতিক বিষয় নিয়ে অনেক ছোটো গল্প লেখা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ এই ধরনের এক রাজনৈতিক সমস্যা এই গল্পে তুলে ধরেছেন।

5.9 আপনি যা শিখলেন ঃ

- স্নেহ দিয়ে ভালোবাসা দিয়ে কীভাবে একটি শান্তির নীড় গড়ে তোলা যায়, আপনারা তা দেখলেন।
- প্রকৃতিকে ভালোবেসে কীভাবে আনন্দময় জীবন কাটানো যায়, সে কথা আপনারা শিখলেন।
- যুদ্ধ কীভাবে সুন্দর এবং শান্তির নীড়কে ধ্বংস করে দেয় তা দেখলেন।

5.10 সমগ্র পাঠভিত্তিক প্রশ্ন

- হাতের কাজের তারিফ করলে পিয়ের কী করতেন?
- পিয়েরকে যুদ্ধে যেতে হয়েছিল কেন?
- ক্যামিলের কী কী গুণ ছিল?
- 'একে বলে কালের উন্নতি' — 'কালের উন্নতি' কথাটির প্রকৃত তাৎপর্য কি?
- যুদ্ধ সম্পর্কে লেখকের মনোভাবের পরিচয় গল্পের কোন্ বাক্যে পাওয়া যায়?

5.11 লেখক পরিচিতি

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ কলকাতার জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে ইং ১৮৬১ খ্রিস্টাব্দের ৭ই মে (২৫ শে বৈশাখ) জন্মগ্রহণ করেন। শৈশবে বাড়িতে গৃহশিক্ষকের তত্ত্বাবধানে শিক্ষা আরম্ভ, পরবর্তীকালে বিভিন্ন স্কুলে

পড়াশোনা করেছেন। কিন্তু সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে প্রথাবদ্ধ শিক্ষা ব্যবস্থা তাঁর কোন দিনই ভাল লাগেনি। তাই গতানুগতিক শিক্ষা তিনি লাভ করেননি। মাঝে কিছুদিন শিক্ষালাভের জন্য ইংল্যান্ডে যান। কিন্তু সেখান থেকেও ফিরে আসেন কোনো ডিগ্রি না নিয়েই। অতি শৈশবেই কবিতা লেখায় হাতে খড়ি। ১৯১৩ সালে 'গীতাঞ্জলি' কাব্যের জন্য নোবেল পুরস্কার পান। ১৯৪১ সালের ৭ই আগস্ট (২২ শে শ্রাবণ) এই সর্বজন-শ্রদ্ধেয় কবির মৃত্যু হয়। শান্তিনিকেতনে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা তাঁর জীবনের সবচেয়ে উল্লেখযাগ্য ঘটনা। তাঁর রচিত কাব্যের মধ্যে 'প্রভাতসঙ্গীত', 'সন্ধ্যাসঙ্গীত', 'মানসী', ' সোনার তরী', 'গীতাঞ্জলি', 'গীতিমাল্য', 'বলাকা' এবং উপন্যাস 'গোরা', 'ঘরে বাইরে', 'চার অধ্যায়', ' শেষের কবিতা', বিশেষ উল্লেখযোগ্য। নাটকের মধ্যে 'বাল্মীকি প্রতিভা', 'মায়ার খেলা', 'রাজা', 'রক্তকরবী', 'মুক্তধারা' প্রসিদ্ধ। তাছাড়া তিনি অজস্র ছোটগল্প ও গান লেখেন। আলোচ্য 'ধ্বংস' গল্পটি 'গল্পসল্প' থেকে নেওয়া হয়েছে।

সমধর্মী রচনাংশ 5.1

সভ্যতা কারে বলে ভেবেছিনু জানি তা —
আজ দেখি কী অশুচি, কী যে অপমানিতা।
কলবল সম্বল সিভিলাইজেশনের,
তার সব চেয়ে কাজ মানুষকে পেষণের।
মানুষের সাজে কে যে সাজিয়েছে অসুরে,
আজ দেখি 'পশু' বলা গাল দেওয়া পশুরে।
মানুষকে ভুল করে গড়েছেন বিধাতা,
কত মারে এত বাঁকা হতে পারে সিধা তা।
দয়া কি হয়েছে তাঁর হতাশের রোদনে,
তাই গিয়েছেন লেগে ভ্রম সংশোধনে।
আজ তিনি নররূপী দানবের বংশে
মানুষ লাগিয়েছেন মানুষের ধ্বংসে।

— রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

5.13 উত্তর সংকেত

1.1 (ক)	(i);	(খ)	(iii),	(গ)	(i), (iii)
1.2 (ক)	(ii),	(খ)	(iii),	(গ)	(i)
1.3 (ক)	(iii),	(খ)	(i),	(গ)	(ii)
1.4 (ক)	(iv),	(খ)	(i),	(গ)	(iii)

5. 6.1 ব্যাকরণ ও ভাষারীতি

তৎসম শব্দ	-	সৃষ্টি, বুদ্ধি, প্রাণী
তদ্ভব শব্দ	-	জোড়, বুনা, বাড়ি, আলতা
দেশি শব্দ	-	রঙ, আঁটি
বিদেশি শব্দ	-	বাগান(ফা), জাদু (ফা), তকমা (আ)।

5. 6.2 (i) বেড়ে
(ii) খার
(iii) কাপড়।

6
পদ পরিচয়

6.1 ভূমিকা

আমরা আমাদের মনের ভাব এক একটি বাক্যে প্রকাশ করি। যেমন ' ঘোড়া দ্রুত দৌড়ায়।' — এখানে 'ঘোড়া', 'দ্রুত', 'দৌড়ায়' এরা হল বাক্যের এক একটি অংশ। এই অংশগুলোকেই আমরা 'পদ' বলি। এক এক পদের এক এক নাম। কোনোটাকে আমরা বলি বিশেষ্য, কোনোটা সর্বনাম, কোনোটা বিশেষণ, কোনোটা ক্রিয়া।

পদের এই পরিচয়গুলো জানলে বাক্যের পদগুলোকে আমরা চিনতে পরব। পদগুলো ব্যবহারের কাজটাও সহজ হবে। এই পাঠে পদের পরিচয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে।

6.2 উদ্দেশ্য

এই পাঠটি পড়লে আপনারা

- বিভিন্ন পদের পরিচয় চিহ্নিত করতে
- বিভিন্ন পদ বাক্যে ব্যবহার করতে
- দুটো পদকে বা দুটো বাক্যকে জুড়ে দিতে
- এবং মনের বিভিন্ন আবেগকে প্রকাশ করার জন্য উপযুক্ত পদ ব্যবহার করতে পারবেন।

6.3 আলোচনা

১. **বিশেষ্য** – বিশেষ্য হল নাম, ব্যক্তির নাম, জাতির নাম, পদার্থের নাম, কোনও অবস্থার নাম বা সমষ্টির নাম।

ব্যক্তির নাম ঃ রাম, শ্যাম, লীলা, সুষমা ইত্যাদি

জাতির নাম ঃ মানুষ, পশু, পাখি ইত্যাদি

পদার্থের নাম ঃ লোহা, সোনা, জল, চিনি ইত্যাদি

সমষ্টির নাম ঃ দল, সংঘ, শ্রমিক শ্রেণী ইত্যাদি

কাজের নাম ঃ পড়া, লেখা, সাঁতার কাটা, দৌড়ানো, ভোজন ইত্যাদি।

২. **সর্বনাম** - বিশেষ্য বা বিশেষ্যস্থানীয় কোনো বাক্যের বদলে যা ব্যবহৃত হয় তাকে সর্বনাম বলে, যেমন - রাম ভাল ছেলে। সে রোজ স্কুলে যায়।

এখানে রাম - এর বদলে 'সে' ব্যবহৃত হয়েছে, তাই এটি সর্বনাম।

শিশুরা খেলতে ভালবাসে। এ তো সবার জানা।

এখানে 'এ' সর্বনাম, 'শিশুরা খেলতে ভালোবাসে' এই পদটার পরিবর্তে 'এ' ব্যবহৃত হয়েছে বলে।

আমি-আমরা তুমি - তোমরা, সে - তারা, আপনি - আপনারা এ, এটা - এগুলি এসব সর্বনাম।

৩. **বিশেষণ** – কোনো পদের দোষগুণ বা অবস্থা ইত্যাদি প্রকাশ করে, যেমন –
ভালো ছেলে, মন্দ ছেলে, লম্বা ছেলে, বেঁটে লোক, সরু গলি, সাহসী লোক ইত্যাদি।
এগুলো সব বিশেষ্যের বিশেষণ বিশেষণেরও বিশেষণ হতে পারে। যেমন খুব ভাল ছেলে।
এখানে 'খুব' ভালো – যেমন বিশেষণের বিশেষণ, তেমনি ক্রিয়ার বিশেষণও হতে পারে।
আগে 'ক্রিয়া কী তা বলে নেওয়া যাক।

৪. **ক্রিয়া**

যে পদে করা, হওয়া, দেখা, শোনা ইত্যাদি কোনোরকম কাজ করা বোঝায় তাকে ক্রিয়া বলে।
যেমন বৃষ্টি পড়ে, ছেলেরা খেলছে, তুমি কাল কোথায় গিয়েছিলে? আজ সে আসবে।
এখানে 'পড়ে', 'খেলছে', 'গিয়েছিলে', 'আসবে', ক্রিয়া। কারণ এরা কিছু করা বোঝাচ্ছে।
কাজ করা বা কিছু করার ভাবটি এরা সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ করছে বলে এগুলি সমাপিকা ক্রিয়া।
অর্থাৎ কাজটি সমাপ্ত হয়েছে, এই ক্রিয়াগুলি তাই বোঝাচ্ছে।
কিন্তু শুধু করিতে > করতে। করিতে করিতে > করতে করতে, করিলে > করলে এই
ধরনের ক্রিয়া সম্পূর্ণতা বোঝায় না বলে এদের অসমাপিকা ক্রিয়া বলে। যেমন সে পড়তে –,
সে খেতে—, সে খেতে খেতে—, সে গেলে—
এই ধরনের বাক্য বাক্যই নয় কারণ এগুলি ক্রিয়ার সম্পূর্ণতা বোঝাচ্ছে না।
যদি বলি সে খেতে চায়, সে খেতে খেতে কথা বলছে, সে গেলে আমি খুশি হতাম; তাহলে
ভাবটা সম্পূর্ণ প্রকাশ হয়। তার মানে কোনো বাক্যে অসমাপিকা ক্রিয়া থাকলে একটা সমাপিকা
ক্রিয়া থাকতেই হবে।

৫. **ক্রিয়া বিশেষণ**

১। ক্রিয়া পদের কোনো গুণ বা অবস্থা বোঝায় ক্রিয়া বিশেষণ।
ঘোড়া দ্রুত দৌড়ায়।
এখানে 'দৌড়ায়' ক্রিয়াপদ, এই ক্রিয়াপদের সম্বন্ধে বিশেষ খবর দিচ্ছে 'দ্রুত' পদটি।
ঘোড়া কেমন করে দৌড়ায়? – উত্তর 'দ্রুত'।
সে ধীরে কথা বলে।
তাড়াতাড়ি চলো।
উপরে যে বাক্য দুটি আছে তাদের নীচে দাগ দেওয়া শব্দগুলি ক্রিয়া বিশেষণ।

৬. আরও দুরকম পদ আছে – সংযোজক পদ ও আবেগসূচক পদ।
সংযোজক পদ : যা দুটো পদকে বা দুটো বাক্যকে জুড়ে দেয় তা সংযোজক পদ, যেমন-
অতনু ও রমেশ স্কুলে যাচ্ছে।
তুমি আর আমি যাব।
সে বাড়ি গেল এবং মাকে সব বলল।
পুটু আর শ্যামল যাবে।
এখানে 'ও', 'আর', 'এবং' সংযোজক পদ।

আবেগসূচক পদ

আনন্দ, বেদনা, বিরক্তি, উৎসাহ ইত্যাদি প্রকাশ করে যে পদ তাকে আবেগসূচক পদ বলে।

যেমন-

বাঃ গোল দিয়েছে।

ছিঃ, এ কাজ তুই করলি কেন?

ইস! কী দারুণ দুর্দশা ওদের।

উঃ আঃ, সাবাস, বাহবা বেশ বেশ ইত্যাদি পদও আবেগসূচক।

পাঠগত প্রশ্ন - 1.1

6.4 **1. কোন্‌টি কিসের নাম, বন্ধনী থেকে বেছে নিয়ে পাশে লিখুন**

(ব্যক্তি/জাতি/পদার্থ/অবস্থা/সমষ্টি/কাজ)

(ক) বাঙালি -- (খ) লোহা -- (গ) খেলা -- (ঘ) দুঃখ -- (ঙ) লীলা --

(চ) পাখি -- (ছ) আনন্দ -- (জ) দল -- (ঝ) গমন -- (ঞ) সংঘ -- ।

2. শূন্যস্থানে উপযুক্ত সর্বনাম বসান

(ক) শ্রীরবি রায় আমাদের শিক্ষক। -- আমাদের পাড়ায় থাকেন। (খ) বিনি, মিনি আমার বোন। -- আমার ছোটো। (গ) চলো মাঠে যাই। -- অনেকে আসবে। (ঘ) সেলিম এসেছ? -- ভাই এলো না? (ঙ) একটি বন ছিল। -- অনেক পাখি থাকত। (চ) গাছে একটা পাকা আম দেখছি। -- পাড়ব।

3. একটি করে উপযুক্ত বিশেষণ যোগ করুন

(ক) — আকাশ। (খ) — চা (গ) — দই। (ঘ) —শহর । (ঙ) — লাইন

4. সমাপিকা ও অসমাপিকা ক্রিয়া পাশে পাশে লিখুন

সমাপিকা	অসমাপিকা
(ক) এখানে বসে থাকো।	(ক)..
(খ) আমি গল্প লিখতে পারি।	(খ)..
(গ) মুখ গোমড়া করে আছো কেন?	(গ)..
(ঘ) এখন চলে এসো।	(ঘ)..
(ঙ) আর বেশি বললে কিছু হবে না।	(ঙ)..

5. উপযুক্ত ক্রিয়া বিশেষণ বেছে নিয়ে ঠিক জায়গায় বসান

ভালোভাবে
জোরে
দুমিনিট
দ্রুত
চটপট
দেখতে দেখতে

(ক) সে ------------ কথা বলে। (খ) হরিণ ------------ দৌড়াতে পারে।

(গ) ------------ অপেক্ষা করো। (খ) পড়াটা ------------ শিখেছ দেখছি।

(ঙ) ------------ অনেক বছর কেটে গেল। (চ) নাও ------------ শিখে নাও।

6. **উপযুক্ত সংযোজক বেছে নিয়ে দুটি বাক্য জুড়ে দিন**

আর
তাই
কিন্তু
তবু
অথবা
যেমন ... তেমন

(ক) আমি আজ যাচ্ছি। মধু কাল যাবে।
(খ) সে অসুস্থ ছিল। আসতে পারেনি।
(গ) আমি যাব। কিছু খাব না সেখানে।
(ঘ) এত করে বলছি। তুমি শুনছ না।
(ঙ) তিনি আজ আসবেন। কাল আসবেন।
(চ) কাজ করেছ। ফল পেয়েছ।

7. **শূন্যস্থানে উপযুক্ত সংযোজক বসান**

(ক) তুমি .... আমি একসাথে যাব।
(খ) এ ঘরে.................. নিশ্চয় পাওয়া যাবে।
(গ) একটু বসো .... আধঘন্টা ঘুরে এসো।

বাব্বা!
ইস!
বাঃ!
ওমা!

8. **পাশে দেওয়া পদগুলি থেকে পদ বেছে নিয়ে ঠিকমতো বসান**

(ক) .... কী চমৎকার দৃশ্য।
(খ) .... আমি কখন বললাম।
(গ) .... একটুর জন্য ফসকে গেল।
(ঘ) .... কী ঘুমটাই না দিলি!

6.5 আপনি যা শিখলেন

- বিভিন্ন পদকে চিহ্নিত করতে
- পদের পরিবর্তন করতে
- বিভিন্ন পদ বাক্যে ব্যবহার করতে।

6.6 সমগ্র পাঠভিত্তিক প্রশ্ন

1. **বিশেষ্য, সর্বনাম, সমাপিকা ও অসমাপিকা ক্রিয়াগুলো বেছে নিয়ে লিখুন**

(ক) জল আমাদের জীবন। (খ) ওরা চলে গিয়েছে। (গ) তুমি কী চাও? (ঘ) বই খাতা নিয়ে এসো। (ঙ) পড়ে নিয়ে লিখো।

বিশেষ্য ঃ (১)........................(২)...................... (৩)............................ (৪)............................
সর্বনাম ঃ (১)........................(২)...................... (৩)............................ (৪)............................
অসমাপিকা ঃ (১)........................(২)...................... (৩)...................... (৪)..........................
সমাপিকা ঃ (১)..........................(২)......................... (৩)....................... (৪)..........................

2. **বিশেষণ। ক্রিয়া বিশেষণ, আবেগ সূচক ও সংযোজক বেছে নিয়ে লিখুন**

ঠিক পাঁচটায় উঠেছি। বাঃ! সুন্দর আকাশ। পড়ব আর লিখব। খাচ্ছে কিন্তু গিলছে না। জোর খবর। আরে! তুমি এসেছ। জোরে হাঁটো। ধীরে ধীরে লেখো। সাবাশ ! দারুণ খেলেছ। পাকা আম। যাব তবে, থাকব না। ছিঃ! খারাপ কথা বলবে না। কেটে গেছে তাই রক্ত পড়ছে।

বিশেষণ ঃ (১)......................(২)........................(৩)...........................(৪)..........................

ক্রিয়া বিশেষণ ঃ (১)......................(২)......................(৩).........................(৪)........................

আবেগসূচক ঃ (১)......................(২)........................(৩)..........................(৪)..........................

সংযোজক ঃ (১)......................(২)........................(৩)...........................(৪)..........................

3. **পাশের বন্ধনীতে নির্দেশ অনুযায়ী শূন্যস্থান পূরণ করুন**

(ক) তুমি ——— চেঁচাও। (ক্রিয়াবিশেষণ) (খ) ———! বড় লাগছে। (আবেগসূগক)

(গ) এখানকার বাড়িগুলো ---------। (বিশেষণ) (ঘ) ------------ পাড়ায় চলুন। (সর্বনাম)

(ঙ) কাক ----- কোকিল দুটোই কালো। (সংযোজক) (চ) ———— আসছে, সরে যা। (বিশেষ্য)

(ছ) জিবটা ------- তোমার। (সমাপিকা ক্রিয়া) (জ) সবাই --------- পড়ো। (অসমাপিকা)

4. **বাক্য রচনা করুন**

(ক) দীর্ঘ (খ) মানুষ (গ) বাহবা (ঙ) ইস্ (চ) ওরা (ছ) বেঁধে (জ) পড়েছি।

শব্দ গঠন

6.7 ভূমিকা

আমরা যেসব শব্দ ব্যবহার করি তার অনেকগুলো নানাভাবে গঠিত হয়েছে। কোনোটা যেমন অপরিবর্তিত থাকে তেমনি কোনোটার মূলের সঙ্গে কিছু অতিরিক্ত অংশ যোগ করে গঠিত হয়। আবার দুটো শব্দ যুক্ত হয়ে একটি শব্দ হয়ে যায়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে একাধিক শব্দ এক হয়ে একটি শব্দ গঠিত হয়।

শব্দগঠনের বিভিন্ন প্রক্রিয়া এই পাঠে আলোচিত হয়েছে।

6.8 উদ্দেশ্য

এই পাঠটি পড়লে আপনারা

- একটি শব্দ কীভাবে গঠিত হল তা দেখাতে পারবেন
- বিভিন্ন অংশ জুড়ে শব্দ গঠন করতে পারবেন
- দরকার মতো নতুন শব্দ তৈরি করে বাক্যে ব্যবহার করতে পারবেন।

শব্দের মূলের সঙ্গে প্রত্যয় যোগ করে শব্দ গঠিত হয়, নীচে প্রক্রিয়াটা দেখে নিন। কেবল মূল অংশটা দেখে শব্দের পূর্ণ আকৃতিটা বোঝা যাবে না। আবার গঠিত শব্দে মূলেরও খানিকটা বদলে যায়।

শব্দমূল + প্রত্যয় — শব্দ	**শব্দ + প্রত্যয় — শব্দ**
ভী + তি = ভীতি	সাহিত্য + ইক = সাহিত্যিক
উঠ্ + তি = উঠতি	দা + তব্য = দাতব্য
ডুব্ + অন্ত = ডুবন্ত	দয়া + বান = দয়াবান
মিশ্ + উক = মিশুক	পুলক + ইত = পুলকিত
পড়্ + আ = পড়া	শীত + ল = শীতল
ঝর্ + না = ঝরনা	মহৎ + ত্ব = মহত্ত্ব
পূজ্ + অনীয় = পূজনীয়	ঘর + ময় = ঘরময়
শাস্ + অক = শাসক	সাফ + আই = সাফাই
পঠ্ + অন = পঠন	শাঁস + আলো = শাঁসালো
ধৃ + ত = ধৃত	দাম + ই = দামি
লড়্ + আই = লড়াই	প্রাণ + বন্ত = প্রাণবন্ত
জাতি + ঈয় = জাতীয়	দুরন্ত + পনা = দুরন্তপনা
দোকান + দার = দোকানদার	বাড়ি + ওয়ালা = বাড়িওয়ালা ইত্যাদি।

পাঠগত প্রশ্ন-1.2

1. **নীচের শব্দগুলোর শব্দ - মূল ও প্রত্যয় ভাগ করে দেখিয়ে দিন**

(ক) দুরত্ব ----- (ঙ) জাপানি --- (ঝ) ফুলদানি -----

(খ) কুশল ----- (চ) দয়াল --- (ঞ) বলবান -----

(গ) চালা ----- (ছ) কামাই --- (ট) জলীয় -----

(ঘ) ঢাকাই ---- (জ) কারখানা -- (ঠ) রোমাঞ্চিত ----

2. **প্রত্যয়গুলো দেওয়া আছে। শব্দমূলগুলো দেখান**

(ক) ---- ইত = গর্বিত	(ঙ) ---- মান = শ্রীমান
(খ) ----ই = চালাকি	(চ) ---- ইক = মাসিক
(গ) ---উড়িয়া = সাপুড়িয়া	(ছ) ---- বান = ধনবান
(ঘ) ---- পনা = দুরন্তপনা	(জ) ---- ঈয় = জলীয়

3. **এক শব্দে লিখুন। শব্দগুলো ডানদিক থেকে বেছে নিন**

(ক) কেরানির কাজ --	(ঘ) মধুপান করে যে --
(খ) পাটনাতে উৎপন্ন --	(ঙ) স্মরণের যোগ্য --
(গ) মাটির তৈরি --	(চ) ভূগোল সম্বন্ধীয়

মেটে পাটনাই
ভৌগোলিক স্মরণীয়
মধুপ কেরানিগিরি

2. শব্দের সঙ্গে যুক্ত হয়ে নূতন শব্দ গঠনের জন্য কয়েকটি শব্দাংশ ব্যবহৃত হয়। এগুলো উপসর্গ। উপসর্গ যোগ করে কীভাবে নতুন শব্দ হয় নীচে লক্ষ করুন।

উপসর্গ + শব্দ	= নতুন শব্দ	উপসর্গ + শব্দ	= নতুন শব্দ
আ + কাল	= আকাল	দুর্ + দম	= দুর্দম
অনা + বৃষ্টি	= অনাবৃষ্টি	উপ + কার	= উপকার
কু + মতলব	= কুমতলব	নি + বাস	= নিবাস
নি + খুঁত	= নিখুত	পরি + দর্শন	=পরিদর্শন
বি + দেশ	= বিদেশ	ফি + বছর	= ফিবছর
প্র + গতি	= প্রগতি	হেড + মাস্টার	= হেডমাস্টার
পরা + জয়	=পরাজয়	হাফ + টিকিট	= হাফটিকিট
সু + সময়	= সুসময়	বে + আন্দাজ	= বেআন্দাজ

পাঠগত প্রশ্ন -1.3

4. **শূন্যস্থানে উপসর্গ বসান**

(ক) ---- বাস = আবাস	(চ) ---- বেলা = অবেলা
(খ) ---- মোজা = হাফমোজা	(ছ) ---- স্থিত = উপস্থিত
(গ) ---- লেবু =পাতিলেবু	(জ) ---- ইত = অতীত
(ঘ) ---- ডাল = মগডাল	(ঝ) ---- বাদ = প্রতিবাদ
(ঙ) ---- চালা = আটচালা	(ঞ) ---- মান = অভিমান

5. **বিভিন্ন উপসর্গ বসিয়ে শব্দগুলো গঠন করুন**

(ক) ------ + কার =	(গ) ------ + কার =	(ঙ) ------ + কার =
(খ) ------ + কার =	(ঘ) ------ + কার =	(চ) ------ + কার =

6. **একই শব্দ বসিয়ে নতুন শব্দ গঠন করুন**

(ক) প্র + ------ =	(গ) বি + ------ =	(ঙ) পরি + ------ =
(খ) অনা + ------ =	(ঘ) সম্ + ------ =	(চ) উপ + ------ =

সন্ধি

সন্ধি প্রক্রিয়ায়ও শব্দ গঠিত হয়।

পাশাপাশি স্থিত দুই ধ্বনির (আসলে দুটি বর্ণের) মিলনকে সন্ধি বলা হয়। ধ্বনির মিলন হলে একটি ধ্বনির পরিবর্তিত হয়। ফলে বানানও নতুন করে লিখতে হয়। আমরা শুধু সন্ধির সেই নিয়মগুলো আলোচনা করছি, যা ঠিক বানান লিখতে কাজে আসবে।

1. স্বরসন্ধি

(1) ক. অ, আ + অ + আ = আ বা আ- কার

চর + অচর = চরাচর, উত্তর + অধিকার = উত্তরাধিকার, যাত + আয়াত = যাতায়াত, চির + আচরিত = চিরাচরিত, মহা + আলয় = মহালয়, ভাষা + আচার্য = ভাষাচার্য

(1) খ. ই, ঈ + ই, ঈ = ঈ - কার

মণি + ইন্দ্র = মণীন্দ্র, সুধী + ইন্দ্র = সুধীন্দ্র, অবনী + ইন্দ্র = অবনীন্দ্র, রবি + ইন্দ্র = রবীন্দ্র

(1) গ. উ, ঊ + উ, ঊ = ঊ বা দীর্ঘ উ কার

মরু + উদ্যান = মরূদ্যান

অনু + উদিত = অনূদিত

(1) ঘ. অ, আ + উ, ঊ = ও

শারদ + উৎসব = শারদোৎসব

বন্দ্য + উপাধ্যায় = বন্দ্যোপাধ্যায়

নব + ঊঢ়া = নবোঢ়া

(1) ঙ. ই,ঈ + ই,ঈ অন্যবর্ণ = ই, ঈ স্থানে 'য', এই 'য' শূন্যস্থানে বসান--

অধি + উষিত = অধ্যুষিত

বি + অক্তি = ব্যক্তি, বি + অবধান = ব্যবধান, বি +অবসায় = ব্যবসায়।

(1) চ. উ, ঊ + উ, ঊ ছাড়া অন্য বর্ণ উ স্থানে ব্ (অন্তঃস্থ) ওই ব্ তার পূর্ববর্ণে বসান--

সু + অচ্ছ = স্বচ্ছ

বহু +আরম্ভ = বহ্বারম্ভ

2. ব্যঞ্জন সন্ধি

(2) ক. বর্গের প্রথম বর্ণের পর স্বরবর্ণ, যে কোনো বর্গের তৃতীয় বর্ণ অথবা য্ - ব্ - হ্ থাকলে প্রথম বর্ণের স্থানে সেই বর্গের তৃতীয় বর্ণ হয় অর্থাৎ ক্>গ্, চ্>জ্>ট্>ড্, ত্>দ্, প্ > ব্

বাক্ + অর্থ = বাগর্থ,

বাক্ + আড়ম্বর = বাগাড়ম্বর

বাক্ + ঈশ = বাগীশ

বাক্ + জাল = বাগ্‌জাল
নিচ্ + অন্ত = নিজন্ত
অপ + জ = অজ

(2) খ. ন্ কিংবা ম্ পরে থাকলে পূর্বপদের **ক** স্থানে **ঙ** এবং **ট** স্থানে **ণ** হয়।
দিক্ + মণ্ডল = দিঙমণ্ডল (বিকল্পে দিগ্‌মণ্ডল)
ষট্ + মাস = ষণ্মাস (বিকল্পে ষড়্ মাস)

3. বিসর্গ সন্ধি

(3) ক. র্-জাত বিসর্গের পর 'র্' থাকলে র্ লুপ্ত হয় এবং তার আগের স্বর দীর্ঘ হয়।
নিঃ + রস = নীরস,
নিঃ + রব = নীরব,
নিঃ + রন্ধ্র = নীরন্ধ্র,
চক্ষুঃ + রোগ = চক্ষুরোগ।

(3) খ. বিসর্গের (ঃ) পর চ ছ থাকলে 'ঃ' = এর জায়গায় 'শ্' বর্ণ আসে
নিঃ + চয় = নিশ্চয়, নভঃ + চর = নভশ্চর, শির ঃ + ছেদ = শিরচ্ছেদ।

পাঠগত প্রশ্ন - 1.4

7. সন্ধি করুন

(ক) সু+ উক্তি, (খ) অতি +ইত, (গ) শুদ্ধি + অশুদ্ধি, (ঘ) সু + অস্তি, (ঙ) সুধী + ইন্দ্র,
(চ) বাক্ +ঈশ, (ছ) বাক্ + আড়ম্বর।

8. বানান শুদ্ধ করুন

(ক) ব্যাবধান (খ) ব্যাবসায় (গ) ব্যাতিবাস্ত (ঘ) অতিন্দ্রীয় (ঙ) নিরব (চ) প্রতিক্ষা (ছ) বাগেশ্বরী (জ) শিরচ্ছেদ (ঝ) নভোচর।

9. সমাস

অর্থের দিক থেকে পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত দুই বা তার বেশি পদের একপদে মিলনকে সমাস বলে। সমাস মানে সংক্ষেপ। 'রাজার পুত্র মৃগয়ায় চললেন' না বলে যদি বলি, রাজপুত্র মৃগয়ায় চললেন, তাহলে রাজার পুত্র-এর জায়গায় রাজপুত্র -এর ব্যবহারকেই আমরা সমাস বলব। রাজার এইপদের 'র' বাদ দিয়ে দুটি পদকে যুক্ত করা হল।
আমরা এবারে কয়েকটি সমাসের আলোচনা করব।

9.ক. দ্বন্দ্ব

'ও', 'এবং' এই সংযোজক দ্বারা পরস্পর অন্বিত দুই বা তার বেশি বিশেষ্য পদের যে সমাস তাকে দ্বন্দ্ব সমাস বলে।
রাম ও লক্ষ্মণ = রামলক্ষ্মণ।
জন্ম ও মৃত্যু = জন্মমৃত্যু, চন্দ্র ও সূর্য = চন্দ্রসূর্য, গ্রীষ্ম ও বর্ষা ও শরৎ = গ্রীষ্মবর্ষাশরৎ,
নদী ও গিরি ও বন = নদীগিরিবন,

পাহাড় এবং পর্বত = পাহাড়পর্বত , স্কুল ও কলেজ = স্কুলকলেজ, দিন ও রাত= দিনরাত।

9.খ . তৎপুরুষ সমাস

পূর্বপদে কর্ম, করণ, প্রভৃতি কারকের বিভক্তি বা বিভক্তিস্থানীয় অনুসর্গের সঙ্গে যুক্ত অথবা সম্বন্ধ পদের সঙ্গে যুক্ত সমাসকে তৎপুরুষ সমাস বলে।

রথকে দেখা = রথদেখা
ভিক্ষা দ্বারা লব্ধ = ভিক্ষালব্ধ
জন্ম থেকে অন্ধ = জন্মান্ধ
ভাইয়ের পো = ভাইপো
গাছের পালা = গাছপালা

9.গ. কর্মধারয়

যে তৎপুরুষ সমাসে সমস্যমান পদ দুটি বিশেষ্য-বিশেষণ স্থানীয় অথবা অভেদ সম্বন্ধে যুক্ত তাকে কর্মধারয় সমাস বলে।

নীল যে আকাশ = নীলাকাশ।
কাঁচা যে কলা = কাঁচকলা।
যিনি গিন্নি তিনিই মা = গিন্নিমা।
যিনি ডাক্তার তিনিই বাবু = ডাক্তারবাবু।

9.ঘ. দ্বিগু

যে তৎপুরুষ বা কর্মধারয় সমাসে আগের পদটি বিশেষণ এবং সমস্ত পদটি সমাহার বা সমষ্টির অর্থ প্রকাশ করে তাকে দ্বিগু সমাস বলে।

পঞ্চ বটের সমাহার = পঞ্চবটী
শত অব্দের সমাহার = শতাব্দী
ত্রি (তিন) পদের সমাহার = ত্রিপদী

9.ঙ. বহুব্রীহি

যে সমাসে সমস্যমান পদদুটির কোনোটির অর্থই প্রধানভাবে না বুঝিয়ে অন্য কোনো পদের অর্থ বোঝায় তাকে বহুব্রীহি সমাস বলে।

পীত অম্বর যার = পীতাম্বর।
দশ আনন যার = দশানন।
বীণা পাণিতে যার = বীণাপাণি
নদী মাতা যার = নদীমাতৃক।

বহুব্রীহি নামটিই বহুব্রীহি সমাসের উদাহরণ। ব্রীহি মানে ধান। বহু ব্রীহি যার- বহুব্রীহি, মানে অনেক ধান যার, অধিক ধনী।

পাঠগত প্রশ্ন-1.5

9. শব্দগুলো মিলে যে শব্দ গঠিত হয়েছে সেটি পাশে পাশে লিখুন

(১) দা দিয়ে কাটা ——। (২) শান দ্বারা বাঁধানো ——। (৩) সাহায্যকে প্রাপ্ত ———।
(৪) বাসনকে মাজা ———। (৫) জলের জন্য কর ———। (৬) খাপ থেকে খোলা ——
(৭) বিবাহের বাসর ——— (৮) বাটায় ভরা ——— (৯) নীল যে আকাশ ———
(১০) হাতে পরার ঘড়ি ——— (১১) মৃত্যু পর্যন্ত ——— (১২) ক্ষুদ্র নদী ———
(১৩) গান ও বাজনা ——— (১৪) খেয়ে ও পরে ———।

10. কিভাবে শব্দগুলো গঠিত হয়েছে দেখান। পাশে বন্ধনীতে ইঙ্গিত দেখে নিন।

(১) টাকা পয়সা ———। (২) বুকে পিঠে ——— । (৩) দেনা পাওনা ———।
('ও' দিয়ে আলাদা করুন)
(৪) পঞ্চবটী ———। (৫) শতাব্দী ———। (৬) সপ্তাহ ———।
('সমাহার' — দিয়ে)
(৭) শ্রীযুক্ত ———। (৮) বিশ্রামাগার ———। (দ্বারা, জন্য দিয়ে)
(৯) আগাগোড়া ———। (১০) পদ্মকলি ———। (১১) জলমগ্ন ———।
(থেকে, এর, এ দিয়ে)
(১২) প্রিয়বন্ধু ———। (১৩) কাঁচামিঠে ———। (১৪) দুধসাদা ———।
(যে, অথচ, মত দিয়ে)
(১৫) উপভাষা ———। (১৬) গরমিল ———। (১৭) প্রত্যঙ্গ ———।
(মতো, অভাব, ক্ষুদ্র দিয়ে)
(১৮) সহোদর ———। (১৯) সত্যনিষ্ঠ ———। (২০) বেকার ———।
(যাদের, যার, নেই যার দিয়ে)

10. শব্দান্তর

একই শব্দকে একাধিক শব্দ রূপে ব্যবহার করা হয় মাঝে মাঝে। তাতে শব্দের ব্যবহারের বৈচিত্র্য বাড়ে। এই বিভিন্নতা সাধনকে শব্দান্তর বলা যায়

(ক) বিশেষ্য থেকে বিশেষণ

অন্তর	—	আন্তরিক	অধুনা	—	আধুনিক	আক্রমণ	—	আক্রান্ত
আঘাত	—	আহত	উৎকর্ষ	—	উৎকৃষ্ট	প্রসাদ	—	প্রসন্ন
ভঙ্গ	—	ভগ্ন	ভয়	—	ভীত	স্নেহ	—	স্নিগ্ধ
আচরণ	—	আচরণীয়	গ্রহণ	—	গ্রাহ্য	পাঠ	—	পাঠ্য
কাঁদা	—	কাঁদুনে	খাওয়া	—	খাইয়ে	চলা	—	চলন্ত
অণু	—	আণবিক	অন্তর	—	আন্তরিক	নিশি	—	নৈশ
পুর	—	পৌর	জটা	—	জটিল	ফেন	—	ফেনিল
সন্ধ্যা	—	সান্ধ্য	মুখ	—	মৌখিক	সময়	—	সাময়িক

(খ) বিশেষণ থেকে বিশেষ্য

অলস	--	আলস্য	অনুগত -- আনুগত্য	নির্জন	--	নির্জনতা
কিশোর	--	কৈশোর	ঘন -- ঘনত্ব	জড়	--	জড়তা
দরিদ্র	--	দারিদ্র্য	সম -- সমতা	বিষম	--	বৈষম্য
শিশু	--	শৈশব	সৎ -- সততা	সত্য	--	সত্যতা
গুরু	--	গৌরব	মধুর -- মাধুর্য	দীর্ঘ	--	দৈর্ঘ্য
তরুণ	--	তারুণ্য	চালাক -- চালাকি	বড়	--	বড়াই
বাবু	--	বাবুগিরি	পাকা -- পাকামি			

(গ) কয়েকটি বিশেষণ বিশেষ্য হিসাবেও ব্যবহার করা হয়

বিশেষণ		বিশেষ্যের মতো ব্যবহার
ভালো	--	আমি তোমার ভালো চাই।
ব্যথিত	--	ব্যথিতের প্রতি সহানুভূতি থাকা চাই।
উচ্চ	--	সমাজে উচ্চদের সম্মান দেওয়া হয়।
ঠাণ্ডা	--	আমি ঠাণ্ডা সহ্য করতে পারি না।

(ঘ) বিশেষ্য বিশেষণের মতো ব্যবহার

বিশেষ্য	–	বিশেষণের মতো ব্যবহার
ছেলে	--	তুমি এখনো ছেলে মানুষ।
লক্ষ্মী	--	লক্ষ্মী ছেলে, কেঁদো না।
দিন	--	দিনদুপুরে এমন কাণ্ডটা হল
নিশি	--	নিশিরাতে সে এসে হাজির।

(ঙ) বিশেষ্য ক্রিয়া হিসাবে ব্যবহৃত

বিশেষ্য	–	ক্রিয়ার মতো ব্যবহার
চমক	--	বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে।
লতা	--	গাছটা বেশ লতিয়ে উঠছে।
ঘুম	--	অত কী ঘুমাচ্ছে।
আঁচড়	--	চুলটা আঁচড়ে নাও।

পাঠগত প্রশ্ন-1.6

1. নীচের শব্দগুলো থেকে বিশেষ্য ও বিশেষণ আলাদা করে দেখান।

বস্ত্র, পাক্ষিক, বসতি, পত্রিকা ,সভা, সাহস, নাগরিক, নির্বাচন, নৈতিক, দাঁতাল, দেশি, খেলোয়াড়

বিশেষ্য ঃ (১) .... (২) ....(৩) ....(৪) ....
(৫) .... (৬) ....

বিশেষণ ঃ (১) .... (২) ....(৩) ....(৪) ....
(৫) .... (৬) ....

2. নীচের বাক্যগুলো থেকে ৫ টি বিশেষ্য ও ৫টি বিশেষণ বেছে নিয়ে লিখুন

শহুরে জীবন কোলাহলমুখর। স্নিগ্ধ ছায়া কোথায়। গ্রামীন জীবন সরল। মেটে রাস্তা।

বিশেষ্য ঃ (১) .... (২) ....(৩) .... (৪) ....
(৫) .... (৬) ....

বিশেষণ ঃ (১) .... (২) ....(৩) .... (৪) ....
(৫) .... (৬) ....

3. (ক) চালাক -- বিশেষ্য হিসাবে ব্যবহার দেখান।
(খ) দিন -- বিশেষণ হিসাবে ব্যবহার দেখান।
(গ) বেত -- ক্রিয়া হিসাবে ব্যবহার দেখান।

10. সমগ্র পাঠভিত্তিক প্রশ্ন

1. (১) শব্দগুলো কীভাবে গঠিত হয়েছে দেখান (প্রত্যয় /উপসর্গ / সন্ধি / সমাস)

(ক) মধুর	(খ) জলময়	(গ) বেগবান	(ঘ) গঠন	(ঙ) প্রীতি
(চ) অজানা	(ছ) পাতিহাঁস	(জ) পরিণতি	(ঝ) প্রদান	(ঞ) প্রতিকার
(ট) মহাকাশ	(ঠ) দিগন্ত	(ড) সম্মান	(ঢ) পুরস্কার	(ণ) নীরব
(ত) কাগজপত্র	(থ) ঢেঁকিছাঁটা	(দ) সভাপতি	(ধ) প্রতিধ্বনি	(ন) একগুঁয়ে

2. শব্দ গড়ুন

(ক) ছাঁক্ + উনি=	(খ) বর্ণ + অনীয়=	(গ) লিখ্ + অন=
(ঘ) মন্ + তব্য =	(ঙ) শ্রু + ত=	(চ) স্থান + ঈয়=
(ছ) দিন + ইক=	(জ) গুরু + ত্ব=	(ঝ) বড় + আই =
(ঞ) জমক + আলো=	(ট) নৌ + ইক=	(ঠ) ক্ষুধা + আতুর =
(ড) পরি + ছন্ন=	(ঢ) সম্ + বাদ=	(ণ) অন্তঃ + গত=
(ত) প্র + বাহ=	(থ) নির্ + মান=	(দ) মিনি + বাস=
(ধ) পরি + বেশ=	(ন) নির্ + বাচন=	(প) সত্য বলে যে =
(ফ) যে শান্ত সে-ই শিষ্ট =	(ব) কানে কানে যে কথা=	
(ভ) বিশ্ব ব্যাপ্ত করে যুদ্ধ=	(ম) সর্বের জন্য শিক্ষা =	
(য) জাতিগুলির সংঘ =	(র) ভিক্ষার অভাব=	(ল) জল থেকে বিদ্যুৎ=
(শ) তেল দিয়ে ভাজা =		

3. পাশের বন্ধনীর নির্দেশ অনুযায়ী শূন্যস্থান পূরণ করুন

(ক) আজ -- বৈঠক হবে । (সর্বদল + ঈয়)
(খ) সেখানে -- মত বিনিময় হবে। (পর + পর)
(গ) আলোচ্য বিষয় -- দূরীকরণ। (নির্ + অক্ষরতা)
(ঘ) এই সমস্যার সমাধানে সকলেই--- । (দৃঢ় প্রতিজ্ঞা যাদের)
(ঙ) ----- সর্বত্র ------- খোলা হবে। (গ্রামে ও গঞ্জে, সাক্ষরতার কেন্দ্র)

(চ) — সেবী — গুলি এগিয়ে আসবে। (স্ব + ইচ্ছা, সম্ - গঠন)

(ছ) সকলের -- চেষ্টায় পশ্চিমবঙ্গ হবে --। (ঐক্যদ্বারা বদ্ধ, নিরক্ষরতা থেকে মুক্ত)

(জ) হলদিয়ায় অনেক -- জাহাজ আসে। (বিদেশ - এর বিশেষণ)

(ঝ) খেলার মাঠে দর্শকদের -- আর যাবে না। (উচ্ছ্বসিত -- এর বিশেষ্য)

11. আপনি যা শিখলেন

- বিভিন্ন উপায়ে শব্দ গঠন করতে
- একাধিক শব্দকে এক শব্দে সমাসবদ্ধ করতে
- বিভিন্ন শব্দ গঠন করে বাক্যে ব্যবহার করতে।

7

কাণ্ডারী হুঁশিয়ার

কাজী নজরুল ইসলাম

7.1 ভূমিকা

নজরুলের 'সর্বহারা' কাব্যগন্থ থেকে কবিতাটি নেওয়া হয়েছে।

ইংরাজ শাসকের অত্যাচার থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য ভারতের মানুষ লড়াই শুরু করে দিয়েছিল। সে লড়াই-এর পথ ছিল খুবই কঠিন। কবি বলেছেন, বহু বাধা -বিঘ্ন ঠেলে ঐ পথে এগিয়ে যেতে হবে। একাজে নেতৃত্ব দিতে পারে দেশের তরুণেরা। তারাই হতে পারে জাতির কাণ্ডারী। কবি 'কাণ্ডারী হুঁশিয়ার' কবিতায় তাদের ডাক দিয়েছেন। কাণ্ডারী মানে মাঝি। এই কবিতায় দেশের মুক্তি সংগ্রামে যাঁরা নেতৃত্ব দিচ্ছেন তাঁদের কাণ্ডারী বলা হয়েছে। গুরুতর বাধা-বিপত্তি সংগ্রামকে বানচাল করতে পারে। বিদেশি শাসকদের কুচক্রান্তে মানুষে মানুষে ঐক্য বিপন্ন। এই সব বিপদ সম্পর্কে কবি কাণ্ডারীকে সাবধান করে দিয়েছেন।

বহু বাধা বিপত্তি অতিক্রম করে স্বাধীনতার লক্ষ্যে এগিয়ে যেতে হবে। ব্যক্তিস্বার্থ এখানে যেন স্থান না পায়। জাতিভেদ ধর্মভেদ — অন্য কোনো ভেদাভেদ যেন বিন্দুমাত্র প্রশ্রয় না পায়।

7.1 উদ্দেশ্য

এই কবিতাটি পড়লে আপনারা জানতে পারবেন

- সে যুগে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের সামনে কী ধরনের বাধা-বিঘ্ন দেখা দিয়েছিল।
- দেশ স্বাধীন হওয়ার আগে দেশের হিন্দু ও মুসলমানের পারস্পারিক সম্পর্ক কেমন ছিল।
- তখনকার সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থায় স্বাধীনতা আন্দোলন পরিচালনার জন্য সঠিক পথ কী ছিল।
- নতুন ধরনের শব্দ, ভাষা ও অলংকার কবিতাটিতে কীভাবে ব্যবহার করা হয়েছে।

7.3 মূল পাঠ ও শব্দার্থ

1. দুর্গম গিরি কান্তার মরু দুস্তর পারাবার।
লঙ্ঘিতে হবে রাত্রি নিশীথে, যাত্রীরা হুঁশিয়ার।

2. দুলিতেছে তরী ফুলিতেছে জল, ভুলিতেছে মাঝি পথ,
ছিঁড়িয়াছে পাল কে ধরিবে হাল, আছে কার হিম্মৎ?
কে আছ জোয়ান, হও আগুয়ান, হাঁকিছে ভবিষ্যৎ।
এ তুফান ভারী দিতে হবে পাড়ি, নিতে হবে তরী পার।

1. **কাণ্ডারী** - নৌকার মাঝি, যিনি হাল ধরে থাকেন।
দুর্গম - যেখানে অতিকষ্টে যাওয়া যায়।
দুস্তর - যা অতিক্রম করা দুঃসাধ্য।
গিরি - পর্বত।
কান্তার - ঘন বন, গভীর অরণ্য।

3 তিমির রাত্রি, মাতৃমন্ত্রী সান্ত্রীরা সাবধান।
যুগযুগান্ত সঞ্চিত ব্যথা ঘোষিয়াছে অভিযান।
ফেনাইয়া উঠে বঞ্চিত বুকে পুঞ্জিত অভিমান,
ইহাদের পথে নিতে হবে সাথে, দিতে হবে অধিকার।

4 অসহায় জাতি মরিছে ডুবিয়া জানে না সন্তরণ,
কাণ্ডারী! আজি দেখিব তোমার মাতৃমুক্তি পণ।
'হিন্দু না ওরা মুসলিম?' ওই জিজ্ঞাসে কোন্ জন?
কাণ্ডারী! বলো, ডুবিছে মানুষ, সন্তান মোর মা'র।

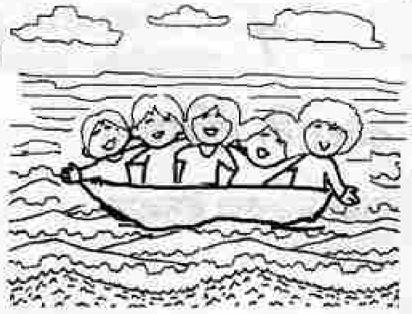

5 গিরিসঙ্কট, ভীরু যাত্রীরা, গুরু গরজায় বাজ,
পশ্চাৎ-পথ-যাত্রীর মনে সন্দেহ জাগে আজ।
কাণ্ডারী! তুমি ভুলিবে কি পথ? ত্যাজিবে কি পথমাঝ?
ক'রে হানাহানি, তবু চলো টানি নিয়াছ যে মহাভার।

6 কাণ্ডারী! তব সম্মুখে ঐ পলাশীর প্রান্তর
বাঙালীর খুনে লাল হল যেথা ক্লাইভের খঞ্জর!
ঐ গঙ্গায় ডুবিয়াছে হায় ভারতের দিবাকর!
উদিবে সে রবি আমাদেরি খুনে রাঙিয়া পুনর্বার।।

7 ফাঁসির মঞ্চে গেয়ে গেল যারা জীবনের জয়গান,
আসি অলক্ষ্যে দাঁড়ায়েছে তারা, দিবে কোন্ বলিদান?
আজি পরীক্ষা, জাতির অথবা জাতের করিবে ত্রাণ?
দুলিতেছে তরী ফুলিতেছে জল, কাণ্ডারী হুঁশিয়ার।।

পারাবার - সমুদ্র।
হুঁশিয়ার - সাবধান (আরবি)।

2. **পাল** - নৌকার মাস্তুলে খাটানো বস্ত্রখণ্ড।
হিম্মৎ - বীরত্ব, সাহস (আরবি)।
জোয়ান - বলিষ্ঠ যুবক।
তুফান - প্রবল ঝড় (আরবি)।
তিমির - অন্ধকার।
সান্ত্রী - প্রহরী (ইংরেজি,Sentry)।
মাতৃমন্ত্রী - মাতৃভূমির স্বাধীনতাই যাদের মন্ত্র।

3. **যুগযুগান্ত সঞ্চিত** - যুগ যুগ ধরে জমে থাকা।
অভিযান - 'যুদ্ধ' যাত্রা।
পুঞ্জিত - জমে থাকা।
অভিমান - ক্ষোভ, বেদনা।

4. **সন্তরণ** - সাঁতার।
পণ - প্রতিজ্ঞা।
মাতৃমুক্তি পণ - মাতৃভূমিকে মুক্ত করার প্রতিজ্ঞা।

5. **সন্দেহ** - সংশয়।

6. **প্রান্তর** - মাঠ।
খুন - রক্ত।
খঞ্জর - ছোরা বা ছোট তরবারি।
দিবাকর - সূর্য।
১৭৫৭ সালে বাঙলার নবাব সিরাজদ্দৌলার সঙ্গে ইংরেজ সেনাপতি রবার্ট ক্লাইভের যুদ্ধ হয়। সে যুদ্ধে ক্লাইভ বিজয়ী হন। ভারত স্বাধীনতা হারায়। এইজন্য 'ঐ গঙ্গায় .... দিবাকর!' পংক্তিটি কবি লিখেছেন।
ক্লাইভ - রবার্ট ক্লাইভ, ইংরেজ সেনাপতি। বাঙলায় ইংরেজ শাসন চালু করেন।

7.3.1 প্রথম স্তবক

দুর্গম গিরি কান্তার মরু দুস্তর পারাবার।
লঙ্ঘিতে হবে রাত্রি নিশীথে, যাত্রীরা হুঁশিয়ার।

গদ্যরূপ ঃ নিশীথ রাত্রে দুর্গম গিরি ,কান্তার, মরু, দুস্তর পারাবার লঙ্ঘন করতে হবে, যাত্রীরা যেন হুঁশিয়ার থাকে।

আলোচনা

আপনারা অনেকেই উঁচু পাহাড় দেখেছেন। কেউ কেউ হয়তো গভীর বন ও সমুদ্রও দেখেছেন। মরুভূমি কেউ নাও দেখতে পারেন। কিন্তু গিরি, কান্তার, মরু ও পারাবারের কথা আপনাদের অজানা নয়। এসব অতিক্রম করে পথ চলা খুবই কঠিন কাজ। বিশেষত ঘন অন্ধকারে তো বটেই। কারণ আলো যখন থাকে আমরা আমাদের চারপাশের জিনিসগুলো দেখতে পাই। অন্ধকারে আমরা কিছুই দেখতে পাই না। ইংরাজ শাসকের শোষণ ও অত্যাচারে জাতির জীবনে নেমে এসেছে অন্ধকার। তাদের জীবন থেকে আশার আলো নিবে গেছে। নৈরাশ্যের অন্ধকারের মধ্য দিয়েই দেশবাসী স্বাধীনতার লক্ষ্যে পৌঁছোতে চায়। তাদের যাত্রাপথে রয়েছে অনেক বাধা। স্বাধীনতা- সংগ্রামীদের কাজ অত্যন্ত কঠিন। তাদের যাত্রাপথের মধ্যে দেখতে পাওয়া বাধাগুলিকে চেনা জানা কতকগুলি প্রাকৃতিক চিত্রের মধ্য দিয়ে আপনাদের সামনে কবি নিয়ে এসেছেন।

পাঠগত প্রশ্ন -1.1

1. **কোন্‌টি ঠিক তা টিক্ (✓)দিয়ে বোঝান।**

   দুস্তর গিরি কান্তার মরু দুর্গম পারাবার ☐

   দুর্গম গিরি কান্তার মরু দুস্তর পারাবার ☐

2. পংক্তিটি ঠিক না ভুল বলুন

   লঙ্ঘিতে হবে গভীর রাত্রে যাত্রীরা হুঁশিয়ার।

3. দুর্গম— কান্তার মরু দুস্তর—

   নীচে দেওয়া শব্দগুলি থেকে সঠিক দুটি শব্দ বেছে নিয়ে শূন্যস্থান পূর্ণ করুন ঃ

   ক) পর্বত, গিরি, অচল, পাহাড়।

   খ) সাগর, সমুদ্র, নদী, পারাবার।

4. 'লঙ্ঘিতে হবে রাত্রি নিশীথে, যাত্রীরা হুঁশিয়ার'

   পংক্তিটিতে 'যাত্রী' বলতে বোঝান হয়েছে ঃ

   ক) যে যাত্রা করে ☐

   খ) যে অভিনয় করে ☐

5. **কোন্‌টি ঠিক তা টিক্ (✓)দিয়ে বোঝান।**

   'লঙ্ঘিতে হবে' বলতে বোঝানো হয়েছে

   ক) লাফাতে হবে ☐

   খ) চলতে হবে ☐

   গ) পার হতে হবে ☐

   ঘ) দৌড়োতে হবে ☐

6. **– যেটি ঠিক তার খোপে টিক দিন**

   ঠিক উত্তরটি বাছাই করে লিখুন।

   ক) লঙ্ঘিতে হবে দিন দুপুরে

   খ) লঙ্ঘিতে হবে গভীর রাত্রে

   গ) লঙ্ঘিতে হবে রাত্রি নিশীথে

   ঘ) লঙ্ঘিতে হবে প্রাতঃকালে

7.3.2 দ্বিতীয় স্তবক

দুলিতেছে তরী ফুলিতেছে জল, ভুলিতেছে মাঝি পথ,
ছিঁড়িয়াছে পাল কে ধরিবে হাল, আছে কার হিম্মৎ?
কে আছ জোয়ান, হও আগুয়ান, হাঁকিছে ভবিষ্যৎ।
এ তুফান ভারী দিতে হবে পাড়ি, নিতে হবে তরী পার।

গদ্যরূপ

তরী দুলছে, জল ফুলে উঠছে, মাঝি পথ ভুল করছে। নৌকার পাল ছিঁড়ে গেছে। হাল ধরার হিম্মৎ কার আছে? এই ভারী তুফান পাড়ি দেওয়ার জন্য, তরীকে অপর পারে নিয়ে যাওয়ার জন্য, ভবিষ্যৎ কাল তরুণদের আহ্বান জানাচ্ছে।

আলোচনা

স্বাধীনতা সংগ্রামের দুরূহ অভিযানে সামিল হওয়ার জন্য কবি তরুণদের উদ্বুদ্ধ করছেন। কবিতাটির এই অংশে আছে একটি ছবি। ঝড়ের ধাক্কায় ফুলে ওঠা জলরাশির উপর একটি যাত্রীবাহী নৌকা দুলছে। ঢেউয়ের পর ঢেউ নৌকাটির উপর আছড়িয়ে পড়ছে। ঝড়ের আঘাতে নৌকাটির পাল ছিঁড়ে গেছে। মাঝি তীরে যাওয়ার পথ ভুলছে। হাওয়া লেগে পাল ফুলে উঠলে নৌকা ঠিক পথে জোরে চলে। কিন্তু এলোমেলো বাতাসে পাল ছিঁড়ে গেলে নৌকা বেসামাল হয়।

ঐ নৌকাটিই হল 'দেশ'। নৌকার যাত্রীরা স্বাধীনতার জন্য লড়াই-এর ' সৈনিক'। পাল ছিঁড়ে যাওয়ায় নৌকা এলোমেলো বাতাসের ধাক্কায় দিক হারিয়ে ফেলেছে। শক্ত হাতে হাল ধরার জন্য এখন দরকার একজন সাহসী মাঝির। জাতির কাণ্ডারীই সেই মাঝি। তার সামনে রয়েছে ভবিষ্যৎ স্বাধীনতা । ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়েই যেতে হবে। নদীতে ঝড়ের মধ্যে নিরাপদে নৌকোকে ওপারে নিয়ে যাওয়া অত্যন্ত কঠিন কাজ। একমাত্র দক্ষ মাঝির পক্ষেই তা সম্ভব। ঠিক তেমনি চরম দুর্যোগের মধ্যেও প্রকৃত তরুণ দেশনেতা জাতিকে স্বাধীনতা এনে দেবেন। এটাই ভবিষ্যৎকালের দাবি। কবি কয়েকটি ছবির মধ্য দিয়ে বক্তব্যকে ফুটিয়ে তুলেছেন। যেমন-

প্রথম পংক্তিতে – দুলিতেছে, ফুলিতেছে ও ভুলিতেছে শব্দগুলি
দ্বিতীয় পংক্তিতে – পাল, হাল
তৃতীয় পংক্তিতে – জোয়ান ও আগুয়ান এবং
চতুর্থ পংক্তিতে – 'পাড়ি' ও 'ভারী' শব্দগুলি পংক্তিগুলির মধ্যে 'ধ্বনি' বা শব্দের ঝঙ্কার এনে মনে দোলা লাগায়। সেজন্য পংক্তিগুলি পড়তে খুব ভালো লাগবে। ঝলমলে ছবি দিয়ে কবি এক গভীর বক্তব্যকে আমাদের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন।

পাঠগত প্রশ্ন- 1.2

7. **নীচের পংক্তি দুটিকে ক্রমানুযায়ী সাজিয়ে লিখুন-**
   ফুলিতেছ জল, দুলিতেছ তরী ভুলিতেছে মাঝি পথ
8. কে ধরিবে হাল, ছিঁড়িয়াছে পাল, আছে কার হিম্মৎ?
   কে আছ জোয়ান, হও আগুয়ান, হাঁকিছে ভবিষ্যৎ
   এ তুফান ভারী, দিতে হবে পাড়ি, নিতে হবে তরী পার।
   উপরের পংক্তি দুটিতে কয়েকটি বিদেশি শব্দ আছে। একটি 'জোয়ান'। আর একটি খুঁজে নিয়ে বের করুন।
9. **'হিম্মৎ' শব্দটির অর্থ**
   ভীরুতা ☐
   সাহস ☐
   দুর্বলতা ☐
   হাতের জোর ☐

কোন্‌টি ঠিক তা টিক (✓) চিহ্ন দিয়ে বোঝান।

10. 'কে ধরিবে হাল' বলা হয়েছে কেন?
11. 'দুলিতেছে তরী', 'ফুলিতেছে জল' — কারণ কি?
12. এখানে ' জোয়ান' শব্দটির অর্থ মাঝি, যাত্রী, তরুণ, জয়গান করে যে – কোন্‌টি ঠিক?
13. 'তরী পারে নিতে হবে' বলে কবি ' জোয়ানকে' ডাক দিয়েছেন কেন?

7.3.3 তৃতীয় স্তবক

তিমির রাত্রি, মাতৃমন্ত্রী সান্ত্রীরা সাবধান।
যুগযুগান্ত সঞ্চিত ব্যথা ঘোষিয়াছে অভিযান।
ফেনাইয়া উঠে বঞ্চিত বুকে পুঞ্জিত অভিমান,
ইহাদের পথে নিতে হবে সাথে, দিতে হবে অধিকার।

গদ্যরূপ

অন্ধকার রাত। মাতৃমন্ত্রী সান্ত্রীরা যেন সতর্ক থাকে। যুগযুগান্ত ধরে যাদের বুকে জমে আছে ব্যথা বেদনা, তারা আজ অভিযান ঘোষণা করেছে। তাদের বঞ্চিত বুকে পুঞ্জীভূত অভিমান ফেনিয়ে উঠেছে। স্বাধীনতার সংগ্রামে তাদের সঙ্গী করতে হবে, তাদের মানুষের অধিকারে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে।

আলোচনা

যুগযুগান্তের অত্যাচার ও বঞ্চনায় যারা ক্ষুব্ধ, পরাধীন দেশের সেই নির্যাতিত বঞ্চিত মানুষকে আজ স্বাধীনতা সংগ্রামে সামিল করতে হবে।

কবিতাটির এই অংশেও রয়েছে অন্ধকারের কথা। সেই অন্ধকার থেকে আলোয় পৌঁছতে হবে-- পরাধীনতা থেকে যেতে হবে স্বাধীনতায়। যেসব শব্দ উচ্চারণ করে মনে শক্তি পাওয়া যায় তাকে আমরা 'মন্ত্র' বলি। স্বাধীনতার জন্য লড়াই-এ যোগ দিয়েছে যেসব সৈনিক তাদের একমাত্র মন্ত্র মাতৃভূমির- দেশের স্বাধীনতা। 'সান্ত্রী' যেমন কোনো স্থান বা দুর্গ পাহারা দেয়, ঐ মন্ত্রকেও তারা তেমনি পাহারা দিচ্ছে, রক্ষা করছে। এখানে কবি সামনের বাধার বিষয়ে তাদের সতর্ক করে দিয়েছেন।

আশেপাশে প্রতিদিনই এমন অনেক মানুষকে দেখ তে পাই যারা কোনো রকমে বেঁচে আছে। মানুষ হয়েও তারা মানুষের অধিকার পায়নি। অনেক বঞ্চনার আঘাতে তাদের বুকে জমেছে ক্ষোভ। কাণ্ডারী ঐ সব ক্ষুব্ধ মানুষকে সঙ্গে নিয়েই যাত্রা করেছে স্বাধীনতার লক্ষ্যে। ঐ সব বঞ্চিত ক্ষুব্ধ মানুষকে বাঁচার অধিকার-- 'মানুষের অধিকার' দেওয়ার কথা সে যেন মনে রাখে।

এখানে কবি কাণ্ডারীকে 'সাবধান' করতে গিয়ে তাকে তার দায়িত্বের কথাই মনে করিয়ে দিয়েছেন।

পাঠগত প্রশ্ন- 1.3

14. 'তিমির রাত্রি'–র যে অর্থটি ঠিক তার পাশে টিক (✓) দিন

ঝড়ের রাত্রি
অন্ধকার রাত্রি
বর্ষণের রাত্রি
তারাভরা রাত্রি

15. কবিতা অনুযায়ী সাজিয়ে লিখুন

'বঞ্চিত বুকে ফেনাইয়া উঠে পুঞ্জিত অভিমান'

16. 'যুগযুগান্ত সঞ্চিত ব্যথা' বলতে কি বোঝানো হয়েছে?
17. কারা অভিযান ঘোষণা করেছে?
18. 'ইহাদেরি পথে নিতে হবে সাথে'
পংক্তিটিতে 'ইহাদেরি' বলতে কাদের বোঝান হয়েছে?
19. 'পথে নিতে হবে সাথে'— কোন্ পথে?
20. কাদের বুকে পুঞ্জিত অভিমান?
21. অভিমান পুঞ্জিত হয়ে ওঠার কারণ কি?

7.3.4 চতুর্থ স্তবক -

এই চারটি পংক্তির মধ্যে কবি যা বলতে চেয়েছেন নীচে লেখা গদ্যরূপটি পড়লে বোঝা সহজ হবে।

অসহায় জাতি মরিছে ডুবিয়া জানে না সন্তরণ,
কাণ্ডারী! আজি দেখিব তোমার মাতৃমুক্তি পণ।
'হিন্দু না ওরা মুসলিম?' ওই জিজ্ঞাসে কোন্ জন?
কাণ্ডারী! বলো, ডুবিছে মানুষ, সন্তান মোর মা'র।

গদ্যরূপ

অসহায় জাতি ডুবে মরতে বসেছে, কারণ তারা সাঁতার জানে না। কাণ্ডারীর ' মাতৃমুক্তি পণ' -এর প্রমাণ দেবার সময় এসেছে। হিন্দু বা মুসলিম নয়, যারা ডুবছে তারা সবাই ভারতমায়ের সন্তান, তারা মানুষ। কাণ্ডারী যেন সে কথা মনে রাখে।

আলোচনা

সাঁতার না জানলে 'দুস্তর সমুদ্রে' ডুবে মরতে হয়। ভারতবাসী জানে না দুস্তর সমুদ্রের মতো কঠোর বিদেশি শাসনের বাধা তারা কীভাবে পার হবে। অপটু সাঁতারুর মতোই তারা স্বাধীনতার সঠিক পথ সম্পর্কে অজ্ঞ। কাণ্ডারীকে কবি জাতির সেই অসহায় অবস্থার কথা মনে করিয়ে দিয়ে মাতৃভূমিকে ইংরেজের অধীনতা থেকে মুক্ত করার শপথ নিতে বলেছেন। এই শপথ নিয়ে এগোবার সময় তাদের ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে। ডুবন্ত যাত্রী হিন্দু না মুসলমান, তাকে উদ্ধারের সময় মাঝি সে কথা মনে রাখে না। জাতির কাণ্ডারীও তেমনি হিন্দু মুসলমানের কথা ভুলে গিয়ে সবাই যে ভারতমাতার সন্তান— ভারতীয়, সেই কথাই মনে রাখবে। ধর্মীয় পরিচয় নয়— জাতির কাণ্ডারীর কাছে সকলেই দেশমাতারই সন্তান, তাই পরাধীনতার অন্ধকার থেকে সবাইকে মুক্ত করার দায়িত্ব তাঁর রয়েছে।
কবির উদার ধর্মবোধ ও মানবিক চেতনার পরিচয়টাই আপনারা এখানে পাচ্ছেন।

পাঠগত প্রশ্ন- 1.4

22) **কবিতা অনুযায়ী সাজিয়ে লিখুন**
অসহায় জাতি ডুবিয়া মরিছে জানে না সন্তরণ,

23) **সঠিক উক্তিটিতে টিক্ (✓) চিহ্ন দিন**
হিন্দু না ওরা বৌদ্ধ? ☐
হিন্দু না ওরা খ্রিস্টান? ☐
হিন্দু না ওরা মুসলিম? ☐
হিন্দু না ওরা শিখ? ☐

24) আচরণ, বিচরণ, সন্তরণ ও সঞ্চরণ শব্দ চারটি থেকে ঠিক শব্দটি বেছে নিয়ে শূন্যস্থান পূর্ণ করুন :

'মরিছে ডুবিয়া জানে না --------

25) মাতৃমুক্তি পণ কথাটির অর্থ :

মাতার মুক্তির জন্য পণ দিতে হবে।

মাতার মুক্তির জন্য শপথ নিতে হবে।

মাতার মুক্তির জন্য অর্থ দিতে হবে।

মাতার মুক্তির জন্য প্রার্থনা করতে হবে।

------ ঠিক অর্থটি বেছে নিয়ে লিখুন

26) জাতির অসহায়তার কারণ কি?

27) 'সন্তান মোর মা'র' বলতে কী বোঝানো হয়েছে?

28) পুঞ্জিত অভিমান ফেনিয়ে উঠছে, কারণ

ক) তারা জানে না সন্তরণ ☐

খ) তাদের বুকে যুগযুগান্ত সঞ্চিত ব্যথা ☐

গ) তারা বঞ্চিত ☐

ঘ) তারা অত্যাচারিত ☐

নির্ভুল উত্তরটির ডান দিকে টিক চিহ্ন দিন

7.3.5 পঞ্চম স্তবক

গিরিসঙ্কট, ভীরু যাত্রীরা, গুরু গরজায় বাজ,
পশ্চাৎ-পথ-যাত্রীর মনে সন্দেহ জাগে আজ।
কাণ্ডারী! তুমি ভুলিবে কি পথ? ত্যজিবে কি পথমাঝ?
ক'রে হানাহানি, তবু চলো টানি নিয়াছ যে মহাভার।

গদ্যরূপ

গিরিসঙ্কট দেখে যাত্রীরা ভয় পায়। এরই মধ্যে বজ্রের গুরু গর্জন শোনা যাচ্ছে। স্বাধীনতা সংগ্রামীদের একাংশের মনে দেখা দিয়েছে সংশয়। তারা পশ্চাৎ-পথ-যাত্রী। এই সময় কাণ্ডারীর পথ ভুল করলে চলবে না। হানাহানিতে লিপ্ত মানুষগুলোকে নিয়েই তাকে এগোতে হবে। কারণ সে মহাভার গ্রহণ করেছে।

আলোচনা

উঁচু উঁচু পাহাড়ের পথে লুকিয়ে থাকে অনেক ভয়। সেই বিপদের পথে এগোতে গিয়ে যাত্রীরা ভয় পায়। বাজের গুরু গর্জন সে ভয় বাড়িয়ে দেয়। যাত্রীরা ভয় পেয়ে পিছিয়ে যায়। স্বাধীনতা সৈনিকদেরও কারও কারও মধ্যে এগিয়ে যাওয়ার সময় ভয় দেখা দেয়। সে মনে করে, শক্তিশালী ইংরাজ শাসকের সঙ্গে লড়াই করে তারা জয়ী হতে পারবে না। সেই সংশয়ে তারা পিছিয়ে যায়। 'পশ্চাৎ-পথ' এই যাত্রীদের মন থেকে সংশয় দূর করতে হবে। সংশয় থেকে আসে অবিশ্বাস। সে অবস্থায় তারা পরস্পরকে আঘাত হানে। সেই হানাহানি থেকেও তাদের মুক্ত করতে হবে, পথের মাঝে তাদের ত্যাগ করলে চলবে না।

স্বাধীনতা সংগ্রামে যারা নেতৃত্ব দেবে তাদের গুরু দায়িত্বের কথা এখানে কবি স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন।

পাঠগত প্রশ্ন - 1.5

29) **নীচের পংক্তি দুটি সঠিক ক্রমানুসারে লিখুন —**
কাণ্ডারী! তুমি ত্যাজিবে কি পথ? ভুলিবে কি পথমাঝ?
তবু চলো টানি ক'রে হানাহানি, নিয়াছ যে মহাভার।

30) 'নিয়াছ যে মহাভার' — কথাটিতে
'মহাভার' শব্দটি বোঝাচ্ছে

মহা ভারী জিনিস	☐
মহান দায়িত্ব	☐
মহৎ ভয়	☐
মহাভারত	☐

— কোনটি ঠিক? টিক্ (✓) চিহ্ন দিন।

31) 'পশ্চাৎ-পথ-যাত্রী' কারা?

32) তাদের মনে সন্দেহ জাগে কেন?

33) 'গুরু গরজায় বাজ' বলতে কী বোঝানো হয়েছে?

34) 'কাণ্ডারী' শব্দের কয়েকটি অর্থ নীচে দেওয়া হল—
১। নৌকার মাঝি।
২। জাতির কর্ণধার।
৩। জাহাজের নাবিক।
—উপরে দেওয়া তিনটি অর্থের মধ্যে কোন্ অর্থটি ঠিক?

7.3.6 ষষ্ঠ স্তবক

কাণ্ডারী! তব সম্মুখে ঐ পলাশির প্রান্তর
বাঙালীর খুনে লাল হল যেথা ক্লাইভের খঞ্জর!
ঐ গঙ্গায় ডুবিয়াছে হায় ভারতের দিবাকর!
উদিবে সে রবি আমাদেরি খুনে রাঙিয়া পুনর্বার।।

গদ্যরূপ

কাণ্ডারীর সামনে রয়েছে পলাশীর প্রান্তর, যেখানে একদিন বাঙালির খুনে ক্লাইভের খঞ্জর লাল হয়ে উঠেছিল। পলাশীর গঙ্গাতেই ভারতের দিবাকর প্রথমে ডুবেছিল। সেই স্বাধীনতা-সূর্য আবারও বাঙালির খুনে লাল হয়েই উদিত হবে।

আলোচনা

কবি একটি ঐতিহাসিক ঘটনার কথা আমাদের মনে করিয়ে দিয়েছেন। পলাশির যুদ্ধের পরিণতির ফলেই প্রথমে বাংলা, পরে সারা ভারত স্বাধীনতা হারায়। ইংরেজ সেনাপতি ক্লাইভের তলোয়ার বাঙালির রক্তেই প্রথম লাল হয়েছিল। পলাশির গঙ্গায় বাঙালির রক্তই প্রথম ঝরেছিল। কবির বিশ্বাস, বাংলা থেকেই স্বাধীনতার লড়াই প্রথম সফল হবে। বাঙালির রক্তে লাল হয়েই ভারতের স্বাধীনতা- সূর্য আবার উদিত হবে। 'আমাদেরি' কথাটির মধ্যে কবি নিজেও যে একজন স্বাধীনতা-সৈনিক— এই কথাটি সুন্দর ভাবে ফুটে উঠেছে।

পাঠগত প্রশ্ন - 1.6

35) ঠিক ক্রমানুসারে সাজিয়ে লিখুন -----
লাল হল যেথা ক্লাইভের খুনে বাঙালীর খঞ্জর।

36) এখানে 'খঞ্জর' শব্দের অর্থ : ছোরা
ছোট তরবারি
ছুরি

ঠিক উত্তরে টিক্ (✓) চিহ্ন দিন।

37) ক্লাইভের খঞ্জর লাল হয়েছিল কেন?

38) সঠিক উত্তরে টিক্ (✓) চিহ্ন দিন---
ঐ গঙ্গা বলতে কোন্ গঙ্গাকে বোঝানো হয়েছে?
ক) কলকাতার গঙ্গাকে
খ) পলাশী প্রান্তরের গঙ্গাকে
গ) ভাগীরথী নদীকে

39) পলাশীর প্রান্তরের কথা কবি কেন বলেছেন ?
ক) ঐ প্রান্তরে একটি ঐতিহাসিক ঘটনা ঘটেছিল ।
খ) ঐ প্রান্তর পার হওয়া কঠিন।
গ) পলাশীর প্রান্তরে অনেক পলাশ ফোটে।
ঘ) পলাশীর প্রান্তরে ভালো ফসল ফলে।
— কোন্ উত্তরটি ঠিক লিখুন।

40) ভারতের দিবাকর বলতে কী বোঝানো হয়েছে?
ক) ভারতের স্বাধীনতা-সূর্য
খ) ভারতের গৌরবের ইতিহাস
গ) ভারতের অতীত কলঙ্ক।
ক) ভারতের শৌর্যবীর্য।
— ঠিক উত্তরটি লিখুন

7.3.7 সপ্তম স্তবক

ফাঁসির মঞ্চে গেয়ে গেল যারা জীবনের জয়গান,
আসি অলক্ষ্যে দাঁড়ায়েছে তারা, দিবে কোন্ বলিদান?
আজি পরীক্ষা, জাতির অথবা জাতের করিবে ত্রাণ?
দুলিতেছে তরী ফুলিতেছে জল, কাণ্ডারী হুঁশিয়ার।।

গদ্যরূপ

ফাঁসির মঞ্চে যাঁরা জীবনের জয়গান গেয়েছেন আজ তাঁরা অলক্ষ্যে এসে দাঁড়িয়েছেন। তাঁরা দেখতে চান, জাতি আজ কোন্ বলিদান দিতে প্রস্তুত। কাণ্ডারীর সামনে আজ পরীক্ষা। সে জাত না জাতির ত্রাণ, কোন্‌টিকে বেশি মূল্য দেবে? জল ফুলে উঠছে, তরী দুলছে, কাণ্ডারীকে তাই সতর্ক থাকতে হবে।

আলোচনা

কবি এখানে কাণ্ডারীকে শহিদদের কথা মনে করিয়ে দিয়েছেন। দেশের জন্য লড়াই করে যাঁরা জীবন দিয়েছেন, সেইসব শহিদেরা অগোচরে এসে দাঁড়িয়েছেন। তাঁরা দেখতে চান, তাঁদের

জীবনদান ব্যর্থ হয়েছে কিনা। কাণ্ডারীর সামনে আজ পরীক্ষা। ধর্মীয় বা সামাজিক 'জাতের' প্রশ্ন নয় - কাণ্ডারীকে 'জাতি'র প্রশ্নটাকেই সবার উপরে তুলে ধরতে হবে।

কবির অসাম্প্রদায়িক উদার মনোভাব পংক্তিটিতে ফুটে উঠেছে। তিনি 'জাতের নামে বজ্জাতি'-র বিরোধী। হিন্দু-মুসলমান-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান নির্বিশেষে ভারতবাসী যে একটি অখণ্ড জাতি এই সত্যই প্রকাশ করেছেন কবি।

পাঠগত প্রশ্ন - 1.7

41) কবিতা অনুযায়ী সাজিয়ে লিখুন——
গেয়ে গেল যারা ফাঁসির মঞ্চে জীবনের জয়গান

42) 'আজি পরীক্ষা জাতির অথবা জাতের করিবে ত্রাণ'
-- কথাটিতে 'জাত' বলতে কী বোঝানো হয়েছে?

43) 'জাতির ত্রাণ' বলতে কবি কী বুঝিয়েছেন?
-- জাতির কল্যাণকে, মঙ্গলকে মুক্তিকে, জাতিকে সাহায্য ---- কোনটি ঠিক?

44) কারা অলক্ষ্যে এসে দাঁড়িয়েছে?

45) 'জীবনের জয়গান' বলতে কী বোঝানো হয়েছে?

46) ফাঁসির মঞ্চে গেয়ে গেল যারা --- জয়গান
নীচের শব্দগুলি থেকে সঠিক শব্দটি বেছে নিয়ে উপরের পংক্তির শূন্যস্থানটি পূর্ণ করুন -
সংগ্রামে / মরণের/বাঁচার/ জীবনের।

47) আজি পরীক্ষা জাতির অথবা ধর্মের করিবে ত্রাণ
জাতির অথবা জাতের করিবে ত্রাণ
জাতের অথবা জাতির করিবে ত্রাণ
জাতিরে অথবা কাণ্ডারীর

- ঠিক উত্তরটি বেছে নিয়ে টিক্ (✓)চিহ্ন দিন।

7.5 প্রাথমিক বোধবিচার

নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দিতে চেষ্টা করুন —

১) 'কাণ্ডারী হুঁশিয়ার' কবিতাটি কার লেখা?

২) কবি কোন্ দেশের সমস্যার কথা কবিতায় বলেছেন?

৩) কোন্ বিশেষ ঘটনার দরুন ভারত স্বাধীনতা হারিয়েছে?

৪) কবি প্রথম স্তবকে কাদের হুঁশিয়ার করেছেন?

৫) কবি 'যাত্রী' বলতে কাদের বুঝিয়েছেন?

7.5.5 শব্দ শিক্ষা

1)

শব্দ	বিপরীতার্থক শব্দ
দুর্গম	সুগম
নিশীথ	দিন
ভীরু	সাহসী
গুরু	লঘু

নীচে কতকগুলি শব্দ ও বিপরীতার্থক শব্দ এলোমেলো ভাবে দেওয়া হল। সেগুলি ঠিক ভাবে সাজিয়ে লিখুন।

শব্দ	বিপরীতার্থক শব্দ
উদিবে	দিন
সম্মুখে	আরাম
রাত্রি	ডুবিবে
ব্যথা	পশ্চাতে

2) নীচে একটি করে শব্দ ও একটি সমার্থক শব্দ দেওয়া হল। পাশের শূন্যস্থানটিতে আর একটি সমার্থক শব্দ বসান।

শব্দ	সমার্থক শব্দ
খুন	রক্ত,—
গিরি	অচল,—
রাত্রি	রজনী,—
তরী	নৌকা,—
ভীরু	শঙ্কিত,—

7.6 ভাষাবোধ

(i) দিবা করে যে — দিবাকর

'যুগ' ও 'যুগান্ত' পদ দুটিকে একপদ করলে কী হবে শূন্যস্থানটিতে লিখুন ঃ

যুগ ও যুগান্ত ——

(ii) নীচের ছকটিতে একটি বিশেষ্য ও একটি বিশেষণ পদ দেওয়া আছে। নীচের পদগুলিকে বিশেষ্য থেকে বিশেষণে এবং বিশেষণ থেকে বিশেষ্যে পরিবর্তিত করে নীচে নীচে সাজিয়ে লিখুন ঃ

বিশেষ্য	বিশেষণ	
গঙ্গা	গাঙ্গেয়	ভীরু
		দুর্গম
		হুঁশিয়ার
		বঞ্চনা
		অভিমান
		গুরু

(iii) 'পুনর্বার' শব্দটিকে ভেঙে লিখলে হয় পুনঃ+ বার। 'যুগান্তর' শব্দটিকে এইভাবে ভেঙে লিখুন ।

(iv) কবিতাটি থেকে দুটি শব্দ নীচে দেওয়া হল—

জোয়ান, হিম্মৎ

যেসব শব্দ ইংরেজি, হিন্দি, আরবি বা অন্য কোনো ভাষা থেকে বাংলা ভাষায় এসেছে তাদের 'বিদেশি' শব্দ বলে।

কবিতাটি থেকে আরও চারটি বিদেশি শব্দ খুঁজে বার করে নীচের শূন্যস্থানগুলিতে বসান -

7.7 সমগ্র বিষয়ভিত্তিক মন্তব্য

১৯২৬ সালে মূলত কলকাতায় হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গা উগ্র চেহারা নেয়। সেদিন যাঁরা উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্প্রীতি ফিরিয়ে আনবার জন্যে পথে নেমেছিলেন, কাজী নজরুল ইসলাম তাঁদের মধ্যে অন্যতম।

এই সময় স্বাধীনতা সংগ্রাম সাময়িকভাবে স্তিমিত। অসহযোগ আন্দোলন বন্ধ হয়ে গেছে। কিন্তু শ্রমজীবী মানুষের মধ্যে বিক্ষোভ পুঞ্জীভূত হচ্ছে। মধ্যবিত্ত দ্বিধাগ্রস্ত। স্বাধীনতার তীব্র আকাঙ্ক্ষা মানুষের মনে। জাতি-ধর্ম- নির্বিশেষে সকলকে নিয়ে মুক্তি আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। কিন্তু একদল হীনবুদ্ধি লোক ধর্মের নামে বিভেদ সৃষ্টি করতে চাইছে। ব্রিটিশ শাসকও চায় দেশবাসী নিজেদের মধ্যে হানাহানি করুক। তাতে তার সাম্রাজ্য নিরাপদ থাকবে। বিপদের কথা, দেশবাসীর একটা অংশকে তারা ভুল বোঝাতে পারছে। স্বাধীনতা-সংগ্রামের সামনে এই যে বিপদ এসেছে, তার সম্পর্কে বিপ্লবী যুবশক্তিকে কবি সতর্ক করে দিচ্ছেন 'কাণ্ডারী হুঁশিয়ার' কবিতায়।

7.8 রচনাবৈশিষ্ট্য

কবিতাটি গান হিসেবে লেখা। দুটি চরণ নিয়ে প্রথম স্তবক। দেখবেন, প্রতি স্তবকের শেষ চরণের সঙ্গে প্রথম স্তবকের দুটি চরণের মিল রয়েছে। পারাবার-হুঁশিয়ার-পার,অধিকার ইত্যাদি।

গান গাইবার সময় প্রথম দুই চরণ বারবার আসে। গানের বা কবিতার মূল বক্তব্য তাতে জোর পায়।

প্রথম স্তবকে রয়েছে পর্বত, অরণ্য, মরুভূমি ও সমুদ্রের উল্লেখ। দ্বিতীয় স্তবকে সমুদ্র প্রসঙ্গ আবার এসেছে ; 'দুলিতেছে তরী ফুলিতেছে জল ভুলিতেছে মাঝি পথ'। প্রথম স্তবকের 'রাত্রি নিশীথে' তৃতীয় স্তবকে হয়েছে 'তিমির রাত্রি'। 'পারাবার' থেকে 'সন্তরণ-এর উপমা তৈরি হল চতুর্থ স্তবকে। পঞ্চম স্তবকে এল 'গিরি সঙ্কট'-এর কথা (দুর্গম গিরি - গিরি সঙ্কট)।

শেষ দুই স্তবকে কবি কাণ্ডারীকে উৎসাহিত করেছেন। সে যেন না ভোলে, কী কঠিন কর্তব্য তাকে পালন করতে হবে।

7.9 আপনি যা শিখলেন

(i) কবিতাটি পড়ে আপনি জানতে পারলেন দেশের স্বাধীনতার জন্য লড়াই করতে গিয়ে সংগ্রামী সৈনিকদের কী ধরনের বাধার সম্মুখীন হতে হয়েছিল।

(ii) দেশ স্বাধীন হওয়ার আগে দেশে হিন্দু-মুসলমানের সম্পর্ক কেমন ছিল।

(iii) অনেক শব্দ, তাদের ব্যবহার, ভাষা ও অলংকার সম্পর্কেও কিছু কিছু কথা জানতে পারলেন।

(iv) এছাড়া জানলেন, বাঙলার একজন সমাজ-সচেতন কবির কথা, যাঁর মধ্যে আছে ধর্মীয় উদারতা ও গভীর মানবতাবোধ।

7.10 সমগ্র পাঠভিত্তিক প্রশ্ন

1) কবিতাটির রচনা কাল কী? প্রথম কোন্ গ্রন্থে সঙ্কলিত হয়?

2) কবিতাটির রচনার সময় দেশের সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা কেমন ছিল?

3) কবিতাটিতে কবি স্বাধীনতা সংগ্রামীদের যাত্রাপথের বাধাগুলিকে কোন্ কোন্ প্রাকৃতিক বাধার সাথে তুলনা করেছেন?

4) কাণ্ডারীকে কবি কাদের সঙ্গে নিয়ে এগোবার কথা বলেছেন?

5) কাণ্ডারীকে লড়াই-এ অংশ নেওয়ার জন্য কবি কাণ্ডারীকে কীভাবে উৎসাহিত করেছেন?

6) দেশ স্বাধীন হওয়ার পর কবিতাটির বক্তব্যের কোনো সামাজিক উপযোগিতা আছে কিনা আলোচনা করুন।

7.11 কবি পরিচিতি

১৮৯৯ সালে বর্ধমান জেলার চুরুলিয়া গ্রামের এক দরিদ্র পরিবারে কবির জন্ম। অভাবের তাড়নায় অতি অল্প বয়সেই তাঁকে লেখাপড়া ছেড়ে একটি গানের দলে গীতরচনার কাজে এবং পরে সৈনিকদলে যোগ দিতে হয়। ১৯১৯ সালে তিনি বাঙলার সাহিত্য আসরে প্রবেশ করেন।

নজরুল ইসলামের 'কাণ্ডারী হুঁশিয়ার' কবিতাটি এক বিশেষ সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থায় রচিত হয়েছিল। ১৯২৬ সালে কৃষ্ণনগরের এক প্রাদেশিক সম্মেলনে কবিতাটি প্রথম গীত হয়।

7.12 পাঠগত প্রশ্নের উত্তর সংকেত

1.1
1) দুর্গম গিরি কান্তার মরু দুস্তর পারাবার ☑
2) ভুল
3) গিরি, পারাবার
4) যে যাত্রা করে ☑
5) পার হতে হবে ☐
6) লঙ্ঘিতে হবে রাত্রি নিশীথে।

1.2
7) কবিতা অনুযায়ী ঠিক ক্রমটি হল ঃ
দুলিতেছে তরী, ফুলিতেছে জল, ভুলিতেছে মাঝি পথ।
ছিঁড়িয়াছে পাল, কে ধরিবে হাল, আছে কার হিম্মৎ।
8) তুফান
9) সাহসী ☐
10) পাল ছিঁড়ে গেছে। নৌকা বে-সামাল হয়ে পড়েছে। তাই শক্ত হাতে হাল ধরার কথা বলা হয়েছে।
11) ঝড়ের দাপটে জল ফুলে উঠছে। ঢেউ-এর আঘাতে তরী দুলছে।
12) এখানে 'জোয়ান' কথাটির অর্থ 'তরুণ'।
13) ঝড়ের তাণ্ডবে নৌকার উপর ঢেউ আছড়িয়ে পড়ছে। বে-সামাল ঐ নৌকাকে সামলে নিয়ে ওপারে নিতে পারবে একমাত্র তরুণ। তাই কবি জোয়ানকে ডাক দিয়েছেন।

1.3
14) অন্ধকার রাত্রি।
15) ফেনাইয়া উঠে বঞ্চিত বুকে পুঞ্জিত অভিমান।
16) বহুকাল ধরে অত্যাচার ও শোষণে জর্জরিত হয়ে যে ব্যথা বুকে জমে ওঠে তাকেই 'যুগযুগান্ত সঞ্চিত ব্যথা' বলা হয়েছে।
17) অত্যাচারিত মানুষ 'যুগযুগান্ত সঞ্চিত ব্যথা' বুকে নিয়ে অভিযান ঘোষণা করেছে।
18) 'ইহাদেরি' বলতে বঞ্চিত মানুষদের বোঝানো হয়েছে।
19) স্বাধীনতার জন্য লড়াই -এর পথে।
20) বঞ্চিত মানুষগুলির বুকে ক্ষোভ জমে আছে।
21) বছরের পর বছর তারা নিপীড়িত হয়ে আসছে। মানুষ হয়েও তারা মানুষ হিসাবে বাঁচবার অধিকার পায়নি। দুবেলা দুমুঠো ভাত, একটু আশ্রয় ও পরার কাপড়ও তারা পায় না। তাই তাদের বুকে অভিমান পুঞ্জিত হয়ে আছে।

1.4 22) কবিতা অনুযায়ী সঠিক ক্রমটি হল —
অসহায় জাতি মরিছে ডুবিয়া জানে না সন্তরণ।

23) ঠিক উক্তিটি, 'হিন্দু না ওরা মুসলিম?'

24) 'মরিছে ডুবিয়া জানে না সন্তরণ'

25) "মাতৃমুক্তিপণ" কথাটির অর্থ ঃ
মাতার মুক্তির জন্য শপথ নিতে হবে।

26) কীভাবে বাধাবিঘ্ন ঠেলে সঠিক পথে এগিয়ে যেতে হবে জানে না। তাই জাতি অসহায়।

27) তারা যে হিন্দু বা মুসলমান নয় – 'জাতি' পরিচয়ে তারা ভারতীয় – 'ভারতমাতার সন্তান' – 'সন্তান মোরা মা'র' বলতে সে কথাই বোঝানো হয়েছে।

28) (ক) তারা জানে না সন্তরণ

29) ঠিক ক্রম হল ঃ কাণ্ডারী! তুমি ভুলিবে কি পথ ত্যাজিবে কি পথ মাঝ? ক'রে হানাহানি তবু চলো টানি নিয়াছ যে মহাভার

1.5 30) মহান দায়িত্ব

31) স্বাধীনতার জন্য লড়াই-এর পথে এগিয়ে চলতে যারা ভয় পায়, এ-লড়াই-এ জয়ী হতে পারবে কিনা এ-বিষয়ে যাদের মনে সংশয় দেখা দেয় তারা যাত্রা পথে পিছিয়ে পড়ে। তাই তারা 'পশ্চাৎ-পথ-যাত্রী'। ✓

32) শাসকশ্রেণী শক্তিশালী। সেজন্যই এ সংগ্রামে জয়ী হওয়া সম্পর্কে তাদের মনে সংশয় জাগে।

33) 'গুরু গরজায় বাজ' বলতে স্বাধীনতার জন্য লড়াই- এর পথের প্রবল বাধাকে বোঝানো হয়েছে।

34) জাতির কর্ণধার

1.6 35) কবিতা অনুযায়ী ঠিক ক্রমটি হল :
বাঙালীর খুনে লাল হল যেথা ক্লাইভের খঞ্জর।

36) তরবারি

37) পলাশীর যুদ্ধে বাঙালির রক্তে ক্লাইভের খঞ্জর লাল হয়েছিল।

38) পলাশীর প্রান্তরের গঙ্গাকে।

39) ঐ প্রান্তরে একটি ঐতিহাসিক ঘটনা ঘটেছিল।

40) ভারতের স্বাধীনতা - সূর্য।

41) ফাঁসির মঞ্চে গেয়ে গেল যারা জীবনের জয়গান।

42) ধর্মীয় ও সম্প্রদায়ের পরিচয়ে বিভক্ত জনগোষ্ঠীকে 'জাত' বলা হয়েছে।

43) জাতির মুক্তিকে।

44) দেশের স্বাধীনতার জন্য লড়াই করতে গিয়ে যাঁরা শহিদ হয়েছেন তাঁরাই অলক্ষ্যে এসে দাঁড়িয়েছেন।

45) দেশের জন্যে মৃত্যুর মধ্য দিয়ে জীবনকে বড় করে তোলাই 'জীবনের জয়গান'।

46) জীবনের।

47) জাতের অথবা জাতির করিবে ত্রাণ।

7.5 শব্দশিক্ষা

1.

শব্দ	বিপরীতার্থক শব্দ
উদিবে	ডুবিবে
সম্মুখে	পশ্চাতে
রাত্রি	দিন
ব্যথা	আরাম

2.

শব্দ	সমার্থক শব্দ
খুন	শোণিত
গিরি	পর্বত
রাত্রি	নিশীথ
তরী	তরণী
ভীরু	কাপুরুষ

7.6 ভাষাবোধ

i) 'যুগযুগান্ত'

ii)

বিশেষ্য	বিশেষণ
গঙ্গা	গাঙ্গেয়
ভীরুতা	ভীরু
দুর্গমতা	দুর্গম
হুঁশিয়ার	হুঁশিয়ারি
অভিমান	অভিমানী
গুরুত্ব	গুরু

iii) 'যুগ + যুগান্ত'

iv) হুঁশিয়ার
সান্ত্রী
খঞ্জর
খুন

কাজের পাতা - 1
(পাঠ 1-7)

পূর্ণমান - 50 সময় $1\frac{1}{2}$ ঘণ্টা

1. নিম্নরেখ অংশে সমার্থক শব্দ বসান। 1X 2 = 2

(ক) তিনি চক্ষু বন্ধ করে ভাবছেন।

(খ) তোমার ক্রন্দন থামাও।

2. বিপরীতার্থক শব্দ বসিয়ে বাক্যগুলি লিখুন। 1X 2 = 2

(i) সভায় প্রবীণেরা অনেকে এসেছেন।

(ii) ধ্বংসই আমাদের কাম্য।

3. ডানদিকের সমোচ্চারিত /প্রায় সমোচ্চারিচ শব্দ শূন্য জায়গাটিতে বসান- (সাধ/স্বাদ) 1X 2 = 2

ক) চিনির ------------------ মিষ্টি।

খ) তাঁর মনের ------------------ এবার মিটবে।

4. নীচের বাক্যগুলো চলিত ভাষায় লিখুন। 1X 2 = 2

i) তিনি বাড়ি হইতে বাহির হইয়া গিয়াছেন।

(ii) তোমার দ্বারাই কাজটি আমি করাইতে চাই।

5. বাক্যের চিহ্নিত অংশটি এক কথায় লিখে বাক্যটি আবার লিখুন। 1X 2 = 2

(ক) তিনি আমিষ ভোজন করেন না।

(খ) ক্ষুদিরাম দেশের জন্য প্রাণ দিয়েছেন।

6. চিহ্নিত অংশ সমাসবদ্ধ করে বাক্যটি আবার লিখুন। 1X 2 = 2

(i) সে পরোয়া করে না।

(ii) তিনি গৃহে থাকেন।

7. চিহ্নিত অংশ সন্ধি করে বাক্যগুলো আবার লিখুন। 1X 2 = 2

(ক) (পত্র + অঙ্কুর) অনেক ওষুধে লাগে।

(খ) মাঠে দর্শকের বিপুল (উৎ + শ্বাস)।

8. শূন্যস্থানে যুগ্ম শব্দ বসিয়ে বাক্যগুলো লিখুন। 1X 2 = 2

(i) সে ------------------ পরে বাইরে যাবার জন্য তৈরি হল।

(ii) বাউল ------------------ গান গাইছে।

● দৃষ্টান্ত ঃ আমরা চা-টা খেয়ে রওনা হলাম

9. চিহ্নিত পদ পরিবর্তন করে বাক্যগুলো আবার লিখুন। 1X 2 = 2

(ক) গরমে লোহা তাপ হয়।

(খ) জল বাষ্প মেঘে পরিণত হয়।

10. একটি সমাপিকা ও অসমাপিকা যোগ করে বাক্যগুলো সম্পূর্ণ করে লিখুন। 1X 2 = 2

(i) সে পরীক্ষা---------------------।

(ii) তুমি তাড়াতাড়ি ----------------।

11. প্রত্যেকটিকে দুটি বাক্যে ভাগ করে লিখুন। 1X 2 = 2

(ক) আজ শিবু এবং তার ভাই দুজনেই খেলবে।

(খ) আমি বাড়ি গেলেও বেশিক্ষণ বাড়িতে থাকব না।

12. দুটি বাক্য যোগ করে একটি বাক্যে লিখুন। 1X 2 = 2

(i) জানালাটা খুলে দাও। আলো আসবে।

(ii) কলকাতা থেকে দিল্লি অনেক দূর। হাওড়া অনেক কাছে।

13. বিশেষ্য ও বিশেষণ বসিয়ে বাক্যগুলি আবার লিখুন। 1X 2 = 2

(ক) আমার জন্মদিনে ------------------ পেয়েছি।

(খ) গাছ থেকে --------------------- পড়ল।

14. ক্রিয়া অনুযায়ী উপযুক্ত সর্বনাম বসান। 1X 2 = 2

(i) -------------------- সবাই আসবে।

(ii) ওদের -------------------- আনতে যাচ্ছি।

15. বন্ধনীর নির্দেশ অনুযায়ী প্রত্যয়/উপসর্গ শূন্যস্থানে বসান। 1X 2 = 2

(ক) আমরা আমাদের দেশের জন্য গর্ব + ...। (প্রত্যয় বসান)

(খ) এই ----- জয় আমরা মেনে নেব না। (উপসর্গ বসান)

16. নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর লিখুন। 2X 4 = 8

(ক) 'তিমির রাত্রি মাতৃমন্ত্রী সান্ত্রীরা সাবধান'।
তিমির রাত্রি ও সান্ত্রীরা বলতে কবি কী বুঝিয়েছেন, লিখুন।

(খ) লালুর একটি মারাত্মক দোষ ছিল। সেই দোষটির কথা লিখুন।

17. নীচের অনুচ্ছেদটি পড়ে খালি জায়গাগুলি পূরণ করুন। 1X 4 = 4

------------ কিন্তু কলেজ জীবনের দিনগুলি আজো আমার কাছে উৎসবের আলোর মত বর্ণময় রূপময়। আজ অতীতের নানা ঘটনার টুকরো ছবি স্মৃতিপটে ভেসে আসছে। আমাদের কারণে অকারণে অজস্র কথা বলা, যখন তখন হেসে ওঠা, দল বেঁধে পিকনিক যাওয়া, নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়া এ ধরনের নানা ছবির কোলাজ আমার মনের জানালায় ভিড় করছে। সে সময়ে আমরা ছিলাম অমিত প্রাণপ্রাচুর্যে ভরপুর। সব কিছুর মধ্যে সৌন্দর্য মাধুর্য খুঁজে পেতাম। তখন আমার জগৎটাই ছিল আনন্দময়। সে বড় সুখের সময়।

(ক) এখানে বক্তার ------------------------ জীবনের কথা বলা হয়েছে।

(খ) তাঁরা কারণে অকারণে -------------------- বলতেন।

(গ) তাঁরা সব কিছুর মধ্যে -------------------- খুঁজে পেতেন।

(ঘ) উৎসবের আলোর মত বর্ণময় --------------------- ছিল।

18. কমবেশি ৮০ টি শব্দের মধ্যে একটি অনুচ্ছেদ লিখুন। নিচের শব্দগুলি আপনি ব্যবহার করতে পারেন। **4**
বিষয় - স্বাধীনতা দিবস অথবা প্রজাতন্ত্র দিবস।

বর্ণাঢ্য মিছিল, প্রভাত ফেরি, পতাকা উত্তোলন, প্রতিযোগিতা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

19. রেল স্টেশন নিয়ে কমবেশি ৮০ শব্দের মধ্যে একটি অনুচ্ছেদ লিখুন। **4**

(প্ল্যাটফর্ম, টিকিট ঘর, প্রতীক্ষালয়, কোলাহল, ট্রেনের ঘোষণা)

8

জলসত্র

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

8.1 ভূমিকা

'জলসত্র' গল্পটি বিভূতিভূষণের 'মৌরীফুল' গল্পগ্রন্থের অন্তর্গত। গ্রন্থটির প্রথম প্রকাশকাল ভাদ্র ১৩৩৯, ইংরেজি ১৯৩২।

কুসংস্কার এক সামাজিক অভিশাপ। জাত-পাঁতের বিভেদে মনুষ্যত্বের অপমান। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আজও আমরা জাত- পাঁতের বিভেদ কাটিয়ে উঠতে পারিনি। আজও সমাজে এক শ্রেণীর লোককে অচ্ছুৎ করে রাখা হয়েছে। এই জাত-পাঁতের বৈষম্য কীভাবে শিকড় গেড়ে বসে আছে, তা আমরা 'জলসত্র' গল্পটি পড়ে ঠিকমতো উপলব্ধি করতে পারি।

8.2 উদ্দেশ্য

এই গল্পটি পড়লে আপনারা

- কুসংস্কারের বিরুদ্ধে বলতে পারবেন,
- বর্ণ- বিদ্বেষের কুফল সম্পর্কে আলোকপাত করতে পারবেন,
- জাতিবর্ণের চেয়েও যে মানুষ বড় -- সে কথা বোঝাতে পারবেন।

8.3 মূলপাঠ

1. বৃদ্ধ মাধব শিরোমণি মশায় শিষ্য বাড়ি যাচ্ছিলেন।

2. বেলা তখন একটার কম নয়। সূর্য মাথার উপর একটু হেলে গিয়েছে। জ্যৈষ্ঠ মাসের খর রৌদ্রে গরম বাতাস একেবারে আগুন, মাঠের চারিধারে কোনোদিকে কোন সবুজ গাছপালার চিহ্ন চোখে পড়ে না।

জলসত্র = তৃষ্ণার্ত পথিকদের জন্য যেখানে জল দানের ব্যবস্থা থাকে।

1. শিরোমণি = মাথার মণি, এখানে পন্ডিতদের উপাধিবিশেষ।

2. পত্রহীন = পাতা নেই এমন।
তীক্ষ্ণ = তীব্র, কঠিন।
সামিল = সমান, তুল্য।

এক আধটা বাবলা গাছ যা আছে তাও পত্রহীন। মাঠের ঘাস রোদপোড়া -- কটা। ব্রাহ্মণের কাপড়-চোপড় গরম হাওয়ায় আগুন হয়ে উঠল, আর গায়ে রাখা যায় না। এক- একটা আগুনের ঝলকের মতো দমকা হাওয়ায় গরম বালি উড়ে এসে তাঁর চোখে-মুখে তীক্ষ্ণ হয়ে বিঁধছিল। জ্যৈষ্ঠ মাসের দুপুরবেলা এ-মাঠ পার

হতে যাওয়া যে ইচ্ছে করে প্রাণ দিতে যাওয়ার সামিল, এ কথা নবাবগঞ্জের বাজারে তাঁকে অনেকে বলেছিল, তবুও যে তিনি কারুর কথা না শুনে জোর করেই বেরুলেন, সে কেবল বোধহয় কপালে দুঃখ ছিল বলেই।

3. পশ্চিম দিকে অনেক দূরে একটা উলুখড়ের ক্ষেত গরম বাতাসে মাথা দোলাচ্ছিল। যে দিকে চোখ যায়, সে-দিকেই কেবল চক্‌চকে খরবালির সমুদ্র। ব্রাহ্মণের ভয়ানক তৃষ্ণা পেল, গরম বাতাসে শরীরের সব জল যেন শুকিয়ে গেল, জিব জড়িয়ে আসতে লাগল। তৃষ্ণা এত বেশি হলো যে , সামনে ডোবার পাতা-পচা কালো জল পেলেও তা তিনি আগ্রহের সঙ্গে পান করেন। কিন্তু নবাবগঞ্জ থেকে রতনপুর পর্যন্ত সাড়ে চার ক্রোশ বিস্তৃত এই প্রকান্ড মাঠটার মধ্যে যে কোথাও জল পাওয়া যায় না, তা তো তাঁকে কেউ কেউ বাজারেই বলেছিল। এ কষ্ট তাঁকে ভোগ করতেই হবে।

3. **উলুখড়** = একরকম তৃণ।
খরবালি = গরমবালি।
ক্রোশ = দু-মাইলের বেশি দূরত্ব।
বিস্তৃত = ব্যাপ্ত, ছড়ানো।

4. ব্রাহ্মণ কিন্তু ক্রমেই ঘেমে নেয়ে উঠতে লাগলেন। তাঁর কান দিয়ে, নাক দিয়ে, নিশ্বাসে যেন আগুনের ঝলক বেরুতে লাগল। জিব জোর করে চুষেও তা থেকে আর রস পাওয়া যায় না, ধুলোর মতো শুকনো। চারিদিকে ধূ-ধূ মাঠ খররৌদ্রে যেন নাচছে....চক্‌চকে বালিরাশি রোদ ফিরিয়ে দিচ্ছে...... মাঝে মাঝে ছোট ছোট ঘূর্ণি হাওয়া গরম বালি-ধুলো-কুটো উড়িয়ে নাকে মুখে নিয়ে এসে ফেলছে। ... অসহ্য পিপাসায় তিনি চোখে ধোঁয়া ধোঁয়া দেখতে লাগলেন। মনে হতে লাগল-- একটু ঘন সবুজ মতো যদি পাতাও পাই তা হলে চুষি..... জীবনে তিনি যত ঠান্ডা জল খেয়েছিলেন, তা এইবার তাঁর একে একে মনে আসতে লাগল। তাঁর বাড়ির পুকুরের জল কত ঠান্ডা.... পাহাড়পুরের কাছারির ইঁদারার জল, সে তো একেবারে বরফ ... কবে তিনি শিষ্যবাড়ি গিয়েছিলেন, বৈশাখ মাসের দিন তারা তাঁকে বড় সাদা কাঁসার ঘটি করে নতুন কলসির জল খেতে দিয়েছিল , সে জল একেবারে হিম, খাবার সময় দাঁত কনকন করে। আচ্ছা, যদি সেই রকম এক ঘটি জল কেউ তাঁকে দেয়?....

তাঁর তৃষ্ণাটা হঠাৎ বেড়ে গিয়ে বুকের কল্‌জে পর্যন্ত যেন শুকিয়ে উঠল। এ মাঠটাকে এ অঞ্চলে বলে কচু-চুষির মাঠ। তাঁর মনে পড়ল, তিনি শুনেছিলেন, এ জেলার মধ্যে এত বড় মাঠ আর নেই, আগে আগে অনেকে নাকি বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসের দুপুরে এ মাঠপার হতে গিয়ে সত্যি সত্যি প্রাণ হারিয়েছে, গরম বালির উপর তাদের নির্জীব দেহ লুটিয়ে পড়ে থাকতে দেখা গিয়েছে। অসহ্য জল তৃষ্ণায় তারা আর চলতে অক্ষম হয়ে গরম বালির উপর ছটফট করে প্রাণ হারিয়েছে!... সত্যিই তো! .... এখনও তো দুক্রোশ দূরে গ্রাম.... যদি তিনিও?

4. **আগুনের ঝলক** = আগুনের হলকা।
ঘূর্ণি হাওয়া = পাক খাওয়া বাতাস।
ধোঁয়া ধোঁয়া দেখতে = অন্ধকার দেখতে।
হিম = ঠান্ডা।
নির্জীব = প্রাণহীন।
অক্ষম = অসমর্থ।

5. শুধু মনের জোরে তিনি পথ চলতে লাগলেন। এই পথ-হাঁটার শেষে কোথায় যেন এক ঘটি ঠান্ডা কনকনে হিমজল তাঁর জন্যে কে রেখে দিয়েছে, পথ হাঁটার বাজি জিতলে সেই জলঘটিটাই যেন তাঁর পুরস্কার, এই ভেবেই তিনি কলের পুতুলের মতো চলছিলেন। আধক্রোশটাক পথ চলে উলুখড়ের বনটা ডাইনে ফেলেই দেখলেন, বোধহয় আর আধ ক্রোশ পথ দূরে একটা বড় বটগাছ। গাছটার তলায় কোনো পুকুর হয়তো থাকতে পারে,--- না থাকে ছায়াও তো আছে?

6. বটতলায় পৌঁছে দেখলেন একটা জলসত্র! চার-পাঁচটা নূতন জালায় জল, একপাশে একরাশি কচি ডাব! এক ধামা ভিজে ছোলা, একটা বড় জায়গায় অনেকটা নতুন গুড়, একটা ছোট ধামায় আধ ধামা বাতাসা! বাঁশের চেরা একটা খোল কাতার দড়ি দিয়ে আর একটা বাঁশের খুঁটির গায়ে বাঁধা। একজন জালা থেকে জল উঠিয়ে চেরা বাঁশের খোলে ঢেলে দিচ্ছে। আর লোকে বাঁশের খোলের এ-মুখে অঞ্জলি পেতে পান করছে।

6. **কাতার দড়ি** = নারকেলের ছোবড়া থেকে তৈরি দড়ি।
অঞ্জলি = আঁজলা।

7. গাছতলায় যারা বসে ছিল, ব্রাহ্মণ দেখে শিরোমণি-মহাশয়কে তারা খুব খাতির করলে। একজন জিজ্ঞাসা করলে-- ঠাকুর মশায়ের আগমন হচ্ছে কোথা থেকে?

8. একজন বলল-- আহা, সে কথা রাখো , বাবা-ঠাকুর আগে ঠান্ডা হোন।

9. শিরোমণি-মশায় যেখানে বসলেন, সেখানে প্রকাণ্ড বটগাছটা প্রায় দু তিন বিঘা জমি জুড়ে আছে। হাতির শুঁড়ের মতো লম্বা লম্বা ঝুরি চারিদিকে নেমেছে।.... একজন তাঁকে তামাক সেজে দিয়ে একটা বটপাতা ভেঙে নিয়ে এল নল করবার জন্য।...আঃ, কী ঝিরঝিরে হাওয়া। এই অসহ্য পিপাসা ও গরমের পর এমন ঠান্ডা ঝিরঝিরে বাতাস ও তৈরি-তামাকে তাঁর তৃষ্ণাও যেন অনেকটা কমে গেল।

10. তামাক খাওয়া শেষ হলো। একজন বললে—ঠাকুর মশায়, হাত পা ধুয়ে ঠান্ডা হোন। ভালো সন্দেশ আছে ব্রাহ্মণের জন্য আনা, সেবা করে একটু জল খান, এই রোদে এখন আর যাবেন না— বেলা পড়ুক।

11. তারপর শিরোমণি-মশায় জিজ্ঞাসা করলেন-- ও জলসত্র কাদের?

12. --- আজ্ঞে, ঐ আমডোবের বিশ্বেসদের। শ্রীমন্ত বিশ্বেস আর নিতাই বিশ্বেস নাম শুনেছেন?

13. শিরোমণি-মশায় বললেন-- বিশ্বেস? সদ্গোপ?

14. ---আজ্ঞে না, কলু।

15. সর্বনাশ! নতুন মাটির জালা ভর্তি জল ও কচি ডাবের রাশি দেখে পিপাসার্ত শিরোমণি-মশায় যে আনন্দ অনুভব করেছিলেন, তা তাঁর একমুহূর্তে কর্পূরের মতো উবে গেল। কলুর দেওয়া জলসত্রে তিনি কী করে জল খাবেন? তিনি নিজে এবং তাঁর বংশ চিরদিন অশূদ্রে প্রতিগ্রাহী; আজ কি তিনি— ওঃ! ভাগ্যে কথাটা জিজ্ঞেস করেছিলেন!— নইলে, এখনই তো.....

16. শিরোমণি-মশায় জিজ্ঞেস করলেন— এ জলসত্র কত দিনের দেওয়া?

17. — তা আজ প্রায়পনেরো-যোল বছর হবে। শ্রীমন্ত বিশ্বেসের বাপ তারাচাঁদ বিশ্বেস এই জলসত্র বসিয়ে যায়। সে হয়েছিল কী বলি শুনুন। বলে লোকটা সেই কাহিনী বলতে আরম্ভ করলে।

18. আমডোবার তারাচাঁদ বিশ্বেস যখন ছোটো, চোদ্দ-পনেরো বছর বয়স, তখন তার বাপ মারা যায়। সংসারে কেবল ন-দশ বছরের একটি বোন ছাড়া তারাচাঁদের আর কেউ ছিল না। ভাই-বোনে মাথায় করে কলা, বেগুন, কুমড়ো এই সব বিক্রি করত; এতেই তাদের সংসার চলত। সেবার বৈশাখ মাসের মাঝামাঝি তারাচাঁদ ছোটো বোনটিকে নিয়ে নবাবগঞ্জের হাটে তালশাঁস বিক্রি করতে গিয়েছিল। ফেরবার সময় তারাচাঁদ মাঠের আর কিছু ঠিক পায় না --- নবাবগঞ্জ থেকে রতনপুর পর্যন্ত এই মাঠটা সাড়ে চার ক্রোশের বেশি হবে তো কম নয়। কোথাও একটা গাছ নেই। বোশেখ মাসের দুপুর রোদে মাঠ বেয়ে আসতে তারাচাঁদের ছোটোবোনটা অবসন্ন হয়ে পড়ল। তারাচাঁদের নিজের মুখে শুনেছি ছোটো বোনটি মাঠের মাঝামাঝি এসে বললে— দাদা, আমার বড় তেষ্টা পেয়েছে, জল খাব।

19. তারাচাঁদ তাকে বোঝালে, বললে— একটু এগিয়ে চল্, রতনপুরের কৈবর্ত পাড়ায় জল খাওয়াব।

20. সেই 'একটু আগিয়ে' মানে দু-ক্রোশের কম নয়। আর খানিকটা এসে মেয়েটা তেষ্টায় রোদে অবসন্ন হয়ে পড়ল। বারবার বলতে লাগল — ও দাদা, তোর দুটি পায়ে পড়ি, দে আমায় একটু জল......

21. তারাচাঁদ তাকে কোলে তুলে নিয়ে এই বট গাছের ছায়ায় নিয়ে এসে ফেললে। ছোটো মেয়েটা তখন আর কথা বলতে পারছে না। তারাচাঁদ তার অবস্থা দেখে তাকে নামিয়ে রেখে ছুটে জলের সন্ধানে গেল। এখান থেকে আধক্রোশ তফাতে রতনপুরের কৈবর্তপাড়া থেকে এক ঘটি জল চেয়ে এনে দেখে, তার ছোটো বোনটা গাছতলায় মরে পড়ে আছে, তার মুখে একটা কচুর ডগা! এই বট গাছটা তখন ছোটো ছিল, ওরই তলায় অনেক কচুবন ছিল। তেষ্টায় যন্ত্রণায় মেয়েটা সেই বুনো কচুর ডগা মুখে করে তার রস চুষেছিল-- সেই থেকে এই মাঠটার নাম হলো কচু-চুষির মাঠ।

9. বিঘা = জমির পরিমাপ-২০ কাঠায় এক বিঘা।
ঝুরি = বট গাছের জটা।
অসহ্য = যা সহ্য করা যায় না।

15. অশূদ্র = শূদ্র নয় এমন ব্যক্তি।
প্রতিগ্রাহী = দান গ্রহণ করা।

18. অবসন্ন = শ্রান্ত, ক্লান্ত।

21. সন্ধানে = খোঁজে।

22. তারাচাঁদ বিশ্বেস ব্যবসা করে বড়োলোক হয়েছিল। শুনেছি নাকি তার সে বোন তাকে স্বপ্নে দেখা দিয়ে বলত— দাদা, ঐ মাঠের মধ্যে সকলের জল খাবার জন্য তুই একটা জলসত্র করে দে।....তাই তারাচাঁদ বিশ্বেস এখানে এই বট গাছ পিতিষ্ঠে করে জলসত্র বসিয়ে গেছে— সে আজ পনের-ষোল কি বিশ বছরের কথা হবে। ঠাকুরমশায়, কচু-চুষির মাঠের এ জলসত্র এদিকের সবাই জানে। বলব কি বাবা ঠাকুর, এমনও শুনেছি যে মাঠের মধ্যে জলতেষ্টায় বেঘোরে পড়ে ঘুরপাক খাচ্ছে, এমন লোক নাকি কেউ কেউ দেখেছে একটা ছোটো মেয়ে মাঠের মধ্যে দাঁড়িয়ে বলছে— ওগো আমি জল দেবো, তুমি আমার সঙ্গে এস।......

23. লোকটা তার কাহিনী শেষ করলে; তারপর বললে — সত্যি-মিথ্যে জানি নে ঠাকুর মশায়, লোকে বলে তাই শুনি, বোশেখ মাসের দিন ব্রাহ্মণের কাছে মিথ্যে বলে কি শেষকালে.......

24. লোকটা দুই হাতে নিজের কান মলে কপালে দুই হাত ঠেকিয়ে এক প্রণাম করলে।

25. বেলা পড়ে এল। কত লোক জলসত্রে আসতে লাগল। একজন চাষা পাশের মাঠ থেকে লাঙল ছেড়ে বটতলায় উঠল। ঘেমে সে নেয়ে উঠেছে। একটু বিশ্রাম করে সে তৃপ্তির সঙ্গে ছোলা, গুড় আর জল খেয়ে বসে গল্প করতে লাগল।

26. এক বুড়ি অন্য গ্রাম থেকে ভিক্ষা করে ফিরছিল। গাছতলায় এসে সে ঝুলি নামিয়ে একটু জল নিয়ে হাত-পা ধুলো। একজন বললে-আবদুলের মা, একটা ডাব খাবা?

27. আবদুলের মা একগালহেসে বললে— তা দ্যাও দিকি মোরে, আজ অ্যাকটা খাই। মরব তো, খেয়েই মরি।

28. একজন লোক পরনে টাট্‌কা কোরা কাপড়ের ওপর নতুন পাটভাঙা ধপধপে সাদা টুইলের সার্ট, হাঁটু পর্যন্ত কাপড় তোলা, পায়ে এক পা ধুলো, বটতলায় এসে হতাশ ভাবে ধপ করে বসে পড়ল। কেউ জিজ্ঞাসা করলে ছমিরুদ্দি মিঞা যে, আজ ছানির দিন ছিল না?

29. ছমিরুদ্দি সম্পূর্ণ ভদ্রতাসঙ্গত নয় এরূপ একটি বাক্য উচ্চারণ করে ভূমিকা ফেঁদে তার মকদ্দমার একটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বর্ণনা করে গেল এবং যে উকিলের হাতে তার কেস ছিল, তার সম্বন্ধে এমনকতকগুলো মন্তব্য প্রকাশ করলে যে তিনি সেখানে উপস্থিত থাকলে ছমিরুদ্দির বিরুদ্ধে আরেকটা কেস হতো। তারপর সে পোয়াটাক আখের গুড়ের সাহায্যে আধসের আন্দাজ ভিজে ছোলা উদরসাৎ করে এক ছিলিম তামাক খেয়ে বিদায় নিলে।

30. ক্রমে রোদ পড়ে গেল। বৈকালের বাতাসে কাছেরই একটা ঝোপ থেকে ডাঁশা খেজুরের গন্ধ ভেসে আসছিল। হলুদ রঙের সোঁদালি ফুলের ঝাড় মাঠের পেছনটা আলো করে ছিল। একটা পাখি আকাশ বেয়ে ডানা মেলে চলেছিল—' বৌ কথা-ক– বৌ কথা-ক'।

31. শিরোমণি মহাশয়ের বসে বসে মনে হলো, বিশ বছর আগে তাঁর আট বছরের পাগলি মেয়ে উমার মতোই ছোটো একটি মেয়ে এই বটতলায় অসহ্য পিপাসায় জলের অভাবে বুনো কচুর ডাঁটার কটুরস চুষেছিল, আজ তারই স্নেহ করুণা এই বিরাট বটগাছের নিবিড় ডালপালায় বেড়ে উঠে এই জলকষ্টপীড়িত পল্লী-প্রান্তের একধারে পিপাসার্ত পথিকদের আশ্রয় তৈরি করেছে।... এরই তলায় আজ বিশ বছর ধরে সে মঙ্গলরূপিণী জগদ্ধাত্রীর মতো দশহাত বাড়িয়ে প্রতি নিদাঘ মধ্যাহ্নে কত পিপাসাতুর পল্লী পথিককে জল জোগাচ্ছে।...চারি ধারে যখন সন্ধ্যা নামে.... তপ্ত মাঠ পথ যখন ছায়া শীতল হয়ে আসে... তখনই কেবল সমস্ত দিনের পরিশ্রমের পর সে মেয়েটি অস্ফুট জোৎস্নায় শুভ্র আঁচল উড়িয়ে কোনো অজ্ঞাত উর্দ্ধলোকে

22. **পিতিষ্ঠে** = প্রতিষ্ঠা
বেঘোরে = নিরুপায়

28. **টাট্‌কা কোরা** = সদ্য নতুন।
হতাশ = আশাহীন।
ছানি = শুনানি শব্দের আঞ্চলিক উচ্চারণ 'ছানি', মকদ্দমা পুনর্বিচারের আবেদন।
ভদ্রতাসঙ্গত = ভদ্রলোকে বলে এমন কথা।
ফেঁদে = সবিস্তারে বর্ণনা করে।

উদরসাৎ = খেয়ে ফেলা, পেটে পোরা।

31. **পল্লীপ্রান্তর** = গ্রামের মাঠ।
মঙ্গলরূপিণী = যে নারী কল্যাণ করেন।
জগদ্ধাত্রী = দেবী দুর্গার একটি নাম।
নিদাঘ = গ্রীষ্মকাল।
মধ্যাহ্নে = দুপুরে।
পিপাসাতুর = জল পিপাসায় কাতর।
তপ্ত = উষ্ণ।
শীতল = ঠান্ডা।
অস্ফুট = পরিষ্কার নয় এমন।
অজ্ঞাত = যার সম্পর্কে কিছু জানা নেই।
উর্দ্ধলোক = আকাশ, স্বর্গ।

তার নিজের স্থানটিতে চলে যায়।... তার পৃথিবীর বালিকা জীবনের ইতিহাস-কথা সে ভোলেনি।....

32. যে লোকটা জল দিচ্ছিল তার নাম চিনিবাস, জাতে সদ্‌গোপ। শিরোমণি-মশায় তাকে বললেন---
-ও হে বাপু। তোমার ঐ বড় ঘটিটা বেশ করে মেজে একঘটি জল আমায় দাও, আর ইয়ে – ব্রাহ্মণের জন্য আনা সন্দেশ আছে বললে না?

8.4 প্রাথমিক বোধবিচার

- জলসত্র কি? জলসত্র লোকে স্থাপন করে কেন?
- তারাচাঁদ বিশ্বাস ও তার বোন কোথায় যাচ্ছিল?
- তারাচাঁদের বোন কী ভাবে মারা যায়?
- কচু-চুষির মাঠের কুখ্যাতি কেন?
- শিরোমণি মশায় তাঁর সংস্কার কী ভাবে কাটিয়ে উঠলেন?

8.5 আলোচনা

অনুচ্ছেদ ঃ (1-5) বৃদ্ধ মাধব..............ছায়াও তো আছে?

8.5.1 এই অংশে দেখতে পাচ্ছি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ শিরোমণি-মশায় শিষ্যবাড়ি যাচ্ছেন। গ্রীষ্মের মধ্যাহ্নের প্রচন্ড গরমে তিনি নবাবগঞ্জ থেকে রতনপুর পর্যন্ত চার ক্রোশ বিস্তৃত কচু-চুষির মাঠ পায়ে হেঁটে পার হবেন। তিনি যতই পায়ে হেঁটে পথ অতিক্রম করছেন, ততই ক্লান্ত ও তৃষ্ণার্ত হয়ে পড়েছেন। কচু-চুষির মাঠের কুখ্যাতির কথা তাঁর মনে পড়ে। নবাবগঞ্জের বাজারে অনেকেই তাঁকে এই সময় এ মাঠ পার হতে নিষেধ করেছিল, সে কথা তাঁর মনে পড়ে। মনের জোরে ক্লান্ত দেহটাকে টেনে নিয়ে 'উলুখড়ের বনটা' পার হতেই দেখতে পেলেন একটা বটগাছ। গাছতলায় কোনো পুকুর থাকতে পারে, সেই আশায় বুক বেঁধে তিনি পুনরায় পথ চলতে শুরু করলেন।

পাঠগত প্রশ্ন - 1.1

1. বন্ধনীর মধ্য থেকে সঠিক শব্দ বেছে নিয়ে শূন্যস্থানে লিখুন

(i) বৃদ্ধ মাধব শিরোমণি-মশায় ....যাচ্ছিলেন।

জমিদার বাড়ি
শিষ্যবাড়ি
কাছারি বাড়ি

(ii) অসহ্য পিপাসায় তিনি চোখে .... দেখতে লাগলেন।

ধোঁয়া-ধোঁয়া
ধাঁ ধাঁ
আঁধার আঁধার

(iii) এ মাঠটিকে ও অঞ্চলে বলে ....

নক্‌সি কাঁথার মাঠ
কচু-চুষির মাঠ
ভুবন ডাঙার মাঠ

2. **বন্ধনীর শব্দগুলির মধ্যে থেকে সঠিক শব্দটি বেছে নিয়ে শূন্যস্থানে বসান**

(কালো, আগুন, দু-ক্রোশ, ধূ-ধূ, চক্‌চকে)

(i) জ্যৈষ্ঠ মাসে খর রৌদ্রে বালি গরম, বাতাস একেবারে .... ।

(ii) যে দিকে চোখ যায়, সে দিকেই কেবল .... খর বালির সমুদ্র।

(iii) সামনে ডোবার .... জল পেলেও তা তিনি আগ্রহের সঙ্গে পান করেন।

(iv) চারিদিকে .... মাঠ খররৌদ্রে যেন নাচছে।

3. **নীচের শব্দগুলি বিশিষ্টার্থে প্রয়োগ করা হয়েছে। সঠিক উত্তর (✓) টিক্ চিহ্ন দিন**

(i) ব্রাহ্মণের কাপড়-চোপড় গরম হাওয়ায় আগুন হয়ে উঠল।

আগুন হয়ে ওঠা বলতে বোঝায় ---

(ক) তেতে ওঠা ☐

(খ) জ্বলে ওঠা ☐

(গ) পুড়ে ওঠা ☐

(ii) এ কষ্ট তাঁকে ভোগ করতেই হবে।

ভোগ করা বলতে বোঝায়----

(ক) গ্রহণ করতে ☐

(খ) সহ্য করতে ☐

(গ) উপভোগ করতে ☐

(iii) এই ভেবেই তিনি কলের পুতুলের মতো চলছিলেন।

কলের পুতুলের মতো বলতে বোঝায়—

(ক) দম দিয়ে চলছিলেন ☐

(খ) নিজে নিজেই চলছিলেন ☐

(গ) প্রাণহীন ভাবেই চলছিলেন ☐

8.5.2 অনুচ্ছেদ ঃ (6-21) বটতলায় পৌঁছে....... নাম হলো কচু-চুষির মাঠ।

শিরোমণি- মশায় বটতলায় একটা জলসত্র দেখতে পেলেন। জল, ছোলা, গুড়, বাতাসা ইত্যাদি দেখে তিনি খুবই উল্লসিত হলেন। কিন্তু যখন তিনি জানতে পারলেন যে আমডোবার বিশ্বাস শূদ্র অর্থাৎ তারাচাঁদ বিশ্বাস এ জলসত্র বসিয়েছে তখন তাঁর মধ্যে জেগে ওঠে কৃত্রিম জাতপাঁতের ভেদ। কথায় কথায় জানতে পারলেন, এই জলসত্র তৈরির পিছনকার ঘটনা। জানতে পারলেন যে, চোদ্দ-পনের বছরের তারাচাঁদ তার ছোটো বোনের হাত ধরে বোশেখ মাসের দারুণ গরমে একদিন এই প্রান্তর পাড়িদিচ্ছিল। পথে মেয়েটি তৃষ্ণায় ক্লান্ত হয়ে পড়ে এবং কচুর ডাঁটা চুষে তৃষ্ণা নিবারণের চেষ্টা করে। এইভাবে মেয়েটি জলাভাবে মারা যায়।

পাঠগত প্রশ্ন -1.2

সঠিক উত্তরটিতে ঠিক (✓) চিহ্ন দিন

(ক) তারপর শিরোমণি-মশায় জিজ্ঞাসা করলেন—এই জলসত্রা কাদের ?

(i) আমডোবার বিশ্বাসদের।

(ii) রতনপুরের কৈবর্তদের।

(iii) নবাবগঞ্জের ছমিরুদ্দি মিঞার।

(খ) তিনি নিজে এবং তার বংশ চিরদিন অশূদ্রে প্রতিগ্রাহী; অশূদ্রে প্রতিগ্রাহী শব্দের অর্থ
- (i) শূদ্রের কাছে দান গ্রহণ করেন না।
- (ii) শূদ্র ছাড়া আর কারও দান গ্রহণ করেন না।
- (iii) ব্রাহ্মণ ছাড়া আর কারও দান গ্রহণ করেন না।

(গ) সেই থেকে এই মাঠটার নাম হলো কচুচুবির মাঠ কারণ—
- (i) মাঠে অনেক কচু বন ছিল।
- (ii) তেষ্টায় যন্ত্রণায় মেয়েটি বুনো কচুর ডগা মুখে নিয়ে তার রস চুষেছিল।
- (iii) কচু চুষে খাওয়াই এখানকার লোকের রীতি ছিল।

8.5.3 অনুচ্ছেদ ঃ (22-32) তারাচাঁদ বিশ্বেস .... বললে না।

তারাচাঁদ বিশ্বাস ব্যবসা করে বড়োলোক হয়েছিল। সে তার বোনের স্মৃতি রক্ষার জন্য কচুচুবির বটগাছের নীচে এক জলসত্র খুলে দিয়েছিল। মাঠ পেরিয়ে ক্লান্ত শ্রান্ত গ্রামবাসী-- শ্রমিক, কৃষক ভিখারি, সকলেই ঐ বটগাছের ছায়ায় বিশ্রাম নিত, আর জলসত্রের জল পান করত। শিরোমণি-মশায় কলুর দেওয়া জল পান করবেন কিনা ভাবছিলেন। হঠাৎ তিনি উপলব্ধি করতে পারলেন, তারচাঁদের মেয়ে আর তাঁর মেয়ে উমার মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। জাতপাঁত দিয়ে মানুষকে আলাদা করা যায় না। শেষে তিনি ওই জলসত্রের জল পান করলেন।

পাঠগত প্রশ্ন -1.3

নিচের বাক্যগুলি পড়ুন এবং সঠিক উত্তরটিতে ঠিক (✓) চিহ্ন দিন ঃ

(ক) একটা পাখি আকাশ বেয়ে ডানা মেলে চলেছিল।
পাখিটার নাম—
- (i) বেনে বৌ। ☐
- (ii) বৌ কথা-ক। ☐
- (iii) বসন্ত বৌরি। ☐

(খ) আবদুলের মা একগাল হেসে বললে — তা দ্যাও দিকি মোরে, আজ অ্যাকটা খাই।

আবদুলের মা খেতে চেয়েছিল
- (i) একটি সন্দেশ। ☐
- (ii) একটি নারকেল। ☐
- (iii) একটি ডাব। ☐

(গ) দাদা,ঐ মাঠের মধ্যে সকলের জলখাবার জন্য তুই একটা —
- (i) অন্নসত্র করে দে। ☐
- (ii) জলসত্র করে দে। ☐
- (iii) দানসত্র করে দে। ☐

ঘ) তারাচাঁদ বড়োলোক হয়েছিল—

(i) চাকরি করে। ☐

(ii) ব্যবসা করে। ☐

(iii) ওকালতি করে। ☐

ঙ) **শূন্যস্থানে সঠিক শব্দ লিখুন**

বৈকালের বাতাসে কাছেরই একটা ঝোপ থেকে ডাঁশা ...... গন্ধ ভেসে আসছিল।

(i) পেয়ারার ☐

(ii) আতার ☐

(ii) খেজুরের ☐

5. "ক" অংশের সঙ্গে "খ" অংশ মেলান। একটি উত্তর করে দেখানো হলো।

"ক"	"খ"
(a) ব্রাহ্মণের কাপড়-চোপড় গরম হাওয়ায় আগুন হয়ে উঠল। + (iv)	(i) লোকে অঞ্জলি পেতে জল পান করছে।
(b) একজন জালা থেকে জল উঠিয়ে চেরা বাঁশের খোলে ঢেলে দিচ্ছে। এই অসহ্য পিপাসা ও গরমের পর (+)	(ii) জলের ঘটিটাই তাঁর পুরস্কার।
(c) এমন ঠান্ডা ঝিরঝিরে বাতাস ও তৈরি তামাকে। (+)	(iii) মেয়েটি তার নিজের স্থানে ফিরে যায়।
(d) পথ হাঁটার বাজি যদি তিনি জেতেন (+)	(iv) আর গায়ে রাখা যায় না।
(e) মেয়েটি সেই বুনো কচুর ডগা মুখে করে তার রস চুষেছিল। (+)	(v) তাঁর তৃষ্ণাও যেন অনেকটা কমে গেল।
(f) চারিধারে যখন সন্ধ্যা নামে, তপ্ত মাঠ, পথ যখন ছায়া শীতল হয়ে আসে। (+)	(vi) সে আর তেষ্টা সহ্য করতে পারছিল না।

8.6 ব্যাকরণ ও ভাষারীতি

1. কখনো কখনো সম্পূর্ণ বিপরীত অর্থবোধক দুটি শব্দ নিয়ে একটি যুগ্ম শব্দ গঠন করা হয়। যেমন, আকাশ-পাতাল, ভালো-মন্দ ইত্যাদি। এরকম চারটি শব্দের ব্যবহার দেখানো হলো।

যেমন ঃ

(i) সত্যি-মিথ্যা জানি না ঠাকুর মশাই

(ii) কত লোকে জলসত্রে আসতে-যেতে লাগল।

(iii) গাছতলায় এসে সে ঝুলি নামিয়ে একটু জল চেয়ে নিয়ে হাত-পা ধুলো।

(iv) তপ্ত মাঠ-পথ তখন ছায়া-শীতল হয়ে আসে।

(a) নীচে কতকগুলো শব্দ দেওয়া হলো। শব্দগুলির সঙ্গে বিপরীত শব্দ বসিয়ে যুগ্ম শব্দ তৈরি করুন।

....	....	দুঃখ
কম	....	....
....	....	নির্জীব
....	....	শিষ্য
ছোটো	....	....

(b) নীচের বাক্যগুলি লক্ষ্য করুন

(i) তৃষ্ণার্ত পথিককে জলদানের ব্যবস্থা = জলসত্র।

(ii) খেলায় হার-জিতের পণ = বাজি।

(iii) বহুদূর পর্যন্ত প্রসারিত = বিস্তৃত।

'জলসত্র' 'বাজি' এবং 'বিস্তৃত' হলো বাক্য সংক্ষিপ্তকরণের দৃষ্টান্ত।

আপনার পাঠ্য গল্প থেকে শব্দ খুঁজে বার করে নীচের বাক্যগুলি সংক্ষিপ্ত করুন।

শূন্যস্থানে লিখুন।

(i) অনুমান করে যে কথা বলা হয় =

(ii) দুই মাইল পথ =

(iii) যে অতিশয় দুর্বল =

(c) সঠিক বিপরীত শব্দটি ডানদিকের ফাঁকা বাক্সে বসান। একটি করে দেখানো হলো।

(সজীব,উৎফুল্ল,তিরস্কার,উষ্ণ, সংকীর্ণ)

	শব্দ	বিপরীত শব্দ
(i)	পত্রহীন	পত্রশোভিত
(ii)	বিস্তৃত	
(iii)	হিম	
(iv)	নির্জীব	
(v)	পুরস্কার	
(vi)	অবসন্ন	

3. 'জলসত্র' গল্পটি থেকে কয়েকটি শব্দ সংগ্রহ করে একটি সমার্থক শব্দ দেওয়া হলো। আপনি আরও একটি করে সমার্থক শব্দ ডানদিকের শূন্যস্থানে বসান। একটি করে দেখানো হলো।

	শব্দ	মার্থক শব্দ	সমার্থক শব্দ
(i)	পুরস্কার	পারিতোষিক	সম্মান
(ii)	অবসন্ন	অবসাদগ্রস্ত	....
(iii)	তৃষ্ণা	পিপাসা	....
(iv)	সন্ধান	খোঁজ	....

4. আপনার পঠিত 'জলসত্র' গল্পে বিভিন্ন বাক্যে ব্যবহৃত ভিন্ন ভিন্ন ক্রিয়া পদগুলি লক্ষ করুন। আপনি জানেন, যার দ্বারা হওয়া, যাওয়া, খাওয়া, ঘুমানো, দৌড়ানো প্রভৃতি কোনো কাজ করা বোঝায়, তাই ক্রিয়াপদ।

এখানে লক্ষ করুন

(i) বৃদ্ধ মাধব শিরোমণি মশায় শিষ্যবাড়ি যাচ্ছিলেন।
(ii) সূর্য মাথার উপর থেকে একটু হেলে গিয়েছে।
(iii) ব্রাহ্মণ কিন্তু ক্রমেই ঘেমে নেয়ে উঠতে লাগলেন।

প্রথম বাক্যে যাচ্ছিলেন, দ্বিতীয় বাক্যে হেলে এবং গিয়েছে, তৃতীয় বাক্যে ঘেমে, নেয়ে, উঠতে এবং লাগলেন প্রভৃতি ক্রিয়াপদগুলি শিষ্ট চলিত ভাষার উদাহরণ।

সাধু ভাষায় ব্যবহার করলে এদের রূপ কী হয় লিখুন।

	শিষ্ট চলিত	সাধু ভাষা
(i)	যাচ্ছিলেন	....
(ii)	হেলে	....
(iii)	গিয়েছে	....
(iv)	ঘেমে	....
(v)	নেয়ে	....
(vi)	উঠতে	....
(vii)	লাগলেন	....

ধূ-ধূ মাঠ, চক্‌চকে বালি, ধোঁয়া-ধোঁয়া দেখতে, কন্‌কনে হিম জল— এখানে ধূ-ধূ, চক্‌চকে, ধোঁয়া- ধোঁয়া, কন্‌কনে এই শব্দগুলির নিজস্ব কোনো অর্থ নেই। এরা ধ্বনির অনুকরণে বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। তাই এদের ধ্বন্যাত্মক অব্যয় বলে।

(b) আপনার পাঠ্যপুস্তক থেকে কতগুলি অব্যয় "ক" চিহ্নিত অংশে দেওয়া হলো। "খ" চিহ্নিত অংশের বাক্যের মধ্যে ফাঁকা জায়গায় এই শব্দগুলিকে যথাযথ প্রয়োগ করুন।

"ক"	"খ"
ধপ্‌ধপে	খাবার সময় দাঁত .... করে।
ছটফট	চারিদিকে .... মাঠ।
কন্‌কন	.... বালিরাশি রোদ ফিরিয়ে দিচ্ছে।
ঝিরঝিরে	গরম বালির উপর.............করে প্রাণ হারিয়েছে।
ধূ-ধূ	আঃ, কী................. হাওয়া
চক্‌চকে	তিনি চোখে .... দেখতে লাগলেন।
ধোঁয়া - ধোঁয়া	.... সাদা টুইলের শার্ট।

(c) **নীচের বাক্যগুলি লক্ষ্য করুন**

(i) **সূর্য** মাথার উপর একটু হেলে গিয়েছে।
(ii) জ্যৈষ্ঠ মাসের খর **রৌদ্রে** বালি গরম।
(iii) বাতাস একেবারে **আগুন**।
(iv) গরম বালি উড়ে এসে তাঁর **চোখে** মুখে তীক্ষ্ম হয়ে বিঁধছিল।

উপরের (i) এবং (ii) নম্বর বাক্যে মোটা অক্ষরের শব্দগুলি সূর্য, রৌদ্র মূলত সংস্কৃত শব্দ। এগুলি অবিকৃত অবস্থায় বাংলা ভাষায় স্থান লাভ করেছে। তাই এদের তৎসম শব্দ বলে। আবার পরবর্তী (iii) এবং (iv) নম্বর বাক্যে মোটা অক্ষরের শব্দ আগুন অগ্নি থেকে, এবং চোখ চক্ষু থেকে এসেছে। তৎসম শব্দ থেকে এসেছে বলে এদের তদ্ভব শব্দ বলে।

আবার লক্ষ করুন

(i) তারাচাঁদ বিশ্বেস এখানে এই বটগাছ পিতিষ্টে করে জলসত্র বসিয়ে গেছে।
(ii) যে লোকটা জল দিচ্ছিল তার নাম চিনিবাস, জাতে সদ্‌গোপ।
(iii) গরম বালি উড়ে এসে তার চোখে মুখে তীক্ষ্ম হয়ে বিঁধছিল।

পিতিষ্টে = প্রতিষ্ঠা,
চিনিবাস = শ্রীনিবাস,

I. পিতিষ্টে, চিনিবাস শব্দ দুটি তৎসম শব্দের বিকৃত উচ্চারণ। এরা অর্ধতৎসম শব্দ। তৎসম শব্দ পুরোপুরি পরিবর্তিত না হয়ে বিকৃতভাবে উচ্চারিত হলে তাকে অর্ধতৎসম শব্দ বলে।

উপরের বাক্যগুলি ভালো করে আর একবার পড়ুন, এবং নীচের অনুচ্ছেদের মধ্য থেকে দুটি তৎসম এবং দুটি তদ্ভব শব্দের উদাহরণ দিন ঃ

'চারিধারে যখন সন্ধ্যা নামে, ...তপ্ত মাঠ পথ যখন ছায়া শীতল হয়ে আসে ...... তখনই কেবল সমস্ত দিনের পরিশ্রমের পর সে মেয়েটি অস্ফুট জ্যোৎস্নায় শুভ্র-আঁচল উড়িয়ে কোন্ অজ্ঞাত ঊর্ধ্বলোকে তার নিজের স্থানটিতে ফিরে চলে যায়।'

(d) আবার দেখুন –

(i) জ্যৈষ্ঠ মাসের দুপুরবেলা এ মাঠ পার হতে যাওয়া যে ইচ্ছে করে প্রাণ দিতে যাওয়ার **সামিল** ....

(ii) পাহাড়পুরের **কাছারির ইঁদারার** জল সে তো একেবারে বরফ।

(iii) তাঁর তৃষ্ণাটা হঠাৎ বেড়ে গিয়ে বুকের **কলজে** পর্যন্ত যেন শুকিয়ে উঠল।

(iv) একথা নবাবগঞ্জের **বাজারে** তাঁকে অনেকে বলেছিল।

(v) ব্রাহ্মণের কাপড়-চোপড় গরম **হাওয়ায়** আগুন হয়ে উঠল।

উপরের মোটা শব্দগুলি যথা সামিল, কাছারি, ইঁদারা, বরফ, কলজে, বাজার, হাওয়া প্রভৃতি বিদেশি শব্দ।

ইংরেজি, হিন্দি, আরবি, ফারসি প্রভৃতি বহু শব্দ বাংলা ভাষায় প্রবেশ করে বাংলা ভাষার শব্দ ভান্ডারকে সমৃদ্ধ করেছে।

নীচের বাক্যগুলি ভালো করে লক্ষ করুন।

II. **এই বাক্যগুলির মধ্য থেকে দুটি বিদেশি শব্দ বের করুন।**

'ছমিরুদ্দি সম্পূর্ণ ভদ্রতাসঙ্গত নয় এরূপ একটি বাক্য উচ্চারণ করে ভূমিকা ফেঁদে তার মকদ্দমার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বর্ণনা করে গেল এবং যে উকিলের হাতে তার কেস ছিল, তার সম্বন্ধে এমন কতগুলো মন্তব্য প্রকাশ করল যে, তিনি সেখানে উপস্থিত থাকলে ছমিরুদ্দির বিরুদ্ধে আর একটা কেস হতো।'

(i) একধামা ভিজে ছোলা।

(ii) নতুন মাটির জালা ভর্তি জল।

(iii) লম্বা লম্বা ঝুরি নেমেছে।

(iv) কাতার দড়ি।

(v) ওরই তলায় অনেক কচু বন ছিল।

উপরের বাক্যগুলিতে ব্যবহৃত 'ধামা', 'জালা', 'কাতার', 'কচু' প্রভৃতি শব্দ দেশি শব্দ। আর্যরা এদেশে আসার আগে এদেশের আদিম অধিবাসীরা যে ভাষা ব্যবহার করত, তার কিছু কিছু শব্দ বাংলা ভাষায় এসেছে। এই শব্দগুলিকে দেশি শব্দ বলে।

(e) নীচের শব্দগুলি দেখুন। এদের মধ্যে কোন্‌টি তৎসম, কোন্‌টি তদ্ভব, কোন্‌টি অর্ধতৎসম, কোন্‌টি দেশি এবং কোন্‌টি বিদেশি শব্দ তা লিখুন।

দুপুর, চক্ষু, ছেরাদ্দ, ঝিঙা, তেষ্টা, টুইল, শার্ট, বাজার, চাঁদ, আঁচল।

8.9 এই পাঠটি পড়বার পর আপনি যা শিখলেন

(i) জাতপাঁতের কৃত্রিম ভেদ থেকে সমাজকে মুক্ত করার কথা বলতে পারবেন।

(ii) মনুষ্যত্বের পরিচয়ই মানুষের যথার্থ পরিচয় ---- এটা প্রকাশ করতে পারবেন।

(iii) কুসংস্কার ইত্যাদির চেয়ে জীবন অনেক বড় ---- এটা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

8.10 সমগ্র পাঠভিত্তিক প্রশ্ন

১) শিরোমণি মশায়ের জলসত্রের জলপান করতে অস্বীকার করার কারণ কী? বুঝিয়ে দিন।

২) শিরোমণি মশায় কীভাবে সংস্কারকে কাটিয়ে উঠলেন?

৩) মানুষের মন থেকে জাতপাঁতের বিভেদ কীভাবে কাটিয়ে তোলা যায় – তা উদাহরণ দিয়ে আলোচনা করুন।

৪) জাতপাঁতের বিভেদ বর্তমান সমাজের কী ক্ষতি করছে, তা দেখান।

8.11 সমগ্র বিষয় ভিত্তিক মন্তব্য

'জলসত্র'গল্পটি জাত-পাতের বিভেদের উপর ভিত্তি করে রচিত। শিরোমণি মশায় নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ, তিনি প্রথমে বদ্ধ সংস্কারের উদ্ধে উঠতে পারেন নি, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁর মানসিক পরিবর্তন ঘটে। তিনি 'জলসত্রে'র জলপান করেন- আর তাঁর এই পরিবর্তন জাতপাতের উর্দ্ধে ওঠার প্রেরণা স্বরূপ।

8.12 লেখক পরিচিতি

বাংলা সাহিত্যের অমর কথাশিল্পী বিভূতিভূষণ বন্দোপাধ্যায় বাংলা ১৩০১ সালে মাতুলালয় ঘোষপাড়া-মুরাতিপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা মহানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় ও মাতা মৃণালিনী দেবী। গ্রাম্য পাঠশালায় বিভূতিভূষণের বাল্যশিক্ষা শুরু হয়। তিনি বনগ্রাম উচ্চ-ইংরেজি বিদ্যালয় থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষা এবং কলকাতা রিপন কলেজ থেকে বি.এ. পরীক্ষায় ডিস্‌টিংশন নিয়ে পাশ করেন। এরপরে তিনি হুগলির জাঙ্গিপাড়া স্কুলে শিক্ষকতা শুরু করেন। যদিও তিনি এই স্কুলে বেশিদিন শিক্ষকতা করেননি, তবুও এখানেই তাঁর লেখার হাতেখড়ি। এখানেই তাঁর প্রথম গল্প 'উপেক্ষিতা' লেখা হয়। তিনি

জাঙ্গিপাড়া ছেড়ে খেলাত ঘোষের জমিদারির ম্যানেজার রূপে ভাগলপুরে যান এবং নিবিড় অরণ্য প্রকৃতি দেখার ও ভ্রমণের সুযোগ পান। এই ভাগলপুরে থাকাকালীনই তিনি তাঁর জগৎ বিখ্যাত 'পথের পাঁচালী' রচনা করেন। 'পথের পাঁচালী' প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গে বাংলা সাহিত্যে এক নব দিগন্তের সূচনা হলো। পথের পাঁচালীর পরে বিভূতিভূষণ 'অপরাজিত', 'আরণ্যক', 'আদর্শ হিন্দু হোটেল', 'ইছামতী' প্রভৃতি উপন্যাস ও অজস্র ছোটো গল্প রচনা করেন। ছোটোদের জন্য তাঁর লেখা 'চাঁদের পাহাড়' অতুলনীয় সাহিত্যসৃষ্টি। ১৯৫০ সালের ১ নভেম্বর তাঁর মৃত্যু হয়।

8.13 রচনাবৈশিষ্ট্য

''জলসত্র'' গল্পটি চলিত ভাষায় রচিত। লেখক সাধারণ লোকের মুখের ভাষা যেমন, ধামা, জালা, ঝুরি, কাতার প্রভৃতি দেশি শব্দ ব্যবহার করে রচনাটির আকর্ষণ বাড়িয়েছেন। কথোপকথনের ভঙ্গিতে কাহিনীটি বর্ণনা করা হয়েছে।

8.13.1 সমধর্মী রচনা

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'জলসত্র' গল্পটিতে আপনারা দেখতে পেয়েছেন যে, জাতপাঁতের কৃত্রিম ভেদের চেয়ে মানুষের জীবন অনেক বড়। মানুষকে কখনো এই জাতপাঁত দিয়ে বিচার করা উচিত নয়; বরং একে দূর করাই আমাদের কর্তব্য। এই সমস্যা আমাদের সমাজের অগ্রগতির পক্ষে এক মস্ত বাধা। এর বিরুদ্ধে প্রত্যেককেই সচেতন হতে হবে, সংগ্রামও করতে হবে। স্বামী বিবেকানন্দও একথা বলেছেন বহুবার, বহুভাবে। তাঁর একটি বক্তব্য এখানে তুলে ধরা হলো —

হে ভারত, ভুলিও না– নীচ জাতি, মূর্খ দরিদ্র, অজ্ঞ, মুচি, মেথর, তোমার রক্ত, তোমার ভাই। হে বীর, সাহস অবলম্বন কর; সদর্পে বল - আমি ভারতবাসী, ভারতবাসী আমার ভাই। বল - মূর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ ভারতবাসী, চন্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই ; তুমিও কটিমাত্র বস্ত্রাবৃত হইয়া, সদর্পে ডাকিয়া বল - ভারতবাসী আমার ভাই, ভারতবাসী আমার প্রাণ, ভারতের দেবদেবী আমার ঈশ্বর, ভারতে সমাজ আমার শিশুশয্যা, আমার যৌবনের উপবন, আমার বার্ধক্যের বারাণসী; বল ভাই - ভারতের মৃত্তি আমার স্বর্গ, ভারতের কল্যাণ আমার কল্যাণ; আর বল দিন-রাত, 'হে গৌরীনাথ, হে জগদম্বে, আ মনুষ্যত্ব দাও, মা, আমার দুর্বলতা কাপরুষতা দূর কর, আমায় মানুষ কর।"

8.14 উত্তর সংকেত

1.1 **1.** (i) শিষ্য বাড়ি (ii) ধোঁয়া-ধোঁয়া (iii) কচুচুষির মাঠ।

2. (i) আগুন (ii) চক্‌চকে (iii) কালো (iv) ধূধূ।

3. (i) ক (ii) খ (iii) গ

1.2 ক (i) খ (i) গ (ii)

1.2 ক (ii) খ (iii) গ (ii) ঘ (ii) ঙ (iii)

4. (a) + (iv) (b) + (i)
(c) + (v) (d) + (ii)
(e) + (vi) (f) + (iii)

8.6 **1.** a) সুখ, বেশি, সজীব, গুরু, বড়।

2. b) (i) আন্দাজ (ii) ক্রোশ (iii) নির্জীব
c) (ii) সঙ্কুচিত (iii) উষ্ণ (iii) সজীব
(v) তিরস্কার (vi) উৎফুল্ল।

3. (ii) ক্লান্ত (iii) পানেচ্ছা (iv) তলাশ

a) (i) যাইতেছিলেন (ii) হেলিয়া (iii) গিয়াছে
(iv) নাহিয়া (v) উঠিতে (vi) লাগিলেন

b) (i) কনকন (ii) ধূধূ (iii) চক্‌চকে
(iv) ছটফট (v) ঝির ঝিরে (vi) ধোঁয়া ধোঁয়া
(vii) লাগিলেন

c) (i) সন্ধ্যা, তপ্ত। (তদ্ভব শব্দ)
দিনের, আঁচল। (তদ্ভব শব্দ)

d) (ii) ফেঁদে, উকিল।

9 ক

অনুচ্ছেদ লেখা

9ক.1 ভূমিকা

কোন বিষয় বা ধারণাকে অবলম্বন করে আমাদের মনে যে চিন্তা দানা বেঁধে ওঠে তা অনেক সময় এলোমেলো ও অগোছালো থাকে। সেই ভাব বা বিষয়কে অবলম্বন করে কয়েকটি অর্থবহ ও পরস্পর সম্পর্কযুক্ত বাক্য একত্র বিন্যস্ত হলে তাকে অনুচ্ছেদ বলে।

কোন ভালো অনুচ্ছেদের গুণগুলি হল-

(i) চিন্তার একমুখিতা

একটি প্রধান বিষয় অথবা ধারণা নিয়ে অনুচ্ছেদ রচিত হয়। মুখ্য ধারণাটি একটিমাত্র বাক্যে প্রকাশ করা হয়। একে আমরা বিষয় - বাক্য বলতে পারি। এই বাক্যটি সাধারণত অনুচ্ছেদের শীর্ষে থাকে। শেষ বাক্যটি বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সমগ্র অনুচ্ছেদের সারাংশ প্রকাশ করে।

(ii) বিন্যাস

অনুচ্ছেদের বিষয়টিকেই অবলম্বন করে বাক্যগুলিকে যুক্তিপূর্ণ এবং বুদ্ধিগ্রাহ্য ভঙ্গিতে বিন্যস্ত হয়। বক্তব্যটি সহজ সরল গতিময় ভাষায় প্রকাশ করা হয়।

(iii) বৈচিত্র্য

এছাড়াও অনুচ্ছেদে বৈচিত্র্য থাকা প্রয়োজন। এর অর্থ হল - অনুচ্ছেদের বাক্যগুলির দৈর্ঘ্য ও রচনাশৈলীতে পার্থক্য থাকবে।

(iv) দৈর্ঘ্য

অনুচ্ছেদের দৈর্ঘ্য নিয়ে ধরাবাঁধা কোনও নিয়ম নেই। সংক্ষিপ্ত এবং সরল বাক্যে রচিত অনুচ্ছেদই রচনা হিসাবে আদর্শ।

(v) শিরোনাম

বিষয়বস্তু বা ধারণাটিকে প্রকাশ করে এমন এক[illegible]তবাহী শিরোনাম থাকবে, যা অনুচ্ছেদটির বিষয়বস্তু সংক্ষেপে প্রকাশ করবে।

9ক.2 উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করার পর আপনি সক্ষম হবেন —

- কোনও বিশেষ বিষয়বস্তু বা ধারণার উপর আপনার চিন্তাধারাকে কেন্দ্রীভূত করতে
- একটি বিষয় - বাক্যের মাধ্যমে নির্দিষ্ট বিষয়-বস্তু বা ধারণার মূল বিষয়-বস্তুকে প্রকাশ করতে
- সাধারণত অনুচ্ছেদটির শেষ বাক্যটির মাধ্যমে বিষয়বস্তুটির সারাংশকে উপস্থাপন করতে
- বিষয়টি সম্পর্কে আপনার এলোমেলো ও ছড়ানো চিন্তাধারাকে একমুখী ও একত্রিত করে সাজিয়ে সহজ সরল ভাষায় উপস্থাপন করতে

9ক.3 দৃষ্টান্ত হিসাবে কয়েকটি অনুচ্ছেদ সংযোজিত হল :

1. আধুনিক প্রযুক্তিবিজ্ঞান

বিজ্ঞানের সর্বকনিষ্ঠ অবদান প্রযুক্তিবিদ্যা যেমন শিল্প বাণিজ্যের ক্ষেত্রে, তেমনই মানুষের দৈনন্দিন ব্যবহারিক জীবনেও বাহুবিস্তার করে ব্যাপক পরিবর্তন এনে দিয়েছে। উন্নত দেশগুলিতে যেমন, উন্নয়নশীল দেশগুলিতেও তেমনই, প্রযুক্তিবিজ্ঞানের মুন্সিয়ানা অপরিহার্য। প্রযুক্তিবিদ্যা বলতে বিজ্ঞানের নীতিগুলির ব্যবহারিক প্রয়োগসংক্রান্ত বিদ্যাকে বোঝায়। ট্রানজিস্টার প্রযুক্তিবিদ্যার সন্তান। ট্রানজিস্টার - নির্ভর বেতারগ্রাহক যন্ত্র স্বল্পশক্তির ব্যাটারির সাহায্যে সক্রিয় হয়ে ওঠে। সুতরাং বিদ্যুৎহীন দূর দূরান্তরে নিবিড় জঙ্গলে বেতার মারফৎ তথ্য ও অন্যান্য অনুষ্ঠান পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হচ্ছে। টেলিভিশন আধুনিক মহাকাশ-সক্রান্ত প্রযুক্তিনির্ভর ব্যবস্থা মারফৎ বহুবিস্তৃতি লাভ করেছে। বর্তমানে আন্তর্জাতিক যোগাযোগ ব্যবস্থার বহুল অংশই সাধিত হয় কৃত্রিম উপগ্রহের সাহায্যে। আবহবিজ্ঞানেও কৃত্রিম প্রয়োগ অনেক বেশি ব্যাপকতা এনে দিয়েছে। প্রযুক্তিবিজ্ঞানই এই কৃত্রিম উপগ্রহের সূতিকাগৃহ। প্রযুক্তিবিদ্যার সন্তান কম্পিউটার এখন শুধু সুনিশ্চিত গণনার কাজই করে না, দূরদূরান্তে সংবাদপ্রেরণ থেকে শিল্পপরিচালনা, সর্বক্ষেত্রেই বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়েছে। অবিরাম মূল্যায়নের পথ প্রশস্ত করে শিল্পক্ষেত্রে গুণগত মান - উৎকর্ষের সম্ভাবনাকে দৃঢ়তর করেছে। প্রযুক্তিবিদ্যার যাদুদণ্ডে সৃষ্ট কৃত্রিম সত্তার কৃষিক্ষেত্রে উন্নততর সার ও বীজ সরবরাহ করছে— ফলে ফলনের গুণ ও পরিমাণ বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। পেট্রোলিয়াম - জাত দ্রব্যের বা কয়লার সীমিত সঞ্চয় যে শক্তিসংকট ঘটাতে চলেছিল প্রযুক্তি - প্রয়োগে শক্তির বিকল্প উৎস- সন্ধান তাকে প্রতিরোধ করেছে। প্রযুক্তিপ্রয়োগে সৌরশক্তিকেও কাজে লাগানোর চেষ্টা যা বায়ুদূষণ ও পরিবেশ দূষণের হাত থেকে শুধু মুক্তিই দেবে না অতি স্বল্প খরচে শিল্প চালনা সম্ভব করবে। এই প্রসঙ্গে রাশিয়ার চেরনোবিল পারমাণবিক রিঅ্যাক্টরের থেকে নির্গত তেজস্ক্রিয় গ্যাসের ধ্বংসাত্মক শক্তি বা ভূপাল গ্যাস দুর্ঘটনার কথা উঠতে পারে, কিন্তু উভয়ই পরিচালকদের অসাবধানতাপ্রসূত। একথাও ঠিক, ইলেক্ট্রনিক্সের প্রয়োগ মানুষকে অসীম ক্ষমতার অধিকারী করে স্বেচ্ছাচারী করে তুলতে পারে বা, নিবিড় দাসত্ব মানুষের স্বাধীন ভাবনা বা স্বাভাবিক ন্যায় - অন্যায় বোধকে প্রভাবিত করতে পারে। কিন্তু মানুষের শুভবুদ্ধিকে এভাবে সংশয়দীর্ণ করা অযৌক্তিক, সদাসতর্ক বিবেককে কর্তৃত্ব দিলে ভয়ের কিছু থাকে না।

9ক.3.1 পাঠগত প্রশ্ন

উপরের অনুচ্ছেদটি কয়েকবার পড়ে নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দিন —

1. অনুচ্ছেদটির যে শিরোনাম দেওয়া আছে তার পরিবর্তে অর্থবাহী অন্য একটি শিরোনাম দিন।
2. অনুচ্ছেদটির বিষয়-বাক্যটিকে চিহ্নিত করুন।
3. অনুচ্ছেদটির সারাংশ কমবেশি পাঁচটি পরস্পর সম্পর্কযুক্ত বাক্যে লিখুন।
4. অনুচ্ছেদটির বিষয়বস্তুকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে উল্লেখ-করা বিষয়গুলির দুটিকে চিহ্নিত করুন।

2. গৃহপালিত পশু

পশুর প্রকৃত আবাস বন, তাই সে বন্য । বনের পরিবেশে জীবনসংগ্রাম যতই কঠোর হোক সেখানে এরা স্বচ্ছন্দ, স্বাভাবিক। বুদ্ধিদীপ্ত মানুষ কিন্তু অবাধ-বিচরণের ক্ষেত্র , সেই আদিম বনভূমি থেকে বিচ্ছিন্ন করে

কিছু কিছু পশুকে গৃহপরিবেষ্টনে পোষ্যরূপে লালন - পালন করে। গৃহ মানুষের গড়া, মানবিক প্রয়োজনের সঙ্গে সঙ্গত করে তা গঠিত। সেখানে বন্ধনহীন স্বাধীনতা নেই, চার দেওয়ালের বদ্ধতার অতিরিক্ত মানুষের অভিরুচির গণ্ডী সেই পরিবেশকে শাসন করে। তাই পশু যখন গৃহবাসী হয়, তখন তাকে স্বভাববিরুদ্ধ অবস্থার সঙ্গে মানিয়ে চলতে হয়। ভিতরের তাগিদ বিদ্রোহ করলেও নির্মম শাসনের রূঢ়তার সামনে তাকে মাথা নোয়াতেই হয়। তাছাড়া মানুষের প্রয়োজনে ছাগল-গরুকে দুধ দিতে হয়। ঘোড়াকে, গাধাকে ভার বইতে হয়। কুকুরকে বাড়ি পাহারা দিতে হয়। জীবনের মূল ধারা থেকে এইভাবেই তার বিচ্ছিন্নতা ঘটে। তবে সাধারণত যেসব পশুকে গৃহবাসী মানুষ আপন প্রয়োজনে নিয়োজিত করে, সুদীর্ঘ রীতির শাসনে মানুষের প্রতি মান্যতা তাদের স্বভাবসিদ্ধ হয়ে যায়। যেটুকু অবাধ্যতা থাকে মানুষের নির্মম শাসনে তা স্তিমিত হয়ে আসে। হিংস্রতা কালক্রমে সম্পূর্ণভাবেই শান্ত হয়ে আসে। পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে চলার স্বাভাবিক প্রবণতা কিছু কিছু পশুর চরিত্রে লক্ষণীয়। সেইজন্য সাধারণত গৃহপালিত পশুরা সহজেই প্রভুর অধীনতা মেনে মানুষের গড়া আবেষ্টনে স্বচ্ছন্দ হয়ে ওঠে। কুকুর প্রভুকে রক্ষা করে। গরু দুধ দিয়ে প্রভুকে পালন করে। অশ্ব পৃষ্ঠে বহন করে প্রভুকে গন্তব্যে পৌঁছে দেয়। হস্তী মোট বা মানুষ বহনের কাজ করে -- এমনি করেই চলে পশুদের সেবাধর্ম। কিন্তু একথা স্মরণীয়, মানুষ যখন কোন পশুকে সেবাধর্মে দীক্ষিত করে অধীনতা স্বীকারে বাধ্য করে, সে তার প্রকৃতিবিরুদ্ধ কাজ করে। যদিও কালক্রমে এই প্রকৃতির পরিবর্তন ঘটে। কুকুরের বিশ্বস্ততা, গরুর অধীনতা স্বীকার প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। তবে মস্তিষ্কজীবী মানুষ প্রকৃতির লড়াই-ময়দানে নেমে বুদ্ধিবলে নিজ সুবিধানুযায়ী শাসনযন্ত্র পরিচালনা করবে, এতে সন্দেহ কি! তাই পশুর গৃহপালন প্রথা ব্যাপকতা পাবে-ই, সংকীর্ণ হবে না। পশুপ্রেমীদের অবিরাম প্রচেষ্টায় পশুদের প্রতি নিষ্ঠুরতা হয়ত প্রশমিত হতে পারে, গৃহপালন প্রথার কিন্তু অবসান ঘটাবে না।

9ক.3.2পাঠগত প্রশ্ন

অনুচ্ছেদটি কয়েকবার পড়ে নিয়ে নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দিন–

1. মানুষ কেন কিছু কিছু বন্য পশুকে পোষ্যরূপে পালন করে?
2. অবাধ্য বন্য পশু কী ভাবে মানুষের বশ্যতা স্বীকার করে?
3. বিভিন্ন পশু মানুষের কী কী কাজ করে সে সম্পর্কে কমবেশি ২০ টি শব্দে একটি অনুচ্ছেদ লিখুন।
4. পশুপালন-প্রথার অবসান ঘটা উচিত কিনা -- এ সম্পর্কে আপনার অভিমত চার/ পাঁচটি বাক্যে প্রকাশ করুন।

3. অটোমেশন ও বর্তমান ভারত

মানবসভ্যতা আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যাকে অবলম্বন করে নতুন পৃথিবী রচনা করে চলেছে। বৃহৎ প্রকল্প, বিপুল উৎপাদন, উন্নত গবেষণা আজ প্রযুক্তি-নির্ভর, জীবনের সর্বত্র জুড়ে তার অস্তিত্ব। এই প্রযুক্তিরই সন্তান অটোমেশন অর্থাৎ স্বয়ংচালিত যন্ত্র। অটোমেশন দুঃসাধ্যকে সুসাধ্য করে, অভাবিত গতিবেগে প্রভূত পরিমাণ উৎপাদন করতে সমর্থ হয়। উৎপাদনের মানও সমন্বয়পূর্ণ, সদৃশ ও উন্নত হয়। অটোমেশনের ক্ষেত্রে সেনসিং (অনুভব প্রক্রিয়া), ডিসিশন (সিদ্ধান্ত গ্রহণ), কন্ট্রোল (নিয়ন্ত্রণ) প্রভৃতি বিবিধ স্তরের মধ্য দিয়ে কর্মরূপায়ণ ও ধারাবাহিকতা রক্ষিত হয়। লক্ষণীয়, সবটুকুই যান্ত্রিক হওয়ায় মানের সংগতি ও সৃষ্টির প্রাচুর্য অটোমেশন পদ্ধতিতে সুনিশ্চিত হয়। ভারতে টেলিফোন এক্সচেঞ্জে, সিগারেট উৎপাদনে, কয়লা-উত্তোলনে, গাড়িনির্মাণে অটোমেশন প্রযুক্ত হয়। এমন কি বিভিন্ন অফিস, ব্যাঙ্ক প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানে অটোমেশনের আশ্রয় নেওয়া হয়। অল্পায়াস ও দ্রুততার তাগিদে অটোমেশন ক্রমশই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। জাপানের ইলেকট্রনিক সাজসরঞ্জাম পৃথিবীর বাজার ছেয়ে ফেলেছে। তবে অটোমেশন প্রয়োগে সতর্কতা প্রয়োজন।

ভারতের মত জনবহুল দেশে অটোমেশন শ্রমের লাঘব ঘটিয়ে কর্মসংস্থানের সুযোগ সঙ্কুচিত করছে-- বেকারিত্ব হয়ে উঠেছে ক্রমবর্ধমান। অথচ যে পরমাণুশক্তি-প্রয়োগ আজকের একান্ত প্রয়োজন, অটোমেশন তার পূর্বশর্ত। স্যাটেলাইট সংযোগে খবর আদানপ্রদান, রকেটের সাহায্যে আবহাওয়ার পূর্বাভাস পাওয়া, খনিজসম্পদের অনুসন্ধান অটোমেশন ছাড়া আজ অসম্ভব। তাই ভারতেও নিয়ন্ত্রিত অটোমেশন প্রয়োগ সুপারিশযোগ্য। বিশেষ করে ভারত স্বাধীন হওয়ার পর অর্ধশতাব্দি কেটে গেছে। অভ্যন্তরীণ সংগঠনের মাধ্যমে আত্মনির্ভরশীলতা অর্জন করাই অগ্রগতির অন্তিম প্রক্রিয়াটি আত্মস্থ করে দেশগঠন ভারতের পথ নির্দেশিকা। অটোমেশনের আধুনিকতম তথা অত্যাবশ্যকীয় পন্থা অবলম্বন এই বিপুল জনসংখ্যা বিশিষ্ট দেশের পক্ষে তাই অপরিহার্য। সে প্রক্রিয়া শুরু হয়েই গেছে তা নয়, বেশ অগ্রগতিলাভ করেছে, নিঃসন্দেহে বলা যায়।

9ক.3.3পাঠগত প্রশ্ন

উপরের অনুচ্ছেদটি ভালো করে পড়ে নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দিন—

1. অনুচ্ছেদটির বিষয়-বাক্যটিকে চিহ্নিত করুন।
2. ভারতে কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে অটোমেশনের সুফল দেখা যাচ্ছে সে সম্পর্কে কম বেশি দশটি বাক্যে একটি অনুচ্ছেদ লিখুন।
3. অটোমেশন মানুষের জীবনে আশীর্বাদ না অভিশাপ সে সম্পর্কে আপনার অভিমত সংক্ষিপ্ত আকারে লিখুন।

4. প্রতিবন্ধী- সমস্যা

শারীরিক বা মানসিক, অথবা উভয়প্রকার পঙ্গুতা যাদের গ্রাস করে স্বাভাবিক জীবনে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে তারাই সমাজে প্রতিবন্ধী বলে স্বীকৃত। একসময় মনে করা হত, এ ধরনের মানুষেরা সমাজের উপর ভারবিশেষ, কারণ এদের কর্মক্ষমতা স্বাভাবিকভাবে নেই, বা থাকলেও অতিসীমিত, ফলে সামাজিক ভাবে এরা অবহেলিতহয়। মনে রাখতে হবে এ পঙ্গুতা প্রতিবন্ধীর স্বীকৃত অপরাধের পরিণতি নয়, রোগ, ব্যাধি, অপুষ্টিজনিত দুর্বলতা, সামাজিক ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা এর কারণ হতে পারে; দুর্ঘটনা এই বিকলাঙ্গতার সৃষ্টি করতে পারে। তবে স্মরণীয়, শরীরের বিশেষ অংশ বিকল হলেই কর্মক্ষমতা বা প্রতিভা লোপ পায় না -- কবি মিল্টন ছিলেন অন্ধ বায়রন ছিলেন খঞ্জ সুগায়ক কৃষ্ণচন্দ্র দে ছিলেন অন্ধ -- পৃথিবীর ইতিহাসে প্রতিভাবান স্বপ্রতিষ্ঠ মানুষের প্রতিবন্ধকতার নজিরের অভাব নেই। উদ্ধৃত দৃষ্টান্তমালা বিচার করলে দেখা যাবে এঁরা কেউই প্রতিভা বিকাশে ব্যর্থ হননি। বরং অনেক সময় দেখা যায় প্রতিবন্ধকতা একপ্রকারে প্রতিভাবিকাশে নঙর্থক প্রেরণা হয়ে উঠেছে। এই সামাজিক দৃষ্টির অভাবে দীর্ঘদিন প্রতিবন্ধীরা সমাজে অবহেলিত ছিল। অবশেষে বিংশ শতাব্দির অপরাহ্ণ প্রহরে ১৯৮১ সালকে রাষ্ট্রসংঘ 'বিশ্ব প্রতিবন্ধী বর্ষ' ঘোষণা করল। সমাজ এদের সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠল, ধারণা হল - প্রতিবন্ধকতাকে অবহেলা প্রকৃতপক্ষে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ব্যর্থতা। শুরু হল প্রতিবন্ধীদের সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় পুনর্বাসন - প্রচেষ্টা। বিশ্বপ্রতিবন্ধী বর্ষে এই সমস্যা সমাধানের জন্য ভারত রাষ্ট্রসংঘকে ১০ হাজার ডলার দান করে । নানা স্তরে ও মঞ্চে আলোচনা সংগঠিত করে সমাজমানসকে প্রতিবন্ধীদের প্রতি অনুকূল ও সহানুভূতিশীল করে তোলার চেষ্টা শুরু হয়। বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে প্রতিবন্ধীদের সহায়ক যন্ত্রপাতি বিনাখরচে দেওয়ার ব্যবস্থা হয়। যানবাহনে প্রতিবন্ধীদের বিনা ভাড়ায় ভ্রমণ ও আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা হয়। তাছাড়া প্রত্যেক সরকারি দপ্তরে দুজন এবং বেসরকারি দপ্তরে একজন প্রতিবন্ধী নিয়োগ বাধ্যতামূলক হয়। সুস্থ প্রতিবন্ধী ছাত্রদের অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষার ব্যয়ভার বহনের দায়িত্ব নেন সরকার । দৃষ্টিভঙ্গীর এই আমূল পরিবর্তনের ফলে প্রতিবন্ধীদের পক্ষে নিরুপদ্রব সমাজজীবন যাপন ক্রমশই সুসাধ্য হয়ে উঠেছে।

9ক.3.4পাঠগত প্রশ্ন

উপরের অনুচ্ছেটি কয়েকবার পড়ে নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর লিখুন-

1. কোন্ ধরনের মানুষকে সমাজের উপর ভারবিশেষ বলা হয়েছে?
2. মানুষের প্রতিবন্ধী হবার পাঁচটি কারণ লিখুন।
3. চারজন বিখ্যাত প্রতিবন্ধীর নাম করুন।
4. প্রতিবন্ধীদের কল্যাণে রাষ্ট্রসংঘ কী ব্যবস্থা নিয়েছে?

5. ভিড় বাসে কিছুক্ষণ

সময়টা ভরা গ্রীষ্ম। যাব কলকাতার এক প্রান্ত থেকে সুদূর অপর প্রান্তে। বাসের অপেক্ষায় কিউ-বদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছি ঠা-ঠা রোদ্দুরে বেশ কিছুক্ষণ। বাসস্ট্যান্ডের ওপরের ছাউনি কবেই বেপাত্তা হয়ে গেছে। উত্তপ্ত রৌদ্রশলাকা শুধু মাথায় নয়, মুখে, বুকে, হাতে, সর্বাঙ্গে জ্বালাময় হুল ফোটাচ্ছে। ঠিক এমনি সময় ক্ষিপ্রগতিতে বাসের আর্বিভাব ঘটল। কন্ডাক্টরের দ্রুততার আহ্বান, পিছনে সহযাত্রীদের ধাক্কা। মুখ থুবড়ে পড়তে পড়তে বাসের দরজার হ্যান্ডেল ধরে ঝুলে পড়লাম। তারপর পিছনের ঠেলায় কখন কীভাবে প্রায় মাঝামাঝি জায়গায় পৌঁছে গেলাম বুঝতে পারিনি। এদিকে যাত্রী, ওদিকে যাত্রী, পাশে পিছনে যাত্রী-- পেষণযন্ত্রে স্থির থাকাই তখন মুশকিল। মাঝে মাঝে চালক ব্রেক কষছে, শরীর দুলে উঠছে। একদিকে ঝুঁকে পড়ছি, সামনের লোক বিরক্ত হয়ে অনাম-কুনাম ডাকছে। ঘামে জামা ভিজে উঠছে ত শরীর জ্বলে যাচ্ছে, নড়াচড়া করার জো নেই। একটু এদিক ওদিক করেছি কি এপাশ ওপাশের যাত্রীমশাই হয় বিরক্ত হয়ে নিঃশব্দ চোখে ধমকাচ্ছেন বা চেঁচামেচি করে আমাকে ট্যাক্সি ধরতে বলছেন। বাসে নাকি শক্ত হয়ে দাঁড়াতে শিখতে হয়। বাবুদের আরাম ভ্রমণের জন্য সে বাস নয়। একএকবার মনে হচ্ছে বাঁ-দিকের ঝুল পকেটে যে কটা টাকা রয়েছে তা বেহাত হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু হাত-পা নেড়ে দেখব তার উপায় নেই। হঠাৎ চীৎকার 'পকেটমার' 'পকেটমার'। কে পকেটমার কে বলবে? পকেট সাফ হয়ে গেছে কিনা তা দেখব, সে উপায়ও নেই। একবার চেষ্টা করতে গিয়ে পাশের লোকের পকেটে হাত ঢুকিয়ে দিলাম। ভদ্রলোক দৈনন্দিন সহযাত্রী, অবস্থা বুঝে হেসে উঠলেন। ওই দুঃসহ অবস্থায়ও একজন হাসতে পারলেন দেখে ভালো লাগল। একজন বোধ হয় ভীড়ের চাপে ক্লান্ত হয়ে ঝিমিয়ে পড়েছিলেন, ওপরে ধরা রড থেকে হাত খসে আমার মাথায় পড়লো। আচমকা আঘাতে উঃ বলে চীৎকার করে উঠলাম। ভদ্রলোক অপ্রতিভ হয়ে সহানুভূতির সঙ্গে বলে উঠলেন, 'খুব লাগল, বুঝি' রাগব না কাঁদব ভাবতেই খানিকটা সময় গেল। একটু সামলে উত্তর দিলাম। 'তেমন কিছু নয়'। একজন ফোড়ন কাটলেন, 'ওরকম একটু হয়েই থাকে, মনে ধরতে নেই'। শরীরটা রাগে জ্বলছিল। এমন সময় কন্ডাকটারের মুখে আমার স্টপেজের নাম শুনে হুড়মুড়িয়ে একে কনুই দিয়ে গোত্তা মেরে, ওর পা মাড়িয়ে, একজন মহিলার শাড়ির আঁচল ধরে টাল সামলিয়ে অনেকের গালাগালি খেতে খেতে নেমে পড়লাম। তখনও স্টপেজ আসেনি। ট্রাফিক জ্যামে বাস থেমে গেছে। কি আর করি। আবার নরক-যন্ত্রণা ভোগের ইচ্ছা ছিল না — হেঁটেই ওটুকু রাস্তা পুষিয়ে দিলাম।

9ক.3.5পাঠগত প্রশ্ন

উপরের অনুচ্ছেদটি কয়েকবার পড়ে নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দিন।

1. গল্পবলার সরল ভাষায় আপনার দেখা কোনও ঘটনার বর্ণনা দিন।
2. লেখক ভীড়বাসে যেসব অসুবিধা ভোগ করেছেন তার কয়েকটি বর্ণনা করুন।

7. সংবাদপত্র

সংবাদপত্র নামটা চলে আসছে, কিন্তু সংবাদ-পরিবেশনের সীমিত ভূমিকাটুকুই পালন করে মন কিছু পত্র পত্রিকার প্রচলন বোধ হয় নেই। সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় অনেক কিছুরই আজ অনুপ্রবেশ — সাহিত্য, বিজ্ঞাপন, সমালোচনা, রাজনীতি প্রভৃতির বিচিত্র সম্ভার নিয়ে এ যুগের সংবাদপত্র নামক মাধ্যমটির বহুমুখী বিস্তার। তাহলেও ভুললে চলবে না সংবাদ পরিবেশনের দায়িত্বই র প্রাথমিক, আর তা অবহেলিত হয় না। সভ্যতার পা ফেলার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের আগ্রহের জগৎটি বহুমুখী, বহুবিস্তৃত। সেই ক্ষুধা রোজ সকালে তৃপ্ত করার দায়িত্ব এসে পড়েছে এই সংবাদপত্রের উপর। বর্তমান কাল চলমান। দ্রুত পরিবর্তমান জগতে কাল ও স্থানের সীমাবদ্ধ পরিধিতে আটক মানুষকে সমগ্র বিশ্বের কেন্দ্রস্থলে বসিয়েছে। তাই এখন সংবাদের পরিধি বিশাল। রাজনৈতিক সংবাদ, খেলাধূলার সংবাদ, প্রচার মাধ্যমের সংবাদ, দুর্ঘটনার সংবাদ, আইন/ বে-আইনের সংবাদ, বিদেশের সংবাদ, কত যে, বলে শেষ করা যায় না। আর এই বিশাল ক্ষেত্র থেকে পৃথিবীর নাগরিক বর্তমান মানুষের জন্য সংবাদ আহরণ ও পরিবেশনের জন্য পত্রিকাগুলির সাংবাদিকেরা যেমন ছড়িয়ে -ছিটিয়ে আছেন পৃথিবীর সর্বত্র, তেমনি তদুপরি গঠিত হয়েছে বহুসংখ্যক সংবাদ-পরিবেশন সংস্থা বা নিউজ এজেন্সি। এরা সংবাদ বিক্রি করে, আর পাঠকের মনের ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য সংবাদপত্র সংস্থা তা ক্রয় করে এবং নিজ নিজ পত্রিকায় প্রকাশ করে। মানুষের মনের ক্ষুধা বিচিত্র, তাই সংবাদপত্র নান্দনিক দিকটা অবহেলা করতে পারে না। সিনেমা, থিয়েটার, জলসা, সংগীত-সম্মেলন সবকিছুর খবরই সংবাদপত্রের আওতায় আসে। রেডিও টিভির প্রচারসূচী, মাঠে- ময়দানে খেলার সময় ও স্থানসূচী, গল্প—কাহিনীর পুস্তকসূচী, বিভিন্ন দোকান ও বিক্রয়দ্রব্যের বিবরণ কিছুই সংবাদপত্রের এক্তিয়ার বহির্ভূত হয়। পত্র/পত্রিকা ধনী-গরীব সকলের ঘরেই প্রবেশ করছে। তাই সংবাদপত্রকে খরচা ও লাভের অর্থ সংগ্রহ করতে হয় বিজ্ঞাপন থেকে। বহুসংখ্যক বিজ্ঞাপন তাই সংবাদপত্রে স্থান পায়। শিশুদের মনোরঞ্জনের জন্য শিশুবিভাগ এখন সংবাদপত্রের অপরিহার্য অঙ্গ। বহুমুখীনতার জন্য সংবাদপত্রের প্রচারও এযুগে বহুপ্রসারিত। মনের বিচিত্র ক্ষুধাতৃপ্তির সম্ভার বহন করে বলেই আধুনিক জগতে সংবাদ-পত্র ঘরে ঘরে অপরিহার্য।

7. ছাত্রসমাজ ও শৃঙ্খলাবোধ

ছাত্রজীবন উত্তর জীবনের প্রস্তুতিপর্ব, সুতরাং গঠমান কাল। এই কালপর্বে অর্জিত রসদ পরবর্তী জীবনপর্বের চলাচলকে পুষ্ট করে। সুতরাং এই সময় অতি সতর্কভাবে চরিত্র-কাঠামো গড়ে তোলা দরকার। ছাত্রস্বভাবে গ্রাহিকাশক্তি প্রবল থাকে, তাই ছাত্ররা দুহাত বাড়িয়ে সমাজ থেকে আহরণ করতে থাকে জীবন-রূপায়ণের খোরাক। অন্যদিকে বাছাই করার স্বাভাবিক শক্তি প্রখর না হওয়ায় ভ্রান্ত পথে অগ্রসর হলে সেই ত্রুটির খেসারত দিতে হয় সারা উত্তর জীবন ধরে। এদেশে এই বিভ্রান্তির নিদর্শন বহুক্ষেত্রে গভীর রেখায় প্রকটিত হচ্ছে। ছাত্রজীবনে অর্জিত বিদ্যা যেমন ভাবী জীবনকে সমৃদ্ধ করে তোলে, তেমনই অর্জিত অবিদ্যা পরবর্তী জীবনকে বিষাক্ত করে, বিভ্রান্ত করে। এযুগের ছাত্রজীবনের গতিপ্রকৃতি দেখে তাই আশঙ্কিত মনে প্রশ্ন জাগে, তারা কোন্ বিপর্যয়ের পথে চলেছে। শিক্ষালয়ের শিক্ষাদাতা ও অধ্যক্ষকে নানাভাবে হেনস্তা করা, রাজনৈতিক দাদাদের অঙ্গুলিহেলনে বিশৃঙ্খল, অসামাজিক নিষ্ঠুর আচরণে অবিবেকী সত্তাকে প্রবর্তিত করা বর্তমান ছাত্রদের স্বাভাবিক প্রবণতা হয়ে দাঁড়িয়েছে। একটা ধ্বংসাত্মক বিশৃঙ্খল, হিংস্র মানসিকতা সমসাময়িক ছাত্রদের বিপথগামী করছে, সত্য-সততার পথ থেকে তাই সে ভ্রষ্ট। আত্মবিস্মৃত এই ছাত্রসমাজের বিবেককে জাগ্রত করতে না পারলে, শৃঙ্খলার ধারণায় তাদের সত্তাকে পরিশুদ্ধ করতে না পারলে, সমগ্র জাতির ভাবীকাল নৈরাশ্যলিপ্ত। বিদ্যালয়ের অস্থির পরিবেশ, শিক্ষকের ব্রতচ্যুতি, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের ভ্রান্ত পথপ্রদর্শন— সঙ্গে সঙ্গে জাতীয়চরিত্রের সর্বথা বিকৃতি ছাত্রদের বিপথগামিতার বিভিন্ন কারণ। আত্মবিস্মৃত ছাত্রদল তাই আজ বিশৃঙ্খল। এই আদর্শচ্যুতি এক ভয়ঙ্কর সর্বনাশের ইঙ্গিত। এখন ভাবতে হবে মনুষ্যত্বের

শিক্ষা নিম্নতম স্তর থেকে কীভাবে শুরু হবে। দেশদেখা চোখ কীভাবে উন্মীলিত হবে। শিক্ষাকে মুখস্থ বিদ্যার মোহ থেকে মুক্ত করে প্রয়োজনের সঙ্গে যুক্ত করতে হবে। দেশের মাটির সঙ্গে পাঠ্য বিষয়কে যুক্ত করে ছাত্রদের দেশকে চেনাতে হবে। স্বার্থপরতার আত্মপ্রবঞ্চনা থেকে মুক্ত করে, আর শুধু মাত্র বিশুদ্ধজ্ঞান নয়, প্রয়োজনীয় জ্ঞান তাদের দিতে হবে যা তাদের বোধশক্তি ও চেতনাকে উদ্রিক্ত করে ছাত্রদের হিংসাত্মক অবিদ্যার পঙ্ককুন্ড থেকে উদ্ধার করতে পারবে। আচরণের সৌকর্য, ভাষা প্রয়োগের শালীনতা, পরিচ্ছন্ন চিন্তা, সময় এবং শৃংখলা পরায়ণতা হবে পাঠ্যসূচীর দিশারী। বিদ্যালয়কে সমাজের প্রতিচ্ছবি করে গড়ে তুলতে হবে, যাতে সুস্থ, সামাজিক আচরণে ছোটবেলা থেকেই ছাত্ররা অভ্যস্ত হতে পারে। অর্থাৎ বিদ্যাশিক্ষাকে সমাজশিক্ষার সঙ্গে এমনভাবে সঙ্গত করে তুলতে হবে যাতে ছাত্রদের সামগ্রিক চরিত্রগঠন সম্ভব হয়। বিদ্যালয়ের নিম্নতম শ্রেণী থেকে উচ্চতম শ্রেণী পর্যন্ত বিদ্যালয়কে চলমান সমাজের প্রতিচ্ছবি করে, পরিদৃশ্যমান পারিপার্শ্বিকের বিকল্প করে তুলতে হবে এবং যে আদর্শ আচরণ এই বিদ্যালয় সমাজকে মসৃণ করে তুলতে পারে যদি ছাত্রদের চরিত্রে তা সঞ্চার করা যায়, তবে শৃঙ্খলাবোধ - জনিত সমস্যা কালক্রমে অদৃশ্য হয়ে যাবে।

8. ভারতের জাতীয় সংহতি

রাজনৈতিক বিচারে আসমুদ্র হিমাচল ভারত একটি রাষ্ট্র। পাকিস্তান ও বাংলাদেশের সামান্য কিছু অংশ অবশ্য এই রাষ্ট্রব্যবস্থার বহির্ভূত, স্বতন্ত্র রাষ্ট্র। এক জাতি এক রাষ্ট্র মানসিকতা সমগ্র ভারতভূমির অধিবাসীদের এক সূত্রে, এক স্বার্থের বন্ধনে ঐক্যবদ্ধ করবে সেটাই ছিল আকাঙ্খিত। কিন্তু সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ, বর্ণবিদ্বেষ, আঞ্চলিক বিদ্বেষ, রাজনৈতিক বিদ্বেষ, ভাষা বিদ্বেষ প্রভৃতি নানা বিচ্ছিন্নতাবাদী মনোভাব এই বাঞ্ছিত ঐক্য বোধকে সংহত রূপ পেতে দিচ্ছে না, পারস্পরিক নৈকট্যবোধে একতাবদ্ধ না হয়ে একই রাষ্ট্রব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত মানুষেরা সংকীর্ণ স্বাতন্ত্র্যবোধে পরস্পরকে রক্তচক্ষু প্রদর্শন করছে। একে অপরের হত্যাচক্রান্তে আত্মনিয়োগ করছে। তাই আজ ভারতের জাতীয় সংহতি বিপন্ন। ইংরেজ প্রবর্তিত সাম্প্রদায়িক ভাগ-বাঁটোয়ারা পরবর্তীকালে স্বাধীন সরকার অবলম্বিত ভাষার ভিত্তিতে অঙ্কন বিভাজন এই বিদ্বেষ কলুষিত অতিসংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গীর জনক। ইতিমধ্যেই বহু গৃহ দগ্ধ হয়েছে। বীভৎস নরহত্যা হয়েছে অগণিত। অসংখ্য নারী লাঞ্ছিত হয়েছে, ব্যাপক তিক্ততা ও হিংসা প্রশ্রয় পেয়েছে। পরিণতিতে রবীন্দ্রনাথ- কল্পিত এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে রক্তগঙ্গার লোহিত জলধারা প্রবাহিত হয়েছে। সাংস্কৃতিক ঐক্যচেতনার মুক্ত অঙ্গনে বহু বিস্তৃত জনপদে আবাসিত ভারতবাসীকে বদ্ধ করতে না পারলে জাতিগত অপমৃত্যু স্বাভাবিক। ধর্ম পৃথক, ভাষা পৃথক, আঞ্চলিক ভূমিপ্রকৃতি স্বতন্ত্র। কিন্তু বহুযুগ প্রবাহিত সংস্কৃতি- ধারায় ভারত অবিচ্ছেদ্য, সংহত একটি জাতি। প্রাদেশিক বিভাজন আপাত সীমারেখা মাত্র, মানসিকতার দ্বৈতবোধজাত নয় এই বাস্তব সত্যে মানুষকে উদ্‌বোধিত ও ঐক্যবদ্ধ করতে পারলে তবেই বন্ধন দৃঢ় হবে অর্থনৈতিক স্বার্থবিচার করে নিশ্চিত হতে হবে ভারতবাসী একই আর্থনৈতিক মানচিত্রে পরস্পরের স্বার্থের অংশীদার। একদিকে এই বাস্তব জীবন প্রয়োজন ও অপরদিকে মূল উৎসগত জাতীয় দীক্ষা বিদ্বেষ-প্রসূত সঙ্কীর্ণ অনৈক্যবোধকে বিদূরিত করতে পারবে। এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে পুনরায় ভারতীয় মহাজাতির জাগরণ ঘটবে।

9. যন্ত্র সভ্যতা

যে যন্ত্র মানুষের শ্রম লাঘব করে ও মানুষকে দক্ষ করে জীবনসংগ্রামে তাকে অপরাহত সৈনিক করে তুলতে আবির্ভূত হয়েছিল, সেই কল্যাণকামী শক্তিটি আজ মানুষের মনকে শৃঙ্খলিত করে তুলেছে। প্রকৃতি মানুষের জীবনধারণের শর্ত, সেই প্রকৃতির ভান্ডারকে দু'হাতে লুঠে নেওয়ার ও প্রকৃতির ভান্ডারজাত

সম্পদকে জীবনোপযোগী ও বিচিত্র-উদ্দেশ্যসাধক করে তোলার জন্যই যন্ত্রের প্রয়োগ শুরু হয়েছিল সুদূর অতীতে। কিন্তু এই সামাজিক কল্যাণচেতনা থেকে যেদিন যন্ত্রের বিচ্ছেদ ঘটল সেদিন থেকে তার দানবমূর্তি প্রকটিত হল। মনুষ্যজাতির বর্তমান সভ্যতার কেন্দ্রভূমিতে এই যন্ত্রের অনিবার্য ভূমিকা , তাই আজকের সভ্যতা যন্ত্রসভ্যতা। কিন্তু যন্ত্রের কল্যাণীমূর্তির পাশে বীভৎস হিংস্ররূপ বর্তমান যুগে প্রকট হয়ে উঠেছে। হয়ত মানুষের দুর্নিবার লোভ যন্ত্রকে বিধ্বংসী করে তুলেছে, অথচ কল্যাণবুদ্ধির প্রেরণাতেও যন্ত্রবর্জন সম্ভব নয়। সামাজিক জটিলতা, মানুষের চাহিদার বিপুলতা ও বিচিত্রমুখীনতা, প্রকৃতির ভাণ্ডারের ক্রমক্ষয়িষ্ণুতা, সর্বশেষে শক্তি-অর্জনের ও প্রভুত্বরচনার বিকৃতবুদ্ধি মনুষ্যরাজ্যে যন্ত্রকে অপরিত্যাজ্য করে তুলেছে। শক্তির বিবর্তন লক্ষ করলে বোঝা যাবে মানুষ কল্যাণ থেকে প্রয়োজনকে কত সহজে জীবনের চালিকাশক্তি করে তুলেছে। একসময় পশুশক্তি ছিল মানুষের দৈহিক শক্তির বিকল্প, ক্রমে ক্রমে এল বায়ুশক্তি, বাষ্পশক্তি, বৈদ্যুতিক শক্তি --- সর্বশেষে মানুষ পেল পারমাণবিক শক্তি। প্রতিটি শক্তিই যন্ত্রকে লক্ষণীয়ভাবে সবল থেকে সবলতর করে তুলেছে। একথা সত্য, যন্ত্রের এই ক্রমবিবর্তন মানুষের জীবনকে সহজ করে তুলেছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত ক্ষমতা প্রবল থেকে প্রবলতর হওয়ায় দুষ্টবুদ্ধির প্রেরণায় মানুষ আধিপত্যপ্রবণ হয়ে উঠেছে। সেই নবরচিত ভূমিতে নিয়েছে জাতিগত প্রতিযোগিতা, ক্ষমতার প্রতিদ্বন্দ্বিতা। আগ্রাসী ক্ষুধা বেড়েছে, যন্ত্রের নীরস অভিভাবকত্বে তার আবেগ-অনুভূতির দৈন্য ঘটেছে, আত্মকেন্দ্রিক লাভালাভে তাকে অভ্যস্ত করেছে। এ-সত্য যেমন ব্যক্তিজীবনে, তেমনই দেশগত, জাতিগত জীবনে প্রকটিত। পরিণতিতে পারস্পরিক সহযোগিতা -প্রতিযোগিতায় ও শক্তিদ্বন্দ্বে পরিণত হয়েছে। উৎপাদনের মাধ্যম হিসাবে যন্ত্রের প্রাধান্য পৃথিবীব্যাপী বিধ্বংসী প্রতিযোগিতার উর্বর ক্ষেত্র হয়ে উঠেছে। যন্ত্রের উপর দায়িত্ব চাপিয়ে মানুষের মনের অতৃপ্ত ক্ষুধাকে ও লোভকে এড়িয়ে গেলে অচিরেই পৃথিবী মারণযুগে অবতীর্ণ হবে। তাই মানুষের মনকে বিশুদ্ধ ও কল্যাণকর চিন্তার দ্বারা পরিশুদ্ধ ও সংযত করে যন্ত্রপ্রয়োগের অধিকারকে সীমিত করতে হবে। যন্ত্রকে লালসার দাস না করে, কল্যাণমুখী করে মৃত্যুর আতঙ্ক তথা অনিবার্য ধ্বংসাত্মক পরিণতি থেকে মানবসভ্যতাকে রক্ষা করতে হবে।

9ক.4 সমগ্র পাঠভিত্তিক প্রশ্ন

1. পঠিত প্রবন্ধগুলির লিখনরীতি অনুসরণ করে নীচে দেওয়া শিরোনামবিশিষ্ট অনুচ্ছেদগুলি রচনার চেষ্টা করুন -

   (ভাবাবেগে স্ফীত হয়ে বা ভাষায় অযথা লালিত্য সৃষ্টির মোহে আবিষ্ট হয়ে অর্থহীন বাক্‌বিস্তার বর্জনীয়)।---

   ক) শিক্ষা ও দেশভ্রমণ খ) ভারতের বিজ্ঞান সাধনা গ) সভ্যতার বিকাশে প্রযুক্তিবিদ্যা ঘ) দৈনন্দিন জীবনে বিজ্ঞান ঙ) আপনার প্রিয় ঋতু চ) সন্ত্রাসবাদ ও ভারত ছ) একটি শীতের সকাল জ) সমবায় আন্দোলন ঝ) টেলিভিশন।

2. **6-9 অনুচ্ছেদগুলি পড়ে নিজেদের মতো প্রশ্ন তৈরি করুন।**

9ক.5 আপনি যা যা শিখলেন

এই এককটি পাঠের পর আপনি

1. অনুচ্ছেদ কী তা জানতে পারলেন।
2. ভালো অনুচ্ছেদ লেখা সম্পর্কে ধরণা পেলেন।
3. শিরোনাম, বিষয়-বাক্য, রচনার বিন্যাস ইত্যাদি সম্পর্কে জানতে পারলেন।
4. পাঠগত প্রশ্নগুলির উত্তর দেওয়ার মাধ্যমে বোধশক্তি ও রচনা লেখার কুশলতা বৃদ্ধি করার উপায় জানতে পারলেন।

9খ

চিঠি লেখা

ব্যক্তিগত পত্র রচনা

9খ.1 ভূমিকা

চিঠি লেখার উদ্দেশ্য নিজের বক্তব্য অন্যকে লিখে জানানো। তাই চি সরল ভাষায় লেখা দরকার। যাকে লেখা হচ্ছে সে যেন চিঠি -লেখকের বক্তব্য-বিষয় ঠিকভাবে বুঝতে পারে।

আমরা প্রথমে বিভিন্ন চিঠির সম্বন্ধে আলোচনা করব। এর জন্য কিছু কিছু চিঠির নমুনা নিয়ে দেখব পত্রের বিভিন্ন অঙ্গ কী রকম হয়।

চিঠি দু ধরনের -- ব্যক্তিগত চিঠি ও সরকারি চিঠি। চিঠি পোস্টকার্ডে, অন্তর্দেশীয় পত্রে বা খামে পাঠানো যায়। সরকারি ব্যবস্থায় চিঠি রেজিস্ট্রি এবং স্পিড পোস্টেও পাঠানো যায়। বেসরকারি ব্যবস্থায়ও চিঠি পাঠানো যায়, —ক্যুরিয়ারের মাধ্যমে।

9খ.2 উদ্দেশ্য

এটি পাঠ করার পর আপনি নীচের বিষয়গুলো করতে পারবেন।

- ব্যক্তিগত চিঠি কী ভাবে লেখা হয় সে সম্পর্কে আপনার ধারণা হবে এবং আপনি লিখতে পারবেন।
- ব্যক্তিগত চিঠি যে বিষয় নিয়ে লেখা হবে সে বিষয়টি আপনি পরিষ্কারভাবে প্রকাশ করতে পারবেন।
- আপনি ঠিক ঠিক ভাবে চিঠি লিখতে গিয়ে পত্রেব বিভিন্ন অঙ্গের যথাযথ ব্যবহার করতে পারবেন।

9খ.3 পত্রের বিভিন্ন অঙ্গ

i) চিঠির উপরের ডানদিকে লেখেকের ঠিকানা ও তারিখ লিখতে হয়।

ii) একটু নীচে বাঁ দিকে যাকে চিঠি লেখা হচ্ছে তাকে বিভিন্ন শব্দ দিয়ে সম্ভাষণ করতে হয়।

iii) অল্প নীচে চিঠির মাঝামাঝি অংশে যে বিষয়ে চিঠি লেখা হবে, তা লিখতে হয়।

iv) চিঠির বক্তব্য সম্পূর্ণভাবে লিখতে হবে।

v) সবশেষে অভিবাদন ও লেখকের নাম লিখতে হবে।

vi) যাকে চিঠিটা লেখা হচ্ছে, তার ঠিকানা লিখতে হবে।

9খ.3 চিঠির বিভিন্ন অঙ্গের ছক

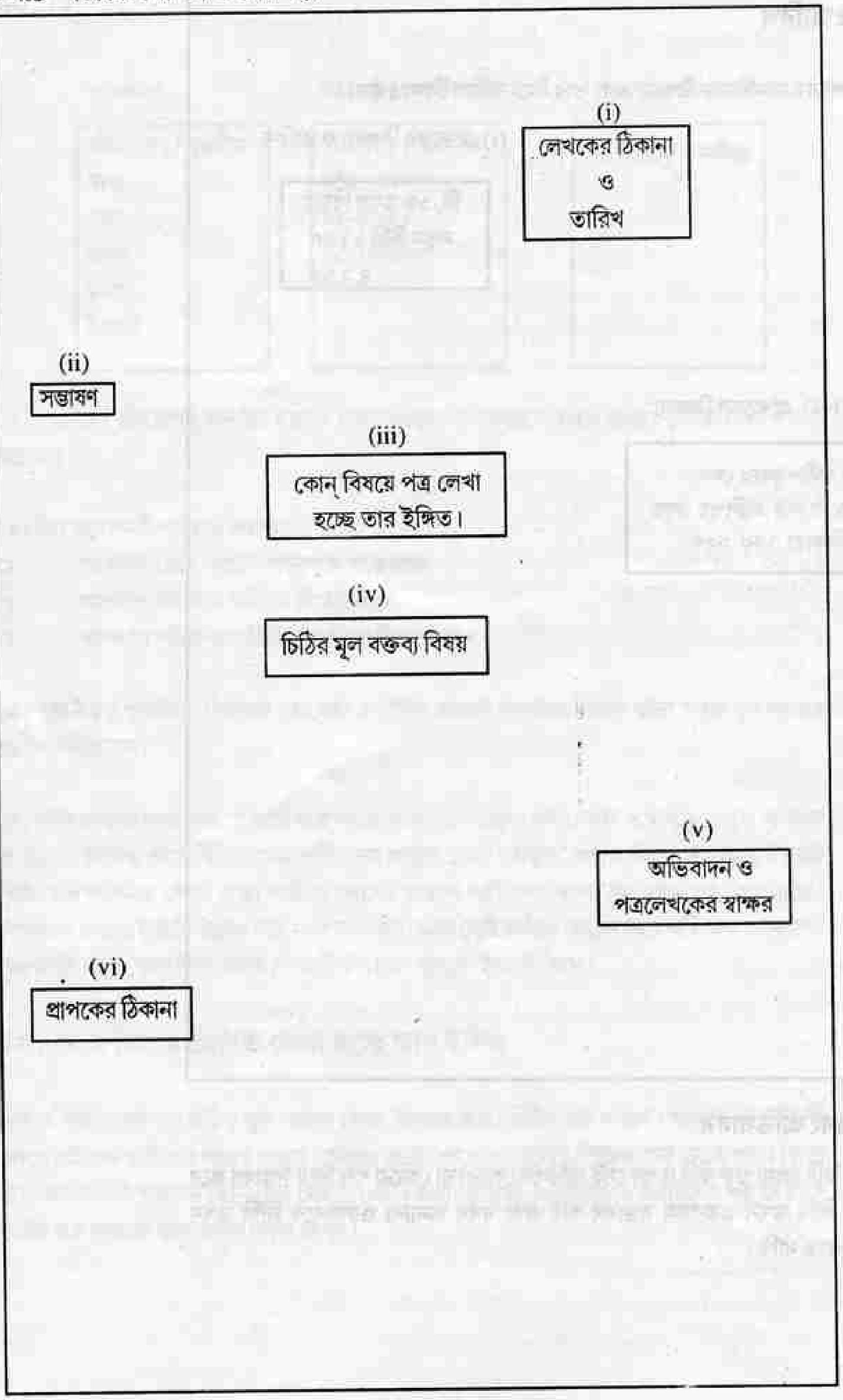

9খ.4 ঠিকানা ও তারিখ

পত্রের ডানদিকের ঠিকানা এবং তার নীচে তারিখ লিখতে হয়।

(i) প্রেরকের ঠিকানা ও তারিখ

বি, ১৬ বসন্ত বিহার
নতুন দিল্লি ১১০০
৪.২.৯৪

(vi) প্রাপকের ঠিকানা

শ্রী দিলীপকুমার সেন
৬২ বি নিউ আলিপুর রোড
কলিকাতা ৭০০ ০২৭

9খ.5 সম্ভাষণ এবং অভিবাদন

যখন আমরা কাউকে চিঠি লেখা শুরু করি তখন সেই ব্যক্তিকে কোনো না কোনো শব্দ দিয়ে সম্ভাষণ করে থাকি। যখন বন্ধুকে লিখি তখন একরকম সম্ভাষণ করি এবং যখন অন্যান্য গুরুজনকে লিখি তখন আলাদাভাবে সম্ভাষণ করে থাকি।

(ii) সম্ভাষণ

গুরুজনকে	সমবয়সি বা কনিষ্ঠকে	অনাত্মীয় গুরুজনকে
শ্রীচরণেষু / পূজনীয় বাবা দাদা কাকা মামা ইত্যাদি	প্রিয় বিনু / ভাই বিনু প্রিয় বোন ছায়া বন্ধুবরেষু / প্রতিভাজনেষু ইত্যাদি	মাননীয়ঠ/ মাননীয়া

(১) পূজনীয় / শ্রীচরণেষু, মাননীয় ইত্যাদি সম্ভাষণগুলো বিভিন্নভাবে বিভিন্ন ব্যক্তির ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়েছে।

(২) প্রিয় সম্বোধনটি ব্যবহার করা হয়

- আপনার চেয়ে ছোটো কাউকে লিখতে হলে
- আপনার সমবয়স্ক কাউকে লিখতে হলে
- আপনার ঘনিষ্ঠ বা পরিচিত কাউকে লিখতে হলে

(৩) পূজনীয় / পূজনীয়া / শ্রদ্ধেয় /শ্রদ্ধেয়া ইত্যাদির প্রয়োগ আপনার থেকে বড়ো অথচ খুব কাছের ব্যক্তিকে লিখবেন।

(৪) অভিবাদনের সময় লক্ষ্য রাখতে হবে কাকে আপনি লিখছেন। যদি কোনো সম্মানীয় জনকে মাননীয় বা শ্রদ্ধেয় উদ্দেশ্য করে চিঠি লেখেন অভিবাদন করতে হবে ' নমস্কার' অথবা আপনার একান্ত ইত্যাদি দিয়ে; যদি আপনার থেকে বড়ো কাউকে লেখেন তাহলে অভিবাদন জানাবেন প্রণাম সহ/ প্রণামান্তে/ আপনার/ স্নেহের ইত্যাদি উল্লেখ করে। যদি আপনার থেকে ছোট কাউকে লেখেন তবে অভিবাদন জানাবেন 'আশীর্বাদ সহ / 'ভালবাসা' নেবে / 'আশীর্বাদ গ্রহণ করবে' ইত্যাদি লিখে।

9খ.6 কোন বিষয়ে চিঠিতে লেখা হচ্ছে তার ইঙ্গিত

চিঠিতে সম্ভাষণের পর চিঠির মূল বক্তব্য বিষয় লিখতে হবে। চিঠির এই অংশের মাধ্যমে আপনি কী বলতে চাইছেন তাই হবে পত্রের বক্তব্য। আবার একে 'খবর' জানানোর বিষয়ও বলা যেতে পারে। মনে হবে, পত্রটি যিনি পড়বেন তিনি যেন সেই খবরটির জন্য অপেক্ষা করেছিলেন। সম্ভাষণের পর কীভাবে চিঠিটা শুরু করবেন তার একটা নমুনা দেখুন।

প্রিয় শুভ্রা আশাকরি তুমি ভাল আছ। অনেকদিন তোমার খবর পাইনি..

....

পত্রের বক্তব্য বিষয় ঃ

যদি চিঠিটা প্রথম লেখা হয় তাহলে প্রথম অনুচ্ছেদেই খবরটা পরিস্কার করে জানিয়ে দিতে হবে। যদি চিঠি আগে থেকেই লেখা-লিখি চলতে থাকে অর্থাৎ কারো চিঠি পেয়ে যদি উত্তর দিতে হয়, তাহলে অবশ্যই আগের চিঠির উল্লেখ করবেন এবং সেই চিঠির তারিখ অথবা অন্য কোনো বিষয় উল্লেখ করবে।

যেমন

তোমার ২৫/১/৯৪ তারিখের চিঠিটা আজ পেলাম। তুমি আগের চিঠিতে তোমার শরীর খারাপের কথা লিখেছিলে।

যদি বক্তব্য বিষয়টা খুব বড় হয়, তাহলে ২/৩ টি অনুচ্ছেদ ব্যবহার করবেন। প্রথম অনুচ্ছেদে আসল কথাটা বলে পরের অনুচ্ছেদগুলোতে তাকে ভালোভাবে বুঝিয়ে দিতে হবে। নতুন কোন কথা/ খবর জানাবার থাকলে নতুন অনুচ্ছেদ ব্যবহার করবেন।

চিঠি লেখা শেষ করে শেষ অনুচ্ছেদটি লেখার পর এইভাবে লিখবেন—

— তোমার উত্তরের অপেক্ষায় রইলাম
— তোমার কল্যাণ হোক
— আশীর্বাদ করবে / করবেন
— ধন্যবাদ সহ
— আপনাকে বিব্রত করার জন্য ক্ষমাপ্রার্থী
— আপনার মূল্যবান সময় নষ্টের জন্য দুঃখিত

শেষ শব্দ এবং স্বাক্ষর ঃ

চিঠিটা শেষ হয়ে গেলে নিজের নাম লেখার আগে কিছু শেষ শব্দ ব্যবহার করতে হয়। যেমন— আপনার স্নেহের / তোমার দাদা/দিদি / তোমার স্নেহের ভাই/বোন / আপনার অনুগত / ভবদীয় /ভবদীয়া, তোমার / আপনার / স্নেহধন্য/ স্নেহধন্যা, আপনার একান্ত / আপনাদের / শুভাকাঙ্ক্ষী / শুভেচ্ছা সহ / অভিবাদন সহ / নমস্কারান্তে /শ্রদ্ধান্তে / শ্রদ্ধাসহ / ইত্যাদি যথাযোগ্য স্থানে প্রয়োগ করা হবে। শেষ শব্দগুলো নতুন পংক্তিতে আলাদাভাবে লিখতে হবে। তারপরে একটা 'কমা' দিতে হবে। শেষ শব্দের নীচে পত্রলেখকের নাম লিখতে হবে; অবশ্য পুরোনাম নয় — নামের প্রথম অংশ/ অতি পরিচিত'র ক্ষেত্রে ডাকনাম। পুরোনাম শুধুমাত্র অপরিচিত, অনাত্মীয় কিংবা শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিকে লিখতে হবে।

তোমার স্নেহের শিবু	ভবদীয় যতীন্দ্র নাথ দাস

৭খ.৪ (vi) ঠিকানা ঃ চিঠিটা শেষ হবার পর পোষ্টকার্ড / খাম অথবা অন্য কোন লেফাফার ওপর যাকে চিঠি লেখা হচ্ছে তার পুরো ঠিকানা লিখতে হবে।

যেমন—

- পুরোনাম (যাকে চিঠি পাঠানো হচ্ছে)
- নির্দিষ্ট ঠিকানা — বাড়ির নম্বর /রাস্তার নাম / শহর, রাজ্য।
- গ্রাম / ডাকঘর (পোষ্ট অফিস)/ জেলা
- সম্ভব হলে পিনকোড নম্বর (পোষ্ট অফিসের নম্বর) ব্যবহার করতে হবে যাতে ঠিক জায়গায় চিঠিটা পৌঁছায়।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী	শ্রী শিবরাম রায়।
ফ্ল্যাট নং-৬৩	গ্রাম — নীলগঞ্জ,
বি, ১৬ বসন্ত বিহার,	পো ঃ অঃ - বারাসাত
নতুন দিল্লি-১১০০৫৭	জেলা - ২৪ পরগনা (উ)

৭খ.9 1. নীচে পত্রলেখার কিছু নমুনা দিচ্ছি যাতে চিঠি লেখার রীতি বুঝতে পারবেন এবং সেই অনুযায়ী নতুন নতুন চিঠি লিখতে পারবেন।

ব্যক্তিগত পত্রের কিছু নমুনা ঃ
কোনো পারিবারিক শুভ অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানিয়ে বন্ধুকে চিঠি।

(আমাদের বাড়িতে আনন্দের অনুষ্ঠানে আমরা আনন্দিত হই আবার কোনো দুঃখের অনুষ্ঠানে আমরা দুঃখিত হই, মন বিষাদে ভরে থাকে। এখানে একটি আনন্দের অনুষ্ঠানের কথা লেখা হচ্ছে।)

অশোক অ্যাভেনিউ,
দুর্গাপুর
জেলা - বর্ধমান
তারিখ ১৪/৬/৯২

প্রিয় রমলা,

আগামী ১৫ই আগস্টের কথা মনে আছে তো ভাই? না, না, স্বাধীনতা দিবসের জন্য নয় --- তোমার কি মনে নেই ঐ দিন আমার জন্মদিন? গতবছর তোমাকে আসার জন্যে বারবার লিখেছিলাম। তুমি তো এলেই না। তার জন্যে আমার ছোটবোনের কাছে কত কথা শুনতে হয়েছিল। তখন আমার কি খারাপ লাগছিল কী বলব! এবার কিন্তু আর কোনো অজুহাতই শুনব না। আমার আব্বাজান ও আম্মা তোমাকে এই জন্মদিনের অনুষ্ঠানে আসার জন্যে বিশেষভাবে বলেছেন। তুমি এলে খাওয়া-দাওয়ার পর নৌকা করে দামোদর নদে ঘুরে আসব।

এত করে লিখলাম, এসো কিন্তু। তুমি আমার আন্তরিক ভালবাসা নিও। তোমার আব্বাজান ও আম্মিকে সালাম দিও। ছোটদের স্নেহ ভালবাসা দিও। ইতি--

তোমারই

সালমা

রমলা সেন
প্রযত্নে -- শ্রীদিনেশ সেন।
আগরপাড়া স্টেশন রোড,
পো ঃ - আগরপাড়া
জেলা - ২৪ পরগনা (উ)

চিঠির বিষয়

পারিবারিক চিঠি

১। শোকে সান্ত্বনা
২। অসুস্থ বন্ধুকে সান্ত্বনা
৩। দুর্ঘটনার বর্ণনা
৪। পরীক্ষার কৃতিত্বে অভিনন্দন

ব্যবহারিক চিঠি

৫। মুক্ত বিদ্যালয়ে ভর্তি
৬। মুরগির খামারের জন্য আবেদন
৭। গোবর গ্যাস প্ল্যান্ট
৮। বিশুদ্ধ পানীয় জলের জন্য
৯। চিকিৎসা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার জন্য
১০। অনুপস্থিতির জন্য
১১। প্রীতি ফুটবল খেলা/ক্রিকেট খেলা

২. বন্ধুর পিতার আকস্মিক অকাল মৃত্যুতে সান্ত্বনা জানিয়ে চিঠি।

(পরিবারে বাবা মা ও কোনো নিকট আত্মীয়ের মৃত্যুতে আমরা শোকে কাতর হয়ে পড়ি। তখন যদি কোন বন্ধুর সান্ত্বনা দেওয়া চিঠি আসে, তবে শোক অনেকটা কমে যায়। এখানে এরকম একটি চিঠির নমুনা দেওয়া হল।)

৩০, বি. এন. সেন রোড,
সৈদাবাদ
পোঃ খাগড়া,
জেলা -- মুর্শিদাবাদ
তারিখ -- ২৪/৫/৯১

প্রিয় সুমন,

চিঠিতে তোর বাবার আকস্মিক মৃত্যুর কথা জেনে আমি অত্যন্ত বেদনা বোধ করছি। এই দুঃখের সময় তোকে সান্ত্বনা দেবার মতো কথা খুঁজে পাচ্ছি না। তোর বাবা আমাকে পুত্রের মতো স্নেহ করতেন । আমিও তাঁকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতাম। কঠোর পরিশ্রম করে তিনি তোদের গরিব সংসারটিকে গড়ে তুলেছিলেন । তাঁর অকাল মৃত্যুতে তোদের সংসারের যে কত ক্ষতি হল তা সহজেই অনুমান করতে পারছি।

তবে বন্ধু এই দুঃসময়ে তোর কাছে আমার অনুরোধ, একেবারে ভেঙে পড়িস না। তোর মা ও ছোট বোনদের কথা চিন্তা করে ধৈর্য ধর। এই অসময়ে যদি আমি তোর কোনো সাহায্যে আসতে পারি তা হলে বিনা দ্বিধায় তা আমায় জানাবি। তোদের সকলের জন্য আমার আন্তরিক সমবেদনা রইল।

তুই আমার অন্তরিক ভালবাসা নিস, ছোট বোনদের আমার স্নেহাশিস দিস। ইতি--

তোর একান্ত
সমর

সুমন সরকার
প্রযত্নে -- প্রয়াত দেবপ্রিয়া সরকার,
রানাঘাট পালপাড়া।
পোঃ রানাঘাট
জেলা - নদীয়া

3. **অসুস্থ বন্ধুকে সান্ত্বনা জানিয়ে চিঠি।**

(সুস্থ কোনো মানুষ গুরুতর অসুস্থ যখন হয়ে পড়ে, তখন সে একা হয়ে যায়। তখন সে কাছে কাউকে চায়। বিভিন্ন কাজে ব্যস্ত থাকার ফলে সকলের পক্ষে সবসময় তার কাছে থাক সম্ভব হয় না। ঠিক সেইসময় যদি কোনো বন্ধুর সান্ত্বনা দেওয়া চিঠি আসে তখন তার কিছু আনন্দ হয়, অসুস্থতা যেন অনেকটা কমে যায় সান্ত্বনা জানিয়ে লেখা একটা চিঠির নমুনা নীচে দেওয়া হল।)

রামরাজাতলা
পোঃ সাঁত্রাগাছি।
জেলা-- হাওড়া
তারিখ - ১৩/৩/৯৩

বন্ধুবর কল্লোল,

গতকাল তোমার ভাইয়ের চিঠিতে তোমার শারীরিক অসুস্থার কথা জেনে অত্যন্ত চিন্তিত হলাম। তার চিঠিতে জানলাম যে বেশ কিছুদিন ধরে তোমার শরীর ভালো যাচ্ছে না। এখন তুমি অত্যন্ত অসুস্থ হয়ে পড়েছ। তুমি পড়াশোনায় অত্যন্ত ভালো, বারবার এরকম অসুখ করলে পড়াশোনায় ক্ষতির চিন্তায় আশঙ্কিত হচ্ছি।

তুমি তোমাদের পারিবারিক চিকিৎসক ডাঃ এ, কে, হুসেনের চিকিৎসাধীন আছ। তাঁর পরামর্শমতো ওষুধপত্র খেলে এবং পথ্যের ব্যাপারে তাঁর পরামর্শমতো চললে আশাকরি অল্প দিনের মধ্যে তুমি সুস্থ হয়ে উঠবে। মোট কথা তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে তুমি কলেজে আসতে শুরু কর, এ-ই আমাদের কাম্য।

তোমার জন্য বিশেষ চিন্তায় থাকলাম, আরোগ্যলাভের সংবাদে নিশ্চিন্ত করবে। মেহবুব চাচা ও তোমার আম্মিজানকে আমার আদাব দিও।

তুমি আমার প্রাণভরা মহব্বৎ নিও। ইতি-

তোমারই বন্ধু

এরশাদ

কল্লোল রহমান চৌধুরি
প্রযত্নে জনাব মেহবুব রহমান চৌধুরি,
হাসপাতাল রোড
চন্দননগর,
জেলা - হুগলী

4. **আপনার দেখা একটা দুর্ঘটনা বর্ণনা করে বন্ধুকে একখানা চিঠি লিখুন**

(প্রতিদিন রাস্তায় চলাচলের পথে আমাদের কত দুর্ঘটনার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। কেউ হয়ত লরি অথবা স্কুটারের ধাক্কা য় আহত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হচ্ছে, আবার গুরুতর দুর্ঘটনায় কারো বা সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু ঘটেছে। এ ধরনের ঘটনা অত্যন্ত মর্মান্তিক। এখানে এমনি একটা দুর্ঘটনা বর্ণনা করে লেখা চিঠির নমুনা দেওয়া হল।)

১২, স্টেশন রোড,
কৃষ্ণনগর,
পোঃ - কৃষ্ণনগর
জেলা - নদিয়া
তারিখ - ৪/৭/৯০

বন্ধুবর শ্যামল,

আজ আমার মনটা খুবই খারাপ। বারবারই একটা করুণ স্মৃতি মনে পড়ে যাচ্ছে। তাই মনের বেদনা দূর করার জন্যে তোমাকে চিঠি লিখতে বসেছি।

গতকাল স্কুল থেকে বাড়ি ফিরছি। তখন বিকেল ৪ টে। একটা ৯/১০ বছরের ছেলে পিঠে স্কুলের ব্যগ নিয়ে বাড়ি ফিরছিল। কোনো দিকে না তাকিয়ে সে রাস্তা পার হতে গেল, হঠাৎ উল্টো দিক থেকে আসা একটা লরি তীব্রবেগে এসে তাকে চাপা দিল। এক করুণ আর্তনাদ আমার কানে এল। তারপর তাকিয়ে দেখি ছেলেটির রক্তাক্ত দেহ রাস্তায় পড়ে আছে। ছেলেটির রক্তে পিচঢালা রাস্তা ভেসে যাচ্ছে। ছেলেটির রক্তমাখা বইগুলো রাস্তায় ছড়িয়ে পড়েছে। এই বীভৎস ঘটনা দেখে আমি সেইখানে জ্ঞান হারালাম। জ্ঞান ফিরতে দেখলাম জড়ো হওয়া মানুষদের মধ্যে দুটি যুবক ছেলেটিকে নিয়ে একটা ট্যাক্সি করে চলে গেল, মনে হয়, হাসপাতালেই। যখনই ঐ রক্তমাখা মুখখানা মনে পড়ছে তখনই আমি বুকে অসহ্য ব্যথা অনুভব করছি।

আজ এখানেই শেষ করছি। তুমি আমার ভালবাসা নেবে। গুরুজনদের আমার প্রণাম দেবে। পত্রের উত্তর দেবে। ইতি—

তোমার বন্ধু
বিজয়

শ্যামল চৌধুরী
প্রযত্নে — শ্রী সুব্রত চৌধুরী
ঠাকুরপুকুর দত্তপাড়া
পো ঃ ঠাকুরপুকুর
জেলা ২৪ পরগণা (দ.)

5. পরীক্ষায় কৃতিত্বে অভিনন্দন জানিয়ে দিদির চিঠি।

(জীবনে যারা শিক্ষা, খেলাধুলা অথবা অন্যান্য বিষয়ে কৃতিত্ব অর্জন করে, সকলে তার প্রশংসা করে এবং অভিনন্দন জানায়। বন্ধুবান্ধব অথবা আত্মীয়স্বজনের অভিনন্দন জানিয়ে লেখা চিঠি তাকে উৎসাহিত করে। এখানে অভিনন্দন জানিযে চিঠির একটি নমুনা দেওয়া হল।)

২০ কলেজ রোড,
পো ঃ বিষ্ণুপুর
জেলা - বাঁকুড়া
১১/৮/৯১

স্নেহের অতনু,

গতকাল তোমার চিঠি পেয়েছি। তুমি অষ্টম শ্রেণী থেকে প্রথম হয়ে নবম শ্রেণীতে উঠেছে। এটা বাড়ির সকলের কাছে অত্যন্ত আনন্দের খবর। এর চেয়ে ভালো সংবাদ আর কি হতে পারে! আমার শশুর ও শাশুড়ি তোমার সাফল্যের খবর পেয়ে খুবই খুশি হয়েছেন এবং তোমাকে তাঁদের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। আমিও তোমাকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। তুমি বরাবরই পড়াশোনায় গ্রামের সেরা ছেলে ছিলে। এজন্যে তোমাকে তোমার শিক্ষক মশায়রা অত্যন্ত স্নেহ করতেন। আশা করি, তুমি ভবিষ্যতে সব পরীক্ষাতেই 'স্টার মার্কস' পেয়ে তোমার বিদ্যালয়ের এবং গ্রামের নাম উজ্জ্বল করবে।

তুমি আমার স্নেহ ও শুভেচ্ছা নিও। মা বাবা ও গুরুজনদের আমার প্রণাম ও ছোটদের আমার প্রীতি ও ভালবাসা জানাচ্ছি। ওখানকার কুশল সংবাদ দিও।

ইতি
আর্শীবাদিকা
তোমার দিদি

অতনু ভট্টাচার্য
প্রযত্নে — শ্রী সুধীর ভট্টাচার্য
পোড়ামাতলা
পো ঃ নবদ্বীপ
জেলা ঃ নদীয়া

9 খ .10 পাঠগত প্রশ্ন

1. নীচের চিঠিটা এলোমেলোভাবে লেখা আছে। চিঠি লেখার নিয়ম অনুসারে চিঠিটা ঠিকভাবে লিখুন।

ঠিকানা
তনুশ্রী সেনগুপ্ত
প্রযত্নে শ্রী বিমলকুমার সেনগুপ্ত
তেঁতুলতলা
পোঃ অঃ - হালিশহর।
জেলা - ২৪ পরগণা (উ)

প্রিয় তনুশ্রী,

গতকাল তোমার চিঠি এবং তোমার পাঠানো সুন্দর উপহার দুটোই আমি পেয়েছি। আমার জন্মদিনে তোমার পাঠানো উপহারটি আমার কাছে সবচেয়ে মূল্যবান বলে মনে হয়েছে। তুমি আমাকে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পথের পাঁচালি' বইখানা পাঠিয়েছ। বইখানা পড়ার আমার বহুদিনের ইচ্ছা ছিল। যাহোক তোমার এই উপহারের কথা চিরদিন আমার মনে থাকবে।

তোমার চিঠিতে তোমার অসুস্থতার কথা জেনে চিন্তিত আছি। আশা করি তুমি ইতি মধ্যে সুস্থ হয়ে উঠেছ। কেমন আছ তা জানিয়ো। গুরুজনদের আমার প্রণাম দিও। তুমি আমার আন্তরিক ভালবাসা নিয়ো।

ইতি--
মুনমুন,

কৃষ্ণা রায়
প্রযত্নে - শ্রী দেবাশিস্ রায়
২০, কলেজ রোড,
পোঃ অঃ - চাকদহ
জেলা - নদীয়া
তারিখ ৬/২/৯২

2. চিঠি লেখার নিয়ম অনুসারে সম্পূর্ণ করে লিখুন।

বন্ধুবরেষু,

বিকাশের কাছে শুনলাম পরীক্ষায় পাশ না করতে পেরে তুমি একেবারে ভেঙে পড়েছ। কিন্তু একটা পরীক্ষায় খারাপ হয়েছে বলে কি অমনভাবে ভেঙে পড়তে হয় ?

....

....

....

....

....

....

....

9 খ .11 সমগ্র পাঠ্যবিষয় ভিত্তিক প্রশ্ন

1. নীচের সংকেতের সাহায্যে ঘটনার বিবরণ দিয়ে আপনার বন্ধুর কাছে একখানা চিঠি লিখুন।

সংকেত ঃ রাস্তার ধারে একটা পার্ক -------কয়েকটি ছোট ছেলে ঘুড়ি ওড়াচ্ছিল ---- উড়ন্ত ঘুড়ির পেছনে ধাওয়া, মাঝরাস্তা --------- উল্টো দিক থেকে এক বাস ---------- দুটি ছেলে বাসের তলায় ---------- তাদের রক্তাক্ত দেহ ------- হাসপাতাল; কয়েকঘন্টা পর ----- ------ অকালে দুটি জীবন শেষ।

2. লেখাপড়ায় মনোযোগ দেবার জন্য পরামর্শ দিয়ে ছোট ভাইকে একখানা চিঠি লিখুন।

3.আপনার গ্রামের বাড়িতে গ্রীষ্মের ছুটি কাটাবার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়ে বন্ধুকে একখানা চিঠি লিখুন।

9.12 ব্যবহারিক চিঠি

9 খ .12.1 ভূমিকা ঃ আমরা সাধারণত বন্ধুবান্ধব এবং আত্মীয়স্বজনের কাছে চিঠি লিখি। এই ধরনের চিঠিকে আমরা ব্যক্তিগত চিঠি বলি । এ ছাড়া অন্য এক ধরনের চিঠি আছে, এই চিঠি যাঁকে উদ্দেশ্য করে লিখি তাঁকে আমরা ব্যক্তিগতভাবে নাও চিনতে পারি। অথচ তাঁকে বিশেষ প্রয়োজনের জন্য চিঠি লিখতে হচ্ছে। এই ধরনের চিঠি হল ব্যবহারিক চিঠি। এই দুই ধরনের চিঠির ভাষা এক রকমের হয় না, বিষয় যেমন আলাদা ভাষা ও রীতি তেমনি আলাদা। ধরা যাক, বন্ধুকে আমরা একটি চিঠি লিখছি, সে চিঠির বি ষয় ও ভাষা যেমন হবে, চাকরির জন্য আবেদন করে যে চিঠি লেখা হবে তার ভাষা হবে অন্যরকম। ওপরের আলোচনা থেকে বুঝতে পারলেন ব্যবহারিক চিঠির ভাষা ও রীতি আলাদা। এই রকম চিঠির বি,য় সংক্ষিপ্ত ও যথাযথ হতে হবে। অনাবশ্যক বিষয়-বাহুল্য সব সময় বর্জিত হবে। যে উদ্দেশ্য চিঠি লেখা সে উদ্দেশ্য যাতে কার্য্যকর হয় সে সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে। এই ধরনের চিঠির ভাষা বিনীত ও সৌজন্যমূলক হবে।

9 খ .12.2 উদ্দেশ্য ঃ এই পাঠটি পড়বার পর আপনি নীচের বিষয়গুলি লিখতে পারবেন

- ব্যবহারিক পত্র কীভাবে লেখা হয় সে সম্পর্কেআপনার ধারনা হবে এবং নিজেই ব্যবহারিক পত্র লিখতে পারবেন।
- ব্যবহারিকপত্র রচনার যে বিভিন্ন অঙ্গ আছে তারপ্রয়োগ করতেপারবেন।
- ব্যবহারিক চিঠিটি যে বিষয় নিয়ে লেখা হবে, সে বিষয়টি আপনি পরিষ্কারভাবে প্রকাশ করতে পারবেন
- যথাযথভাবে ব্যবহারিক চিঠি লিখতে পারবেন।

9 খ .11.3 ব্যবহারিক পত্র লেখার বিভিন্ন অঙ্গ

মনে রাখবেন চিঠি লেখার কয়েকটি সুনির্দিষ্টি রূপ ও রীতি আছে।
চিঠির উপরের ডানদিকে প্রেরকের ঠিকানা দিতে হবে।
ঠিকানার নীচে তারিখ দিতে হবে।
চিঠির ওপরে, একটু নীচে বাঁ দিকে, প্রাপকের পদ ও ঠিকানা দিতে হবে। প্রাপকের নাম জানা থাকলে কর্মক্ষেত্রে তাঁর পদের কথা উল্লেখ করতে হবে। যেমন অধিকর্তা/ প্রধান শিক্ষক ইত্যাদি।
এর নীচে সম্ভাষণ, মাননীয়/শ্রদ্ধেয়, ইত্যাদি।
চিঠির উপরের দিকে বিষয়বস্তু প্রসঙ্গ এক কথায় লিখতে হবে।
এর পর চিঠির মূল বিষয়।

চিঠির শেষে ধন্যবাদ জানাতে হবে।
ধন্যবাদের শেষে ডান দিকে ইতি লিখতে হবে।
সর্বশেষে নাম বা স্বাক্ষর থাকবে।

ব্যবহারিক পত্ররচনার বিভিন্ন অঙ্গের ছক

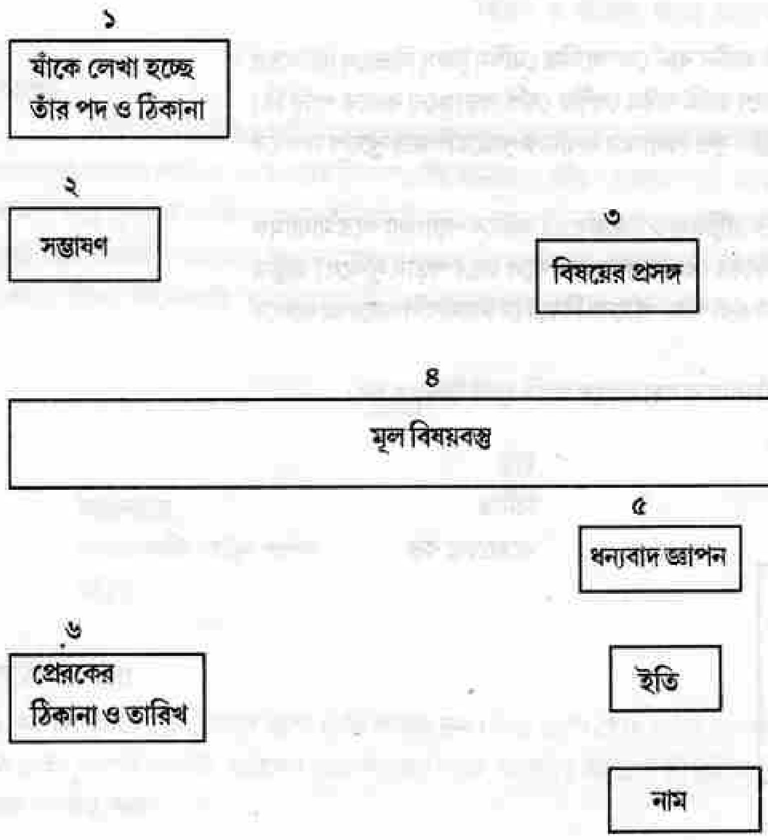

9 খ .12.4 ব্যবসায়িক কিছু আদর্শ পত্রের নমুনা

নরেন্দ্র একটি কারখানায় কাজ করে। ছোটোবেলায় সে লেখাপড়া ছেড়ে দিয়েছিল। সংবাদ পত্রে রাষ্ট্রীয় মুক্ত বিদ্যালয়ের কথা সে জেনেছে। ভর্তির নিয়মাবলি জানবার জন্য অধিকর্তা, রাষ্ট্রীয় মুক্ত বিদ্যালয়, বি ৩৫ কৈলাস কলোনি, নিউ দিল্লি এই ঠিকানায় চিঠি লিখছে --

মাননীয়
অধিকর্তা,
রাষ্ট্রীয় মুক্ত বিদ্যালয়
বি ৩৫ কৈলাস কলোনি
নিউ দিল্লি ১১০০৪৮

বিষয় ঃ রাষ্ট্রীয় মুক্ত বিদ্যালয়ে পড়ার ব্যাপারে নিয়মাবলি-সম্বলিত পুস্তিকা পাঠাবার জন্যে অনুরোধ।

শ্রদ্ধেয় মহাশয়,

আমি একজন শ্রমিক। আমি মার্টিন বার্ন কোম্পানির মেশিন টুলস্ বিভাগে ফিটারের কাজ করি। পারিবারিক কারণে আমি অষ্টম শ্রেণীর বেশি পড়াশুনো করতে পারি নি। সম্প্রতি আমি সংবাদপত্রে রাষ্ট্রীয় মুক্ত বিদ্যালয়ে মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষার সুযোগ সম্পর্কে জানতে পারলাম।

এখন আমি আপনাদের রাষ্ট্রীয় মুক্ত বিদ্যালয়ের অধীনে পড়াশুনা করে মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে চাই। দিনের বেলায় কাজ করি বলে রাত্রে পড়ার সুবিধে। রাষ্ট্রীয় মুক্ত বিদ্যালয়ে ভর্তির ব্যাপারে এবং পঠন পাঠনের বিষয়ে যে নিয়মাবলি আছে তা জানতে আমি আগ্রহী।

অনুগ্রহ করে নিয়মাবলী পাঠাবার ব্যবস্থা করলে আমি খুবই উপকৃত হব।

ইতি
১১.২.৯৬ বিনীত
নরেন্দ্রচন্দ্র কর

নরেন্দ্রচন্দ্র কর
২০ নিরুপমা দেবী রোড
গোরা বাজার
পো ঃ বহরমপুর
জেলা ঃ মুর্শিদাবাদ।

পাঠগত প্রশ্ন

১. কলকাতায় সত্যজিৎ রায় ফিল্ম আর্কাইভ গঠিত হয়েছে। এখানে চলচ্চিত্র সম্পর্কিত কোনো শিক্ষালাভের সুযোগ আছে কি না এ সম্পর্কে জানতে চেয়ে অধিকর্তা, ফিল্ম আর্কাইভ কলিকাতা - ১৫ এই ঠিকানায় একটি চিঠি লিখুন।

২. আপনি রাষ্ট্রীয় মুক্ত বিদ্যালয়ে পড়াশুনা করছেন। অতিরিক্ত পাঠের জন্য আপনি আপনার এলাকার একটি বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার ব্যবহার করতে চান। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের কাছে অনুমতি প্রর্থনা করে চিঠি দিন।

৩. আপনি হোটেল ম্যানেজমেন্ট পড়তে চান। ভর্তির কী নিয়ম, কী কী বিষয় আছে, কতদিনের কোর্স জানতে চেয়ে অধিকর্তা, হোটেল অ্যান্ড কেটারিং ইন্স্টিটিউট, ২৩ তারাতলা রোড্ কলকাতা এই ঠিকানায় চিঠি দিন।

9 খ .12.5 আপনি গ্রামের এক বেকার যুবক। আপনার বাড়িতে আপনি একটি মুরগির খামার গড়ে তুলতে চান ।এ ব্যাপারে আপনার ঋণের প্রয়োজন ।তাই আপনার প্রকল্পের কথা বিস্তারিত জানিয়ে কীভাবে আপনি ঋণপেতে পারেন এ ব্যাপারে সাহায্য চেয়ে গ্রামীণ ব্যাংক ম্যানেজারের কাছে চিঠি দিন।

নরেন্দ্রপুর
পোঃ গড়িয়া
৫/১/৮৮

মাননীয়
ম্যানেজার
কামালগাজি গ্রামীণ
ব্যাংক

বিষয় ঃ ঋণের জন্য আবেদন

মহাশয়,

সবিনয়ে জানাচ্ছি, আমি নরেন্দ্রপুর অঞ্চলের এক বেকার যুবক। আমার বাবার সামান্য আয়ে আমাদের সংসার চলে না। তাই আমি ঠিক করেছি আমাদের বাড়ির সংলগ্ন খালি জায়গায় একটি মুরগির খামার গড়ে তুলবো। আমাদের বসত বাড়িটি বাবার নামে আছে। আমার নিজস্ব কোনো পুঁজি বা জমি নেই। এই প্রকল্পে ঋণলাভের কোনো সুযোগ আছে কি না জানতে পারলে বাধিত হব। আপনি আমাকে কোনো সুযোগ দিলে আমি স্বনির্ভর হয়ে উঠতে পারব বলে আমার বিশ্বাস আছে।

বিনীত
শ্যামল পাল

ম্যানেজার,
কামালগাজি গ্রামীণ ব্যাংক
গড়িয়া।

পাঠগত প্রশ্ন

১. আপনি একটি গোবর গ্যাস প্ল্যান্ট তৈরি করতে চান। কিন্তু প্ল্যান্ট তৈরি করার মত আপনার আর্থিক সঙ্গতি নেই। আপনি সমবায় ব্যাংকের ম্যানেজারের কাছে আপনার প্রকল্পের বিস্তারিত বিবরণ দিয়ে ঋণের জন্য দরখাস্ত করুন।

২. গ্রামের বাড়িতে আপনি একটি মাশরুম প্রকল্প তৈরি করার কথা ভেবেছেন । কিন্তু আপনার সঞ্চয় কম, তাই আপনার প্রকল্পের বিস্তারিত বিবরণসহ অধিকর্তা, ভারতের রাষ্ট্রীয় ব্যাংক ব্যারাকপুর, ২৪ পরগণা (উ) -- এই ঠিকানায় ঋণের জন্য দরখাস্ত করুন।

৩. আপনি আপনার বাড়িতে মৌমাছি পালন প্রকল্প তৈরির কথা ভেবেছেন। আপনাদের সংসার বাবার সামান্য আয়ে চলে না। আপনার নিজের কোন আর্থিক সঙ্গতি নেই যাতে এই প্রকল্প রূপায়িত করতে পারেন। তাই স্থানীয় ব্যাংক ম্যানেজারকে প্রকল্পের বিস্তারিত বিবরণ জানিয়ে ঋণলাভের জন্য দরখাস্ত করুন।

9 খ.12.6

3. আপনি যে গ্রামে বাস করেন সেই গ্রামে বিশুদ্ধ পানীয় জলের খুব অভাব। গ্রামবাসীরা পুকুর ও জলাশয়ের জল ব্যবহার করে, এতে নানা ধরনের রোগ দেখা দিচ্ছে। স্বাস্থ্যরক্ষার কারণে পানীয় জলের সরবরাহ একান্ত প্রয়োজন। গ্রামবাসীর পক্ষ থেকে আপনি পঞ্চায়েত প্রধানের কাছে অঞ্চলে একটি নলকূপ বসানোর প্রার্থনা জানিয়ে চিঠি লিখুন।

বৌঁচি
সুতাহাটা
১৫.২.৮৫

মাননীয়
পঞ্চায়েত প্রধান
নন্দীগ্রাম পঞ্চায়েত
সুতাহাটা
মেদিনীপুর

শ্রদ্ধেয় মহাশয়,

আপনি অবগত আছেন যে আপনার এলাকায় বৌঁচি গ্রামে পানীয় জল নিয়ে সমস্যা দেখা দিয়েছে। ঐ গ্রামের জনসংখ্যা প্রায় এক হাজারের ওপর। এই বিস্তৃত অঞ্চলে ব্যবহারের জন্য দুটি পুকুর আছে। তার মধ্যে একটি পুকুর শ্যাওলা ও কচুরিপানার জন্যে ব্যবহারের অযোগ্য। এই অবস্থা দেখে আপনি গতবছর একটি নলকূপ বসিয়েছিলেন। কিন্তু কয়েক মাসের মধ্যে নলকূপটি ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে পড়েছে। গত মাসে আন্ত্রিক রোগে দুজন গ্রামবাসীর মৃত্যু হয়েছে। এছাড়া এই এলাকার বহুলোক আমাশয় ও উদরাময় রোগে ভুগছে। জনস্বাস্থ্য রক্ষার জন্য অবিলম্বে এখানে একটি নলকূপ বসানো দরকার।

আশা করি বিষয়ের গুরুত্ব উপলব্ধি করে আপনি জরুরি ভিত্তিতে উপযুক্ত একটি নলকূপ বসানোর ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

আমার অভিনন্দন গ্রহণ করুন।

ইতি
বিনীত
কমলকুমার হাটি

পঞ্চায়েত প্রধান
নন্দীগ্রাম পঞ্চায়েত

পাঠগত প্রশ্ন

আপনার গ্রামে কোনো চিকিৎসাকেন্দ্র নেই। গ্রামের অধিবাসীদের চিকিৎসার জন্য পাঁচ মাইল দূরে চিকিৎসাকেন্দ্রে যেতে হয়। এই কারণে আপনি জেলা আধিকারিক, মেদিনীপুরকে আপনার গ্রামে একটি স্বাস্থ্যকেন্দ্র স্থাপনের অনুরোধ জানিয়ে চিঠি লিখুন।

২. আপনার গ্রামে কোন ডাকঘর নেই। ডাকটিকিট ও মানি অর্ডার করতে গ্রামবাসীদের কয়েক মাইল দূরে অবস্থিত পোস্ট অফিসে যেতে হয়। তাই পোস্ট মাস্টার জেনারেল, জি পি ও কলিকাতা - ১ কে আপনাদের অসুবিধার কথা জানিয়ে আপনার গ্রামে একটি পোস্ট অফিস স্থাপন করতে অনুরোধ করে চিঠি লিখুন।

৩. আপনার এলাকায় বারবার বিদ্যুতের পরিবাহী তার নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। ফলে বিস্তীর্ণ এলাকা প্রায়ই অন্ধকারে থাকে। এই অসুবিধে দূর করার জন্যে অধিকর্তা, পশ্চিমবঙ্গ বিদ্যুৎ পর্ষদ এই ঠিকানায় চিঠি দিন।

9 খ .12.7

4. এবার আপনারা ছুটি প্রর্থনা করে চিঠি কিভাবে লিখতে হয় তা শিখবেন। ইতিপূর্বে আপনি যে ব্যবহারিক চিঠি শিখেছেন। এ চিঠি তা থেকে অন্য ধরনের কর্মক্ষেত্রে নানাকারনে ছুটি নিতে হয়। কর্তৃপক্ষের কাছে উপযুক্ত কারন দেখিয়ে ছুটি নিতে হয়। ছুটির চিঠি দুরকমের হতে পারে। ক) আগে আগের থেকে ছুটি চেয়ে দরখাস্ত খ) না জানিয়ে আপনি অনুপস্থিত হয়েছেন, এবার ছুটি মঞ্জুরের জন্য দরখাস্ত।

মাননীয় অধিকর্তা,
রিমা মেটাল ইন্ডাস্ট্রিজ্
হাওড়া

বিষয় ঃ অনুপস্থিতির কারণ দেখিয়ে ছুটি প্রার্থনা

মহাশয়,

আমি সবিনয়ে জানাচ্ছি যে গত ১৫ ই মার্চ ১৯৯৮ থেকে ২১ শে মার্চ আমাশয় রোগে আক্রান্ত হবার দরুণ কাজে যোগ দিতে পারিনি। বাড়িতে দ্বিতীয় কোনো ব্যক্তি না থাকায় আমার অনুপস্থিতির কথা আপনাকে আগে জানাতে পারি নি। এ জন্য আমি দুঃখিত। আমি ওই সাতদিনের ছুটি মঞ্জুর করার জন্য আপনার কাছে বিনীত আবেদন করছি। বর্তমানে আমি কাজে যোগদানের পক্ষে শারীরিক ভাবে সমর্থ হয়েছি। এই সঙ্গে চিকিৎসকের সুপারিশপত্র যুক্ত করে দিলাম।

আমার অভিবাদন গ্রহণ করবেন,

ইতি
আপনার বিশ্বস্ত
সমীরকুমার ঘোষ,
বয়লার ডিপার্টমেন্ট - অধিকর্তা,

অধিকর্তা,
রিমা মেন্টাল ইন্ডাস্ট্রিজ
কদমতলা
হাওড়া

পাঠগত প্রশ্ন

১. আপনি শহরে থাকেন। একটি ছোট কারখানায় কাজ করেন। আপনার দাদু হঠাৎ মারা গেছেন। খবর পেয়ে আপনি গ্রামের বাড়িতে চলে গেছেন। সাতদিন বাদে আপনি ফিরে এসেছেন। আপনার অনুপস্থির কারণ দেখিয়ে কর্তৃপক্ষের কাছে ছুটি মঞ্জুরের জন্য চিঠি লিখুন।

২. আপনার বোনের বিয়ের ঠিক হয়েছে। অভিভাবক হিসেবে আপনি ছাড়া বাড়িতে আর কেউ নেই। এই বিয়ের জন্য আপনি আপনার কর্মস্থলে পাঁচদিন উপস্থিত থাকতে পারবেন না। এই কারণ দেখিয়ে ছুটি মঞ্জুরের জন্য কর্তৃপক্ষের কাছে চিঠি লিখুন।

৩. আপনি একটি বই এর দোকানে কাজ করেন। আপনি মাদ্রাজে বেড়াতে যাবার সুযোগ পেয়েছেন। এজন্য আটদিনের ছুটি চেয়ে বইয়ের দোকানের মালিকের কাছে দরখাস্ত দিন।

9খ.12.8 একটি ক্লাবের সম্পাদক প্রীতি ফুটবল খেলার জন্য একটি ক্লাবের সম্পাদককে অনুরোধ জানিয়ে পত্র লিখেছে। নীচে তার নমুনা দেওয়া হল।

সবুজ সংঘ
টালিগঞ্জ
কলকাতা — ২৯
২০. ২. ৮৫

মাননীয় সম্পাদক,
কালীঘাট মিলন সংঘ
কলকাতা - ২৬

বিষয় ঃ প্রীতি ফুটবল খেলা

মহাশয়,

আগামী শনিবার ২৭.২.৯৪ তারিখে আমাদের খেলার মাঠে একটি প্রীতি ফুটবল খেলার আয়োজন করেছি। ঐ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহনের জন্য আমরা আপনাদের 'টিমকে' সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। আশা করি আপনারা আমাদের আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে ওই দিনটিতে বেলা ৪টেয় আমাদের খেলার মাঠে উপস্থিত থেকে খেলায় অংশগ্রহণ করে বাধিত করবেন।

আগামী বুধবারের মধ্যে আপনাদের সম্মতি জানতে পারলে আমাদের পক্ষে উক্ত খেলার আয়োজন করা সহজ হবে।

প্রীতি শুভেচ্ছান্তে

রামকৃষ্ণ পাল
সম্পাদক
সবুজ সংঘ

সম্পাদক
কালীঘাট মিলন সংঘ
কালীঘাট
কলকাতা - ২৬

পাঠগত প্রশ্ন

১. আপনার ক্রিকেট ক্লাব প্রতি বছর বড়দিনে একটি আমন্ত্রণী ক্রিকেট প্রতিযোগিতা করে থাকে। আপনার প্রতিবেশী ক্রিকেট ক্লাবের সম্পাদককে এই প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করতে অনুরোধ জানিয়ে একটি চিঠি লিখুন।

২. আপনার ক্লাবের সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষে একটি বিতর্ক প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে।

৩. স্থানীয় প্রতিবন্ধী ছাত্রদের কল্যাণে আপনাদের ক্লাব একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে। সম্পাদক হিসাবে আপনি এই অনুষ্ঠানে পৌর প্রধানকে উপস্থিত থাকার আমন্ত্রণ জানিয়ে একটি চিঠি লিখুন।

9 খ .12.9 সমগ্র পাঠ্যবিষয় ভিত্তিক প্রশ্ন

1. নীচের একটি চিঠিতে অতিরিক্ত শব্দ দেওয়া আছে। প্রয়োজনীয় শব্দটি রেখে বাকি শব্দগুলি কেটে দিন।

মহেশখালি
দঃ ২৪ পরগণা
৫/৩/৯৪

মাননীয় সম্পাদক / অধিকর্তা / অধ্যক্ষ
বনবিভাগ / স্বাস্থ্য বিভাগ / শিক্ষা বিভাগ
পশ্চিমবঙ্গ সরকার

শ্রদ্ধেয় / মহাশয় / সুধী,

আপনি অবগত আছেন যে দক্ষিণ চব্বিশ পরগণায় দীর্ঘদিন ধরে অসাধু ব্যবসায়ীদের চক্রান্তে বড় বড় গাছ কাটা হচ্ছে। আমাদের মহেশখালি গ্রামেও লোভী ব্যবসায়ীদের থাবা পড়েছে। ফলে গ্রামে বড় বড় গাছগুলো নির্মূল হয়ে গেছে, আবার সুন্দরবনের কাছে বলে বা গ্রামের মাটিও নোনা হবার ফলে সব গাছ ভাল হয় না। আমরা গ্রামের অধিবাসীরা সামাজিক বনসৃজন প্রকল্প গড়ে তুলতে চাই। এই ধরনের মাটিতে কী কী গাছ ভাল হতে পারে সে সম্পর্কে আমাদের ভাল ধারণা নেই। তাই গ্রামবাসীদের পক্ষ থেকে আপনাকে একজন বিশেষজ্ঞ ও কিছু চারা গাছ পাঠাতে অনুরোধ করছি। আশা করি, আপনার সহৃদয় সাহায্যে আমাদের সামাজিক বনসৃজন প্রকল্প সফল হবে।

নমস্কারান্তে / ধন্যবাদান্তে / পরিশেষে

সুবোধ মন্ডল

অধিকর্তা / অধ্যক্ষ / সভাপতি
স্বাস্থ্যবিভাগ / বনবিভাগ

2. নীচে একটি চিঠির মূল অংশ দেওয়া আছে। চিঠি সম্পূর্ণ করতে গেলে কি কি অংশ যুক্ত হবে তা লিখুন। মূল অংশের সঙ্গে সঙ্গতি থাকে একমাত্র সে- সব শব্দই ব্যবহার করবেন।

আমি হেয়ার স্কুলে দশম শ্রেণীতে পড়ি। ছোটবেলা থেকেই আমি টেবিল টেনিস খেলছি। বিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে আন্ত বিদ্যালয় টেবিল টেনিস প্রতিযোগিতাতেও অংশ গ্রহণ করে বিজয়ীর সম্মান অর্জন করেছি। আমার বিদ্যালয়ের ক্রীড়া শিক্ষক আমার দক্ষতা দেখে অত্যন্ত খুশি। তাঁর অভিমত, আমি উপযুক্ত প্রশিক্ষণ পেলে আরও উন্নতি করতে পারব। কিন্তু এ ব্যাপারে তিনি একজন দক্ষ প্রশিক্ষকের সাহায্য নিতে বলেছেন। আমি বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে গিয়ে আপনাদের প্রশিক্ষন কেন্দ্রের কথা শুনেছি। শুধু তাই নয়, আপনাদের প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের প্রতিযোগীদের সঙ্গে পরিচিত হয়ে ও তাদের খেলা দেখে আমার ভালো লেগেছে। আমি এই সুযোগ নিতে চাই। আপনাদের প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ভর্তি হতে গেলে কী কী শর্ত পালন করতে হয়, অনুগ্রহ করে আমাকে জানালে কৃতজ্ঞ থাকব।

(পরের পাতায় ছকটি দেখে নিন)

এফ সি এইচ কোয়ার্টার
সেক্টর ১৩
হলদিয়া

১৫.২.৮৬

মাননীয় অধ্যক্ষ
অগ্রগামী কোচিং সেন্টার

মহাশয়

অগ্রগামী এডুকেশন সেন্টার
৪০ সদানন্দ রোড কলিকাতা - ২৬

ইতি

বিনীত

মুকুলচন্দ্র সেন।

3. নীচে একটি চিঠি দেওয়া আছে। চিঠি ঠিকমতো সাজানো নেই। আপনি ঠিক জায়গায় সাজিয়ে চিঠি লিখুন।

১৩. ৫. ৮৮
১৩. এম . এন. সেন লেন
টালিগঞ্জ

মহাশয়

মাননীয়
বনপাল
জলদাপাড়া
সংরক্ষিত বনাঞ্চল
জলপাইগুড়ি

বিষয় ঃ বন বিভাগে থাকার ঘর সংরক্ষণ

আমরা এই গ্রীষ্মের ছুটিতে সাতদিন জলদাপাড়া বনাঞ্চলে থাকব বলে ঠিক করেছি। আমাদের পরিবারের সভ্যসংখ্যা চার। আমাদের ইচ্ছে আপনাদের সংরক্ষিত বনের মধ্যে যে কুটীর আছে তারই একটি ঘরে থাকব। এই সংরক্ষিত ঘরের সংরক্ষনের কাছাকাছি অঞ্চলের দর্শনীয় স্থানের বিস্তৃত বিবরণ যদি পাঠিয়ে দেন তাহলে আপনাদের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ থাকব।

ধন্যবাদান্তে
বনপাল
জলদাপাড়া
সংরক্ষিত বনাঞ্চল
জলপাইগুড়ি

ইতি
সমীর কুমার সেন

৪. নীচের চিঠির কোনো কোনো জায়গায় শব্দ নেই। চিঠির অর্থের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে শূন্যস্থানে পূর্ণ করুন।

মাননীয় -------
বিড়লা --------- মিল
হাওড়া

------ পদের জন্য --------

হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড পত্রিকায় ৪ঠা জানুয়ারি ১৯৯৪ সালে প্রদত্ত বিজ্ঞাপন অনুযায়ী বিক্রয় কারীর পদের জন্য বিনীত আবেদন করছি। আমার ----------- কুড়ি। শরীর সবল। আমি মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক প্রথম ------ পাশ করেছি। স্নাতক হবার পর একটি রবার ফ্যাক্টরির বিক্রয়কারী হিসেবে কাজ করেছি দুই বছর। আমার -- আপনি যদি--------- দেন আপনার পছন্দমত কাজ করে আমার --- প্রমাণ করতে পারব।

আশা করি আমার আবেদন ব্যর্থ হবে না

____

সমীরকুমার দাস

----

9 খ .12.10 নীচের চিঠিতে মূল বিষয় লেখা নেই। বিষয়টি লিখে ঠিকমত সাজান।

৪০ ভবানন্দ রোড
টালিগঞ্জ
কলিকাতা-২৯

মাননীয়
অফিসার ইন চার্জ
টালিগঞ্জ থানা

বিষয় ঃ বাড়িতে চুরির ব্যাপারে অভিযোগ

ধন্যবাদান্তে
কমলকুমার পাত্র

নীচে 4নং পূর্ববর্তী চিঠি সম্পূর্ণ করে দেওয়া হল

৫ এস আর দাস রোড
টালিগঞ্জ
৫.১.৮৫

মাননীয় অধিকর্তা
বিড়লা জুট মিল

বিষয় ঃ বিক্রয়কারীর পদের জন্য আবেদন

মহাশয়,

টাইমস্ অফ্ ইন্ডিয়া পত্রিকায় ৪ঠা জানুয়ারি ১৯৮৫ সালে প্রদত্ত বিজ্ঞাপন অনুযায়ী বিক্রয়কারীর পদের জন্য বিনীত আবেদন করছি। আমার বয়স কুড়ি বছর। শরীর সবল। আমি মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে পাশ করেছি। স্নাতক হবার পর একটি রবার ফ্যাক্টরির বিক্রয়কারী হিসাবে দুবছর কাজ করেছি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস আপনি যদি সুযোগ দেন আপনার পছন্দমতো কাজ করে আমার যোগ্যতা প্রমাণ করতে পারব।

আশা করি, আমার আবেদন ব্যর্থ হবে না।

বিনীত
সমীরকুমার দাস

মাননীয়
অধিকর্তা
বিড়লা জুট মিল
হাওড়া

10

বঙ্গভূমির প্রতি

মাইকেল মধুসূদন দত্ত

10.1 ভূমিকা

ব্যারিস্টার হওয়ার জন্য মাইকেল মধুসূদন দত্ত ১৮৬২ সালের জুলাই মাসের শেষ দিকে ইংল্যান্ড যান। বিদেশে পাড়ি জমানোর মুখে মুখেই তিনি লেখেন 'বঙ্গভূমির প্রতি' কবিতাটি। এটি মধুসূদনের কোনো কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত নয়। এই রচনাটির প্রথম খোঁজ পাওয়া যায় রাজনারায়ণ বসুকে লেখা ১৮৬২র ৪ জুনের একটি চিঠির প্রসঙ্গে। পরে কবিতাটি 'সোমপ্রকাশ' পত্রিকায় ১৬ জুন প্রকাশিত হয়।

যত দূরেই যাই না কেন, জন্মভূমির কথা যে কোনোভাবেই ভোলা যায় না,— এই সত্য ফুটে উঠেছে কবির এই কবিতায়।

জন্মভূমি বঙ্গভূমির কাছে কবির বিনীত নিবেদন, বিদেশে তাঁর যদি কোনো বিপদ হয়, এমন কি মৃত্যুও হয়, তাহলে দেশজননী যেন তাঁকে ভুলে না যান। এই কবিতায় কবির মূল যে মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে তা হল— তাঁকে যেন সকলে মনে রাখে।

10.2 উদ্দেশ্য

এই কবিতাটি কয়েকবার পড়ার পরে আপনি

- জন্মভূমির প্রতি কবির গভীর ভালবাসা অনুভব করতে পারবেন।
- বাংলা মাকে ছেড়ে যাবার সময় কবির মনের অবস্থা কী হয়েছিল, তা প্রকাশ করতে পারবেন।
- কবি দূরে চলে গেলেও দেশমাতা যেন তাঁকে মনে রাখেন, কবির এই আকুলতার তাৎপর্য বুঝতে পারবেন।
- কবির গভীর স্বদেশ বোধের মর্ম উপলব্ধি করতে পারবেন।
- শুধু বাংলাদেশই নয় বাংলা ভাষার প্রতি কবির গভীর অনুরাগের পরিচয় পাবেন।

10.3 মূলপাঠ ও শব্দার্থ

1. রেখো, মা, দাসেরে মনে এ মিনতি করি পদে।
সাধিতে মনের সাধ,
ঘটে যদি পরমাদ
মধুহীন করো না গো তব মনঃ কোকনদে।

1. মা – মাতা; জননী। কবি এখানে তাঁর জন্মভূমি বঙ্গ ভূমিকে মা বলে সম্বোধন করেছেন।
দাসেরে - সেবককে; সন্তানকে। এখানে কবি নিজেকে বঙ্গজননীর সন্তান বা সেবক হিসাবে তুলে ধরেছেন।
মিনতি - বিনীত প্রার্থনা বা নিবেদন, আবেদন, অনুরোধ।
পদে - পায়ে।
সাধিতে - সফল বা পূর্ণ করতে।

2. প্রবাসে, দৈবের বশে,
জীব-তারা যদি খসে
এ দেহ আকাশ হতে, নাহি খেদ তাহে।

3. জন্মিলে মরিতে হবে,
অমর কে কোথা কবে,
চিরস্থির কবে নীর, হায় রে, জীবন-নদে?
কিন্তু যদি রাখ মনে,
নাহি, মা, ডরি শমনে;
মক্ষিকাও গলে না গো, পড়িলে অমৃত-হ্রদে!

সাধ - ইচ্ছা, কামনা, অভিলাষ।
পরমাদ - নিদারুণ বিপদ। মূল সংস্কৃত শব্দ হল 'প্রমাদ'। এখানে মধ্যস্বরাগম বা স্বরভক্তি ঘটেছে।
মধুহীন - মউ বা ফুলের রসশূন্যতা। অন্য অর্থ কবি মধুসূদন শূন্য।
কোকনদে - রক্তপদ্মে।
2. **প্রবাসে** - বিদেশে বসবাসের সময়ে, বিদেশে।
দৈবের - অদৃষ্টের, ভাগ্যের।
বশে - প্রভাবে।
দৈবের বশে - দৈবাৎ; ভাগ্যক্রমে বা অদৃষ্টের ফেরে।
জীব-তারা - জীবনরূপ নক্ষত্র; প্রাণ বা আয়ুরূপ নক্ষত্র।
খসে-ঝরে পড়ে- খসে যায় অর্থাৎ মৃত্যু হয়।
দেহ-আকাশ- শরীররূপ আকাশ।
খেদ - আক্ষেপ; দুঃখ; অনুতাপ।
তাহে - তাতে।
3. **জন্মিলে** - জন্ম নিলে
অমর- মৃত্যুহীন বা চিরজীবী, অবিনশ্বর।
চিরস্থির - চিরকাল স্থির, অনন্তকালব্যাপী শান্ত।
নীর - জল;পানি।
জীবন-নদে – জীবন রূপ নদীতে, জীবনপ্রবাহে। কবি ও লেখকেরা জীবনকে প্রায়ই নদীর সঙ্গে তুলনা করে থাকেন।
ডরি - ভয় পাই, শঙ্কিত হই।
শমনে- যমকে; মৃত্যুকে।
মক্ষিকাও- মাছিও।

4. সেই ধন্য নরকুলে,
লোকে যারে নাহি ভুলে,
মনের মন্দিরে সদা সেবে সর্বজন;
কিন্তু কোন্ গুণ আছে,
যাচিব যে তব কাছে,
হেন অমরতা আমি, কহ, গো, শ্যামা জন্মদে!

5. তবে যদি দয়া কর,
ভুল দোষ, গুণ ধর,
অমর করিয়া বর দেহ দাসে, সুবরদে!
ফুটি যেন স্মৃতি-জলে,
মানসে, মা, যথা ফলে
মধুময় তামরস কি বসন্ত, কি শরদে!

অমৃত হ্রদে - সুধায় পূর্ণ হ্রদে। প্রচলিত ধারণা 'অমৃত' এমন এক ধরনের সুস্বাদু পানীয় যা পান করে দেবতারা অমর হন। কিন্তু 'অমৃতের' বাস্তব কোন ভিত্তি নেই। এটি একটি ধারণা মাত্র। যার কোন দিন শেষ নেই, মৃত্যু নেই, তাই অমৃত। মহাভারত ও পুরাণে অমৃত সম্বন্ধে নানারকম বর্ণনা আছে।

4. ধন্য- কৃতার্থ।

নরকুলে- মানবসংসারে; মানুষের সমাজে।

লোকে- জনসাধারণ; সাধারণ মানুষ।

সদা- সবসময়ে; সর্বদা।

সেবে- সেবা করে; পুজো করে।

সর্বজন-সকলে; সবরকম মানুষ।

যাচিব-চাইব; প্রার্থনা করব।

হেন-এরকম; এমন।

অমরতা-অমরত্ব; মৃত্যুহীনতা।

শ্যামা-জন্মদে-সবুজ শ্যামল জন্মদাত্রী বা শস্যশ্যামলা জন্মভূমি।

5. গুণ- কৃতিত্ব; সাফল্য; অবদান।

বর- আশীর্বাদ।

সুবরদে- সু(ভাল) বরদাত্রী বা আশীর্বাদ কারিণী।

স্মৃতি-জলে - স্মৃতিরূপ জলাশয়ে।

মানসে- মানস সরোবরে। এটি হিমালয়ের উত্তরে অবস্থিত একটি হ্রদ ও তীর্থস্থান। মানস শব্দের অন্য অর্থ হল মন।

মধুময়- মধুতে পরিপূর্ণ; পুষ্পরসে ভরা। পদ্মফুল দেখতে সুন্দর, আবার তার ভিতরে থাকে মধু।

তামরস- পদ্মফুল।

বসন্ত- বসন্তকাল। বাংলা ক্যালেন্ডারের হিসাবে ফাল্গুন ও চৈত্র- - এই দুই মাস জুড়ে বসন্তকাল।

শরদে- শরৎকালে। ভাদ্র- আশ্বিন দুই মাস শরৎকাল।

10.4 প্রাথমিক বোধবিচার

কবি বঙ্গভূমিকে কোন্ দৃষ্টিতে দেখেছেন?
বঙ্গভূমির কাছে কবির প্রার্থনা কী তা একটি বাক্যে লিখুন।
কীভাবে কবি মৃত্যুকে জয় করতে পারেন?
শ্যামা-জন্মদে' কথাটির মানে কি?

10.5 আলোচনা

কবি তাঁর জন্মভূমি বঙ্গভূমির কাছে বিনীত প্রার্থনা জানান যে মনের বাসনা পূর্ণ করতে গিয়ে যদি কোন বিপদ ঘটে তাহলেও যেন তিনি তাঁকে ভুলে না যান, তাঁর মনঃকোকনদ যেন মধুহীন না হয়।

দেশপ্রেমিক কবিমাত্রেই দেশকে মাতৃরূপে কল্পনা ও বন্দনা করে থাকেন। মধুসূদনও এর থেকে আলাদা নন। তিনি জানেন বিদেশ-বিভুঁয়ে তাঁর বিপদ ঘটতে পারে। এমনকি তাঁর মৃত্যুও অসম্ভব নয়। তা সত্ত্বেও কবি তখনই নিজের জীবন সার্থক মনে করবেন যখন বঙ্গজননী তাঁকে তাঁর মৃত্যুর পরেও মনে রাখবেন। এখানে কবি বাংলা মায়ের মনকে রক্তপদ্মের সঙ্গে তুলনা করেছেন। কবি কাতরভাবে আবেদন জানান, পদ্ম যেমন মধুশূন্য হয় না, বঙ্গজননীর মন থেকেও যেন কবি মধুসূদনের নাম মুছে না যায়।

বাংলা মায়ের মনে কবি চিরকাল টিকে থাকতে চান। 'বঙ্গভূমির প্রতি' কবিতাটির শুরুতেই মাইকেল মধুসূদন দত্ত ইংরেজ কবি বায়রনের একটি পংক্তি ব্যবহার করেন। সেটি হল My Native Land, Good night! বিদায়ের এই করুণ সুর গোটা কবিতাতেই ধরা পড়েছে। সঙ্গে সঙ্গে এখানে কবির কণ্ঠে বিনীত নিবেদন ঝরে পড়েছে। বিদেশে বসবাসকালে যে তিনি মারাও যেতে পারেন, সেই আশঙ্কাও রয়েছে। বস্তুত জন্মভূমির জন্য কবির ভালোবাসা, আবেগ এখানে আন্তরিক ও মর্মস্পর্শী।

10.5.1

রেখো, মা, দাসেরে মনে এ মিনতি করি পদে।
সাধিতে মনের সাধ,
ঘটে যদি পরমাদ,
মধুহীন করো না গো তব মনঃকোকনদে।

স্তবক 1

গদ্যরূপ

মা, তোমার পায়ে আমার এইমাত্র মিনতি, এই দাসকে তুমি মনে রেখো। মনের সাধ সাধন করতে (গিয়ে) যদি (কোনরকম) প্রমাদ ঘটে,(তবু) তোমার মনঃকোকনদটিকে যেন মধুহীন করো না।

10.5.2 স্তবক 2

প্রবাসে, দৈবের বশে,
জীব-তারা যদি খসে
এ দেহ-আকাশ হতে, নাহি খেদ তাহে।

গদ্যরূপ

দেব-বশে প্রবাসে যদি এই দেহ—আকাশ থেকে জীব-তারা খসে যায় তাতে (কোন) খেদ নেই।

আলোচনা

বিদেশে বসবাসকালে যদি কবি মারা যান তার জন্য তাঁর কোন আক্ষেপ নেই, দুঃখ নেই। জন্মভূমিকে বিদায় জানিয়ে বিদেশে পাড়ি দেবেন কবি। ঠিক সেই মুহূর্তে দেশের প্রতি তিনি তীব্র আকর্ষণ বোধ করেন। জীবনের প্রতি তাঁর টান জোরালো হয়, ভালোবাসা তীব্রতর। পাশাপাশি মৃত্যুর আশঙ্কাও তাঁর মনকে আচ্ছন্ন করে। ব্যারিস্টারি পড়বার উদ্দেশ্যে য়ুরোপ যাবার ইচ্ছাটা কৈশোর থেকেই তাঁর মনে দানা বাঁধছিল। এক ধরনের ভাবাবেগও তাঁর মধ্যে প্রবল হয়ে উঠেছিল। কিন্তু বাধা ছিল আর্থিক সঙ্গতি আর পরিবার-পরিজনের ভরণপোষণের চিন্তা। তাই আর্থিক অবস্থা মোটামুটি পাকা করেই কবি ১৮৬২ সালের ৯ জুন 'ব্যান্ডিয়া' জাহাজে চেপে য়ুরোপের উদ্দেশে পাড়ি জমান। জুলাই মাসের শেষদিকে ইংল্যান্ড পৌঁছান। য়ুরোপ যাত্রার ঠিক আগেই কবির মধ্যে একধরনের ভাবাবেগ তৈরি হয়। তাঁর মধ্যে মৃত্যুর আশঙ্কা দেখা দেয়। তবে নিজেকে আশ্বস্ত করেন এই বলে যে, যদি বিদেশে মৃত্যুই ঘটে তাতে দুঃখ করবার কোন মানে হয় না। প্রচলিত একটা ধারণা আছে যে, আকাশ থেকে কখনও কখনও তারা খসে পড়ে। এখানে দেহকে আকাশ হিসাবে আর জীবনকে নক্ষত্র বলে কবি কল্পনা করেছেন।

10.5.3 স্তবক 3

জন্মিলে মরিতে হবে,
অমর কে কোথা কবে,
চিরস্থির কবে নীর, হায় রে, জীবন-নদে?
কিন্তু যদি রাখ মনে,
নাহি, মা, ডরি শমনে;
মক্ষিকাও গলে না গো, পড়িলে অমৃত-হ্রদে!

গদ্যরূপ

জন্মগ্রহণ করলে (একদিন) মরতে হবে। কেউ অমর নয়। জীবন-নদে কি জল স্থির থাকে? কিন্তু যদি (আমাকে) মনে রাখো, (তাহলে) মা, শমনকে ভয় পাই না। অমৃত হ্রদে পড়ে গেলেও মক্ষিকা গলে না।

আলোচনা

কবি জানেন জন্মগ্রহণ করলে একদিন না-একদিন তাঁকে মৃত্যুবরণ করতেই হবে। কেউ এ পৃথিবীতে চিরকাল বেঁচে থাকে না। তবে অমরত্বের বাসনাও অস্বীকার করা যায় না। সেজন্যে কবি বিশ্বাস করেন, স্বদেশজননীর মনে যদি তিনি চিরকালের জন্য একটু জায়গা পান, তাহলেই তাঁর জীবন সার্থক হয়ে উঠবে। মৃত্যু মানবজীবনের অমোঘ, অনিবার্য পরিণতি। কিন্তু যদি দেশের জন্য, দশের জন্য কিছু করে মৃত্যু বরণ করা যায় তাহলেই জীবনের সার্থকতা। কবির বিনীত বাসনা, দেশমাতা যদি তাঁর মনে কবিকে একটু ঠাঁই দেন তাহলেই তিনি ধন্য। তিনি দেশবাসীর মনে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকতে চান। জন্মভূমি বঙ্গভূমির প্রতি কবির গভীর মমতা এখানে স্পষ্ট। তাঁর অমর হবার ইচ্ছাও এখানে সুন্দরভাবে ধরা পড়েছে। বহুদিনের প্রচলিত ধারণা আছে যে, অমৃত পান করলে অমর হওয়া যায়। এমন কি অমৃত সাগরে স্নান করলে বা পড়ে গেলে ছোট্ট মাছিও অমর হয়। কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত নিজেকে এখানে নগণ্য এক মাছির সঙ্গে তুলনা করেছেন। পাশাপাশি বাঙালির হৃদয়কে তিনি অমৃতের হ্রদ হিসাবে মনে করেছেন।

10.5.4 স্তবক 4

সেই ধন্য নরকুলে,
লোকে যারে নাহি ভুলে,
মনের মন্দিরে সদা সেবে সর্বজন;
কিন্তু কোন্ গুণ আছে,
যাচিব যে তব কাছে,
হেন অমরতা আমি, কহ, গো, শ্যামা জন্মদে!

গদ্যরূপ

যাকে লোকে ভুলে যায় না, মনের মন্দিরে সবসময়ে সকলে সেবা (উপাসনা) করে, সে-ই নরকুলে ধন্য । কিন্তু জন্মদা, শ্যামা মা, বল তো আমার এমন কী গুণ্ আছে (যার ফলে) তোমার কাছে আমি এ হেন অমরত্ব চাইব।

আলোচনা

যে মানুষ, মৃত্যুর পরেও মানবমনে স্মরণীয় হয়ে থাকেন তিনিই ধন্য ,সার্থক তাঁর মনুষ্য-জন্ম। কীর্তিই মানুষকে পৃথিবীতে অমর করে রাখে। কিন্তু কবি নিজের মধ্যে এমন কোন গুণ-খুঁজে পাচ্ছেন না যার ফলে তিনি দেশবাসীর কাছে অমরত্ব দাবি করতে পারেন। মৃত্যু মানবজীবনের এক অনিবার্য সত্য, নির্মম পরিণতি। তাকে এড়ানো যায় না কিছুতেই। জন্মের সঙ্গেই মৃত্যুর পরোয়ানা তৈরি হয়ে যায়। তবে সব মানুষের মধ্যেই আশা থাকে, মৃত্যুর পরেও যেন তাকে লোকে মনে রাখে। সেজন্য মানুষ নিরন্তর চেষ্টা করে কিছু অক্ষয় কীর্তি রেখে যেতে। সৃষ্টির মধ্যে, কর্মের ভিতরেই মানুষ ভবিষ্যতের কাছে স্মরণীয় হয়ে থাকে। বস্তুত মানুষ বেঁচে থাকে বয়সে নয়, বেঁচে থাকে তার কাজের ভিতর, কীর্তির মাঝখানে, কবি মাইকেল মধুসূদন তা বেশ ভালভাবেই জানতেন। তারই বিনম্র স্বীকৃতি এখানে ফুটে উঠেছে। পাশাপাশি নিজের ক্ষমতা সম্পর্কেও কবির এক ধরনের বিনয় এখানে পরিস্ফুট।

এই অংশে কবি খানিকটা আত্মসমালোচনা করেছেন। তাঁর মধ্যে, হতাশা, সংশয়ের সুর ফুটে উঠেছে। সঙ্গে সঙ্গে মানুষ হিসাবে মানুষ কীভাবে সার্থক হতে পারে, তারও আভাস দিয়েছেন। বাংলা মায়ের মনে চিরকাল জেগে থাকার আকুলতা এখানে ধরা পড়েছে।

10.5.5 স্তবক 5

তবে যদি দয়া কর,
ভুল দোষ, গুণ ধর,
অমর করিয়া বর দেহ দাসে,সুবরদে–
ফুটি যেন স্মৃতি-জলে,
মানসে, মা, যথা ফলে,
মধুময় তামরস কি বসন্ত কি শরদে।

গদ্যরূপ

সুবরদে! তবে যদি (তুমি) দয়া কর, দোষ ভুলে যাও, গুণ ধর, আর এই দাসকে অমর হওয়ার বর দাও, (তাহলেই সার্থক)। মা, মানস, সরোবরে যেমন বসন্তে, শরতে, মধুময় তামরস ফুটে থাকে, (আমিও) তেমনি (তোমার)স্মৃতি- জলে যেন ফুটে থাকি।

আলোচনা

জন্মভূমি বঙ্গভূমির কাছে কবির আকুল আবেদন, বঙ্গমাতা যেন তাঁর দোষত্রুটি ভুলে গিয়ে কেবল তাঁর সাফল্যগুলিই মনে রাখেন। তা হলেই তিনি দেশবাসীর হৃদয়ে চির-জাগরূক থাকবেন, অমরত্ব লাভ করবেন। মানস সরোবরে সকল ঋতুতেই শোভা পায় প্রস্ফুটিত পদ্ম। কবি মধুসূদনেরও একান্ত প্রার্থনা, তিনিও যেন সেরকমই দেশবাসীর মনে সর্বদা প্রস্ফুটিত থাকেন, স্মরণীয় হন।

বাংলা মায়ের সন্তান কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত তাঁর জন্মভূমি বঙ্গভূমির কাছে বিনীত বাসনা ব্যক্ত করেছেন। তিনি বলতে চান, মা যেমন সন্তানের সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করে, তেমনি বঙ্গজননী যেন কবির সমস্ত ত্রুটি-বিচ্যুতি ক্ষমাসুন্দর চক্ষে দেখেন।

এখানে কবির বিনয় যেমন ধরা পড়েছে, অনুরূপ মর্মস্পর্শী হয়েছে তাঁর অমরত্ব লাভের বাসনা। পাশাপাশি কবির দেশপ্রেম নিপুণভাবে ব্যক্ত হয়েছে।

পাঠগত প্রশ্ন -1.1

নীচের উত্তরগুলির মধ্যে যেটি নির্ভুল বলে মনে করেন তার পাশে ✓(টিক্) চিহ্ন দিন

1. 'বঙ্গভূমির প্রতি' কবিতায় মাইকেল মধুসূদন দত্ত প্রথমেই লিখেছেন,' রেখো, মা দাসেরে মনে।' এখানে 'মা' বলতে কবি কাকে বুঝিয়েছেন?

i) কবির জননী জাহ্নবী দেবীকে

ii) বিশ্বমাতাকে

iii) একজন সেবকের জননীকে

iv) জন্মভূমি বঙ্গভূমিকে

2. নীচের পংক্তিটি থেকে 'রক্তপদ্মে'র সমার্থক শব্দ খুঁজে বের করুন;
'মধুহীন করো না গো তব মনঃকোকনদে'

3. প্রবাসে বসবাস কালে দৈবের বশে কবির জীবনে কী ঘটতে পারে?

4. কবির ' দেহ-আকাশ' থেকে'জীবতারা যদি খসে' তাহলে কবির কী থাকবে না?

নীচের উত্তরগুলির মধ্যে যেটি নির্ভুল বলে মনে করেন তার পাশে ✓(টিক্) চিহ্ন দিন

i) আনন্দ থাকবে না

ii) কোন খেদ থাকবে না

iii) মৃত্যুভয় থাকবে না

iv) বন্ধুবান্ধব থাকবে না

5. ক) **নীচের বাক্য দুটি পড়ুন, এবং উত্তরে হ্যাঁ বা না লিখুন**

i) মৃত্যু কি মানবজীবনের অমোঘ, অনিবার্য পরিণতি?

ii) অমৃত হ্রদে মক্ষিকা পড়লে কি গলে যায়?

খ) **নীচের বাক্য গুলি পড়ুন, কবিতাটি পড়ে যে উত্তরটি ঠিক বলে আপনি মনে করেন তার পাশে বাক্সের মধ্যে ✓ (টিক্) চিহ্ন দিন**

i) ডাকাবুকো লোকেরাই নরকুলে ধন্য ☐

ii) যে দীর্ঘকাল শারীরিক ভাবে বেঁচে থাকে সে-ই নরকুলে ধন্য ☐

iii) অর্থবান ব্যক্তিই নরকুলে ধন্য ☐

iv) সে-ই নরকুলে ধন্য, যাকে লোকে ভোলে না ☐

6. 'যাচিব যে তব কাছে হেন অমরতা আমি কহ, গো, শ্যামা জন্মদে!'– এখানে 'শ্যামা জন্মদে' বলতে কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত যাকে বুঝিয়েছেন ——
(ঠিক উত্তরে ✓ টিক দিন)

i) নিজের মা জাহ্নবী দেবীকে

ii) জন্মভূমি বঙ্গভূমিকে

iii) শ্যামা নামে কোন পরিচিতা রমণীকে

iv) শ্যামা দেবীকে

7. 'বঙ্গভূমির প্রতি' কবিতায় কবি এক জায়গায় বলেছেন 'অমর করিয়া বর দেহ দাসে সুবরদে !'— এবার নীচের প্রশ্নগুলির সঠিক উত্তর বন্ধনীর ভিতর থেকে খুঁজে বের করুন।

   i) 'দাসে' বলতে কবি বুঝিয়েছেন— (নিজেকে/ গৃহভৃত্যকে/ দাসবংশীয় ব্যক্তিকে)

   ii) 'সুবরদে' বলে কবি সম্বোধন করেছেন—(সরস্বতীকে/বঙ্গভূমিকে/বালিকাকে)

8. ' মধুময় তামরস'- এর উল্লেখ পাওয়া যায় মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'বঙ্গভূমির প্রতি' কবিতায়। এখানে 'তামরস' শব্দটির সঠিক অর্থ কী তা নীচে প্রদত্ত অর্থগুলি থেকে বেছে নিন এবং ✓(টিক্)-চিহ্ন বসান।

   i) তামার পাত্রকে

   ii) এক ধরনের ফলের রসকে

   iii) পদ্মফুলকে

10.6 ব্যাকরণ ও ভাষারীতি

1. নীচের উদ্ধৃতিগুলিতে নিম্নরেখ সমাসবদ্ধ পদগুলি দেখুন। এর অনেকগুলির ব্যাসবাক্য ও সমাসের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। আবার বেশ কিছু পদের ব্যাসবাক্য করে দেওয়া আছে, কিন্তু সমাসের নাম নেই। এসব ক্ষেত্রে আপনি সমাসের নাম লিখুন।

i) <u>মধুহীন</u> করো না গো	মধু দ্বারা হীন	করণ তৎ পুরুষ সমাস
ii) <u>জীব-তারা</u> যদি খসে	জীব(জীবন) রূপ তারা	রূপক কর্মধারয় সমাস
iii) এ <u>দেহ-আকাশ</u> হতে	দেহ রূপ আকাশ	রূপক কর্মধারয়
iv) <u>চিরস্থির</u> করে নীর	চিরকাল ব্যেপে স্থির	কর্ম তৎপুরুষ
v) হায় রে <u>জীবন-নদে</u>	জীবন রূপ নদে	....
vi) পড়িলে <u>অমৃত-হ্রদে</u>	অমৃত রূপ হ্রদে	....
vii) সেই ধন্য <u>নরকুলে</u>	নরের কুল, তাতে	....

2. নীচের শব্দগুলির পাশাপাশি কোথাও দুটি করে তার সমার্থক শব্দ দেওয়া আছে, আবার কোন কোন ক্ষেত্রে তা দেওয়া নেই। যেখানে সমার্থক শব্দ দেওয়া নেই সেখানে দুটি করে সমার্থক শব্দ বসান।

i)	আকাশ	--------	অন্তরীক্ষ, গগন	
ii)	নীর	--------	জল, পানি	
iii)	শমনে	--------		
iv)	মন্দির	--------		
v)	সদা	--------		
vi)	তামরস	--------		

3. নীচের জোড়া জোড়া শব্দগুলি একটু লক্ষ করুন। এদের বানান আলাদা, অর্থও ভিন্ন অথচ এরা প্রায় সমোচ্চারিত শব্দ। এরকম প্রায়-সমোচ্চারিত শব্দের উদাহরণ দেখে বাকিগুলির অর্থ লিখুন।

i)	প্রবাসে	------	বিদেশে	প্রভাসে	—	পশ্চিম ভারতের তীর্থবিশেষে
ii)	খেদ	-------	আক্ষেপ	খেত	----	চাষের জমি

iii)	নীর	-------	[ ]	নীড়	----	[ ]
iv)	চির	-------	[ ]	চীর	----	[ ]
v)	কুলে	-------	[ ]	কূলে	----	[ ]

4. ভাষারীতির দিক থেকে যেসব শব্দ পদ্যে ব্যবহৃত হয়, তাদের কিছু কিছু গদ্যরূপ দেওয়া হল। এই উদাহরণগুলির সাহায্যে ফাঁকা জায়গায় অন্যগুলির গদ্যে ব্যবহৃত শব্দ বসান।

i)	দাসেরে	-------	দাসকে
ii)	পরমাদ	-------	প্রমাদ
iii)	তাহে	-------	[ ]
iv)	জন্মিলে	-------	[ ]
v)	যারে	-------	[ ]
vi)	তব	-------	[ ]

10.7 সমগ্র বিষয়ভিত্তিক মন্তব্য

কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত বিলেতে ব্যারিস্টার হতে যাবার ঠিক আগে 'বঙ্গভূমির প্রতি' কবিতাটি লেখেন। এখানে জন্মভূমি ছেড়ে অনেক দূরে চলে যাবার জন্যে এক ধরনের আকুলতা ফুটে উঠেছে। তাঁকে যাতে বাংলা মা ভুলে না যান সেজন্য কবি কাতর আবেদন জানিয়েছেন। ফলে বঙ্গভূমির প্রতি কবির টান এখানে মর্মস্পর্শী। কবি জানেন জীব মাত্রেই মৃত্যুর অধীন। তবে দেশবাসী যদি তাঁকে মনে রাখেন তাহলেই তিনি তাঁর জীবন সার্থক বলে মনে করবেন। এখানে কবির স্বদেশপ্রেমও স্পষ্ট। তিনি জন্মভূমিকে মা হিসাবেই বন্দনা করেছেন।

10.8 রচনাবৈশিষ্ট্য

মাইকেল মধুসূদন দত্তই বাংলা সাহিত্যে প্রথম আধুনিক গীতিকবিতা রচনা করেন। তাঁর এ ধরনের প্রথম কবিতাটির নাম 'আত্মবিলাপ'। 'বঙ্গভূমির প্রতি' কবি মধুসূদনের দ্বিতীয় গীতিকবিতা। সাধারণভাবে, গীতিকবিতা হল তাই যা কবির ভাবনা, অনুভূতিকে অন্যের মধ্যে ছড়িয়ে দেয় এবং পাঠকমাত্রেই সেই ভাবটিকে নিজের বলে মনে করে।

10.9 আপনি যা শিখলেন

- প্রবাসে দেশমায়ের প্রতি কবির গভীর ভালোবাসার কথা, কবির মনে দেশের কথা মনে পড়ে যাওয়ায় বাংলা মায়ের জন্য তাঁর আকুলতা।
- মানুষের কীর্তি যে তাকে চিরস্মরণীয় করে রাখে এ বিষয়ে কবির বিশ্বাস।
- কবিতায় ব্যবহৃত নতুন নতুন শব্দের অর্থ জেনে বাক্যে ব্যবহার করা।
- কবিতার মূল বক্তব্য লিখে জানাতে পারা।

10.10 সমগ্র পাঠভিত্তিক প্রশ্ন

1. 'জন্মিলে মরিতে হবে, অমর কে কোথা কবে' – কার লেখা, কোন্ কবিতার অংশ?
2. 'যাচিব যে তব কাছে হেন অমরতা আমি, কহ, গো, শ্যামা জন্মদে!' – কার রচনা? এখানে 'শ্যামা জন্মদে' কাকে বলা হয়েছে? তাঁর কাছে কবি কী বর চেয়েছেন?

3. 'ফুটি যেন স্মৃতি-জলে' ।— কে লিখেছেন ? কোন্ কবিতার অন্তর্গত ? 'স্মৃতি-জলে' বলতে যা জানেন লিখুন।
4. 'রেখো, মা, দাসেরে মনে,'— কার লেখা এবং, কোন্ কবিতা থেকে গৃহীত ? এখানে 'মা' বলতে কাকে বলা হয়েছে? কবি নিজেকে 'দাস' বলে উল্লেখ করেছেন কেন ?
5. 'সাধিতে মনের সাধ'— কার লেখা, কোন্ কবিতার অংশ ? কবির মনের সাধ কী ছিল ?
6. 'মধুহীন করো না গো তব মনঃ কোকনাদে!'- কোন্ কবিতার অংশ ? কবির নাম কী ? 'মধুহীন' কথাটির তাৎপর্য লিখুন।
7. 'দেহ-আকাশ' থেকে' জীব-তারা' খসে গেলেও কবির ' খেদ' না থাকার কারণ কী ?- পাঁচটি বাক্যে লিখুন।
8. 'মক্ষিকাও গলে না গো পড়িলে অমৃত-হ্রদে' ।— কোন্ কবির, কোন্ কবিতা থেকে অংশটি নেওয়া হয়েছে ? উদ্ধৃতিটির তাৎপর্য বিশ্লেষণ করুন।

10.11 কবি-পরিচিতি

কবি মধুসূদন দত্তের জন্ম ১৮২৮ সালের ২৫ জানুয়ারি। তাঁর পিতার নাম রাজনারায়ণ দত্ত, মায়ের নাম জাহ্নবী দেবী। কবির পৈতৃক নিবাস ছিল বাংলাদেশের যশোহর জেলার সাগরদাঁড়ি গ্রাম। তিনি ছিলেন কলকাতার হিন্দু কলেজের 'উজ্জ্বলতম জ্যোতিষ্ক'। ছাত্র জীবনেই তিনি কবিতা লেখা শুরু করেন। ১৮৪৩ খ্রিস্টাব্দে তিনি খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত হন। ১৮৪৮ সালের গোড়ায় চলে যান মাদ্রাজে। সেখানে তিনি সাত বছর ছিলেন। শিক্ষক, সাংবাদিক ও কবি হিসাবে সেখানে সামাজিক প্রতিষ্ঠা পান। বেরোয় তাঁর প্রথম কবিতার বই, ইংরেজিতে লেখা। ১৮৬২ সালে বিলেতে যাবার আগেই তিনি লেখেন 'শর্মিষ্ঠা', ' একেই কি বলে সভ্যতা', 'বুড়ো সালিকের ঘাড়ে রোঁ', 'পদ্মাবতী' কৃষ্ণকুমারী' প্রভৃতি নাটক-প্রহসন। কাব্যগ্রন্থ হিসাবে তাঁর যেসব বই ঐ সময়ের মধ্যে প্রকাশিত হয় সেগুলি হল 'তিলোত্তমাসম্ভব', ' মেঘনাদবধ', 'বীরাঙ্গনা'। ফ্রান্সে বসবাসকালে লেখেন 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী'। ১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়।

10.12 সমধর্মী রচনা

'বঙ্গভূমির প্রতি' কবিতায় কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত গতানুগতিক পদ্ধতিতে জন্মভূমির মহিমা কীর্তন না করলেও স্বদেশবোধ এখানে স্পষ্ট। স্বদেশভাগ বা দেশের জন্য ভালবাসা প্রকাশিত হয়েছে এরকম একটি কবিতা আপনাদের কাছে দেওয়া হল। এটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা।

বাংলা দেশের হৃদয় হতে

আজি বাংলা দেশের হৃদয় হতে কখন আপনি
তুমি এই অপরূপ রূপে বাহির হলে জননী;
ওগো মা তোমায় দেখে দেখে আঁখি না ফিরে।
তোমার দুয়ার আজি খুলে গেছে সোনার মন্দিরে।।

ডান হাতে তোর খড়্গ জ্বলে, বাঁ হাত করে শঙ্কাহরণ,
দুই নয়নে স্নেহের হাসি, ললাট নেত্র অগ্নিবরণ।
ওগো মা, তোমার কী মূরতি আজি দেখি রে।
তোমার দুয়ার আজি খুলে গেছে সোনার মন্দিরে।

তোমার মুক্ত কেশের পুঞ্জমেঘে লুকায় অশনি,
তোমার আঁচল ঝলে আকাশতলে রৌদ্র বসনী।
ওগো মা তোমায় দেখে দেখে আঁখি না ফিরে।
তোমার দুয়ার আজি খুলে গেছে সোনার মন্দিরে।।

যখন অনাদরে চাইনি মুখে ভেবেছিলেম দুঃখিনী মা
আছে ভাঙা ঘরে পড়ে, দুখের বুঝি নাইকো সীমা।
কোথা সে তোর দরিদ্র বেশ, কোথা সে তোর মলিন হাসি
আকাশে আজ ছড়িয়ে গেল এই চরণের দীপ্তিরাশি।

ওগো মা, তোমার কী মূরতি আজি দেখি রে।
তোমার দুয়ার আজি খুলে গেছে সোনার মন্দিরে।
আজি দুখের রাতে সুখের স্রোতে ভাসাও ধরণী
তোমার অভয় বাজে হৃদয় মাঝে হৃদয়হরণী।
ওগো মা, তোমার কী মূরতি আজি দেখি রে।
তোমার দুয়ার আজি খুলে গেছে সোনার মন্দিরে।।

10.14 উত্তর সংকেত (পাঠগত প্রশ্নের উত্তর -সংকেত)

1. জন্মভূমি বঙ্গভূমিকে (iv)
2. কোকনদে
3. কবি মারা যেতে পারেন
4. কোন খেদ থাকবে না (ii)

5.ক i) হ্যাঁ
ii) না

5.খ iv)

6. ii)

7. i) নিজেকে
ii) বঙ্গভূমিকে

8. iii) পদ্মফুলকে

(ব্যাকরণ ও ভাষারীতির প্রশ্নের উত্তর-সংকেত)

1. v) রূপক কর্মধারয় সমাস
vi) রূপক কর্মধারায় সমাস
vii) সম্বন্ধ তৎপুরুষ

2. iii) যমকে __________ (মৃত্যুদেবতাকে)'
iv) দেবগৃহ __________ (দেবালয়)'
v) সর্বদা __________ (সতত)'
vi) পদ্মফুল __________ (কমল)'

3. iii) জল — পাখির বাসা
iv) দীর্ঘকাল — ছিন্ন বস্ত্র খণ্ড / ন্যাকড়া,
v) বংশে — তটে

4. iii) তাতে
iv) জন্মগ্রহণ করলে
v) তোমার

11

অবাক জলপান

সুকুমার রায়

11.1 ভূমিকা

দৈনন্দিন জগতে আমরা প্রায়ই নানা মজার ঘটনা দেখি। অনেক সময়েই তার পেছনে লুকিয়ে থাকে গভীর কোন ভাবনা। সুকুমার রায়- এর লেখা 'অবাক জলপান' নাটকও অনেকটা সেই ধরনের একটি রচনা। তৃষ্ণার্ত একজন পথিক জল চায়। ভাষার কারসাজিতে বা নিজের নিজের বুদ্ধিতে মানুষ তার অন্য অর্থ করে নেয়। এইভাবে এই নাটকে নাট্যকার শব্দের খেলার সাহায্যে স্নিগ্ধ কৌতুকহাস্যের অবতারণা করেছেন।

পড়ার সুবিধার জন্য নাটকটিকে ছটি অংশে ভাগ করে নেওয়া হয়েছে।

11.2 উদ্দেশ্য

এই নাটকটি পড়ে আপনি জানতে পারবেন –

- নাটকের সংলাপ কীভাবে লেখা হয়।
- 'জল' শব্দটিকে কত রকম ভাবে ব্যবহার করা যায়।
- জলই যে মানুষের জীবন এই সত্যটি উপলব্ধি করা।
- জলের যতরকম শ্রেণীই থাকুক না কেন মানুষের সবচেয়ে প্রয়োজন যে পানীয় জল, এটা বুঝতে পারা।
- নিজেকে নিয়ে সব সময় ব্যস্ত থাকলে তা অপরের ক্ষতির কারণ হয় - এটা বুঝতে পারা।

11.3 মূলপাঠ ও শব্দার্থ

প্রথমে সমগ্র পাঠটিকে একবার পড়ে নিন, তারপর রচনাটিকে বোঝবার সুবিধার জন্য আলাদা আলাদা অংশে ভাগ করে আবার পড়ুন।

11.3.1 প্রথম পাঠ

প্রথম অংশ

পাত্রগণ

পথিক	ছোকরা
প্রথম বৃদ্ধ	খোকা
দ্বিতীয় বৃদ্ধ	মামা

(ছাতা মাথায় এক পথিকের প্রবেশ, পিঠে লাঠির আগায় লোটা-বাঁধা পুঁটলি, উস্কোখুস্কো চুল, শ্রান্ত চেহারা)

পথিক। নাঃ - একটু জল না পেলে আর চলছে না। সেই সকাল থেকে হেঁটে আসছি, এখনও প্রায় এক ঘণ্টার পথ বাকি। তেষ্টায় মগজের ঘিলু শুকিয়ে উঠল। কিন্তু, জল চাই কার কাছে? গেরস্তের বাড়ি দুপুর রোদে দরজা এঁটে সব ঘুম দিচ্ছে, ডাকলে সাড়া দেয় না। বেশি চেঁচাতে গেলে হয়তো লোকজন নিয়ে তেড়ে আসবে। পথেও ত লোকজন দেখছিনে। - ঐ একজন আসছে! ওকেই জিজ্ঞাসা করা যাক।

(ঝুড়ি মাথায় এক ব্যক্তির প্রবেশ)

মগজ - মাথা।
ঘিলু - ঘি।
গেরস্ত - গৃহস্থ।
এঁটে - আটকে।

পথিক। মশাই, একটু জল পাই কোথায় বলতে পারেন?

ঝুড়িওয়ালা। জলপাই? জলপাই এখন কোথায় পাবেন? এ ত জলপাইয়ের সময় নয়। কাঁচা আম চান দিতে পারি।

পথিক। না, না, আমি তা বলিনি –

ঝুড়িওয়ালা। না, কাঁচা আম আপনি বলেননি, কিন্তু জলপাই চাচ্ছিলেন কিনা, তা ত আর এখন পাওয়া যাবে না,
তাই বলছিলুম –

জলপাই-অম্ল আস্বাদের ক্ষুদ্রাকৃতি ফল বিশেষ।

পথিক - না হে, আমি জলপাই চাচ্ছিনে –

আলু বোখরা - কুল জাতীয় কাবুলি ফল বিশেষ।

ঝুড়িওয়ালা - জল চাচ্ছেন তো 'জল' বললেই হয় – 'জলপাই' বলবার দরকার কি? জল আর জলপাই কি এক হল? আলু আর আলু বোখরা কি সমান? মাছও যা আর মাছরাঙাও তাই? বরকে কি আপনি বরকন্দাজ বলেন? চাল কিনতে গেলে কি চালতার খোঁজ করেন?

বরকন্দাজ-বন্দুকধারী সেপাই।

পথিক। ঘাট হয়েছে মশাই। আপনার সঙ্গে কথা বলাই আমার অন্যায় হয়েছে।

ঝুড়িওয়ালা। অন্যায় তো হয়েছেই। দেখছেন ঝুড়ি নিয়ে যাচ্ছি – তবে জলই বা চাচ্ছেন কেন? ঝুড়িতে করে কি জল নেয়? লোকের সঙ্গে কথা কইতে গেলে একটু বিবেচনা করে বলতে হয়।

(প্রস্থান)

পথিক। দেখলে। কি কথায় কি বানিয়ে ফেললে।
যাক্ ঐ বুড়ো আসছে, ওকে একবার বলে দেখি।

তোফা - চমৎকার।

ঘুমড়ি - একটি জায়গার নাম। তবে জায়গাটি কল্পিত।

আদত - আসল।

ক্যাওড়া - কেয়াফুল অথবা তার গাছ।

ক্যাওড়া দেওয়া সরবৎ - কেয়াফুলের নির্যাস দেওয়া সুগন্ধী সরবৎ।

11.3.2 দ্বিতীয় অংশ

এক ক্রোশ - দুই মাইলের মতো দূরত্ব।

(লাঠি হাতে, চটি পায়ে, চাদর গায়ে এক বৃদ্ধের প্রবেশ)

বৃদ্ধ। কে ও ? গোপ্‌লা নাকি?

পথিক। আজ্ঞে না, আমি পুবগাঁয়ের লোক -- একটু জলের খোঁজ কচ্ছিলুম -

বৃদ্ধ। বল কিহে? পুব গাঁও ছেড়ে এখেনে এয়েছ জলের খোঁজ করতে? - হাঃ, হাঃ, হাঃ। তা যাই বল বাপু, অমন জল কিন্তু কোথাও পাবে না। খাসা জল, তোফা জল, চমৎকা-া-র জল।

পথিক। আজ্ঞে হাঁ, সেই সকাল থেকে হাঁটতে হাঁটতে বেজায় তেষ্টা পেয়ে গেছে।

বৃদ্ধ। তা ত পাবেই। ভালো জল যদি হয়, তা দেখলে তেষ্টা পায়, নাম করলে তেষ্টা পায়, ভাবতে গেলে তেষ্টা পায়। তেমন তেমন জল তখাওনি কখনো! --- বলি ঘুমড়ির জল খেয়েছ কোনোদিন?

পথিক। আজ্ঞে না, তা খাইনি -

বৃদ্ধ। খাওনি? অ্যাঃ! ঘুমড়ি হচ্ছে আমার মামাবাড়ি -- আদত জলের জায়গা। সেখানকার যে জল, সে কি বলব তোমায়? কত জল খেলাম— কলের জল, নদীর জল, ঝরনার জল, পুকুরের জল, —কিন্তু মামা বাড়ির কুয়োর যে জল, অমনটি আর কোথায় খেলাম না।

ঠিক যেন চিনির পানা, ঠিক যেন ক্যাওড়া-দেওয়া সরবৎ!

পথিক। তা মশাই, আপনার জল আপনি মাথায় করে রাখুন --আপাতত এখন তেষ্টার সময়, যা হয় একটু জল আমার গলায় পড়লেই চলবে--

বৃদ্ধ। তাহলে বাপু তোমার গাঁয়ে বসে জল খেলেই ত পারতে? পাঁচ ক্রোশ পথ হেঁটে জল খেতে আসবার দরকার কি ছিল? যা হয় একটা হলেই হল- ও আবার কি রকম কথা? আর অমন তাচ্ছিল্য করে বলবারই বা দরকার কি? আমাদের জল পছন্দ না হয়, খেও না -ব্যস্। গায়ে পড়ে নিন্দে করবার দরকার কি? আমি ওরকম ভালোবাসিনে। হ্যাঁঃ -

(রাগে গজগজ করিতে করিতে বৃদ্ধের প্রস্থান)

(পাশের এক বাড়ির জানলা খুলিয়া আর এক বৃদ্ধের হাসিমুখ বাহির করণ)

11.3.3 তৃতীয় অংশ

বৃদ্ধ। কি হে? এত তর্কাতর্কি কিসের?

পথিক। আজ্ঞে না, তর্ক নয়। আমি জল চাইছিলুম, তা উনি সে কথা কানেই নেন না- কেবলই সাত পাঁচ গপ্‌প করতে লেগেছেন, তাই বলতে গেলুম ত রেগে মেগে অস্থির!

বৃদ্ধ। আরে দূর দূর! তুমিও যেমন! জিজ্ঞেস করবার আর লোক পাওনি? ও হতভাগা জানেই বা কি, আর বলবেই বা কি? ওর যে দাদা আছে, খালিপুরে চাকরি করে, সেটা ত একটা আস্ত গাধা। ও মুখ্যুটা কি বললে তোমায়?

পথিক। কি জানি মশাই - জলের কথা বলতেই কুয়োর জল, নদীর জল, পুকুরের জল, কলের জল, মামাবাড়ির জল ব'লে পাঁচ রকম ফর্দ শুনিয়ে দিলে-

বৃদ্ধ। হুঁঃ - ভাবলে খুব বাহাদুরি করেছি, তোমায় বোকা মতন দেখে খুব চাল চেলে গিয়েছে। ভারি ত ফর্দ করেছেন, আমি লিখে দিতে পারি, ও যদি পাঁচটা জল বলে থাকে তা আমি এখুনি পঁচিশটা বলে দেব--

পথিক। আজ্ঞে হ্যাঁ। কিন্তু আমি বলছিলুম কি একটু খাবার জল-

বৃদ্ধ। কি বলছ? বিশ্বাস হচ্ছে না? আচ্ছা শুনে যাও। বিষ্টির জল, ডাবের জল, নাকের জল, চোখের জল, জিবের জল, হুঁকোর জল, ফটিক জল, রোদে ঘেমে জ-ল, আহ্লাদে গলে জল, গায়ের রক্ত জ-ল, বুঝিয়ে দিল যেন জ-ল -কটা হয়? গোনোনি বুঝি?

পথিক। না মশাই, গুনিনি- আমার আর খেয়েদেয়ে কাজ নেই-

বৃদ্ধ। তোমার কাজ না থাকলেও আমাদের কাজ থাকতে পারে ত? যাও, যাও, মেলা বকিও না।- একেবারে অপদার্থের একশেষ!

(সশব্দে জানালা বন্ধ।)

পথিক। নাঃ, আর জলটল চেয়ে কাজ নেই-এগিয়ে যাই, দেখি কোথাও পুকুরটুকুর পাই কি না।

গপ্‌প - গল্প।

মুখ্যু - মূর্খ, নির্বোধ।

ফর্দ - হিসেবের তালিকা।

মেলা - বেশি।

11.3.4 চতুর্থ অংশ

কিল বিল - ভর্তি।

অণুবীক্ষণ - যে যন্ত্র দিয়ে ছোটো জিনিস বড়ো দেখায়।

শোধন - দূষণমুক্ত।

আগল - দরজার খিল।

স্বগত - নিজের মনে মনে কথা।

(লম্বা লম্বা চুল, চোখে সোনার চশমা, হাতে খাতা পেন্সিল, পায়ে কটকি জুতা, একটি ছোকরার প্রবেশ) পথিক।

লোকটা নেহাৎ এসে পড়েছে যখন, একটু জিজ্ঞাসাই করে দেখি। মশাই, আমি অনেক দূর থেকে আসছি, এখানে একটু জল মিলবে না কোথাও? ছোকরা। কি বলছেন? 'জল' মিলবে! দাঁড়ান, এখুনি মিলিয়ে দিচ্ছি -- জল চল তল বল কল ফল - মিলের অভাব কি? ঝজল-সজল উজ্জ্বল- জ্বলজ্বল-চঞ্চল চল্ চল্, আঁখিজল, ছল্‌ছল্, নদীজল কল্‌কল্, হাসি শুনি খল্‌খল্, অ্যাকাঁনল, ব্যাঁকানল, আগল, ছাগলপাগল- কত চান?

পথিক। এ দেখি আরেক পাগল! মশাই আমি সেরকম মিলবার কথা বলিনি। (স্বগত) ভালো বিপদেই পড়া গেল দেখছি-। (জোরে) মশাই! আর কিছু চাইনে, (আরো জোরে) শুধু একটু জল খেতে চাই!

ছোকরা। ও, বুঝেছি। শুধু- একটু- জল খেতে চাই। এই ত? আচ্ছা বেশ। এ আর মিলবে না কেন? -শুধু একটু জল খেতে চাই -ভারি তেষ্টা প্রাণ-আই-ঢাই। চাই কিন্তু কোথা গেলে পাই- বল্ শীঘ্র বল্ নারে ভাই,-- কেমন ঠিক মিলছে ত?

পথিক। আজ্ঞে হ্যাঁ, খুব মিলছে - খাসা মিলছে- নমস্কার। (সরিয়া গিয়া) নাঃ। বকে বকে মাথা ধরিয়ে দিলে একটু ছায়ায় বসে মাথাটা ঠাণ্ডা করে নি।
((একটা বাড়ির ছায়ায় গিয়ে বসল)

11.3.5 পঞ্চম অংশ

রুক্ষ - তিরিক্ষে।

প্রক্রিয়া - পদ্ধতি।

(বাড়ির ভিতর বালকের পাঠ— পৃথিবীর তিনভাগ জল একভাগ স্থল। সমুদ্রের জল লবণাক্ত, অতি বিস্বাদ।)

পথিক। ওহে খোকা! একটু এদিকে শুনে যাও ত?
(রুক্ষ মূর্তি, মাথায় টাক, লম্বা দাড়ি খোকার মামা বাড়ি হইতে বাহির হইলেন)

মামা। কে হে? পড়ার সময় ডাকাডাকি করতে এসেছে?--(পথিককে দেখিয়ে) ও! আমি মনে করেছিলুম পাড়ার কোন ছোকরা বুঝি। আপনার কি দরকার?

পথিক। আজ্ঞে, জল তেষ্টায় বড় কষ্ট পাচ্ছি তা একটু জলের খবর কেউ বলতে পারলে না।

মামা। (তাড়াতাড়ি ঘরের দরজা খুলিয়া) কেউ বলতে পারলে না? আসুন, আসুন। কি খবর চান, কি জানতে চান, বলুন দেখি? সব আমায় জিজ্ঞেস করুন, আমি বলে দিচ্ছি। (ঘরের মধ্যে টানিয়া লওন, ভিতরে নানারকম যন্ত্র, নকশা রাশি রাশি বই) কি বলছিলেন? জলের কথা জিজ্ঞেস করছিলেন না? (বোর্ডে খড়ি দিয়া লিখিলেন ($H_2 + O = H_2O$) বুঝলেন? রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় জলকে বিশ্লেষণ করলে হয় হাইড্রোজেন আর অক্সিজেন! আর হাইড্রোজেন আর অক্সিজেনের রাসায়নিক সংযোগ হলেই হল জল! শুনছেন ত?

পথিক। আজ্ঞে হ্যাঁ, সব শুনছি। কিন্তু একটু খাবার জল যদি দেন, তাহলে আরো মন দিয়ে শুনতে পারি।

মামা। বেশ ত খাবার জলের কথাই নেওয়া যাক না। খাবার জল কাকে বলে? না, যে জল পরিষ্কার স্বাস্থ্যকর, যাতে দুর্গন্ধ নাই, রোগের বীজ নাই- কেমন? এই দেখুন এক শিশি জল- আহা, ব্যস্ত হবেন না। দেখতে মনে হয় বেশ পরিষ্কার, কিন্তু অণুবীক্ষণ দিয়ে যদি দেখেন দেখবেন পোকা সব কিলবিল করছে। কেঁচোর মতো কৃমির মতো সব পোকা - এমনি চোখে দেখা যায় না, কিন্তু অণুবীক্ষণ দিয়ে দেখায় ঠিক এত্তো বড় বড়।

পথিক। উঁ হুঁ হুঁ হুঁ। করেন কি মশাই? ওসব জানবার কিছু দরকার নেই-

মামা। খুব দরকার আছে, এসব জানতে হয় — অত্যন্ত দরকারি কথা।

পথিক। হোক দরকারি-- আমি জানতে চাইনে এখন আমার সময় নেই।

মামা। এই তো জানবার সময়। আর দুদিন বাদে যখন বুড়ো হয়ে মরতে বসবেন, তখন জেনে লাভ কি? জলে কি কি দোষ থাকে, কি করে সে সব ধরতে হয়, কি করে তার শোধন হয়, এসব কি জানবার মতো কথা নয়? এই যে সব নদীর জল সমুদ্রে যাচ্ছে, সমুদ্রের জল সব বাষ্প হয়ে উঠছে, মেঘ হচ্ছে, বৃষ্টি পড়ছে- এরকম কেন হয়, কিসে হয়, তাও ত জানা দরকার?

পথিক। দেখুন মশাই! কি করে কথাটা আপনাদের মাথায় ঢোকাব তা ত ভেবে পাইনে। একটা লোক তেষ্টায় জল জল করছে তবু জল খেতে পায় না, এরকম কোথাও শুনেছেন?

মামা। শুনেছি বৈকি,- চোখে দেখেছি। বদ্যিনাথকে কুকুরে কামড়াল, বদ্যিনাথের হল হাইড্রোফোবিয়া যাকে বলে জলাতঙ্ক। আর জল খেতে পারে না-যেই জল খেতে যায় অমনি গলায় খিঁচ ধরে যায়। মহা মুশকিল! শেষটায় ওঝা ডেকে, ধুতুরো দিয়ে ওষুধ মেখে খাওয়াল, মন্তর চালিয়ে বিষ ঝাড়াল- তারপর সে জল খেয়ে বাঁচল। ওরকম হয়।

পথিক। নাঃ এদের সঙ্গে আর পেরে ওঠা গেল না - কেনই বা মরতে এসেছিলাম এখেনে? বলি, মশাই, আপনার এখানে নোংরা জল আর দুর্গন্ধ জল ছাড়া ভালো খাঁটি জল কিছু নেই?

মামা। আছে বৈকি! এই দেখুন না বোতলভরা টাটকা খাঁটি 'ডিস্টিল ওয়াটার,—যাকে বলে পরিশ্রুত জল।

পথিক। (ব্যস্ত হইয়া) এ জল কি খায়?

মামা। না, ও জল খায় না- ওতে ত স্বাদ নেই — একেবারে বোবা জলে কিনা, এই মাত্র তৈরি করে আনল- এখনো গরম রয়েছে।

11.3.6 ষষ্ঠ অংশ

(পথিকের হতাশ ভাব)

মামা। তারপর যা বলছিলাম শুনুন - এই যে দেখছেন গন্ধওয়ালা নোংরা জল এর মধ্যে দেখুন এই গোলাপি জল ঢেলে দিলুম- ব্যস, গোলাপি রঙ উড়ে শাদা হয়ে গেল। দেখলেন ত?

পথিক। না মশাই, কিছু দেখিনি — কিছু বুঝতে পারিনি - কিছু মানি না, কিছু বিশ্বাস করি না।

মামা। কি বললেন! আমার কথা বিশ্বেস করেন না?

পথিক। না, করি না। আমি যা চাই, তা যতক্ষণ দেখাতে না পারবেন, ততক্ষণ কিছু শুনব না, কিছু বিশ্বাস করব না।

মামা। বটে! কোনটা দেখতে চা- একবার বলুন দেখি আমি চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছি-

পথিক। তাহলে দেখান দেখি। শাদা, খাঁটি চমৎকার, ঠাণ্ডা, এক গেলাশ খাবার জল নিয়ে দেখান দেখি। যাতে গন্ধপোকা নেই, কলেরার পোকা নেই, ময়লাটয়লা কিছু নেই, তা দিয়ে পরীক্ষা করে দেখান দেখি।

মামা। এক্ষুনি দেখিয়ে দিচ্ছি - ওরে ট্যাঁপা, দৌড়ে আমার কুঁজো থেকে এক গেলাশ জল নিয়ে আয় ত। (পাশের ঘরে দুপদাপ শব্দে খোকার দৌড়) নিয়ে আসুক, তারপর দেকিয়ে দিচ্ছি। ঐ জলে কি রকম হয়, আর এই নোংরা জলে কি রকম তফাৎ হয়, সব আমি এক্সপেরিমেন্ট করে দেখিয়ে দিচ্ছি।

(জল লইয়া ট্যাঁপার প্রবেশ)

রাখ, এইখানে রাখ।

(জল রাখিবা মাত্র পথিকের আক্রমণ —মামার হাত হইতে জল কাড়িয়া এক নিশ্বাসে চুমুক দিয়া শেষ)

পথিক। আঃ বাঁচা গেল!

মামা। (চটিয়া) এটা কিরকম হল মশাই?

পথিক। পরীক্ষা হল— এক্সপেরিমেন্ট! এবার আপনি নোংরা জলটা একবার খেয়ে দেখান ত কিরকম হয়?

মামা। (ভীষণ রাগিয়া) কি বললেন!

পথিক। আচ্ছা যাক, এখন নাই বা খেলেন- পরে খাবেন এখন। আর এই গাঁয়ের মধ্যে আপনার মতো আনকোরা পাগল আর যতগুলো আছে, সব কটাকে খানিকটে করে খাইয়ে দেবেন। তারপর খাটিয়া তুলবার দরকার হলে আমায় খবর দেবেন- -আমি খুশি হয়ে ছুটে আসব— হতভাগা জোচ্চোর কোথাকার! (দ্রুত প্রস্থান)।

(পাশের গলিতে সুর করিয়া কেহ হাঁকিতে লাগিল — 'অবাক জলপান')

খিঁচ - গোলযোগ, আটকে যাওয়া।

মন্তর - মন্ত্র।

ডিস্টিল - পরিশ্রুত, বিশুদ্ধ।

বোবা - যে কথা বলতে পারে না।

ওঝা - যে ঝাড়ফুঁক করে রোগ সারায় বলে কারও কারও বিশ্বাস আছে।

মন্তর চালিয়ে বিষ ঝাড়ল - ওঝাদের বুজরুকি, কেউ কেউ মনে করে এতে রোগ সারে।

এক্সপেরিমেন্ট- পরীক্ষা-নিরীক্ষা।

গাঁ - গ্রাম।

আনকোরা - নতুন।

জোচ্চোর - প্রতারক।

11.4 প্রাথমিক বোধ বিচার

- 'অবাক জলপান' কার লেখা?
- 'জলপান' কথাটির মানে কি? তাকে অবাক বলা হয়েছে কেন?
- পথিকটি কিসের জন্য বাড়ি বাড়ি ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন?
- জল চাওয়ার মধ্যে 'জলপাই' কথাটি এসেছিল কীভাবে?
- ঘুমড়ির জল কীরকম?
- শেষ পর্যন্ত কীভাবে পথিকটি তাঁর জলের তেষ্টা মেটান?
- এবার নাটকটির অংশগুলি পড়ুন এবং এর থেকে যে প্রশ্ন বেরিয়ে আসে তার উত্তর করার চেষ্টা করুন।

11.5.1 প্রথম অংশ ঃ 'ছাতা মাথায় .... বলে দেখি।'

আলোচনা –এই অংশে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে একজন পথিক দীর্ঘ পথ হেঁটে ক্লান্ত, তৃষ্ণার্ত। কারও কাছে জল চাইবার সুযোগ নেই, ঝুড়ি মাথায় এক ব্যক্তির কাছে সে জলের খোঁজ করে। ঝুড়িওয়ালা 'জল পাই কোথায়' প্রশ্নে ফলটির নামের কথা বোঝে।

এই অংশটিতে দেখা যায় যে,একই কথা ভিন্ন লোকের কাছে বিভিন্ন অর্থ প্রকাশ করে, শব্দের ভিন্ন ভিন্ন কারসাজিতে এক ধরনের মজা তৈরি হয়।

পাঠগত প্রশ্ন-1.1

1. **বন্ধনীর মধ্যে থেকে ঠিক শব্দ বেছে নিয়ে শূন্যস্থানে লিখুন।**

a) পথিকটির আরও কত সময়ের পথ হাঁটা বাকি ছিল?

i) এক ঘণ্টা ☐
ii) দুই ঘণ্টা ☐
iii) তিন ঘণ্টা ☐
iv) চার ঘণ্টা ☐

b) পথিকটি ঝুড়ি-মাথায় ব্যক্তির কাছে কী চাইছেন?

i) কাঁচা আম ☐
ii) জল ☐
iii) জলপাই ☐
iv) চালতা। ☐

c) বৎসরের কোন্ সময়ে কাঁচা আম পাওয়া যায়?

i) গ্রীষ্ম ☐
ii) বর্ষা ☐
iii) হেমন্ত ☐
iv) শীত। ☐

2. **নীচের শব্দগুলির মধ্যে থেকে ঠিক শব্দটি বেছে নিয়ে শূন্যস্থানে বসান।**

(জলপাই, আলুবোখরা, মাছরাঙা, বরকন্দাজ)

i) জল আর ---------------- কি এক হল?
ii) আলু আর ---------------- কি সমান?
iii) মাছও যা আর ------------ কি তাই ?
iv) বরকে কি আপনি ----------- বলেন?

3. **নীচের বাক্য দুটি পড়ুন। এর উত্তরে হ্যাঁ বা না লিখুন।**

i) পথিকটির মাথায় কি ছাতা ছিল? -----
ii) পথিকটি কি আশ্রয় চাইছিল? -----

11.5.2 দ্বিতীয় অংশ ঃ 'লাঠি হাতে .... বৃদ্ধের প্রস্থান।'

আলোচনা

শ্রান্ত পথিকটি বৃদ্ধের কাছে জলের খোঁজ করলে বৃদ্ধটি তার মামার বাড়ির জলের প্রশংসা করতে শুরু করে। তৃষ্ণার্ত পথিককে জল দান করা ভাল কাজ। কিন্তু বৃদ্ধটি পথিককে জল না দিয়ে নিজের প্রসঙ্গে নানা কথা বলতে শুরু করে। পথিকটি তৃষ্ণায় কাতর হয়। বৃদ্ধটি ধৈর্য ধরে অন্যের

কথা শুনতে চায় না। নাটক এগিয়ে যায়। নাটকের চরিত্রগুলি পথিককে নানা উপদেশ ও পরামর্শ দেয়। পথিকের তৃষ্ণা বাড়ে। এই ভুল বোঝাবুঝির পালায় পথিকের অবস্থা কাহিল হয়।

পাঠগত প্রশ্ন -1.2

1. **নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দিন —**

i) বৃদ্ধ লোকটির মামার বাড়ি কোথায় ছিল ?

ii) বৃদ্ধ লোকটির হাতে কি ছিল ?

iii) 'তাহলে বাপু-তোমার গাঁয়ে বসে জল খেলেই ত পারতে।' - এ কথা কে কাকে বলেছে?

2. **ঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন**

a) পথিক এসেছে

i) পুব গাঁও থেকে
ii) পশ্চিম গাঁও থেকে
iii) উত্তর গাঁও থেকে
iv) দক্ষিণগাঁও থেকে

b) পথিককতটা পথ হেঁটে এসেছে?

i) পাঁচ ক্রোশ
ii) দুই ক্রোশ
iii) তিন ক্রোশ
iv) চার ক্রোশ

c) বৃদ্ধের প্রস্থান

i) রাগে গজগজ করতে করতে
ii) হেসে গড়িয়ে পড়ে
iii) খুশিতে ডগমগ হয়ে
iv) নীরবে

3. **পাশে বন্ধনীর মধ্যে দেওয়া শব্দগুলির মধ্যে থেকে ঠিক শব্দটি বেছে নিয়ে শূন্যস্থানে বসান।**

i) সকাল থেকে হাঁটতে হাঁটতে বেজায় —— পেয়ে গেছে। (ক্ষিধে, ঘুম, তেষ্টা)

ii) কত জল খেলাম। —— জল, নদীর জল, ঝরনার জল, পুকুরের জল। (ডাবের, বোতলের, কুঁজোর, কলের)

iii) গায়ে পড়ে —— করবার দরকার কি? মাছও যা আর —— কি তাই? (ঝগড়া, নিন্দে, তর্ক, উপকার/মাছি, মাংস, মোচ্ছব,মাছরাঙা)

iv) বরকে কি আপনি —— বলেন? (বর্বর, বরদান, বরাকর, বরকন্দাজ)

11.5.3 তৃতীয় অংশ ঃ পাশের এক বাড়ির ....পুকুর টুকুর পাই কিনা।

আলোচনা

পাশের বাড়ির বৃদ্ধটি জানালা খুলে আরও নানা ধরনের জলের বর্ণনা দেয়। সে প্রথম বৃদ্ধকে হিংসা করে, জানালা খুলে প্রথম বৃদ্ধের নিন্দা করে। তার ধারণা, প্রথম বৃদ্ধের চেয়ে সে জ্ঞানী। তাই পঁচিশটা জলের বিবরণ দেয়। দুই বৃদ্ধের এক বিষয়ে দারুণ মিল। দুজনেই পথিকের জলের

আবেদনকে পাত্তা দেয় না। পথিক জল চাইতে গিয়ে বিচিত্র অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয়। পাঠকও তাই। এ অংশটিতে দ্বিতীয় বৃদ্ধের মনের চেহারাটি স্পষ্ট হয়।

পাঠগত প্রশ্ন -1.3

a) 'আমি জল চাইছিলুম, তা উনি সে কথা কানেই নেন না কেবলই সাত পাঁচ গপ্‌প করতে লেগেছেন।' এখানে সাত পাঁচ বলতে নাট্যকার কি বুঝিয়েছেন, তা উল্লেখ করুন।

i) একই রকম
ii) এলোমেলো
iii) অজস্র
iv) চমকদার

b) দ্বিতীয় বৃদ্ধটি আর কী কী জলের উল্লেখ করেছে?

c) দ্বিতীয় বৃদ্ধ পথিককে কী আখ্যা দিয়েছে?

ঠিক উত্তরে টিক্ (√) চিহ্ন বসান

d) জল না পেয়ে কি করল ?

i) নদীর খোঁজ
ii) কুয়োরখোঁজ
iii) পুকুরের খোঁজ
iv) গৃহস্থেরখোঁজ।

11.5.4 চতুর্থ অংশ ঃ 'লম্বা লম্বা চুল .... ছায়ায় গিয়া বসিল।'

আলোচনা – পথিক ছোকরাটির কাছে জল চাইলে সে জলের সঙ্গে নানা শব্দের মিল খুঁজেছিল। সে কবি গোছের মানুষ। কবিতার ছন্দ আর মিল খুঁজতে ব্যাকুল, একটা মানুষ যে তৃষ্ণার তাড়নায় জলের জন্য অস্থির, সেকথা ভাববার তার সময় নেই। এক্ষেত্রে বৃদ্ধ আর ছোকরা কবি, প্রবীণে আর নবীনে কোন ভেদাভেদ নেই। পথিকের জলের জন্য ব্যাকুলতা আর কবিটির কাব্য রচনার ইচ্ছা বেড়ে ওঠে। এই বৈপরীত্যে পাঠক মজা বোধ করেন।

পাঠগত প্রশ্ন -1.4

ঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন ।

a) ছোকারার হাতে ছিল

i) বই
ii) কলম
iii) খাতা পেন্সিল
iv) ছাতা।

b) পথিক ছোকরাকে কী মনে করেছে?

i) পাগল
ii) বোকা
iii) চালাক
iv) বখাটে।

c) পথিক কোথায় গিয়ে বসল ?

i) গাছের ছায়ায়

ii) বাড়ির ছায়ায়

iii) ছাতার ছায়ায়।

11.5.5 পঞ্চম অংশ ঃ 'বাড়ির ভিতর .... এখনো গরম রয়েছে।'

আলোচনা

বালকের মামা পথিকের কাছে জলের নানা বৈজ্ঞানিক উপাদান ব্যাখ্যা করে। এ নাটকের প্রত্যেক চরিত্র নিজের নিজের দৃষ্টিতে পথিকের জলের চাহিদাকে নিজেদের মতো করে ব্যাখ্যা করে। পথিক জল তেষ্টায় ছটফট করে। কিন্তু তার কথায় কেউ কান দেয় না। পথিক যেন ছাত্র, এভাবেই মামা তার সঙ্গে কথা বলে। এই অংশটিতে নাট্যকার যে বিজ্ঞান বিষয়ে জ্ঞানী তা বোঝা যায়। জ্ঞান-পাগল মামা মানুষের আসল প্রয়োজনটি সম্পর্কে উদাসীন। তাই নিয়ে এখানে নাট্যকার হাস্যরস সৃষ্টি করেছেন।

পাঠগত প্রশ্ন- 1.5

a) **ঠিক উত্তরের পাশে (√) চিহ্ন বসান**

সমুদ্রের জল

i) লবণাক্ত

ii) স্বাদহীন

iii) মিষ্টি

iv) তেতো

b) **রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় জলকে বিশ্লেষণ করলে কি পাওয়া যায়?**

c) **ঠিক উত্তরের পাশে (√) চিহ্ন বসান**

অণুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে

i) ছোটো জিনিসকে বড়ো দেখায়।

ii) বড়ো জিনিসকে ছোটো দেখায়।

iii) জিনিসটি যেমন দেখতে তেমনই দেখায়।

iv) জিনিসটি দেখা যায় না।

11.5.6 ষষ্ঠ অংশ ঃ লম্বা লম্বা চুল .... ছায়ায় গিয়ে বসল।

আলোচনা

মামা বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা দেখানোর জন্য পথিকের সামনে এক গেলাস খাবার জল আনলে পথিক তা জোর করে খেয়ে নিল। রেগে গিয়ে পথিকটি মামাকে নোংরা জল খাওয়ার পরামর্শ দেয়। এই নাটকে পথিক ছাড়া অন্যান্য চরিত্রগুলোর একটা সবজান্তা ভাব আছে। তারা সকলেই নিজেদের জ্ঞানী গুণী মনে করে। মামাও সে ধরনের মানুষ। তিনি এমন ভাব করেন যেন বিজ্ঞানটা ভালই বোঝেন। এই ভণ্ডামি এখানে সরস হাস্য পরিহাসের সৃষ্টি করে। মামার কোন কাণ্ড জ্ঞান নেই। সে খ্যাপাটে ধরনের লোক। পথিককে জল সম্পর্কে নানা জ্ঞান দিতে ব্যস্ত। শেষ পর্যন্ত জল তেষ্টায় পথিকের ভালমন্দ বিবেচনা থাকে না, সে মামার কাছ থেকে জল কেড়ে নিয়ে খায়। এই নাটকে পথিকের জলপানের সূত্র ধরে মঞ্চে যে নানা চরিত্র বিচিত্র জ্ঞান নিয়ে হাজির হয়। তাদের কথাবার্তা পথিক ও নাটকের দর্শক অবাক হয়ে শোনে। পথিককে জলের জন্য কাড়াকাড়ি ও গালাগালির মধ্য দিয়ে নাটকের শেষে মঞ্চের পর্দা পড়ে যায়। পাঠক ও দর্শক কৌতুক বোধ করেন।

পাঠগত প্রশ্ন 1.6

ঠিক উত্তরের পাশে (√)চিহ্ন বসান

a) মামা গন্ধওয়ালা নোংরা জলে গোলাপি জল ঢেলে দিলে গোলাপি রঙ উড়ে

i) শাদা হল

ii) কালো হল

iii) সবুজ হল

iv) নীল হল

b) পথিকটি বালকের মামাকে কোন্ জল খাওয়ার উপদেশ দিল -

i) নোংরা জল

ii) ডাবের জল

iii) হুঁকোর জল

iv) বৃষ্টির জল

c) 'শাদা, খাঁটি, চমৎকার, ঠাণ্ডা এক গেলাশ খাবার জল নিয়ে দেখান দেখি।' একথা কে কাকে বলেছে?

11.6

1. **শব্দশিক্ষা** – সমার্থক শব্দ

আপনার পাঠ্যাংশের কিছু কিছু শব্দের সমার্থক শব্দ জেনে নিন।

জল - বারি, সলিল, অপ, উদক ,অম্বু

নদী - স্রোতস্বিনী, প্রবাহিণী, তটিনী, তরঙ্গিণী

সমুদ্র - সিন্ধু, সাগর,পাথার, জলধি

পৃথিবী - জগৎ, বিশ্ব, ভূ, ভুবন।

2. কতকগুলি শব্দ দেওয়া হল এবং নীচে বন্ধনীতে সেগুলির বিপরীত শব্দ দেওয়া হল। প্রত্যেকটি শব্দের পাশে ঠিক বিপরীত শব্দটি ডানদিকের ফাঁকা বাক্সে বসান।একটি করে দেখানো হল।

(শহর, অপছন্দ, পণ্ডিত, অবিবেচনা, চালাক, ন্যায়, মন্দ)

	শব্দ	বিপরীত শব্দ
i)	অন্যায়	ন্যায়
ii)	বিবেচনা	
iii)	ভালো	
iv)	গ্রাম	
v)	পছন্দ	
vi)	বোকা	
vii)	মূর্খ	

3. কতকগুলি শব্দের নিজস্ব কোনো অর্থ নেই, এরা ধ্বনির অনুকরণে বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। তাই এদের ধ্বন্যাত্মক শব্দ বলে। আপনার পাঠ্যপুস্তক থেকে কতকগুলি শব্দ **ক** চিহ্নিত অংশে দেওয়া হল। খ চিহ্নিত অংশের বাক্যের মধ্যে ফাঁকা জায়গায় শব্দগুলিকে যথার্থ অর্থে প্রয়োগ করুন। একটি করে দেখানো হল।

	ক	খ
i)	জ্বলজ্বল	মেয়েটি নীরবে ছল্-ছল্ চোখে তাকাল।
ii)	চল্‌চল্	------------শব্দে নদী বইতে লাগল।
iii)	ছল্‌ছল্	আকাশে তারা ------------করছে।
iv)	কল্‌কল্	পাগলটি ----------- করে হেসে গড়িয়ে পড়ল।
v)	খল্‌খল্	------ শব্দে সৈন্যরা শত্রুদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল।

পাঠ্যাংশের মধ্যে এমন কতকগুলি শব্দ আছে যেগুলি যুগ্ম ব্যবহার হয়। দ্বিতীয় শব্দটির স্বাধীন কোনো অর্থ থাকে না। প্রথম শব্দটির সঙ্গে উচ্চারণগত মিল থাকে, এগুলি হল অনুকার শব্দ।

4. **নীচের বাক্যগুলিতে শূন্যস্থানগুলি ঐ ধরনের শব্দ দিয়ে পূর্ণ করুন।**

i) প্রথমটি দেখানো হল।
ii) রেগে--মেগে, পুকুর- টুকুর, আই- ঢাই, জল - টল
iii) সে রেগে--মেগে বাড়ি থেকে চলে গেল।
iv) এপাড়ায় ------------ বোজানো চলবে না।
v) খাওয়া দাওয়ার পর পেট ------------করছে।
vi) গৃহস্থ অতিথিকে ---------------খাওয়ালেন।

11.7 ভাষাবোধ

আপনার পঠিত 'অবাক জলপান' নাটকটিতে বিভিন্ন বাক্যে ব্যবহৃত ভিন্ন ভিন্ন ক্রিয়াপদগুলো লক্ষ করুন। যার দ্বারা হওয়া, খাওয়া, ঘুমোনো, দৌড়োনো প্রভৃতি কোনো কাজ বোঝায় তাই ক্রিয়াপদ। এখানে লক্ষ করুন —

লোকের সঙ্গে কথা <u>কইতে</u> <u>গেলে</u> একটু বিবেচনা <u>করে</u> <u>বলতে</u> <u>হয়</u>।

শেষটায় ওঝা <u>ডেকে</u>, ধুতুরো <u>দিয়ে</u> ওষুধ <u>মেখে</u> <u>খাওয়াল</u>, মন্তর <u>চালিয়ে</u> বিষ <u>ঝাড়াল</u> তারপর সে জল <u>খেয়ে</u> <u>বাঁচল</u>।

এখানে দাগ দেওয়া ক্রিয়াপদগুলি শিষ্ট চলিত ভাষার উদাহরণ। সাধু ভাষায় ব্যবহার করে এদের কী রূপ হয় লিখুন। প্রথমটি দেখানো হল ঃ

	শিষ্ট চলিত	সাধু ভাষা
i)	কইতে	কহিতে
ii)	গেলে	——
iii)	করে	——
iv)	বলতে	——
v)	ডেকে	——

vi) দিয়ে ——
vii) মেঘে ——
viii) খাওয়ান ——
ix) চালিয়ে ——
x) ঝাড়াল ——
xi) খেয়ে ——
xii) বাঁচল ——

2. এক শব্দ থেকে অন্য শব্দে রূপান্তরকে শব্দান্তর বলে। নীচের পরিবর্তনটি লক্ষ করুন। অন্যগুলি আপনি করুন-

	বিশেষ্য	বিশেষণ
i)	নোংরামি	নোংরা
ii)	বড়	--------
iii)	সাদা রঙ	--------
iv)	জল	--------
v)	বাষ্প	--------
vi)	দোষ	--------
vii)	মন	--------

11.8 সমগ্র বিষয়ভিত্তিক মন্তব্য

'অবাক জলপান' নাটকটিতে তৃষ্ণার্ত পথিকটি বিভিন্ন মানুষের কাছে জল চেয়েছে। কিন্তু কেউই তার কথা বুঝতে চায়নি। সকলেই নিজের কথা বলতে ব্যস্ত। সকলেরই সবজান্তা ভাব। অন্যের কথা ভাববার সময় নেই। তাই পথিকের জলপানের জন্য আকূতি কেউ শোনেনি। সামান্য তৃষ্ণার জলটুকু তাকে কেড়ে নিতে হয়েছে। 'অবাক জলপান' নাটকের পথিক চরিত্রটির মতো আপনার চারপাশের মানুষ বিপদগ্রস্ত হতে পারে। দুইজন বৃদ্ধ, ছোকরা বা মামার মতো স্বার্থপর না হয়ে আপনাদের উচিত তার জন্য সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়া।

11.9 রচনাবৈশিষ্ট্য

এটি এক দৃশ্যের ছোট নাটক। একে আপনারা নাটিকাও বলতে পারেন। অন্যান্য রচনায় লেখকের নিজের মন্তব্য প্রকাশের সুযোগ থাকে। নাটকে তা থাকে না। 'অবাক জলপান' এও তাই। এই নাটকে চরিত্রগুলি কথাবার্তার মধ্য দিয়ে নিজেদের এবং পাঠকের সঙ্গে যোগাযোগ করে। এই নাটকে পথিক চরিত্রটি মঞ্চে জলের জন্য আকুল হয়। আর অন্যান্য চরিত্রগুলি জলের প্রসঙ্গ ছেড়ে নিজেদের বিষয় নিয়ে কথাবার্তা বলে। তারা মঞ্চে আসে এবং চলে যায়। পথিক বরাবরই মঞ্চে থাকে। নাটকটি চলিত ভাষায় লেখা। সাবলীল ভাষা, তবে ঝুড়িওয়ালা বৃদ্ধ, ছোকরা কিংবা মামা প্রায় একই ভাষায় কথায় বলে। তাদের ভাষায় তেমন বৈচিত্র্য নেই। এ নাটকে 'এক্সপেরিমেন্ট', ডিস্টিল ওয়াটার' প্রভৃতি দু একটি ইংরেজি শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে।

11.10 আপনি যা যা শিখলেন

1. মানুষ সব সময় নিজের কথা চিন্তা করে তা অন্য মানুষের কষ্টের কারণ হয়।
2. সবজান্তা ভাব মানুষের ক্ষতি করে।
3. লেখক সহজ কথার মধ্য দিয়ে গভীর ভাবনার কথা বলেছেন।

11.11 সমগ্র পাঠভিত্তিক প্রশ্ন

1. 'অবাক জলপান' নাটকটিতে পথিকের সঙ্গে কোন্ কোন্ চরিত্রের দেখা হয়েছে?
2. পথিকের চেহারাটি কেমন ছিল?
3. জল চাইতে গেলে ঝুড়িওয়ালা পথিককে কী উপদেশ দিল?
4. প্রথম বৃদ্ধটি পথিককে কী বলল?
5. দ্বিতীয় বৃদ্ধটি পথিককে কত রকম জলের হিসাব দিল?
6. ছোকরাটি জল শব্দের সঙ্গে কোন্ কোন্ শব্দের মিল খুঁজল?
7. পথিক জল চাইতে গেলে মামা পথিককে জল সম্পর্কে কী কথা বলল?
8. পরিশ্রুত জল কাকে বলে?
9. পথিক কী করে মামার কাছ থেকে খাবার জল সংগ্রহ করল?
10. ক্রুদ্ধ পথিক মামাকে কী বলে গালাগালি দিল?

11.12 লেখক পরিচিতি

শিশু সাহিত্যিক সুকুমার রায় ১৮৮৭ খ্রিষ্টাব্দে কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। পৈতৃক নিবাস ময়মনসিংহ। তাঁর বাবা উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী সাহিত্যিক ছিলেন। ছবি আঁকতেন। গানের সমঝদার ছিলেন। সুকুমার রায় অল্পবয়স থেকে মজার ছড়া বানাতে পারতেন। তিনি ছাত্র অবস্থায় নাটক লেখা শুরু করেন। তাঁর কবিতার বই–এর মধ্যে আছে 'আবোল তাবোল', 'খাই খাই',। নাটকগুলির মধ্যে আছে 'অবাক জলপান', 'ঝালাপালা', 'লক্ষ্মণের শক্তিশেল', 'হিংসুটি', 'ভাবুক সভা', ইত্যাদি। 'হ-য-ব-র-ল', 'পাগলা দাশু', 'বহুরূপী', তাঁর গল্পসংগ্রহ। ডায়েরির আকারে আছে একটি রচনা ' হেসোরামের ডাইরি', 'উহ্য নাম পণ্ডিত' এই ছদ্মনামেও তিনি লিখতেন। সুকুমার রায় ভাল গান গাইতেন এবং অভিনয় করতেন, ছবিও আঁকতেন। ১৯২৩ খ্রিষ্টাব্দে তিনি মারা যান।

11.12.1 সমধর্মী রচনা

রবীন্দ্রনাথের হাস্যকৌতুকগুলির মধ্যে এই ধরনের নাটিকা আছে। এর মধ্যে 'সূক্ষ্মবিচার' উল্লেখযোগ্য। 'অবাক জলপান' - এর সঙ্গে 'সূক্ষ্মবিচার' এর কোথায় মিল আছে তা আপনারা নিজেরা বুঝতে চেষ্টা করুন।

1.13 উত্তর সংকেত ঃ

1.1 **1.** a) i) b) ii) c) i)

2. i) জলপাই ii) আলুবোখরা iii) মাছরাঙা iv) বরকন্দাজ

3. i) হ্যাঁ ii) না

1.2 1. i) ঘুমড়ি ii) লাঠি iii) বৃদ্ধ পথিককে

2. a) i) b) i) c) i)

3. i) তেষ্টা ii) ফলের iii) ঝগড়া, মাছরাঙা

iv) বরকন্দাজ

1.3 a) ii) b) বিষ্টির জল, ডাবের জল, নাকের জল, চোখের জল, হুঁকোর জল ফটিক

c) জল, রোদে ঘেমে জল, আহ্লাদে গলে জল, গায়ের রক্ত জ-ল, বুঝিয়ে দিল যেন জ-ল।

c) অপদার্থের একশেষ।

1.4 iv) iii)

a) iii) b) i) c) ii)

1.5 a) i) b) হাইড্রোজেন আর অক্সিজেন c) i)

1.6 a) i) b) i) c) পথিক মামাকে

2) i) অবিবেচনা ii) মন্দ iii) শহুর

iv) অপছন্দ v) চালাক vi) পণ্ডিত

3) ii) কল্‌কল্‌ iii) জ্বল্‌ জ্বল্‌ iv) চালাক

iv) অপছন্দ

4) ii) পুকুরটুকুর iii) আই-ঢাই iv) জলের

11.7.1 ii) যাইলে

iii) করিয়া

iv) বলিতে

v) ডাকিয়া

vi) দিয়া

vii) মাখিয়া

viii) ভোজন করান

ix) চালাইয়া

x) বাড়াইল

xi) খাইয়া

xii) বাঁচিল

11.7.2. ii) রঙিন

iii) সাদাটে

iv) জলীয়

v) বাষ্পীয়

vi) দুষ্ট

vii) মানসিক

12

প্রবন্ধ রচনা

12.1 ভূমিকা

কোনো একটি বিষয় বা ঘটনার বিভিন্ন দিক যখন সাজিয়ে গুছিয়ে পরপর বড়ো করে লেখা হয় তখন তাকে প্রবন্ধ বলে। একে নিবন্ধ, সন্দর্ভ, রচনাও বলা যায়। অর্থের দিক থেকে এগুলি সবই সমার্থক। আর, বিষয়টি যখন খুবই ছোটো মাপের কোনো লেখার মধ্যে পুরোপুরি সেরে ফেলা হয় তখন তাকে বলে অনুচ্ছেদ। এক হিসাবে প্রবন্ধ হল কয়েকটি পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত অনুচ্ছেদের যোগফল।

12.2 উদ্দেশ্য

এই এককটি পড়ার পরে লেখার অভ্যাস করলে আপনি

- কোনো একটি বিষয় বা ঘটনাকে নানা দিক থেকে বিচার-বিশ্লেষণ করে নিজের ভাষায় তা লিখে প্রকাশ করতে পারবেন।
- যুক্তির ক্রম-অনুসারে যে-কোনো বিষয় বোঝাতে পারবেন।
- নিজের মতামত প্রকাশের ক্ষমতা আয়ত্ত করতে পারবেন।
- যে-কোনো বিষয়কে সহজ ও সুন্দর ভাষায় ব্যক্ত করতে পারবেন।

12.3 প্রবন্ধ কাকে বলে

প্রবন্ধ শব্দটির মূল অর্থ 'প্রকৃষ্ট রূপে বন্ধন'। এই বন্ধন হল ভাবের, চিন্তার ও ভাষার। অর্থাৎ তথ্য, চিন্তা, যুক্তি ও সিদ্ধান্তের সঙ্গে প্রয়োজনবোধে আবেগের মিশ্রণে যে গদ্য রচনায় প্রকৃষ্ট বন্ধন ঘটে, তা-ই প্রবন্ধ। এর আকার ছোট হতে পারে, আবার বড়-ও হতে পারে।

প্রবন্ধের বিষয় বিভিন্ন রকমের হতে পারে। কোনো বস্তু, ঘটনা, বিচার অথবা ভাবের উপর প্রবন্ধ লেখা যেতে পারে। দরকারি কথাটা হল, কোনো একটি বিষয় সম্পর্কে আপনার ধারণা, তথ্য, চিন্তা, যুক্তি বা অনুভব প্রকাশ করার ক্ষমতা কেমন আছে, সেটাই প্রবন্ধে জানতে চাওয়া হয়। অন্যের লেখা প্রবন্ধ পড়েও আপনি আপনার মতো করে কোনো বিষয়, ঘটনা নিয়ে নিজের ভাষায় নতুন করে লিখতে পারেন।

12.4 প্রবন্ধের প্রকারভেদ

প্রবন্ধ নানা ধরনের হতে পারে। যেমন -

- বর্ণনাপ্রধান
- তথ্য নির্ভর বিচার-বিশ্লেষণ মূলক
- ভাবপ্রধান
- লঘু চিন্তামূলক।

12.5 প্রবন্ধের গঠন

সাধারণভাবে প্রবন্ধের কাঠামো বা গঠনকে তিনটি ভাগে বিন্যস্ত করা যায়—

- ভূমিকা
- বিষয়বস্তু
- উপসংহার

প্রবন্ধের প্রথম অনুচ্ছেদটি হবে ভূমিকা। এই অংশটি খুবই জরুরি। বিষয়বস্তুর মধ্যে প্রবেশের আগে অল্প কথায় আকর্ষণীয়ভাবে, সাবলীল ভাষায় ভূমিকাটি সেরে নিতে হয়।

বিষয়বস্তু হল প্রবন্ধের প্রধান অংশ। এখানে এক-একটি তথ্য ও বক্তব্য পরিবেশনের জন্য আলাদা আলাদা অনুচ্ছেদ ব্যবহার করতে পারেন। পাশাপশি লক্ষ্য রাখবেন, একই বক্তব্য যাতে প্রবন্ধটির মধ্যে ঘুরে-ফিরে না আসে। এখানে চিন্তা ও যুক্তির ক্রম মেনে চলতে হয়।

প্রবন্ধের মূল অংশটির আলোচনা হয়ে গেলে একটি অনুচ্ছেদে উপসংহার টানতে হয়। এই অংশটিও ভূমিকার মতো গুরুত্বপুর্ণ।

12.6 প্রবন্ধের ভাষা

প্রবন্ধ লিখতে হয় গদ্য রীতিতে। তা বাংলা ভাষার সাধুরীতির বদলে চলিত গদ্যেই লেখা ভালো। আপনারা চলিত রীতিতে লেখাই অভ্যাস করবেন। কেননা সাধুরীতি এখন প্রায় অপ্রচলিত। তবে সেই চলিত গদ্যে অনাবশ্যক জটিলতা বর্জন করতে হবে। ভাষায় কোনরকম আড়ষ্টতা বা কৃত্রিমতা থাকবে না। আবার অযথা ভাবোচ্ছ্বাসও এড়িয়ে চলতে হবে। আসলে বিষয় অনুযায়ী ভাষার গুরুত্ব ঠিক করে নিতে হবে।

12.7 নমুনা হিসাবে প্রবন্ধের রূপরেখা

নীচে কয়েকটি প্রবন্ধের রূপরেখা দেওয়া হল। এই সূত্র অবলম্বন করে আপনি প্রবন্ধ লেখার অভ্যাস করতে পারেন।

12.7.1 রেলযাত্রা

1. **ভূমিকা** — যাত্রার বিশেষত্ব, অনেক রকমে যাত্রা সম্ভব
2. **বিষয়বস্তু**
   - i) রেলযাত্রার জন্য আগের থেকে প্রস্তুতি, যাত্রার সময়, তারিখ ও নানা ব্যস্ততা।
   - ii) বাড়ি থেকে রেলস্টেশনে পৌছানো
   - iii) রেলযাত্রার মধ্যে নানান্ ঘটনা
   - iv) রেলযাত্রায় মনের আনন্দ
   - v) রেলযাত্রায় অভিজ্ঞতা, জ্ঞান অর্জন রেলযাত্রা শেষে গন্তব্যস্থলে পৌছানো
3. **উপসংহার** — রেলযাত্রার প্রভাব।

12.7.2 জীবনের লক্ষ্য

1. ভূমিকা — আমাদের প্রত্যেকটি কাজের পিছনে থাকে লক্ষ্যপূরণ
2. বিষয়বস্তু —
   i) জীবনের আদর্শ-- নিজের জন্যই একমাত্র জীবন অথবা অন্যের জন্যও জীবন
   ii) জীবনের অনেক লক্ষ্য -- শিক্ষক, চিকিৎসক, বিজ্ঞানী, খেলোয়াড়, দেশনেতা ইত্যাদি হওয়া
   iii) বিশেষ লক্ষ্যটি নির্বাচনের কারণ
   iv) লক্ষ্যপূরণে কীভাবে প্রস্তুতি নিচ্ছেন
   v) লক্ষ্যপূরণ হলে সমাজের সেবা কীভাবে করবেন।
3. উপসংহার — জীবনে সমন্বয় আবশ্যক; লক্ষ্যপূরণে অবিচল নিষ্ঠা, বলিষ্ঠ বিশ্বাস।

12.7.3 যুদ্ধ নয়, শান্তি চাই

1. ভূমিকা — মানব স্বভাব, অন্য জীবিত প্রাণীর সঙ্গে মানুষের তুলনা
2. বিষয়বস্তু — যুদ্ধের অবস্থা, তার স্বরূপ
   i) যুদ্ধের কারণ - স্বার্থ, আধিপত্য বিস্তারের ঝোঁক
   ii) যুদ্ধের বর্ণনা, অস্ত্রের আস্ফালন
   iii) যুদ্ধের সময়ে জনজীবনে দুঃখকষ্ট
   iv) যুদ্ধের পরিণাম ধ্বংসের বিভীষিকা
   v) শুধু স্বার্থ ও প্রভুত্ব বিস্তারের জন্য নয়, যুদ্ধ হওয়া দরকার দুর্গতদের উপকার সাধনে, গরিবি হঠাতে, অশিক্ষা দূরীকরণে, অন্যায়ের প্রতিকারে, সমাজের উন্নয়নে।
3. উপসংহার — যুদ্ধ ক্ষতিকারক, চাই শান্তি,পারস্পরিক সৌহার্দ্য। 'সবার উপরে মানুষ সত্য' এই সত্যকে প্রতিষ্ঠা করা।

12.7.4 বাংলার ঋতুবৈচিত্র্য

1. ভূমিকা — সূর্যের সঙ্গে পৃথিবী বার্ষিক গতির নিয়মে বাঁধা।তারই পথ ধরে, অক্ষের অবস্থান অনুযায়ী বাংলার ঋতু রঙ্গশালায় আসে একে একে ছয় ঋতু।
2. বিষয়বস্তু —
   i) ঋতুচক্রের শুরুতেই গ্রীষ্ম-বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ এই দুই মাস জুড়ে গ্রীষ্মকাল
   ii) গ্রীষ্মের পরে আসে বর্ষা, আকাশে মেঘের ঘটা, বিদ্যুতের ঝিলিক, বৃষ্টির ধারা, মাঠে মাঠে চাষের শুরু
   iii) অনুপম রূপ নিয়ে শরতের আগমন, প্রকৃতির স্নিগ্ধ চেহারা, বাংলার গ্রাম-নগর শারদোৎসবে মেতে ওঠে

iv) শরতের শেষে হেমন্তের আগমন -- কার্তিক অগ্রহায়ণ জুড়ে এই ঋতু

v) হেমন্তের পরেই শীত

vi) শীতের শেষে বসন্তের আবির্ভাব, প্রাণের জোয়ার।

3. উপসংহার

বাংলার ঋতুচক্রের প্রভাব শুধু প্রকৃতিতেই নয়, ঘরে বাইরে,পালা-পার্বণে, সামাজিক উৎসব-অনুষ্ঠানে, আমাদের মনে। নানা কবির কবিতায়, অনেক গীতিকারের গানে বাংলার ঋতুবৈচিত্র্য মূর্ত হয়ে উঠেছে। রবীন্দ্র-রচনা থেকেই তো কত দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়।

12.7.5 বিজ্ঞান ও কুসংস্কার

1. ভূমিকা

যুগ যুগ ধরে বিজ্ঞানই মানব সভ্যতাকে সমৃদ্ধ করেছে।

2. বিষয়বস্তু

i) আমাদের জীবনযাত্রায় বিজ্ঞানের অবদান প্রতিমুহূর্তে টের পাই

ii) ব্যবহারিক জীবনে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য এনে দিয়েছে বিজ্ঞান

iii) শুধু বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারেই কাজ হবে না, মানব সভ্যতাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হলে বিজ্ঞান সচেতনতা খুব জরুরি

iv) বিজ্ঞানের অগ্রগতি সত্ত্বেও কুসংস্কার পায়ে পায়ে লেগে আছে, হাঁচি -টিকটিকির দাপট যেমন আছে, তেমনি আছে জাত-পাঁতের ভেদাভেদ; ধর্মান্ধতাও প্রবল বাধা

v) বিজ্ঞান-মনস্কতার প্রসার চাই, কুসংস্কারের বিরুদ্ধে বিজ্ঞান চেতনা গড়ে তুলতে হবে।

3. উপসংহার

বিজ্ঞানবোধের উন্মেষ ঘটলেই কুসংস্কার দূর হবে, সমাজের সত্য পরিচয় ধরা পড়বে।

12.7.6 শিষ্টাচার

1. ভূমিকা

মার্জিত ও ভদ্র আচরণকে বলে শিষ্টাচার, এর মধ্যেই থাকে সুজনের ভাব অর্থাৎ সৌজন্য।

2. বিষয়বস্তু

i) শিষ্টাচার ব্যক্তিগত হলেও সমাজের সঙ্গে তার অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক, সামাজিক মানুষের পক্ষে শিষ্টাচার অপরিহার্য

ii) শিষ্টাচারের সঙ্গে ভদ্রতার একটা পার্থক্য কেউ কেউ ভেবে থাকেন, আসলে এই ভেদ টানা ঠিক নয়

iii) শিষ্টাচারের সঙ্গে সভ্য আচরণেরও কোনো বিরোধ নেই

iv) শিষ্টাচারই শিক্ষিত মানুষের পরিচয়,তা আয়ত্ত করতে হয় শৈশব থেকেই, বিশেষ করে ছাত্রজীবনে

v) শিষ্টাচার কর্মজীবনে সাফল্য এনে দেয়

vi) সামাজিক জীবন থেকে শুরু করে অর্থনৈতিক, বাণিজ্যিক, কূটনৈতিক অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রেও শিষ্টাচারের গুরুত্ব।

3. উপসংহার — শিষ্টাচার আমাদের জীবন সফল ও জনপ্রিয় করে তোলে।

12.7.7 জাতীয় সংগীত

1. ভূমিকা — যে সংগীতের মধ্যে একটি জাতির আশা আকাঙ্ক্ষা, কর্মের প্রেরণা, স্বপ্ন-সাধনা-নিজস্বতা, দেশপ্রেম ও আত্মত্যাগের মহিমা মূর্ত হয়ে ওঠে তা-ই জাতীয় সংগীত।

2. বিষয়বস্তু
   - i) ভারতের প্রথম জাতীয় সংগীত 'বন্দে মাতরম্'
   - ii) জাতীয় সংগীতের মধ্যেই জাতির সত্যিকারের পরিচয়, পরাধীন ভারতবর্ষে বন্দে মাতরম্ - এর উচ্চারণের মধ্যে স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রেরণা পেতেন দেশপ্রেমিকরা, অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতেন।
   - iii) স্বাধীনতা লাভের পরে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের - 'জনগণমন অধিনায়ক' সংগীতটির প্রথম অংশ জাতীয় সংগীত হিসাবে গৃহীত হয়।
   - iv) এই গানটির মধ্যে সমগ্র দেশের চেহারা ধরা পড়ে, জাতির ভাবাদর্শ স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়েছে এর মধ্যে।

3. উপসংহার — প্রত্যেক রাষ্ট্র ও জাতিরই থাকে জাতীয় সংগীত। তার মধ্যেই সমগ্র জাতির প্রাণ প্রতিষ্ঠা পায়। তার মর্যাদা সব সময়েই রক্ষা করতে হয়।

12.7.8 মেলা

1. ভূমিকা — 'মেলা' কথাটির অর্থ হল মিলন। গ্রামে-গঞ্জের মানুষ বিভিন্ন পালাপার্বণ পুজো-আচ্চা, উৎসব- অনুষ্ঠান উপলক্ষে এক জায়গায় মিলিত হয়, যেখানে নানা জিনিসপত্র কেনাবেচা হয়। আমোদ-প্রমোদেরও ব্যবস্থা থাকে।

2. বিষয়বস্তু
   - i) মেলার নানা-রূপ, লৌকিক মেলা-গ্রামীণ জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে-থাকা লৌকিক-দেবদেবীর অনুষ্ঠান ঘিরে বসে এই মেলা
   - ii) ধর্মীয় মেলা যেমন বংলার সাগরমেলা, শান্তিপুর নবদ্বীপের রাসের মেলা, রথের মেলা, চড়ক-গাজন শিবরাত্রি মেলা ও বাংলার বাইরের কুম্ভ মেলা ইত্যাদি
   - iii) মনীষী স্মরণে মেলা, কেঁদুলির জয়দেবের মেলা, ফুলিয়ায় কৃত্তিবাস স্মরণে মেলা, পাণিত্রাসে শরৎ-মেলা
   - iv) ঘটনা স্মরণে মেলা - শান্তিনিকেতনের পৌষমেলা
   - v) স্বদেশি মেলা- স্বদেশ ভাবনায় উদ্বুদ্ধ হিন্দুমেলা

vi) আধুনিক মেলা- বইমেলা, বাণিজ্যমেলা, শিল্পমেলা, চর্মজাত দ্রব্যের মেলা,

vii) উত্তর-পূর্বাঞ্চলের কুটিরশিল্পের মেলা, বস্ত্র মেলা, কৃষিমেলা ইত্যাদি মেলার বর্ণময় চলমান চিত্রমালা, লোকের আনাগোনা, কথাবার্তা, সরগরম ভাব ইত্যাদি

viii) মেলার অর্থনৈতিক গুরুত্ব।

3. উপসংহার — মেলায় একতাবোধ, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যেরও মানচিত্র একঘেয়ে জীবনে বিশেষ করে গ্রাম্যজীবনে বৈচিত্র্য ও আনন্দের উৎস।

12.7.9 যন্ত্রসভ্যতা ও বিজ্ঞান

1. ভূমিকা — জীবনের সর্বস্তরে আজ যন্ত্রের আধিপত্য।

2. বিষয়বস্তু — প্রয়োজন-বোধ থেকেই যন্ত্রের উদ্ভব ঘটেছে।

i) যন্ত্রযুগের সূচনা এক হিসাবে য়ুরোপের শিল্প-বিপ্লবের পর থেকেই

ii) যন্ত্রের দুই চেহারা, একদিকে তার কল্যাণ-রূপ অন্যদিকে অকল্যাণের আদল,

iii) মানবসভ্যতাকে নানাভাবে সমৃদ্ধ করে যন্ত্রের আবির্ভাব ও ব্যবহার, আবার কুটিরশিল্পের নাভিশ্বাস

iv) যন্ত্রনির্ভরতা বেড়ে যাওয়ায় মানুষের আত্মবিশ্বাসে চিড়, যন্ত্রকে জীবনসংকট সৃষ্টির কারণ হিসাবে যন্ত্রের মালিকই ব্যবহার করছে

3. উপসংহার — যন্ত্র আজ মানবসভ্যতার অঙ্গ, একে বাদ দিয়ে জীবন অচল।

12.7.10 পরিবেশ দূষণ

1. ভূমিকা — এ কালের একটা বড়ো সমস্যাই হলো পরিবেশ দূষণ। পৃথিবী জুড়ে তা মানুষের মধ্যে তৈরি করেছে এক ধরনের আতঙ্ক বিজ্ঞানীরা শঙ্কিত। সকলেরই মনে হচ্ছে, ধ্বংসের দিকে যেন ছুটে চলেছে আমাদের সুন্দর সমাজ ও সভ্যতা। প্রকৃতিরসুষম বিন্যাস হারিয়ে যাচ্ছে, ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে।

2. বিষয়বস্তু

2.1 পরিবেশ বলতে কী বোঝায়

'পরিবেশ' শব্দটির অর্থ বেশ ব্যাপক। আমাদের চারপাশে ঘিরে থাকা নানারকম গাছপালা, পশুপাখি, কীটপতঙ্গ মাছ, আলো, বাতাস , জল, মাটি, উষ্ণতা, মানুষ এবং মানুষের তৈরি ঘরবাড়ি রাস্তাঘাট, কলকারখানা — এসব নিয়েই আমাদের চেনা জগৎ। এগুলিই একসঙ্গে মিলেমিশে তৈরি করে পরিবেশ। কাজে কাজেই পরিবেশ বলতে আমাদের চারপাশের প্রায় সব কিছুরই যোগফলকে বোঝায়।

2.2 পরিবেশের প্রকারভেদ ও তার গুরুত্ব

সাধারণভাবে পরিবেশকে অনেকেই দুভাগে ভাগ করে থাকেন। একটি প্রাকৃতিক পরিবেশ, অন্যটি সামাজিক পরিবেশ। এ ছাড়াও সাংস্কৃতিক পরিবেশ, রাজনৈতিক পরিবেশ, শিক্ষার পরিবেশইত্যাদি অনেক ভাবেই পরিবেশকে ভাগ করে দেখা যেতে পারে। উপাদানের দিক থেকেও আমরা পরিবেশকে দুভাগে ভাগ করতে পারি। সজীব উপাদান ও অজীব উপাদান। গাছপালা, পশুপাখি, মানুষ, পোকামাকড়, মাছ ইত্যাদি উদ্ভিদ ও প্রাণী নিয়ে পরিবেশের সজীব উপাদান। পাশাপাশি আলো, উত্তাপ, জল, বাতাস, মাটি প্রভৃতি হল পরিবেশের অজীব বা জড় উপাদান। পরিবেশের এইসব উপাদানের উপর আমাদের জীবন পুরোপুরি নির্ভর করে। উদ্ভিদের বেলায় সালোকসংশ্লেষের জন্য সূর্যের আলো দরকার। বাতাসের কার্বন ডাই-অক্সাইড, মাটির জল, শ্বাসপ্রশ্বাসের জন্য অক্সিজেন, খাবার জোগাড়ের জন্য মাটির মধ্যেকার খনিজ লবণসহ অন্যান্য বর্জ্য জিনিসও গাছপালার দরকার। কোনো কোনো ক্ষেত্রে ফুলে ফুলে পরাগ মিলনের জন্য কীট পতঙ্গের সাহায্যও জরুরি। প্রাণীকে আবার বিভিন্ন জড় ও জৈব উপাদানের উপর ভরসা করতে হয়। একমাত্র সূর্যের আলোকে বাদ দিলে পবিবেশের বাকি সব উপাদানের মানই অদলবদলহতে পারে। কোনো অঞ্চলে যদি ই গুনগত মান কমে যায়, ভারসাম্যের পরিবর্তন ঘটে তাহলে সেখানকার পরিবেশই বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। বাধ্য হয়েই তখন তাদের অন্য জায়গায় পালিয়ে যেতে হয়। এমন কি অনেক প্রজাতিই চিরকালের জন্য হারিয়ে যেতে পারে।

2.3 পরিবেশ দূষণের সূচনা

মানুষের লোভই আমাদের পরিবেশকে নষ্ট করার জন্যে দায়ী। পার্থিব সুখ আর বিলাসিতার জন্য মানুষের মরিয়া চেষ্টাই পরিবেশের ভারসাম্য ধীরে ধীরে বিপন্ন করে তোলে। পরিবেশের গুণগত পরিবর্তনের প্রথম পদক্ষেপ ইউরোপের শিল্প বিপ্লবের সময়েই।

2.4 পরিবেশ সমস্যার ব্যাপকতা

পরিবেশ সমস্যাটি বর্তমানে বিরাট আকার ধারণ করেছে। এই সমস্যা আজ আর কোনো দেশের কোনো একটি অঞ্চলের চৌহদ্দিতে বাঁধা পড়ে নেই। আকাশ, সমুদ্র, মাটিই শুধু নয় দক্ষিণ মেরু মহাদেশেও দূষণের ছোবল টের পাওয়া যাচ্ছে। সব দেশের, সব জাতির, যৌথ সম্পত্তিই আক্রান্ত। গ্যাসের ঘনত্ব বেড়ে যাচ্ছে, সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বাড়ছে, হিমালয়ের হিমবাহগুলি গলতে শুরু করেছে ধীরে ধীরে, যখন তখন প্রাকৃতিক দুর্যোগ দেখা দিচ্ছে। ডিডিটি, অ্যালড্রিন ইত্যাদির বেশি মাত্রায় ব্যবহার খাদ্য-শৃঙ্খলের মধ্যে বিষাক্ত রাসায়নিক পদার্থ জমিয়ে জটিল সমস্যা তৈরি করছে।

2.5 পরিবেশ দূষণের ফল

পরিবেশ দূষণের ফল এখন মারাত্মক। বায়ুদূষণের ফলে মানুষের এত মাথাধরা, হাঁপানি, শ্বাস রোগ, ফুসফুসে ক্যান্সারের প্রাদুর্ভাব। জল-দূষণের ফলে জলের পানযোগ্যতা এবং মাছের উৎপাদন কমছে। আর্সেনিক সমস্যা তো একটা আতঙ্ক। নানারকম চর্মরোগ দেখা দিচ্ছে। শব্দ দূষণের ফলে মানুষের শোনবার ক্ষমতা কমে যাচ্ছে, স্নায়ুরোগ দেখা দিচ্ছে।

3. উপসংহার

পরিবেশ রক্ষা না করতে পারলে পৃথিবীই একদিন ধ্বংস হয়ে যাবে। তাই পরিবেশের পক্ষে ক্ষতিকারক উপাদানগুলিকে প্রথমে চিনে নেওয়া দরকার। তারপর সমস্যা সমাধানে ঠিক-ঠিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা জরুরি। শিক্ষার প্রসারের সচেতনতা বাড়ানোর সরকারি ব্যবস্থাও কঠোর হওয়া প্রয়োজন।

12.7.11 ছাত্র জীবনে খেলাধূলা

1. ভূমিকা

খেলা, খেলা আর খেলা। ছকে বাঁধা জীবনের ফাঁকে ফাঁকে খেলাধুলোই এক ঝলক টাটকা বাতাস। নানাধরনের গ্লানি, একঘেয়েমি থেকে খেলাই আমাদের খানিকটা মুক্তির স্বাদ দেয়। ব্যক্তিগত স্বার্থ, নানারকম দীনতা,ঈর্ষা দূর হয়ে যায় খেলার ছোঁয়ায়। আনন্দে ভরে যায় মন।

2. বিষয়বস্তু

2.1. প্রাচীন ভারতে শিক্ষা

প্রাচীন ভারতে গুরুগৃহে শিক্ষা নিত ছাত্ররা। সেখানে পড়াশোনার পাশাপাশি তাদের অনেক রকম কাজ-ও করতে হত। এতে ছাত্রদের দেহ সুগঠিত হত। সেজন্য আলাদাভাবে খেলাধুলোর জন্য বিশেষ ব্যবস্থার দরকার হত না। কিন্তু একালে সেটা সম্ভব নয়। ফলে লেখাপড়ার সঙ্গে একালে ছাত্রদের শরীর গঠনে খেলাধুলোর প্রয়োজনটা কেউ অস্বীকার করতে পারেন না।

2.2. সুস্থ শরীর ও মনের বিকাশ

লেখাপড়াই প্রথম ও শেষ কথা - এটা মনে করলে মস্ত বড়ো ভুল হবে। পড়ে পড়ে বইয়ের পোকা হওয়া যায় বটে, কিন্তু তাতে সমাজের কোনো উপকার হয় না। দেশের, দশের, এমন কি নিজেরও মঙ্গল করতে হলে চাই সুস্থ সবল দেহ ও সুন্দর মন। সুস্থ দেহই আবার সুস্থ চিন্তার আশ্রয়। অর্থাৎ সুস্থ শরীর লাভ করতে হলে নানাবিধ শরীরচর্চা ও খেলাধুলোর দরকার। তার মধ্য দিয়ে শরীর ও মন ফুরফুরে থাকে, চিন্তাশক্তি বৃদ্ধি পায়, পড়াশোনাও ভালো হয়।

2.3. শরীরচর্চার সুফল

খেলাধুলোর প্রতি শিশু ও কিশোরদের বরাবর ঝোঁক। এটা সব দেশের ক্ষেত্রেই খাটে। সুস্থ ও স্বাভাবিক মন একটি শিশুও খুঁজে পাওয়া যাবে না যার খেলার কোনো আগ্রহ নেই। হয়তো এজন্যই আধুনিক শিক্ষা বিজ্ঞান খেলাচ্ছলে পড়াকে খুব গুরুত্ব দিয়ে থাকে। যুগের উপযোগী যেসব খেলাধুলো রয়েছে তা সবসময়েই মানুষের পক্ষে খুব উপকারী। এতে মনের বিকাশ ঘটে। অর্থাৎ খেলাধুলো এক হিসাবে লেখাপড়ারই অঙ্গ।

2.4. খেলাধুলোয় সংহতি চেতনা

খেলাধুলো, শরীরচর্চা দেহকে মজবুত রাখে, মনকে সুস্থ রাখে। এর সঙ্গে চরিত্র অনেক সদ্‌গুণের অধিকারী হয়। শৃঙ্খলাবোধ ছড়িয়ে পড়ে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে। নিয়মানুবর্তিতায় তাদের মনে জাগে ঐক্যবোধ, তৈরি হয় পরস্পরকে ভালোবাসার মন। সহানুভূতি, শ্রদ্ধাবোধ সকলের মধ্যে ছড়িয়েপড়ে। সমাজবোধ বাড়ে। তা ছাড়া খেলাধুলোয় জয়-পরাজয়কে সমানভাবে গ্রহণ করার মধ্যে ভবিষ্যতে চলার পথ সুন্দরভাবে ছাত্রছাত্রীদের ভিতর তৈরি হয়ে যায়।

2.5. খেলা শিক্ষারও বাহন

না, খেলা নিছক খেলা নয়। এ কালের শিক্ষা-বিজ্ঞানীরা খেলাকে শিক্ষারও বাহন করে তোলেন। খেলাচ্ছলে পড়ানোর জন্য নতুন নতুন পাঠ্য পুস্তক তৈরি হয়েছে।

3. উপসংহার

তবে একথাও মানতে হবে, সব সময় খেলা ঠিক নয়। পড়ার সময়ে পড়া এবং খেলার সময়ে

খেলা করা উচিত। নইলে লেখাপড়া ও খেলাধুলোর মধ্যে সামঞ্জস্য থাকে না।

12.7.12 জাতীয় সংহতি

1. ভূমিকা

আকাশ- ছোঁয়া পাহাড় আর অথই সাগরে ঘেরা আমাদের মাতৃভূমি ভারতবর্ষ। এ দেশ পৃথিবীর বৃহত্তম গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র। কত হাজার বছর আগে এখানে সভ্যতার সৃষ্টি তার কোনো নির্ভুল হিসাব নেই। তবে বহু জাতি আর বহু ধর্মের এই দেশ আজও মহান। প্রেম, ত্যাগ, মৈত্রী ও করুণার জন্য আজও এ দেশ সারা পৃথিবীর শ্রদ্ধা পায়। বস্তুত, বিবিধের মাঝখানে অটুট এই মিলনমেলাই ভারতের প্রকৃত ও শ্রেষ্ঠ পরিচয়।

2. বিষয়বস্তু

2.1 প্রাচীন ভারতের সংহতি

ভারতে আগে বাস করতো শুধু আদিম অধিবাসীরা। তারা গড়েছিল তাদের সভ্যতা। তারপর এল আর্যরা। এরাই তৈরি করল ভারতীয় সভ্যতা। ভারতের প্রচুর প্রাকৃতিক সম্পদের টানে বহু বিদেশি জাতি বারবার এদেশে এসেছে। তারা কেউ কেউ লুটপাট করে ফিরে গেছে, কেউবা এদেশেই থেকে গেছে। এভাবেই শক-হূন-পাঠান মোগল ভারতে মিলেমিশে একাকার হয়েছে। তারপর দুশো বছরের ইংরেজ শাসনের পরে অবশেষে ভারত স্বাধীন হয়েছে। কিন্তু প্রাচীন ভারতের সেই সংহতি একটুও নষ্ট হয়নি। এটাই ভারতের প্রাণশক্তি।

2.2 দেশের বর্তমান অবস্থা

কিন্তু বর্তমানে ভারতের জাতীয় সংহতি নিয়ে মাঝে মাঝে প্রশ্ন চাড়া দেয়। সেই ঐক্য এখন যেন প্রতিবেশী রাষ্ট্রের নিরন্তর বৈরিতা।

2.3 প্রতিকারের উপায়

দেশ জুড়ে এই যে বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তির আস্ফালন, সাম্প্রদায়িক শক্তির বিষ ওগ্‌রানো তার কি কোনো প্রতিকার নেই? আছে। তার জন্য আমাদের সংহতিচেতনাকে আরো ধারালো করা দরকার। শিক্ষার প্রসার ঘটানো অপরিহার্য। ইতিহাস সম্পর্কে আরো বেশি শিক্ষিত হতে হবে। নিজেদের ঐতিহ্য বিষয়ে হতে হবে সচেতন। আন্তজাতিক বোধে আমাদের সজাগ থাকতে হবে। জাত-পাঁতের ভেদাভেদ ভুলে দেশরক্ষায় এগিয়ে আসতে হবে দেশের সকল নাগরিককে। মনে রাখতে হবে, আমাদের একমাত্র পরিচয় আমরা ভারতবাসী। এর সঙ্গে ধনী দরিদ্রের পার্থক্য ঘোচানোর জন্য সরকারকে নিতে হবে কার্যকর ও কল্যাণকর ব্যবস্থা।

2.4 ছাত্রসমাজের ভূমিকা

ছাত্ররাই হচ্ছে দেশের ভবিষ্যৎ। তাদের মধ্যে কাজ করার প্রচুর ক্ষমতা আছে। উৎসাহ, খানিকটা বিপন্ন। সারা দেশ জুড়ে ছড়িয়ে পড়েছে হিংসার আগুন। কাশ্মীরে জঙ্গি হানা। দেশের নানা প্রান্তে বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তির আস্ফালন। সাম্প্রদায়িকতাও কখনো কখনো জাতীয় সংহতিকে নষ্ট করে। ফলে হাজারহাজার নরনারী শিশু মারা পড়ে। জাতীয় সম্পদের বিনষ্টি ঘটছে। স্বার্থপর লাকেদের উস্‌কানিতে মানুষ জড়িয়ে পড়ছে হানাহনিতে। এর সঙ্গে যোগ দিয়েছে উদ্দীপনাতেও তারা প্রাণময়। কাজে কাজেই দেশের সংহতি রক্ষায় তাদের এগিয়ে আসতে হবে।

2.5 উপসংহার

দেশের ঐক্যকে চোখের মণির মতো রক্ষা করতে হবে। বর্তমানে যে অনৈক্যের অন্ধকার তা দূর করে এগোতে হবে সামনের দিকে। সূর্য উঠবেই, নতুন ভোর আসবেই।

12.7.13 টেলিভিশন

1. ভূমিকা

সেই কবে, কোন্ আদিম যুগে মানুষ প্রথম পাথরে পাথর ঠুকে আগুন জ্বালানো আবিষ্কার করে। সেই মুহূর্তেই জন্ম নেয় বিজ্ঞান। তারই দৌলতে আজ মানুষ সারা পৃথিবীকে নিয়ে এসেছে তার হাতের মুঠোয়। মর্ত্যে এনেছে স্বর্গের সুষমা, জীবনযাপনে সুখস্বাচ্ছন্দ্য। মহাকাশেও পাড়ি দিয়েছে মানুষ। অব্যাহত রয়েছে বিজ্ঞানের জয়যাত্রা। কোনো তার বা সরাসরি সংযোগ ছাড়াই যোগাযোগ ব্যবস্থার এবং টেলিভিশন তার সচল, রঙিন ও সবাক ছবির মারফৎ দুনিয়াকে নিয়ে এসেছে আমাদের ঘরের ভেতর।

2. বিষয়বস্তু

2.1 বেতার বা রেডিওয় শুধু কানে শোনা যায়। বক্তা, গায়ক, অনুষ্ঠানকারীকে চোখে দেখা যায় না। টেলিভিশন এই অভাব দূর করে ছবির সংযোগে সমস্ত অনুষ্ঠান পেশ করে। ফলে চোখ ও কান দুই-ই তৃপ্তি পায়, উপরন্তু সরাসরি অনুষ্ঠান দেখানোর ব্যবস্থা হয়েছে এখন। ফলে ঘরে বসেই দূরে অনুষ্ঠিত খেলা থেকে শুরু করে সবরকম অনুষ্ঠানই টাটকা দেখা যায়। এখানেই সিনেমা বা চলচ্চিত্রকে টেক্কা দিয়েছে টেলিভিশন। সংক্ষেপে বলে টিভি।

2.2 গোড়ার কথা ও অগ্রগতি

টেলিভিশন আবিষ্কার করেন জন লোগি বেয়ার্ড। তিনি ছিলেন স্কটল্যান্ডের অধিবাসী। বিখ্যাত বিজ্ঞানী। এলাকার লোকেরা এই টেলিভিশন দেখার সুযোগ পান। কলকাতার কেন্দ্রটি কাজ শুরু করে ১৯৭৫ সালের ৯ই আগস্ট। এর আগে অবশ্য মুম্বাই, শ্রীনগর, অমৃতসর, পুনায় টেলিভিশন কেন্দ্র গড়ে ওঠে। বর্তমানে টিভির জনপ্রিয়তা আকাশ-ছোঁয়া।

2.4 উপকারিতা

টেলিভিশনের উপকারিতা অজস্র। শুধুমাত্র বিনোদনই নয়, শিক্ষালাভেরও প্রচুর সুযোগ করে দেয় টিভি। গতিশীল পৃথিবীর সঙ্গে মানুষকে খাপ খাওয়াতে এর কোনো জুড়ি নেই। নাচ, গান, সাক্ষাৎকার, নাটক, সিনেমা, বক্তৃতা ইত্যাদি প্রচারিত হয় এর মাধ্যমে। তাছাড়া জাতীয় সংহতি রক্ষায় সামাজিক ঐক্য প্রসারে, চলমান বিশ্ব সম্পর্কে ধ্যান ধারণা গড়ে তুলতে স্বচক্ষে দেখতে পাই বিশ্বকাপ ক্রিকেট, ফুটবল, হকি, অলিম্পিকের মতো বর্ণময় অনুষ্ঠান।

2.5 অপকারিতা

উপকারিতার পাশাপাশি টিভির ক্ষতিকর দিকটিও কম নয়। দিনরাত টিভি দেখে শিশুমনের ক্ষতি হয়।

2.6 উপসংহার

টেলিভিশন এ যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ আবিষ্কার। একে জাতিগঠনে, শিক্ষার প্রসারে, সংস্কৃতির উন্নতিতে ব্যবহার করা দরকার। মনে রাখতে হবে আমাদের কাছে টিভি যেন কোনোভাবেই 'বোকা-বাক্সই' হয়ে না দাঁড়ায়।

12.7.14 একটি শীতের সকাল

1. ভূমিকা

বাংলার ঋতু রঙ্গমঞ্চে এক-একটা ঋতু আসে। কেউ হেসে বেড়ায়, খেলে বেড়ায়, ছুটে বেড়ায়। কারো শরীর থেকে ঠিকরে বেরোয় আলো, কণ্ঠে গান, আবিরের রঙ। কারো

আবার চোখে-মুখে রৌদ্র-মেঘের লুকোচুরি খেলা, আনন্দের সংগীত, ফসলের রঙ। কোনো ঋতু আবার বাউলের একতারা, বিষণ্ণ বৈরাগী। তবে সকলেই আলাদা। বাংলার ঋতু-রঙ্গশালায় কেউ কারো অনুকরণ নয়, প্রতিটি ঋতুই নিজস্বতায় স্বতন্ত্র।

2. বিষয়বস্তু

2.1 ঋতুর বৈচিত্র্য, সকালের স্বাতন্ত্র্য

নিজের নিজের ঢঙে, ছন্দে, রূপে ও আবেদনে প্রত্যেকটি ঋতুই যেমন আলাদা আলাদা তেমনি প্রতিটি দিনই আলাদা। আবার সকালের সঙ্গে বিকেলের পার্থক্য কারো দৃষ্টি এড়িয়ে যায় না। শুধু কি তাই? প্রত্যেকটি সকালও স্বতন্ত্র। আজকের সকালটা গতকালের সকালের মতো যেমন নয়, তেমনি আগামিকালের সকালটাও হবে না আজকের সকালের হুবহু প্রতিচ্ছবি। ফারাক থাকবেই। শীতের সব সকালও তাই এক নয়, অবিকল তো নয়ই।

2.2 শীতের সকালের বৈশিষ্ট্য

সেটা মেনে নিয়েই বলতে পারি বর্ষার সকালটা যেমন ভিজে ভিজে লাগে, শীতের সকাল তেমনি আমার কাছে কেমন মায়াময় ঠেকে। উদাস-উদাস চোখে যেন শীতের সকাল আমার কাছে এসে হাজির হয়। তার কণ্ঠে যেন পাতা-ঝরার গান, বিষণ্ণতার সুর। তার অঙ্গে কুয়াশার চাদর। আবার যখন ঝিকমিকিয়ে রোদ ওঠে তখন শীতের সকাল হাসে যেন খিলখিল করে। অবাক হয়ে যাই। অভিভূত হয়ে পড়ি।

2.3 একটি দিনের ছবি

একটা দিনের কথাই বলি। নাহ্, শীতের একটা সকালের কথাই বলা যাক। চোখে তখনও ঘুমের আবেশ। কত বেলা হয়েছে বোঝা যায় না। আগের দিন রাতে একটু বেশিক্ষণ লেখাপড়া করেছিলাম। তাই শুতে যেতে দেরি হয়। যাই হোক, বাইরের আলো ভেতরে ঢুকতে পারছে না সেদিন সকালে। জানলা-দরজা সব বন্ধ। বিছানা ছাড়াতে মন চাইছিল না, লেপের উষ্ণতা যে ভারি আরামের! আরো কিছুক্ষণ ঘাপটি মেরে পড়ে থাকতে ইচ্ছা করছিল। কিন্তু উপায় কি, ঘুমিয়ে থাকি, আলসেমি করি, লেপের ভিতরে শীতের সকাল তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করি। তার মধ্যে মা কয়েকবার তাড়া লাগিয়েছে। ওঠার জন্য সে কি ডাকাডাকি! শেষমেশ উঠতেই হল। লেপের উষ্ণতাকে বিদায় দিলাম। খুলে দিলাম জানলা। ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ল এক ঝলক হিমেল বাতাস। একটু কি শির শির করে উঠিনি? বাইরে চোখ ফেলতেই দেখি কুয়াশার চাদর। দূরের জিনিস ঠাহর করতে কষ্ট হয়। রোদ যেন নেতিয়ে রয়েছে, ভিজে ভিজে ভাব চাদর জড়িয়েই হাত-মুখ ধুতে গিয়ে মালুম হল শীতের কামড়।

2.4 শীতের সকাল ঃ অন্য রূপ

বাইরে তাকাই। উত্তুরে হাওয়া। একটু একটু করে কুয়াশা ফিকে হচ্ছে। লোকজন চলছে, যে যার কাজে যাচ্ছে। কেউ আগাপাশতলা গরম কাপড়ে, লেপে মুড়ে বাইরে বেরিয়েছে। রঙ-বেরঙের জেল্লা বেরোচ্ছে শীতের পোষাক থেকে। একজন বুড়ি-মাকে দেখলাম গায়ে কোনোরকমে একটা পাতলা কাপড় জড়িয়ে ঠক ঠক করে কাঁপতে কাঁপতে চলেছে কোনো বাড়ির ঠিকে কাজ করার জন্য। ইস্! একটা বাচ্চা মেয়ে দেয়াল ঘেঁষে বসে রয়েছে, শীতে কাঁপছে। গায়ে জামা পর্যন্ত নেই! দেখতে দেখতে রোদ উঠছে। ঠান্ডা কমছে। কুয়াশা সরছে। পাখিরা উড়ে যাচ্ছে। লোকজনের ব্যস্ততা একটু একটু করে বাড়ছে।

2.5 সকালবেলার ছবি

শীতের সকাল যদি ছুটির হয় তাহলে তো কথাই নেই। চড়ুইভাতিতে বেরিয়ে পড়ে অনেকে দল বেঁধে হুল্লোড় চলে। এসময় আবার অনেক বাড়িতে, পার্কে পার্কে ফুলের জলসা বসে। সূর্যমুখীর দ্যুতি। কেউ কেউ যায় চিড়িয়াখানায়, ছবির প্রদর্শনীতে, নানা ধরনের মেলায় বা সার্কাসে। কেউ কেউ আবার বাজার মুখো। সব্জিবিক্রেতা চলেছে মাথায় পালং, টমেটো, ফুলকপি, বাঁধাকপির ঝুড়ি নিয়ে।

3 উপসংহার

শীতের সকাল আমার কাছে বড়ো এক বিচিত্র অনুভূতি! তার আগমন বড়ো সুন্দর, রঙিন, বর্ণময়। শীত মানে যে সার্কাস, মেলা, খেলার আসর। শীত মানে যে পিঠে-পায়েস আর ভোরের বেলায় খেজুররসে চুমুক।

12.7.14 ছাত্র জীবনে সমাজসেবা

1. ভূমিকা — সেবা বলতে কী বোঝায়। দেশে দেশে জনসেবার দৃষ্টান্ত।

2. বিষয়বস্তু —
   - (i) প্রাচীন ভারতে সেবার আদর্শ।
   - (ii) সেবা হচ্ছে জনসাধারণের কাছে ঋণশোধের উপায়।
   - (iii) সমাজসেবার আদর্শ ঃ সমাজের বাস্তব চেহারা।
   - (iv) সমাজসেবার নানা উপকরণ।
   - (v) সমাজসেবায় ছাত্রসমাজের ভূমিকা।
   - (vi) সমাজসেবার নতুন চেতনা ও কার্যকরী রূপ।

2. উপসংহার — আমাদের জীবনে সমাজসেবার সার্থকতা।

12.8 সমগ্রপাঠভিত্তিক প্রশ্ন

প্রতিটি নমুনা প্রবন্ধ মনোযোগ দিয়ে কয়েকবার পড়ে নিয়ে নীচের বিষয়গুলি নিয়ে, এক একটি প্রবন্ধ লিখুন।

1. প্রাত্যহিক জীবনে টেলিফোনের প্রয়োজনীয়তা
2. জাতিভেদ
3. আধুনিক যুবসমাজ
4. একটি বর্ষণমুখর দিন
5. শহর ও গ্রাম।

12.9 আপনি যা যা শিখলেন

- কোনো একটি বিষয় বা ঘটনা নিয়ে ভূমিকা, বিষয়বস্তু ও উপসংহার সহ নিজের ভাষায় প্রবন্ধ লিখতে।
- প্রবন্ধ বা ঘটনার বিষয়টি যুক্তি-ক্রম অনুসারে সাজিয়ে উপস্থাপন করতে।
- নিজের মতামত নিজের ভাষায় প্রকাশ করতে।

13

বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি

জীবনানন্দ দাশ

13.1 ভূমিকা

কবি জীবনানন্দ দাশের নাম আপনারা শুনেছেন। তিনি আধুনিক বাংলা কাব্যের একজন বিশিষ্ট কবি। রবীন্দ্রনাথের জীবনকালে বাংলা কবিতা রচনা শুরু করেন; কিন্তু রবীন্দ্রকাব্যের প্রভাব থেকে তিনি নিজেকে মুক্ত করে নিতে পেরেছিলেন। তাঁর কবিতা নিজস্বতার গুণে স্বাতন্ত্র্য লাভ করেছে।

আধুনিক নাগরিক সভ্যতার যুগে মানুষের নিঃসঙ্গতা, বিষণ্ণতা এবং বিপন্নতার ব্যথা তাঁর কবিতায় বিশেষভাবে প্রকাশ পেয়েছে। সেইসঙ্গে জীবনানন্দের কবিতায় এসেছে প্রকৃতিপ্রেম, ইতিহা[illegible]না, এবং লোককথা। ভাষার সাহায্যে তিনি এমন ছবি ফুটিয়ে তুলতে পারেন যা মনকে সহজেই অভিভূত করে।

'বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি', 'রূপসী বাংলা' কাব্য গ্রন্থ থেকে সংকলিত হয়েছে। গ্রাম বাংলার সাদামাটা রূপে, তার নীরব নির্জন পরিবেশে কবি অপরূপ এক সৌন্দর্যকে আবিষ্কার করেছেন। তার সঙ্গে এসেছে নানা লোককাহিনীর স্মৃতি।

13.2 উদ্দেশ্য

'বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি' কবিতটি পড়ার পর আপনারা নিজেরাই

- গ্রাম বাংলার প্রকৃতির সাধারণ রূপ জানবেন।
- বাংলাদেশের সুপ্রাচীন লোককথার সঙ্গে পরিচিত হবেন।
- প্রকৃতির সঙ্গে লোককথার সম্পর্কটি উপলব্ধি করবেন।
- কবিমনের বিশেষ অনুভূতির সঙ্গে পরিচিত হবেন।
- বিশেষ ধরনের শব্দচিত্র রচনার দৃষ্টান্ত দেখবেন।

13.3 মূল পাঠ ও শব্দার্থ

1. বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি, তাই আমি পৃথিবীর রূপ
খুঁজিতে যাই না আর; অন্ধকারে জেগে উঠে ডুমুরের গাছে
চেয়ে দেখি ছাতার মতন বড় পাতাটির নিচে ব'সে আছে
ভোরের দয়েল পাখি—চারিদিকে চেয়ে দেখি পল্লবের স্তূপ
জাঁম-বট-কাঁঠালের-হিজলের-অশথের ক'রে আছে চুপ;

1. বাংলার মুখ — কবি 'রূপ' শব্দের বদলে 'মুখ' শব্দটি ব্যবহার করেছেন। মুখ শব্দের ব্যবহারের ফলে স্বদেশ প্রাণময়ী হয়ে উঠেছে।

পৃথিবীর রূপ — বিশ্বের সৌন্দর্য।

ছাতার মতন বড় পাতাটি — ডুমুর গাছের বড় পাতাটির সঙ্গে ছাতার তুলনা করা হয়েছে।

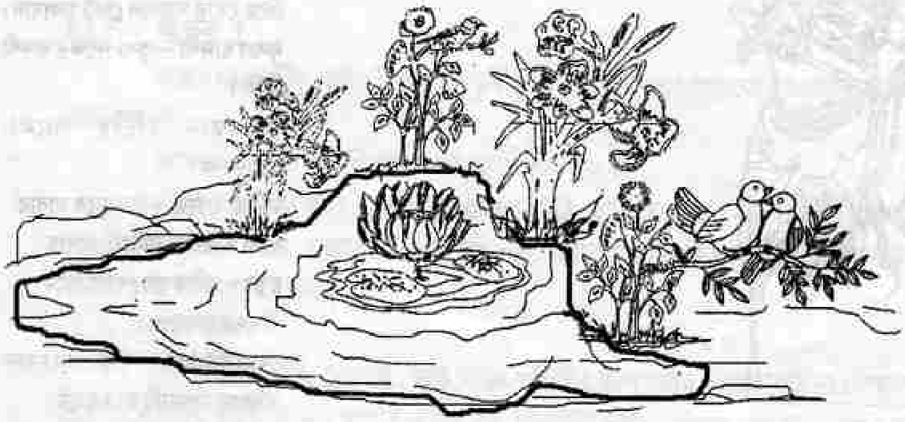

2. ফণীমনসার ঝোপে শটি বনে তাহাদের ছায়া পড়িয়াছে;
মধুকর ডিঙা থেকে না জানি সে কবে চাঁদ চম্পার কাছে
এমনই হিজল বট-তমালের নীল ছায়া বাংলার অপরূপ রূপ
দেখেছিল;

ভোরের দয়েল পাখি – দয়েল বা দোয়েল পাখি খুব সকালে ডাকে। এখানে ভোরের শব্দটি দোয়েলের বিশেষণ।

পল্লব – গাছের পাতাযুক্ত শাখাগ্র।

স্তূপ – রাশি, অনেক। এখানে রাশি রাশি গাছের পাতা বোঝাচ্ছে।

ডুমুর, জাম, বট, কাঁঠাল, হিজল,

2. অশথ – বাংলার অত্যন্ত পরিচিত গাছ।

ফণীমনসা – ছোট কাঁটা জাতীয় গাছ। সাপের ফণার আকারের সঙ্গে মিল আছে বলে এই নাম।

শটি – হলুদ জাতীয় গাছ, এর শেকড় থেকে ছাতুর মত খাদ্য হয়।

মধুকর – মৌমাছি।

মধুকর-ডিঙা – মনসামঙ্গল কাব্যের বণিক চাঁদ সদাগর, তাঁর বাণিজ্য তরীর নাম মধুকর ডিঙা।

না জনি সে কবে – সুদূর অতীত কালে।

চাঁদ – চাঁদ সদাগর। মনসামঙ্গল কাব্যের প্রধান চরিত্র। দেবী মনসার বিরোধী; পরে অবশ্য মনসাকে পুজো করেন।

চম্পা – চাঁদ সদাগরের বাড়ি ছিল চম্পা বা চম্পক নগরে।

তমাল – গাব জাতীয় কালো রঙের গাছ।

নীল ছায়া – নীল রঙের ছায়া।

3. বেহুলাও একদিন গাঙুড়ের জলে ভেলা নিয়ে —
কৃষ্ণা দ্বাদশীর জ্যোৎস্না যখন মরিয়া গেছে নদীর চড়ায় —
সোনালী ধানের পাশে অসংখ্য অশ্বত্থ বট দেখেছিল, হায়,
শ্যামার নরম গান শুনেছিল, — একদিন অমরায় গিয়ে
ছিন্ন খঞ্জনার মত যখন সে নেচেছিল ইন্দ্রের সভায়
বাংলার নদী মাঠ ভাঁটফুল ঘুঙুরের মতো তার কেঁদেছিল পায়।

3. **অপরূপ রূপ** – অসামান্য রূপ।
বেহুলা – মনসামঙ্গল কাব্যের প্রধান চরিত্র। চাঁদ সদাগরের পুত্রবধূ ও লখিন্দরের স্ত্রী।
গাঙুড়ের – মনসামঙ্গল কাব্যে বর্ণিত এক কাল্পনিক নদী। সম্ভবত গঙ্গা থেকে গাঙ এবং তা থেকে গাঙুড় শব্দটি এসেছে।
ভেলা – কলাগাছ বা কাঠের খন্ড দিয়ে তৈরি সমতল ছোট জলযান।
কৃষ্ণা দ্বাদশী – কৃষ্ণ পক্ষের দ্বাদশী তিথি।
জোৎস্না– চাঁদের আলো; চন্দ্রালোক।
মরিয়া গেছে – চাঁদ ডুবে যাবার ফলে অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে।
চড়া – নদীর চর; পলি জমে উৎপন্ন স্থলভাগ।
সোনালী ধান – পাকা ধান। ধান পাকলে সোনালী রঙের হয়।
শ্যামার নরম গান – শ্যামা পাখির কোমল গান।
অমরা – স্বর্গ; দেবলোক।
ছিন্ন – ছেঁড়া হয়েছে এমন। এখানে আহত।
খঞ্জনা – চঞ্চল স্বভাবের ক্ষুদ্র পাখি।
ইন্দ্রের সভায় – ইন্দ্র দেবলোকের রাজা, তাঁর সভায়।
ভাঁট ফুল – গ্রামবাংলার ছোট জংলা গাছের ফুল; এর রঙ সাদা।
ঘুঙুর – নূপুর।

13.4 প্রাথমিক বোধ বিচার

1. কবি কেন পৃথিবীর রূপ খুঁজতে যান না?
2. দোয়েল পাখি কখন কোথায় বসেছিল?
3. ফণীমনসার ঝোপে শটি বনে কাদের ছায়া পড়েছে?
4. মধুকর ডিঙা থেকে চাঁদ কোথায় কী রূপ দেখেছিল?
5. বেহুলা কোথায় কখন কী দেখেছিল এবং কী শুনেছিল?
6. বেহুলা কোথায় কার মতো নেচেছিল?
7. বাংলাদেশের নিজস্ব গাছপালার রূপ কেমন?

13.5 স্তবক 1

এবার কবিতাটির খানিকটা অংশ পড়ুন এবং তার থেকে যে প্রশ্ন বেরিয়ে আসে তার উত্তর করার চেষ্টা করুন।

বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি, তাই আমি পৃথিবীর রূপ

খুঁজিতে যাই না আর; অন্ধকারে জেগে উঠে ডুমুরের গাছে চেয়ে দেখি ছাতার মতন বড় পাতাটির নিচে ব'সে আছে, ভোরের দয়েল পাখি—চারিদিকে চেয়ে দেখি পল্লবের স্তূপ জাম-বট-কাঁঠালের-হিজলের-অশ্বত্থের ক'রে আছে চুপ;

গদ্য রূপ

বাংলার মুখ আমি দেখেছি, তাই আমি পৃথিবীর রূপ আর খুঁজতে যাই না। অন্ধকারে জেগে উঠে চেয়ে দেখি ডুমুর গাছের ছাতার মতো বড় পাতাটির নীচে ভোরের দোয়েল পাখি চুপ করে বসে আছে। চার দিকে জাম, বট, কাঁঠাল, হিজল, অশ্বত্থ গাছের পল্লবের স্তূপ।

আলোচনা

জন্মভূমির রূপে কবি মুগ্ধ, বাংলার মুখ কবি দেখেছেন, তাই তিনি আর পৃথিবীর রূপ খুঁজতে রাজি নন। সহজ ভষায় কবি তাঁর মুগ্ধতাকে প্রকাশ করেছেন। অথচ তা কবিতা হয়ে উঠেছে। কাব্যের ভাষা এবং গদ্য ভাষার মধ্যে একটি ভাবগত পার্থক্য থাকে। গদ্যের ভাষায় বক্তব্য বিষয়কে স্পষ্ট করে তুলে ধরা হয়। কিন্তু কাব্যের ভাষা অনুভবের ভাষা। সব সময় আভিধানিক অর্থে ভাবকে খুঁজে পাওয়া যায় না। কবিতায় থাকে চিত্রময়তা, আভাস এবং ইঙ্গিত। এই ইঙ্গিতধর্মিতাকে বলে ব্যঞ্জনা।

মানুষের বিশেষত নারীর সৌন্দর্য সবচেয়ে বেশি ফুটে ওঠে তার মুখের কমনীয় ত্বক এবং লাবণ্যে। কবি জন্মভূমিকে দেখেছেন প্রাণময়ী রূপে। তাঁর অনুভবের চোখে তিনি স্বদেশের মুখশ্রীকে দেখেছেন। স্বদেশের রূপ তাঁকে এত বেশি মুগ্ধ করেছে যে, তাঁকে আর পৃথিবীর রূপ খুঁজতে হয় না। তখনো ভোরের আলো ফোটেনি। অন্ধকারে কবি জেগে দেখেন ডুমুর গাছের ছাতার মতো বড় পাতাটির নীচে দোয়েল পাখি চুপ করে বসে আছে — সকালের প্রতীক্ষায়। কবি প্রকৃতির যে ছবি তুলে ধরেছেন তা বাংলার নিজস্ব রূপ। কবির বর্ণনায় ধরা পড়েছে নির্জন নীরবতায় রজনীর শেষ প্রহরের ছবি। চারিদিকে অজস্র গাছের সমারোহ। জাম, বট, কাঁঠাল, হিজল, অশত্থের রাশি রাশি পাতাকে শেষ রাতের আবছা অন্ধকারে স্তূপের মতো মনে হয়।

শুধু শব্দার্থের জ্ঞান দিয়ে জীবনানন্দের কবিতা বোঝা যায় না। তাঁর কবিতায় কোনো আপাত দুরূহতা নেই। কিন্তু তিনি ভাষা দিয়ে যে চিত্র রচনা করেন, তাকে বুঝতে হয় অনুভবের সাহায্যে। শব্দার্থের মধ্য দিয়ে তাঁর কবিতার ভাষা নিঃশেষিত হয় না, বরং অতিরিক্ত একটি অনুভবের জগৎ পাঠকের সামনে গড়ে ওঠে। কবি বাংলার মুখশ্রীকে দেখেছেন, কিন্তু সেটি কেমন রূপ? কবি রূপ দেখেছেন অন্ধকারে ডুমুরের পাতার নীচে নিঃশব্দে দোয়েল বসে আছে; জাম, বট, হিজল, অশত্থ গাছের রাশি রাশি অন্ধকার

পাতার স্তূপে। এখানে সমুদ্র, অরণ্য, পর্বতের কথা নেই, আছে সমতল বাংলার একটি নীরব, নির্জন, শান্ত বিষণ্ণ প্রায়ান্ধকার রূপ। অতি পরিচিত চেনা রূপকে কবি কিছুটা অপরিচয়ের রহস্যে আবৃত করেছেন। তাই চেনা রূপও অপরূপ হয়ে উঠেছে।

পাঠগত প্রশ্ন - 1.1

1. **শূন্যস্থানে বন্ধনী থেকে একটি উপযুক্ত শব্দ নিয়ে বসান।**
   - ক) জীবনানন্দের কবিতায় প্রকৃতি ── হয়ে উঠেছে। (বর্ণময়, সুন্দর, আনন্দময়)
   - খ) রাশি রাশি গাছের পাতাকে ── মনে হয়। (অন্ধকার, অনেক, স্তূপ)
   - গ) ── বাংলার নিজস্ব গাছ। (পাইন, ওক, তমাল)

2. **ঠিক বাক্যে (✓) চিহ্ন এবং ভুল বাক্যে কাটা (×) চিহ্ন দিন**
   - ক) তাইতো আমি পৃথিবীর রূপ দেখিতে যাই না আর। ☐
   - খ) ডুমুর গাছের পাতাটি ছাতার মতো বড়। ☐
   - গ) ভোরের দয়েল পাখি ডেকে উঠেছে। ☐

3. **ভুল শব্দটির পরিবর্তে ঠিক শব্দটি বসান**
   - ক) বাংলার রূপ খুঁজিতে যাই না আর।
   - খ) অন্ধকারে জেগে উঠে অশ্বত্থের গাছে চেয়ে দেখি।
   - গ) নিচে বসে আছে অন্ধকারে দয়েল পাখি।

13.5.2 স্তবক 2 – ফণীমনসার ঝোপে .... রূপ দেখেছিল;

গদ্যরূপ

ফণী মনসার ঝোপে এবং শটি বনে তাদের ছায়া পড়েছে। না জানি সে কবে তাঁর মধুকর ডিঙা থেকে চম্পার কাছে এমনই হিজল-বট- তমালের নীল ছায়ায় বাংলার অপরূপ রূপ দেখেছিল।

আলোচনা

শেষ রাতে ফিকে অন্ধকারে ফণী মনসার ঝোপে, শটি বনে জাম কাঁঠাল হিজল অশ্বত্থের ছায়া এসে পড়েছে। রূপটি বড় শান্ত, নীরব এবং নির্জন। ঠিক এই রকম মুহূর্তে কবি বর্তমান জগৎ থেকে অতীতের কিংবদন্তীর জগতে চলে গেছেন। বাংলার লোককথার এক হৃদয়স্পর্শী কাব্য মনসামঙ্গল। বাংলার গাছপালার মতো মনসামঙ্গল কাব্যও বাংলার জনজীবনের সঙ্গে নিবিড় ভাবে মিশে আছে। বাংলার বণিক চাঁদ সদাগর মধুকর ডিঙা নিয়ে চম্পক নগর ছেড়ে বাণিজ্য করতে গিয়েছিলেন সুদূর এক দ্বীপে। সেদিন চম্পার কূলে তাঁর বাণিজ্য তরী থেকে তিনি দেখেছিলেন বাংলার রূপ, হিজল, বট, তমালের নীল ছায়ায় যা অপরূপ হয়ে উঠেছিল। বাংলার রূপ চিরকাল এমনই মধুময়। কবি জীবনানন্দ বাংলার লোককথার সঙ্গে বাংলার রূপময়তাকে এক অদৃশ্য সুতোয় বেঁধে দিয়েছেন।

আজ তিনি যখন বাংলার রূপে তদ্‌গত, এমন ভাবেই তন্ময় হয়েছিলেন বহুযুগ আগে চাঁদ সদাগর। বর্তমান আর অতীত কবি-কল্পনায় একাকার হয়ে গিয়েছে। বাংলার প্রতি যে আবহমান কালের ভালোবাসা, তা কবির একার নয়——বাংলার সব মানুষের, নিঃসঙ্গতার মধ্যে চাঁদের চোখে সেই ভালোবাসার স্বপ্নই ফুটে উঠেছে।

পাঠগত প্রশ্ন - 1.2

4. **বাক্যগুলি এলোমেলো করে দেওয়া আছে। ঠিক ভাবে লিখুন।**
   - ক) শটির ঝোপে ফণীমনসার বনে তাহাদের ছায়া পড়িয়াছে।
   - খ) না জানি সে কবে চম্পা চাঁদের কাছে।
   - গ) এমনই তমাল-বট-হিজলের নীল ছায়া।

5. **চিহ্নিত ভুল শব্দগুলির স্থানে ঠিক শব্দ বসান।**
   - ক) কাহাদের ছায়া পড়িয়াছে।
   - খ) মধুময় ডিঙা থেকে।
   - গ) তমালের গায় ছায়া
   - ঘ) বাংলার মধুময় রূপ।

6. **বন্ধনীর মধ্যে থেকে ঠিক শব্দ বেছে নিয়ে শূন্যস্থানে বসান।**
   - ক) নরম ধানের —— (রূপ, গন্ধ, রঙ)।
   - খ) মনসামঙ্গল কাব্যের নায়ক —— (মনসা, লখীন্দর, চাঁদ)।
   - গ) বাংলার —— রূপ দেখেছিল (অসামান্য, অপরূপ, ম্লান)।

7. **বিপরীত শব্দ লিখুন**
   - ক) ছায়া ——
   - খ) নিচে ——
   - গ) ভোরের ——

8. **বাংলার রূপ কেমন? ঠিক জায়গায় টিক্ (✓) চিহ্ন দিন।**

   ক) শান্ত　　খ) নির্জন　　গ) অপরূপা

13.5.3 স্তবক - 3

বেহুলাও একদিন গাঙুড়ের জলে ভেলা নিয়ে —
কৃষ্ণা দ্বাদশীর জ্যোৎস্না যখন মরিয়া গেছে নদীর চড়ায় —
সোনালী ধানের পাশে অসংখ্য অশ্বত্থ বট দেখেছিল, হায়,
শ্যামার নরম গান শুনেছিল, — একদিন অমরায় গিয়ে
ছিন্ন খঞ্জনার মতো যখন সে নেচেছিল ইন্দ্রের সভায়
বাংলার নদী মাঠ ভাঁট ফুল ঘুঙুরের মতো তার কেঁদেছিল পায়।

গদ্যরূপ

বেহুলাও একদিন গাঙুরের জলে ভেলা নিয়ে ভেসেছিল। কৃষ্ণা দ্বাদশীর জ্যোৎস্না যখন নদীর চড়ায় মরে গেছে তখন সে দেখেছিল সোনালি ধানের পাশে অসংখ্য বট অশ্বত্থ। শ্যামার নরম গান সে শুনেছিল। একদিন অমরায় গিয়ে ছিন্ন খঞ্জনার মতো সে ইন্দ্রের সভায় নেচেছিল। তখন বাংলার নদী মাঠ ভাঁটফুল ঘুঙুরের মতো তার পায়ে কেঁদেছিল।

আলোচনা

মনসামঙ্গলের বেহুলা বাংলাদেশের মেয়ে, বাংলাদেশের বউ। বিয়ের রাতে সে তার স্বামী লখীন্দরকে হারায়। শ্বশুর চাঁদ সদাগরের এক জেদ, মনসাকে তিনি কিছুতেই পুজো করবেন না। তাই মনসার কোপে সাপের কামড়ে লখীন্দরের মৃত্যু হয়। ভেলায় করে স্বামীর মৃতদেহ নিয়ে বেহুলা গাঙুড়ের জলে ভেসেছিল স্বর্গলোকের উদ্দেশে, সেখানে গিয়ে সে তার মৃত স্বামীর প্রাণ ফিরিয়ে আনবে। অভাগা মেয়েটির মনে দুঃখের শেষ নেই। বাংলা দেশ ছেড়ে সে কোথায় চলেছে। তাই কৃষ্ণাদ্বাদশীর জ্যোৎস্না যখন নদীর চড়ায় ম্লান হয়ে অন্ধকারে হারিয়ে গেছে তখন সোনালী ধানের ক্ষেত আর অসংখ্য বট অশ্বত্থের দিকে তাকিয়ে বেহুলার মন হায় হায় করে উঠেছিল। শ্যামাপাখির নরম গানের সুরে তার বেদনাই সমস্ত বাংলাদেশে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়েছে। স্বর্গলোকে গিয়ে বেহুলাকে নাচতে হয়েছে। তার নাচ দেখে দেবসমাজ খুশি হলে তার স্বামী জীবন ফিরে পাবে। কিন্তু সে নাচ বড় করুণ এবং বেদনাদায়ক। আহত খঞ্জনা পাখির নাচ যেমন যন্ত্রণাকাতর, স্বামীহারা অসহায়া একাকিনী বেহুলার নাচও তেমনি মর্মস্পর্শী। দেবতারা বেহুলার বেদনা বুঝতে পারেনি। বুঝেছে সমস্ত বাংলাদেশ। তাই তার ঘুঙুরের বোলে বাংলার নদী মাঠ ভাঁটফুলের কান্না কবি শুনতে পেয়েছেন। রাত শেষে প্রকৃতির নিঃশব্দ নির্জনতা, চাঁদ সদাগরের দূর প্রবাসের একাকিত্ব, অসহায় একাকিনী বেহুলার বেদনা বাংলাদেশের, প্রকৃতির মধ্যে নিয়ে এসেছে এক গভীর বিষণ্ণতা। বেহুলার সঙ্গে কবি তুলনা করেছেন আহত খঞ্জনা পাখির। বেহুলার নাচের মধ্যে তিনি দেখলেন, এক ছোট্ট অসহায় আহত পাখির মরণপণ নৃত্যকে। ছিন্ন ডানা খঞ্জনা পাখির মতো বেহুলাও তার স্বামীকে হারিয়ে একান্ত অসহায়া। তার সমগ্র সত্তা সুগভীর বেদনায় ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে। দেবতাদের মনস্তুষ্টির জন্য তার নাচটিও বড় দুঃখের। তাই ছিন্ন খঞ্জনার সঙ্গে তুলনাটি সার্থক। আহত পাখির মত সে স্বর্গসভায় নেচেছিল। তাই বাঙালি মেয়েটির নাচের মধ্যে যে-দুঃখ তা সমস্ত বাংলাদেশকে কাঁদিয়েছিল। বাংলার নদী মাঠ ভাঁটফুল —বাংলার প্রকৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশ। তার নূপুরের বোলে সেদিন তাদের কান্নাই সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। বেহুলার মধ্যে স্বর্গ-কামনা ছিল না। স্বামীকে বাঁচিয়ে নিয়ে সে মর্ত্যে ফিরে আসতে চেয়েছে। স্বর্গলোকে ছিন্ন খঞ্জনার মতোই অসহায় বেহুলাকে ঘিরে আছে বাংলার রূপ রস মাধুর্য। তাই তার নৃত্যপর নূপুরের শব্দে বাংলার প্রকৃতি ধ্বনিময় হয়ে উঠেছে।

পাঠগত প্রশ্ন - 1.3

9. **নীচের বাক্যগুলি সম্পর্কে এক মত হলে 'হ্যাঁ' এবং ভিন্নমত পোষণ করলে 'না' লিখুন।**

   ক) বেহুলার কাহিনী আছে চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে ——

   খ) বেহুলা দোয়েলের নরম গান শুনেছিল ——

   গ) বেহুলা চাঁদ সদাগরের মেয়ে ——

10. **নীচের অসম্পূর্ণ বাক্যটিকে সম্পূর্ণ করার জন্য তিনটি বাক্যাংশে দেওয়া আছে। ঠিক বাক্যাংশটিতে টিক্(✓) চিহ্ন দিন।**

    একদিন অমরায় গিয়ে ছিন্ন খঞ্জনার মতো

    i) বাংলার নদী মাঠ ভাঁটফুল কেঁদেছিল পায়। ☐

    ii) সে নেচেছিল ইন্দ্রের সভায়। ☐

    iii) শ্যামার নরম গান শুনেছিল। ☐

    iv) অসংখ্য অশ্বত্থ বট দেখেছিল। ☐

11. ঠিক করে লিখুন।

শ্যামা নাচে, খঞ্জনা গায়।

12. সোনালী ধান বলা হয়েছে কেন? ঠিক বাক্য চিহ্নিত করুন।

ক) ধানের রঙ সোনালি বলে।
খ) ধানের নাম সোনালি বলে।
গ) ধান পেকে সোনালি হয়েছে বলে।
ঘ) ধান সোনা দিয়ে তৈরি বলে।

13. ঘুঙুরের মতো বেহুলার পায়ে কারা কেঁদেছিল?

ক) সোনালি ধান, বট, অশ্বত্থ।
খ) শ্যামা ও খঞ্জনা।
গ) নদী মাঠ ভাঁটফুল।
ঘ) গাঙুড়ের জল।

13.6 ব্যাকরণ ও ভাষারীতি

আপনাদের অনেকেরই হয়ত একটার বেশি নাম আছে। মা-বাবা বাড়িতে আপনাকে যে নামে ডাকেন তার বদলে আপনাদের বন্ধুরা হয়ত অন্য নামে ডাকে। আবার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে হয়ত আপনি অন্য নাম লিখিয়েছেন। অথচ প্রত্যেকটি নামই আপনাকে বোঝায়। একে বলে সমার্থক নাম বা সমার্থক শব্দ।এভাবে 'মুখ' শব্দের সমার্থক শব্দ হল 'আনন', 'বদন','আস্য', ইত্যাদি।

আপনাদের পড়া 'বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি' কবিতাটি থেকে কিছু শব্দ নিয়ে একটি করে সমার্থক শব্দ দেখানো হল।

ফাঁকা বাক্সগুলিতে একটি সমার্থক শব্দ বসান।

গাছে .... বৃক্ষে	☐
পাখি .... পক্ষী	☐
জলে .... নীরে	☐
নদী .... স্রোতস্বিনী....	☐

13.7 ভাষাবোধ

ভাষারীতি আপনারা এর আগে সাধু ভাষা ও চলিত ভষার রীতি জেনেছেন। এই কবিতায় তৎসম ও তদ্ভব শব্দের ব্যাবহারে জীবনানন্দ নিজস্ব রূপ সৃষ্টি করেছেন। ক্রিয়া ও সর্বনাম পদের ক্ষেত্রেও তিনি সাধু চলিতের মিশ্রণ ঘটিয়েছেন। যেমন 'বসে' ক্রিয়াটি হল 'বসিয়া'র চলিত রূপ। আবার ' দেখিয়াছি' সাধুরূপের চলিত রূপটি হবে 'দেখেছি'।

এবার কবিতা থেকে কয়েকটি শব্দ দেওয়া হল। এ শব্দগুলির সাধুভাষা রীতির নিদর্শন

সেগুলির চলিত রূপ এবং যে শব্দ গুলি চলিত ভাষার রীতির উদাহরণ সেগুলির সাধু রূপটি লিখুন।

খুঁজিতে ....

চারিদিকে ....
দেখেছিল..........
জেগে ....
তাহাদের ....
চেয়ে ....
পড়িয়াছে ....

13.8 ভাবসৌন্দর্য

রূপসী বাংলার সঙ্গে কবির অচ্ছেদ্য হৃদয় বন্ধন। বঙ্গ-প্রকৃতির রূপময়তায় তিনি আচ্ছন্ন হয়ে আছেন। শেষ রাতের অস্পষ্ট অন্ধকারে নিরলঙ্কার প্রকৃতির অনাড়ম্বর রূপের মধ্যে কবি অসামান্যতাকে খুঁজে পেলেন। কবি দেখলেন, আধ অন্ধকারে ডুমুর গাছের বড় পাতাটিকে ছাতার মতো করে তার নীচে বসে আছে ভোরের দোয়েল পাখি সকাল বেলার প্রতীক্ষায়। তখনও প্রকৃতি জাগেনি। চারিদিকের নীরবতায় জাম বট কাঁঠাল হিজল অশত্থ গাছের পাতাগুলি অন্ধকারে স্তূপের মতো মনে হয়। তাদের ছায়া পড়েছে ফণীমনসার ঝোপে আর শটিবনে। বাংলার লোককথা মনসামঙ্গলের নায়ক চাঁদ সদাগর। কবির মনে হয়েছে, একদিন বাণিজ্যপথে মধুকর ডিঙা থেকে চম্পার কূলে তিনি দেখেছিলেন বাংলার জাম বট হিজলের ছায়া। বাংলার এই অপরূপ রূপ স্বপ্নের মতো তার অস্তিত্বের সঙ্গে বিজড়িত হয়ে আছে। তাঁর চেতনার মধ্যে যে ভালোবাসা ছিল তারই প্রতিচ্ছবি পড়েছে নিসর্গ প্রকৃতির উপর।

স্বামীর শবদেহ নিয়ে শোকমগ্না বেহুলা স্বর্গলোকে যাত্রা করেছিল তার পুনর্জীবন লাভের প্রত্যাশায়। সমস্ত পল্লী-প্রকৃতির উপর তার বেদনায় ছায়া গাঢ় হয়ে পড়েছিল। নদীর চড়ায় কৃষ্ণা দ্বাদশীর মরা জ্যোৎস্না, সোনালী ধানের খেত, অসংখ্য অশ্বত্থ বটের দল সেদিন বেহুলার ব্যথায় হাহাকার করে উঠেছিল। ইন্দ্র-সভায় মৃত স্বামীকে বাঁচাবার জন্য স্বামী হারানোর বেদনায় কাতর বেহুলার নাচ কবির কাছে মনে হয়েছে যেন এক ছিন্ন- হৃদয় খঞ্জনা পাখির নাচের মতো । যন্ত্রণাকাতর সেই নাচের সঙ্গে ঘুঙুরের প্রতিটি বোলে বাংলার নদী মাঠ ভাঁটফুলের কান্নাই প্রতিধ্বনিত হয়েছিল। কবি অনুভব করেছেন, বেহুলার সঙ্গে জড়িয়ে আছে সারা বাংলাদেশের রূপ। বাংলার প্রতি কবির ভালোবাসার মধ্যে যে গভীর আবেগ ও আন্তরিকতা মনসামঙ্গলের দুটি চিত্রকল্পের মধ্যে তারই প্রকাশ ঘটেছে।

13.9 রচনাবৈশিষ্ট্য

যে কবিতায় কবির নিজের মনের ভাবনা বড় হয়ে ওঠে তাকে গীতিকবিতা বলে, 'বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি' একটি চতুর্দশপদী গীতিকবিতা। চিত্রধর্মিতা জীবনানন্দের কবিতার প্রধান বৈশিষ্ট্য। এই কবিতায় কবি তাঁর নিজের অনুভবকে চারটি চিত্রের মধ্যে প্রকাশ করেছেন।

প্রথম চিত্রে ফুটে উঠেছে রাত্রি শেষের পল্লী প্রকৃতির নীরব নির্জন সৌন্দর্য। তখনো ভোরের আলো ফোটেনি। ডুমুর গাছের বড় পাতাটির নীচে দোয়েল বসে আছে ভোরের প্রতীক্ষায়। জাম বট কাঁঠাল হিজল অশ্বত্থগাছের স্তূপ পাতার ছায়া পড়েছে ফণী মনসার ঝোপে আর শটিবনে।

দ্বিতীয় চিত্রে কবি বাংলার লোককথা থেকে হারিয়ে-যাওয়া অতীতের একটি খন্ড ছবি তুলে ধরেছেন। বাণিজ্য-যাত্রার পথে চাঁদ সদাগর তাঁর মধুকর ডিঙা থেকে বাংলার অপরূপ দেখেছিলেন। বাংলার নিসর্গ প্রকৃতির প্রতি নিবিড় ভালোবাসা থেকে কবি এই দুটি বিপরীতধর্মী চিত্রকল্পকে একটি ঐক্যে বেঁধে দিয়েছেন।

তৃতীয় চিত্রে শোকমগ্না বেহুলা ভেলায় করে স্বামীর মৃতদেহ নিয়ে গাঙুরের জলে ভেসে চলেছে। নদীর চড়ায় তখন কৃষ্ণা জ্যোৎস্না মরে গেছে। অথচ প্রকৃতির বুকে তখন সোনালী ধান, অসংখ্য বট অশ্বত্থের সমারোহ, শ্যামার নরম গান সবই ছিল। প্রকৃতির ম্লান ও উজ্জ্বল রূপের মধ্যে দিয়ে বাংলার তরুণী বিধবা বধূটি ভেসে চলেছে। মানব বেদনা ও প্রকৃতির রূপ পরস্পরের পরিপূরক হয়ে উঠেছে। চতুর্থ ছবিটির বেদনা আরও গভীর। স্বামীর পুনর্জীবন লাভের আকাঙ্ক্ষায় বেহুলাকে ইন্দ্রের সভায় দেবতাদের মনোরঞ্জনের জন্য নাচতে হয়েছিল। আধুনিক কবি একটি নিঃসঙ্গ নারীর বেদনাকে গাঢ়তর করে তুলেছেন। কবি যন্ত্রণাক্লিষ্ট বেহুলার নাচকে ছিন্ন খঞ্জনার নাচের সঙ্গে তুলনা করে তার শোকের মাত্রা ও অসহায়তাকে বাড়িয়ে দিয়েছেন। বেহুলার নাচ একটি ছিন্ন–ডানা খঞ্জনা পাখির নাচের মতোই বেদনাক্লিষ্ট। নৃত্যের তালে তালে বেহুলার ঘুঙুরে যে শব্দধ্বনি বেজে উঠেছিল, তার মধ্যে কবি শুনেছেন সমগ্র বাংলাদেশের নারী জীবনের কান্নাকে।

13.10 আপনি যা শিখলেন

- প্রকৃতির সাধারণ রূপ কবির ভাবনায় অসামান্য হয়ে উঠতে পারে, —কবিতাটি পড়ে তা শিখলেন।
- গীতি কবিতা কাকে বলে জানতে পারলেন।
- চিত্রকল্প বিষয়টি সম্পর্কে আপনার ধারণা হল।
- দেশের প্রতি ভালোবাসার সঙ্গে জড়িয়ে আছে যে সব লোককথা তার সঙ্গে পরিচিত হলেন।
- বাংলাদেশের অনেক গাছপালার এবং পাখির নাম জানতে পারলেন।

13.11 সমগ্র পাঠভিত্তিক প্রশ্ন

1) অন্ধকারে জেগে উঠে কবি কী দেখলেন?
2) চাঁদ কে ছিলেন ?
3) মধুকর ডিঙা থেকে চাঁদ কী দেখেছিলেন?
4) চাঁদ ও কবির দেখার মধ্যে কী মিল আছে?
5) বেহুলা কোথায় কী নিয়ে ভেসেছিল?
6) সে দিন বাংলার প্রকৃতির রূপ কেমন ছিল?
7) বেহুলার নাচের প্রসঙ্গে ছিন্ন খঞ্জনার কথা কেন আনা হয়েছে?
8) বাংলার সঙ্গে বেহুলার সম্পর্ক কী?

13.12 কবি পরিচিতি

রবীন্দ্রনাথের পর আধুনিক বাংলা কবিতায় সর্বাধিক জনপ্রিয় কবি জীবনানন্দ দাশ। কবির জন্ম ১৭ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৯ খ্রিষ্টাব্দ; মৃত্যু ঃ ট্রাম দুর্ঘটনায় - ১২ অক্টোবর, ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দে। কবির আদিনিবাস বরিশাল। পিতা ঃ সত্যানন্দ দাশ; মাতা ঃ কুসুমকুমারী দাশ। প্রথমে বরিশাল ব্রজমোহন স্কুল ও ব্রজমোহন কলেজ, পরে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর শিক্ষা। তিনি ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপক ছিলেন। 'ঝরা পালক', 'ধূসর পাণ্ডুলিপি', 'বনলতা সেন', 'মহাপৃথিবী', 'সাতটি তারার তিমির', 'রূপসী বাংলা' তাঁর কাব্যগ্রন্থ।

13.12.1 কবি জীবনানন্দ রচিত একটি সমধর্মী কবিতা।

আবার আসিব ফিরে ধানসিরিটির তীরে - এই বাংলায়
হয়তো মানুষ নয়- হয়তো বা শঙ্খচিল শালিখের বেশে;
হয়তো ভোরের কাক হয়ে এই কার্তিকের নবান্নের দেশে
কুয়াশার বুকে ভেসে একদিন আসিব এ কাঁঠাল - ছায়ায়;
হয়তো বা হাঁস হ'বো - কিশোরীর ঘুঙুর - রহিবে লাল পায়,
সারা দিন কেটে যাবে কলমীর গন্ধ ভরা জলে ভেসে ভেসে;
আবার আসিব আমি বাংলায় নদী মাঠ ক্ষেত ভালোবেসে
জলাঙ্গীর ঢেউয়ে ভেজা বাংলার এ সবুজ করুণ ডাঙ্গায়;

হয়তো দেখিবে চেয়ে সুদর্শন উড়িতেছে সন্ধ্যার বাতাসে;
হয়তো শুনিবে এক লক্ষ্মীপেঁচা ডাকিতেছে শিমুলের ডালে;
হয়তো খইয়ের ধান ছড়াতেছে শিশু এক উঠানের ঘাসে;
রূপসার ঘোলা জলে হয়তো কিশোর এক সাদা ছেঁড়া পালে
ডিঙা বায়,- রাঙা মেঘ সাঁতরায়ে অন্ধকারে আসিতেছে নীড়ে
দেখিবে ধবল বক: আমারেই পাবে তুমি ইহাদের ভিড়ে--

13.13 উত্তর সংকেত

1.1

1. (ক) বর্ণময়, (খ) স্তূপ, (গ) তমাল
2. (ক) ✓ (খ) ✓ (গ) ✗
3. (ক) পৃথিবীর রূপ (খ) ডুমুরের (গ) ভোরের দয়েল পাখি

1.2

4. (ক) ফণী মনসার ঝোপে শটির বনে
   (খ) চাঁদ চম্পার কাছে
   (গ) হিজল-বট-তমাল
5. (ক) তাহাদের
   (খ) মধুকর
   (গ) নীল
   (ঘ) অপরূপ
6. (ক) গন্ধ (খ) চাঁদ (গ) অপরূপ
7. (ক) আলো (খ) উপরে (গ) বিকেলের

8. (গ)

1.3 9. (ক) না (খ) না (গ) হ্যাঁ

10. (ii)

11. শ্যামা গান গায়, খঞ্জনা নাচে

12. (গ)

13. (গ)

14

ফর্ম বা প্রপত্র পূরণ

14.1 ভূমিকা

বিভিন্ন প্রয়োজনে আপনি তো নানাধরনের ফর্ম বা প্রপত্র পূরণ করেছেন। তাই না ? স্কুলে ভর্তি হওয়ার ব্যাপারেই হোক, রেলে যাতায়াতের প্রয়োজনে আসন সংরক্ষণের জন্যেই হোক্, কোনো প্রতিষ্ঠানের সদস্য হওয়ার জন্যই হোক্, ব্যাঙ্ক, পোষ্ট অফিস সংক্রান্ত কাজকর্মের জন্য বা অন্য কোনো কারণেই হোক্ আপনাকে নিশ্চয়ই ফর্ম পূরণ করতে হয়।

আপনি নিশ্চয় লক্ষ করেছেন, প্রত্যেকটি ফর্ম বিশেষ ধরনের তথ্যাদি চায়। বিশেষ বিশেষ উদ্দেশ্য পূরণ করার জন্যেই চাহিদাগুলি বেছে নেওয়া হয়। সুতরাং ফর্মে যে চাহিদাগুলি রয়েছে সেগুলি নির্ভুলভাবে, স্পষ্টাক্ষরে পূরণ করা খুবই জরুরি। খেয়াল রাখতে হবে, যিনি পূরণ করা ফর্মটি পড়বেন, তিনি যেন স্বচ্ছন্দে তা পড়তে এবং বুঝতে পারেন।

এই পাঠটিতে আপনি ফর্মপূরণ সম্পর্কে ধারণা লাভ করবেন।

14.2 উদ্দেশ্য

এই পাঠটি পড়ার পর আপনি

- বিভিন্ন ধরনের ফর্ম সম্বন্ধে
- জড়ানো নয়, গোটা গোটা অক্ষরে ফর্ম পূরণ পদ্ধতি সম্বন্ধে
- ফর্মে-চাওয়া আবশ্যিক তথ্যাদি দেওয়ার রীতি সম্বন্ধে
- নির্ভুল তথ্য দেওয়ার বিষয়ে
- বিভিন্ন ধরনের ফর্মে প্রদেয় ভিন্ন ভিন্ন তথ্যাদি সম্বন্ধে জানতে পারবেন।

14.3 বিভিন্ন ধরনের ফর্ম বা প্রপত্র

এই পাঠটিতে চার ধরনের ফর্ম পূরণের রীতি পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে ; - (এক) শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে ভর্তি সম্পর্কিত (দুই) ব্যাঙ্ক থেকে নিজের গচ্ছিত টাকা তোলার বিষয়ে (তিন) পোষ্ট অফিসের মাধ্যমে টাকা পাঠানো সংক্রান্ত (চার) রেল ভ্রমণের জন্য আসন-সংরক্ষণ বিষয়ে।

আসুন, এখন একে একে উক্ত চার ধরনের ফর্ম পূরণের রীতিনীতিগুলি জেনে নেওয়া যাক্।

14.4 ভর্তির জন্য আবেদন-পত্র

কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হতে গেলে যে ফর্মপূরণ করতে হয় তা তো আপনি জানেন। এই ধরনের ফর্মে আপনার সম্পর্কে, আপনার পাঠ্য বিষয়সূচি, আপনার বাবা-মা, ঠিকানা সম্পর্কে তথ্যাদি চাওয়া হয়। বুঝতেই পারছেন, এই সব তথ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটির পক্ষে প্রয়োজনীয়, এজন্য আপনার পূরণ করা ফর্মটি শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানটিতে রক্ষিত হবে।

খেয়াল রাখবেন

১)	কোনো রকম কাটাকুটি না করে গোটা গোটা অক্ষরে ফর্মটি করতে হবে।
২)	ফর্মের কোন ঘর ফাঁকা থাকবেনা।

14.4 কোনো একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির জন্য আবেদন-পত্র পূরণের নমুনা (এখানে মুক্ত বিদ্যালয়ের সম্ভাব্য নমুনা দেওয়া হয়েছে)

ফর্ম নং 54321 / 2004-05

আবেদনকারীর প্রত্যায়িত পাশপোর্ট সাইজ ফটো

একজন দায়িত্বশীল ব্যক্তি প্রত্যায়িত করবেন —তাঁর সই, তারিখ এবং শিলমোহর থাকবে।

ক - অংশ

১) প্রার্থীর পূর্ণ নাম (বাংলায় ও ইংরেজিতে)
(প্রত্যেকটি ঘরে একটি করে অক্ষর লিখতে হবে। যদি নামের দুটি বা তিনটি অংশ থাকে তাহলে প্রতিটি অংশ লেখার পর একটি ঘর শূন্য রাখতে হবে।)

দৃষ্টান্ত

বাংলা [কা][ক][লি][ ][ঘো][ষ] [হি][মা][ং][শু][ ][রা][য়]

ইংরেজি [K][A][K][A][L][I][ ][G][H][O][S][H] [H][I][M][A][N][S][U][ ][R][O][Y]

২) পিতার নাম বাংলা [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]

ইংরেজি [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]

মাতার নাম বাংলা [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]

ইংরেজি [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]

৩) বাড়ির ঠিকানাঃ গ্রাম/এলাকা (বাড়ির নম্বর ও রাস্তার নাম)

ডাকঘর ঃ.. থানা ঃ..

জেলা ঃ.. পিনকোড..

৪) জন্ম তারিখ ঃ দিন [ ][ ] মাস [ ][ ] বৎসর [ ][ ][ ][ ] (প্রযোজ্য সংখ্যাটি ডানদিকে লিখুন)

যেমন — [০][১] [০][৩] [২][০][০][৪]

বা

[১][৭] [১][১] [২][০][০][৪]

৫) লিঙ্গ ঃ পুরুষ / স্ত্রী (যেটি প্রযোজ্য সেটি রেখে অন্যটি কেটে দিন)

৬) জাতীয়তা ঃ ভারতীয় / অভারতীয় (যেটি প্রযোজ্য সেটি রেখে অন্যটি কেটে দিন)

৭) ক. শ্রেণী ঃ সাধারণ/তপশিলি/তপশিলি উপজাতি (টিক চিহ্ন দিন)
খ. প্রতিবন্ধী কি না ঃ হ্যাঁ / না (টিক চিহ্ন দিন)

৮) পাঠক্রমের জন্য আবেদন করা হয়েছে ঃ মাধ্যমিক / আংশিক পাঠক্রম (টিক চিহ্ন দিন)

৯) বিষয়
ও
বিষয় সংখ্যা ঃ (এই ঘরটি পূরণ করার জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাহায্য নিন)
ক) বাংলা (২০৩).........
খ) ....
গ) ....
ঘ) ....
ঙ) ....
চ) ....
ছ) ....

১০) প্রদত্ত ফি ঃ ব্যাঙ্ক ড্রাফটের ক্রমিক সংখ্যা .... তারিখ ....
কোন ব্যাঙ্ক থেকে কেনা হয়েছে ....
(ভর্তির ফি......................., বিষয়ের ফি ...., অতিরিক্ত বিষয়ের ফি........................,
বিলম্বিত ফি ....)
সর্বমোট ফি...

১১) স্ব-শংসাপত্র ও যোগ্যতা সম্পর্কিত ঘোষণা

আমি যোগ্যতা অর্জনের শর্তাবলি পড়েছি এবং বুঝেছি। আমি এতদ্দ্বারা ঘোষণা করছি, মাধমিক স্তরের পাঠক্রম পড়ার যোগ্যতা আমি অর্জন করেছি। ন্যূনতম যোগ্যতা অর্জনের শর্তাবলি পূরণ করে আমি প্রয়োজনীয় এবং সঠিক তথ্যসমূহ আবেদন পত্রে লিখেছি, —এগুলি বেঠিক প্রমাণিত হলে আমার আবেদন-পত্র বাতিল এবং প্রদত্ত ফি বাজেয়াপ্ত করা হলে আমি কোনো আপত্তি করব না। আমি শৃঙ্খলা পরায়ণ হয়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সমস্ত নিয়মকানুন মেনে চলব।

প্রার্থীর স্বাক্ষর...
তারিখ...
ঠিকানা...
....

14.5 ব্যাঙ্ক থেকে গচ্ছিত টাকা তোলা

(ফর্মগুলি সাধারণত ইংরেজি এবং হিন্দি ভাষায় থাকে। পশ্চিমবঙ্গে এধরনের ফর্ম বাংলায় পুরণ করলে কোনো অসুবিধা নেই।)

এখানে একটি নমুনা দেওয়া হল —

দেনা ব্যাঙ্ক
শাখা শিয়ালদহ

তারিখ ১/১/২০০৪

Pay Self the sum of Rs এক হাজার টাকা Rs ১০০০ টাকা and debit to Savings A/c no 0 1 1 9 0 0 3 4 5 6 3 of শ্রীমতী কাকলি ঘোষ।

স্বা : কাকলি ঘোষ

Signature of a/c holder

* এই ফর্মটি চেক নয়, আমানতকারী এই ফর্ম পাশবই সহ ব্যাঙ্কে উপস্থাপিত করবেন।

14.6 পোস্ট অফিসের মাধ্যমে টাকা পাঠানো

(মানি অর্ডার ফর্মের একটি দিকে বাংলায় ছক দেওয়া আছে)

ভারতীয় ডাক-মনি অর্ডার

সংবাদ লিখিবার স্থান : প্রিয় হিমাংশু বাবু আপনার চিঠি অনুযায়ী ৭০০ টাকা (সাতশো টাকা) পাঠালাম। প্রাপ্তি সংবাদে সুখী করবেন।
আমাদের সংবাদ ভালো।

নমস্কারান্তে

সঞ্জয় সিংহ

------- পিওন এখান থেকে আলাদা করুন -------

ভারতীয় ডাক-মনি অর্ডার

২৫

পয়সা

দেয় টাকা : সাতশো টাকা
টাকা ৭০০ টাকা
প্রেরকের সহি -------------------
তারিখ -----------------

প্রাপক : শ্রী হিমাংশু রায়
গ্রাম : বাগনান
পো : বাগনান
জেলা : হাওড়া
পিন : ৭১১৩০৩

-------- দ্বিতীয় ভাঁজ --------

এম ও নং ৪৩৫
তাং ১/১/২০০৪
টাকা : সাতশো টাকা
টাকা ৭০০ টাকা

সম্মিলিত আয়তাকার মোহর
সহায়ক
পোস্টমাস্টার

প্রদানকারী ডাকঘর

বৃত্তাকার এম ও ছাপ

------------ ৭০০/- ------------ টা:

------------ সাতশো টাকা ------------ পাইলাম।

প্রাপকের সহি ------ হিমাংশু রায় ------

সাক্ষী/সনাক্তকারীর সহি -----------------

প্রদানকারী কর্মচারীর সহি ----------------

আয়তাকার মোহর

-------- তৃতীয় ভাঁজ --------

মানি অর্ডার প্রাপ্তিপত্র

এম. ও নং 435
তাং ৮/১/২০০৪

প্রেরকের নাম ও ঠিকানা

তাং ছাপ মোহর ....

প্রাপকের সহি

পিন নং

14.7 রেলে ভ্রমণের জন্য আসন সংরক্ষণ

ও পি/টি ১১৭এ

পূর্ব রেলওয়ে

সংরক্ষণ/বাতিল করিবার জন্য আবেদন পত্র

যদি আপনি ডাক্তার হন, দয়া করিয়া বন্ধণীর মধ্যে (✓) করিবেন,
(জরুরী অবস্থায় আপনার সাহায্য প্রার্থনীয়) ডাঃ ✕

ট্রেনের নম্বর এবং নাম ২৩০১ রাজধানী এক্সপ্রেস যাত্রার তারিখ ২০/০২/২০০৪

শ্রেণী এ. সি. টু-টায়ার বার্থ / বসিবার আসন সংখ্যা ১

স্টেশন হইতে হাওড়া স্টেশন পর্যন্ত নিউ দিল্লি

আরোহণ হইতে হাওড়া সংরক্ষণ পর্যন্ত নিউ দিল্লি

ক্রমিক সংখ্যা	ব্যক্তির নাম (বড় অক্ষরে)	পুরুষ স্ত্রী	বয়স	কনশেশণ/ট্রাভেল অথরিটি নম্বর	যদি কোন পছন্দ
১.	আর. মহাপাত্র	পুং	৪০	———	নীচের ✓ / উপরের আসন নিরামিষ / আমিষ ✓ ভোজন, কেবল মাত্র রাজধানী / শতাব্দী এক্সপ্রেসের জন্য
২.					
৩.					
৪.					
৫.					
৬.					

নাম আর. মহাপাত্র

ঠিকানা ১৪, নিউ আলিপুর রোড

কলকাতা - ৭০০০২৭

টেলিফোন নম্বর ২৪৭৯ ৭৭১৪

আর. মহাপাত্র
স্বাক্ষর

তারিখ ১০/০২/২০০৪ সময় বেলা ১২টা

কার্যালয়ের জন্য

আবেদন পত্রের
ক্রমিক সংখ্যা ____________ পি. এন. আর. নং ____________ বার্থ/বসিবার নং ____________

মূল্য গ্রহণ ____________

সংরক্ষণ করণিকের স্বাক্ষর তারিখ এবং সময় সহিত।

দ্রষ্টব্য ঃ ১। একটি আবেদন পত্রে ৬ জনের বেশী ব্যক্তির নাম লিখিবেন না, ২। সাধারণত একটি আবেদন পত্র গ্রহণ করা হইবে, ৩। কাউন্টার ছাড়িবার পূর্বে টিকিটের উপর মুদ্রিত বিবরণ ও ফেরৎ মূল্য দেখিয়া লইবেন, ৪। আবেদন পত্রে যথাযথ পূরণ না থাকিলে বা অস্পষ্ট থাকিলে বাতিল করা হইবে, ৫। পছন্দ লভ্যতা সাপেক্ষে।

পাঠগত প্রশ্ন- 1.1

আপনি নিজের উদ্যোগে বিভিন্ন ধরনের ফর্ম সংগ্রহ করে নির্ভুলভাবে সেগুলি পূরণ করুন।

আপনি যা শিখলেন

- ভিন্ন ভিন্ন ধরনের ফর্ম কি ভাবে পূরণ করতে হবে।
- ফর্মে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি নির্ভুলভাবে কিভাবে দিতে হবে।

কাজের পাতা - 2
(পাঠ 8 - 14)

পূর্ণমান - 50 সময় $1\frac{1}{2}$ ঘণ্টা

1. অনধিক 50 শব্দে একটি বর্ষার দিনের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করুন। 4

আপনি বাড়িতে মাশরুম চাষ করতে চান। তার জন্য কী কী করা দরকার সে বিষয়ে পরামর্শ চেয়ে আপনার এলাকার কৃষি অফিসারের কাছে (ব্যবহারিক পত্র রচনার ছক অনুযায়ী) একটি চিঠি লিখুন। 4

অথবা

আপনি পলিটেক্নিকে ভর্তি হবার জন্যে কাছাকাছি পলিটেক্নিক্ ইনস্টিটিউটের অধ্যক্ষের কাছে আবেদনপত্র লিখুন। (ব্যবহারিক পত্র রচনার ছক অনুসরণ করুন)

2. আপনি শিয়ালদহ থেকে কোনো নির্দিষ্ট তারিখে শিলিগুড়ি যাবেন। রেলে আসন সংরক্ষণের জন্য নীচের ফরমটি পূরণ করুন। 4

14.7 রেলে ভ্রমণের জন্য আসন সংরক্ষণ

পূর্ব রেলওয়ে

ও পি/টি ১১৭এ

সংরক্ষণ/বাতিল করিবার জন্য আবেদন পত্র

যদি আপনি ডাক্তার হন, দয়া করিয়া বন্ধণীর মধ্যে (✓) করিবেন,

(জরুরী অবস্থায় আপনার সাহায্য প্রার্থনীয়) ডাঃ ✕

ট্রেনের নম্বর এবং নাম ২৩০১ রাজধানী এক্সপ্রেস যাত্রার তারিখ ২০/০২/২০০৪

শ্রেণী এ. সি. টু-টায়ার বার্থ / বসিবার আসন সংখ্যা ১

স্টেশন হইতে ______ স্টেশন পর্যন্ত ______

আরোহণ হইতে ______ সংরক্ষণ পর্যন্ত ______

ক্রমিক সংখ্যা	ব্যক্তির নাম (বড় অক্ষরে)	পুরুষ স্ত্রী	বয়স	কনশেশন/ট্রাভেল অথরিটি নম্বর	যদি কোন পছন্দ
১.				______	নীচের / উপরের আসন নিরামিষ / আমিষ ভোজন, কেবল মাত্র রাজধানী / শতাব্দী এক্সপ্রেসের জন্য
২.					
৩.					
৪.					
৫.					
৬.					

বাংলা

নাম ____________________

ঠিকানা

____________________ স্বাক্ষর

টেলিফোন নম্বর ____________________ তারিখ __________ সময় __________

____

কার্যালয়ের জন্য

আবেদন পত্রের

ক্রমিক সংখ্যা __________ পি. এন. আর. নং __________ বার্থ/বসিবার নং __________

মূল্য গ্রহণ __________ ____________________

সংরক্ষণ করণিকের স্বাক্ষর তারিখ এবং সময় সহিত।

দ্রষ্টব্য ঃ ১। একটি আবেদন পত্রে ৬ জনের বেশী ব্যক্তির নাম লিখিবেন না, ২। সাধারণত একটি আবেদন পত্র গ্রহণ করা হইবে, ৩। কাউন্টার ছাড়িবার পূর্বে টিকিটের উপর মুদ্রিত বিবরণ ও ফেরৎ মূল্য দেখিয়া লইবেন, ৪। আবেদন পত্রে যথাযথ পূরণ না থাকিলে বা অস্পষ্ট থাকিলে বাতিল করা হইবে, ৫। পছন্দ লভ্যতা সাপেক্ষে।

3. নীচের অনুচ্ছেদটি পড়ে খালি জায়গাগুলি পূরণ করুন। $2X\,4=8$

---------- আমার দীর্ঘ অধ্যাপনা জীবনে আমার নমস্য মাস্টারমশাইদের আদর্শ অনুসরণ করার চেষ্টা করি। পড়াশুনোর ব্যাপারে ছাত্রছাত্রীদের যথাসম্ভব সাহায্য করি। ------------ 'তবু ভরিল না চিত্ত'। মনে হয় একাজে নিজেকে যেন উজাড় করে দিতে পারছি না। যখন মাস্টারমশাইদের অকৃপনদানের কথা ভাবি তখনই কেমন সঙ্কুচিত হয়ে পড়ি। একটা সূক্ষ্ম অপরাধবোধ কাজ করে। নিজেকে ফাঁকি দেবার এ এক কৌশল, তা তো ভালভাবেই বুঝি, আর সেখানেই আমার কষ্ট। একটা অপূর্ণতার বেদনা আমাকে প্রায়ই বিপন্ন ও বিপদগ্রস্ত করে তোলে।

(ক) এখানে বক্তা তাঁর ------------ কথা বলেছেন।
(খ) তিনি যে নিজেকে পড়াশোনার ব্যাপারে ------------ করে দিতে পারছেন না।
(গ) মনে মনে নানা ------------ খাড়া করার চেষ্টা করেন।
(ঘ) একটা ---------- বেদনা তাঁকে বিপন্ন করে তোলে।

4. নীচের প্রশ্নগুলির উত্তরে অনধিক 2/3 টি বাক্য লিখুন। 2+2+2= 6

(ক) 'মধুহীন করো না গো তব মনঃ কোকনদে' — এই অংশে কবি কী বলতে চেয়েছেন?
(খ) জল চাইতে গেলে ঝুড়িওয়ালা পথিককে কী উপদেশ দিয়েছিল?
(গ) বেহুলাকে ছিন্ন খঞ্জনার সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে কেন?

5. নিম্নলিখিত যে কোনও একটি বিষয় অবলম্বনে তিনটি অনুচ্ছেদে অনধিক150 টি শব্দে একটি প্রবন্ধ লিখুন: (প্রদত্ত সূত্র অবলম্বন করুন) 2+2+2= 6

(ক) প্রাত্যহিক জীবনে টেলিফোনের প্রয়োজনীয়তা।

সূত্র - (i) আগেকার দিনে টেলিফোনের সীমাবদ্ধ ব্যবহার।
(ii) এখন টেলিফোন নেটওয়ার্ক দূর দূর এলাকায় প্রসারিত।
(iii) এখনকার দ্রুতগতিময় জীবনে টেলিফোনের সুবিধা।

(খ) জলের অপচয় রোধ

সূত্র - (i) জলের উৎস।

(ii) জনসংখ্যাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জলের ঘাটতি।

(iii) জলের যথাযথ ব্যবহার।

6. একই অর্থের শব্দ বসিয়ে বাক্যদুটি আবার লিখুন। 1X 2 = 2

(ক) ইনি প্রবাসে থাকেন

(খ) চলো নদীর পাড়ে ঘুরে আসি।

7. এক কথায় যা হবে সেটা বসিয়ে বাক্যগুলি আবার লিখুন। 1X 2 = 2

(i) রেলবাহিত গাড়ি দ্রুত ছুটতে পারে

(ii) এখানে যাত্রীদের জন্য নিবাস তৈরি করা হচ্ছে।

8. চিহ্নিত শব্দে পদগত প্রয়োগে ভুল আছে। বিশেষ্য /বিশেষণ পদ বসিয়ে বাক্যগুলি আবার লিখুন। 1X 4 = 4

(ক) তিনি বেশ কর্মকুশলতা ব্যক্তি।

(খ) জল আমাদের দৈনিক দৈনিক কমে আসছে।

(গ) এ বিষয়ে তারা বেশ ক্ষোভ।

(ঘ) গাছের পাতায় সোনা রোদ এসে পড়েছে।

9. বন্ধনীর শব্দ যোগ করে চিহ্নিত শব্দের বহুবচন করুন ও বাক্যগুলি আবার লিখুন। 1X 3 = 3

(পাকা পাকা/পুঞ্জ/আবলি)

(i) রবীন্দ্রনাথের গ্রন্থ তোমাদের বাড়িতে আছে?

(ii) পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপ মানচিত্র চিহ্নিত করুন।

(iii) আমার পাকা আম চাই।

10. চিহ্নিত শব্দের স্ত্রীলিঙ্গ রূপ বসিয়ে বাক্যগুলি আবার লিখুন। 1X 3 = 3

(ক) মিসেস রায় একজন **ডাক্তার**।

(খ) **ময়ূর** নাচছে।

(গ) বেগম রোকেয়া **বিদ্বান** ছিলেন

11. অর্থ অনুযায়ী শব্দগুলো লিখুন 1X 4 = 4

(i) ——— তা ঞ্জ ——— (রবীন্দ্রনাথের নোবেল পুরস্কার পাওয়া বই)

(ii) বি ——— দ (সবিস্তারে)

(iii) ——— ব ——— (একটি মাসের নাম)

(iv) কু ——— র (কুঁড়ে ঘর)।

203 BENGALI (বাংলা)

১.০ যৌক্তিকতা

ভাষাকে বয়ে যাওয়া নদীর মতো ভাবা হয়। সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে মানুষের প্রয়োজনও বদলায়, বদলায় ভাষার ব্যবহারও। তথ্যপ্রযুক্তির বিস্ময়কর অগ্রগতির ফলে ভাষাতেও চলে আসছে প্রযুক্তিগত শব্দ। অনেক নতুন নতুন শব্দ জায়গা করে নিচ্ছে দৈনন্দিন জীবনে। এই সব নতুন শব্দের যথাযথ প্রয়োগ জরুরি হয়ে পড়ছে।

মাতৃভাষায় দক্ষতা অর্জিত হলে ভাবপ্রকাশ, প্রচার, প্রসার ও যোগাযোগের বিস্তার ঘটে, শিক্ষা বাস্তবমুখী হয়ে ওঠে। এসব কথা মনে রেখে মাধ্যমিক স্তরের বাংলা পাঠ্যক্রম রচিত হয়েছে। ব্যাকরণের গুরুত্বকে স্বীকার করে নিয়ে পাঠের সঙ্গেই ব্যাকরণও উপস্থাপিত হয়েছে। ব্যাকরণের ব্যবহারিক দিকটাকেও প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। এসব দিক অনুসৃত হবার ফলে এই পাঠ্যক্রম বাংলাভাষাকে আরো ব্যবহারযোগ্য করে তুলবে বলেই মনে হয়।

২.০ পূর্বজ্ঞান

এই পাঠ্যক্রম শুরু করার আগে আশা করা যায় শিক্ষার্থী

- সাধারণ স্তরের গদ্য ও কবিতা স্বাভাবিক গতিতে পড়তে পারেন।
- ত্রুটিহীন বাক্য বলতে ও লিখতে পারেন।
- নিজের মনের ভাব প্রকাশ করতে পারেন।
- নানা ধরনের শব্দ ভাষায় প্রয়োগ করতে পারেন।

৩.০ উদ্দেশ্য

৩.১ সাধারণ উদ্দেশ্য

এই পাঠ্যক্রম শেখার পর শিক্ষার্থী

- বাংলা ভাষার জ্ঞান ও প্রয়োগ কৌশলের বিকাশে সক্ষম হবেন। বাংলাভাষা যথাযথ প্রয়োগ করতে পারবেন।
- বাংলা ভাষার মাধ্যমে বিভিন্ন বিষয় পড়ার ক্ষমতা অর্জন করতে পারবেন।
- বিভিন্ন ক্ষেত্রে ভাষার সঠিক প্রয়োগ করতে পারবেন।
- সাহিত্যের রস আস্বাদন করতে পারবেন।

- ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি সম্পর্কে গৌরব অনুভব করতে পারবেন।
- বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে ভাবতে পারবেন ও নিজের ভাবনা ভাষায় প্রকাশ করতে পারবেন।

৩.২ বিশেষ উদ্দেশ্য

এই পাঠ্যক্রম শেষ করার পর শিক্ষার্থীর মধ্যে ভাষার নিম্নলিখিত দিক গুলির বিকাশ হবে।

৩.২.১ শোনা

- ধৈর্য্য ও একাগ্রতার সঙ্গে শুনতে পারবেন।
- রীতি অনুযায়ী শুনতে পারবেন।
- তথ্য ও মুখ্য বক্তব্যগুলি চিহ্নিত করতে পারবেন।
- তথ্যগুলির মধ্যে সম্বন্ধ স্থাপন করতে পারবেন।
- চিন্তা ভাবনার বিশ্লেষণ করতে পারবেন।
- শ্রুত বক্তব্যের সারাংশ করতে পারবেন।
- বিষয়টির সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন।

৩.২.২ বলা

- নিজের কথা শুদ্ধ স্পষ্ট ও স্বাভাবিক করে বলতে পারবেন।
- বিভিন্ন সামাজিক পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে কথা বলতে পারবেন।
- প্রয়োজনমতো শিষ্ট ভাষায় প্রয়োগ করতে পারবেন।
- নিজের কথা যুক্তি দিয়ে উপস্থাপিত করতে পারবেন।
- নিজের ভাবনা ধারাবাহিক ভাবে উপস্থাপিত করতে পারবেন।
- বিভিন্ন তথ্য ও ভাব সম্পর্কে নিজের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে পারবেন।

৩.২.৩ পড়া

- বিভিন্ন ধরনের পাঠ্যসামগ্রী গদ্য ও কবিতা প্রয়োজনীয় ছেদ বা যতি মেনে স্বাভাবিক গতিতে পড়তে পারবেন।
- পাঠ্যবহির্ভূত বিভিন্ন লেখা দ্রুত গতিতে পড়তে পারবেন। সঙ্গে সঙ্গে নীরব পাঠের ক্ষমতাও অর্জন করতে পারবেন।
- পাঠ্যবস্তুতে নিহিত চিন্তা, তথ্য ও ঘটনাগুলিকে চিহ্নিত করে তাদের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করতে পারবেন।

- পাঠ্যবস্তুর সব শব্দ, উক্তি, প্রবচন, লোকোক্তিগুলির ভাব গ্রহণ করতে পারবেন।
- পাঠ্যবস্তুর সার বা মূল বক্তব্য খুঁজে নিতে পারবেন।
- রেলযাত্রা সম্পর্কিত সময়-সারণী পড়ে তাকে অনুসরণ করতে পারবেন।
- প্রয়োজন অনুযায়ী অভিধান ইত্যাদি দেখে আবশ্যক শব্দ খুঁজে নিতে পারবেন।

৩.২.৪ লেখা

- মান্য বানান রীতিতে শব্দ, বাক্যের প্রয়োগ করে নিজের কথা লিখতে পারবেন।
- যতি চিহ্নগুলির সঠিক প্রয়োগ করতে পারবেন।
- ব্যবহারিক ও ব্যবসায়িক শব্দ, প্রবচন, পদবন্ধ ইত্যাদির যথাযথ প্রয়োগ করতে পারবেন।
- নিজের ভাবনা চিন্তাকে স্পষ্ট ও স্বচ্ছভাবে প্রকাশ করতে পারবেন।
- বিষয়বস্তুকে সুসংবদ্ধ ও ক্রমবদ্ধরূপে প্রকাশ করতে পারবেন।
- ব্যক্তিগত ও ব্যবহারিক চিঠি লিখতে পারবেন।
- অনুচ্ছেদ ও সারাংশ লিখতে পারবেন।
- ভাবসম্প্রসারণ করতে পারবেন।

৩.২.৫ ব্যকরণ ও ব্যবহারিক ভাষার প্রয়োগ

- ব্যাকরণের নিয়মগুলি বুঝে সেগুলির প্রয়োগ করতে পারবেন।
- ব্যাকরণসম্মত ভাষার প্রয়োগ করতে পারবেন।
- নানা ধরণের ছক (ফরম) যেমন, মানি অর্ডার ফর্‌ম, ভর্তির ফর্‌ম, রেলে সংরক্ষণের জমা আবেদনের জন্য আবেদনের ফর্‌ম সঠিকভাবে পূরণ করতে পারবেন।
- টেলিফোনে পাওয়া খবর লিখে উদ্দিষ্ট ব্যক্তির কাছে তা পৌঁছে দিতে পারবেন।
- রেলের সময়-সারণী পড়ে সময়োপযোগী আসন সংরক্ষণের ফর্‌ম সঠিকভাবে পূরণ করতে পারবেন।
- বিভিন্ন ধরনের গণ্যমাধ্যম, পত্র-পত্রিকা, আকাশবানী, দূরদর্শন, এস. টি. ডি., পি. সি. ও. ইত্যাদির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিতে পারবেন।

৪.০ বর্তমান পাঠ্যক্রম পরিচয়

বর্তমান পাঠ্যক্রমে বাংলাভাষায় চারটি দিক – শোনা, বলা, পড়া আর লেখার উপর যথাযোগ্য জোর দেওয়া হয়েছে। রচনা আয়ত্ত করতে ব্যকরণ জানা অথবা ভাষা প্রয়োগের সমান গুরুত্ব আছে। প্রসঙ্গ অনুযায়ী এই পাঠ্যক্রমে সেগুলি শেখার ও তাদের মূল্যায়নের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। ভাষা যত বেশি প্রয়োগ করা হবে ততই তাকে আয়ত্ত করা যাবে এই কথা মনে রেখে বিভিন্ন ধরনের লেখার অনুশীলনীর ব্যবস্থা করা হয়েছে।

পাঠ্যক্রমের উদ্দেশ্য যাতে যথাযথোভাবে কার্যকরী হয় সেদিকে লক্ষ্য রেখে বিষয়সূচি তৈরি হল।

৪.১ শ্রবণ

লক্ষ্য ঃ- শিক্ষার্থী যাতে ভাষার কথারূপের যথাযথ পরিচয় লাভ করতে পারে এবং তা বুঝতে পারে, সেদিকে লক্ষ্য রেখে প্রস্তুত করা হয়েছে।

৪.১.১ বিভিন্ন এককের ভগ্নাংশ

৪.১.২ উচ্চারণে ঝোঁক, গলার ওঠানামা ইত্যাদি

৪.১.৩ কথোপকথন, ভাষণ, বিকৃতি, প্রশ্ন, তর্ক-বিতর্ক বোঝার সামর্থ্য লাভ।

৪.২ কথন

লক্ষ্য ঃ- শিক্ষার্থীর মৌখিক বলা কথাবার্তা অভিব্যক্তি যাতে স্পষ্ট হয় সে দিকে লক্ষ্য রেখে এই এককটি পরিকল্পিত হয়েছে, এর ব্যবহারে বক্তার আত্মবিশ্বাস সৃষ্টি হবে।

৪.২.১ যথাযথ উচ্চারণ ক্ষমতা

৪.২.২ যথাযথ উচ্চারণ-কৌশল সম্পর্কে ধারণা

৪.২.৩ কবিতা আবৃত্তির সামর্থ্য

৪.২.৪ ভাষণ দেওয়ার এবং কথোপকথনের ক্ষমতা লাভ

৪.২.৫ বর্ণনা ও বিবৃতি দানের সামর্থ লাভ

৪.২.৬ বক্তব্য বিষয়ের ভূমিকা রচনা করার ক্ষমতা লাভ

৪.৩ পঠন

লক্ষ্য ঃ- সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় (কবিতা, গল্প, উপন্যাস, নাটক, প্রবন্ধ ইত্যাদি) ভাষার যে অভিব্যক্তি ঘটে তার সঙ্গে শিক্ষার্থীকে পরিচিত করার এবং শিক্ষর্থী যাতে ভাষার পৃথক পৃথক অভিব্যক্তি বুঝতে সক্ষম হয় সেই উদ্দেশ্য নিয়ে এই এককটি রচিত হয়েছে।

৪.৩.১ বাংলা সাহিত্য এবং তার মুখ্য দিকগুলি

৪.৩.২ থেকে ৪.৩.৪ গল্প কাহিনী (কালানুক্রমিক নির্বাচন)

৪.৩.৫ একাঙ্ক

৪.৩.৬ থেকে ৪.৩.১০ বিভিন্ন বিষয়ভিত্তিক প্রবন্ধ-নিবন্ধ

৪.৩.১১ থেকে ৪.৩.১২ স্বতন্ত্র শৈলীর রচনা (পত্রসাহিত্য, ভ্রমণকাহিনী, আত্মকথা ইত্যাদি)

৪.৩.১৩ জীবনী

৪.৩.১৪ কবিতা-প্রকৃতিকেন্দ্রিক, দেশপ্রেমভিত্তিক, মানবিক মূল্যবোধভিত্তিক

৪.৩.১৫ শব্দতালিকা, বিভিন্ন টীকা সংকলন

৪.৩.১৬ শব্দার্থ ও টীকা ব্যাখ্যা

৪.৪ লিখন

লক্ষ্য ঃ- মূলত চলিত ভাষায় বিভিন্ন বিষয়ভিত্তিক রচনা লেখার সামর্থ্য যাতে অর্জন করতে পারে সেদিকে লক্ষ্য রেখে এই এককটি পরিকল্পিত হয়েছে।

৪.৪.১ বাংলা শব্দের বিশিষ্ট প্রয়োগ

৪.৪.২ বাগধারা (বহুল ব্যবহৃত/নির্বাচিত)

৪.৪.৩ পত্র লিখন - ব্যক্তিগত/ব্যবসায়িক

৪.৪.৪ অনুচ্ছেদ রচনা - রচনারীতি বিভিন্ন বিষয়ে অনুচ্ছেদ

৪.৪.৫ বিষয়ের সারসংক্ষেপ - পুনর্নির্মাণ

৪.৪.৬ ভাবসম্প্রসারণ

৪.৪.৭ সংবাদ বিবরণ, বিবৃতি, বিজ্ঞাপন / প্রচারপত্র রচনা

৪.৪.৮ প্রবন্ধ - রচনারীতি বিভিন্ন বিষয়ে প্রবন্ধ

৪.৫ ব্যাকরণ

লক্ষ্য ঃ- ব্যাকরণাংশ হবে প্রধানত ব্যবহারিক। সংজ্ঞাসূত্র ইত্যাদির প্রচলিত তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ হবে অতি সংক্ষিপ্ত ও সহজভাবে লিখিত যাতে শিক্ষার্থী ব্যাকরণ জ্ঞানের সাহায্যে ভাষার অর্থবোধ সামর্থ্য লাভ করতে পারে।

৪.৫.১ বাংলার বর্ণমালা, উচ্চারণ

৪.৫.২ বাংলা শব্দভান্ডার

৪.৫.৩ শব্দের নানাশ্রেণী

৪.৫.৪ পদ-প্রকরণ, বিশেষ্য, বিশেষণ, ক্রিয়া, ক্রিয়া বিশেষণ ইত্যাদি

৪.৫.৫ শব্দ গঠন, ক্রিয়ামূল, শব্দমূল

৪.৫.৬ বাংলা ভাষা-রীতি ঃ সাধু ও চলিত ভাষা

৪.৫.৭ বাক্য গঠন - উদ্দেশ্য, বিধেয়

৪.৫.৮ বাক্য রচনা

৪.৫.৯ বাক্যের শ্রেণী

৪.৫.১ যতি চিহ্ন

৫.০ বিষয়সূচি ঃ [গদ্য (গ), কবিতা (ক), নাট্যাংশ (না), প্রবন্ধ (প্র)]

(গ)	১.	লালু	-	শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
(ক)	২.	শুধু ভাঙা নয়	-	সুভাষ মুখোপাধ্যায়
(প্র)	৩.	মাদাম কুরি	-	সত্যেন্দ্রনাথ বসু
(গ)	৪.	ধ্বংস	-	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
(ক)	৫.	কান্ডারী হুঁশিয়ার	-	কাজি নজরুল ইসলাম
(গ)	৬.	জলসত্র	-	বিভূতিভূষণ বন্দোপাধ্যায়
(ক)	৭.	বঙ্গভূমির প্রতি	-	মধুসূদন দত্ত
(না)	৮.	অবাক জলপান	-	সুকুমার রায়
(ক)	৯.	বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি	-	জীবনানন্দ দাস
(ক)	১০.	জন্মভূমি আজ	-	বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
(গ)	১১.	চোট্টি মুন্ডা এবং তার তীর	-	মহাশ্বেতা ভট্টাচার্য
(প্র)	১২.	ছোঁয়াছুঁয়ি মন্ত্রতন্ত্র	-	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
(প্র)	১৩.	ওরা কাজ করে	-	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
(গ)	১৪.	রেকর্ড	-	নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়
(প্র)	১৫.	মিলনের কথা	-	কাজি আবদুল ওদুদ
(প্র)	১৬.	ভারতীয় সংস্কৃতির ধারা	-	অন্নদাশংকর রায়
(ক)	১৭.	দাঁড়াও	-	শক্তি চট্টোপাধ্যায়
(ক)	১৮.	ছাড়পত্র	-	সুকান্ত ভট্টাচার্য
(ক)	১৯.	পিয়ানোর গান	-	সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

৫.১ শ্রবণ ও কথনের পাঠদানের জন্য

অডিও ক্যাসেট

উচ্চারণ শেখা (অ, এ, ঋকার ও ব-ফলা, ক্ষ, জ্ঞ
ব-ফলা, ম-ফলা, জ-ফলা, ব ও ড়, শ ও ম - ইত্যাদি উচ্চারণ)

মৌখিক পাঠদান হবে দুটি পর্বে

১ম পর্বে ঃ পাঠ্যাংশের (গল্প / প্রবন্ধ / নাটক) কীভাবে পড়তে হবে,
পাঠ্যাংশের কবিতার পাঠও আবৃত্তি কিভাবে করতে হবে
২য় পর্বে ঃ শুনে কীভাবে লিখতে হবে।

৫.২ **বিষয় মান বন্টন**

১.	পাঠ্যক্রম (গদ্য, কবিতা, নাট্যাংশ) -	35 নম্বর
২.	নির্মিতি -	25
৩.	ব্যাকরণ -	25
৪.	পঠনবোধ -	15
	মোট	100

শিক্ষার্থীদের জন্য প্রত্যাবর্তী প্রশ্ন : মাধ্যমিক পাঠ্যক্রম- বাংলা - ১

শিক্ষার্থীর নাম ঃ .... রোল নম্বর .... বইয়ের নম্বর ....

প্রিয় শিক্ষার্থী

আপনাদের সুবিধা-অসুবিধার কথা এবং আপনাদের বিভিন্ন প্রয়োজনের কথা খেয়াল রেখে রাষ্ট্রীয় মুক্ত বিদ্যালয়ী শিক্ষা সংস্থান দু-খণ্ডের এই পাঠ্যসামগ্রী প্রকাশ করেছে। এই দুখানি বই সম্পর্কে আপনাদের সুবিধা-অসুবিধার ভিত্তিতে নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর দেবেন। আমাদের ভুলত্রুটি হয়েছে কিনা তা বুঝতে আপনাদের দেওয়া উত্তর খুবই সাহায্য করবে।

আঞ্চলিক প্রধান, কলকাতা

1.

পাঠসংখ্যা	পাঠের নাম	ভালো লেগেছে	সহজ সরল	কঠিন	দুর্বোধ্য

2. কোন্ কোন্ পাঠ আরও সহজ-সরলভাবে লেখা হলে ভালো হয়?

3. যে যে পাঠগত-প্রশ্নের উত্তর দিতে আপনার অসুবিধা হচ্ছে সেগুলির উল্লেখ করুন (বইয়ের খণ্ড, পৃষ্ঠা সংখ্যা এবং পাঠের নাম লিখতে ভুলবেন না)

4. পাঠগুলিতে দেওয়া সব প্রশ্নের উত্তর আপনার পক্ষে দেওয়া কি সম্ভব.........হ্যাঁ/না — উত্তর 'না' হলে পাঠসংখ্যা এবং প্রশ্ন সংখ্যা জানান ______________________________

____

____

____

5. প্রত্যেক পাঠের শেষে দেওয়া 'আপনি যা যা শিখলেন' অংশটি কি আপনার সহায়ক .... হ্যাঁ / না
— উত্তর 'না' হলে দৃষ্টান্ত দিন (পাঠসংখ্যা, বইয়ের পৃষ্ঠাসংখ্যাসহ)।

6. পাঠগুলিতে দেওয়া শব্দার্থ কি পর্যাপ্ত —— হ্যাঁ / না
— উত্তর 'না' হলে কোন্ কোন্ শব্দার্থ (পাঠসংখ্যা উল্লেখ করুন) দিলে ভালো হয় তা জানান।

7. বইটিতে আপনার করণীয় কাজ হিসাবে যেগুলি দেওয়া হয়েছে সেগুলি কি শক্ত — হ্যাঁ /না
— উত্তর 'হ্যাঁ' হলে কোন্ কোন্‌টি শক্ত (পাঠসংখ্যা এবং প্রদত্ত কাজের সংখ্যা উল্লেখ করুন) তা জানান।

8. আপনাকে দেওয়া 'মূল্যায়নের' জন্য/ প্রদত্ত প্রশ্নগুলির উত্তর কি পাঠকেন্দ্রের শিক্ষককে দেখিয়েছেন — হ্যাঁ /না।
— উত্তর 'না' হলে কারণ লিখুন।

Awards Won by NIOS

Several projects have been implemented by the NIOS to tap the potential of Information and Communication Technology (ICT) for promoting of Open and Distance Learning (ODL) system. The Ni-On project of NIOS won the National Award for e-governance and Department of Information and Technology, Govt. of India. In further recognition of its On-line initiatives and best ICT practices, the NIOS received the following awards:

NIOS WINS National Award for e-Governance 2008-09

Silver icon for Excellence in Government Process Re-engineering, Instituted by Government of India Department of Administrative Reforms and Public Grievances & Department of Information Technology.

NIOS receives NCPEDP MPHASIS Universal Design Awards 2012

National Institute of Open Schooling (NIOS) has been awarded THE NCPEDP - MPHASIS UNIVERSAL DESIGN AWARDS 2012 instituted by National Centre for Promotion of Employment for Disabled People. The award was given by **Sh. Mukul Wasnik, Hon'ble Minister for Social Justice and Empowerment, Govt. of India** on 14th August, 2012. NIOS has been selected for its remarkable work done for the learners with disabilities through ICT by making its web portal www.nios.ac.in completely accessible for such learners.

The Manthan Award South Asia & Asia Pacific 2012

The Manthan Award South Asia & Asia Pacific 2012 to recognize the best ICT practices in e-Content and Creativity instituted by Digital Empowerment Foundation in partnership with World Summit Award, Department of Information Technology, Govt. of India, and various other stakeholders like civil society members, media and other similar organisations engaged in promoting digital content inclusiveness in the whole of South Asian & Asia Pacific nation states for development. The award was conferred during **9th Manthan Award Gala South Asia & Asia Pacific 2012 at India Habitat Centre on 1st Dec. 2012.**

মাধ্যমিক পাঠ্যক্রম

বাংলা

২

পাঠ্যক্রম সমন্বয়কারী

অরবিন্দ ভট্টাচার্য

প্রাক্তন অধ্যাপক, সুরেন্দ্রনাথ কলেজ, কলকাতা

ডক্টর আর . এস. পি. সিং

আঞ্চলিক প্রধান, এন আই ও এস, কলকাতা

রাষ্ট্রীয় মুক্তবিদ্যালয়ী শিক্ষাসংস্থান

Success Stories

Jaspal Singh
Enrolment No.: Secondary - 27020212195
Senior Secondary – 92279300066

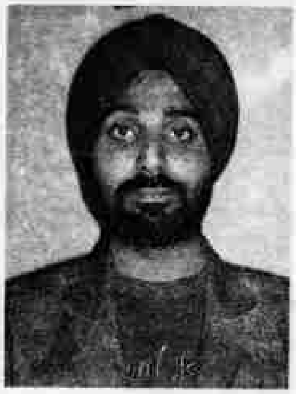

Forced to discontinue his tenth class in 1993 in order to earn a livelihood to support his family, when his parents met with an accident, Jaspal Singh resumed his studies in 2003 by enrolling for the Secondary level course in NIOS. The flexibility of the NIOS system enabled him to pursue his studies along with his vocation. He acquired skills in fashion designing while working as a freelancer in garment export houses.

Having completed his Senior Secondary course from the NIOS and moved by the desire to continue studies, Jaspal Singh has managed to obtain admission to a three year course in Fashion Management at the University of Thames Valley, London.

Ms. Sudha
Enrolment No.: 27029182593

Ms. Sudha was a only housewife until such time that her husband passed away and she was offered the job of a constable in the Delhi Police. She then took up the job to support the family consisting of her two children.

Sudha who had not completed her schooling was motivated by her children to join the NIOS. She then passed the Secondary examination from NIOS in April 2009. A resident of Sant Nagar, Burari, Delhi and posted at the Rohini Court, Delhi, Sudha today feels more confident and empowered by the qualification acquired by her through the NIOS.

বিষয়-সংগঠনী দল

পাঠক্রম সমিতি

সভাপতি

অধ্যাপক পবিত্র সরকার
প্রাক্তন উপাচার্য, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়
প্রাক্তন সহ সভাপতি
পশ্চিমবঙ্গ উচ্চশিক্ষা-সংসদ

সদস্যবৃন্দ

১. **অরবিন্দ ভট্টাচার্য**
প্রাক্তন অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, সুরেন্দ্রনাথ কলেজ, কলকাতা

২. **অমিতাভ দাশগুপ্ত**
কবি ও অধ্যাপক , সেন্ট পলস্ কলেজ, কলকাতা

৩. **অলোকপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়**
সাংবাদিক, আজকাল পত্রিকা

৪. **দীননাথ সেন**
অবসরপ্রাপ্ত সহকারী প্রধান শিক্ষক, নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যালয়

৫. **বন্দিতা ভট্টাচার্য**
প্রাক্তন অধ্যাপিকা, বাংলা বিভাগ, লেডি ব্রাবোর্ন কলেজ, কলকাতা

৬. **বরুণকুমার চক্রবর্তী**
অধ্যাপক, লোকসংস্কৃতি বিভাগ,কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়

৭. **বিশ্ববন্ধু ভট্টাচার্য**
প্রাক্তন অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়

৮. **লক্ষ্মীনারায়ণ রায়**
সচিব, রবীন্দ্র মুক্ত বিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ

সম্পাদনা

পবিত্র সরকার - সভাপতি
অরবিন্দ ভট্টাচার্য
দীননাথ সেন
বিশ্ববন্ধু ভট্টাচার্য

গ্রন্থন - সহায়ক

বিকাশকুমার বসু

পাঠলেখক

১. **অরবিন্দ ভট্টাচার্য**
প্রাক্তন অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, সুরেন্দ্রনাথ কলেজ, কলকাতা

২. **অনীত রায়**
হেয়ার স্কুল, কলকাতা

৩. **কাকলি হাজরা**
হাওড়া রুর‍্যাল টিচার্স ফোরাম

৪. **গণেশ বসু**
প্রাক্তন অধ্যাপক, রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ কলেজ, ব্যারাকপুর

৫. **জ্যোতিভূষণ চাকী**
প্রাক্তন শিক্ষক, জগবন্ধু ইনস্টিটিউশন, কলকাতা

৬. **দীননাথ সেন**
অবসরপ্রাপ্ত সহকারী প্রধান শিক্ষক, নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যালয়

৭. **দেবপ্রসাদ চক্রবর্তী**
হরিনাভি বিদ্যাপীঠ, উত্তর ২৪ পরগনা

৮. **দেবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়**
সেন্ট বার্ণাবাস স্কুল, কলকাতা

৯. **পবিত্র সরকার**
প্রাক্তন উপাচার্য, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়

১০. **প্রীতিকান্ত দে সরকার**
রবীন্দ্রনগর ক্ষেত্রমোহন বিদ্যালয়, বেহালা, কলকাতা

১১. **বিশ্বজীবন মজুমদার**
প্রাক্তন অধ্যক্ষ, গুরুদাস কলেজ

১২. **মৈত্রেয়ী সরকার**
প্রাক্তন অধ্যাপিকা, সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ, কলকাতা

১৩. **রতনকুমার বিশ্বাস**
শৈলেন্দ্র সরকার বিদ্যালয়, কলকাতা

১৪. **শম্পা ভট্টাচার্য**
ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র কলেজ, কলকাতা

১৫. **শুক্লা দত্ত**
হাওড়া জগৎ বল্লভপুর, প্রাইমারি টিচার্স ট্রেনিং ইন্সটিটিউট

১৬. **সমরেন্দ্র মিত্র**
প্রধান শিক্ষক, নারকেলডাঙ্গা উচ্চ বিদ্যালয়, কলকাতা

Awards Won by NIOS

Web Ratna Awards 2012 Platinum Icon under Outstanding Web Content for Acknowledging exemplary initiatives/practices in the realm of e-Governance for dissemination of information & services instituted by Department of Information Technology, Ministry of Communications & IT (MC&IT) and National Informatic Centre (NIC), Government of India. The award has been conferred by Hon'ble Minister of Communications and Information Technology Shri Kapil Sibal on 10th December 2012 at Dr. D.S Kothari Auditorium, DRDO Bhawan, Dalhousie Road, New Delhi.

TOI Social Impact Award 2012

NIOS has been selected as winner of the Social Impact Award 2012 instituted by Times of India in partnership with J P Morgan The Award is given in the recognition of magnificent work done by an individual or groups or institutions making an impact in the society in various segment including Education. NIOS feels honoured to accept the award.

The award was conferred on 28th January 2013 at a function in presence of President of India and high level dignitaries.

National Awards for the Empowerment of Persons with Disabilities, 2012

The NIOS received the National Award for the Empowerment of persons with disabilities, 2012 Instituted by Ministry Social Justice and Empowerment, Govt. of India. The NIOS got this award under the category of best accessible Website for making its website www.nios.ac.in completely accessible for person with disabilities The website is bilingual in Hindi and English. It also has provisions of Screen Reader, increasing text size, colour contrast scheme etc. for disabled learners. This award was conferred by the Hon'ble President of India at Vigyan Bhawan, New Delhi on 6th February, 2013. Dr. S.S. Jena Chairman, NIOS received the award.

সভাপতির বক্তব্য

প্রিয় শিক্ষার্থী

আপনি বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে আপনার পাঠ্যবিষয় হিসাবে নিয়েছেন, এটি খুবই আনন্দের কথা। বাংলা ভাষা ও সাহিত্য যে খুবই সমৃদ্ধ এবং যুগের সঙ্গে খাপ খাইয়ে সমৃদ্ধতর হচ্ছে, তাতে কোনও সন্দেহ নেই।

রাষ্ট্রীয় মুক্তবিদ্যালয়ী শিক্ষাসংস্থান রাষ্ট্রীয় প্রেক্ষিতে নতুনভাবে বাংলা পাঠ্যক্রম বিন্যস্ত করেছেন। পাঠ্যসূচির অন্তর্গত বিষয়গুলির পাঠ এমনভাবেই লিখিত হয়েছে যে কারও সাহায্য ছাড়াই আপনি এগুলি পড়ে সহজেই বুঝতে পারবেন। সেদিক থেকে দেখলে দু-টি খণ্ডে প্রকাশিত মাধ্যমিক বাংলার এই পাঠ্য-উপাদান বন্ধুর মতো আপনাদের সাহায্য করবে।

মাধ্যমিক বাংলার প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগের উপাদান নির্বাচন, লেখা ও সম্পাদনার ব্যাপারে যাঁরা অকৃপণভাবে সাহায্য করেছেন তাঁদের আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

আশা করি আপনি মাধ্যমিক বাংলা পড়ে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ে সমৃদ্ধ হবেন।

শুভেচ্ছাসহ

সভাপতি

রাষ্ট্রীয় মুক্তবিদ্যালয়ী শিক্ষাসংস্থান

অধিকর্তার কথা

প্রিয় শিক্ষার্থী

আন্তরিক শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন। মাধ্যমিক বাংলাকে পাঠ্য বিষয় হিসাবে আপনি বেছে নিয়েছেন। এই বিষয়ের পরীক্ষায় আপনি সাফল্য লাভ করুন, এই কামনা করি।

আমরা বাংলার যে পাঠ্যসামগ্রী আপনার হাতে তুলে দিচ্ছি তা বাংলা ভাষা সম্বন্ধে আপনার সামর্থ্য বাড়িয়ে দেবে এবং বাংলা সাহিত্য পাঠে আপনার আগ্রহ সৃষ্টিতে সহায়ক হবে। শুধু তা-ই নয়, পাঠ্যসামগ্রীর অন্তর্গত অনুচ্ছেদ রচনা, ভাব সম্প্রসারণ, প্রবন্ধ লেখা, ফর্ম পূরণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে আপনার দক্ষতা বাড়াবে। অর্থাৎ আপনার নিত্যদিনের প্রয়োজনের সহায়ক হবে এই পাঠ্যসামগ্রী, — এই আশা করি।

এই দু-খণ্ড বাংলা বই প্রকাশে আমরা ভুলত্রুটি এড়ানোর সবরকম চেষ্টা করেছি। তবু যদি কোনও ভুল আপনার চোখে পড়ে বা কোনো আলোচনা অপূর্ণ মনে হয় তা হলে আমাদের জানাবেন। পরবর্তী সংস্করণে আমরা সেগুলি সংশোধন, পরিবর্তন ও পরিমার্জন করব।

আন্তরিক প্রীতিসহ

অধিকর্তা

রাষ্ট্রীয় মুক্তবিদ্যালয়ী শিক্ষাসংস্থান

শিক্ষার্থীদের জন্য দু-একটি কথা

প্রিয় শিক্ষার্থী,

রাষ্ট্রীয় মুক্ত বিদ্যালয়ী শিক্ষা সংস্থান আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছে। আপনি বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে আপনার মাধ্যমিক পাঠ্য হিসাবে বেছে নিয়েছেন, এজন্য আমরা আনন্দিত। আশা করি, এই পাঠ আপনাকে সমৃদ্ধ করবে।

বাংলার এই পাঠ্যক্রম নতুনভাবে পরিকল্পিত হয়েছে এবং সমগ্র বিষয়সূচি দুটি খন্ডে বিন্যস্ত হয়েছে। প্রতিখন্ডে চোদ্দটি পাঠ আছে। অর্থাৎ বাংলার পাঠ্যসূচিতে মোট আটাশটি পাঠ আছে। প্রথম খন্ডে ৪টি কবিতা, ৩টি গল্প, ১ টি প্রবন্ধ, ১টি নাট্যাংশ, ২টি ব্যাকরণের পাঠ এবং ৩ টি নির্মিতির পাঠ দেওয়া হয়েছে। দ্বিতীয় খন্ডে আছে ৫টি কবিতা, ২টি গল্প, ২ টি প্রবন্ধ, ১টি নাট্যাংশ, ২টি ব্যাকরণের পাঠ এবং ২ টি নির্মিতির পাঠ। প্রতিটি পাঠ যাতে আপনি সহজে বুঝতে পারেন সেইভাবে লেখা হয়েছে। পরীক্ষার প্রস্তুতিতে আপনাকে সাহায্য করবে, এমন খুঁটিনাটি আলোচনা, প্রশ্নাদি এবং অনুশীলনী প্রতিটি পাঠের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে।

আমরা মনে করি, এই পাঠগুলি আপনাকে আনন্দ দেবে এবং বাংলা পড়ায় ও লেখায় আপনাকে উৎসাহিত করবে।

অতএব পড়া শুরু করে দিন। জানেনই তো - স্বনির্ভরতাই সবচেয়ে বড় উপায়। আপনার প্রতি আমাদের শুভেচ্ছা রইল।

প্রীতিসহ —

অরবিন্দ ভট্টাচার্য,
আর. এস. পি. সিং, } সমন্বয়কারী

সূচিপত্র

পাঠের ক্রমিক সংখ্যা	পাঠ	রচয়িতা	পৃষ্ঠা
15	জন্মভূমি আজ	বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	১-৯
16	চোট্টি মুণ্ডা এবং তার তীর	মহাশ্বেতা দেবী	১০-২৫
17	ছোঁওয়াছুঁয়ি মন্ত্রতন্ত্র	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	২৬-৪২
18	বাক্যগঠন		৪৩-৫২
19	ওরা কাজ করে	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	৫৩-৭১
20	রেকর্ড	নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়	৭২-৮৯
21	মিলনের কথা	কাজী আব্দুল ওদুদ	৯০-১০৬
	কাজের পাতা - III		১০৭-১০৮
22	প্রবাদ প্রবচন		১০৯-১১৬
23	ভারতীয় সংস্কৃতির ধারা	অন্নদাশঙ্কর রায়	১১৭-১৩৪
24	দাঁড়াও	শক্তি চট্টোপাধ্যায়	১৩৫-১৪৪
25	বিষয়-সংক্ষেপ		১৪৫-১৪৭
26	ছাড়পত্র	সুকান্ত ভট্টাচার্য	১৪৮-১৫৭
27	ভাবসম্প্রসারণ		১৫৮-১৬০
28	পিয়ানোর গান	সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত	১৬১-১৭৩
	কাজের পাতা- IV		১৭৪-১৮৬
	নমুনা প্রশ্নপত্রের ছক		
	নমুনা প্রশ্নপত্র		
	নমুনা প্রশ্নপত্রের উত্তরের রূপরেখা		
	প্রত্যাবর্তী প্রশ্ন		

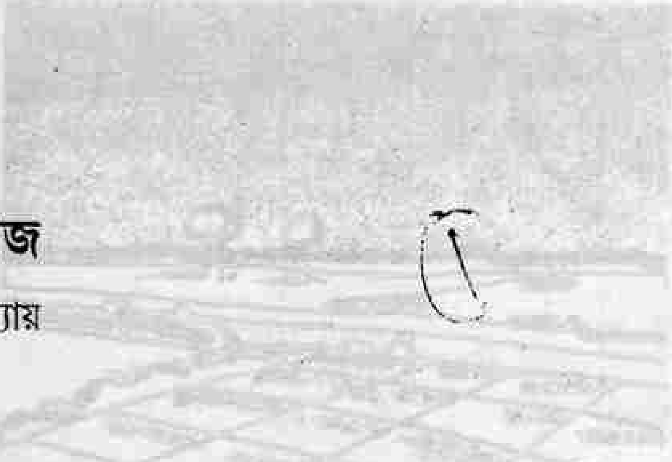

15

জন্মভূমি আজ

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

15.1 ভূমিকা

কবিতাটি ১৯৭০ সালে লেখা। পরে ১৯৭৮ সালে প্রকাশিত 'মুণ্ডহীন ধড়গুলি আহ্লাদে চিৎকার করে' কাব্যগ্রন্থে স্থান পায়।

কবি গভীরভাবে ভালোবাসেন জন্মভূমিকে, দেশের মানুষকে। কবিতাটিতে বলা হয়েছে দেশবাসীর বর্তমান অবস্থার কথা। তরুণদের কী করণীয়; তাও কবি জানিয়েছেন। দেশবাসী ভীষণ দুঃসময়ের মধ্যে রয়েছে। এই দুঃসহ অবস্থা যারা সৃষ্টি করেছে তাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নামতে হবে। তবেই সুন্দর হবে মানুষের জীবন। কবি তরুণদের ডাক দিয়েছেন; এ কাজে তাদেরই এগিয়ে আসতে হবে। মানুষের উপর নেমে আসছে হিংস্র আক্রমণ। দেশের মধ্যে সৃষ্টি হয়েছে দম বন্ধ-করা আতঙ্কের পরিবেশ। এই দুঃসহ অবস্থা থেকে মানুষ মুক্তি চাইছে। কবি চাইছেন সাহসের সঙ্গে সংগ্রামে নামুক তরুণরা, জন্মভূমিতে গড়ে উঠুক এক মুক্ত সমাজ।

15.2 উদ্দেশ্য

এই কবিতাটি পড়লে

- দেশবাসীর কী ঘোর দুর্দিন, তা বুঝতে পারবেন;
- কারা এই দুর্দিনের জন্য দায়ী, তা বুঝতে পারবেন;
- কীভাবে এই দুঃসময়ের মুখোমুখি হতে হবে, তা জানতে পারবেন;
- কবিতাটির রচনাগত বিশিষ্টতা বুঝতে পারবেন;
- পরিচিত শব্দ কবি কী বিশেষ অর্থে ব্যবহার করেছেন, তা জানতে পারবেন;
- ভাষাবোধের পরিচয় দিতে পারবেন।

15.3 মূলপাঠ ও শব্দার্থ

1. একবার মাটির দিকে তাকাও
একবার মানুষের দিকে।

এখনো রাত শেষ হয়নি;
অন্ধকার এখনো তোমার বুকের ওপর
কঠিন পাথরের মতো, তুমি নিঃশ্বাস
নিতে পারছো না।

1. রাত - এখানে দুঃসময়ের প্রতীক।

অন্ধকার - দুঃসময়ের প্রতীক।

কঠিন পাথর - যাকে সরানো খুব শক্ত, বাধার প্রতীক।

নিঃশ্বাস নিতে পারছে না- কিছুতেই ভালোভাবে বাঁচতে পারছে না।

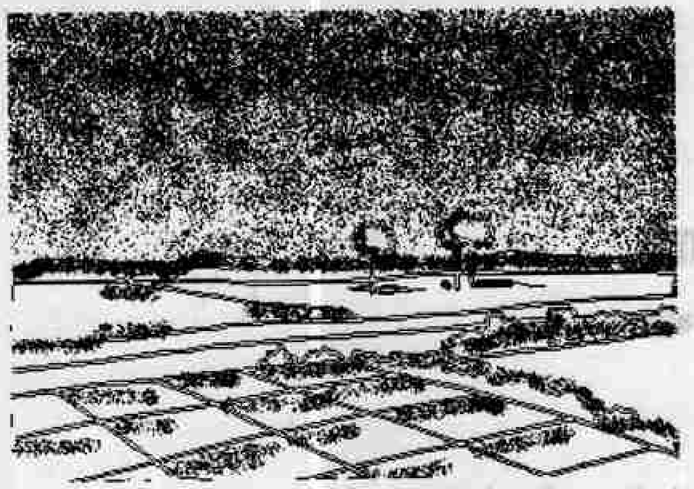

2. মাথার ওপর একটা ভয়ংকর কালো আকাশ
এখনো বাঘের মত থাবা উচিয়ে বসে আছে।
তুমি যে ভাবে পারো, এই পাথরটাকে
সরিয়ে দাও
আর আকাশের ভয়ংকরকে শান্ত গলায়
এই কথাটা জানিয়ে দাও
তুমি ভয় পাওনি।

2. **ভয়ংকর** - যা ভয় পাইয়ে দেয়।
কালো - অশুভ চিহ্ন।
বাঘ - হিংস্র শক্তির বিশিষ্ট প্রতীক।
থাবা উচিয়ে বসে আছে - আক্রমণে উদ্যত।
শান্ত - উত্তেজনাহীন এবং দৃঢ় (বিশেষণ)।

3. মাটি তো আগুনের মতো হবেই
যদি তুমি ফসল ফলাতে না জানো,
যদি তুমি বৃষ্টি আনার মন্ত্র ভুলে যাও
তোমার স্বদেশ তাহলে মরুভূমি।

3. **বৃষ্টি** - নবজন্মের প্রতীক।
মরুভূমি - জীবনকে যা জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দেয় তার প্রতীক।

4. যে মানুষ গান গাইতে জানে না
যখন প্রলয় আসে, সে বোবা ও অন্ধ
হয়ে যায়।
তুমি মাটির দিকে তাকাও,
সে প্রতীক্ষা করছে;
তুমি মানুষের হাত ধরো, সে কিছু
বলতে চায়।

4. **প্রলয়** - বিপর্যয়, ওলট পালট।

15.4 প্রাথমিক বোধবিচার

কবিতাটি ভালো করে পড়ে নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দতে চেষ্টা করুন

i) 'জন্মভূমি আজ' কবিতাটি কার লেখা ?
ii) কবিতাটিতে ক'টি স্তবক আছে?

iii) কবি তাঁর বক্তব্য কাদের উদ্দেশে বলেছেন?
iv) দেশবাসী আজ কী অবস্থার মধ্যে আছে?
v) বর্তমান অবস্থায় আপনার নিজের করণীয় কী?

15.5 আলোচনা

পাঠ্যাংশ 1

একবার মাটির দিকে তাকাও
একবার মানুষের দিকে।

এখনো রাত শেষ হয়নি;
অন্ধকার এখনো তোমার বুকের ওপর
কঠিন পাথরের মতো, তুমি নিঃশ্বাস নিতে পারছো না।

কবি মাটির দিকে তাকাতে বলেছেন, মানুষের দিকে চাইতে বলেছেন। মাটি বলতে বোঝাচ্ছে দেশের সামাজিক পরিবেশ। এখন অসহ্য এক দুঃসময়। মানুষ ভীষণ কষ্ট পাচ্ছে। এই সময় ও মানুষের যন্ত্রণাকে বোঝাতে কবি কয়েকটি উপমা বা ছবির আশ্রয় নিয়েছেন — অন্ধকার রাত, কঠিন পাথরের মতো অন্ধকার, বুকের ওপর চেপে বসে আছে সেই পাথর, পাথরের চাপে দম বন্ধ হয়ে আসছে।

কবি প্রথমে দেশের অবস্থা বুঝে নিতে বলছেন, তারপর দেখতেবলছেন, এই অবস্থায় মানুষ কী অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করছে।

পাঠগত প্রশ্ন -1.1

পাঠ্যাংশ পড়ে নিয়ে নীচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দিন

i) কবিতার প্রথম ছত্রে কবি কোন্ দিকে তাকাতে বলছেন?
ii) দ্বিতীয় ছত্রে কবি কোন্ দিকে চাইতে বলছেন?
iii) কবি অন্ধকারের সঙ্গে কীসের তুলনা করেছেন?
iv) ঠিক উত্তরের পাশে টিক্ (✓) চিহ্ন দিন

মাটি বলতে কবি বুঝিয়েছেন

ক) জন্মভূমির অবস্থা
খ) মানুষের হাঁটাচলার জায়গা
গ) যেখানে কঠিন পাথর আছে
ঘ) যেখানে গাছপালা জন্মায়।

15.2 আলোচনা

পাঠ্যাংশ 2

মাথার উপরে একটা ভয়ংকর কালো আকাশ
এখনো বাঘের মতো থাবা উঁচিয়ে বসে আছে।

তুমি যেভাবে পারো এই পাথরটাকে
সরিয়ে দাও
আর আকাশের ভয়ংকরকে শান্ত গলায়
এই কথাটা জানিয়ে দাও
তুমি ভয় পাও নি।

সারা দেশে রাজত্ব করছে এক হিংস্র শক্তি। সে শক্তি মানুষকে ভয় পাইয়ে দিতে চাইছে। কবি চাইছেন যেভাবেই হোক, জন্মভূমির ওপর থেকে ভয়ের ভার তরুণরা সরিয়ে দিক। অশুভ সেই শক্তিকে তরুণরা দেখিয়ে দিক তারা কত নির্ভীক। অন্যায় যারা করে তারা আসলে ভীরু, দুর্বল। সব মানুষকে সঙ্গে নিয়ে তাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নামতে হবে, তাহলেই দেখা যাবে তারা পিছু হটছে।

পাথরের উপমা এই স্তবকেও এসেছে। আছে 'ভয়ংকর কালো আকাশ'- এর কথা, 'বাঘের মতো থাবা উঁচিয়ে' যে বসে আছে। অন্ধকার আকাশ সারা দেশের ওপর ঘনিয়ে-থাকা দুর্দিনের কথা বলে। 'বাঘের থাবা' জীবনবিরোধী হিংস্রতার ইঙ্গিত বহন করে।

পাঠগত প্রশ্ন -1.2

পাঠ্যাংশ 2 পড়ে নিয়ে নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দিন

i) ঠিক উত্তরটিতে টিক্ (✓) চিহ্ন দিন।

মাথার ওপর কী আছে ?
ক) কালো আকাশ
খ) নীল আকাশ
গ) বাঘ
ঘ) পাথর

ii) কবি আকাশের ভয়ংকরকে শান্ত গলায় কী জানিয়ে দিতে বলছেন? লাইনটি কবিতায় যেভাবে আছে সে-ভাবে উল্লেখ করুন।

iii) আপনাকে কী সরাতে বলা হচ্ছে?

15.3 আলোচনা

পাঠ্যাংশ 3

মাটি তো আগুনের মতো হবেই
যদি তুমি ফসল ফলাতে না জানো,
যদি তুমি বৃষ্টি আনার মন্ত্র ভুলে যাও
তোমার স্বদেশ তাহলে মরুভূমি।

যে মাটিতে ফসল ফলে না, সে মাটি রোদে পুড়ে পুড়ে আগুনের মতো হয়। বৃষ্টিপাতের সঙ্গেফসলের সম্পর্কের কথা আমরা জানি। বৃষ্টিহীন মাটি তো উত্তপ্ত মরুভূমির মতো। ফসলের চিহ্ন সেখানে থাকে না।

স্বদেশ তো পড়ে - পাওয়া জিনিস নয়। প্রেম দিয়ে, জ্ঞান দিয়ে, কর্ম দিয়ে দেশকে সৃষ্টি করে তুলতে হয়। এই সৃষ্টির কাজে কোনও বিরাম নেই। থেমে-যাওয়া মানে জীবনযাপনের পথে নানা বাধা-বিপত্তিকে ডেকে আনা। তখন সমাজে মাথা চাড়া দেয় জীবনবিরোধী শক্তি।

আগুনের মত্রে মাটি, ফসল, বৃষ্টি, মরুভূমি-- এই সব কথা কবিতায় আছে। জন্মভূমি যেন একটি খেত, তরুণরা কৃষক, তাদের ফসল ফলাতে হবে। কবি বৃষ্টি আনার মন্ত্রের ওপর অনেক গুরুত্ব দিয়েছেন। স্বদেশের নবজন্ম ঘটাতে হবে। সুন্দর করে তুলতে হবে জীবনযাপনের পরিবেশ। তার জন্যে নিষ্ঠা চাই। সাধনা চাই। কবি বলছেন -- সাধনা থেকে সরে এসো না। সাধনা থেকে সরে এলে স্বদেশ হবে মরুভূমি। সুস্থ জীবনধারণের পরিবেশ সেখানে থাকবে না। মাটি হবে আগুনের মতো। জীবন থেকে হারিয়ে যাবে আনন্দ। জীবন জ্বলতে থাকবে দুঃখ কষ্ট যন্ত্রণায়।

পাঠগত প্রশ্ন -1.3

পাঠ্যাংশ 3

পড়ে নিয়ে নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দিন।

i) কবিতা থেকে লাইন উদ্ধৃত করে নীচের প্রশ্ন-দুটির উত্তর দিন-

ক) মাটি আগুনের মতো হবে কখন?

খ) বৃষ্টি আনার মন্ত্র ভুলে গেলে কী হবে?

ii) 'মাটি তো আগুনের মতো' --.পাঠ্যাংশ থেকে এই রকম অর্থবিশিষ্ট শব্দটি খুঁজে বার করুন।

পাঠ্যাংশ - 4

যে মানুষ গান গাইতে জানে না
যখন প্রলয় আসে, সে বোবা ও অন্ধ হয়ে যায়।
তুমি মাটির দিকে তাকাও, সে প্রতীক্ষা করছে;
তুমি মানুষের হাত ধরো, সে কিছু বলতে চায়।

এ গান হল জীবন জয়ের গান। সৃষ্টি আর ভালোবাসার আবেগ যার মধ্যে আছে সে-ই গান গেয়ে ওঠে। এই গান তাকে দেয় প্রতিরোধের প্রেরণা, সংগ্রামের শক্তি। অন্যায়ের সঙ্গে ন্যায়ের লড়াই যখন চূড়ান্ত মাত্রায় পৌঁছাবে তখন ঘটবে ওলট-পালট, প্রলয়। প্রলয়ের মধ্যে দিয়ে মানুষ পৌঁছবে এক নির্ভুল সমাজে। তখন অন্ধ হলে চলবে না। উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ যেন দৃষ্টিপথ থেকে হারিয়ে না যায়। প্রলয়ের প্রচন্ডতা যেন ভয় পাইয়ে নির্বাক করে না দেয়।

সমাজ নবজন্মের প্রতীক্ষা করছে। মানুষ চাইছে দুর্বিষহ সংকট পার হতে। এই আকাঙ্ক্ষাকে অনুভব করুক তরুণরা। তারা জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে সব মানুষের হাতে হাত রাখুক। তাদের সাহস দিক। তাদের নিয়ে সমাজ-রূপান্তরের পথে এগিয়ে চলুক।

পাঠগত প্রশ্ন -1.4

পাঠ্যাংশ 4 পড়ে নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দিন।

লাইনের অংশ বিশেষ উদ্ধৃত করে প্রশ্নের উত্তর দিন —

ক) যে মানুষ গান গাইতে জানে না, প্রলয় যখন আসে তখন তার কী অবস্থা হয়?

খ) তরুণরা মাটির দিকে তাকাবে কেন?

গ) তরুণরা মানুষের হাত ধরবে কেন?

ব্যাকরণ ও ভাষারীতি

15.6 1. **বিপরীত অর্থের শব্দ লিখুন**

i) রাত , ii) অন্ধকার, iii) কঠিন, iv) শান্ত

2. **সন্ধি ভাঙা আছে। গোটা শব্দটি পাশে লিখুন**

ভয়ম্ + কর --

প্রতি + ঈক্ষা --

3. **শব্দান্তর করুন**

(যেমন : মাটি (বিশেষ্য) - মেটে (বিশেষণ))

কঠিন, পাথর, কালো, প্রতীক্ষা, ভয়

4. **সমার্থক শব্দ বেছে নিয়ে লিখুন**

i) রাত -- পূর্ণিমা, রজনী, কালিমা

ii) শান্ত -- উত্তেজনাহীন, কোমল, উত্তাপহীন

iii) প্রতীক্ষা -- অপেক্ষা, আশা, বিশ্বাস

iv) আকাশ -- নীলিমা, অন্তরীক্ষ, দেবলোক

v) বোবা -- মূক, মুখর, শব্দহীন

5. **নীচের শব্দগুলি থেকে বেছে নিয়ে শূন্যস্থানে বসান :**

কর্তব্য, উজ্জ্বল, মূক, অন্ধকার, আক্রমণ, ভয়ংকরকে

i) চারিদিকে দেখছি ....চোখের মানুষ।

ii) ....কিছু তো দেখা যায় না।

iii) আমি ভয় পাব না..................।

iv) যে বাঘ থাবা উচিয়ে আছে সে................... করতে চাইছে।

v) পাথরটাকে সরিয়ে দেওয়া আমাদের ....।

vi) যে .... সে কথা কইতে পারে না।

6. **সাধু ভাষায় লিখুন**

মাটি তো আগুনের মতো হবেই
যদি তুমি ফসল ফলাতে না জানো,
যদি তুমি বৃষ্টি আনার মন্ত্র ভুলে যাও।

15.7 সমগ্র বিষয় ভিত্তিক মন্তব্য

জীবনবিরোধী শক্তি জন্মভূমির ওপর চেপে বসেছে। দুর্বিষহ জীবন। এক ধর্মসম্প্রদায়ের হাতে আর-এক ধর্মসম্প্রদায় আক্রান্ত হচ্ছে। মায়ের সামনে সন্তান খুন হয়ে যাচ্ছে। ভাইয়ের সামনে বোন নির্যাতিতা হচ্ছে। আতঙ্কের পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে চারদিকে।

বিচ্ছিন্নতাবাদীরাও খুব সক্রিয়। তথাকথিত নীচু জাতের ওপর 'উঁচু' জাতের আক্রমণ কোথাও কোথাও খুব হিংস্র। কথা বলার স্বাধীনতা, কাজ করার স্বাধীনতা ও অধিকার -- সবই বিপন্ন।

এই দম-বন্ধ- করা অবস্থা থেকে মানুষ মুক্তি পেতে চাইছে। মুক্তির লড়াইয়ে এগিয়ে আসুক তরুণরা। কবি তা-ই চাইছেন।

15.8 রচনাবৈশিষ্ট্য

কবিতাটিতে চারটি স্তবক আছে। চারটি ভাগে কবি তাঁর বক্তব্য সাজিয়েছেন।

প্রথম স্তবকে মাটি ও মানুষের দিকে তাকাতে বলা হচ্ছে। কেন? এই 'কেন'-র উত্তর আছে চতুর্থ স্তবকে। কবিতার দ্বিতীয় স্তবকে স্বদেশের হালফিল অবস্থার কথা বলা হচ্ছে। অত্যন্ত সচেতনভাবে কবি 'এখনো' শব্দটি দু-বার ব্যবহার করেছেন। তিনি জোর দিয়ে বলতে চাইছেন, এখনো দুঃসময় থাকার কথা নয়, কিন্তু আজও তা আছে।

তৃতীয় স্তবকে কবি দেখাচ্ছেন, দেশের ওপর কী ধরনের আতঙ্কের ভার চেপে রয়েছে। প্রথম ছত্রে আছে ভয়ংকর শব্দটি। পরের ছত্রেই দেখতে পাচ্ছি, থাবা উঁচিয়ে-বসে-থাকা বাঘের উল্লেখের মধ্যে দিয়ে ভয়ংকরের ভাবটি জীবন্ত হয়েছে।

তরুণদের কী করণীয় চতুর্থ স্তবকে কবি তা জানিয়েছেন। 'মাটি তো আগুনের মতো'-- এই উপমা চতুর্থ ছত্রে 'মরুভূমি' শব্দটির জন্ম দিয়েছে। শস্যহীন, বৃষ্টিহীন, মরুভূমি।

কবিতাটিতে কোনও কঠিন শব্দ নেই। সহজ সরল বাক্য। গদ্যের ছন্দে সহজভাবে বলা কথায় লেখা একটি কবিতা 'জন্মভূমি আজ'।

15.9 আপনি যা শিখলেন

- জন্মভূমির অবস্থা বর্ণনা করতে,
- মানুষের দুঃসহ অবস্থার জন্যে কারা দায়ী তা সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করতে,
- জন্মভূমির জন্যে আপনার কী করণীয় তা বুঝে সেই অনুযায়ী কাজ করতে,
- কবি যেসব শব্দ ও উপমা প্রয়োগ করেছেন সেগুলির মধ্যে সামঞ্জস্য দেখাতে,
- স্তবকঅনুযায়ী বক্তব্য সাজাতে,
- স্তবকগুলির পারস্পরিক সম্পর্ক নির্দেশ করতে,
- সুসংহত ভাবে ভাবাবেগকে ভাষায় প্রকাশ করতে ।

15.10 সমগ্র পাঠভিত্তিক প্রশ্ন

i) 'একবার মাটির দিকে তাক
একবার মানুষের দিকে।'

i) -- 'মাটি' ও 'মানুষের' দিকে তাকিয়ে কবি কী দেখতে বলেছেন?

ii) 'তুমি নিঃশ্বাস নিতে পারছো না' -
এই কথার মধ্যে দিয়ে কী বোঝানো হয়েছে?

iii) 'তুমি যে ভাবে পারো, এই পাথরটাকে সরিয়ে দাও'–
'পাথর' বলতে কী বোঝানো হয়েছে?

iv) স্বদেশ 'মরুভূমি হবে' বলতে কবি কী বোঝাচ্ছেন ?

v) মাটি ও মানুষ – উভয়ের মধ্যে সম্পর্কটি ব্যাখ্যা করুন।

vi) দেশের দুর্দিন ঘনিয়ে তুলেছে, এরকম কোন্ কোন্ শক্তির কথা আপনি জানেন?

vii) কবিতাটির মূল বক্তব্য সংক্ষেপে লিখুন।

15.11 কবি পরিচিতি

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৯২০ -৮৫)বাংলা সাহিত্যের বিশিষ্ট আধুনিক কবি। তিনি শিক্ষকতা করেছেন, সাংবাদিক ছিলেন, তাঁর সবচেয়ে বড়ো পরিচয় তিনি কবি। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'গ্রহচ্যুত' (১৩৪৯ বঙ্গাব্দ)। তারপর বেরিয়েছে অনেক কবিতার বই। যেমন- 'উলুখড়ের কবিতা', 'লখীন্দর', 'মুখে যদি রক্ত ওঠে', 'মুন্ডহীন ধড়গুলি আহ্লাদে চিৎকার করে' ইত্যাদি। তাঁর দাঙ্গাবিরোধী কাব্য-সংকলনের নাম 'মানুষের নামে।' ভিয়েতনামের গৌরবময় মুক্তি-সংগ্রামকে তিনি স্মরণ করেছেন 'ভিয়েতনাম'- কাব্যগ্রন্থে। নজরুল, জীবনানন্দ, ম্যাক্সিম গোর্কি, ও লেলিনকে নিবেদিত তাঁর কবিতাগ্রন্থগুলি যথাক্রমে 'দুর্গম গিরি কান্তার মরু', 'জীবনায়ন', 'অমল মানুষ', 'খাড়া পাহাড়'। এই তালিকা থেকেই কবি হিসাবে তাঁর বিশিষ্ট চরিত্রটি ফুটে ওঠে। কবিতা তাঁর হাতে অস্ত্রের মতো – শোষণের বিরুদ্ধে, নির্যাতিত মানুষের পক্ষে।

15.12 সমধর্মী রচনা

কে কাহারে মারে, ঘোচেনি ধন্দ, টুটেনি অন্ধকার,
জানে না আঁধারে শত্রু ভাবিয়া আত্মীয়ে হানে মার!
উদিবে অরুণ, ঘুচিবে ধন্দ,
ফুটিবে দৃষ্টি, টুটিবে বন্ধ,

হেরিবে মেরেছে আপনার ভায়ে বন্ধ করিয়া দ্বার!
ভারত-ভাগ্য করেছে আহত ত্রিশূল ও তরবার!

—কাজি নজরুল ইসলাম

15.11 উত্তর সংকেত

পাঠগত প্রশ্ন - 1.1

i) মাটির দিকে

ii) মানুষের দিকে

iii) কঠিন পাথরের

iv) 'ক'

পাঠগত প্রশ্ন - 1.2

i) ক

ii) 'তুমি ভয় পাও নি'।

iii) পাথর

পাঠগত প্রশ্ন - 1.3

i) ক) 'যদি তুমি ফসল ফলাতে না জানো'।
খ) 'তোমার স্বদেশ তাহলে মরুভূমি'।

ii) মরুভূমি

পাঠগত প্রশ্ন -1.4

ক) 'সে বোবা ও অন্ধ হয়ে যায়'।

খ) 'সে প্রতীক্ষা করে'।

গ) ' সে কিছু বলতে চায়'।

ব্যাকরণ ও ভাষারীতি.

1. দিন, আলো, নরম, চঞ্চল।

2. i) ভয়ংকর, ii) প্রতীক্ষা।

3. কঠিনতা, কাঠিন্য (বিশেষ্য), পাথুরে (বিশেষণ), কালিমা (বিশেষ্য) প্রতীক্ষিত (বিশেষণ), ভয়াল (বিশেষণ)।

4. i) রজনী ii) উত্তেজনাহীন iii) অপেক্ষা iv) অন্তরীক্ষ v) মূক ।

5. i) উজ্জ্বল ii) অন্ধকারে iii) ভয়ংকরকে iv) আক্রমণ v) কর্তব্য vi) মূক

6. মাটি তো আগুনের মতো হইবেই
যদি তুমি ফসল ফলাইতে না জানো,
যদি তুমি বৃষ্টি আনিবার মন্ত্র ভুলিয়া যাও ।

16

চোট্টি মুণ্ডা এবং তার তীর

মহাশ্বেতা দেবী

16.1 ভূমিকা

কয়েকটি আদিবাসী জনসমষ্টির সাধারণ নাম মুণ্ডা। এদের ভাষা সাঁওতালি, মুণ্ডারি, ভূমিজ, হো, কোদা ,তুলি, আসুরি প্রভৃতি। এদের সংখ্যা পাঁচ লক্ষাধিক। পশ্চিম বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা আর মধ্যপ্রদেশের পাহাড় ও জঙ্গল এলাকায় এরা বাস করে। স্বভাবত এরা সহজ সরল এবং নির্বিরোধ; অভাব অনটন, দুঃখ-দুর্দশা এবং সভ্য মানুষের বঞ্চনা এদের নিত্য দিনের সঙ্গী। ভারতের সংস্কৃতি ও অগ্রগতিতে বহু দান আছে এই আদিবাসীদের।

মহাশ্বেতা দেবী এই বীর দেশ প্রেমিকদের ন্যায্য অধিকার অর্জনের জন্য লড়াই শুরু করেছিলেন তাঁর 'অরণ্যের অধিকার' গ্রন্থে। ' চোট্টি মুণ্ডা এবং তার তীর' গ্রন্থেও তা অব্যাহত। আদিবাসী মানুষ কীভাবে বঞ্চিত এবং প্রতারিত হয়, কীভাবে সে ছিন্নমূল হয়ে পড়ে আমাদের পাঠ্য 'চোট্টি মুণ্ডা এবং তার তীর' -- এ সুন্দরভাবে প্রতিফলিত হয়েছে।

16.2 উদ্দেশ্য

এই পাঠটি পড়লে আপনারা সক্ষম হবেন

- আদিবাসী সমাজের পরিচয় জানতে
- অরণ্য-সম্পদে লোভী মানুষদের আধিপত্যের কথা জানতে
- চোট্টি মুণ্ডা র সাফল্যের কারণ লিখতে
- মুন্ডাদের অরণ্যপ্রীতি ও স্বজাতি-প্রীতির দৃষ্টান্ত দিতে
- সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির উল্লেখ করতে এবং চলিত গদ্যে বক্তব্য প্রকাশের, নতুন নতুন শব্দ ব্যবহারের এবং সংলাপ রচনার সামর্থ্য লাভ ।

16.3 মূলপাঠ

লোকটির নাম চোট্টি মুণ্ডা । চোট্টি একটি নদীরও নাম বটে। নদীর নামে ওর নাম হবার পিছনে একটি গল্প আছে। সব সময়ে ওকে নিয়ে গল্প গজাচ্ছে। ওর পূর্বপুরুষ পূর্তি মুণ্ডা যেখানে যেত, সেখানেই মাটি থেকে হয় অভ্র বেরুত, নয়তো কয়লা। ফলে তাকে নিয়েও সমানে গল্প গজাত। বউ-ছেলে-মেয়েকে চাইবাসা থেকে পালামৌ জেলায় আনল পূর্তি। বন কেটে বসত বাঁধল। এবার ওর খেতের মাটির নীচ থেকে বেরুল পাথরে তৈরি হাতিয়ার। সঙ্গে সঙ্গে তা নিয়ে কথা বলা এবং হঠাৎ একদিন সাহেব-বাঙালি-বিহারী - নানারকম লোকজন হাজির হয়ে ওকে তুলে দিল বসত থেকে। প্রস্তর যুগের হাতিয়ার মিলেছে যখন, তখন এলাকাটিতে এক্তিয়ার প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের।

1. **অভ্র** - এক প্রকার খনিজধাতু।
গজাত - তৈরি হতো।
হাতিয়ার- হাতে করে বহন করা যায় এমন অস্ত্র।
প্রস্তরযুগ- যে সময়ে মানুষ পাথরের অস্ত্র ব্যবহার করতো।
এক্তিয়ার- অধিকারে থাকা, অধিকার।
প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ- প্রত্ন-পুরাতন। তত্ত্ব-প্রকৃত জ্ঞান,সত্য। পুরানো দিনের হারিয়ে যাওয়া বিষয়ের নিদর্শন মাটির নীচে থেকে উদ্ধার করার কাজ যে বিভাগ বা দপ্তরের।

2 লোকটির মন খুব ভেঙে গেল। ও মাটি চোটালে কেন কয়লা অথবা অভ্র বেরোয়? সঙ্গে সঙ্গে হাজির হয় সায়েব-বাঙালি-বিহারী। কারণ কি? কোথাও ও শান্তিতে থাকতে পায় না কেন? যত জায়গাতেই যাক ও, সেখানে ঠিক কিছু না কিছু বেরুবে মাটির নীচ থেকে, আর সঙ্গে সঙ্গে সেখানে গড়ে উঠবে একটা মস্ত জনপদ। ওর মুন্ডারি পৃথিবীটা আরো ছোট হবে। ও তো কিছুই চায় না। ছোট একটা গ্রাম। বাসিন্দারা সবাই আদিবাসী, হরম দেওতার পূজক। পহানের অনুগত।

3 তাতে যে ব্যর্থ হচ্ছে, তাহলে কী হরম দেওতাও ওর ওপর চটে গেছেন? পহান, বিষণ্ণ গলায় বলল, পূর্তি মুণ্ডা। তুই হিন্দু হতিস, ক্রিশ্চান হতিস, সেও ভালো ছিল। এখন তোকে সঙ্গে রাখলে আমাদের জীবনও এমনি ঘুরে ঘুরে কাটবে।

4 ওর স্ত্রীও সেই কথাই বলল। বলল, তুমি যেখানে যাও সেখানে মাটির নীচ থেকে এটা সেটা বেরোয় কেন? চল, আর কোথা যাই।

5 ওরা চোট্টি নদীর তীরে ঘর বাঁধল, নদীর পাড় পাহাড় সমান, সেখানে ঘর। নদীর বুকে সন্ধ্যায় ও মাছ ধরে। একদিন ঝিকিমিকি বেলায় মাছ ধরতে গিয়ে ও অবাক হয়ে দেখল ওর জালে যে বালি উঠেছে তাতে সোনার কণা।

6 ও বালির উপর বসে পড়ল। কয়লা এবং অভ্র দেখে সায়েব-বিহারী যেরকম উদগ্র লোভে ঝাঁপিয়ে পড়ত, নিমেষে আদিবাসী ভূখণ্ডকে এক ঘিঞ্জি টালি ও মকানে কুশোভিত জনপদ করে তুলত, তা ওর মনে আছে। সোনা দেখলে সেসব লোক কী কাণ্ড করবে কে জানে। এই পাহাড়-বন নদী সব আবার নষ্ট হবে। প্রবল মনোভঙ্গে ও আবার আঁ জলা ভরে বালি তুলল। তাতেও সোনা। এবার ও মনস্থির করল। হিন্দু সদান, ক্রিশ্চান মিশনারি ও চা-বাগানের আড়কাঠি এখনই ওকে পেতে চায়। পূর্তি মুণ্ডা আড়কাঠির হয়ে চলল। বউ-ছেলে- মেয়ে বাঁচুক। যাবার আগে বউকে বলে গেল, তোর পেটে বাচ্চা আছে, ছেলে হলে নাম দিস চোট্টি।

7 পূর্তি মুণ্ডা খুবই হতভাগ্য। আড়কাঠির খোঁজে চলতে চলতে সমৃদ্ধ হিন্দু গ্রামে ঢুকে ও যে আম গাছের নীচে ঘুমোয়, তার নীচ থেকেই বেরোতে থাকে জমিদারদের চোরাই বাসন। ফলে তৎক্ষণাৎ ধরা পড়ে এবং জেলে যায়। জেল থেকে বেরিয়েই আড়কাঠি। এবং মরিশাস। তারপর তার কি হল তা জানা যায় না। কিন্তু তার বংশের ছেলেদের নামকরণে মাঝে মধ্যে নদীর নাম ঢুকে পড়তে থাকে। সেই কারণে পূর্তি মুণ্ডার প্রপৌত্রের প্রপৌত্রদ্বয়ের নাম নদীর নামে - চোট্টি মুণ্ডা এবং কোয়েল মুণ্ডা। চোট্টি নদীর পাড়ের ওপরেই ওদের বাড়ি। আজও। তবে পূর্তি মুণ্ডার আশা পূর্ণ হয়নি। সোনার খোঁজে বহিরাগত ঢুকে পড়ে জায়গাটিকে পাঁচমিশালি করে ফেলবে, এই ভয়ে ও পালিয়েছিল। এখন জায়গাটির তিন মাইল দূর দিয়ে সাউথ ইর্স্টান রেলপথ চলে গেছে। চোট্টি নামে একটি স্টেশন হয়েছে। স্টেশনটি যে জনপদের কারণে সে জনপদে বিহারী, বাঙালি, পাঞ্জাবীর বাস। আদিবাসীরা থাকে দূরে দূরে গ্রামে। বছরে একবার চোট্টি জায়গাটি আদিবাসীতে ভরে যায়। বিজয়া দশমীর দিন চোট্টি মেলাতে। সেদিন পঁচিশ - তিরিশটিগ্রামের আদিবাসীরা সে মেলায় আসে। বাঁশের মাচায় কাগজ জুড়ে ওরা অতিকায় বাঘ, হাতি, ঘোড়া বানায়। সেগুলি বয়ে নিয়ে নাচে। মেয়েরাও নাচে। মৌয়া খায়। সে মেলায় নাচের কাছাকাছি অ-আদিবাসী পুরুষদের যাওয়া নিষেধ। গেলে তারা আদিবাসী মেয়েদের সাথে অসভ্যতা করতেপারে। এবং শুকনো ঘাসে আগুন লাগা সরকারের অপছন্দ এই রকম কোন ঘটনা না ঘটে যায়, এই জন্য তোহরি থানা থেকে পুলিশ আসে। এই নাচ চলে সকাল এগারোটা থেকে তিনটে অবধি। তারপর শুরু হয় চোট্টি মেলার আসল মজা। মেলা হয় এক প্রশস্ত মাঠে। সেই মাঠে আদিবাসীদের তীর ছোঁড়ার প্রতিযোগিতা হয়। টার্গেট ক্রমেই পিছানো হয়। শেষে যে আখরি নিশানি বিঁধতে হয় সেটি খুবই কঠিন। পর পর দুটি বাঁশের খুঁটিতে বাঁধা হয় লোহার রিং। এরকম রিং থাকে তিনটি। পিছনে যাকে চোখ আঁকা

2. **ভেঙ্গে** - আশা ভঙ্গ হয়ে।
চোটালে - খুঁড়লে, কোপালে।
নির্জন - লোকশূন্য, ফাঁকা।
মস্ত - খুব বড়।
জনপদ - লোকালয়, যেখানে অনেক লোক বাস করে।
আদিবাসী - আদিম (প্রাচীন) কাল থেকে যারা বসবাস করে এসেছে।
মুণ্ডারি পৃথিবী - মুন্ডাদের বসবাসের অঞ্চল।
হরম - আদিবাসীদের দেবতা।
3. **পহান** - প্রধান শব্দের অপভ্রংশ, মুখ্য ব্যক্তি অর্থে শব্দটি মুন্ডারি সমাজে প্রচলিত।
অনুগত - বাধ্য।
বিষণ্ণ - ম্লান, দুঃখিত
দেও - দেবতা (হরসম দেও)
ক্রিশ্চান - যীশুখ্রিস্টের ধর্মমতে বিশ্বাসী।
5. **ঝিকিমিকি বেলায়** - গোধূলি, পড়ন্ত বেলায় (এ সময়ে সূর্যের ম্লান আলো জলে পড়ে ঝলমল করে)।
কণা - অণু, ক্ষুদ্রতম অংশ।
6. **উদগ্র** - প্রবল, ভীষণ।
ঘিঞ্জি - ঘন বসতি।
কুশোভিত - খারাপ দেখতে।
মনোভঙ্গে - মন ভেঙে যাওয়ায়।
মনস্থির - মন ঠিক করা।
আড়কাঠি - কুলি মজুর সংগ্রহকারী - সাধরণত সরল আদিবাসীদের প্রলুব্ধ করে যারা, চা-বাগান ইত্যাদি জায়গায় শ্রমসাধ্য কাজে বাগানে চালান দেয়।
7. **হতভাগ্য** - মন্দভাগ্য।
তৎক্ষনাৎ - তখন তখনই।
সমৃদ্ধ - অবসহা পন্ন।
প্রপৌত্র - নাতির নাতি।
বহিরাগত- বাইরে থেকে আসা।

বোর্ড। রিং-গুলির ভিতর দিয়ে সেই চোখ বিঁধতে হয়।

8 খুবই কঠিন পরীক্ষা তীরন্দাজির। পুরস্কার, আদিবাসীদের পক্ষ থেকে একটি শুয়োর। কিন্তু বহুকাল যাবৎ থানার দারোগা পাঁচ টাকা দেয়। তিরনাথ লালা দেয় পাঁচ টাকা, ইটভাটার মালিক হরবংশ চাচা দেয় পাঁচ টাকা, ফল-ব্যবসায়ী আনোয়ার দেয় পাঁচ টাকা। প্রতি বছরই এই পরীক্ষা জেতা নিয়ে ভীষণ প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়। দারোগা প্রতি বছরই ভাবেন, এই নিয়ে দাঙ্গা লাগল বুঝি। কিন্তু প্রতি বছরই এই শুয়োর এবং আরো দুচারটে শুয়োর মেরে সব প্রতিদ্বন্দ্বীরা মাংস ভাত ও মদ খেয়ে রাত কাবার করে। যারা জেতে এবং যারা হারে তাদের মধ্যে ঝগড়া হয় না দেখে দারোগা প্রতিবারই বিস্মিত হন।

9 চোট্টি মুণ্ডা বলে, ঝগড়া কেন হবে? একেক বার একেক গ্রাম জেতে, এটা তো খেলা এখন। এ নিয়ে ঝগড়া হবে কেন?

10 বছর আঠারো আগে অবধি চোট্টি মুণ্ডা প্রতিবছর প্রতিযোগিতায় জিতেছে। কিন্তু শেষ যেবার ও জেতে সে বার ওর জ্ঞাতি, ডোনকা মুণ্ডা বিচারকদের বলেছিল, এ ঠিক নয়।

11 কি ঠিক নয়?

12 চোট্টি মুণ্ডাকে মাঠে নামানো।

13 কেন?

14 ওর তীরটা মন্ত্রপড়া সবাই জানে। ও যদি চোখ বুজে ছোড়ে, তবুও তীর নিশানি ভেদ করবে।

15 চোট্টি একথা সত্যি?

16 চোট্টি বলেছিল, হ্যাঁ।

17 তারপর সকলকে অবাক করে দিয়ে ও নিশানি থেকে কার যেন একটা তির তুলে নিয়েছিল। ডোনকাকে বলেছিল, তোর ধনুকটা দে।

18 ডোনকার ধনুকে তির জুড়ে, ছিলা টেনে ও তিরটাকে বলেছিল, তোর বাছা, নিশনি বিঁধতে পারিস নাই, যা তো বাবা নিশানি বিঁধে আয়।

19 কথা বলতে বলতেই ও তির ছোঁড়ে আর নিশানি বেঁধে। ডোনকা হাঁটু ছুঁয়ে সম্মান জনিয়েছিল। চোট্টি বলেছিল, যত জনা পারে নাই, তত জনার ধনুক নিয়ে দেখাব? মন্তর পড়া আছে বটে। কিন্তু মন্তর পড়া তীরটা দেখ ব্যাবহার করি নাই। যেটাতে নিশানি বিঁধলাম সেটা আমার নাতিটার তীর। এ কথাও সত্যি, ও মন্তর পড়া তীর কাছে থাকতে আমি নিশানাছুট হব না।

20 কে যেন বলেছিল, তবে তো তোমার তীর খেলা ঠিক হয় না। ষাট বছরবয়স হল, তা তুমি কেন বিচারক হও না? একজন তো হয় তোমাদের সমাজ থেকে।

21 তাই হব।

22 সেই থেকে চোট্টি মুণ্ডা এই তীর খেলায় হয় বিচারক। দারোগা বলেছিল, এমন হাত তোর! যদি বন্দুক চালাতিস।

23 চোট্টি বলেছিল তীর ছোঁড়ে হাঁ-মরদ। গুলি ছোঁড়ে না-মরদ।
চোট্টি বলেছিল বলেই দারোগা কথাটা হজম করে। চোট্টির কথা কেন হজম করে, সে এক গল্প। চোট্টি মুণ্ডার জীবনে সবই গল্প কথা। নানা কারণে।

তৎক্ষণাৎ - তখন তখনই।
সমৃদ্ধ - অবস্থাপন্ন।
প্রপৌত্র - নাতির নাতি।
বহিরাগত - বাইরে থেকে আসা।
পাঁচমিশালি - নানা সম্প্রদায়ের লোকের মিল মিশ।
সাউথ-ইস্টার্ন রেল স্টেশন - দক্ষিণ-পূর্ব রেল স্টেশন (ইংরাজি শব্দ)।
জনপদ - লোকালয়।
বিজয়া দশমী - দুর্গা পুজার শেষ দিন, (হিন্দুদের কাছে এটি বিশেষ উৎসবের দিন)।
অতিকায় - খুব বড় আকারের।
মৌয়া - মহুয়ার তৈরি মৃদু মাদক দ্রব্য।
মেলা - মিলনক্ষেত্র।
প্রশস্ত - চওড়া।
টার্গেট - নির্দিষ্ট লক্ষ্য (ইংরাজি শব্দ)।
রিং - গোলাকার শলাকা (ইংরাজি শব্দ), আংটা।
শুকনো ঘাসে আগুন লাগা - শুকনো ঘাস সহজ দাহ্য, সেখানে আগুন লাগলে তা তাড়াতাড়ি ছড়িয়ে পড়ে, এখানে আদিবাসী সম্প্রদায়ের মধ্যে যে অসন্তোষ রয়েছে তা বোঝানোর জন্য "শুকনো ঘাস" উপমাটি দেওয়া হয়েছে এবং 'আগুন' অর্থে অ-আদিবাসী পুরুষদের অসভ্যতাকে বোঝানো হয়েছে।

16.4 প্রাথমিক বোধ বিচার ঃ

পুরস্কার - পারিতোষিক।
প্রতিদ্বন্দ্বিতা - প্রতিযোগিতা।

নীচের প্রশ্ন গুলির উত্তর দিন

চোট্টি মুণ্ডার মতো পূর্তিকে নিয়েও সমানে কেন গল্প গজাত ?
মাছধরা উপলক্ষে পূর্তি নতুন কোন বিপদের আশঙ্কা করেছিল ?
কী জন্য পূর্তি ঘর ছাড় হয়েছিল ?
চোট্টি মেলায় মেয়েদের নাচের সময় অ-আদিবাসী পুরুষদের কাছে যেতে দেওয়া হত না কেন ?
চোট্টি মুণ্ডার তীর খেলার সাফল্যের কারণ কী ছিল বলে আপনি মনে করেন।
এই পাঠের অনুরূপ আর কোন লেখা জানা থাকলে তা উল্লেখ করুন।

16.5 আলোচনা

8. কাবার - শেষ।
বিস্মিত - অবাক।
14. নিশানি - নির্দিষ্ট লক্ষ্য।
18. ছিলা - ধনুকের গুণ।
19. নিশানা ছুট - লক্ষ্যভ্রষ্ট, ঠিক জায়গায় না লাগা।

অনুচ্ছেদ 1 - 2 (লোকটির নাম ....পহানের অনুগত)

নদীর নামে চোট্টি মুণ্ডার নাম হওয়ার পিছনে একটা গল্প আছে। তার পূর্বপুরুষ পূর্তি মুণ্ডা। সে যেখানে যেত, সেখানেই মাটির নীচে কয়লা, অভ্র কিম্বা মূল্যবান কিছু পাওয়া যেত। ফলে যায়গাটা চলে যেত সরকারি বা বেসরকারি কারো অধীনে। তারপর গাছপালা বন-জঙ্গল ধ্বংস করে গড়ে উঠত জনপদ। মুণ্ডারা বিতাড়িত হতো। এমনি করে বার বার পূর্তির শান্তির নীড় ভেঙেছে। পূর্তি চেয়েছিল ছোট একটা গ্রাম। সেখানে শান্তিতে তারা বাস করবে। কিন্তু লোভী মানুষের জন্য আর হয় না।

চোট্টি নদীর নামে নাম রাখা হয় চোট্টি মুণ্ডার। তার পূর্বপুরুষ মুণ্ডার একটা অদ্ভুত রহস্য ছিল। সে যেখানেই যেত সেখানে মাটির নীচে অভ্র, কয়লা বা অন্য কিছু বেরুত। চাইবাসা থেকে পালামৌ এসে বনজঙ্গল কেটে ঘর বাঁধল পূর্তি। সেখানেও বিপত্তি। প্রস্তর যুগের হাতিয়ার মিলল তার ক্ষেতের মাটির নীচে থেকে। অমনি প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের এক্তিয়ারে চলে গেল জায়গাটি। হতাশায় ভেঙে পড়ে পূর্তি। ভাঙে তার শান্তির নীড়, উজাড় হয় বন-জঙ্গল। গড়ে ওঠে জনপদ। আনাগোনা শুরু হয় সাহেব-বাঙালি-বিহারীদের। এমনি করে পূর্তির মুণ্ডারি পৃথিবীটা ক্রমশ ছোট হয়ে যেতে থাক।

23. হাঁ-মরদ - প্রকৃত বীর।
না-মরদ - কাপুরুষ।

হজম - (এখানে) সহ্য।

মুণ্ডারা খুব শান্তিপ্রিয়। বনের প্রতি তাদের মমতা অসীম। সভ্যতার কবলে পড়ে লোভী মানুষের চক্রান্তে তারা বার বার ঘর বাড়ি হারায়, শান্তি হারায়।

পাঠগত প্রশ্ন 1.1

অনুচ্ছেদ দুটি (1 - 2) পড়ে নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দিন।

1) পাঠ্য অংশে একটা নদীর নাম আছে। সেটির নাম কি ?
2) পূর্তি বৌ-ছেলে-মেয়েকে চাইবাসা থোক কোথায় নিয়ে এল ?
3) পূর্তির খেতের মাটির নীচে থেকে কী বেরিয়েছিল ?

4. ডানদিকের বন্ধনী থেকে উপযুক্ত শব্দ নিয়ে শূন্য স্থান পূরণ করুন।

---- একটা নদীরও নাম বটে। (পূর্তি, চোট্টি)

পূর্তি মুণ্ডা ছিল চোট্টি মুণ্ডার ----। (পুত্র, পিতা, পূর্বপুরুষ)

পূর্তি ---- জেলায় বন কেটে বসত বাঁধল। (চাইবাসা, পালামৌ)

আদিবাসীদের পূজ্য দেবতার নাম ----। (ধরম, করম,হরম)

5. বিপরীত অর্থ বোঝায় এমন শব্দ উপরের অনুচ্ছেদে (1 - 2) আছে। বেছে নিয়ে পাশে পাশে লিখুন। একটা করে দেখানো হল।

i) অশান্তি = শান্তি

ii) গরহাজির =

iii) উত্তরপুরুষ =

iv) বড় =

v) আসা =

vi) জনবহুল =

6. ঠিক উত্তরটির পাশে টিক্ (√) চিহ্ন দিন

i) পূর্তি চেয়েছিল (ছোট্ট একটা গ্রাম☐/ ছোট্ট একটা শহর ☐/বড় একটা জনপদ☐/একটি জঙ্গল☐)

ii) প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ বলতে বোঝায় (জমি জরিপ করে যারা☐/ধর্মীয় উপদেশ দেয় যারা☐/ মাটির নীচে থেকেপুরানো দিনের নিদর্শন উদ্ধার করে যারা☐/ যারা পুরোনো জিনিস বিক্রি করে☐)

iii) মুণ্ডা আদিবাসীরা ছিল (পূর্তির অনুগত☐/পহানের অনুগত☐/ চোট্টির অনুগত☐/হরম দেবতার অনুগত ☐)

iv) মাটির নীচে থেকে পাওয়া হাতিয়ারগুলো ছিল (পৌরাণিক কালের☐/ প্রস্তর যুগের☐/ লৌহ যুগের☐/আধুনিক যুগের☐)

v) পুর্তিমুণ্ডা যেখানেইযেত সেখানেই মাটি থেকে পাওয়া যেত (সোনা ☐/অভ্র ☐/ তেল ☐/তামা☐)

16.5.1 আলোচনা

অনুচ্ছেদ (3 – 6) (তাতে যে ব্যর্থ হচ্ছে ....নাম দিস চোট্টি)

পূর্তির জন্য বার বার মুণ্ডা আদিবাসীদের ঘর ভাঙছে। মনে হয়েছে তাদের হরম দেবতা নিশ্চয়ই তাদের উপর চটে যাচ্ছে। বউও খুশি নয় এতে। অবশেষে পূর্তি ছেলে বউ মেয়েদের নিয়ে চোট্টি নদীর ধারে এসে ঘর বাঁধল। কিন্তু সেখানেও চিন্তা। নদীর [illegible] সোনার কণা পাওয়া গেল। ভয় হল পূর্তির। আবার লোভী লোকেদের উৎপাত ঘটে [illegible]নের পরিবেশ নষ্ট হবে। পূর্তি ছেলে-বউ-মেয়েকে ফেলে আড়কাঠির সন্ধানে বেরিয়ে পড়ল। গর্ভবতী বউক বলে গেল ছেলে হলে চোট্টি নাম রাখতে।

ভাগ্যের নিষ্ঠুর পরিহাস পূর্তিকে তাড়া করে ফেরে। সে বনে ঘর বেঁধেছিল শান্তিতে বউ-ছেলে-মেয়েকে নিয়ে বাস করতে। কিন্তু হলো না। বার বার তার ঘর ভেঙেছে। শেষে চোট্টি নদীর তীরে এ[illegible] ঘর বাঁধল। সেখানেও বিপত্তি। দেখলে নদীর জলে বালির সঙ্গে সোনার কণা তার জালে উঠে এসেছে। অবশেষে সংসার বাঁচাতে সে নিজে ঘর-ছাড়া হলো।

পূর্তি মুণ্ডার বন-জঙ্গল, পাহাড়, নদীর প্রতি মমতা প্রচণ্ড। পাছে সে থাকলে সোনার জন্যে এসব নষ্ট হয়, তাই ঘর ছাড়ল। তার প্রকৃতি প্রেমের তুলনা হয় না।

পাঠগত প্রশ্ন 1.2

7 পালামৌ ছেড়ে বৌ ছেলে-মেয়েকে নিয়ে পূর্তি কোথায় ঘর বেঁধেছিল?

8 নদীর বুকে কখন পূর্তি মাছ ধরত?

9 পূর্তি মাছ ধরতে গিয়ে কী দেখে অবাক হয়েছিল?

10 আড়কাঠির খোঁজে যাবার আগে পূর্তি বউকে কী বলে গিয়েছিল?

11 **বাংলা সাধু রীতিতে শব্দগুলি লিখুন। একটা করে দেখানো হল।**

(i) পড়ল - পড়িল

(ii) হচ্ছে -

(iii) নেয়োয় -

(iv) বাঁধল -

(v) পেতে -

(vi) ধরতে -

12 **উপরের অনুচ্ছেদে (3- 6) ভালো করে পড়ে নিন। আর, ঠিক উত্তরটির পাশে টিক্($\surd$) বসান।**

(i)'চল আর কোথা যাই'। এ কথা --
- ক) চেট্টি তার বউকে বলেছিল। ☐
- খ) পহান পূর্তিকে বলেছিল। ☐
- গ) পূর্তির বউ পূর্তিকে বলেছিল। ☐

(i) পূর্তি বউ-ছেলে-মেয়েকে ফেলে গিয়েছিল, কারণ -
- ক) সংসার প্রতিপালন করতে পারছিল না। ☐
- খ) বন্য পরিবেশ নষ্ট হতে পারে। ☐
- গ) সোনা বিক্রি করে সে টাকা আনবে। ☐

(iii) পূর্তি বালির উপর বসে পড়ল ---
- ক) জালের বালিতে সোনার কণা দেখে। ☐
- খ) নদীতে মাছ ধরতে পারেনি বলে দুঃখে। ☐
- গ) নদীতে ঝিকিমিকি রোদের খেলা দেখে। ☐

(iv) 'পূর্তি মুণ্ডা আড়কাঠির খোঁজে চলল'। এখানে আড়কাঠি শব্দটির অর্থ ---
- ক) কোন কাঠিকে আড়াআড়ি ভাবে রাখা। ☐
- খ) কুলি-মজুর সংগ্রহকারী ব্যক্তি। ☐
- গ) অত্যন্ত দয়ালু প্রকৃতির মানুষ ☐

(..) পূর্তিকে আমার ভালো লাগে কারণ — ... সে ... ও সৎ লোক।

... বন পাহাড় নদীকে সে ভালোবা...

... সং...রে ... দায়িত্বশীল গৃহকর্তা সে। ☐

... করে প্রতিশব্দ লিখুন। একটা করে দেখানো হল।

i) বউ, পত্নী

... =

...না =

(iv) বন =

v) প্রবল =

vi) ছেলে =

14. শব্দান্তর করুন। একটা করে দেখানো হল।

বিশেষ্য	বিশেষণ
বন	বন্য
মাটি	
	বিষণ্ণ
পাহাড়	
সোনা	
বিহার	

16.5.2 আলোচনা

অনুচ্ছেদ — 7 (পূর্তি মুণ্ডা খুবই হতভাগ্য............. চোখ বিঁধতে হয়।)

হতভাগ্য পূর্তি আড়কাঠির খোঁজে এসে একটা আমগাছের নীচে ঘুমায়। সেখানে মাটির নীচে থেকে জমিদারের চোরাই বাসন বের হল। তার জেল হল। ছাড়া পেয়ে মরিশাস চলে গেল। তার খোঁজ মিলল না। তার বংশের চোট্টি, কোয়েল মুণ্ডারা চো... নদীর ধারে পাহাড়ের উপর বাস করে। পূর্তির আশা পূর্ণ হয়নি। বাইরের লোকজন এসে যায়। জায়গাটা পাঁচমিশালি করে ফেলেছে। রেল স্টেশন হয়েছে। বিজয়া দশমীতে চোট্টির মেলা হয়। দূর দূর পঁচিশ ত্রিশটা গ্রাম থেকে আদিবাসীরা আসে। নাচ হয়। মেয়েরাও মহুয়া খেয়ে নাচে। গ...গালের ভয়ে অ-আদিবাসী পুরুষদের সেখানে যেতে দেওয়া হয় না। পুলিশি পাহারা বসে। কিন্তু মেলার প্রধান মজা তির ছোড়ার প্রতিযোগিতা।

সত্যই পূর্তির মন্দ-ভাগ্য বৌ-বাচ্চাদের বাঁচাতে, অরণ্য-সম্পদ বাঁচাতে পূর্তি ঘর ছাড়লেও দুর্ভাগ্য তার পিছু ছাড়েনি। সে যখন যেখানে গিয়েছে মন্দ-ভাগ্য তাকে বিপদের মধ্যে ফেলেছে। দেশ ছাড়লেও দুর্ভাগ্য তার সঙ্গ ছাড়েনি। দেশ ছেড়ে নদীর ধারে পাহাড়ের ওপর ঘর বাঁধলেও শান্তি পায়নি। বাইরের লোকজন এসে যায়গাটা পাঁচমেশালি করে তুলেছে। শহুরে রূপ দিয়েছে। মেলার আনন্দ আদিবাসীদের এখনো টানে। নাচ-গান হয়। পুলিশি শান্তি ব্যবস্থা হয় এত অশান্তি আর অসুবিধার মধ্যেও আদিবাসী সম্প্রদায় তাদের নিজস্ব সংস্কৃতিকে ধরে রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করে।

গরীব হলেও আদিবাসীদের জীবনে আমোদ-প্রমোদের আয়োজন এখনো ফুরিয়ে যায়নি। এদের লোক সংস্কৃতির ধারা এখনো বহমান। এদের মধ্যে প্রতিযোগিতাও হয়।

পাঠগত প্রশ্ন 1.3

15 সমৃদ্ধ হিন্দু গ্রামে ঢুকে পূর্তি কোথায় ঘুমিয়েছিল?

16 পূর্তি মুণ্ডার দু'জন বংশধরের নাম পেয়েছেন। নদীর নামেই তাদের নাম হয়েছে। তারা কে কে?

17 কোন্ দিন চোট্টি মেলা বসে?

18 চোট্টি মেলার আসল মজা কি?

19 পাঠ্য-অংশটি (অনুচ্ছেদ - 7) ভালো ভাবে পড়ে নির্দেশ মতো উত্তর দিন
পূর্তি মুণ্ডা খুবই হতভাগ্য। হতভাগ্য কথার বিপরীত শব্দ বসিয়ে বাক্যটি পুনরায় লিখুন।

i) সোনার খোঁজে বহিরাগত ঢুকে পড়ে জায়গাটা পাঁচমিশালি করে ফেলেছে ('বহিরাগত' এবং 'পাঁচমিশালি'

ii) শব্দ দুটির অর্থ লিখুন)

iii) 'তবে পূর্তি মুণ্ডার আশা পূর্ণ হয় নি'। ('আশা' কথাটির বদলে অন্য শব্দ ব্যবহার করে, বাক্যটির অর্থ বজায় রেখে বাক্যটি লিখুন)

iv) 'সে জনপদে বিহারী-বাঙালি-পাঞ্জাবির বাস'। (এখানে তিনটি রাজ্যের মানুষের কথা আছে। তাদের কার কোন্ রাজ্য লিখুন।)

v) ঠিক উত্তরটির পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন
তারপর শুরু হয় চোট্টি মেলার আসল মজা।'
আসল মজাটি হল--

a)
ক) আদিবাসী মেয়েদের নাচ। ☐
খ) অতিকায় বাঘ, হাতি, ঘোড়া ☐
গ) তির ছোড়ার প্রতিযোগিতা ☐
ঘ) নাগরদোলায় চড়া ☐

b) 'পর পর দুটি বাঁশের খুঁটিতে বাঁধা হয় লোহার রিং।'
এ রকম রিং থাকে --
পাঁচটি ☐
সাতটি ☐
তিনটি ☐
অনেকগুলি ☐

16.5.3 আলোচনা

অনুচ্ছেদ 8-17 (খুবই কঠিন পরীক্ষা ....তোর ধনুকটা দে।)

তীরন্দাজির কঠিন পরীক্ষা জেতার জন্য আদিবাসীদের তরফ থেকে মেলে একটা শুওর। এছাড়া থানার দারগা থেকে শুরু করে অনেকেই টাকাকড়ি দেয়। প্রতিযোগিতা নিয়ে বছর বছর দাঙ্গা বাধার আশঙ্কা থাকলেও শেষ পর্যন্ত শান্তিতেই শেষ হয়। চোট্টির দক্ষতায় তন্ত্র-মন্ত্রের শক্তি আছে, ডোনকা এই নালিশ জানায়। প্রকৃতপক্ষে চোট্টির সাফল্যের আসল রহস্য ব্যক্তিগত দক্ষতা।

অধ্যবসায় আর অনুশীলন মানুষকে চরম সফলতা এনে দেয়। ক্ষুদ্র মনের মানুষ তাকে হিংসা করে, কখনও ব্যক্তিগত সাফল্যকে তন্ত্র-মন্ত্রের কারসাজি বলে

উড়িয়ে দেয়। কিন্তু সত্যিকারের দক্ষতা মানুষকে সাফল্যের সর্বোচ্চ শিখরে ওঠায়।

চোট্টির কৃতকার্যতার মূলে অধ্যবসায়, নিষ্ঠা, ধৈর্য, অনুশীলন। তার একাগ্রতাই তিরকে নিয়ে যায় লক্ষ্যের দিকে, তন্ত্র-মন্ত্র নয়।

পাঠগত প্রশ্ন 1.4

20. তীরন্দাজীর পরীক্ষায় আদিবাসীদের পক্ষ থেকে কী পুরস্কার দেওয়া হয়?
21. পাঠ্য অংশে একজন ফল ব্যবসায়ীর উল্লেখ আছে, তার নাম কী?
22. চোট্টি কেন অন্যের তীর ও ধনুক দিয়ে লক্ষ্য বিদ্ধ করতে চেয়েছিল?

23. নীচের তথ্যগুলি সঠিক জায়গায় বসান।
(থানার দারোগা, ইটভাটার মালিক, ফল ব্যবসায়ী, দক্ষ তীরন্দাজ, অন্য পুরস্কারদাতা)
    i) চোট্টি ....
    ii) শান্তিরক্ষাকারী..................
    iii) আনোয়ার.........................
    iv) হরবংশ চাচা......................
    v) তিরথনাথ লালা..................

24. নীচের ছকে এক দিকে কতকগুলি উক্তি আছে। বন্ধনীতে দেওয়া বক্তাদের নামের তালিকা থেকে বেছে নিন এবং উক্তির ডানদিকে সঠিক ঘরে বসান। তার আগে এই অংশের (8-17)
পাঠ্য অংশ পড়ে নিন।
(বিচারক, চোট্টি, ডোনকা)

উক্তি	বক্তা
'ওর তীরটা মন্ত্রপড়া সবাই জানে।'	
'এটা তো এখন খেলা।'	
' চোট্টি! একথা সত্যি?'	
' তোর ধনুকটা দে।'	

16.5.5 আলোচনা

অনুচ্ছেদ - 18-23 শেষ (ডোনকার ধনুকে...........নানা কারণে।)

ডোনকার ধনুকে নাতির তীর পুরে চোট্টি অনায়াসে লক্ষ্য বিদ্ধকরল। শেষ পর্যন্ত অভিযোগকারী ডোনকাও চোট্টির পা ছুঁয়ে সম্মান জানালো। তীর খেলা ছেড়ে চোট্টি সকলের অনুরোধে বিচারক হল। দারোগা তাকে তির ছেড়ে বন্দুক ধরতে বলায় সে বলেছিল বন্দুক ছোড়া বীরের কাজ নয়। দারোগা এই অপ্রিয় সত্যটি নীরবে হজম করলেন।

চোট্টি-মন্ত্র- তন্ত্রের জন্য লক্ষ্যবিদ্ধ করে — এই অপবাদ দূর করার জন্য সে অন্যের তীর ও ধনুক ব্যবহার করে অনায়াসে লক্ষ্যবিদ্ধ করেছিল। ডোনকা তার ভুল বুঝতে পেরে চোট্টির পা ছুঁয়ে সম্মান জানিয়েছিল। মন্ত্র-পড়া তীরটা তার কাছে থাকলে সে যে-কোনো তির নিয়ে লক্ষ্য বিদ্ধ করতে পারে। তাছাড়া সকলের অনুরোধে সে বিচারক হতে রাজি হয়েছিল। দারোগার প্রশ্নের উত্তরে সে বলেছিল, তীর নিয়ে লক্ষ্য বিদ্ধ করাই আসল বীরের কাজ, গুলি ছুঁড়ে নয়। অধ্যবসায় আর নিষ্ঠা চোট্টিকে একাধারে সাফল্য ও সম্মান এনে দিয়েছে। আদিবাসীরা তাকে ভালোবাসে, দারোগাও তাকে ভয় পেয়ে তোয়াজ করে।

পাঠগত প্রশ্ন 1.5

25 ডোনকা চোট্টিকে কীভাবে সম্মান জানিয়েছিল?

26 চোট্টি কার তীর নিয়ে লক্ষ্য বিদ্ধ করেছিল?

27 'দারোগা কথাটা হজম করে।'— দারোগা কার, কী কথা হজম করেছিল?

28 ডান দিকের শব্দগুচ্ছগুলি থেকে ঠিকটি বেছে নিন এবং টিক (√) চিহ্ন বসান।

i) চোট্টি লক্ষ্য বিদ্ধ করতে পেরেছিল। কারণ---

ক) সে মন্ত্র পড়ে তীর ছুড়েছিল। ☐

খ) তার একাগ্রতা ও দক্ষতা ছিল বলে। ☐

গ) নিজের মন্ত্রপূত তীর ছুড়ে ছিল ☐

ঘ) তার ধনুক অন্য ☐

ii)ডোনকা চোট্টির হাঁটু ছুঁড়েছিল। কারণ--

ক) সে ভয় পেয়েছিল। ☐

খ) তার একাগ্রতা ও দক্ষতা ছিল বলে। ☐

গ) নিজের মন্ত্রপূত তির ছুড়ে দিল। ☐

ঘ) চোট্টির হাঁটুতে চোট লেগেছিল। ☐

iii) চোট্টি কার ধনুক নিয়ে লক্ষ্য বিদ্ধ করেছিল?

ক) নিজের ☐

খ) নাতির ☐

গ) ডোনকার ☐

ঘ) দারোগার। ☐

iv) 'তবে তো তোমার তীর খেলা ঠিক হয় না।' কথাটা বলেছিল--

ক) থানার দারোগা ☐

খ) ডোনকা ☐

গ) অন্য কেউ ☐

ঘ) হরবংশ চাচা ☐

v) 'তীর ছোড়ে হাঁ মরদ। গুলি ছোঁড়ে না-মরদ।'
চোট্টির একথা দারোগা হজম করে। কারণ--

ক) দারোগা মনে মনে চোট্টিকে ভয় করে। ☐

খ) চোট্টি দারোগাকে ঠাট্টা করেছিল। ☐

গ)মুগুারা ক্ষেপে যাবে না হলে। ☐

ঘ) কথাটা অপ্রিয় হলেও সত্য। ☐

16.5 ব্যাকরণ ও ভাষারীতি

1. নীচের শব্দগুলিকে বিপরীত অর্থে প্রয়োগ করুন। একটা করে দেখানো হল।

i) জীবন - মরণ
ii) পুরস্কার -
iii) মালিক -
iv) সমান -
v) হজম -
vi) ভিতর -
vii) সম্মান -
viii) গ্রাম -
ix) বিষণ্ণ -
x) শেষ -

2. নীচের শব্দগুলির দুটি করে সমার্থক শব্দ লিখুন। একটা করে দেখানো হল।

i) পৃথিবী – ধরণী, জগৎ
ii) প্রস্তর –
iii) ছেলে –
iv) মস্ত –
v) বৌ –
vi) রাত –
vii) মেয়ে–

3. 'মাথা' শব্দটিকে পৃথক পৃথক অর্থে তিনটি বাক্যে লিখে দেখান।

'হাত' শব্দ দিয়ে দৃষ্টান্ত স্বরূপ দুটি বাক্য দেখানো হলো।
হাত – (চুরি অর্থে) - ছেলেটির বেশ হাতটানের দোষ আছে।
হাত – (দক্ষতা) - ছবিটি বেশ পাকা হাতে আঁকা।
মাথা – ( )
মাথা – ( )
মাথা – ( )

4. নীচের অংশটি সাধু রীতিতে লিখুন।

ওর পূর্বপুরুষ পূর্তি মুণ্ডা যেখানে যেত, সেখানেই নাকি মাটি থেকে হয় অভ্র বেরুত, নয়তো কয়লা। ফলে, তাকে নিয়েও সমানে গল্প গজাত।

5. নীচের শব্দগুচ্ছগুলিকে একটি করে শব্দে প্রকাশ করুন। একটা করে দেখানো হলো।

i) যার ভাগ্য খারাপ হয়েছে ------- হতভাগ্য
ii) পাঁচ প্রকার জিনিসের একত্র মিশ্রণ —
iii) আদি (প্রাচীন) কাল থেকে যারা বসবাস করছে –
iv) বাইরে থেকে যারা এসেছে ---
v) পুরনো দিনের হারিয়ে– যাওয়া জিনিসের সন্ধান যারা করেন–
vi) পুত্রের পুত্র –

6. সন্ধিবিচ্ছেদ করুন।

একটা করে দেখানো হলো।

পরীক্ষা - পরি + ঈক্ষা

পুরস্কার -

বহিরাগত -

কিন্তু -

7. নীচের ছকে একদিকে বিশেষ্য এবং অন্যদিকে বিশেষণ পদ দেখানো আছে। যেটি দেওয়া নেই বসান।

বিশেষ্য	বিশেষণ
গ্রাম	
পৃথিবী	
ভয়	
	চোরাই

বিশেষ্য	বিশেষণ
	বড়
	ঘর
	পুরস্কৃত

16.6 সমগ্র বিষয় ভিত্তিক মন্তব্য

মহাশ্বেতা দেবী দেশপ্রেমিক মুণ্ডা সম্প্রদায়ের ন্যায্য অধিকার অর্জনের সপক্ষে লড়াই শুরু করেছিলেন তাঁর 'অরণ্যের অধিকার' গ্রন্থে। 'চোট্টি মুন্ডা এবং তার তীর' গ্রন্থেও সেই সংগ্রাম অব্যাহত। পাঠ্য বিষয়টিতে মুণ্ডাদের সুখ-দুঃখ, হাসি - কান্না, আনন্দ -বিষাদ আর বঞ্চনার কথা মরমি ভাষায় তুলে ধরেছেন দরদি লেখিকা।

মুণ্ডাদের অরণ্যপ্রীতি আর দেশপ্রেমের কোন তুলনাই হয় না। দেশের জন্য, দশের জন্য এরা হাসি মুখে নিজেদের সুখ বিসর্জন দিয়ে থাকে। সভ্য সমাজ এদের ঠকায়। এদের প্রাপ্য মর্যাদা দেয় না। কিন্তু শত প্রতিকূলতার মধ্যেও এরা এদের নিজস্বতার ঐতিহ্য অব্যাহত রেখে চলেছে।

16.7 রচনাবৈশিষ্ট্য

বাংলা সরল চলিত গদ্য রীতিতে মহাশ্বেতা দেবী 'চোট্টি মুণ্ডা এবং তার তীর' লিখেছেন। মুণ্ডারি সংলাপে আঞ্চলিক ভাষার পাশাপাশি তৎসম, তদ্ভব এবং দেশি বিদেশি শব্দও ব্যবহার করেছেন আলোচ্য রচনায়। রচনাটি একাধারে বিবৃতিধর্মী এবং সংলাপধর্মীও। পাহাড়, বন, নদী, সমভূমি — সবই এই লেখায় নিজস্ব মহিমায় ফুটে উঠেছে। সহজ সরল সাবলীল গদ্যরীতিতে আদিম আদিবাসী জীবনের কথা লেখিকা সুন্দর ভাবে তুলে ধরেছেন।

মহাশ্বেতা দেবী একধারে সুলেখিকা, অভিনেত্রী, গণনাট্য সংঘের অন্যতম সদস্যা এবং সমাজ- সেবিকা হওয়ায় আদিবাসী উপজাতি ও অনুন্নত সম্প্রদায়ের দুর্দশা লাঘবে সক্রিয় ভূমিকা নিতেতাঁর বিশেষ সুবিধা হয়েছে।

16.8 আপনি যা শিখলেন

1. আদিবাসী সমাজের পরিচয় দিতে,
2. অরণ্যবাসীদের সুখ-দুঃখের কথা বলতে,
3. চোট্টি মুণ্ডার সাফল্যের কারণ দেখাতে,
4. মুণ্ডাদের অরণ্যপ্রীতি ও স্বজাতি প্রীতির দৃষ্টান্ত দিতে,
5. সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির দৃষ্টান্ত উল্লেখ করতে,
6. বাংলা সরল গদ্যরীতিতে নিজের মনের ভাব প্রকাশ করতে,
7. এই পাঠের কয়েকটি নতুন শব্দ স্বরচিত বাক্যে ব্যবহার করতে।

16.9 সমগ্র বিষয়ভিত্তিক প্রশ্ন

প্রশ্নগুলির উত্তর দিন।

1 চোট্টি মুণ্ডার মতো পূর্তিকে নিয়েও সমানে কেন গল্প গজাত ?

2 মাছ ধরা উপলক্ষে পূর্তি নতুন কোন্ বিপদের আশঙ্কা করেছিল ?

3 কীজন্য পূর্তি ঘর-ছাড়া হয়েছিল ?

4 চোট্টি মেলায় মেয়েদের নাচের সময় অ-আদিবাসী পুরুষদের কাছে যেতে দেওয়া হত না কেন ?

5 চোট্টি মুণ্ডার তীর খেলায় সাফল্যের পিছনে মন্ত্র-তন্ত্রের কোন্ ব্যাপার ছিল বলে আপনি মনে করেন।

6 এই পাঠের অনুরূপ আর কোনো লেখা জানা থাকলে তা উল্লেখ করুন।

16.10 লেখিকা - পরিচিতি

মহাশ্বেতা দেবী বংলা দেশের ঢাকা শহরে ১৯২৬ সালের ১৪ই জানুয়ারি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবা মণীশ ঘটক কল্লোল যুগের বিখ্যাত লেখক, ছদ্মনাম 'যুবনাশ্ব'। মায়ের নাম ধরিত্রী দেবী। মা ছিলেন সাহিত্যপ্রেমী ও সমাজসেবিকা। পড়াশুনা ঢাকাতে শুরু হলেও পরে মেদিনীপুর, শান্তিনিকেতন, কলকাতা আবার শান্তিনিকেতন এবং ১৯৬৩ সালে প্রাইভেট পরীক্ষার্থী হিসাবে ইংরাজিতে এম.এ.পাশ করেন। জীবিকার সন্ধানে কখনো স্কুলে, কলেজে শিক্ষকতা, কেন্দ্রীয় সরকারি অফিসে কেরানির চাকরি, ব্যবসা, গৃহ শিক্ষকতা;— ১৯৫৬ সালে 'ঝাঁসীর রাণী' লিখে সাহিত্য-সেবিকা হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেন। তারপর থেকে শতাধিক বই লিখেছেন। অনেক পুরস্কারও পেয়েছেন। ১৯৭৯ সালে 'অরণ্যের অধিকার' উপন্যাসের জন্য পান সাহিত্য আকাদেমি-র পুরস্কার।

মহাশ্বেতা দেবী একাধারে অভিনেত্রী, লেখিকা, গণনাট্য সংঘের অন্যতম সদস্যা এবং সমাজসেবিকা। পশ্চিমবঙ্গের আদিবাসী উপজাতি ও অনুন্নত বহু সম্প্রদায়ের উন্নয়নমূলক সংগঠনের সঙ্গে তিনি সক্রিয় ভাবে যুক্ত। এইসব সম্প্রদায়ের দুর্দশা লাঘবে একদিকে যেমন সক্রিয় আন্দোলনে তাদের ঐক্যবদ্ধ করেছেন, আবার তাদের জীবন নিয়ে গল্প উপন্যাস রচনা করেছেন। লেখার মধ্য দিয়ে ফুটিয়ে তুলেছেন দুনিয়া বদলের ছবি।

16.11 সমধর্মী রচনা

আপনারা মহাশ্বেতা দেবীর 'অরণ্যের অধিকার' গ্রন্থটি পাঠ করলে এই ধরনের আদিবাসী সম্প্রদায়ের কথা জানতে পারবেন।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'আরণ্যক' উপন্যাসে আদিবাসী জীবনের চিত্র কিছুটা পরিমাণে প্রতিফলিত হয়েছে। আপনারা এই বইটিও পড়তে পারেন।

16.11 পাঠগত প্রশ্নের সম্ভাব্য উত্তর

1.1 1 পাঠ্য অংশের নদীটির নাম চোট্টি।

2 পূর্তি বৌ-ছেলে-মেয়েকে চাইবাসা থেকে পালামৌ জেলায় নিয়ে এলো।

3 পূর্তির খেতের মাটির নীচ থেকে পাথরে তৈরি হাতিয়ার বেরিয়েছিল।

4 i) চোট্টি একটি নদীরও নাম বটে।

ii) পূর্তি মুণ্ডা ছিল চোট্টি মুণ্ডার পূর্বপুরুষ।

iii) পূর্তি পালামৌ জেলায় বন কেটে বসত বাঁধল।

iv) আদিবাসীদের পূজ্য দেবতার নাম হরম।

5 ii) গরহাজির - হাজির

iii) উত্তরপুরুষ - পূর্বপুরুষ

iv) বড় - ছোট

v) আসা - যাওয়া

vi) জনবহুল - জনশূন্য

6 (i) পূর্তি চেয়েছিল ছোট একটা গ্রাম।

(ii) প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ বলতে বোঝায় মাটির নীচে থেকে পুরনো দিনের নিদর্শন উদ্ধার করে যে বিভাগ।

(iii) মুণ্ডা আদিবাসীরা ছিল পহানের অনুগত।

(iv) মাটির নীচে থেকে পাওয়া হাতিয়ার গুলো ছিল প্রস্তর যুগের।

(v) পূর্তি মুণ্ডা যেখানেই যেত সেখানেই মাটি থেকে পাওয়া যেত অভ্র।

1.2 7 পালামৌ ছেড়ে ছেলে-বৌ-মেয়েকে নিয়ে পূর্তি চোট্টি নদীর তীরে ঘর বাঁধল।

8 নদীর বুকে সন্ধ্যায় পূর্তি মাছ ধরতো।

9 পূর্তি মাছ ধরতে গিয়ে জলের বালিতে সোনার কণা দেখে অবাক হয়েছিল।

10 আড়কাঠির খোঁজে যাবার আগে পূর্তি বউকে বলেছিল, যদি ছেলে হয় তবে সে যেন তার নাম চোট্টি রাখে।

11 (ii) হচ্ছে - হইতেছে

(iii) বেরোয় - বাহির হয়

(iv) বাঁধল - বাঁধিল

(v) পেতে - পাইতে

(vi) ধরতে - ধরিতে

12 (i) চল আর কোথা যাই'। এই কথা পূর্তির বউ পূর্তিকে বলেছিল।

(ii) পূর্তি বউ-ছেলে-মেয়েকে ফেলে গিয়েছিল, কারণ বন্যপরিবেশ নষ্ট হতে পারে এই ভয়ে।

(iii) পূর্তি বালির উপর বসে পড়ল, জালের বালিতে সোনার কণা দেখে।

(iv) 'পূর্তি মুণ্ডা আড়কাঠির খোঁজে চলল।' এখন আড়কাঠি শব্দটির অর্থ কুলি মজুর সংগ্রহকারী ব্যক্তি।

13 (i) পূর্তিকে আমার ভালো লাগে, কারণ বন-পাহাড় নদীকে সে ভালোবাসে।
ii) নদী - গাঙ, তটিনী
iii) সোনা - কাঞ্চন, স্বর্ণ
iv) বন - অরণ্য, কানন
v) প্রবল - খুব বেশি, প্রচন্ড
vi) ছেলে - পুত্র, তনয়

14 শব্দান্তর

বিশেষ্য	বিশেষণ
ii) মাটি	মেটে
iii) বিষন্নতা	বিষন্ন
iv) পাহাড়	পাহাড়ি
v) সোনা	সোনালি
vi) বিহার	বিহারী

1.3 15 সমৃদ্ধ হিন্দু গ্রামে ঢুকে পূর্তি আম গাছের নীচে ঘুমিয়েছিল।
16 পূর্তি মুণ্ডার দু জন বংশধরের নাম চোট্টি এবং কোয়েল।
17 বিজয়া দশমীর দিন চোট্টি মেলা বসে।
18 চোট্টি মেলার আসল মজা তির ছোড়ার প্রতিযোগিতা।
19 i) পূর্তি মুণ্ডা খুবই ভাগ্যবান।
ii) বহিরাগত — বাইরে থেকে এসেছে এমন ।
পাঁচমিশালি — নানা প্রকার ব্যক্তি বা বস্তুর মিশ্রণজাত
iii) তবে পূর্তি মুণ্ডার বাসনা পূর্ণ হয়নি।
iv) বিহারী - বিহার রাজ্য; বাঙালি - পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বা বাংলা দেশ ; পাঞ্জাবি - পাঞ্জাব রাজ্য।
v) a) আসল মজাটি হল তির ছোড়ার প্রতিযোগিতা।
b) এ রকম রিং থাকে তির্নিং।

1.4 20 তীরন্দাজির পরীক্ষায় আদিবাসীদের পক্ষ থেকে পুরস্কার দেওয়া হয় একটি শুওর।
21 পাঠ্য অংশের ফল ব্যবসায়ীর নাম আনোয়ার।
22 চোট্টির নিজের তীরটা মন্ত্রপড়া বলে অভিযোগ করায় সে অন্যের তীর ও ধনুক নিয়ে লক্ষ্য বিদ্ধ করতে চেয়েছিল।
23 i) চোট্টি - দক্ষ তীরন্দাজ; ii) শান্তিরক্ষাকারী - থানার দারোগা; iii) আনোয়ার - ফল ব্যবসায়ী; iv) হরবংশ চাচা - ইটভাটার মালিক v) তিরথনাথ - অন্য পুরস্কার দাতা।

24

	উক্তি :	বক্তা:
i)	'ওর তীরটা মন্ত্র পড়া সবাই জানে।'	— ডোনকা মুণ্ডা।
ii)	'এটা তো এখন খেলা।'	— চোট্টি মুণ্ডা।
iii)	'চোট্টি! একথা সত্যি?'	— বিচারক (তীর খেলার)।
iv)	'তোর ধনুকটা দে।'	— চোট্টি মুণ্ডা।

1.5 25 ডোনকা চোট্টির হাঁটু ছুঁয়ে সম্মান জানিয়েছিল।
26 চোট্টি তার নাতির তীর নিয়ে লক্ষ্য বিদ্ধ করেছিল।

27 দারোগা চোট্টির -- 'তীর ছোড়ে হাঁ-মরদ। গুলি ছোড়ে না-মরদ।'-- এই কথা হজম করেছিল।

28 i) চোট্টি লক্ষ্য বিদ্ধ করতে পেরেছিল, কারন তার একাগ্রতা ও দক্ষতা ছিল।

ii) ডোনকা চোট্টির হাঁটু ছুঁয়েছিল, কারণ সে ভক্তি দেখিয়েছিল।

iii) চোট্টি ডোনকার ধনুক নিয়ে লক্ষ্য বিদ্ধ করেছিল।

iv) কথাটা বলেছিল অন্য একজন লোক।

v) চোট্টির একথা দারোগা হজম করেছিল। কারণ কথাটা অপ্রিয় হলেও সত্য।

16.5 ব্যাকরণ ও ভাষারীতির উত্তর

1. (i) মরণ,(ii) তিরস্কার, (iii) শ্রমিক, (iv) অসমান, (v) বদহজম, (vi) বাহির, (vii) অসম্মান, (viii) শহর(ix) আনন্দ, (x) গুরু

2. i) ধরণী, জগৎ, (ii) শিলা, পাষাণ; (iii)পুত্র, তনয় (iv) বৃহৎ, বিরাট; (v) বধূ, জায়া; (vi) নিশি, রজনী; (vii) কন্যা, তনয়া

3. মাথা – (নেতৃস্থানীয়) – রমেন বাবু গ্রামের মাথা।
মাথা –(মেধা) – ছেলেটির অঙ্কে বেশ মাথা।
মাথা - (মস্তক) – মাথাই প্রাণীর দেহের প্রধান অংশ।

4. তাহার পূব 'রুষ পূর্তি মুণ্ডা যেখানে যাইত, সেইখানেই নাকি মাটি হইতে হয় অভ্র বাহির হইত, নতুবা কয়লা। ইহার ফলে তাহাকে লইয়াও সমানে গল্প গজাইত।

5. (i)হতভাগ্য (ii)পাঁচমিশালি; (iii) আদিবাসী (iv)বহিরাগত (v)প্রত্নতাত্ত্বিক, পৌত্র।

6. পরীক্ষা – পরি+ঈক্ষা; পুরস্কার -- পুরঃ+ কার; বহিরাগত – বহিঃ+ আগত; কিন্তু– কিম্+তু

7.

বিশেষ্য	---	বিশেষণ
গ্রাম	---	গ্রাম্য
পৃথিবী	--	পার্থিব
ভয়	--	ভীত
চোর	--	চোরাই
বড়	--	বড়াই/ বড়ত্ব
পুরস্কার	-	পুরস্কৃত

17

ছোঁওয়াছুঁয়ি মন্ত্রতন্ত্র

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

17.1 ভূমিকা

মানুষের সমাজে উঁচু কাজ নীচু কাজ বলে কি কিছু আছে ? যারা নীচু কাজ করে বলে লোকের ধারণা তারা কি নীচু বংশের, নীচু জাতের ? চাষবাষ করা লোহা পেটানো কি নীচু কাজ ? এমন কাজ যারা করে তাদের কি ছুঁতে নেই ? যারা পুঁথিপত্র পড়ে তারাই কি পৃথিবীর সব কিছু জেনে বসে আছে ?

রবীন্দ্রনাথের অচলায়তন নাটকের এই অংশটিতে রবীন্দ্রনাথ যেন বলতে চেয়েছেন ---- না, ওসব ধারণার কোনটাই ঠিক নয় । লেখাটা পড়লে আপনারাও দেখবেন কেমন ব্যঙ্গ -বিদ্রূপ হাসি-ঠাট্টা নাচগানের মধ্যে দিয়ে সেই উত্তরটা বেরিয়ে এসেছে ।

অচলআয়তন নাটকখানি নাট্যকার (যিনি নাটক লেখেন) রচনা করেন ১৯১১ খ্রিস্টাব্দের ৩০ জুন (১৫ই আষাঢ়, ১৩১৮)। শিলাইদহে এই নাটক লেখা হয়।

17.2 উদ্দেশ্য

এই নাট্যাংশটি পড়বার পর আপনি অনুভব করতে পারবেন, এবং প্রকাশ করতে পারবেন —

- ছোট কাজ বড় কাজ উঁচু জাত নীচু জাত বলে কিছু নেই ।
- পুঁথিপত্রে বা গুরুদেবের পুরানো কথাবার্তায় যেসব কথা বলা হয়েছে তার গ্রহণ বা বর্জন করা প্রয়োজন যুক্তি বিচার বিবেচনার মাধ্যমে।
- কথাবার্তা হাসি-তামাশার মধ্যে দিয়েও কাজের কথা বলা যায় ।

17.3 মূলপাঠ

আসুন এবার নাট্যাংশটি পড়া যাক

ছোঁওয়াছুঁয়ি মন্ত্রতন্ত্র

(পাহাড় মাঠ)

পঞ্চকের গান

এ পথ গেছে কোন্‌খানে গো কোন্‌খানে--

তা কে জানে তা কে জানে।
কোন্ পাহাড়ের পারে, কোন্ সাগরের ধারে,
কোন্ দুরাশার দিকপানে—
তা কে জানে তা কে জানে।
কেমন যে তার বাণী, কেমন হাসিখানি,
যায় সে কাহার সন্ধানে
তা কে জানে তা কে জানে।

দুরাশা = যে আশা সহজে পূরণ হয় না।
দিক পানে=দিকে।
বাণী = কথা, সুন্দর বা ভালো কথা।
পশ্চাতে =পিছনে

অচলাআয়তন = যে নাটক থেকে এই অংশটা নেওয়া হয়েছে, তার নাম 'অচলায়তন'। নাটকে অচল আয়তন মানে এমন একটা লেখাপড়া শেখানোর আশ্রম, যেখানে মান্ধাতা আমলের সব পুরানো কথা শেখানো হয়। 'একে ছুঁতে নেই, ওরা নীচু জাত, ওসব নীচু কাজ' — এইসব কথা। সেখানে শেখায় 'পুঁথির কথা বিশ্বাস করো', চারপাশের ঘটনা দেখে শুনে কিছু শেখার নেই। 'অচলায়তন' কথাটির মূল অর্থ **হল** যে আয়তন বা প্রতিষ্ঠান অনড়, যা বদলায় না, একই রকম থাকে।

পশ্চাতে আসিয়া শোণপাংশু দলের নৃত্য

2. পঞ্চক। ও কী রে। তোরা কখন পিছনে এসে নাচতে লেগেছিস।
3. প্রথম শোণপাংশু। আমরা নাচবার সুযোগ পেলেই নাচি, পা- দুটোকেস্থির রাখতে পারি নে।
4. দ্বিতীয় শোণপাংশু। আয় ভাই ওকে সুদ্ধ কাঁধে করে নিয়ে একবার নাচি।
5. পঞ্চক। আরে না না, আমাকে ছুঁস নে রে, ছুঁস নে।
6. তৃতীয় শোণপাংশু। ওই রে। ওকে অচলায়তনের ভূতে পেয়েছে। শোণপাংশুকে ও ছোঁবে না।
7. পঞ্চক। জানিস, আমাদের গুরু আসবেন?
8. প্রথম শোণপাংশু। সত্যি নাকি। তিনি মানুষ কী রকম। তাঁর মধ্যে নতুন কিছু আছে?
9. পঞ্চক। নতুনও আছে, পুরোনোও আছে।
10. দ্বিতীয় শোণপাংশু। আচ্ছা, এলে খবর দিয়ো - একবার দেখব তাঁকে।
11. পঞ্চক। তোরা দেখবি কী রে। সর্বনাশ। তিনি তো শোণপাংশুদের গুরুদেব নন। তাঁর কথা তোদের কানে পাছে এক অক্ষরও যায় সেজন্য তোদের দিকে প্রাচীরের বাইরে সাত সার রাজার সৈন্য পাহারা দেবে। তোদেরও তো গুরু আছে। তাকে নিয়েই —
12. তৃতীয় শোণপাংশু। গুরু। আমাদের আবার গুরু কোথায়। আমরা তো হলুম দাদাঠাকুরের দল। এ পর্যন্ত আমরা তো কোন গুরুকে মানি নি।

শোণপাংশু = নীচ জাতের লোক অর্থে।

13. প্রথম শোণপাংশু। সেইজন্যে তো ও জিনিসটা কী রকম দেখতে ইচ্ছে করে।
14. দ্বিতীয় শোণপাংশু। আমাদের মধ্যে একজন, তার নাম চন্ডক - তার কী জানি ভারী লোভ হয়েছে; সে ভেবেছে তোমাদের কোন গুরুর কাছে মন্ত্র নিয়ে আশ্চর্য কীএকটা ফল পাবে— তাই সে লুকিয়ে চলে গেছে।
15. তৃতীয় শোণপাংশু। কিন্তু শোণপাংশু বলে কেউ তাকে মন্ত্র দিতে চায় না। সেও ছাড়বার ছেলে নয়, সে লেগেই রয়েছে। তোমরা মন্ত্র দাও না বলেই মন্ত্র আদায় করবার জন্য তার এত জেদ।
16. প্রথম শোণপাংশু। কিন্তু পঞ্চকদাদা, আমাদের ছুঁলে কি তোমার গুরু রাগ করবেন।
17. পঞ্চক। বলতে পারি না— কী জানি যদি অপরাধ নেন। ওরে, তোরা যে সবাই সব রকম কাজই করিস— সেইটে যে বড় দোষ। তোরা চাষ করিস তো?
18. প্রথম শোণপাংশু। চাষ করি বইকি, খুব করি। পৃথিবীতে জন্মেছি পৃথিবীকে সেটা খুব কষে বুঝিয়ে দিয়ে তবে ছাড়ি।

19 **গান**

আমরা চাষ করি আনন্দে।
মাঠে মাঠে বেলা কাটে সকাল হতে সন্ধে।
রৌদ্র ওঠে, বৃষ্টি পড়ে, বাঁশের বনে পাতা নড়ে,
বাতাস ওঠে ভরে ভরে চষা মাটির গন্ধে।
সবুজ প্রাণের গানের লেখা রেখায় রেখায় দেয় রে দেখা,
মাতে রে কোন্ তরুণ কবি নৃত্যদোদুল ছন্দে।
ধানের শিষে পুলক ছোটে, সকল ধরা হেসে ওঠে,
অঘ্রাণেরি সোনার রোদে পূর্ণিমারি চন্দ্রে।

মানি নি = স্বীকার করি নি।

লেগেই আছে = চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

20. পঞ্চক। আচ্ছা, না হয় তোরা চাষই করিস সেও কোন মতে সহ্য হয়– কিন্তু কে বলেছিল তোরা কাঁকুড়ের চাষ করিস?

কষে = ভালো করে।

21. প্রথম শোণপাংশু। করি বই কি।
22. পঞ্চক। কাঁকুড়। ছি ছি। খেসারিডালেরও চাষ করিস বুঝি।
23. তৃতীয় শোণপাংশু। কেন করব না। এখান থেকেই তো কাঁকুড় খেসারিডাল তোমাদের বাজারে যায়।
24. পঞ্চক। তা তো যায়, কিন্তু জানিস নে কাঁকুড় আর খেসারিডাল যারা চাষ করে তাদের আমরা ঘরে ঢুকতে দেই নে।
25. প্রথম শোণপাংশু। কেন।
26. পঞ্চক। কেন কী রে। ওটা যে নিষেধ।
27. প্রথম শোণপাংশু। কেন নিষেধ।
28. পঞ্চক। শোন একবার। নিষেধ, তার আবার কেন। সাধে তোদের মুখদর্শন পাপ। এই সহজ কথাটা বুঝিসনে যে কাঁকুড় আর খেসারিডালের চাষটা ভয়ানক খারাপ।
29. দ্বিতীয় শোণপাংশু। কেন। ওটা কি তোমরা খাও না।
30. পঞ্চক। খাই বইকি, খুব আদর করে খাই– কিন্তু ওটা যারা চাষ করে তাদের ছায়া মাড়াই নে।
31. দ্বিতীয় শোণপাংশু। কেন।
32. পঞ্চক। ফের কেন। তোরা যে এতবড় নিরেট মূর্খ তা জানতুম না। আমাদের পিতামহ বিষ্কম্ভী কাঁকুড়ের মধ্যে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, সে খবর রাখিস নে বুঝি।
33. দ্বিতীয় শোণপাংশু। কাঁকুড়ের মধ্যে কেন।
34. পঞ্চক। আবার কেন। তোরা যে ওই এক কেন'র জ্বালায় আমাকে অতিষ্ঠ করে তুললি।
35. তৃতীয় শোণপাংশু। আর, খেসারির ডাল।
36. পঞ্চক। একবার কোন্ যুগে একটা খেসারিডালের গুঁড়ো উপবাসের দিন কোন এক মস্ত বুড়োর ঠিক গোঁফের উপর উড়ে পড়েছিল; তাতে তাঁর উপবাসের পুণ্যফল থেকে ষষ্টিসহস্র ভাগের এক ভাগ কম পড়ে গিয়েছিল; তাই তখনই সেইখানে দাঁড়িয়ে উঠে তিনি জগতের সমস্ত খেসারিডালের খেতের উপর অভিশাপ দিয়েগেছেন। এতোবড়ো তেজ। তোরা হলে কী করতিস বল দেখি।
38. প্রথম শোণপাংশু। আমাদের কথা বল কেন। উপবাসের দিনে খেসারিডাল যদি গোঁফের উপর পর্যন্ত এগিয়ে আসে তা হলে তাকে আরও একটু এগিয়ে নিই।
39. পঞ্চক। আচ্ছা, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, সত্যি করে বলিস -- তোরা কি লোহার কাজ করে থাকিস।
40. প্রথম শোণপাংশু। লোহার কাজ করি বইকি, খুব করি।

তরুণ = যুবক বয়সের প্রথম অবস্থা।
নৃত্যদোদুল = দুলছে এমন।
ছন্দ = গানের তাল।
পুলক = আনন্দ।
ধরা = পৃথিবী।
অঘ্রাণেরি = অঘ্রাণের + ই।
পূর্ণিমারি = পূর্ণিমার + ই।

40. পঞ্চক। রাম! রাম! আমরা সনাতন কাল থেকে কেবল তামা পেতলের কাজ করে আসছি। লোহা গলাতে পারি, কিন্তু সব দিন নয়। ষষ্ঠীর দিনে যদি মঙ্গলবার পড়ে তবেই স্নান করে আমরা হাপর ছুঁতে পারি, কিন্তু তাই বলে লোহা পিটানো — সে তো হতেই পারে না।

41. তৃতীয় শোণপাংশু। আমরা লোহার কাজ করি, তাই লোহাও আমাদের কাজ করে।

42. পঞ্চক। সেদিন উপাধ্যায়মশায় একঘর ছাত্রের সামনে বললেন শোণপাংশু জাতটা এমনই বিশ্রী যে, তারা নিজের হাতে লোহার কাজ করে। আমি তাঁকে বললুম, ও বেচারারা পড়াশুনো কিছুই করেনি সে আমি জানি— এমনকি, এই পৃথিবীটা যে ত্রিশিরা রাক্ষসীর মাথামুড়োনো চুলের জটা দিয়ে তৈরি তাও ওই মূর্খেরা জানে না, আবার বলতে গেলে মারতে আসে— তাই বলে ভালো মন্দের জ্ঞান কি ওদের এতটুকুও নেই যে, লোহার কাজ নিজের হাতে করবে। আজ তো স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছি, যার যে বংশে জন্ম তার সে রকম বুদ্ধিই হয়।

43. প্রথম শোণপাংশু। কেন, লোহা কী অপরাধ করেছে।

44. পঞ্চক। আরে,ওটা যে লোহা সেটা তো তোকে মানতেই হবে।

45. প্রথম শোণপাংশু। তা তো হবে।

46. পঞ্চক। তবে আর কী— এই বুঝে নে না।

47. দ্বিতীয় শোণপাংশু। তবু একটা তো কারণ আছে।

48. পঞ্চক। কারণ নিশ্চয়ই আছে, কিন্তু কেবল সেটা পুঁথির মধ্যে। সুতরাং মহাপঞ্চকদাদা ছাড়া আর অতি অল্প লোকেরই জানবার সম্ভাবনা আছে। সাধে মহাপঞ্চকদাদাকে ওখানকার ছাত্ররা একেবারে পূজা করে। যা হোক ভাই, তোরা তো আমাকে ক্রমেই আশ্চর্য করে দিলি রে। তোরা তো খেসারিডাল চাষ করছিস আবার লোহাও পেটাচ্ছিস, এখনও তোরা কোনো দিক থেকে কোনো পাঁচ-চোখ কিম্বা সাত- মাথাওয়ালার কোপে পড়িসনি?

49. প্রথম শোণপাংশু। যদি পড়ি তবে আমাদেরও লোহা আছে, তারও কোপ বড় কম নয়।

50. পঞ্চক। আচ্ছা, তোদের মন্ত্র কেউ পড়ায়নি?

51. দ্বিতীয় শোণপাংশু। মন্ত্র! কিসের মন্ত্র।

52. পঞ্চক। এই মনে কর্ যেমন বজ্রবিদারণ মন্ত্র - তট তট তোতয় তোতয় –

53. তৃতীয় শোণপাংশু। ওর মানে কী!

54. পঞ্চক। আবার! মানে! তোর আস্পর্ধা তো কম নয়। সব কথাতেই মানে! বেঞ্চুরী মন্ত্রটা জানিস?

55. প্রথম শোণপাংশু। না।

56. পঞ্চক। মরীচি?

57. প্রথম শোণপাংশু। না।

58. পঞ্চক। মহাশীতবতী?

59. প্রথম শোণপাংশু। না।

60. পঞ্চক। উষ্ণীষবিজয়?

61. প্রথম শোণপাংশু। না।

62. পঞ্চক। নাপিত ক্ষৌর করতে করতে যেদিন তোদের বাঁ গালে রক্ত পড়িয়ে দেয় সেদিন করিস কী।

63. তৃতীয় শোণপাংশু। সেদিন নাপিতের দুই গালে চড় কষিয়ে দিই।

64. পঞ্চক। না রে না, আমি বলছি সেদিন নদী পার হবার দরকার হলে তোরা খেয়ানৌকায় উঠতে পারিস?

কাঁকুড় = ফুটি জাতীয় কাঁচা ফল (শীতের জমিতে হয় এক রকমের লম্বা শশা ধরনের ফল)। বাংলা প্রবাদ 'বারোহাত কাঁকুড়ের তেরহাত বিচি।'

নিষেধ = বারণ, মানা।

নিরেট = যা ফাঁপা নয়, কঠিন, দৃঢ় (ব্যঙ্গে) মস্তিষ্কহীন মূর্খ।

পিতামহ =ঠাকুরদাদা; বাবার বাবা।

অতিষ্ঠ =জ্বালিয়ে মারা

ষষ্টি সহস্রভাগের ক ভাগ = ৬০ হাজার ভাগের ক ভাগ, অতি নগন্য।

তেজ = শক্তি, বিক্রম

লোহাও আমাদের কাজ করে - লোহা না হলে শহরের বাড়িঘর কলকারখানা কিছুই তৈরি হতে পারত না, অন্যদিকে লাঙলের ফলা, কাস্তে ইত্যাদিতে পরিণত হয়ে শ্রমজীবী, কৃষিজীবী শোণপাংশুদের - — সাধারণ মানুষের — কাজে লাগে।

উপাধ্যায় - অধ্যাপক, পণ্ডিত

ত্রিশিরা - তিনটে মাথা আছে যার— রাক্ষস খোক্কস দৈত্য দানো নিয়ে এমন সব আজগুবি ধারণা প্রচলিত আছে।

ষষ্টিসহস্র - ষাট হাজার।

কোপ = অভিশাপ

65. তৃতীয় শোণপাংশু। খুব পারি।
পঞ্চক। ওরে, তোরা আমাকে মাটি করলি রে। আমি আর থাকতে পারছি নে। তোদের প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে আর সাহস হচ্ছে না। এমন জবাব যদি আর শুনতে পাই তা হলে তোদের বুকে করে পাগলের মত নাচব, আমার জাত মান কিছু থাকবে না। ভাই তোরা সব কাজই করতে পাস? তোদের দাদাঠাকুর কিছুতেই তোদের মানা করে না?

শোণপাংশুগণের গান

সব কাজে হাত লাগাই মোরা সব কাজেই।
বাধাবাঁধন নেই গো নেই।
দেখি, খুঁজি, বুঝি,
কেবল ভাঙি, গড়ি, বুঝি
মোরা সব দেশেতেই বেড়াই ঘুরে সব সাজেই।
না হয় জিতি কিংবা হারি,
যদি অমনিতে হাল ছাড়ি, মরি সেই লাজেই।
আপন হাতের জোরে
আমরা তুলি সৃজন করে
আমরা প্রাণ দিয়ে ঘর বাঁধি, থাকি তার মাঝেই।

68. পঞ্চক। সর্বনাশ করলে রে — আমার সর্বনাশ করলে। আমার আর ভদ্রতা রাখলে না। এদের তালে তালে আমারও পা-দুটো নেচে উঠেছে। আমাকে সুদ্ধ এরা টানবে দেখছি। কোন্ দিন আমিও লোহা পিটব রে, লোহা পিটব — কিন্তু খেসারিডাল— না না, পালা ভাই পালা তোরা। দেখছিস নে, পড়ব বলে পুঁথি সংগ্রহ করে এনেছি।

69. দ্বিতীয় শোণপাংশু। ও কী পুঁথি দাদা। ওতে কী আছে।

70. পঞ্চক। এ আমাদের দিক্‌চক্রচন্দ্রিকা — এতে বিস্তর কাজের কথা আছে রে।

71. প্রথম শোণপাংশু। কী রকম।

72. পঞ্চক। দশটা দিকের দশ রকম রঙ গন্ধ আর স্বাদ আছে কিনা এতে তা খোলসা করে লিখেছে। দক্ষিণ দিকের রঙটা হচ্ছে কইমাছের পেটের মতো, ওর গন্ধটা দধির মতো, স্বাদটা বকুলের ফুলের মতো কষা। নৈর্ঋত কোণের —

73. দ্বিতীয় শোণপাংশু। আর বলতে হবে না দাদা। কিন্তু দশ দিকে তো আমরা এ সব রঙ গন্ধ দেখতে পাই নে।

74. পঞ্চক। দেখতে পেলে তো দেখাই যেত। যে ঘোর মূর্খ সে দেখত। এসব কেবল পুঁথিতে পড়তে পাওয়া যায়, জগতে কোথাও দেখবার জো নেই।

75. প্রথম শোণপাংশু। তাহলে দাদা তুমি পুঁথিই পড়ো, আমরা চললুম।

76. দ্বিতীয় শোণপাংশু। এদের মতো চোখ কান বুজে যদি আমাদের বসে বসে ভাবতে হত তা হলে তো আমরা পাগল হয়ে যেতুম।

সনাতন = যা চিরকাল থাকে; নিত্যকার।
উপাধ্যায়মশায় = অচলায়তনের একজন শিক্ষক।
সম্ভাবনা = যা হতে পারে।
কোপে পড়া = রাগের কারণ হওয়া।
বজ্রবিদারণ মন্ত্র = বাজ ফাটানোর মন্ত্র।

কেয়ূরী =, **মরীচি** =, **মহাশীতবতী** =, **উষ্ণীষবিজয়** = বিভিন্ন মন্ত্রের নাম। এই মন্ত্র গুলি অচলায়তনে শেখানো হয়।

ক্ষৌরকরা = চুলকাটা বা দাড়ি কামানো।

দাদাঠাকুর = মাননীয় বয়স্ক ব্যক্তি; এখানে শোণপাংশুদের হিতাথী, তাদের মধ্যে জনপ্রিয় এক ব্যক্তি।

মানা = নিষেধ
লাজ = লজ্জা।
সৃজন করা = তৈরি করা; সৃষ্টি করা।

সংগ্রহ করা = জোগাড় করা।
বিস্তর = অনেক, প্রচুর।
দধি = দই।
ঈষৎ = অল্প একটু।
মদমত্ত = উত্তেজিত, খেপে ওঠা।
নৈর্ঋত = দক্ষিণ - পশ্চিম কোণ।

প্রাথমিক বোধবিচার

১) কারা নাচ গান করছিল ?
২) কে আসবে ?
৩) শোণপাংশুরা তাঁকে দেখতে পাবে না কেন ?
৪) পঞ্চকের মতে শোণপাংশুদের বড় দোষ কোনটা ?
৫) পঞ্চকেরা কী কী কাজ করে ?
৬) মস্ত বুড়োটা রেগে গিয়েছিল কেন ?
৭) উপাধ্যায় মহাশয় কী বলেছিলেন ?
৮) পুঁথিটির নাম কী ?
৯) তাতে কী লেখা আছে ?

17.3.1 অনুচ্ছেদ 1-6 এ পথ গেছে - - - - - - ও ছোঁবে না।

আলোচনা

নাটকের এই অংশটা কোথায় ঘটছে, দৃশ্যটা কোথাকার, তা প্রথমে বলা হয়েছে 'পাহাড় মাঠ'। পাহাড় ঘেরা মাঠে শোণপাংশুরা গান গাইতে গাইতে পঞ্চকের পিছনে এসে নাচতে থাকবে।

পঞ্চক। বেরিয়ে পড়েছে অচলায়তন থেকে। সে তরুণ বালক, অচলায়তনের শাসন নিষেধ বাধাবাঁধন — এসবে তার দম বন্ধ হয়ে আসে। অথচ সেখানকার নিষেধ, বারণ, মন্ত্রতন্ত্রের শিক্ষা সে পুরোপুরি অস্বীকার করারও সাহস পায় না। সেইজন্য শোণপাংশুরা 'অচলায়তনের ভূতে পেয়েছে' কথাটা বলে তার সম্বন্ধে।

এই অংশেই পঞ্চক আর শোণপাংশুদের ভাবনাচিন্তা আর কাজকর্মের তফাত স্পষ্ট। শোণপাংশুরা নিজেদের আনন্দে নাচতে গাইতে পারে, পঞ্চক তা পারে না। পঞ্চকের ছোঁওয়াছুয়ির বিচার আছে, শোণপাংশুদের তা নেই। পঞ্চক মনে করে শোণপাংশুদের ছুঁতে নেই। কেন তা মনে করে, তা পরে স্পষ্ট হবে। শোণপাংশুরা হল এক ধরনের পাহাড় জঙ্গলের মানুষ, যারা চাষ বাস আর কামারের কাজ করে। এ নামের কোন গোষ্ঠী (মানুষের দল) নেই। কিন্তু একাজ যারা করে তারা তো আমাদের চতুর্দিকেই ছড়িয়ে আছে, তাই না?

পাঠগত প্রশ্ন-1.1

1. এই নাট্যাংশে প্রথমেই একটি গান আছে। 'এ পথ গেছে কোনখানে' —এই গানটি কে গেয়েছে? নীচের উত্তরগুলির মধ্যে যেটি ঠিক সেটিতে (টিক্) চিহ্ন দিন।

প্রথম শোণপাংশু ☐
পঞ্চক ☐
তৃতীয় শোণপাংশু ☐
দ্বিতীয় শোণপাংশু ☐

2. 'ওকে অচলায়তনের ভূতে পেয়েছে।' — কাকে লক্ষ করে বলা হয়েছে নীচের উত্তর গুলির মধ্যে যেটি সঠিক বলে মনে করেন তার পাশে (টিক্) চিহ্ন বসান —

দ্বিতীয় শোণপাংশুকে লক্ষ করে ☐
তৃতীয় শোণপাংশুকে লক্ষ করে ☐
পঞ্চককে লক্ষ করে ☐

এবার নাট্যাংশটির আরও খাকিটা অংশ পড়ুন ও বুঝতে চেষ্টা করুন —
অনুচ্ছেদ 7-15

17.3.2 **পঞ্চক। (জানিস - - - - - - তার এত জেদ।)**

আলোচনা

এখানে দেখ ছি পঞ্চকদের সঙ্গে শোণপাংশুদের আরেকটা তফাত। পঞ্চকদের গুরু আছেন একজন, শোণপাংশুদের নেই। শোণপাংশুদের আছেন দাদাঠাকুর। গুরুকে মানতে হয়, কিন্তু দাদাঠাকুর ঠাকুরদাদার মতো। তাঁর সঙ্গে হাসি ঠাট্টা নাচগান করা যায়। রবীন্দ্রনাথের 'রাজা' ইত্যাদি নাটকেও দাদাঠাকুরের মতো চরিত্র আছে। গুরু মন্ত্র দেন, দাদাঠাকুরের ওসব কিছু নেই। শোণপাংশুদের ছুঁলে গুরু রাগ করতে পারেন, কিন্তু দাদাঠাকুর তো তাদের সঙ্গেই ঘুরেই বেড়ান। এ গুরুকে পঞ্চকেরা দেখতে পাবে, তাঁর কাছে যেতে পারবে, কিন্তু শোণপাংশুরা তাকে দেখতেও পাবে না, সে অধিকার তাদের নেই।

মন্তব্য

মন্ত্র ব্যাপারটা যে একটা খুব সাংঘাতিক জিনিস— তার আভাসও এ অংশে দেওয়া হয়েছে। চন্ডক বলে শোণপাংশুদের একটি ছেলে মন্ত্র পাবার আশায় ঘর থেকে বেরিয়ে চলে গেছে। নাট্যকার যেন বলতে চান, যারা মন্ত্রতন্ত্রকে বেশি দাম দেয়, তারাই ছোঁওয়াছুঁয়ির বিচার বেশি করে। আমাদের সমাজে গুরুদের রাজত্ব এইভাবেই পোক্ত হয়। মন্ত্রের শক্তি আর মহিমা সম্বন্ধে ভুল ধারণা তৈরি করে লোককে নানা নিষেধের বাঁধনে বেঁধে। মন্ত্রে বিশ্বাস করলেই লোকে তার কারণ খোঁজে না, বিচারহীন মূর্খ হয়ে থাকে।

পাঠগত প্রশ্ন 2.2

3. যে উত্তরটা ঠিক তার পাশে (টিক্) চিহ্ন বসান।

i) শোণপাংশুরা হলো —

ক) রাজার ভক্ত ☐ গ) মহাপঞ্চকের ভক্ত ☐
খ) দাদাঠাকুরের ভক্ত ☐ ঘ) ত্রিশিরা রাক্ষসীর ভক্ত ☐

ii) মন্ত্র নেওয়ার জন্য লুকিয়ে চলে- যাওয়া শোণপাংশুর নাম

ক) চণ্ডক গ) পুষ্কক
খ) পঞ্চক ঘ) ভদ্রক

17.3.3 **অনুচ্ছেদ 16-37** (প্রথম শোণপাংশু। কিন্তু - - - - - - - একটু এগিয়ে নিই)

আলোচনা

এই অংশে প্রকাশ পাচ্ছে যে, আচলায়তনে পঞ্চকদের শেখানো হয়েছে, চাষ করা কাজটা খুব খারাপ। যারা চাষ করে তাদের ছুঁতে নেই।

চাষ করাতো খারাপই, কিন্তু কাঁকুড় আর খেসারিডালের চাষ করা আরও খারাপ। যারা কাঁকুড় আর খেসারিডালের চাষ করে তাদের পঞ্চকেরা ঘরে ঢুকতে দেয় না। কাঁকুড় খেতে আপত্তি নেই, অথচ চাষ করাতে আপত্তি, এটা শোণপাংশুরা ঠিক বুঝতে পারে না।

তারা প্রশ্ন করে কাঁকুড়ের চাষ করা খারাপ কেন?
এখন এই ব্যাপারটা একটু ভালো করে বুঝে নিই। কোনো কাজ 'খারাপ' বলতে আমরা সাধারণত বুঝি যে, এটা ক্ষতি করবে। তেমনই কাঁকুড়ের চাষ খারাপ বলতে আমরা বুঝি, হয়তো কাঁকুড় খেতে খারাপ, হয়তো কাঁকুড় খেলে শরীর খারাপ হয়, হয়তো কাঁকুড়ের চাষ করলে জমি নষ্ট হয় ইত্যাদি।

কিন্তু তা নয়। পঞ্চক বলছে, তাদের ঠাকুরদাদা (এখানে পিতামহ মানে বংশের একেবারে আদি পুরুষ) বিষ্কম্ভী কাঁকুড়ের মধ্যে জন্মেছিল, তাই কাঁকুড়ের চাষ খারাপ। আচ্ছা, একথা বললে আমরা কেউ মানব? কোনো মানুষ কি কাঁকুড়ের মধ্যে জন্মাতে পারে? গল্পে রূপকথায় পারে হয়ত, কিন্তু জীবনে? আসলে এরকম অনেক বানানো গল্প ধর্মের নামে চালানো হয়।

আর খেসারিডালের চাষ কেন খারাপ? না, বহুদিন আগে উপোসের দিনে এক বুড়োর গোঁফের উপরে একটা খেসারি ডালের গুঁড়ো উড়ে এসে পড়েছিল। তাতে বুড়োর উপোসের যে পুণ্য হত, তার নাকি ষাটহাজার ভাগের এক ভাগ কম পড়ে গিয়েছিল। গোঁফের উপর খেসারিডালের গুঁড়ো এসে পড়ায় উপোসটা ঠিক উপোস থাকেনি। তাতেই সেই বুড়ো খেসারিডালের উপর অভিশাপ দিয়ে গিয়েছিল।

একথাও কী আমরা মানব যে, এইজন্য খেসারিডালের চাষ করা খারাপ? এই ধরনের গল্প-কথা বলে কাঁকুড়ের আর খেসারিডালের চাষ খারাপ বললে কে বিশ্বাস করবে? নাট্যকার এর মধ্য দিয়ে দেখাতে চান, আমাদের গুরুদের শোনানো এই ধরনের গল্পকথা কত হাস্যকর আর অবিশ্বাস্য, অথচ গুরুকে বিশ্বাস করে আমাদের মধ্যে অনেকেই সেগুলি নির্বিচারে মেনে নিই।

মন্তব্য

এই অংশে কয়েকটা কথা আছে যেগুলির অর্থ একটু ভালোভাবে বুঝে নিতে হবে। শোণপাংশুরা 'চাষ করা' কাজটাকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছে, 'পৃথিবীতে জন্মেছি পৃথিবীকে খুব কষে বুঝিয়ে দিয়ে তবে ছাড়ি।'

এ যেন সন্তান বলছে মায়ের সম্বন্ধে। শিশু সন্তান মা'র দুধ খাবার জন্য যেমন মা'র উপর লাফ-ঝাঁপ আবদার অত্যাচার করে, তেমনই করে শোণপাংশুরা পৃথিবীর বুক থেকে তাদের খাবার তুলে নেয়। তাদের গানের মধ্য দিয়ে তাদের চাষবাসের আনন্দ ফুটে বেরিয়েছে।

আর একটা জিনিস বুঝতে পারি এখানে।

যারা এইসব নিষেধ আর বারণ চাপিয়ে দেয় তারা প্রশ্ন শুনতে চায় না। 'কেন' কথাটা তাদের দু'চোখের বিষ। কেন-র উত্তরে তাদের যুক্তি দিয়ে বুঝিয়ে দিতে হবে; পঞ্চকর সে ক্ষমতা নেই, তাই শোণপাংশুদের 'কেন - কেন' শুনে সে তাদের 'মূর্খ' বলে বকুনি দেয়। তর্কে না পারলে আমরাও অনেক সময় তাই করি।
'উপবাসের দিন খেসারিডাল যদি গোঁফের উপর পর্যন্ত এগিয়ে আসে তাহলে তাকে আরও একটু এগিয়ে দিই।' — মজা করে বলছে প্রথম শোণপাংশু। তার মানে ওটাকে তারা মুখের মধ্যে ঠেলে দেয়। যা খাদ্য তা খেতে দোষ কী বলুন।

পাঠগত প্রশ্ন - 1.3

4. ফাঁকা জায়গায় ঠিক কথাটি বসান

i) আমরা চাষ করি —— (ছন্দে/খুশিতে/ আনন্দে/ঘাম ঝরিয়ে)

ii) সাধে তোদের —— পাপ। (মুখ দেখা /হাত ধরা/সঙ্গে যাওয়া/কথা বলা)

iii) তোরা যে এত বড় —— মূর্খ তা জানতুম না। (মস্ত/নিরেট/গন্ড/হস্তী)

17.3.4 আসুন, এবার আরও খানিকটা ভাল করে পড়ি এবং বুঝি।
অনুচ্ছেদ 38-67 (পঞ্চক। আচ্ছা, একটা কথা.................... মানা করে না?)

আলোচনা

পঞ্চকের মাধ্যমে অচলায়তনের মতে আরও কী কী 'খারাপ' তা এই অংশে প্রকাশ হয়ে পড়ছে। এর আগে দেখেছেন অচলায়তনের লোকেরা বিশ্বাস করে– চাষ করা, বিশেষত কঁকুড় আর খেসারিডালের চাষ করা খারাপ।' কেন খা রাপ' প্রশ্নের উত্তরে কোন কারন দেখায় না —— দুটো গল্প বলে শুধু।

আবার দেখুন, তারা বলে, লোহার কাজও খারাপ। ভাবুন তো, লোহার তৈরি জিনিস – হাতুড়ি, কাঁচি, ছুরি, কড়াই, তাওয়া, কাস্তে, দা, লাঙলের ফাল থেকে যত যন্ত্রপাতি – এসব না হলে সংসার অচল হয়ে পড়ত, অথচ সেইগুলি তৈরি করা নাকি 'খারাপ'। সে তুলনায় তামা পেতল কী এমন কাজে লাগে। অথচ তার কাজ ভালো, লোহার কাজ খারাপ।

অচলায়তনের আর-একটা মিথ্যে ধারণা পঞ্চকদের মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসছে। পড়াশোনা করা 'ভালো', কিন্তু নিজের হাতে লোহার কাজ, চাষের কাজ করা 'ভালো নয়'। অচলয়াতনের লোকেরা পড়াশোনা করে, আর কীসব মন্ত্র মুখস্থ করে। উপাধ্যায়মশাই খুব পুঁথিপত্র পড়েছেন, পন্ডিত লোক। যে পৃথিবী মাটি পাথর জল জঙ্গল দিয়ে তৈরি, তাঁর মতে পৃথিবীটা ত্রিশিরা রাক্ষসীর মাথামুড়োনো চুলের জটা দিয়ে তৈরি। দেখা যাচ্ছে, অচলায়তনে পুঁথিতে জ্ঞানের কথা নেই, আছে অন্ধবিশ্বাসের কথা, কুসংস্কারের কথা।

একেবারে শেষে আপনারা দেখেছেন শোণপাংশুদের কথা শুনে পঞ্চক একটু চঞ্চল হয়ে উঠেছে; ভাবছে, এরাই হয়তো ঠিক আর সে এতদিন বিশ্বাস করে এসেছে— কোন্‌টা ভালো কোন্‌টা খারাপ, পুঁথিপত্রের মাহাত্ম্য, এটা করতে নেই ওটা ছুঁতে নেই —— সবই হয়তো ভুল। তার মধ্যে একটু পরিবর্তন ঘটছে যেন।

মন্তব্য

দু - একটা কথা বেশ অলাদা করে আমাদের চোখে পড়ে এই অংশে। 'আমরা লোহার কাজ করি, তাই লোহাও আমাদের কাজ করে' বলেছে শোণপংশুরা। কী সুন্দর গুছিয়ে বলেছে কথাটা। তারা যেন বলতে চেয়েছে, লোহাতো একটু শক্ত ধাতু। আমরা তাকে গলিয়ে পিটিয়ে নানা জিনিস তৈরি করি বলেই না সংসারে এত কাজ হয়। জমি চাষ করি লোহার ফলা লাঙলে লাগিয়ে, ফসল কাটি লোহার তৈরি কাস্তে দিয়ে, কাঠ কাটি লোহার তৈরি কুড়ুলে, রান্না করি লোহার তৈরি কড়াইয়ে। লোহার পেরেক দিয়ে তৈরি কাঠের নৌকায় ভাসি, লোহার ঘের লাগানো চাকা লাগাই গোরুবলদ মোষের গাড়িতে। লোহার কাঠামো দিয়ে বাড়িঘর থেকে মোটরগাড়ি, জাহাজ, রেলগাড়ি, এরোপ্লেন সবই বানাই। লোহার জিনিসপত্র তৈরি হয়েছিল বলেই না মানুষ এতটা এগোতে পেরেছে।

পাঠগত প্রশ্ন 1.4

5. ঠিক উত্তরটির পাশে (√) টিক চিহ্ন দিন

i) পঞ্চকরা কবে লোহা গলাতে পারে?

সোমবার ☐
যে- কোনো দিন ☐
ষষ্ঠীর দিনে যদি মঙ্গলবার পড়ে, তবেই স্নান করার পর ☐
শ্রাবণী পূর্ণিমার দিন ☐

ii) মহাপঞ্চক দাদাকে ওখানকার ছাত্ররা পুজো করে তার কারণ —

তিনি খুব ভালো লোক ☐
তিনি সকলের চেয়ে বেশি করে পুঁথির খবর রাখেন — ☐
তিনি খুব খারাপ লোক ☐
তিনি শোণপাংশুদের মতো ☐

এবার বাকি অংশটা পড়ে ফেলুন ও বুঝুন।

17.3.5 অনুচ্ছেদ ঃ 68-76 (শোণপাংশুগণের গান। সব কাজে হাত .... পাগল হয়ে যেতুম।)

আলোচনা

এ অংশটা শুরু হচ্ছে আর একটা গান দিয়ে। গানের মূল কথা হল, শোণপাংশুদের উপর কারও নিষেধ নেই, বারণ নেই, তারা সব কাজ করতে পারে, সব জায়গায় যেতে পারে। তারা কাজ করে সৃষ্টি করে, ঘর বাঁধে। এ গান শুনে পঞ্চকের মনটা নেচে উঠেছে, পা-দুটোও নেচে উঠে শোনপাংশুদের নাচগানে যোগ দিতে চাইছে। তখন তার মধ্যে একটা উল্টো টান দেখা দিচ্ছে, সে পুঁথির পড়ার মধ্যে ঢুকে পড়তে চাইছে। অচলায়তনের বাঁধন এখনই সে ছিঁড়তে চায় না।

পুঁথিটা বড় অদ্ভুত বিষয়ে। নাম 'দিক্চক্রচন্দ্রিকা' — মানে চারদিকের বিষয়ে জ্ঞান পাওয়া যায় এমন পুঁথি। সে জ্ঞানও — কোনদিকের কী রঙ, কী স্বাদ কী গন্ধ তাতে এইসব কথা আছে। জীবনে কি সত্যি সত্যি এক-এক দিকের এক এক রকম স্বাদ গন্ধ চেহারা পাই আমরা? কক্ষনো না। না পেয়েই জীবন দিব্যি চলে যাচ্ছে। এতে বোঝা গেল, পুঁথিপত্রে কাজের কথার চেয়ে অকাজের কথা বেশি থাকে। যা কেবল পুঁথিতে আছে, জগতে কোথাও নেই — তার খবর দিয়ে আমাদের কী কাজ হবে? দ্বিতীয় শোণপাংশু ঠিকই ঠাট্টা করেছে পঞ্চককে।

মন্তব্য

শুধু কথাবার্তার এবং সংলাপ অনুসারী ক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যে গল্প তৈরি হয় তাকেই বলতে পারি নাটক। অবশ্য গানও থাকে অনেক নাটকে। যখন মঞ্চে অভিনয় দেখবেন, তখন কথাবার্তার সঙ্গে চরিত্রগুলির কাজকর্মও দেখতে পাবেন। কিন্তু ছাপা অবস্থায় তা আর কী করে দেখবেন। তাই এটা একবার অভিনয় করার চেষ্টা করুন।

কথাবার্তার সুরটা ঝগড়ার নয়, হাসিঠাট্টার। হাসিঠাট্টার মধ্য দিয়েই শোণপাংশুরা পঞ্চকের

আর অচলায়তনের নানা ধারণা যে কতটা অর্থহীন আর হাস্যকর, তা তাকে বুঝিয়ে দিয়েছে। সমস্ত দৃশ্যটার মধ্যে একটা হই হই করা উচ্ছলতার সুর আছে। যেন শোণপাংশুরা শুধু 'চাষ করে আনন্দে' তা নয়, তাদের জীবনের পুরো সময়টাই কাটে আনন্দে। পঞ্চকের মধ্যে শেষ পর্যন্ত এই আনন্দের ছোঁয়াচ লেগেছে।

এ থেকে আপনারা নাট্যকারের মেজাজটাও বুঝতে পারবেন। ছোঁওয়াছুঁয়ি আচারবিচার যারা করে তাদের খুব করে বকুনি দিতে পারতেন তিনি। শোণপাংশুদের দিয়ে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করতে পারতেন তিনি। তাদের মুখে লম্বা বক্তৃতাও বসাতে পারতেন। কিন্তু তা না করে হাসি-তামাশার অস্ত্রে তিনি প্রাচীন কুসংস্কার আর অন্ধ বিশ্বাসের অচলায়তনকে ঘায়েল করতে চেয়েছেন।

পাঠগত প্রশ্ন 1.5

5 শোণপাংশুদের গান শুনে পঞ্চক মেতে উঠেছে। বলছে, 'আমাকে সুদ্ধ এরা টানবে দেখছি। কোন দিন আমিও লোহা পিটব রে, লোহা পিটব'।

তার একটু পরেই বলছে – 'না না, ভাই পালা তোরা'। একটা কথা মনে পড়ে যাওয়াতে হঠাৎ তার লোহা পেটার ইচ্ছেটা দমে গেছে।

সে কথাটা কী, নীচের যেটা ঠিক উত্তর তার পাশের বাক্সে ✓ (টিক্) চিহ্ন দিন।

- কাঁকুড়ের চাষ ☐
- তামা-পিতলের কাজ ☐
- খেসারিডালের চাষ ☐
- লোহা পেটানোর কাজ ☐

17.4 শব্দশিক্ষা

১) যদিও মূলত মুখের কথাবার্তা দিয়েই তৈরি, এ নাটকের অংশ, তবু কয়েকটা শব্দ আমরা এতে পাই, যা আমরা প্রতিদিনের কথাবার্তায় ব্যবহার করি না। এমনিতে কতকগুলি নাম পাই আমরা

ব্যক্তি (লোক) বা দলের নাম

পঞ্চক, শোণপাংশু, চন্ডক, বিষ্কম্ভী, উপাধ্যায়মশায়, ত্রিশিরা, মহাপঞ্চক

প্রতিষ্ঠানের নাম

অচলায়তন

মন্ত্র ও পুঁথির নাম

বজ্রবিদারণ, কেয়ূরী, মরীচি, মহাশীতবতী, উষ্ণীষবিজয়, দিক্‌চক্রচন্দ্রিকা

এ শব্দগুলি আপনাদের বারবার ব্যবহার করতে হবে না, কিন্তু এছাড়া আরও কিছু শব্দ আছে, সেগুলির অর্থ আর প্রয়োগ জেনে নিলে আপনাদের লেখা বা বলার ভাষা সুন্দর হয়ে উঠবে। সেগুলি হল -

দুরাশা, বাণী, নৃত্যদোদুল, পুলক, চন্দ্র, মুখদর্শন, জন্মগ্রহণ, ষষ্টিসহস্র, সনাতন, ক্ষৌর করা, সৃজন

এই কথাগুলির অর্থ আর একবার দেখে নিন। এগুলি দিয়ে বাক্য রচনা করুন।

ii) দুটো কথার দিকে আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

একটা হল 'ষষ্টিসহস্র'-র ষষ্ঠী

আর একটা হল 'ষষ্ঠীর দিনে'-র ষষ্ঠী।

এ দুটোর বানান আলাদা, উচ্চারণও। কাজেই দুটোর অর্থ আলাদাই হওয়া উচিত।
এ দুটোর কী মানে? হয়তো প্রথমটার মানে আগেই শিখে নিয়েছেন ঃ 'ষাট' সংখ্যা।
দ্বিতীয়টার মানে হল ছয় নম্বর তিথি, - প্রতিপদ, দ্বিতীয়া, তৃতীয়া, চতুর্থী, পঞ্চমী। ষষ্ঠী শব্দটির অন্য একটি অর্থও আছে - ষষ্ঠী এক দেবতার নাম।

দুটো শব্দকে যেন গুলিয়ে ফেলবেন না।

iii) আরও দুটো শব্দ পাই, তাদের বানান যদিও এক ঃ কোপ।
পঞ্চক বলছে, এখনও তোরা কোনো দিক থেকে কোনো পাঁচ-চোখওয়ালা কিংবা সাত-মাথাওয়ালার কোপে পড়িস নি?
প্রথম শোণপাংশু বলছে, যদি পড়ি তবে আমাদেরও লোহা আছে, তারও কোপ বড়ো কম নয়।
প্রথম 'কোপ' -এর মানে হল 'রাগ', 'ক্রোধ'। কোপে পড়া মানে এমন রাগের কারণ হওয়া যাতে ভয় দেখাতে বা ক্ষতি করতে পারে।
দুনম্বর 'কোপ' হল 'দা', তরোয়াল ইত্যাদির কোপ, অর্থাৎ কেটে ফেলার জন্য আঘাত করা।

iv) কয়েকটা প্রবাদ-প্রবচনও পাই আমরা এ লেখায় —
(অচলায়তনের) ভূতে পেয়েছে
ঘরে ঢুকতে না দেওয়া
মুখদর্শন পাপ
ছায়া না-মাড়ানো
মাটি করা
খোলসা করে লেখা

v) আর কতকগুলি প্রয়োগ আর শব্দকে আলাদা করে লক্ষ করুন।
ও কী রে, ওই রে, আচ্ছা, সর্বনাশ, ছি ছি।
এগুলিকে ব্যাকরণে বলে অব্যয়।

17.5 ভাষাবোধ

1. ছেদ চিহ্নের ব্যবহার

আপনারা নিশ্চয়ই দেখেছেন, বুঝেও নিয়েছেন যে, এটা নাটক হওয়ায় এর ভাষা মুখের কথার ভাষা, চলিত ভাষা। সাধু ভাষা নেই বললেই চলে, শুধুমাত্র একবার 'পশ্চাতে আসিয়া শোণপাংশুদের গান'ওই নির্দেশে আছে।

ছেদ চিহ্নের ব্যবহারে রবীন্দ্রনাথের একটা বিশেষ মত ছিল। তিনি প্রশ্নচিহ্ন (?) আর বিস্ময়চিহ্ন খুব বেশি ব্যবহার করতে চাইতেন না। তাই এখানেও দেখবেন অনেক জায়গায় বাক্যটা প্রশ্ন, কিন্তু প্রশ্নচিহ্ন নেই। যেমন —

তিনি মানুষটি কী রকম। তাঁর মধ্যে নতুন কিছু আছে।

2. সন্ধি সমাস, প্রত্যয়

সন্ধি

কয়েকটা শব্দ কীভাবে দুটো খন্ড জুড়ে তৈরি হয়েছে দেখিয়ে দিই—

দুরাশা = দুঃ + আশা
অচলায়তন = অচল + আয়তন
উপাধ্যায় = উপ + অধ্যায়
আর একটা বিদ্ঘুটে সন্ধি
আশ্চর্য = আ + চর্য

সমাস

সমাস হল দুটো বা একাধিক আলাদা পদ জুড়ে একটা কথা হয়ে যাওয়া। এ পাঠে আমরা কয়েকটা উদাহরণ পাই —

দিকপানে = দিকের পানে
অচলায়তন = অচল যে আয়তন
দাদাঠাকুর = দাদা যিনি, ঠাকুরও তিনি
নৃত্যদোদুল = নৃত্যের দ্বারা দোদুল
খেসারিডাল = খেসারি নামের ডাল
মুখদর্শন = মুখকে দর্শন
পুণ্যফল = পুণ্যদ্বারা লব্ধ ফল
তামা-পিতল = তামা ও পিতল
যষ্টিসহস্র = যষ্টিপরিমাণ সহস্র
মাথামুড়ানো = মাথাকে মুড়ানো
বজ্রবিদারণ = বজ্র দ্বারা বিদারণ
সর্বনাশ = সর্বকে নাশ
মদমত্ত = মদের দ্বারা মত্ত
(এই 'মদ' মানে কিন্তু পানীয় নয়, এ হল উত্তেজনা।)
চোখকান = চোখ ও কান

প্রত্যয়

প্রত্যয় হল এমন কতকগুলি টুকরো যেগুলি আস্ত শব্দ নয়। সেগুলি জুড়লে একটা শব্দ থেকে আরেকটা শব্দ পাই। যেমন

তৈরি শব্দ	মূল অংশ + প্রত্যয়
চন্ডক	চন্ড + ক
পঞ্চক	পঞ্চ + ক
দর্শন	দৃশ্ + অন
জ্ঞান	জ্ঞা + অন
পাঁচ-চোখওয়ালা	পাঁচ - চোখ + ওয়ালা
জিজ্ঞাসা	জ্ঞা + সন্
সৃজন	সৃজ্ + অন

এইভাবে শব্দ বদলানো যায় —

নিষেধ	→	নিষিদ্ধ
ভূত	→	ভৌতিক
চাষ	→	চাষি
উপবাস	→	উপবাসী
কাজ	→	কেজো
স্পষ্ট	→	স্পষ্টতা
মূর্খ	→	মূর্খতা, মূর্খামি
পাগল	→	পাগলামি, পাগলাটে

3. উপসর্গ

শব্দের শেষে যেমন প্রত্যয় জোড়ে, শব্দের গোড়ায় তেমনই জোড়ে উপসর্গ। তার কয়েকটা উদাহরণ দেখুন —

প্রাপ্ত শব্দ	উপসর্গ + অন্যশব্দ বা অংশ
দুরাশা	দুঃ + আশা
সন্ধান	সম্ + ধান
অক্ষর	অ + ক্ষর
আনন্দ	আ + নন্দ
নিষেধ	নি + ষেধ
উপবাস	উপ + বাস
বিশ্রী	বি + শ্রী

4. বাক্যের ধরন

বাক্যের ধরনকে দু'দিক থেকে দেখানো যায় - গঠনের দিক থেকে আর বলার ভঙ্গির দিক থেকে।

গঠনের দিক থেকে সরল, যৌগিক, জটিল - মূলত এই তিন ধরনের বাক্য পাই।

সরল ঃ এদের তালে আমার পা দুটোও নেচে উঠছে।

যৌগিকঃ লোহা গলাতে পারি কিন্তু সব দিন নয়।

জটিল ঃ এদের মতো চোখকান বুজে যদি আমাদের বসে বসে ভাবতে হত তাহলে তো আমরা পাগল হয়ে যেতুম।

যৌগিক আর জটিল বাক্য নিয়ে একটু সমস্যা হতে পারে। দুক্ষেত্রেই একের বেশি বাক্য জুড়ে দেওয়া হচ্ছে। তাহলে তফাতটা কোথায়।

তফাত হল, যৌগিকে 'এবং' 'আর' 'কিন্তু' 'হয়- - - না হয়' - এসব দিয়ে বাক্য জোড়ে, আর জটিলে 'যদি তাহলে, 'যদি — তবে' এই সব দিয়ে বাক্য জোড়ে।

যৌগিকে দুটো বাক্য যেন আলগাভাবে লেগে থাকে, আর জটিলে একটা বাক্য আর একটা বাক্যের শর্ত হয়ে দাঁড়ায়।

জটিল বাক্যের আরও দু একটা ধরন আছে।

বলার ভঙ্গি অনুযায়ী বাক্যের ধরন ঃ

এরও উদাহরণ আগে দিয়েছি। এখানে আরও কয়েকটা উদাহরণ দিই —

হ্যাঁ-বাক্য ঃ আমরা তো হলুম দাদাঠাকুরের দল।
না-বাক্য ঃ এ পর্যন্ত আমরা তো কোনো গুরুকে মানিনি।
প্রশ্নবাক্য ঃ খেসারিডালেরও চাষ করিস বুঝি।
বিস্ময়বাক্য ঃ আবার! মানে! তোর আস্পর্ধা তো কম নয় সব কথাতেই মানে!

17.6 রচনা শিক্ষা

আপনারা ছোঁওয়াছুঁয়ি মন্ত্রতন্ত্র' পড়ে নিয়েছেন। এ থেকে এই বিষয়গুলি সম্বন্ধে দশ বারো লাইনে একটা অনুচ্ছেদ লিখুন –

ক) ছোট কাজ, বড় কাজ
খ) উঁচু জাত, নীচু জাত
গ) কোন্ জ্ঞান কাজে লাগে
ঘ) গুরু যা বলবেন তাই কি মেনে নেব?

17.7 আপনি যা শিখলেন

এবার একটা হিসেব করা যাক আপনি কী কী শিখলেন।

i) শিখলেন কী ভাবে কথাবার্তার মধ্য দিয়ে নাটক তৈরি করতে হয়। এটা অভিনয় করার চেষ্টা করুন আপনাদের বন্ধুবান্ধবদের নিয়ে। গানের সুর পাবেন - 'স্বরবিতান' বলে বইতে। অনেকেই জানে এ গানগুলি।

ii) শিখলেন, অন্ধ কুসংস্কার আর অযৌক্তিক (যুক্তিহীন) বিশ্বাস কীভাবে আমাদের মনকে বিষিয়ে রেখেছে। সেই অন্ধ মিথ্যা কুসংস্কার আর অন্যায় বিশ্বাসগুলি হল —

ক) উঁচু কাজ, নীচু কাজ আছে
খ) উঁচু জাত, নীচু জাত আছে
গ) বইপত্র ছাড়া আর জ্ঞানের কথা কোথাও জানা যায় না
ঘ) গুরু যা বলবেন বিনা প্রতিবাদে সব মেনে নিতে হবে

এই সব কুসংস্কার আর অন্ধবিশ্বাস যাতে দূর হয়, এই জন্যই আমাদের কাজ করতে হবে।

iii) শিখলেন, কীভাবে কথাবার্তা হাসি-তামাশার মধ্য দিয়ে ভালো ও জ্ঞানের কথা বলা যায়। তার জন্য বক্তৃতা বা ঝগড়াঝাঁটির দরকার হয় না।

iv) শিখলেন, কিছু শব্দ, প্রবাদপ্রবচন, বাক্যের ধরন, শব্দ নির্মাণ, শব্দান্তর।

17.8 i) নাট্যকার - পরিচিতি

আপনারা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের (১৮৬১-১৯৪১) অচলায়তন' (১৯১১) নাটক থেকে নেওয়া পড়লেন। আমরা এই দৃশ্যটির নাম দিয়েছি 'ছোঁওয়াছুয়ি মন্ত্রতন্ত্র'।

রবীন্দ্রনাথ আমাদের দেশের সবচেয়ে বড় কবি, লেখক ও মনীষী। তাঁর কবিতা, গান, ছোটগল্প, উপন্যাস, নাটক, প্রবন্ধ - সবই সংখ্যায় অনেক, এবং পৃথিবীর সাহিত্যে সে - সবের তুলনা খুব কম মেলে। সেই সঙ্গে তিনি ছিলেন গায়ক, অভিনেতা, চিত্রশিল্পী, শিক্ষক, শিক্ষাবিদ্, দক্ষ প্রশাসক - কী জমিদারি পরিচালনায় কী বিশ্বভারতীর পরিচালনায়। এমন প্রতিভা সারা পৃথিবীতে নেই বললেই হয়।

রবীন্দ্রনাথ ভাবতেন, পুরানো সব কিছু ভালো নয়, নতুন সব কিছু খারাপ নয়। পুরানো যা, তাকে বুদ্ধি দিয়ে বিচার করে গ্রহণ করতে হবে। পূর্বপুরুষেরা বলে গেছেন, তাই অন্ধভাবে সব মেনে নেব, এটা

ঠিক নয়। মানুষের সভ্যতা আগের জ্ঞানকে প্রশ্ন করতে করতে এগিয়েছে। একসময় বলা হত পৃথিবীটা চ্যাপ্টা, আর সূর্য পৃথিবীর চারিদিকে ঘোরে। এখন মানুষ জানে যে, পৃথিবীটা কমলালেবুর মতো গোল, আর পৃথিবী সূর্যের চারদিকে ঘোরে। আগের কথা মেনে নিলে কি মানুষ এই ঠিক ধারণায় পৌঁছোত?

এসব গল্পকথা যে একেবারে ভুল তা বিজ্ঞান প্রমাণ করে দিয়েছে।

ii) **সমধর্মী রচনা বা রচনাংশ**

রবীন্দ্রনাথের 'গীতাঞ্জলি'-র গানটা পড়ুন, যার শুরু এইরকম ঃ

হে মোর দুর্ভাগা দেশ, যাদের করেছ অপমান,
অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান।
মানুষের অধিকারে
বঞ্চিত করেছ যারে,
সম্মুখে দাঁড়ায়ে রেখে তবু কোলে দাও নাই স্থান,
অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান।।

আর একটা গান পড়ুন, যার শুরু হয়েছে –

ভজন-পূজন-সাধন আরাধনা সমস্ত থাক পড়ে।
এর কয়েকটা পঙ্‌ক্তি (লাইন) কী সুন্দর
তিনি গেছেন যেথায় মাটি ভেঙে করছে চাষা চাষ,
পাথর ভেঙে কাটছে যেথায় পথ, খাটছে বারো মাস।
রৌদ্রেজলে আছেন সবার সাথে,
ধুলা তাঁহার লেগেছে দুই হাতে,
তাঁরি মতন শুচি বসন ছাড়ি, আয়রে, ধুলার 'পরে'।।

পড়ুন 'চণ্ডালিকা' নাটক ও নৃত্যনাট্য। পড়ুন 'পুনশ্চ' বইয়ের 'শুচি' কবিতা। এসব ছাড়া আপনাদের পাঠ্যতালিকায় 'ওরা কাজ করে' কবিতাটি তো আছেই।

17.9 সমগ্র পাঠ্য বিষয়ভিত্তিক প্রশ্ন

1) পঞ্চক কে? শোণপাংশুরা কারা?
2) পঞ্চক শোণপাংশুদের ছুঁতে চায়নি কেন?
3) শোণপাংশুরা কী ধরনের কাজ করে, কী ধরনের চিন্তা করে?
4) পঞ্চক নাট্যাংশের প্রথমে যেরকম ছিল শেষেও কি সেইরকম আছে?
5) আপনার কি মনে হয় শোণপাংশুরা 'নীচু' কাজ করে বলে, মন্ত্র জানে না, পুঁথিপত্র পড়ে না বলে তারা 'নীচু' জাতের মানুষ? একটু বুঝিয়ে লিখুন।
6) পড়ে হাসি পায় এরকম দুটি অংশ তুলে দিন। কেন হাসি পায় বলুন।
7) নাটকের এ অংশটা পড়ে কি আপনার ভালো লাগে? কেন ভালো লাগে?

17.10 সম্ভাব্য উত্তর (পাঠগত প্রশ্ন)

1.1 1) পঞ্চক

2) পঞ্চককে

1.2 3) (i) দাদাঠাকুরের দল (ii) চণ্ডক

1.3 4) (i) আনন্দে (ii) মুখদর্শন (iii) নিরেট

1.4 5) (i) ষষ্ঠীর দিনে যদি মঙ্গলবার পড়ে, তবেই স্নান করার পর (ii) তিনি সকলের চেয়ে বেশি করে পুঁথির খবর রাখেন।

1.5 6) খেসারি ডালের চাষ।

18

বাক্য গঠন

18.1 ভূমিকা

ভাষার ক্ষেত্রে শব্দ যেমন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, বাক্যের গুরুত্বও তেমনি কম নয়। প্রকৃতপক্ষে আমরা কেবল কতগুলো শব্দ বলি না, শব্দগুলিকে পরস্পরের সঙ্গে সম্বন্ধ অনুযায়ী একটি কাঠামোর মধ্যে বসিয়ে বাক্য গঠন করে বলি। বাক্যের প্রধান দুটি অংশকে (উদ্দেশ্য ও বিধেয়) বুঝে নিতে হবে, পরস্পরের সম্বন্ধ স্থির করে নিতে হবে। শব্দগুলো বাক্যে কোন্‌টার পর কোন্‌টা বসবে -- সেটা জানতে হবে। এবং প্রতি বাক্যের ইঙ্গিত অনুযায়ী যতি চিহ্ন ঠিক করতে হবে।

এর জন্য কারক বিভক্তি, উদ্দেশ্য বিধেয়, শব্দক্রম এবং যতি চিহ্ন নিয়ে আলোচনা হবে এই পাঠে।

18.2 উদ্দেশ্য

এই পাঠটি পড়লে আপনারা পারবেন

- কারক ও বিভক্তি দেখাতে ও ব্যবহার করতে
- বাক্যের উদ্দেশ্য বিধেয় অনুযায়ী বাক্যকে ঠিক করে লিখতে
- বাক্যে শব্দক্রম ঠিক রাখতে
- বাক্যে ছেদচিহ্ন ব্যবহার করতে।

18.3 কারক বিভক্তি অনুসর্গ

কারক

ক্রিয়ার সঙ্গে যার অন্বয় আছে তাই কারক।

ভূগোলের মাস্টারমশাই ছড়িতে ম্যাপ দেখাচ্ছেন। ——

এই বাক্যে কে দেখাচ্ছেন? ---- উত্তর 'মাস্টার মশাই'। 'দেখাচ্ছেন' ক্রিয়াটির পরিচালক মাস্টারমশাই। ক্রিয়ার যে পরিচালক তাকে কর্তৃকারক বলে, সংক্ষেপে 'কর্তা'।

কী দেখাচ্ছেন? — ম্যাপ।

ক্রিয়ার ফল যার উপরে গিয়ে পড়ে তাই কর্মকারক। এখানে 'ম্যাপ' কর্মকারক, সংক্ষেপে 'কর্ম'।

ম্যাপ দেখানোর ব্যাপারে তাঁর সহায়ক কী? — 'ছড়ি'।

এই ছড়ি হচ্ছে করণ কারক।

ক্রিয়া সম্পাদনার ব্যাপারে যা সহায় তাকে করণ কারক বা সংক্ষেপে 'করণ' বলে।

কোথায় দেখাচ্ছেন? — ক্লাসে, অধিকরণ কারক।

ক্রিয়া যেখানে অনুষ্ঠিত হয় তা অধিকরণ কারক, সংক্ষেপে 'অধিকরণ'।

18.4 বিভক্তি ও অনুসর্গ

লক্ষ করুন 'ক্লাস' পদের সঙ্গে 'এ' আছে, 'ছড়ি' শব্দের সঙ্গে 'তে' আছে। এই 'এ' ও 'তে' হল বিভক্তির চিহ্ন। বিভক্তি কারককে ক্রিয়ার সঙ্গে অন্বিতকরে। সব জায়গায় যে বিভক্তিটি চোখে দেখা যায় তা নয়। যেমন, এখানে 'মাস্টার মশাই' এই কর্তৃকারকে কোন বিভক্তি চিহ্ন নেই। বিভক্তি চোখে না দেখা

গেলে আমরা তাকে শূন্যবিভক্তি বলি। এখানে যদি 'ছাত্রকে ম্যাপ দেখাচ্ছেন' বলা হত, তাহলে 'ছাত্র' কর্মকারক বলে গণ্য হত এবং তার সঙ্গে 'কে' কর্মের বিভক্তি হিসেবে গণ্য হত।

তাহলে কর্মকারকে 'কে' বিভক্তি হতে পারে, আবার শূন্যবিভক্তিও হতে পারে। 'সম্প্রদান' এর আলাদা রূপ এখন স্বীকার করা হয় না, কর্ম কারকেই তার কাজ চলে বলে। তাই ভিখারিকে অন্ন দাও -- এই বাক্যের 'ভিখারিকে' কর্মকারকে 'কে' বিভক্তি বলতে হবে।

আর একটি কারক আছে তার নাম অপাদান। যা থেকে কেউ বা কিছু ভ্রষ্ট, উৎপন্ন, বিরত হয় তাকে অপাদান কারক বলে। সংক্ষেপে 'অপাদান' বলে।

জলে বাষ্প ওঠে। তর্কে বিরত থেকো। এ মেঘে জল হবে না।

এই সব বাক্যকে আমরা এভাবেও লিখতে পারি ——

জল থেকে বাষ্প ওঠে।

ভয় থেকে বিরত থাকো।

এ মেঘ থেকে বৃষ্টি হবে না।

কারক বাচক চিহ্নগুলি সাধু ভাষায় লেখা হলে আমরা বলতাম —

জল হইতে বাষ্প ওঠে।

ভয় হইতে বিরত থাকো।

এই মেঘ হইতে বৃষ্টি হইবে না।

এই 'থেকে', 'হইতে' 'এ' বিভক্তির কাজ করছে। এই রকম বিভক্তিসূচক চিহ্ন কে অনুসর্গ বলে।

আমরা একেবারে আলোচনার গোড়ায় যে বাক্য আছে তাতে চলে যাই। ক্লাসে মাস্টারমশাই ছড়িতে ম্যাপ দেখাচ্ছেন। এখানে ক্লাসে না বলে যদি বলতাম ক্লাসের মধ্যে তাহলে এই 'মধ্যে' পদটিকে অনুসর্গ বলা হত। এটি অধিকরণ কারকের অনুসর্গ। এই রকম 'ছড়িতে' না বলে যদি বলতাম ছড়ির দ্বারা বা ছড়ি দিয়ে, তাহলে ওই 'দ্বারা' বা 'দিয়ে' কে আমরা অনুসর্গ বলতাম। কারণ কারকের বিভক্তি বোঝাতে 'দ্বারা', 'দিয়া' বা 'দিয়ে' ব্যবহৃত হয়। কখনও কখনও 'কর্তৃক'-ও ব্যবহৃত হয়।

বিভক্তি একটি এক অক্ষর বা দুই অক্ষরের চিহ্ন মাত্র, কিন্তু অনুসর্গ একটি পুরো শব্দ। এই শব্দটি বিভক্তির কাজ করে।

বিভিন্ন কারকের বিভক্তি ও অনুসর্গ

কর্তৃকারকের বিভক্তি (লোকে বলে) আছে, কিন্তু অনুসর্গ নেই।

কর্মকারকে বিভক্তি আছে (রামকে ডাকে), অনুসর্গ নেই।

করণ কারকের বিভক্তি এ, তে (এ পেনসিলে লেখা যাবে না, এ ছুরিতে কাটা যাবে না)।

করণ কারকের অনুসর্গ - দ্বারা, দিয়া, দিয়ে

অপাদান কারকের বিভক্তি 'এ' বা 'তে' বা 'য়' (জলে বাষ্প ওঠে, তর্কে বিরত থাকো, ঠান্ডায় চাও ভাই)

পাদান কারকের অনুসর্গ - হইতে, থেকে। যেমন বন থেকে বেরুল টিয়ে সোনার মুকুট মাথায় দিয়ে।

অধিকরণ কারকের বিভক্তি এ, তে, য় (ঘরে লোক নেই, ঘরেতে ভ্রমর এল গুনগুনিয়ে, জামায় দাগ নেই)

পাঠগত প্রশ্ন -1.1

১. কোন্‌টি কী কারক লিখুন

(ক)	শম্ভুকে ডাকো।	( )
(খ)	বিপুল বাজারে গেছে।	( )
(গ)	সে সেতার বাজাচ্ছে।	( )
(ঘ)	জলে মাছ আছে।	( )
(ঙ)	আংটিটা রুপো দিয়ে তৈরি।	( )
(চ)	শব্দটা দ্বিতীয় লাইন থেকে খুঁজে নিন।	( )

18.5 উদ্দেশ্য ও বিধেয়

করিম কাল চিড়িয়াখানায় গিয়েছিল । 'কাল চিড়িয়াখানায় গিয়েছিল' অংশটি 'করিম' সম্বন্ধে বলা হয়েছে। যার সম্বন্ধে কিছু বলা হয় তাকে উদ্দেশ্য বলা হয়, আর উদ্দেশ্য সম্বন্ধে যা বলা হয় তাকে বিধেয় বলা হয়। এখানে মূল বাক্যটি হল 'করিম গিয়েছিল'।

করিম কোথায় গিয়েছিল ?-'চিড়িয়াখানায়'

কবে গিয়েছিল ? 'কাল'

'চিড়িয়াখানায়' এবং 'কাল' এই দুটি পদের সঙ্গে ক্রিয়াপদ সম্পর্ক।

'করিম'-এর আগে যদি রহিমের ভাই যুক্ত করি, তবে আর এই অংশটির সঙ্গে ক্রিয়াপদের কোনো সম্পর্ক থাকে না, উদ্দেশ্যপদ 'করিমের' সঙ্গেই তা সম্পর্কিত হবে। 'উদ্দেশ্য' অংশের আগে যা যুক্ত হয় তা 'উদ্দেশ্য'-এর অংশ। তাই 'রহিমের ভাই' অংশটি 'করিম'এর বিশেষণ বিধেয়ের সঙ্গে সম্পর্কিত পদগুলির সঙ্গে ক্রিয়াপদের একটা যোগ থাকবে।

বিশু জল খাবে। জল শব্দটি ক্রিয়ার সঙ্গে সম্পর্কিত। কিন্তু যদি বলি বিশু গরম জল খাবে। তাহলে গরম শব্দটির সঙ্গে জল-এরই সম্বন্ধ। এখানে 'গরম' হল, 'জল'-এর বিশেষণ। এই বিশেষণ বিধেয়-র অংশ ।

18.6 বাক্যে শব্দক্রম

বাংলা বাক্যে কোন্ শব্দের পর কোন্ শব্দ বসবে তার একটি সাধারণ নিয়ম আছে। নিয়মটি জানা না থাকলে বাক্যের ত্রুটি ঘটে যাবে। তুমি ঘন্টার মধ্যে চব্বিশ উত্তর চিঠির দেবে। — এমন বাক্য লিখলে কে বুঝবে ? লিখতে হবে — তুমি চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে চিঠির উত্তর দেবে।

অবশ্য বাক্যে শব্দ বসাবার প্রতিটি নিয়মেরই কিছু ব্যতিক্রম আছে। সে সব জানার আগে জেনে নেওয়া দরকার নিয়মগুলো কী কী।

এক, মূল উদ্দেশ্য অংশ আগে, মূল বিধেয় অংশ পরে বসবে ঃ পাখি বসে আছে।

দুই, উদ্দেশ্যের প্রসারণ উদ্দেশ্যের সঙ্গে, বিধেয়ের প্রসারণ বিধেয়ের সঙ্গে বসবে ঃ

দুটি হলুদ রঙের ছোটো পাখি বসে আছে নিম গাছটার ডালে।

উদ্দেশ্যের প্রসারণ   বিধেয়ের প্রসারণ

উদ্দেশ্যের বিশেষণ তিনটি তাদের স্থান বদল করতে পারে ঃ

দুটি ছোটো হলুদ রঙের পাখি বা হলুদ রঙের ছোটো দুটি পাখি অর্থাৎ উদ্দেশ্য 'পাখির' আগেই প্রসারণ তিনটি বসবে।

বিধেয়ের প্রসারণ সমাপিকা ক্রিয়ার আগেও বসতে পারে ঃ

নিমগাছটার ডালে বসে আছে ।

বিধেয়ের সম্প্রসারণ অংশ উদ্দেশ্যের সম্প্রসারণ অংশের আগেও বসতে পারে—নিমগাছটার ডালে দুটি হলুদ রঙের পাখি বসে আছে। --- কিংবা পুরো বিধেয় অংশটাই বিশেষ প্রয়োজনে লেখক উদ্দেশ্যের আগে বসাতে পারেন –

নিমগাছটার ডালে বসে আছে দুটি হলুদরঙের ছোটো পাখি।

তিন, মূল বিধেয় সমাপিকা ক্রিয়া, বাক্যের শেষে বসবে। -- আমরা কাল শহরে যাব।
--- বিশেষ ক্ষেত্রে সমাপিকা ক্রিয়া এগিয়ে আসতে পারে। -- আমরা কাল যাব শহরে।

চার, বাক্যের কর্তা অনুযায়ী সমাপিকা ক্রিয়া বসবে। — তুমি কাল যেও। আমি আজ যাই।
— একাধিক কর্তার মধ্যে 'আমি' 'আমরা' থাকলে সমাপিকা ক্রিয়া আমি আমরা অনুযায়ী হবে।
মৃদুল, তুমি, আমি সবাই যাব

পাঁচ, সংযোজক দ্বারা যুক্ত পদে বিভক্তির চিহ্ন দিতে হবে
ভায়ের ও মায়ের স্নেহ। ভয়ে ও বিস্ময়ে হতবাক।

ছয়, বিশেষ্যের বিশেষণ বিশেষ্যের কাছিকাছি থাকবে
বুদ্ধিমান ছেলেটি এবার অনেকটা এগিয়ে গেল। -- 'বুদ্ধিমান' কে দূরে সরানো যাবে না।

সাত, একাধিক শব্দের ক্রিয়া বিশেষণকে টুকরো করে বসানো যাবে না।
তারা থাকে শহর থেকে অনেক দূরে (তারা শহর থেকে থাকে অনেক দূরে - হবে না)

আট, সম্বন্ধযুক্ত পদ পর পর থাকবে - একটি গাছের ডাল ঝুলে পড়েছে। (একটি গাছের ঝুলে পড়েছে ডাল - হবে না)

18.7 সমগ্র পাঠভিত্তিক প্রশ্ন

i. উদ্দেশ্য অংশ আলাদা করে দেখান

ক) আমাদের শ্রদ্ধেয় কবি গীতাঞ্জলির জন্য নোবেল পুরস্কার লাভ করেন।
খ) সেদিন সারা দেশ আনন্দে মেতে উঠেছিল।
গ) সারা বিশ্বে ভারতকে সম্মানের আসনে প্রতিষ্ঠিত করলেন রবীন্দ্রনাথ।

উদ্দেশ্য অংশ

ক) ....
খ) ....
গ) ....

ii. বিধেয় অংশ বেছে নিয়ে দেখান

ক) ভারত তখন ইংরেজের অধীনে ছিল।
খ) এ দেশ তারা দখল করে ১৭৫৭ সালে।
গ) বড়ো দুর্দশায় পড়ে দেশ।

বিধেয় অংশ

ক) ....

খ) ....

গ) ....

iii. **দুতিন শব্দের একটি উদ্দেশ্য অংশ যোগ করুন**

ক) .... ইংরেজদের সঙ্গে যুদ্ধ করেন।

খ) .... বিশ্বাসঘাতক মীরজাফরের সঙ্গে চক্রান্ত করেন।

iv. **একাধিক শব্দের একটি বিধেয় অংশ যোগ করুন**

ক) ব্রিটিশ শাসক..............

খ) রাণি লক্ষ্মীবাঈ, সূর্য সেন, বীরসা মুন্ডা প্রভৃতি দেশপ্রেমিকগণ.................।

v. **চিহ্নিত শব্দে বিভক্তি / অনুসর্গ যোগ করে বাক্যগুলো লিখুন**

(ক) মেঘ কোল রোদ উঠেছে (খ) তুমি শ্যামল কী বলেছ?

(গ) সেকালে কাঁচা মাটি ইট বাড়ি তৈরি হত। (ঘ) বন বাঘ থাকে।

vi. **বন্ধনীর নির্দেশ অনুযায়ী লিখুন**

(ক) .... বলেছি। (কর্তৃ ও কর্ম কারক বসান)

(খ) মা .... বাতাস করছে। (করণ কারক বসান)

(গ) তোমার জন্য .... বসে আছি। (অপাদান কারক বসান)

vii. এক দুই বন্ধু দিন গিয়েছিল বেড়াতে বনে। (শব্দগুলো ঠিকমতো সাজান)

আপনি যা শিখলেন

- বাক্যে কারক ও বিভক্তির গুরুত্ব
- বাক্যে উদ্দেশ্য ও বিধেয়-এর পরিচয়
- বাক্যে শব্দক্রম-এর নিয়মকানুন ঠিক রাখতে
- বাক্যেগঠনের কৌশল।

বাক্য রচনা

18.8 ভূমিকা

বাংলা বাক্যগুলোক দুরকম ভাগে ভাগ করা যায়। বাক্যের গঠনগত রূপ নিয়ে একটি ভাগ। বাক্যের অর্থজ্ঞাপক রূপ নিয়ে আর একটি ভাগ। প্রত্যেক ভাগেই আছে নানা রকমের বাক্য। এগুলো ভালো করে রপ্ত করা চাই, কেননা আমাদের যেমন বিভিন্ন গঠনের বাক্য ব্যবহার করতে হয়, তেমনি বিভিন্ন অর্থের বাক্যও ব্যবহার করতে হয়।

এই পাঠে বাক্যের বিভিন্ন বৈচিত্র্য নিয়ে আলোচনা হবে।

18.9 উদ্দেশ্য

এই পাঠটি পড়লে আপনারা পারবেন

- বাক্যের গঠনগত বৈশিষ্ট্যগুলো চিহ্নিত করতে
- বিভিন্ন গঠনের বাক্য লিখতে
- বাক্যের অর্থগত বৈচিত্র্য দেখাতে
- বিভিন্ন অর্থের বাক্য লিখতে ।

বাক্যের গঠনগত বিভাগ

i. সরলবাক্য

যে বাক্যে একটি উদ্দেশ্য ও একটি সমাপিকা ক্রিয়া থাকে, তাকে সরল বাক্য বলে।

ক) 'কে ওখানে দাঁড়িয়ে আছ?'

খ) 'আজ্ঞে আমি।' (ক্রিয়াপদটি উহ্য)

গ) এখানে এসো। (উদ্দেশ্য উহ্য)

ঘ) 'বিপুল বিচিত্র এই ভারত সবরকম মানুষকে ভালবাসে।'

ii. জটিল বাক্য

দুই বা বেশি বাক্য মিলে একটি বাক্য, যার একটি প্রধান বাক্য, অন্যগুলো প্রধান বাক্যের অঙ্গ — এরকম বাক্য হল জটিল বাক্য। বাক্যগুলো সংযোজক দিয়ে জুড়ে দেওয়া হয়।

ক) আমি জানি যে তুমি আসবে। প্রধান বাক্য — 'আমি জানি', অঙ্গ বাক্য — 'তুমি আসবে', সংযোজক 'যে'।

আমি জানি (প্রধান) তুমি আসবে (অঙ্গ)। (সংযোজক 'যে' উহ্য)

খ) যে বিড়ালটি ওখানে বসে আছে (অঙ্গ) সেটি কাল মাছ নিয়ে পালিয়েছিল (প্রধান)।

গ) তুমি তো জান (প্রধান) যে কলমটি আমার কাছে আছে (অঙ্গ) সেটি আমার বন্ধু দিয়েছে (অঙ্গ)।

iii. **যৌগিক বাক্য**

দুই বা তার বেশি সরল বাক্য যুক্ত হয়ে একটি বাক্য গঠিত, বাক্যগুলো সংযোজক দিয়ে জোড়া — এরকম বাক্য যৌগিক বাক্য।

ক) সে বিনয়ী এবং সে সৎ। (দুটোই প্রধান বাক্য। সংযোজক -- এবং)

খ) এই পাখি উড়তে পারে আর কথা বলতে পারে। (দ্বিতীয় প্রধান বাক্যে উদ্দেশ্য উহ্য। সংযোজক -- আর)

গ) সে এল, হাসতে লাগল, কিছু বলল না। (২য় ও ৩য় প্রধান বাক্যে উদ্দেশ্য উহ্য। কমা সংযোজকের কাজ করছে)

iv. **অর্থ ঠিক রেখে বাক্যের গঠনগত পরিবর্তন**

ক) নির্মেঘ আকাশেও বৃষ্টি হচ্ছে। (সরল)	ক) আকাশে নির্মেঘ তবু বৃষ্টি হচ্ছে। (যৌগিক)
খ) কখন সে আসবে জানো? (জটিল)	খ) তার আসার সময়টা জানো? (সরল)
গ) যদি ভালোবাসো তবে ভালোবাসা পাবে। (জটিল)	গ) ভালোবাসলে ভালোবাসা পাবে। (সরল)
ঘ) টাকা ফেরৎ দাও নতুবা ছাড়ব না। (যৌগিক)	ঘ) টাকা ফেরৎ না দিলে ছাড়ব না। (সরল)
ঙ) সকালে এলে দেখা হবে। (সরল)	ঙ) যদি সকালে আস তাহলে দেখা হবে। (জটিল)

v. **মিশ্র বাক্য**

সরল ও জটিল, যৌগিক ও জটিল, কিম্বা জটিল ও জটিল বাক্য যুক্ত হয়ে মিশ্র বাক্য সৃষ্টি করে। উদাহরণ - তুমি গিয়ে তাকে বলবে যে সে যেন আসে আর তার ভাইকে সঙ্গে নিয়ে আসে। (জটিল + যৌগিক)

পাঠগত প্রশ্ন -1.2

i. **সরল / যৌগিক / জটিল – কোন্‌টি কী ধরনের বাক্য পাশে লিখুন**

ক) প্রকৃতির রাজ্যে নিয়ম ভঙ্গ হয় না। (   )

খ) টাকা যদি হাতে না পাই তবে জিনিস পাবে না। (   )

গ) তিনি ভালো এবং তাঁর বন্ধুটিও ভালো। (   )

ঘ) দেখতে পাচ্ছেন না যে সবাই হাজির। (   )

ঙ) বাইরে ঠান্ডা কিন্তু ভিতরে গরম। (   )

ii. **নির্দেশ অনুসারে করুন**

ক) চটপট উত্তর দিলে ছুটি পাবে। (জটিল বাক্যে লিখুন) ক) ....

খ) অপু দৌড়ে গেল এবং রেলগাড়ি দেখল। (সরল বাক্য করুন) খ) ....

গ) যদিও তিনি রোগা ছিলেন তবু রোগী ছিলেন না। (যৌগিক বাক্য করুন) গ)..........................

ঘ) আমার বন্ধুর .... (সরল বাক্য করুন)

ঙ) সূর্য থাকবে। আমরা আলো পাব। .... (সংযোজক দিয়ে জটিল বাক্য করুন)

চ) আমার এক বন্ধু আছে। তার এক বন্ধু আছে। .... (সংযোজক দিয়ে যৌগিক বাক্য করুন)

বাক্যের অর্থগত বিভাগ

অর্থ অনুসারে (১) নির্দেশক, (২) প্রশ্নবোধক, (৩) অনুজ্ঞাবাচক, (৪) ইচ্ছা সূচক, (৫) সংশয় বোধক, (৬) কার্য-কারণ বোধক, (৭) আবেগ সূচক প্রভৃতি বাক্যে ভাগ করা যায়।

i. নির্দেশক (হাঁ বাচক ও না বাচক)

এই রকম বাক্যে কোনও ভাব, বিষয়, ঘটনাকে স্বীকার করে নেওয়া হয়,কিংবা অস্বীকার করা হয়। এই বাক্যের যতি চিহ্ন দাঁড়ি (।)

সে দিল্লি গেল। আজ ট্রেনে উঠবে। কাল পৌঁছাবে। (অস্ত্যর্থক)

সে এ মাসে ফিরবে না। বন্ধুরা কেউ নেই। (নাস্ত্যর্থক)

ii. প্রশ্নবোধক

এই রকম বাক্যে কোনও কিছু জি জ্ঞাসা করা বোঝায়। এই বাক্যের যতি চিহ্ন (?)।

কোথায় চললে? মেলায় যাবে না? (প্রশ্নবোধক)

iii. অনুজ্ঞাবাচক

এ রকম বাক্যে উপদেশ, আদেশ, অনুরোধ, প্রার্থনা ইত্যাদি বোঝায়। এই বাক্যে যতি চিহ্ন বসে দাঁড়ি।

মন দিয়ে শোন্। (আদেশ) দয়া করে চুপ করুন। (অনুরোধ)

ভালো হয়ে থেকো। (উপদেশ) আমায় দয়া করুন। (প্রার্থনা)

iv. ইচ্ছাসূচক

এইরকম বাক্যে কোনও ইচ্ছা প্রকাশ করা হয়। এই বাক্যে যতি চিহ্ন বসে দাঁড়ি।

তুমি যেন পাশ করতে পার। সকলের মঙ্গল হোক। (ইচ্ছা)

v. সংশয়বোধক

এইরকম বাক্যে কোনও সংশয় বা সন্দেহ প্রকাশ করা হয়। যতি চিহ্ন ? বা দাঁড়ি।

তুমি বুঝি তার কথা জান না ? আমি বোধ হয় বলিনি। (সন্দেহ)

vi. কার্যকারণাত্মক

এইরকম বাক্যে একটি ঘটনার উপর আর একটি ঘটনা নির্ভর করা বুঝায়। এর যতি চিহ্ন দাঁড়ি।

মন দিয়ে পড়লে পারবে। পরিশ্রম করলে সফল হবে।

vii. আবেগসূচক

এই রকম বাক্যে দুঃখ, আনন্দ, বিস্ময়, ক্রোধ, ঘৃণা ইত্যাদি প্রকাশ পায়। এই বাক্যের যতি চিহ্ন (!)

আরে! বাবু যে! (বিস্ময়) কী যে কষ্টে আছে সে! (দুঃখ)

বাঃ! বেশ লাগছে! (আনন্দ)। ছি! এমন খারাপ কাজ করলি! (ঘৃণা)

বাক্যের অর্থগত পরিবর্তন

i.	আমি চুপ করে থাকলাম। (অস্ত্যর্থক)	ঃ	আমি কোন কথা বললাম না (নাস্ত্যর্থক)।
ii.	নদী এখানে গভীর নয় । (নাস্ত্যর্থক)	ঃ	নদী এখানে অল্প গভীর (অস্ত্যর্থক)
iii.	আমি বাড়িতেই থাকি। (নির্দেশক)	ঃ	আমি কি বাড়িতে থাকি না? (প্রশ্ন)
iv.	কাজটি কি ভালো করলে ? (প্রশ্ন)	ঃ	কাজটা ভালো করলে না। (নির্দেশক)
v.	ভয় করতে নেই। (অস্ত্যর্থক)	ঃ	ভয় করবো না (অনুজ্ঞা)
vi.	বাঃ কী সুন্দর গ্রাম ! (আবেগ)	ঃ	গ্রামটি বড়ই সুন্দর। (অস্ত্যর্থক)
vii.	আমটা বড়ই টক। (নির্দেশক)	ঃ	আমটা কী টক! (আবেগ)
viii.	হাতের লেখা ভালো করতে হলে বার বার লিখতে হবে।(কার্য কারণ)	ঃ	বারবার লেখার ফলে বলে হাতের লেখা ভালো হয়। (নির্দেশক)

পাঠগত প্রশ্ন

i. উদাহরণ দিন

ক) একটি অস্ত্যর্থক বাক্য

খ) একটি কার্যকারণ বোধক বাক্য

গ) একটি আদেশবাচক বাক্য

ঘ) একটি বিস্ময়সূচক বাক্য

ii. পরিবর্তন করুন

ক) অপু সেখান থেকে উঠল না। (অস্ত্যর্থক নির্দেশ বাক্যে)

খ) নীল রঙের আকাশটা অনেক দূরে। (বিস্ময় সূচক বাক্যে)

গ) সবাই কি আর সব কাজ পারে ? (নির্দেশক বাক্যে)

ঘ) পরিশ্রম দ্বারা সাফল্য আসে। (কার্যকারণাত্মক বাক্যে)

ঙ) একি বিশ্রী কাণ্ড। (নির্দেশক বাক্যে)

18.10 আপনি যা শিখলেন

- কী কী ভাবে বাক্য গঠিত হয় তার রীতিনীতি
- সরল, জটিল এবং যৌগিক - এই তিন ধরনের বাক্যগঠন প্রক্রিয়া।
- নির্দেশক, আবেগ, আদেশ, প্রশ্ন, অনুজ্ঞা, কার্যকারণ প্রভৃতি বিভিন্ন অর্থগত বাক্যের গঠন।
- বাক্যের বিভিন্ন রূপান্তর প্রক্রিয়া।

18.11 সমগ্র পাঠভিত্তিক প্রশ্ন

i. কোন্‌টি সরল, কোন্‌টি জটিল, কোন্‌টি যৌগিক বাক্য পাশের বন্ধনীতে লিখে দেখান

ক) গরম চা আছে। ( )

খ) যদি খান তো বলুন। ( )

গ) চা দাও আর একটি কচুরি দাও। ( )

ঘ) দাদা বসে আছেন। ( )

ঙ) যদি তাড়া দাও তবে ভালো হবে না। ( )

গ) চা দাও আর একটি কচুরি দাও। ( )
ঘ) দাদা বসে আছেন। ( )
ঙ) যদি তাড়া দাও তবে ভালো হবে না। ( )
চ) আমি খেতে পারি কিন্তু পয়সা পাবে না। ( )

ii. **অর্থগতভাবে কোনটি কী ধরনের বাক্য দেখান**

ক) মাছটি ভাসছে। ( )
খ) সাবাশ! দারুণ খেলেছ ! ( )
গ) আবার আসিস। ( )
ঘ) আবার এসেছিস ? ( )
ঙ) আবার এলি কেন ? ( )

iii. **নির্দেশ অনুযায়ী পরিবর্তন করুন**

ক) যাবে আর আসবে। (সরল বাক্যে)
খ) তুমি গিয়েই তাকে আসতে বলবে (জটিল বাক্যে)
গ) আমি গেলেও তোমার সঙ্গে যাব না। (যৌগিক বাক্যে)
ঘ) যদি বারণ কর তবে আর আসব না। (সরল বাক্যে)

iv. **নির্দেশ অনুযায়ী পরিবর্তন করুন**

ক) উঃ নদীতে কী ভয়ানক স্রোত ! (নির্দেশসূচক বাক্যে)
খ) টাকায় সব হয় না। (প্রশ্নবোধক বাক্যে)
গ) সূর্যের তাপে জল গরম হয়। (কার্য কারণাত্মক বাক্যে)
ঘ) আমি তোমার দীর্ঘজীবন কামনা করি। (প্রার্থনাসূচক বাক্যে)
ঙ) সাঁতার না জানলেই ভয়। (প্রশ্নসূচক বাক্যে)

19

ওরা কাজ করে

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

19.1 ভূমিকা

'ওরা কাজ করে' কবিতাটি বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা। কবি তাঁর নিজের অনুভব উপলব্ধির কথা এই গীতি কবিতায় প্রকাশ করেছেন।

১৯৪১ সালের ১৩ই ফেব্রুয়ারি (বাংলা ১ ফাল্গুন,১৩৪৭) শান্তিনিকেতনে সকালবেলায় কবিতাটি লেখা হয়েছিল।পরে আরোগ্য কাব্যগ্রন্থে এটি মুদ্রিত হয়।

দীর্ঘ রোগভোগের পর কবি আরোগ্য লাভ করেছেন, রোগশয্যা ছেড়ে খোলা জানালার সামনে চেয়ারে বসে তিনি কখনো নীল আকাশ দেখছেন, কখনো রাঙামাটির রাস্তায় দেখছেন অজস্র কর্মব্যস্ত মানুষের চলাফেরা। কবি অনুভব করলেন -- এইসব নামহারা, পরিচয়হীন, খেটে খাওয়া সাধারণ মানুষ সারাজীবন সংসারের নানা ক্ষেত্রে কাজ করে আমাদের জীবনের ধারাকে বহমান রেখেছে। এরাই পৃথিবীর সব প্রয়োজন মেটায়, সভ্যতা-সংস্কৃতির ভিত রচনা করে, তাকে রক্ষা করে। এদের কাজ গঠনমূলক।

এই সাধারণ কর্মী-মানুষের বিপরীত মেরুতে আছে ইতিহাস বইয়ে-পড়া দিগ্‌বিজয়ী রাজা-সেনাপতি-যোদ্ধার দল, যাদের কাজ ধ্বংসাত্মক, এরা যুদ্ধ করে, সাম্রাজ্যবিস্তার করে, লুন্ঠন-পীড়ন-শাসন ক'রে সর্বত্র অধিকার প্রতিষ্ঠা করে। এই যুদ্ধ ও সন্ত্রাসে মানুষের জীবন ও সম্পদ নষ্ট হয়, তাতে সমাজের কোনো কল্যাণ হয় না। ক্ষমতাশালী রাজাদের রাজত্বকালও একটা বিশেষ যুগেই সীমাবদ্ধ। যেমন, এক রাজশক্তির প্রতিষ্ঠা হয়, আবার তার দুর্বলতার সুযোগে নতুন আর এক রাজবংশ তাকে হটিয়ে দিয়ে নতুন সাম্রাজ্য গড়ে। সাম্রাজ্যবাদী শক্তির কোনো স্থায়িত্ব নেই।"

কবি রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রৌঢ়বয়সের অভিজ্ঞতা থেকে বুঝেছেন চাষি, জেলে, তাঁতি, কামার-কুমোর, মাঝি মাল্লা,মুটে মজুর কারখানার শ্রমিক-- অর্থাৎ 'ওরা' চিরকাল বংশ পরম্পরা - ক্রমে কাজ করে চলেছে, ওরাই প্রকৃতপক্ষে মানবসমাজের হাল ধরেছে। এদের কাজের ধারা কখনও থেমে থাকে না, চিরকাল বয়ে চলে। তাই এই কবিতাটির মূল ভাব হল --

> শত শত সাম্রাজ্যের ভগ্নশেষ পরে
> ওরা কাজ করে।।

19.2 উদ্দেশ্য

- এই কবিতাটি পড়লে আপনি--
- ভারতের ইতিহাসের ধারায় আক্রমণকারী, ক্ষমতালোভী শাসক- শ্রেণীকে চিহ্নিত করতে পারবেন। এদের বিপরীতে যে খেটে-খাওয়া সাধারণ মানুষের দল-- তাদেরও চিনিয়ে দিতে পারবেন।
- রাজাদের আমরা কল্পনার চোখে দেখি, অন্যদিকে শ্রমজীবী মানুষ পরিচিত বাস্তব জগতের লোক -- এই পার্থক্য বোঝাতে পারবেন।

- প্রথম দলের কাজ ধ্বংসাত্মক, দ্বিতীয় দলের কাজ সৃষ্টিমূলক -- এই দুয়ের মধ্যে কোন্‌টি কার্যকর ও কল্যাণসাধক তা দেখাতে পারবেন।
- বিচার করতে পারবেন যে, কাদের কাজ স্থান-কালের মধ্যে সীমাবদ্ধ, তাই ক্ষণস্থায়ী; আর কাদের কাজের ধারা সবসময়, নিরন্তর বয়ে চলেছে -- তাই চিরস্থায়ী।
- কবিতাটিতে ভারতের কয়েকটি অংশের প্রাচীন নাম ও আধুনিক নাম ব্যবহার করার কারণ নির্ণয় করতে পারবেন।
- এই সত্য আবিষ্কার করে দেখাতে পারবেন যে, খেটে-খাওয়া মানুষের অব্যাহত কাজের যে ধারা তার মধ্যে রয়েছে বেঁচে থাকার লক্ষণ, তার প্রাণের স্পন্দন।
- কবিতাটির ভাষা ও ছন্দের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা প্রকাশ করতে পারবেন।

19.3 মূলপাঠ

ওরা কাজ করে

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

1. অলস সময়ধারা বেয়ে
মন চলে শূন্যপানে চেয়ে
সে মহাশূন্যের পথে ছায়া-আঁকা ছবি পড়ে চোখে।
কতকাল দলে দলে গেছে কত লোকে
সুদীর্ঘ অতীতে
জয়োদ্ধত প্রবল গতিতে।

এসেছে সাম্রাজ্যলোভী পাঠানের দল,
এসেছে মোগল;
বিজয় রথের চাকা
উড়ায়েছে ধূলিজাল, উড়িয়াছে বিজয় পতাকা।

শূন্যপথে চাই
আজ তার কোনো চিহ্ন নাই।

নির্মল সে নীলিমায় প্রভাতে ও সন্ধ্যায় রাঙালো
যুগে যুগে সূর্যোদয়-সূর্যাস্তের আলো।

1.ওরা - এখানে সাধারণ খেটে-খাওয়া মানুষ।
কাজ - কর্ম, ক্রিয়া।
(এখানে মূলত রচনা ও সৃষ্টিকর্মকে, গঠনমূলক কাজকে বোঝানো হয়েছে। ধ্বংস বা বিনাশের কাজ নয়)।
অলস- কুড়ে, ঢিমে, ঢিলে। (এখানে 'সময়ধারা'-র বিশেষণ)
সময়ধারা- সময়ের স্রোত, কালপ্রবাহ।
শূন্যপানে- আকাশ বা মহাশূন্যের দিকে।
মহাশূন্যের পথে - অনন্তকালের যাত্রা পথে।
ছায়া-আঁকা ছবি—অস্পষ্ট, ঝাপসা ছবি; সিল্যুয়েট বা ছায়াচিত্র।
কতকাল—(ভারতের ইতিহাসের) সুদূর অতীত থেকে বর্তমান পর্যন্ত।
দলে... লোকে—নানাদেশের, নানা জাতিধর্মের ভিন্ন ভিন্ন গোষ্ঠীর লোক।
জয়োদ্ধত- জয়ের ফলে উদ্ধত। অর্থাৎ শক্তিমত্ত, অহংকারী বিজয়ী দল। (করণ তৎপুরুষ)
প্রবল গতিতে -- প্রচণ্ড বেগে।
সাম্রাজ্যলোভী—পরের রাজ্য গ্রাস করার(গিলে ফেলার) লোভ যাদের, আগ্রাসী আক্রমণকারী যুদ্ধবাজ গোষ্ঠী।
পাঠানের দল - ভারত-আক্রমণকারী বিদেশি দল। বহু বছর যারা ভারত শাসন করেছে।
এসেছে মোঘল-আর এক বিদেশি সাম্রাজ্যবাদী গোষ্ঠী; দিল্লির সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত থেকে ৩৩০ বছর রাজত্ব করেছিল।
বিজয়রথ- বিজয়ী শক্তি যে রথে এসেছে।
ধূলিজাল—ধুলোর মেঘ।
বিজয় পতাকা-- জয়নিশান, জয়কেতন।

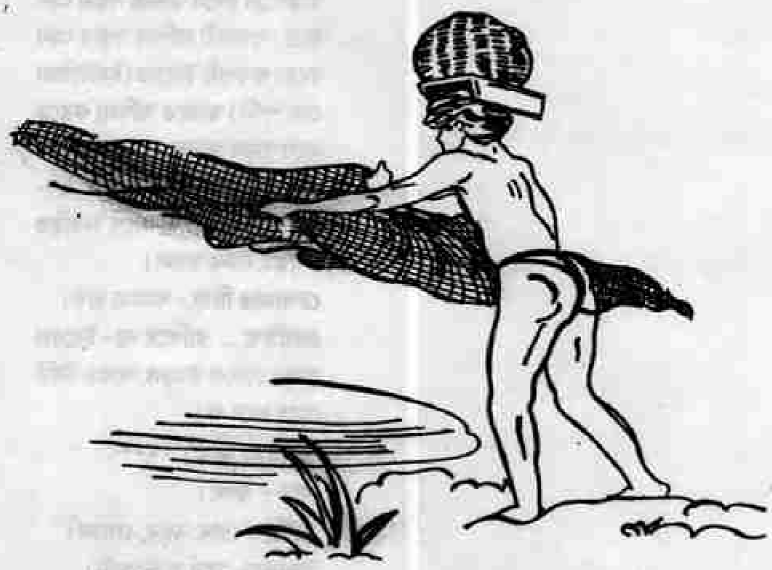

চিহ্ন- দাগ, রেখা, লক্ষণ, স্মারক।
নির্মল সে নীলিমায় -পরিষ্কার নীল আকাশে
যুগে যুগে .... আলো – বিভিন্ন সময়ে, এক একটি বিজয়ী রাজশক্তির উত্থান (উদয়) ও পতন (অস্ত)।

2. আরবার সেই শূন্যতলে
আসিয়াছে দলে দলে
লৌহ বাঁধা পথে
অনল নিশ্বাসি রথে
প্রবল ইংরেজ;
বিকীর্ণ করেছে তার তেজ।
জানি তারও পথ দিয়ে বয়ে যাবে কাল,
কোথায় ভাসায়ে দেবে সাম্রাজ্যের দেশ- বেড়া জাল।
জানি তার পণ্যবাহী সেনা
জ্যোতিষ্ক লোকের পথে রেখামাত্র চিহ্ন রাখিবে না।।

2. আরবার (কাব্যিক)- আরেকবার (গদ্য)।
লৌহবাঁধা পথ– লোহা দিয়ে যে পথ বাঁধানো হয়েছে; রেললাইন।
অনল নিশ্বাসি রথ- যে রথ বা গাড়ি আগুনের মতো (গরম) নিশ্বাস ছাড়ে, বাষ্পীয় শকট, স্টিম ইঞ্জিন। (উপপদ তৎপুরুষ)।
বিকীর্ণ- বিচ্ছুরিত, বিক্ষিপ্ত, ছড়িয়ে দেওয়া।
তেজ- ১) শক্তি, পরাক্রম, পৌরুষ ২) আলো, দীপ্তি, জ্যোতি ৩) প্রখরতা, উত্তাপ।
পথ দিয়ে বয়ে যাবে কাল- সময় সেই পথেও বয়ে যাবে; ইংরেজদেরও দিন বা সময় ফুরোবে।
দেশ-বেড়া জাল-দেশকে ঘিরে রেখেছে এমন জাল। এখানে কবি বুঝিয়েছেন ইংরেজ শাসনের শৃঙ্খল সমস্ত ভারতবর্ষকে ঘিরে রেখেছে, বেঁধে রেখেছে।

পণ্য- কেনাবেচার মাল, সওদা, পশরা।
পণ্যবাহী- পণ্য বহন করে যে;

3. মাটির পৃথিবী-পানে আঁখি মেলি যবে
দেখি সেথা কলকল রবে
বিপুল জনতা চলে
নানা পথে নানা দলে দলে
যুগ যুগান্তর হতে মানুষের নিত্য- প্রয়োজনে
জীবন মরণে।
ওরা চিরকাল
টানে দাঁড়, ধরে থাকে হাল;
ওরা মাঠে মাঠে
বীজ বোনে, পাকা ধান কাটে—
ওরা কাজ করে
নগরে প্রান্তরে

পণ্যবাহী সেনা- যে সৈন্যবাহিনী অস্ত্রশস্ত্রের বদলে বাণিজ্য সম্ভার বহন করে। ব্যবসায়ী বাণিজ্য সম্ভার বহন করে। ব্যবসায়ী ইংরেজ (ইস্টইন্ডিয়া কোম্পানি) ভারতে বাণিজ্য করতে এসে শাসন ক্ষমতা দখল করেছিল।

জ্যোতিষ্কলোক - উজ্জ্বল গ্রহ-নক্ষত্রের জগৎ। আকাশে অবস্থিত চিরন্তন নক্ষত্র মন্ডল।

রেখামাত্র চিহ্ন - সামান্য দাগ।

জোতিষ্ক ... রাখিবে না– ইংরেজ শাসন কোনো উজ্জ্বল, শাশ্বত কীর্তি রেখে যাবে না।

3.পানে- দিকে।

যবে - যখন।

আঁখি - চোখ, নয়ন, লোচন।

কলকল- মধুর তরলধ্বনি।

কলকল রবে- কলশব্দে।

বিপুল জনতা চলে- বিশাল জনস্রোত চলেছে, ভিড় করে লোক চলেছে।

নানাপথে - বিভিন্ন দিকে; ভিন্ন ভিন্ন জীবিকায়। (অধিকরণ তৎপুরুষ সমাস)।

নানা দলে দলে – বিভিন্ন গোষ্ঠীতে ভাগ হয়ে। পৃথিবীর নানা অঞ্চলে ভিন্ন ভিন্ন কাজে ব্যস্ত আছে বিভিন্ন পেশার সাধারণ কর্মী মানুষেরা।

যুগযুগান্তর - পর পর বহু যুগ, অপরিমিত কাল, দীর্ঘকাল, (দ্বন্দ্ব সমাস)।

মানুষের নিত্যপ্রয়োজনে - সাধারণ লোকের রোজকার দরকারে; প্রাত্যহিক প্রয়োজনে।

জীবনে মরণে– শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত।

দাঁড়- বৈঠা, ক্ষেপণী।

হাল - ১) কর্ণ, কান্ডার (যে স্থির বৈঠা দিয়ে নৌকার গতি নিয়ন্ত্রণ করা হয়)।
২)—লাঙ্গল, হল; ৩)—অবস্থা, দশা;

হালধরা– বাগধারায় অর্থ দাঁড়ায় পরিচালনার দায়িত্ব নেওয়া।

নগরে প্রান্তরে —শহরে ও মাঠে-ময়দানে অর্থাৎ সর্বত্র।

4 রাজছত্র ভেঙে পড়ে; রণডঙ্কা শব্দ নাহি তোলে
জয়স্তম্ভ মূঢ় সম অর্থ তার ভোলে;

রক্তমাখা অস্ত্র হাতে যত রক্ত-আঁখি
শিশুপাঠ্য কাহিনীতে থাকে মুখ ঢাকি।

5 ওরা কাজ করে
দেশে দেশান্তরে,
অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গের সমুদ্র-নদীর ঘাটে ঘাটে,
পঞ্জাবে বোম্বাই গুজরাটে।
গুরু গুরু গর্জন- গুণগুণ স্বর—
দিনরাত্রে গাঁথা পড়ি দিনযাত্রা করিছে মুখর।
দুঃখ-সুখ দিবসরজনী
মন্দ্রিত করিয়া তোলে জীবনের মহামন্ত্রধ্বনি।
শত শত সাম্রাজ্যের ভগ্নশেষ-'পরে
ওরা কাজ করে।।

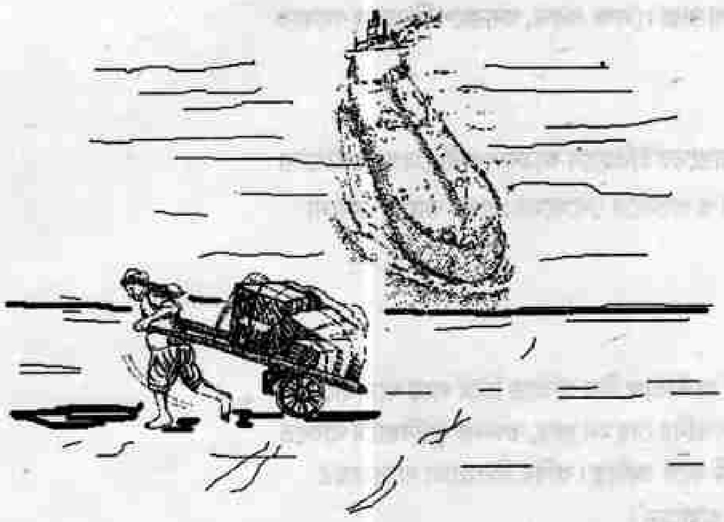

4. রাজছত্র- রাজার মাথার ছাতা; আসলে, রাজশক্তির প্রতীক বা চিহ্ন।
ভেঙে - বিনষ্ট হয়ে;(রাজশক্তির) ক্ষয় বা পতন হয়ে।
রণডঙ্কা- যুদ্ধের দামামা;যুদ্ধ বাদ্য।
শব্দ নাহি তোলে— নীরব হয়।
জয়স্তম্ভ- জয় স্বরূপ নির্মিত মিনার বা থাম।
মূঢ় - ১) নির্বোধ ২) অবোধ, অজ্ঞান ৩) অবিবেচক।
মূঢ় সম অর্থ তার ভোলে – বোকার মতো নিজের ইতিহাসও ভুলে যায়।
রক্ত মাখা অস্ত্র হাতে- রক্তাক্ত অস্ত্র হাতে নিষ্ঠুর যোদ্ধার দল।
রক্ত-আঁখি-লাল চোখ; ক্রুদ্ধ কুপিত দৃষ্টি যার।
5.দেশ দেশান্তরে— নিজের দেশ ও অন্যদেশে
অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গ-প্রাচীন বিহার বাংলা ও উড়িষ্যার নাম।
অঙ্গ বঙ্গ......গুজরাটে —ভারতের পূর্ব থেকে পশ্চিমপ্রান্তে- অথাৎ সর্বত্র।
গুরু গুরু- গম্ভীর ধ্বনি।
গুণগুণ- মৃদু গুঞ্জন, কর্মের সংগীত।
দিনরাত্রে....মুখর— কর্মী মানুষের কাজের ছন্দ বা ধারা প্রাত্যহিক জীবনের সঙ্গে মিশে গেছে। এই কাজই জীবনকে সচল, সরব রেখেছে।
মন্দ্রিত- ধ্বনিত, রণিত। (মন্দ্র-গম্ভীর)।
মন্ত্র- স্তোত্র, শ্লোক-- পূজা বা উপাসনায় উচ্চারিত।
মন্দ্রিত করিয়া..... ধ্বনি-- শ্রমজীবী মানুষের কাজের ছন্দ-ই মানবজীবনের প্রাণস্পন্দনের মতো ধ্বনিত হয়।
ভগ্নশেষ—ভগ্নস্তূপ, ধ্বংসাবশেষ।
পরে-উপরে (কবিতায় ব্যবহৃত)।

19.4 প্রাথমিক বোধবিচার

কবিতাটি বারবার স্পষ্ট উচ্চারণ করে পড়ুন, পারলে মুখস্থ করে নিন। কবিতার পাশে শব্দার্থগুলি দেখে নিন। এবার নিজের মতো করে কবিতার ভাবটি বোঝবার চেষ্টা করুন। নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দেবার চেষ্টা করুন

i) 'ওরা' কারা?

ii) 'ওরা' কী করে? কেন?

iii) আরেকদল মানুষের কথা বলা হয়েছে, তারা কারা?

iv) এই কবিতায় ভারতের ইতিহাসের যেসব আক্রমণকারী শাসকদের কথা বলা হয়েছে তাদের নামগুলি কী কী?

v) কবি মহাশূন্যে কাদের ছবি পর পর দেখেছেন?

vi) মাটির পৃথিবীতে কাদের দেখেছেন?

vii) ভারতের কোন্ কোন্ অঞ্চলের নাম আপনারা পেলেন?

viii) এই কবিতার দু-দল মানুষের মধ্যে কারা চিরকাল বেঁচে থাকে?

19.5 আলোচনা

1. গদ্যরূপ

অলস সময় ধারা বেয়ে মন শূন্যের দিকে বয়ে চলে। সে মহাশূন্যের পথে ছায়া-আঁকা ছবি চোখে পড়ে। কতকাল দলে দলে সুদীর্ঘ অতীতে জয়োদ্ধত প্রবল গতিতে কত লোকে গেছে।

সাম্রাজ্যলোভী পাঠানের দল এবং মোগল এসেছে। বিজয়রথের চাকা ধূলিজাল উড়িয়েছে এবং বিজয়পতাকা উড়েছে। শূন্যপথে আজ তার কোনো চিহ্ন নেই। নির্মল সে নীলিমায় প্রভাতে ও সন্ধ্যায় যুগে যুগে সূর্যোদয়- সূর্যাস্তের আলো রাঙা। (লক্ষ করুন, গদ্যরূপে ক্রিয়াপদ বাক্যের শেষে বসবে।)

2. মূল বক্তব্য

কবি কল্পনার আকাশে ভারতের ইতিহাসে আক্রমণকারী মোগল পাঠানের উদয় এবং অস্ত, প্রতিষ্ঠা ও পতনকে দেখেছেন। এখন তাদের কোনো চিহ্ন নেই।

19.5.1 বিশ্লেষণ ও মন্তব্য

- অলস সময়ধারা – সময়ের স্রোত যা অত্যন্ত ধীর গতিতে টিমে লয়ে বয়ে যাচ্ছে। সদ্য রোগশয্যা থেকে উঠেছেন বলে কবির দেহ মন ক্লান্ত, তখনও পূর্ণবিশ্রামে থাকতে হচ্ছে। কর্মহীন কবির সময় কুড়েমি করে কাটছে। কবির দিনগুলো বা সময়ের স্রোতকে তাই অলস বা মন্থরগতি বলেছেন।

- ছায়া আঁকা ছবি পড়ে চোখে – কবি যেন কল্পনা দৃষ্টিতে দেখলেন, মহাশূন্যের পথ দিয়ে একের পর এক পাঠান- মোগল- ইংরেজরা চলে যাচ্ছে, কিন্তু তাদের স্পষ্ট চেহারা বোঝা যাচ্ছে না।

- পাঠানরা প্রধানত পশ্চিম পাঞ্জাব থেকে শুরু করে উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, বালুচিস্তান আফগানিস্তান থেকে ভারতে এসেছিল। সুলতান মামুদ, মহম্মদ ঘোরি প্রভৃতি যোদ্ধারা সবাই ছিলেন জাতিতে পাঠান। এদের ভাষা পশতু, ধর্ম ইসলাম। ভারতে একাদশ থেকে ষোড়শ শতক পর্যন্ত পাঠানরা রাজত্ব করেছে।

- মোগল তুর্কিস্তানের প্রাচীন অধিবাসী বা মোঙ্গল। চেঙ্গিজ খাঁ ও তৈমুর লঙ মোগল যোদ্ধা ছিলেন। এঁদের বংশধর বাবর ১৫২৬ খ্রিস্টাব্দে পাঠান শাসক ইব্রাহিম লোদিকে পানিপথের প্রথম যুদ্ধে পরাজিত করে ভারতে মোগল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন, সে সাম্রাজ্য প্রায় ৩৩০ বছর ধরে চলেছিল। মোগলদের ভাষা তুর্কি, ধর্ম ইসলাম।

- বিজয় রথের চাকা ....বিজয় পতাকা— যুদ্ধ বা আক্রমণের সময় রথের চাকার ধুলোয় যেমন আকাশ ঢেকে যায়, তেমনি সাধারণ মানুষের জীবনও সেইসময় অনিশ্চিত ও ঝাপসা; ভবিষ্যৎও অন্ধকারাচ্ছন্ন। যদিও বিজয়পতাকা উড়িয়ে বিজয়ীরা অধিকার প্রতিষ্ঠা করে।

- শূন্যপথে..........চিহ্ন নাই— মহাকাশের দিকে তাকিয়ে কবি ওইসব যুদ্ধোন্মত্ত সাম্রাজ্যবাদীদের কোনো চিহ্নই দেখতে পাননি।

- নির্মল সে নীলিমায়..........সূর্যাস্তের আলো – সকাল সন্ধ্যায় পুব ও পশ্চিম আকাশ লাল হয়ে ওঠা একটা নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। বহুযুগ পর পর, কোনো একটি বিজয়ী জাতির উত্থান ও পতনের সময় মহাকালের আকাশও যেন রক্তিম হয়ে ওঠে। কিন্তু তা চিরন্তন শাশ্বত নয়।

পাঠগত প্রশ্ন - 1.1

প্রথম স্তবক

i) 'সময়-ধারা'র-বিশেষণ কোন্ শব্দটি?

ii) পাঠের সাহায্য নিয়ে শূন্যস্থানে শব্দটি বসান :———
প্রবলগতিতে

iii) ছায়া-আঁকা ছবির অর্থ লিখুন।

iv) কোন্ দুটি আক্রমণকারী জাতির কথা বলা হয়েছে?

v) এদের কোন্ শব্দে বিশেষিতকরা হয়েছে?

অথবা

এদের কোন্ বিশেষণ দেওয়া হয়েছে?

vi) সূর্যোদয়- সূর্যাস্তের প্রসঙ্গ এনে কবি কী বোঝাতে চেয়েছেন?

vii) শূন্যস্থানে সঠিক শব্দ বসান—
উড়ায়েছে ----------------, উড়িয়াছে বিজয়-পতাকা।

19.5.2 দ্বিতীয় স্তবক – আরবার.............চিহ্ন রাখিবেন না।

গদ্যরূপ - প্রথম অনুচ্ছেদের মতো বাক্যের শেষে ক্রিয়াপদ বসিয়ে গদ্যরূপ করতে হবে। আরেকবার সেই শূন্যতলে লৌহবাঁধা পথে অনলনিশ্বাসি রথে প্রবল ইংরেজ দলে দলে এসেছে (এবং) তার তেজ ..কীর্ণ করেছে। জানি তারও পথ দিয়ে কাল বয়ে যাবে, সাম্রাজ্যের দেশবেড়া জাল কোথায় ভাসিয়ে দেবে। জানি তার (ইংরেজ) পণ্যবাহী সেনা জ্যোতিষ্কলোকের পথে রেখামাত্র চিহ্ন রাখবে না।

বক্তব্য

মোগল পাঠানের মতো, সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজও ভারত অধিকার করেছে। তার শক্তি ও কেবল অস্ত্রশস্ত্রের নয়, যন্ত্রের শক্তিতে সে শক্তিমান। তবুও কবি জানেন যে, সময়ের স্রোত তাদেরও ভাসিয়ে দেবে। তারাও কোনো উজ্জ্বল কীর্তি রেখে যাবে না।

বিশ্লেষণ ও মন্তব্য

আসিয়াছে দলে দলে প্রবল ইংরেজ– সপ্তদশ শতকে সম্রাট জাহাঙ্গিরের রাজত্বকালে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ভারতে বাণিজ্য করবার অনুমতি পায়। তারপর, বিভিন্ন ব্যবসা সূত্রে বহু ইংরেজ বিভিন্ন সময়ে এদেশে এসেছে। যান্ত্রিক শক্তির সাহায্যে তারা অত্যন্ত ক্ষমতাবান।

লৌহবাঁধা পথে অনল নিশ্বাসি রথে–বাস্পচালিত রেলগাড়ি আর লোহার রেললাইন পেতে অতি সহজে (দ্রুত) ইংরেজরা এসেছে। কথাটা আক্ষরিক অর্থে সত্য নয়। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি পলাশির যুদ্ধে বাংলার নবাব সিরাজদ্দৌলাকে পরাজিত করে যখন প্রথম ক্ষমতায় এল, সে সময় ভারতে রেলপথ তৈরি হয়নি, রেলগাড়িও আসেনি। ১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দে, লর্ড ডালহৌসির শাসনকালে ভারতে রেলপথ প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে সিপাহি-বিদ্রোহের সময়, এই রেলগাড়ির সহায়তায়, অতি দ্রুত সৈন্যবাহিনী পাঠিয়ে ইংরেজরা বিদ্রোহীদের সম্পূর্ণভাবে দমন করে। এর ফলে, ভারতে ব্রিটিশ শক্তি একেবারে অপ্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে ওঠে।

জানি তারও................দেশবেড়াজাল– তবু কবি অত্যন্ত প্রত্যয়ের সঙ্গে বলেছেন যে ইংরেজ সাম্রাজ্যের উপর দিয়ে সময়ের স্রোত তীব্র বেগে বয়ে যাবে, তখন তাদের শক্তি, দর্প সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।

জেলেরা যেমন বেড়াজাল ফেলে মাছের চলাফেরার পথ বন্ধ করে দেয়, সাম্রাজ্যবাদী, প্রবল শক্তিশালী ইংরেজও তেমনি পরাধীনতার শৃঙ্খলে ভারতবাসীকে বন্দি করে রেখেছে। কিন্তু বন্যার প্রবল বেগে যেমন নদী বা পুকুরের বেড়াজাল ভেসে যায়, তেমনি মহাকালের প্লাবনের স্রোতে ইংরেজের শাসনের বেড়াজালও ছিন্নভিন্ন হয়ে ভেসে যাবে। অর্থাৎ ইংরেজ সাম্রাজ্যও নিশ্চিহ্ন হবে।

জানি তার ....চিহ্ন রাখিবে না

শস্তা বিলিতি জিনিস দিয়ে ভারতের বাজার দখল করা-ই ছিল ইংরেজদের প্রাথমিক উদ্দেশ্য। সেজন্য, অস্ত্রের জোরে নয়, পণ্যের জোরেই তারা শক্তিশালী হয়েছিল। তাই ইংরেজদের বলা হয়েছে পণ্য বহনকারী সৈনিক দল। তবু, গ্রহ-তারা নক্ষত্রের অবিচল আলোর জগতে – অর্থাৎ কীর্তির আলোকিত জগতে প্রবল ইংরেজ শাসন সামান্য দাগও রেখে যাবে না।

পাঠগত প্রশ্ন (দ্বিতীয় স্তবক) 1.2

viii। শূন্যস্থানে সঠিক শব্দ বসান–

ক) ------------------------------রথে

খ) সাম্রাজ্যের --------------------।

ix। 'আরবার সেই শূন্যতলে' কারা দলে দলে এসেছে?

x। এই আগমনকারীরা কোন্ উদ্দেশ্য নিয়ে ভারতে এসেছিল?

xi। 'বেড়াজাল' কী? এখানে কিসের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে?

xii। 'পণ্যবাহী সেনা' কেন বলা হয়েছে?

19.5.3 তৃতীয় স্তবক (মাটির পৃথিবী ....কাজ করে)

গদ্যরূপ

মাটির পৃথিবীর দিকে যখন চোখ মেলি, (তখন) দেখি সেখানে বিপুল জনতা কলকলরবে নানাপথে নানা দলে দলে যুগ যুগান্তর থেকে জীবনে মরণে মানুষের নিত্য প্রয়োজনে চলে। ওরা চিরকাল দাঁড় টানে, হাল ধরে থাকে; ওরা পাকা ধান কাটে। ওরা নগরে প্রান্তরে কাজ করে।

বক্তব্য

কল্পনার জগৎ থেকে বাস্তবের ধুলোমাটির জগতে এলে দ্বিতীয় শ্রেণীর লোকদের চোখে পড়ে, যারা কর্মী, সাধারণ মানুষ। যারা সমাজ-সংসারের খাদ্য ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিসের জোগান দেয়। এককথায়— সংসারের হাল ধরে থাকে। পৃথিবীর সর্বত্র এই খেটে-খাওয়া সাধারণ মানুষই সভ্যতাকে গতিশীল রেখেছে।

বিশ্লেষণ ও মন্তব্য

মাটির পৃথিবী ....দলে দলে- কল্পনার আকাশ থেকে কবির দৃষ্টি এসে পড়েছে ধুলোমাটির বাস্তব পৃথিবীতে। শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের বাসস্থান 'উদয়নে'র পাশে লালমাটির রাস্তা ধরে কর্মব্যস্ত চাষি মজুররা কাজে চলেছে। সকাল বেলায় এদের দিকে তাকিয়ে কবি উপলব্ধি করলেন যে, রাজা বাদশারা নয়, এই খেটে খাওয়া সাধারণ মানুষগুলিই ভিন্ন ভিন্ন পেশার সব রকমের কাজ করে চলেছে। এদের কলধ্বনিতে (কলকল রবে) যেন সাড়া পাওয়া যায়।

সভ্যতার সূচনা থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত, যুগযুগান্তর ধরে শ্রমজীবী মানুষ 'ওরা' - - মানবসমাজের প্রাত্যহিক প্রয়োজন মেটানোর কাজ নিরবচ্ছিন্ন ভাবে করে যাচ্ছে, জন্মমৃত্যুকেও পরোয় করছে না। অন্যভাবে ভাবতে পারেন,— শিশুকে ভূমিষ্ঠ করানোর দিন থেকে মানুষের শেষ অবস্থায় শবদেহ সৎকারের দিন পর্যন্ত এই সাধারণ কর্মী মানুষই কাজ করে চলেছে।

ওরা চিরকাল..............থাকে হাল — মানব সভ্যতা যেন একটা নৌকা, হালের মাঝি নৌকাকে নিয়ন্ত্রণে রাখে, এগিয়ে নিয়ে যায়। কর্মী মানুষেরা এইভাবেই হাল ধরে, বৈঠা বেয়ে সভ্যতা - সংস্কৃতিকে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে নিয়ে চলেছে।

ওরা মাঠে........ধান কাটে— কর্মী মানুষেরা আবাদ করে সোনার ফসল ফলায়, পরিণত ফসল সংগ্রহ করে সমাজের সকলের ক্ষুধা নিবৃত্তি করে। খেটে- খাওয়া মানুষেরা জীবনের নানা ক্ষেত্রে অনলস পরিশ্রম করে সভ্যতা-সংস্কৃতির যে শস্য ফলায়, তা মানব সমাজের সবরকম প্রয়োজন মেটায়।

পাঠগত প্রশ্ন (তৃতীয় স্তবক)1.3

xiii) কী রকম পৃথিবী?

xiv) 'আঁখি' -র অন্তত দুটি প্রতিশব্দ দিন।

xv) বিপুল জনতা দলে দলে কোথায় চলে?

xvi) 'টানে দাঁড় ধরে থাকে হাল'— এর অর্থ বুঝিয়ে বলুন।

xvii) 'বীজ বোনা, পাকা ধান তোলা'-র কাজ কারা করে? কোথায় করে?

xviii) 'হাল'— শব্দটির দুটি ভিন্ন অর্থ আছে — কী কী?

19.5.4 চতুর্থ স্তবক

রাজছত্র ভেঙে পড়ে...........মুখ ঢাকি।

গদ্যরূপ - রাজছত্র ভেঙে পড়ে, রণডঙ্কা শব্দ তোলে না, জয়স্তম্ভ মূঢ়ের মতো তার অর্থ ভোলে। রক্তমাখা অস্ত্রহাতে যত রক্তচক্ষু (বীর), (তারা) শিশুপাঠ্য কাহিনীতে মুখ ঢেকে থাকে।

বক্তব্য রাজা রাজড়ার যুদ্ধজয়ের স্মৃতি ক্রমশ বিলীন হয়ে যায়, কেবল মাত্র শিশুদের পাঠ্য ইতিহাসের বইএ এদের কথা লেখা থাকে।

বিশ্লেষণ ও মন্তব্য

রাজছত্র ভেঙে পড়ে ....তার ভোলে— ছাতা যেমন জীর্ণ হলে ভেঙে যায়, তেমনি একসময়ে প্রবল ক্ষমতাবান রাজশক্তি ক্রমে হীনবল দুর্বল হয়ে একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।

রাজবংশের পতনের পর, তাদের যুদ্ধবিজয়ের স্মারক কীর্তিস্তম্ভও অর্থহীনভাবে দাঁড়িয়ে থাকে।

রক্তমাখা অস্ত্র হাতে..................থাকে মুখ ঢাকি – নিষ্ঠুর, নৃশংস, যুদ্ধোম্মাদ বীরদের মহিমা কেবল অবোধ, অপরিণত শিশু-কিশোরদের বিদ্যালয়-পাঠ্য ইতিহাসের বিষয় হয়। দেশের সামাজিক সাংস্কৃতিক ইতিহাসে এরা কোনো স্থায়ী প্রভাব ফেলে না।

পাঠগত প্রশ্ন (চতুর্থ স্তবক) 1.4

xix) 'রাজছত্র' শব্দটির অর্থ কী? এটি কীসের প্রতীক?

xx) 'রণডঙ্কা' কখন বাজানো হত?

xxi) 'জয়স্তম্ভ'কী ভুলে যায়?

xxii) 'রাজছত্র' ভেঙে পড়া বলতে কী বোঝায়?

(পঞ্চম স্তবক)

19.5.5 ওরা কাজ করে............... মহামন্ত্রধ্বনি

গদ্যরূপ– প্রথম বাক্যে ক্রিয়াপদ (কাজ করে) বাক্যের শেষে আসবে। গুরু গুরু গর্জন - গুণগুণ স্বর— দিনরাত্রে গাঁথা পড়ে দিনযাত্রাকে মুখর করছে। দুঃখ-সুখ দিবসরজনী (তে) জীবনের মহামন্ত্রধ্বনি মন্দ্রিত করে তোলে। শত শত সাম্রাজ্যের ভগ্নশেষের উপরে এরা কাজ করে।

বক্তব্য

খেটে-খাওয়া সাধারণ মানুষ দেশে-বিদেশে, সর্বত্র নিরন্তর কাজ করে চলেছে। এদের কাজের ছন্দ ই জীবনের প্রাণস্পন্দন স্বরূপ। এক একটি সাম্রাজ্যের ধ্বংসাবশেষের উপর এরাই নূতন সভ্যতা রচনা করে।

বিশ্লেষণ ও মন্তব্য

ওরা কাজ করে.............. গুজরাটে স্বদেশে- বিদেশে- পৃথিবীর সর্বত্র সাধারণ কর্মী কাজ করে চলেছে। ভারতের পূর্বাঞ্চল (অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গ) থেকে পশ্চিমাঞ্চলে (পাঞ্জাবে- বোম্বাই-গুজরাটে) অতীতকাল থেকে বর্তমানে নদী সমুদ্রের বন্দরে, প্রান্তরে সর্বত্র এরা আছে।

গুরুগুরু গর্জন গুণ্‌গুণ্ স্বর.............মুখর

কলকারখানায়, জাহাজের ডকে, চাষের জমিতে, কুমোর পাড়ায়, কামারশালায়, নদীর নৌকা-চালনায়, বাড়িঘর নির্মাণের কাজে, ভারবহনের কাজে— জীবনের যে-কোনো ক্ষেত্রে এইসব শ্রমজীবী মানুষ নিরন্তর কাজ করে চলেছে। এদের কর্মের সংগীত কোথাও উচ্চনাদে গর্জন- (যেমন, কলকারখানায়, জাহাজে) কোথাও লঘুস্বরে (গুণ্‌গুণ্ স্বর-- চাষের মাঠে, জাল ফেলে মাছ ধরা –ইত্যাদি কাজে) মানুষের প্রাত্যহিক জীবনে ধ্বনিত হচ্ছে। দিনরাত্রির প্রহর বিভাগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে ওরা পরিশ্রম করছে। মানব সমাজকে সচল, সবাক রেখেই এই নিরন্তর কাজের প্রবাহ।

দুঃখ সুখ দিবস রজনী............

রৌদ্রালোকিত উজ্জ্বল দিনগুলিকে সুখের এবং গভীর কালো রাত্রিকে দুঃখের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে।

জীবনের মহামন্ত্রধ্বনি —

মানুষের শরীরের হৃৎস্পন্দন তার বেঁচে থাকার প্রমাণ। মৃতদেহে স্পন্দন পাওয়া যায় না। খেটে-খাওয়া- মানুষের বিচিত্র কাজের যে শব্দ তাকেই সমাজের হৃৎস্পন্দন বলা যায়। গভীর এ কর্মের সংগীত যেন জীবনের দেবতার পূজার মন্ত্র। তাই একে 'মহামন্ত্রধ্বনি' বলা হয়েছে।

শত শত .... কাজ করে

সাম্রাজ্যলোভী রাজশক্তির উত্থান পতন আছে। বিজয়ী বীরের সাম্রাজ্যও এক দিন ধ্বংস হয় সেই ভগ্নস্তূপের উপর কর্মী মানুষেরা নতুন সমাজ নতুন জীবন গড়ে তোলে। রাজতন্ত্রের কাজ ধ্বংসাত্মক নেতিবাচক, অন্যদিকে শ্রমজীবী মানুষের কাজ ইতিবাচক সংগঠনমূলক। এরা ভাঙে না, গড়ে।

পাঠগত প্রশ্ন (পঞ্চম স্তবক)1.5

XXIII) আপনার পড়া পঞ্চম স্তবকের সাহায্য নিয়ে শূন্যস্থানে সঠিক শব্দ বসান।

ক) ওরা কাজ করে ----------------------------।

খ) ---------------------দিবস রজনী।

গ) মন্দ্রিত করিয়া তোলে-------------------- ------------।

XXIV) 'গুরু গুরু গর্জন গুণগুণ স্বর' কীসের?

XXV) 'ভগ্নশেষ' পরে --------------------এই বাক্যটির অর্থ কী?

19.6 ব্যাকরণ ও ভাষারীতি

19.6.1 1. নীচে কয়েকটি শব্দ দেওয়া হল। এগুলির সন্ধি-বিচ্ছেদ করুন আর তার পাশে সন্ধির সূত্র উল্লেখ করুন। প্রথমে একটি উদাহরণ দেখানো হয়েছে

ক) জয়োদ্ধত - জয়+ উদ্ধত (অ+উ = ও)

খ) যুগান্তর -

গ) দেশান্তর –

ঘ) সূর্যোদয় –

ঙ) সূর্যাস্ত –

19.6.2 2. নীচে বাঁদিকে কতকগুলি শব্দ আছে, ডানদিকে এলোমেলোভাবে কয়েকটি সমাসের নাম লেখা আছে। কোন্ শব্দটি কোন্ সমাস তা দু'-এর মধ্যে লাইন দিয়ে যোগ করে দেখান। প্রথমে দুটি দৃষ্টান্ত দেওয়া হল।

শব্দ	সমাসের নাম
ক) সময়ধারা	তৎপুরুষ সমাস
খ) রণডঙ্কা	মধ্যপদলোপী কর্মধারয়
গ) দিবস-রজনী	নিত্য সমাস
ঘ) পণ্যবাহী	(সম্বন্ধ) তৎপুরুষ
ঙ) রক্ত আঁখি	তৎপুরুষ সমাস
চ) যুগান্তর	দ্বন্দ্ব সমাস
ছ) অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গ	তৎপুরুষ সমাস
জ) রাজছত্র	মধ্যপদলোপী কর্মধারয়
ঝ) লৌহ-বাঁধা	দ্বন্দ্ব সমাস
ঞ) জয়স্তম্ভ	উপপদ তৎপুরুষ

19.6.3 3. মূল পাঠের শব্দার্থের সাহায্য নিয়ে একই শব্দকে ভিন্ন ভিন্ন অর্থে প্রয়োগ করে তিনটি করে বাক্যরচনা করুন একটি উদাহরণ দেওয়া হল।

১। হাল

ক) হাল আমলে আমাদের দেশেও একান্নবর্তী পরিবার এর সংখ্যা কমে আসছে। (বর্তমান)

খ)

গ)

২। চিহ্ন

ক) হাল আমলে আমাদের দেশেও একান্নবর্তী পরিবার এর সংখ্যা কমে আসছে। (বর্তমান)

খ)

গ)

19.6.4 4. নীচের শব্দগুলির বিপরীতার্থক শব্দ লিখুন

ক) শূন্য ————
খ) গতি————
গ) নির্মল————
ঘ) ছায়া————
ঙ) নিত্য————

19.6.5 5. বিশেষ্য থেকে বিশেষণে, বিশেষণ থেকে বিশেষ্যে শব্দান্তর করে দেখান। শব্দগুলির পাশে অবশ্যই পদের নাম উল্লেখ করতে হবে। দুটি দৃষ্টান্ত দেখানো হল

দৃষ্টান্ত : ক) ধান (বিশেষ্য)—— ধেনো/(বিশেষণ)
খ) অলস (বিশেষণ)——আলসেমি (বিশেষ্য)

বাকিগুলি নিজে করে দেখান

গ) পৃথিবী ( ) ------- ( )
ঘ) প্রভাত ( ) ------- ( )
ঙ) বিকীর্ণ ( ) ------- ( )
চ) শূন্য ( ) ------- ( )
ছ) সন্ধ্যা ( ) ------- ( )
জ) মূঢ় ( ) ------- ( )
ঝ) বঙ্গ ( ) ------- ( )
ঞ) পাকা ( ) ------- ( )

19.6.6 'ওরা কাজ করে' কবিতাটিতে যে তিনটি ধ্বন্যাত্মক শব্দ আছে, সেগুলি লিখুন, এবং এগুলি ব্যবহার করে বাক্যরচনা করুন।

ধ্বন্যাত্মক শব্দ — বাক্য রচনা

ক)

খ)

গ)

19.6.7 'ওরা কাজ করে' কবিতায় মান্য চলিত বাংলার সঙ্গে কিছু কিছু সাধু ক্রিয়াপদ (পূর্ণাঙ্গ ক্রিয়াপদ) এবং কাব্যিক ভাষা ব্যবহৃত হয়েছে। শব্দার্থ ও গদ্যরূপের সাহায্য নিয়ে নীচের কবিতায় ছত্র বা অংশগুলিকে মান্য চলিত গদ্যে রূপান্তরিত করুন।

ক) উড়ায়েছে ধূলিজাল, উড়িয়াছে বিজয় পতাকা।
খ) আসিয়াছে দলে দলে.........প্রবল ইংরেজ।
গ) দিনরাত্রে গাঁথা পড়ি দিনযাত্রা করিছে মুখর।
ঘ) মন্দ্রিত করিয়া তোলে জীবনের মহামন্ত্রধ্বনি।
ঙ) মাটির পৃথিবী পানে আঁখি মেলি যবে.......।
চ) দেখি সেথা কলকলরবে বিপুল জনতা ....।
ছ) যুগযুগান্তর হতে মানুষের নিত্য প্রয়োজনে ....।
জ) শিশুপাঠ্য কাহিনীতে থাকে মুখ ঢাকি।

19.7 সমগ্র বিষয়ভিত্তিক মন্তব্য

এই কবিতাটি রবীন্দ্রনাথের 'আরোগ্য' কাব্যগ্রন্থের ১০ নং কবিতা। পরে 'সঞ্চয়িতা' কাব্যগ্রন্থে এটির নাম ' ওরা কাজ করে' দেওয়া হয়। এই কবিতার তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম অনুচ্ছেদে তিনবার কবি'ওরা কাজ করে ' বাক্যটি ব্যবহার করেছেন। কবিতার শিরোনামই এর মূলভাবকে প্রকাশ করেছে। কাব্যগ্রন্থের আরোগ্য নাম থেকেই আমরা রবীন্দ্রনাথের মানস-জগতের একটা স্পষ্ট পরিচয় পাই। মৃত্যুর মুখ থেকে সদ্য ফিরে- আসা বৃদ্ধ কবি কী গভীর মুগ্ধ দৃষ্টিতে এই ধুলোমাটির পৃথিবীকে দেখেছেন। যেন নতুন করে আবিষ্কার করেছেন সভ্যতা-সংস্কৃতির যারা স্রষ্টা, ধারক, বাহক — তারা খেটে-খাওয়া সাধারণ মানুষ। তাদের পরিচয় হল - 'ওরা'।

'ওরা কাজ করে' কবিতার 'ওরা' একবারেই সাধারণ মানুষ। ভিন্ন ভিন্ন এদের পেশা বা কাজ— বংশ পরম্পরায় যুগের পর যুগ তারা সকলের প্রয়োজনে চাষবাস, মোট বওয়া ইত্যাদি নানান্ কাজ করে যাচ্ছে। এই মানুষগুলি সহজে উত্তেজিত হয় না, অপরকে আক্রমণ করে না, রক্তপাত ঘটায় না। জীবনধারাকে অবিচ্ছিন্ন অব্যাহত সচল রাখাই এদের কাজ।

অথচ, আমাদের বিদ্যাঃ ্যয়ের পাঠ্য ইতিহাস বইতে এইসব শ্রমজীবী মানুষজনের কথা থাকে না। কেবল, বিজয়ী রাজাদের যুদ্ধবিগ্রহ, শত্রুদমন, রাজ্যবিস্তার- নিয়ে রাজকাহিনি লেখা হয়। অস্ত্রশক্তি ও যন্ত্রশক্তির বলে বলীয়ান রাজগোষ্ঠীকেকবির মনে হয় ' মহাশূন্যের পথে ছায়া আঁকা ছবির মতো' অস্পষ্ট, ঝাপসা, কাল্পনিক। যদিও কবিতাটি রচনার সময় ভারতে দোর্দণ্ডপ্রতাপ ইংরেজের শাসন চলেছে, কবি জানেন — এই প্রভুত্বও ক্ষণস্থায়ী; সাময়িক। কবি প্রত্যয়ের সঙ্গে ইংরেজের শাসনের সমাপ্তি ঘোষণা করেন—

জানি তারও পথ দিয়ে বয়ে যাবে কাল
কোথায় ভাসায়ে দেবে সাম্রাজ্যের দেশ-বেড়া জাল,

ওইসব রাজশক্তির বিপরীতে, সাধারণ মানুষের জনতা মানুষের নিত্য প্রয়োজনে, জীবনের সর্বত্র, সর্বকালে কাজ করে চলেছে। তারাই জীবনের ধারাকে অব্যাহত রেখেছে। তাই—

শত শতসাম্রাজ্যের ভগ্ন শেষ 'পরে
ওরা কাজ করে।।

19.8 রচনাবৈশিষ্ট্য

রোগমুক্ত, প্রসন্ন, অলস, মেজাজ এবং সুগভীর অন্তদৃষ্টি নিয়ে রবীন্দ্রনাথ 'ওরা কাজ করে' কবিতাটি' লিখেছেন। এটি একটি গীতি কবিতা। কবি তাঁর নিজের উপলব্ধি ও বিশ্বাসের কথা কবিতার ভাষা ও ছন্দে প্রকাশ করেছেন।

কবি যথার্থ চিত্রকল্পের সাহায্যে অস্পষ্ট ছায়া-আঁকা ছবি যেমন ফুটিয়ে তুলেছেন, তেমনি প্রবল ইংরেজের আগমনকে 'লৌহবাঁধাপথে অনল নিঃশ্বাসি রথে' - র মধ্যে দেখিয়েছেন। বিপরীত প্রান্তে, খেটে- খাওয়া মানুষের অত্যন্ত জীবন্ত ছবি আঁকেন--'টানে দাঁড়, ধরে থাকে হাল' মাঠে মাঠে বীজ বোনে, পাকা ধান কাটে'।

শব্দ-নির্বাচনে কবির দক্ষতার তুলনা নেই। রাজবংশের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ শব্দগুলো—' সাম্রাজ্যলোভী জয়োদ্ধত, প্রবল রক্ত মাখা অস্ত্র হাতে যত রক্ত আঁখি', 'রাজছত্র', 'জয়স্তম্ভ' যেমন এসেছে, তেমনই পরিচিতমাটির পৃথিবীর শ্রমজীবী মানুষের প্রসঙ্গে এসেছে — দাঁড়টানা', 'হালধরা', আর ধন্যাত্মক শব্দ কলকল,গুরুগুরু, গুনগুন। ধানকাটা। এই বস্তু- পৃথিবীর পরিচয় দিয়েছেন ভূগোলের চেনা নামে— পাঞ্জাব বোম্বাই গুজরাটে' অথবা অতীতের 'অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গ'।

সমাজ -সভ্যতার ধারাবাহিকতার কথা বলতে গিয়ে-রবীন্দ্রনাথ এখানে যে ছন্দ ব্যবহার করেছেন— তাতে বক্তব্য একটি লাইনের মধ্যে আটকা না পড়ে গড়িয়ে গড়িয়ে চলতে থাকে। দুই-টি লাইনের শেষে মিল আছে। রবীন্দ্রনাথ এর নাম দিয়েছিলেন 'লাইন-ডিঙানো ছন্দ'।

চিত্রকল্প, শব্দনির্বাচন, ছন্দের অভিনবত্ব কবিতাটিকে উপভোগ্য করে তুলেছে।

19.9 আপনি যা যা শিখলেন

'ওরা কাজ করে' কবিতাটি মন দিয়ে পড়ার পর আপনি

i) দুইদল মানুষ কে চিনে নিতে পেরেছেন — একদল শাসক গোষ্ঠী, অপরদল খেটে খাওয়া মানুষের গোষ্ঠী।

ii) রাজা, রাজড়াদের আমরা দেখি কল্পনার চোখে, এরা অবাস্তব, আর শ্রমজীবী মানুষেরা প্রত্যক্ষ পরিচিত বাস্তব জগতের অধিবাসী– এই সত্য বুঝতে পেরেছেন।

iii) সাম্রাজ্যবাদী শাসক গোষ্ঠী একটা দেশে সাময়িক উত্তেজনা ও বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে, তারা চিরস্থায়ী নয়, তাদের কাজও ধ্বংসাত্মক, এই সত্য জানতে পেরেছেন।

iv) অন্যদিকে যারা শ্রমজীবী মানুষ, নিত্য প্রয়োজনে চিরকাল তারা কাজ করে এসেছে। এদের কাজের উপর ভর করেই সংসার চলছে, এদের কাজ চিরবহমান ও গঠনমূলক এই সত্য প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছেন।

v) এই কবিতা পড়ে কাব্যিক ভাষা ও সাধারণ গদ্যের ভাষার পার্থক্য বিচার করতে শিখলেন, এবং সাধু-চলিতরীতির প্রয়োগ সম্বন্ধে দক্ষতা অর্জন করলেন।

vi) সবশেষে সুনিপুণ শব্দ ব্যবহার, ভাষা দিয়ে ছবি- আঁকা (চিত্রকল্প)-র কৌশল আপনি আয়ত্ত করেছেন; আর, গড়িয়ে চলা ছন্দের চরিত্রটাও ধরতে পেরেছেন।

vii) সর্বোপরি, কবিতাটি পড়ে আপনি উপভোগ করলেন, আনন্দ পেলেন।

19.10 সমগ্র পাঠভিত্তিক প্রশ্ন

i) 'ওরা কাজ করে' কবিতায় ইতিহাসের ধারাকে রবীন্দ্রনাথ কীভাবে বর্ণনা করেছেন? 'ওরা' বলতে কাদের কথা বলা হয়েছে? 'ওদের' কাজের পরিচয় দিন।

ii) " জানি তারও পথ দিয়ে বয়ে যাবে কাল,
কোথায় ভাসায়ে দেবে সাম্রাজ্যের দেশ-বেড়া জাল" -
কোন প্রসঙ্গে, কাদের সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ এই সিদ্ধান্ত করেছেন? প্রকৃত ইতিহাসের ধারক ও বাহক কারা? তাদের কাজের পরিচয় দিন।

iii) " সে মহাশূন্যের পথে ছায়া-আঁকা ছবি পড়ে চোখে" - কাদের সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ একথা বলেছেন তা বুঝিয়ে লিখুন। 'মাটির পৃথিবীপানে' তাকিয়ে কবির ভিন্নতর যে অভিজ্ঞতা হয়েছে- তার বিবরণ দিন।

iv) " শত শত সাম্রাজ্যের ভগ্নশেষ– ' পরে
ওরা কাজ করে ।" – " 'ওরা' কারা? 'সাম্রাজ্যের ভগ্নশেষ-' পরে– কথার অর্থ কী ? ওরা ভগ্নশেষের উপরে কীভাবে কাজ করে তা বুঝিয়ে লিখুন।

v) 'ওরা কাজ করে' কবিতাটির মূল ভাব সংক্ষেপে লিখুন। কবিতাটির শিরোনাম সঙ্গত হয়েছে কী- না অল্পকথায় বুঝিয়ে দিন।

19.11 কবি পরিচিতি

5 ও 17 নম্বর পাঠে রবীন্দ্রনাথের সম্বন্ধে জেনেছেন। তাঁর জীবনের প্রধান ঘটনাগুলিকে আরেকবার মনে করিয়ে দিই।

জন্ম –১৮৬১ খ্রিস্টাব্দের ৭ই মে (বাংলা ১২৬৮-র ২৫ শে বৈশাখ)

মৃতু - ১৯৪১ খিষ্টাব্দের ৭ই আগস্ট (বাংলা ১৩৪৮ - এর ২২ শে শ্রাবণ)

পিতা - মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর

মাতা- সারদা দেবী

কবির বিবাহ - ১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দে মৃণালিনী দেবীর সঙ্গে।

পাঁচটি সন্তানের (বেলা, রানু, মীরা, রথীন্দ্রনাথ , শমীন্দ্রনাথ) পিতা।

'ওরা কাজ করে' কবিতাটি 'আরোগ্য' কাব্যগ্রন্থের কবিতা। ''রোগশয্যায়''- ''আরোগ্য'' ও ''জন্মদিনে''-- এই ত্রয়ী কাব্যের মূলভাব একই-- আসন্ন মৃত্যুকে সামনে রেখে কবি দেখেছেন মানবজীবনের মহিমা, ধুলোমাটির পৃথিবীর অমৃতময় রূপ। পশ্চাদভূমিতে আছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সাম্রাজ্যবাদীদের যুদ্ধের হুংকার। মানুষের প্রতি সুগভীর ভালবাসা ও বিশ্বাস-ই এই সময়ের কবিতাগুলির শেষ কথা।

19.11.1 সমধর্মী রচনা

i) ''জন্মদিনে' কাব্যগ্রন্থের ''ঐক্যতান'' কবিতার অংশ বিশেষ 'সঞ্চয়িতা' কাব্য- সংকলনে উদ্ধৃত হয়েছে।

চাষি ক্ষেতে চালাইছে হাল,
তাঁতি বসে তাঁত বোনে, জেলে ফেলে জাল ---
বহুদূর প্রসারিত এদের বিচিত্র কর্মভার
তারি 'পরে ভর দিয়ে চলিতেছে সমস্ত সংসার।

ii) 'ঘণ্টা বাজে দূরে' 'আরোগ্য' কাব্যগ্রন্থের কবিতা -- ' সঞ্চিয়াতা'য় সংকলিত।

.... আতপ্ত মাঘের রৌদ্রে অকারণে ছবি এল চোখে
জীবনযাত্রার প্রান্তে ছিল যাহা অনতিগোচর।।......

পথে-চলা এই দেখাশোনা
ছিল যাহা ক্ষণচর

চেতনার প্রত্যন্ত প্রদেশে,
চিত্তে আজ তাই জেগে ওঠে
এইসব উপেক্ষিত ছবি
জীবনের সর্বশেষ বিচ্ছেদ বেদনা
দূরের ঘণ্টার রবে এনে দেয় মনে।।

19.12 উত্তর-সংকেত

1.1 পাঠগত প্রশ্নের সম্ভাব্য উত্তর

i) 'অলস ' শব্দটি সময়ধারার বিশেষণ।
ii) জয়োদ্ধত।
iii) অস্পষ্ট ঝাপসা ছবি, 'সিল্যুয়েট'।
iv) পাঠান ও মোগল- এই দুটি আক্রমণকারী জাতির কথা বলা হয়েছে।
v) পাঠান ও মোগলদের ' সাম্রাজ্যলোভী' বিশেষণ দেওয়া হয়েছে।
vi) একটি রাজবংশের উত্থান (সূর্যোদয়) ও পতন (সূর্যাস্ত) বুঝিয়েছেন।
vii) উড়ায়েছে ধূলিজাল,

1.2 viii) ক) অনল নিশ্বাসি খ) দেশ-বেড়া জাল
ix) প্রবল ইংরেজরা দলে দেল এসেছে
x) ব্যবসা - বাণিজের উদ্দেশ্যে ইংরেজরা ভারতে এসেছিল।
xi) বিরাট জাল—যা দিয়ে জলাশয়ের বিস্তৃত অংশ ঘিরে ফেলা যায়।
xii) ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এদেশে বেচাকেনার মাল (পণ্য) নিয়ে এসেছিল ব্যবসার উদ্দেশ্যে। অস্ত্রশস্ত্রের বদলে পণ্য নিয়ে এসে ভারত দখল করেছিল- তাই 'পণ্যবাহী সেনা' বলা হয়েছে।

1.3 xiii) মাটির পৃথিবী।
xiv) চোখ, নয়ন।
xv) বিপুল জনতা দলে দলে নানাপথে চলে।
xvi) মানব সভ্যতার নৌকাকে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে স্থির রেখে এগিয়ে নিয়ে যায়।
xvii) চাষিরা ('ওরা') বীজ বোনা, পাকা ধান তোলার কাজ করে। ওরা মাঠে মাঠে (চাষের জমিতে) কাজ করে।
xviii) (১) বৈঠা (২) লাঙল

1.4 xix) রাজার মাথার ছাতা। এটি রাজশক্তির প্রতীক।
xx) যুদ্ধের সময়, বিশেষভাবে যুদ্ধজয়ের পর বাজানো হত।
xxi) 'জয়স্তম্ভ' নিজের প্রতিষ্ঠার ইতিহাস ভুলে যায়। (অর্থ তার ভোলে)।
xxii) রাজশক্তির ক্ষয় বা পতন বোঝায়।

1.5 xxiii) (ক) দেশে - দেশান্তরে (খ) দুঃখ- সুখ
(গ) জীবনের মহামন্ত্র ধ্বনি
xxiv) কর্মের সংগীতের গুরু গুরু, গুন্ গুন্ ধ্বনি।
xxv) একটি রাজবংশের পতন এবং সাম্রাজ্যের ধ্বংস হলেও পুরোনো ধ্বংসস্তূপের উপর (নতুন সমাজ গড়ে তোলে)।

19.12 ব্যাকরণ ও ভাষারীতি বিষয়ক প্রশ্নের উত্তর

1) (খ) যুগান্তর— যুগ + অন্তর (অ + অ = আ)
(গ) দেশান্তর---- দেশ + অন্তর (অ + অ = আ)
(ঘ) সূর্যোদয় ---- সূর্য + উদয় (অ + উ = আ)
(ঘ) সূর্যাস্ত— সূর্য + অস্ত (অ + অ = আ)

2)

	শব্দ	ব্যাসবাক্য	সমাসের নাম
(গ)	দিবস- রজনী --	(দিবস ও রজনী)	দ্বন্দ্ব
(ঘ)	পণ্যবাহী ----	(পণ্য বহন করে যে)	উপপদ তৎপুরুষ
ঙ)	রক্ত - আঁখি --	(রক্ত যে আঁখি)	কর্মধারয়
চ)	যুগান্তর—	(অন্যযুগ)	নিত্যসমাস
ছ)	অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গ --	(অঙ্গ, বঙ্গ ও কলিঙ্গ)	দ্বন্দ্ব
জ)	রাজছত্র ---	(রাজার ছত্র)	সম্বন্ধ তৎপুরুষ
ঝ)	লৌহ- বাঁধা --	(লৌহ দ্বারা বাঁধা)	তৎপুরুষ (করণ)
ঞ)	জয়স্তম্ভ ---	(জয়চিহ্ন স্বরূপ নির্মিত স্তম্ভ)	মধ্যপদলোপী কর্মধারয়

3) বাক্য রচনা

(খ) হাল -- অভিজ্ঞ মাঝি হাল ধরলে আর ভয় নেই, ঠিক নদী পার করে দেবে।
গ) হাল --- বর্ষা নেমেছে, চাষিরা হাল নিয়ে মাঠে নেমে পড়েছে। (লাঙল)
ঘ) হাল (দশা)-- ম্যালেরিয়ার ভুগে ভুগে শরীরের কী হাল হয়েছে তোমার!
ঙ) চিহ্ন (প্রতীক) -- প্যাকেটের উপরে কোম্পানির চিহ্ন দেখে তবে জিনিস কিনো।
চ) চিহ্ন (দাগ) - ধুলোর রাস্তায় গাড়ির টায়ারের চিহ্ন স্পষ্ট দেখা যায়।
ছ) চিহ্ন (অভিজ্ঞান/স্মারক) -- শকুন্তলার হাতে দুষ্যন্তের দেওয়া আংটিটিই ছিল রাজার চিহ্ন।

4) বিপরীতার্থক শব্দ

(ক) পূর্ণ (খ) স্থিতি (গ) সবল(ঘ) আলো (ঙ) অনিত্য।

5) শব্দান্তর

(গ) পৃথিবী (বিশেষ্য)— পার্থিব (বিশেষণ)
(ঘ) প্রভাত (") ----- প্রভাতী (")
(ঙ) বিকীর্ণ (বিণ.) ---- বিকিরণ (বি.)
(চ) শূন্য (বিণ) ---- শূন্যতা (বি.)
(ছ) সন্ধ্যা (বি.) --- সান্ধ্য (বিণ.)
(জ) মূঢ় (বিণ.) --- মূঢ়তা (বি.)
(ঝ) বঙ্গ (বি.) --- বঙ্গীয় (বিণ.)
(ঞ) পাকা (বিণ.) -- পাকামি (বি.)

6) **ধন্যাত্মক শব্দ দিয়ে বাক্য রচনা**

ক) নদীর জল কলকল করে বয়ে যাচ্ছে।

খ) গুরু গুরু মেঘ ডাকছে, বৃষ্টি এল বলে।

গ) মা গুন গুন সুরে গান গেয়ে খোকাকে ঘুম পাড়াচ্ছেন।

7) **মান্য চলিত গদ্যে রূপান্তর**

(ক) ধূলিজাল উড়িয়েছে, বিজয় পতাকা উড়েছে।

(খ) দলে দলে প্রবল ইংরেজ এসেছে।

(গ) দিনরাত্রে গাঁথা পড়ে দিনযাত্রা মুখর করছে।

(ঘ) জীবনের মহামন্ত্র ধ্বনি মন্দ্রিত করে তোলে।

(ঙ) মাটির পৃথিবীর দিকে যখন চোখ মেলি......।

(চ) সেখানে দেখি বিপুল জনতা কলকলরবে চলে।

(ছ) যুগ যুগান্তর থেকে মানুষের নিত্য প্রয়োজনে.....।

(জ) শিশুপাঠ্য কাহিনীতে মুখ ঢেকে থাকে।

20

রেকর্ড

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

20.1 ভূমিকা

বাংলা ছোটগল্পের এক প্রতিভাধর শিল্পী নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়। তাঁর 'রেকর্ড' গল্পটি 'লক্ষ্মীর ঝাঁপি' গ্রন্থ থেকে সংকলিত। গল্পটির রচনাকাল ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দ।

রাজনৈতিক ঘটনা নিয়ে বহু সাহিত্য রচিত হয়েছে এবং হচ্ছে। গল্পে প্রবন্ধে, নাটকে, রাজনৈতিক আন্দোলন বিষয়বস্তু হয়ে উঠেছে দেশে ও বিদেশে। রেকর্ড গল্পটি পড়ে আপনারা আর একটি রাজনৈতিক আন্দোলনের কথা জানতে পারবেন।

20.2 উদ্দেশ্য

এই গল্পটি পড়ে আপনারা সমর্থ হবেন

- অচেনা অজানার প্রতি আকর্ষণ দেখাতে
- ভাষা আলাদা হলেও পৃথিবীর সমস্ত দেশেই গণ আন্দোলনের সুরটা একই — একথা বোঝাতে
- প্রকৃত শিক্ষা ও অভিজ্ঞতার গভীরতার কথা ব্যাখ্যা করতে
- বিভিন্ন ধরনের রাজনৈতিক আন্দোলনের কথা বোঝাতে
- নতুন শব্দ জেনে বাক্যে প্রয়োগ করতে
- সূত্র দেওয়া থাকলে স্বাধীনভাবে অনুচ্ছেদ লিখতে।

20.3 মূল পাঠ ও শব্দার্থ

প্রথমে সমগ্র পাঠটি একবার পড়ুন তারপর গল্পটি বোঝার সুবিধার জন্য আলাদা - আলাদা অংশে ভাগ করে নিয়ে বিশেষভাবে আবার পড়ুন।

1. বৌবাজার স্ট্রিট আর শেয়ালদার মোড়ের কয়েকটি ছোট ছোট গলি দিয়ে, কিংবা স্কট লেনের পাশ কাটিয়ে একটি বিচিত্র বাজারে ঢোকা যায়। ইংরেজিতে তার ভদ্র নাম ' সেকেন্ড হ্যান্ড মার্কেট' — চলতি বাংলায় 'চোরা বাজার'। এক সময় বোধ হয় চোরাই জিনিসের বিক্রি চলত এখানে — আজ সে পাট না থাকলেও অখ্যাতিটি আঁকড়ে বসেই আছে।

2. বৈঠকখানা মার্কেটের গাছপালার দোকানগুলি পার হলে এই বাজারের সীমান্ত; এ অংশে উল্লেখযোগ্য কিছু নেই। নতুন পুরোনো প্রচুর সস্তার জুতো, শোলা হ্যাট, ইলেকট্রিক হিটার, তাপ্পি মারা স্টোভ, আর লাল হয়ে যাওয়া দশ বারো আনা সেরের চিংড়ি মাছ। এই অংশে দাঁড়ালেই নাকে আসবে স্পিরিট আর বার্নিশের গন্ধ — তারপর আপনি একেবারে ফার্নিচারের জগতে গিয়ে পৌঁছাবেন।

3. নতুন পুরানো ফার্নিচারে দোকানগুলি ঠাসা। ল্যাজারাস কোম্পানির বার্মা টিক রঙ ফিরিয়ে অপেক্ষা করে বসে আছে, আবার চকচকে নতুন জিনিস এক নম্বর সি-পি ভেবে কিনে এনে ছ'মাস পরে আবিষ্কার করবেন কাঠটা বিশুদ্ধ জারুল। সস্তায় হয়তো খাঁটি মেহগিনির জিনিস পাবেন। আবার প্রচুর পয়সা দিয়ে আলমারিটা এনে দেখলেন ফাটা কাঠের ওপর বেমালুম বার্নিশ লাগিয়ে আপনার মাথায় কাঁঠাল ভেঙেছে।

4. অর্থাৎ রাস্তার লটারি, এক আনা দিয়ে কাঁটা ঘোরালেন পেলেন তিনটি ছোট ছোট বিস্কুট কিংবা কপালের জোর থাকলে তো চন্দন সাবানই জুটে গেল একখানা।

5. তবু আমাদের মতো মধ্যবিত্তদের এখানে লটারির টিকিটই কিনতে হয়। বৌবাজার কিংবা রিপন স্ট্রিটের দিকে পা বাড়াতে আমাদের সাহসে কুলোয় না।

6. আমি গিয়েছিলুম ছোট একটা বুক কেসের সন্ধানে। মনের মত কিছু পেলুম না ফিরে আসছি এমন সময় একটা দোকানের দিকে নজর পড়ল। ফার্নিচারের দোকান নয়। 'বাবু কলকাতা'র শেষ অভিজ্ঞান কতগুলি গৃহসজ্জা, চিনে মাটির বড় 'পট' গিল্টকরা ফ্রেমে বিলিতি ছবি দু'একটা শ্বেত পাথর কিংবা ইমিটেশন স্টোনের ছোট বড় মূর্তি, ব্রোঞ্জের নগ্নিকা, পুরোনো ফ্যাশানের আরো নানা টুকিটাকি। একটা চোঙাওলা গ্রামোফোনে হিন্দি গানের রেকর্ড বাজছিল, সেইটে কানে যেতে আমি দাঁড়িয়ে গেলুম। হিন্দি নামের আকর্ষণে নয়। দেখলুম, স্তূপাকার পুরোনো রেকর্ড, ' যেখানে দেখিবে ছাই'-- এই মহাজন বাক্যে এখানে আমি লাভবান হয়েছি আগে। অর্থাৎ পুরোনো রেকর্ডের ভেতরে থেকে পেয়েছি অপ্রাপ্য রবীন্দ্র কণ্ঠ, পেয়েছি রাধিকা গোস্বামীর গান, দিলীপকুমারের 'মুঠো মুঠো রাঙা রাঙা জবা', তাদের কোনো-কোনোটি কোনমতে শ্রাব্য, আবার দু'একটা প্রায় নতুনের মতো। দাম আশাতীত সস্তা, বলাই বাহুল্য। বললুম রেকর্ড দেখাও তো।

7. একজন বের করে দিলে। অধিকাংশই সস্তা সিনেমার গান—কিংবা বাজার চলতি 'পপুলার ডিস্ক' -- পুজোর অ্যাম্প্লিফায়ারে বাজাতে বাজাতে যারা অকাল জরা লাভ করেছে। তবু এদের মধ্যেই একখানা রেকর্ড আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করল। অচেনা লেবেল অচেনা ভাষা। ওপরের লেখাগুলোও রোমান হরফ বলে মনে হল না। দেখলাম বেশি পুরোনোও নয়।

8. হিন্দি রেকর্ডটা থেমে গিয়েছিল। বললুম, এটা বাজাও তো। চোঙাওলা গ্রামোফোন থেকে প্রথমে একরাশ অদ্ভুত বাজনা ছড়িয়ে পড়ল। এ ধরনের বাজনা এর আগে কখনো শুনিনি। একটা ড্রাম বাজছে। নানা

1.সেকেন্ড হ্যান্ড মার্কেট - এমন বাজার যেখানে পুরানো জিনিস বিক্রি হয়।

চোরা বাজার - সেকেন্ড হ্যান্ড জিনিস, অনেক সময় চোরাই জিনিস যেখানে বিক্রি হয়।

2. সীমান্ত - শেষ সীমা।

শোলাহ্যাট - শোলার টুপি।

দশ বারো আনা সেরের - পুরোনো মুদ্রা ও মাপের সংখ্যা পরিমাণ; এখনকার দামে ৬৫ বা ৭৫ পয়সা এবং প্রায় ৯০০ গ্রাম।

বার্নিশ - কাঠের তৈরি জিনিস পালিশ করার মিশ্র তেল।

ফার্নিচার - কাঠের আসবাব পত্র।

3. বার্মা টিক - বার্মা সেগুন কাঠ, এখানে সেই কাঠে তৈরি আসবাব।

মাথায় কাঁঠাল ভাঙা - এই প্রবচনটির অর্থ রীতিমতো ঠকানো, বোকা বানানো।

ল্যাজারাস কোম্পানি - কাঠের আসবাব তৈরির বিলিতি প্রতিষ্ঠান।

6.বাবু- বিলাসী বাঙালি যুব সম্প্রদায়।

অভিজ্ঞান - নিদর্শন।

পট - প্রতিকৃতি।

গিল্ট- সোনা বা রূপার পাতলা প্রলেপ।

নগ্নিকা- বিবস্ত্রা।

গ্রামোফোন - কলের গান।

ইমিটেশন স্টোন- ঝুটো পাথর, গহনায়, মূর্তি তৈরিতে ব্যবহৃত হয়।

শ্রাব্য- শোনার উপযুক্ত।

আশাতীত -কল্পনার বাইরে।

রাধিকা গোস্বামী- (১৮৬৩-১৯২৪) পুরো নাম রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামী। বিষ্ণুপুরে ঘরানের বিখ্যাত সংগীতজ্ঞ। রবীন্দ্রনাথ এঁর পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন।

ঢঙের বিদেশি ছবি দেখেছি -- রেকর্ড শুনেছি অনেক, কিন্তু এ জিনিস কখনো কানে আসেনি এর আগে।

9. তারপর গান। নারীপুরুষের চার পাঁচটি কণ্ঠ আছে মনে হল। যেমন অদ্ভুত বাজনা-- তেমনি অদ্ভুত সুর। কেন জানি না - কোথায় রক্তের মধ্যে দোলা লেগে গেল। জানি এ সুর একেবারে অচেনা, তবু মনে হতে লাগল, এ যেন আমি কবে কোথায় শুনেছিলুম। উলটো পিঠেও একই জিনিস -- একটা গানকেই গাওয়া হয়েছে।

10. জিজ্ঞেস করলুম, কোথায় পেলে এ রেকর্ড?

11. জবাব এল, চৌরঙ্গি অঞ্চলে ওদের যে এজেন্ট আছে সে এনে দিয়েছে।

12. -- এ কোন ভাষা?

13. বিহারী মুসলমান দোকানদার হেসে বলল, ক্যা মালুম?

14. বারোআনা পয়সা দিয়ে রেকর্ডখানা আমি সংগ্রহ করে নিয়ে এলুম। দর করলে হয়তো আরো সস্তায় হত, কিন্তু কেমন যেন মনে হল, দরাদরি করে খেলো করবার মতো গান এ নয়।

15. বাড়ি ফিরে মেশিনে দিয়েছি, আমার স্ত্রী করুণা উঠে এলো পড়ার টেবিল থেকে। নতুন অধ্যাপনায় ঢুকেছে -- কলেজের ছাত্রীদের চাইতে পড়ার তাগিদ তার নিজেরই বেশি। ভুরু কুঁচকে বললে, এ আবার কী?

16. বললুম, 'দেখতেই পাচ্ছ, রেকর্ড বাজাচ্ছি।'

17. --কী বিটকেল বাজনা রে বাপু। এ কাদের গান?

18. -- জানি না।

19. জানো না তো আনলে কেন?

20. -- চুপ করো, একটু শুনতে দাও।

21. মিনিট খানেক ধৈর্য ধরে রইল করুণা। তারপর মুখের উপর টেনে আনল রাজ্যের বিরক্তি।

22. -- পাগল করে দিলে যে। কোত্থেকে রাজ্যের ছাইপাঁশ জোটাও, তুমিই জানো। পড়তে দেবার মতলব না থাকে তো বলো, সোজা ছাতে গিয়ে উঠি।

23. -- লক্ষ্মীটি--- আর একটুখানি। তিন মিনিটে তোমার জ্ঞানার্জনে কাঁটা পড়বে না।

24. গান থামলে করুণার দিকে তাকালুম। দেখি হাতে একটা লালনীল পেন্সিল নিয়ে এসেছিল, তার গোড়াটা চিবোচ্ছে আন্‌মনার মতো।

25. --খুব খারাপ লাগল করুণা?

26. করুণা একটুচুপ করে রইল। বললে, না--খারাপ না, কিন্তু মন খারাপ হয়ে গেল। পড়াটা নষ্ট করে দিল আমার।

27. -- কেন?

28. -- ভারী আশ্চর্য লাগল সুরটা। মনে হল কবে যেন কোথায় শুনেছি।

29. বললুম ঠিক তাই। আমারও অমনি মনে হয়েছিল।

30. করুণা আস্তে আস্তে নিজের টেবিলে গিয়ে বসল। মেশিনটা তুলে রেখে দেখি, ও পড়ছে না, একটা ব্লটিং প্যাডের ওপর নীল পেন্‌সিলের আঁচড় টানছে।

31. আমিও কতগুলো খাতা টেনে নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশের সংখ্যা বাড়াতে বসে গেলুম। কিন্তু একটা খাতাতেও মন দিতে পারছি না। দু-কান ভরে ওই বিচিত্র বাজনার গানের সুর বেজে চলেছে। কোথায় শুনেছি- -কবে শুনেছি। কিন্তু কিছুতেই ধরা যাচ্ছে না।

32. করুণা যেন আমারই ভাবনার সূত্র টেনে বললো, এ কী কাণ্ডকরলে বলো তো?

33. -কী হলো আবার?

দিলীপকুমার রায় - (১৮৯৭ - ৬.১.১৯৮০)। প্রখ্যাত নাট্যকার ও গীতিকার দ্বিজেন্দ্রলালের পুত্র। দিলীপকুমার সুগায়ক, ঔপন্যাসিক এবং সংগীতজ্ঞ ছিলেন।

7.অ্যামপ্লিফায়ার- ধ্বনি সম্প্রসারক যন্ত্র বিশেষ।

অকালজরা-অসময়ে বার্ধক্য।

বাজার চলতি - বাজার প্রচলিত।

পপুলার ডিসক- জনপ্রিয় রেকর্ড।

লেবেল - জিনিসের গায়ে আটকানো জিনিসের নাম মালিকানা ইত্যাদি বিষয়ে পরিচয় পত্র।

রোমান হরফ - রোমান অক্ষর।

8. ড্রাম - ঢাক জাতীয় বাদ্যযন্ত্র।

গীটার - তারের যন্ত্র বিশেষ।

বোধগম্য - বুদ্ধির গোচর।

11.এজেন্ট- প্রতিনিধি।

খেলো - নিকৃষ্ট, অপদস্ত।

তাগিদ - জরুরি প্রয়োজন।

14.বারো আনা - পুরোনো মুদ্রায় ১৬ আনায় ছিল এক টাকা। এখনকার মুদ্রা অনুযায়ী ১২ আনা হল ৭৫ পয়সা।

17. বিটকেল -- অদ্ভুত আজগুবি।

30.মতলব - অভিপ্রায়; ইচ্ছা।

ব্লটিং প্যাড-- কালি শুষে নেওয়ার মোটা কাগজ আটকানো প্যাড।

ভাবনা সূত্র - চিন্তা।

32.কাণ্ড -- ব্যাপার, ঘটনা।

34. ---ওই রেকর্ডটা, -- ভারী অস্বস্তি লাগছে। যেন খুব চেনা-- যেন,--করুণা গুন্ গুন্ করে দু'তিনটে সুর ভাঁজল, তারপর বিরক্ত হয়ে বললে, নাঃ ---কিছুতেই মনে করতে পারছি না। আচ্ছা, পাগলামি ধরিয়ে দিলে যা হোক। দিলে পড়াটা শেষ করে।

35. মোট কথা, এই রেকর্ডখানা আমাদের দু'জনের সন্ধ্যাকেই আচ্ছন্ন করে রাখল। এ একটা বিরক্তিকর মানসিক অবস্থা। খুব চেনা মানুষের নাম মনে করতে না পারলে, চাবির গোছা এইমাত্র কোথাও রেখে তারপর আর খুঁজে না পেলে যেমন একটা ছটফটানি জেগে ওঠে ঠিক সেই রকম।

36. রাতে খেতে বসে করুণা বললে, মনে পড়েছে।

37. আমি চোখ তুলে তাকালাম।

38. - ছেলেবেলায় তখন আসামে ছিলুম, তখন খাসিয়াদের নাচের সঙ্গে যেন এই রকম গান--

39. -- খাসিয়াদের গান?

40. করুণা একটু বিভ্রান্ত হল যেন। তারপর মাথা নেড়ে বললে, না -- না ঠিক খাসিয়াদের নাচও নয়। ঠিক কী যেন -- কী যেন-- একটু চুপ করে থেকে বললে, বর্ষার ব্রহ্মপুত্রের ডাক শুনেছ কখনো ? পাহাড় ভেঙে নেমে আসে, বড় বড় গাছগুলিকে স্রোতের টানে কুটোর মতো ভাসিয়ে নেয়, দুরের পাহাড়ে বুনো হাতি গর্জে গর্জে ওঠে, তখন নাগাদের ঢাকের আওয়াজ --

41. বলতে বলতে হতাশভাবে চুপ করে গেল করুণা: কী জানি।

42. কিন্তু ওই ঢাকের কথায় আর একটা স্মৃতি জেগে উঠল আমার মনে। মানভূম। দুধারে কুসুম গাছের সারি আর ঘন বাঁশের বন -- তারই ভেতর দিয়ে নির্জন পথ বেয়ে চলেছি। অন্ধকার হয়ে এসেছে -- ঝালদার পাহাড় দূরে ভুতুড়ে চেহারা নিয়ে দাঁড়িয়ে। পাশের একটা প্রকান্ড দীঘিতে পানডুবকীর কলধ্বনি, ঝিঁঝির ডাক।

43. হঠাৎ পানডুবকী আর ঝিঁঝিঁরে ডাক ছাপিয়ে গুরু গুরু করে উঠল নাগরার আওয়াজ। এদিক থেকে ওদিক, এ দিগন্ত থেকে ও দিগন্ত। কী একটা পরব ওদের --- গ্রামে শুরু হল ছৌ নাচের পালা।

44. সেই অস্পষ্ট অন্ধকার -- কালো হয়ে-আসা কুসুম গাছ আর বাঁশবন, ঝালদার পাহাড়ের ভুতু ড়ে ছবি আর ওই নাগরার আওয়াজে হৃদ্‌পিন্ড আমার চমকে চমকে উঠেছিল। মনে পড়েছিল, পুলিশের বুলেটের সঙ্গে লড়বার আগের দিন রাত্রে বিয়াল্লিশের আগস্টে, বালুরঘাটের অন্ধকার সাঁওতালি গ্রামগুলো থেকে অমনি ভাবেই নাগরা-টিকারা রোল আমি শুনেছিলুম।

45. বর্ষার ব্রহ্মপুত্র, নাগাদের ঢাক, নাগরা-টিকারার আওয়াজ, ছৌ-নাচের বাজনা,-- এদের সঙ্গে কোথায় এই রেকর্ডটার মিল আছে? মিলছে না --অথচ কোথায় যেন মিলছে। কিছুতেই মনে আনতে পারছি না -- অথচ ঠিক মনে আছে। কী যে খারাপ লাগতে লাগল!

46. একটা অচেনা অজানা পুরোনো রেকর্ড কিনে আচ্ছা জ্বালা হল তো!

47. এর মধ্যে একদিন করুণার এক সহপাঠিনী এসে হাজির।

48. শহরের ওপরতলার বাসিন্দা -- নিতান্তই একদা করুণার সঙ্গে গভীর সখীত্ব ছিল বলে আমাদের এই হরিজন পাড়ায় পা দিয়েছেন। মহিলাটি বিদুষী গুণবতী। ওয়েস্টার্ন মিউজিক শেখবার জন্যে ইউরোপে গিয়েছিলেন, সেখান থেকে গানের ওপর ডক্টরেট নিয়ে ফিরে এসেছেন। বরমাল্য দিয়েছেন এক মারাঠি এক্‌জিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ারকে।

49. করুণা দারুণ খুশি হয়ে বললে, আইভি এসেছিস, খুব ভালো হয়েছে। আমাদের এই পাজলটার একটা সলিউশন খুঁজে দে।

34.অস্বস্তি -- অস্বাচ্ছন্দ্য।

সুর ভাঁজা -- রাগিণীর পর্দা অনুসারে আলাপ করে সুর ঠিক করা।

35.আচ্ছন্ন - অভিভূত।

মানসিক অবস্থা - মনের ভাব।

বিরক্তিকর - অসন্তোষপূর্ণ।

বিভ্রান্ত - বিমূঢ়, বিহ্বল।

40. নাগা- ন্যাগাল্যান্ড রাজ্যের অধিবাসী।

হতাশভাবে - নিরাশভাবে।

নাগরা টিকারা -- চামড়ার তৈরি বাদ্য বিশেষ।

পানডু বকী - এক ধরনের জলচর পাখি।

কলধ্বনি- অস্ফুট মধুরধ্বনি।

দিগন্ত --দিকের সীমান্ত, দিক প্রান্ত।

ছৌ-নাচ- পুরুলিয়ার আদিবাসীদের বিশেষ ধরনের নৃত্য।

পরব - উৎসব।

43.নাগরা - টিকারা- নাগরা রোল, নাকড়া-টিকারা বাজনোর আওয়াজ।

48. নিতান্ত -একান্ত, নেহাত।

হরিজন পাড়া - সমাজের অনুন্নত শ্রেণীর, অচ্ছুৎ শ্রেণীর মানুষজন (হরিজন) যেখানে থাকে।

বিদুষী-উচ্চশিক্ষিতা

ওয়েস্টার্ন মিউজিক - পাশ্চাত্ত্য সঙ্গীত।

ডক্টরেট-কোন বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণালব্ধ সর্বোচ্চ উপাধি।

49.পাজল্ -ধাঁধা, হতবুদ্ধিকর সমস্যা।

সলিউশন - সমাধান।

50. রেকর্ড খানা দেখে কপাল কোঁচকালেন আইভি।

51. — কোন শ্লাভ ভাষা মনে হচ্ছে। বাজা তো।

52. বাজানো হল। আইভিও বিশেষ কিছু বুঝতে পারলেন না। শঁপ্যা ভাগনার-বাখ-বীটোফেনের সঙ্গে পরিচয় আছে — তার ওপরে ছোটখাটো একটা বক্তৃতা অকারণেই শোনালেন আমাদের । কিন্তু সমস্যার সমাধান হল না।

53. শেষে ব্যাগ খুলে একটা টফি খেলেন। তার সেলোফোনের মোড়কটা আঙুলে জড়াতে জড়াতে বললেন, কোনো কমিউনিটি সং বলে মনে হচ্ছে।

54. করুণা বললে, সে তো বোঝাই যায়। অনেকে মিলেই গাইছে যখন।

55. টফির মোড়কটাকে একটা আংটির মতো জড়ালেন আইভি। বললেন, নাউ আই রিমেম্বার। সুইৎসারল্যান্ডের ম্যারেজ ফেস্টিভ্যালে এমনি গান আমি যেন শুনেছিলাম।

56. ম্যারেজ ফেস্টিভ্যাল ! করুণা আমার দিকে তাকালো একবার। চোখে চোখ মিলল। উত্তরটা কারোই মনঃপূত হয়নি।

57. করুণা বলতে যাচ্ছিল, ঠিক বিয়ের সুরের মতো মন হচ্ছে কি? তা ছাড়া সুইস্রা তো শ্লাভ্ বলে--

58. আইভি আর সময় দিলেন না। উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, আজ চলি ভাই। নিউ এম্পায়ারে একটা শো আছে, তার রিহার্সাল করতে হবে। তা ছাড়া অনেকক্ষণ এসেছি — ন্যান্সি ইজ্ ফিলিং ভেরি লোনলি। এ পুওর লিট্‌ল থিং শী ইজ্।

59. ন্যান্সি তাঁর দুহিতা নয় — কুকুর।

60. ওঁর মোটরটা চলে যেতে করুণা বললে, চালিয়াৎ!

61. আমি হাসলুম—জবাব দিলুম না। করুণা গজগজ করতে লাগল, ইউরোপে গাছের তলায় ডক্টরেটের ডিপ্লোমা বিক্রি হয় শুনেছি। পাঁচ শিলিং কি সাত ফ্রাঁ দিলে —

62. করুণা ডক্টরেট নয়, অতএব এ স্বাভাবিক ঈর্ষা। আসল কথা, শ্রীযুক্তা আইভিও আমাদের নিরাশ করলেন। আমরা যে তিমিরে, সেই তিমিরেই রয়ে গেলুম।

63. সেদিন মাঝ রাতে আমার ঘুম ভাঙল।

64. জল খেতে উঠেছি — কানে এল বাঘের ডাক। রাত দেড়টায় ঘুমন্ত কলকাতার উপর দিয়ে তরঙ্গে তরঙ্গে একটা গভীর ধ্বনি বয়ে যেতেলাগল। আর্ত অথচ ভয়ংকর, ক্লান্ত অথচ ক্রুদ্ধ। মুখের কাছে জলের গ্লাসটা তুলে আমি নামিয়ে ফেললুম।

65. বাঘ ডাকছে।

66. আমাদের বাড়ি থেকে একটা সরলরেখা টানলে দুটো বড় রাস্তার ওপারে সোজা মার্কাস স্কোয়ার। একটা সার্কাসের দল দিন কয়েক হল তাঁবু ফেলেছে সেখানে। সেখান থেকেই আসছে বাঘের ডাক।

67. কলকাতার এই অনিদ্র আলো-জ্বলা রাত্রে বাঘটা হয়তো সুন্দরবনের স্বপ্ন দেখছে। তাই চমকে জেগে উঠেছে ও-ভাবে।

68. কিন্তু কেন জানি না— আমার ওই বিদেশি রেকর্ডটাকে মনে পড়ল। মিল আছে — ওর সঙ্গেও মিল আছে। অথচ কিছুতেই ধরতে পারছি না— কিছুতেই না।

69. জানালার কাছে এসে দাঁড়ালুম। সামনের কয়েকটা পাম গাছ— তাদের মাথার ওপরে তারা— কয়েক টুকরো মেঘ, সব যেন বাঘের ডাকে কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগল বারবার।

70. শেষ পর্যন্ত সমাধান করলেন এক ভূ-পর্যটক।

71. রেকর্ডটা শুনে চমকে উঠলেন। আস্তে আস্তে জিজ্ঞেস করলেন, কোথায় পেলেন?

51. শ্লাভ - শ্লাভনিক ভাষাভাষী পূর্ব ইউরোপের লোক।

52.কমিউনিটি সং - সমবেত সঙ্গীত।

মনঃপূত - মনের মত।

সুইস - সুইজারল্যান্ডের অধিবাসী। এদের ভাষাও সুইস্।

দুহিতা - কন্যা।

ডিপ্লোমা - উপাধিপত্র।

শিলিং - গ্রেটব্রিটেনের মুদ্রা বিশেষ।

ফ্রাঙ্ক - ইউরোপের বিভিন্ন দেশে প্রচলিত অল্প মূল্যের মুদ্রা।

বাখ - বীটোফেন- পাশ্চাত্ত্য ধ্রুপদী সঙ্গীতের দুই বিখ্যাত সুরস্রষ্টা।

শঁপ্যা - ফ্রেড্‌রিক শঁপ্যা।

জন্ম-ওয়ারশ ১লা মার্চ,১৮০০ খ্রিঃ।

মৃত্যু - প্যারিস ১৭ই অক্টোবর, ১৮৪৯ খ্রিঃ।

বাখ - জোহান্‌স সেবাসটিয়ান বাখ। **জন্ম**- জার্মানে ১৬৮৫ খ্রিঃ।

মৃত্যু - ১৭৫০ খ্রিঃ।

বীটোফেন - লুদ্‌দ্ উইগ সন বীটোফেন।

জন্ম - জার্মানে ১৭৭০ খ্রিঃ।

মৃত্যু - ১৮২৭ খ্রিঃ।

62. ঈর্ষা - পরশ্রীকাতরতা।

নিরাশ - হতাশ।

তিমির - অন্ধকার।

64. ঘুমন্ত -নিদ্রিত।

আর্ত - কাতর।

ভয়ঙ্কর - ভীতিজনক।

ক্লান্ত- শ্রান্ত।

ক্রুদ্ধ - রাগান্বিত।

67. অনিদ্র - নিদ্রাহীন।

70. ভূ-পর্যটক - পৃথিবী ভ্রমণকারী।

72. — চোরা বাজারে।

73. — আশ্চর্য।

74. — কেন?

75. — এ কলকাতায় এল কী করে তাই ভাবছি। এ রেকর্ড গোপনে তৈরি হয়েছিল— গোপনে বিক্রি আর বিলি হয়েছিল সামান্য সংখ্যায়। কিন্তু এদের প্রত্যেকটি শিল্পীই নাৎসিদের গুলিতে প্রাণ দিয়েছে।

76. মাথার মধ্যে বিদ্যুৎ চমকালো আমার। জ্বলজ্বল করে উঠল করুণার চোখ।

77. —খুলে বলুন।

78. —ইউরোপের একটা ছোট দেশের নাম করলেন পর্যটক। নাৎসি অধিকারের সময় এই রেকর্ডটি ছিল সেখানকার মুক্তিযোদ্ধাদের গান। হিটলারের গোয়েন্দারা দাবি করেছিল, এর প্রত্যেকটি কপি, এর অরিজিনাল--এর প্রত্যেকটি শিল্পীকে তারা লিকুইডেট করেছে। অথচ এই রেকর্ড পাওয়া গেল কলকাতার বাজারে।

79. পর্যটক থামলেন।

80. রাস্তা দিয়ে গর্জিত একটি ছাত্র- শোভাযাত্রা যাচ্ছিল। আমরা তিনজনেই কান পেতে শুনলুম কিছুক্ষণ। কয়েক মিনিটের স্তব্ধতা ঘনিয়ে এল ঘরে।

81. পর্যটক আবার বললেন, একটা অত্যন্ত দামি জিনিস পেয়েছেন আপনি। জানি না, যুদ্ধের পর ওরা এই রেকর্ডটাকে আবার চালু করতে পেরেছে কিনা। যদি না পেরে থাকে—

82. ছাত্র - শোভাযাত্রার দূর-ধ্বনিটা হঠাৎ বন্যার মতো প্রবল বেগে ভেঙে পড়ল। দুম দুম করে আওয়াজ উঠল কয়েকটা। তারপর পথ দিয়ে চিৎকার করতে করতে কে বলে গেল লাঠি চলছে—টিয়ার গ্যাস ছুড়ছে-

83. আবার স্তব্ধতা নামল ঘরে।

84. দূরে শুনছি প্রাণের বন্যা, ক্রোধের ঝোড়ো গর্জন। না -- এখন আর সুরটাকে চিনতে বাকি নেই। ব্রহ্মপুত্রের বর্ষা, মাদল, নাগা পাহাড়ের ঢাক, ছৌ-নাচের নাগরা— বালুরঘাটের রাত্রি কাঁপানো টিকারার আওয়াজ--মার্কাস স্কোয়ার থেকে বাঘের ডাক, আব--আজকের এই ঘা-খাওয়া মিছিল, সব একসঙ্গে মিলে ওই সুরটাকে সৃষ্টি করেছে। দেশে দেশে, কালে কালে এ সুর এক। জানতুম, আমরাও ও সুরকে জানতুম। ঘুমন্ত রক্তের মধ্যে তলিয়ে ছিল বলেই এতদিন চিনতে পারিনি।

85. করুণা আমার দিকে তাকালো। দু'চোখে অসহ্য ঘৃণা জ্বলছে ওর। আস্তে আস্তে বললে, এ রেকর্ডকে কেউ ভেঙে নিশ্চিহ্ন করতে পারেনি। কেউ পারবে না।

75. নাৎসি- হিটলারের জাতীয়তাবাদী সমাজতন্ত্রী দল।

78. মুক্তিযোদ্ধা - স্বাধীনতা সংগ্রামী

হিটলার - জার্মানের নাৎসি দলের নেতা।১৯৩২ খ্রি. জার্মানের প্রধানমন্ত্রী ও ১৯৩৪ খ্রি. জার্মান সাধারণতন্ত্রের সভাপতি হন।

অরিজিনাল - মূল।

লিকুইডেট করা - শেষ করে দেওয়া।

গর্জিত - নিনাদিত।

শোভাযাত্রা মিছিল।

স্তব্ধতা - নীরবতা।

চালু করতে - প্রচলন করতে।

প্রাণের বন্যা - জীবনের সীমাহীন উচ্ছ্বাস।

ক্রোধের ঝোড়ো গর্জন-জমে থাকা রাগের প্রচন্ড বেগে বহিঃপ্রকাশ।

মাদল - ঢোলের মত বাদ্যযন্ত্র

নিশ্চিহ্ন - মুছে ফেলা।

20.4 প্রাথমিক বোধ বিচার

রেকর্ড গল্পটি পড়ার পর নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করুন।

1. এই গল্পের লেখকের নাম কি?
2. লেখক কোথায় গিয়েছিলেন?
3. তিনি কিসের সন্ধানে গিয়েছিলেন?
4. শেষ পর্যন্ত তিনি কী কিনে বাড়ি ফিরেছিলেন?
5. লেখক রেকর্ডটা নিয়ে কী সমস্যায় পড়েছিলেন?
6. শেষ পর্যন্ত কে রেকর্ড সমস্যার সমাধান করলেন?
7. আসলে রেকর্ডটিতে কী ছিল?
8. কোথায়, কিসের উপর লাঠি চলছিল, কাঁদানে গ্যাস ছোড়া হচ্ছিল?

20.5 আলোচনা

এবার গল্পটির অনুচ্ছেদগুলি পড়ুন এবং তা থেকে যে সব প্রশ্ন বেরিয়ে আসে তার উত্তর করার চেষ্টা করুন।

20.5.1-- অনুচ্ছেদ (1-5)

" বৌবাজার কিম্বা........... আর সাহসে কুলোয় না।"

এই অংশে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে লেখক বৈঠকখানা মার্কেটে ঢুকেছেন। আগে এর -ই নাম ছিল চোরাবাজার। হয়ত তখন এখানে চোরাই জিনিস বিক্রি হত। এখন এই বাজারে পুরোনো জিনিসের সঙ্গে নতুন জিনিসও কেনা-বেচা হয়। সেগুলির দামও অত্যন্ত কম।

এই বাজারে জিনিস কিনে ঠকে যেতে হবে এটা জেনেও বক্তা এখানে এসেছেন। কারণ চোরাবাজারে জিনিসপত্রের দাম কম হলেও তার গুণগত মানের কোন গ্যারান্টি থাকে না। তবে ভাগ্য ভাল হলে মূল্যবান ও দুর্লভ জিনিসও মিলে যায়। বৌবাজার বা রিপন স্ট্রিটের দোকানে জিনিস কিনে ঠকতে হয় না। কিন্তু সেই জিনিসপত্রের দাম সাধারণ মানুষের আয়ত্তের বাইরে।

- নিম্ন মধ্যবিত্ত বাঙালির সাধ থাকলেও সাধ্যে কুলোয় না। তাই ঠকে যেতে হয় জেনেও ইচ্ছাপূরণের জন্য সে চোরা বাজারেই যায়। বৌবাজার বা রিপন স্ট্রিটের সাজানো গোছানো দোকান তার কাছে কেবল দর্শনীয়ই থেকে যায়।

পাঠগত প্রশ্ন- 1.1

1. **নীচের শব্দগুলোর মধ্যে থেকে সঠিক শব্দটি খুঁজে নিয়ে শূন্যস্থানে বসান।**

ক) স্কট লেনের পাশ কাটিয়ে ঢোকা যায় -------------------।
(নিউ মার্কেটে, বড় বাজারে, হাতিবাগান বাজারে, চোরাবাজারে)

খ) নতুন পুরোনো ------------------ দোকানগুলি ঠাসা।
(আসবাবপত্রে, জামাকাপড়ে ফার্নিচারে, সি ডি-ক্যাসেটে)

গ) এই অংশে দাঁড়ালেই নাকে আসবে স্পিরিট আর ------------ গন্ধ।
(ওযুধের, বার্নিশের, পেট্রোলের, বারুদের)

2. **বাক্যে নিম্নরেখ শব্দগুলো বিশিষ্টার্থে প্রয়োগ করা হয়েছে। ঠিক উত্তরটির নীচে (✓) টিক চিহ্ন দিন।**

ক) ফাটা কাঠের ওপর বেমালুম বার্নিশ লাগিয়ে আপনার <u>মাথায় কাঁঠাল ভেঙেছে।</u>
মাথায় কাঁঠাল ভেঙেছে বলতে বোঝায় ---

i) মাথার উপর রেখে একটা কাঁঠাল ভাঙা হয়েছে।
ii) মাথা দিয়ে কাঁঠালটি ভাঙা হয়েছে।
iii) ঠকানো হয়েছে।
iv) কাঁঠালটি কিনে সে লাভবান হয়েছে।

খ) তবু আমাদের মতো মধ্যবিত্তদের এখানে লটারির টিকিটই কিনতে হয়

এখানে লটারির টিকিটই কিনতে হয় বলতে বোঝানো হয়েছে –

i) লটারি খেলার অনুমতি পত্র কিনতে হয়।

ii) এক বিশেষ ধরনের অভিজ্ঞান, যা দিয়ে লটারি খেলা হবে, তা কিনতে হয়।

iii) ঠকে যেতে হবে জেনেই জিনিসপত্র কিন্তু কেনা হয়।

iv) কিনে ঠকতেও পারে আবার লাভবানও হতে পারে এই ঝুঁকি নিয়েই কিনতে হয়।

20.5.2 দুই অনুচ্ছেদ (2-14) আমি গিয়েছিলুম ছোট একটা .... খেলো করবার মতো গান এ নয়।

পছন্দমতো বুককেস না পাওয়ায় লেখক ফিরে আসছিলেন। হঠাৎ-ই হিন্দি গানের সুর কানে আসায় দাঁড়িয়ে পড়লেন। তারপর পুরোনো রেকর্ডের দোকানে গিয়ে রেকর্ডগুলি নাড়াচাড়া করতে করতে একটি রেকর্ড পছন্দ করলেন। অচেনা অজানা লেবেলের একটি রেকর্ড। রেকর্ডটি বিক্রেতাকে বাজাতে বললেন, রেকর্ডের বাজনাটা ভারী অদ্ভুত। গানের ভাষা ও সুর লেখকের অজানা। তাঁর কৌতূহল হল। বারোআনা দিয়ে লেখক রেকর্ডটি কিনে নিলেন।

লেখক এর আগেও এখান থেকে বহু দুষ্প্রাপ্য গানের রেকর্ড কিনেছেন। এই রেকর্ডটি শোনার পর অভিজ্ঞতা থেকে তিনি বুঝতে পারেন যে রেকর্ডের ঐ গানের কিছু একটা বিশেষত্ব আছে। সেই বিশেষত্বটা খুঁজে বের করার বা জানার আগ্রহই লেখককে ঐ রেকর্ডটা কিনতে প্রেরণা যোগায়। তাঁর মনে হয় রেকর্ডটি যথেষ্ট মূল্যবান। তাই দোকানদারের সঙ্গে কোনরকম দরাদরি না করেই পুরো দামটা দিয়েই তিনি রেকর্ডটি কিনে নেন।

অকেজো ফেলে-দেওয়া জিনিসের মধ্যে থেকেও অনেক সময় দুর্লভ ও মূল্যবান বস্তুর সন্ধান পাওয়া যায়। বিশেষত্বটুকু চিনে নিতে না পারলে অমূল্য সম্পদও মূল্যহীন হয়ে পড়ে।

পাঠগত প্রশ্ন- 1.2

3. **ঠিক উত্তরটিতে (√) টিক চিহ্ন দিন।**

ক) সেইটে কানে যেতে আমি দাঁড়িয়ে গেলুম। — কোন্‌টি কানে যেতে?

i) মিছিলের আওয়াজ

ii) ড্রামের বাজনা

iii) গ্রামোফোন রেকর্ডে বাজা হিন্দি গান

iv) বোমের আওয়াজ

খ) তবু এদের মধ্যেই একখানা রেকর্ড আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করল ----- কোন্ রেকর্ডটি?

i) অতি দুর্লভ রবীন্দ্র-কন্ঠের গানের রেকর্ড

ii) বাজার-চলতি পপুলার ডিস্‌ক

iii) সিনেমার গানের রেকর্ড

iv) অচেনা লেবেল, অচেনা ভাষার, অচেনা সুরের একটি রেকর্ড।

গ) জিজ্ঞেস করলুম-- কোথায় পেলে এ রেকর্ড? জবাব এল, —

i) চৌরঙ্গি অঞ্চলে এদের এজেন্টের কাছে।

ii) বৈঠকখানা বাজারে এক বিহারী মুসলমানের কাছে।

iii) রিপন স্ট্রিটে এক ইলেক্ট্রনিক্সের দোকানে।

iv) নিউ মার্কেটে ফিলিপ্স- এর শো-রুমে।

20.5.3 অনুচ্ছেদ (15 - 34)

বাড়ি ফিরে মেশিনে দিয়েছি ....দিলে পড়াটা শেষ করে।

রেকর্ডের বিটকেল বাজনায় বিরক্ত হলেও শেষ পর্যন্ত লেখক-পত্নীও রেকর্ডটির প্রতি আকৃষ্ট হলেন। গানের সুরটা দুজনের কাছেই পরিচিত মনে হল। তাঁরা স্মৃতি হাতড়াতে থাকলেন।

রেকর্ডের গানের ভাষাটা তাঁদের কাছে অপরিচিত ছিল। সেই নিয়ে তাঁদের কোন সংশয়ও ছিল না। কিন্তু গানের সুরটা তাঁরা আগে শুনেছেন বলে মনে হল। তাই চেষ্টা করতে থাকলেন মনে করার জন্য, কিন্তু সেই মুহূর্তে কিছুতেই তাঁরা তা মনে করতে পারলেন না। ফলে তাঁরা অন্যমনস্ক হয়ে পড়লেন, এবং তাঁদের কাজকর্ম ব্যাহত হল।

রেকর্ডের গানের সুরে ছিল এমন এক, পরিচিত উন্মদনা যা লেখক এবং লেখক-পত্নী উভয়কেই মানসিকভাবে অস্থির করে তুলেছিল। স্তব্ধ করে দিয়েছিল তাঁদের স্বাভাবিক কাজকর্ম।

পাঠগত প্রশ্ন - 1.3

4. 'ক' ও 'খ' চিহ্নিত অংশে চারটি করে বাক্য আছে 'ক' অংশের বাক্যগুলিতে যে কাজগুলি প্রকাশ পেয়েছে তার কারণগুলি 'খ' অংশে এলোমেলোভাবে দেওয়া আছে। 'খ' অংশের ডানদিকের ফাঁকা জায়গায় সঠিক নম্বরটি লিখুন।

'ক'	'খ'
ক) "জানো না তো আনলে কেন? না জেনেও আনার কারণ--	i) গানটা শোনার পর মনটা খারাপ হয়ে গেছে।
খ) " গোড়াটা চিবোচ্ছে আন্‌মনার মত।" করুণা আন্‌মনা কারণ--	ii) গাছের সুরের মধ্যে ছিল এক পরিচিত উন্মাদনা।
গ) "ভারী আশ্চর্য লাগল সুরটা।" আশ্চর্য লাগার কারণ-	iii)দু -কান ভরে ঐ বিচিত্র বাজনা আর গানের সুর বেজে চলেছে।
ঘ) "কিন্তু একটা খাতাতেও মন দিতে পারছি না।" কারণ--	iv)মনে হল কবে যেন কোথায় শুনেছি।

20.2.4 অনুচ্ছেদ (35- 46)

মোট কথা ঐ রেকর্ডখানা .... আচ্ছা জ্বালা হল তো !

গানের সুরটা লেখক এবং তাঁর পত্নী দুজনকেই এক অস্বস্তির মধ্যে ফেলে দিয়েছিল। দুজনেই ছটফট্ করছিলেন খুব পরিচিত ভুলে-যাওয়া সেই সুরটা মনে করার জন্য। এই সুর মনে করতে গিয়ে তাঁদের কখনও মনে পড়ছে বর্ষার ব্রহ্মপুত্রের কথা, কখনও বা ঝালদার পাহাড়, মানভূমের জঙ্গল-এর কথা, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেই মিল তাঁরা খুঁজে পাননি। তাই এক অব্যক্ত যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে পড়েছেন দুজনেই।

এই অংশে লেখক কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ করেছেন। এই উপমাগুলির সাহায্যে লেখক ও লেখক পত্নীর মানসিক অস্থিরতার গভীরতাকে আরও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তারই সঙ্গে ইঙ্গিত দিয়ে গেছেন গানের সুরের প্রকৃতি সম্পর্কে। প্রত্যেকটি ঘটনার মধ্যেই রয়েছে একটা মুক্তির আকাঙ্ক্ষা, প্রতিবাদের সুর। জোর করে নদীর ধারাকে বেঁধে রাখার ফলে বর্ষায় বিদ্রোহী ব্রহ্মপুত্র তার দুকূল ভাসিয়ে নিয়ে গেছে। স্বাধীনতার স্পৃহা কেবল মানুষ নয় প্রকৃতিরও স্বভাবগত বৈশিষ্ট্য। তাই সেও সুযোগ পেলেই তার বিদ্রোহ ঘোষণা করে।

পাঠগত প্রশ্ন – 1.4

5. **নীচে দেওয়া শব্দগুলো থেকে সঠিক উত্তরটি বেছে নিয়ে শূন্যস্থানে বসান।**

ক) ছেলেবেলায় তখন আসামে ছিলুম, তখন ------- নাচের সঙ্গে যেন ঐ রকম গান--

i) মণিপুরীদের
ii) ভোজপুরীদের
iii) নাগাদের
iv) খাসিয়াদের।

খ) বর্ষার ------------- ডাক শুনেছ কখনো?

i) পদ্মার
ii) সিন্ধুর
iii) ব্রহ্মপুত্রের
iv) গঙ্গার।

গ) --------- পাহাড় দূরে ভুতুড়ে চেহারা নিয়ে দাঁড়িয়ে।

i) দলমা
ii) ঝালদা
iii) খাসিয়া
iv) অযোধ্যা।

ঘ) ওই --------------- আওয়াজে হৃৎপিন্ড আমার চমকে চমকে উঠেছিল।

i) বিস্ফোরণের
ii) বুলেটের
iii) বজ্রপাতের
iv) নাগরার

20.2.5 অনুচ্ছেদ (47- 69)

এর মধ্যে একদিন :...................................বাঘের ডাকে কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগল বারবার।

লেখক এবং লেখক-পত্নী উভয়েই যখন রেকর্ড সমস্যায় ব্যতিব্যস্ত তখনই একদিন লেখকের বাড়িতে এলেন শ্রীমতী আইভি। তিনি লেখক-পত্নীর সহপাঠিনী। ইউরোপে থেকে পাশ্চাত্ত সঙ্গীতের উপর ডক্টরেট করেছেন তিনি। কিন্তু তিনিও ঐ গানের সুর চিনতে পারলেন না। কতগুলি ভুল তথ্য দিয়ে অকারণ বিদ্যা জাহির করলেন।

লেখক-পত্নী খুব সঙ্গত কারণেই বান্ধবীর উপর ভরসা করেছিলেন। তাঁর ধারণা ছিল পাশ্চাত্ত্য সঙ্গীতের উপর ডক্টরেট করতে গিয়ে শ্রীমতী আইভি নিশ্চয় অনেকরকম সঙ্গীতের সঙ্গে পরিচিত হয়েছেন। তাই যা তাঁরা পারছিলেন না সে ব্যাপারে শ্রীমতী আইভি অবশ্যই অনেকটা সাহায্য করতে পারবেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁর সমস্ত ধারণাটাই পাল্টে যায়। তিনি দেখেন এ ব্যাপারে তাঁদের জ্ঞানের থেকে তাঁর বান্ধবী বিন্দুমাত্রও এগিয়ে তো নেই-ই বরং কিছুটা পিছিয়েই আছেন। কারণ বান্ধবীর দেওয়া তথ্যগুলি সুইজারল্যান্ডের ম্যারেজ ফেস্টিভ্যাল, স্লাভ ভা বা ইত্যাদি যে সঠিক নয় সেটা তাঁরাও বোঝেন, তাই শ্রীমতী আইভির ডক্টরেট উপাধির উপর কটাক্ষ করে তিনি বলেছেন, ওটা ইউরোপের গাছতলা থেকে অর্থমূল্যে কেনা হয়েছে।

এই অংশে লেখক দেখিয়েছেন বা প্রকৃতির সঙ্গে সুরের অন্তরের যোগ। এই দুই - এর আবেদনই হৃদয়ের কাছে। শুধুমাত্র পুথিগত বিদ্যা দিয়ে এদের চেনা বা জানা যায় না।

পাঠগত প্রশ্ন - 1.5

নীচের বাক্যগুলি পড়ুন এবং ঠিক উত্তরটিতে (✓) চিহ্ন দিন।

ক) সেখান থেকে গানের ওপর ডক্টরেট নিয়ে ফিরে এসেছেন। —— কোন্ গানের ওপর?

i) পপ মিউজিক
ii) রবীন্দ্র সঙ্গীত
iii) ওয়েস্টার্ন মিউজিক
iv) লোক সঙ্গীত।

খ) কোন ----------ভাষা মনে হচ্ছে । ---কোন্ ভাষা?
- i) রোমান
- ii) সাঁওতালি
- iii) শ্লাভ
- iv) জাভা।

গ) কোন ----------সং বলে মনে হচেছ। — কি গান?
- i) কমিউনিটি সং
- ii) পপ সঙ্গীত
- iii) মুক্তি যোদ্ধদের গান
- iv) ও য়েস্টার্ন মিউজিক।

ঘ) ----------ঘুমন্ত কলকাতার উপর দিয়ে তরঙ্গে তরঙ্গে একটা গভীর ধ্বনি বয়ে যেতে লাগল। --- কোন্ ধ্বনি?
- i) ড্রামের বাজনা
- ii) বাঘের ডাক
- iii) পুলিশের গুলির আওয়াজ
- iv) গ্রামোফোনে বাজা গানের আওয়াজ

20.5.6 অনুচ্ছেদ (70-85) শেষ পর্যন্ত সমাধান করলেন ---------- কেউ পারবে না।

- শেষ পর্যন্ত রেকর্ড সমস্যার সমাধান করলেন একজন

ভূ -পর্যটক। রেকর্ড শুনে তিনি চমকে উঠলেন। তাঁর কাছ থেকে লেখক জানতে পারলেন যে, রেকর্ডটি তৈরি হয়েছিল হিটলারের শাসনকালে ইউরোপের একটি ছোট দেশে। নাৎসি অধিকারের বিরুদ্ধে ঐ দেশের মুক্তি সংগীত রেকর্ডটিতে আছে। যোদ্ধাদের গানের রেকর্ড ওটি। রেকর্ডটি প্রকাশিত হবার পর হিটলারের নির্দেশে ঐ রেকর্ডের মূলসহ সমস্ত কপি নষ্ট করে দেওয়া হয়। এমনকি শিল্পীদেরও মেরে ফেলা হয়। পর্যটক আরও জানালেন যে, যুদ্ধের পর সেই দেশ যদি উপাদানের অভাবে এই রেকর্ডের পুনঃপ্রচার করতে না পারে তবে লেখকের কেনা এই রেকর্ডটি হবে তাদের কাছে এক অমূল্য সম্পদ। লেখকদের কথাবার্তার মধ্যেই ভেসে আসে দূরে রাস্তায় ছাত্র মিছিলের শ্লোগান। মুহূর্তে ঘরের মধ্যে স্তব্ধতা নেমে আসে। শোনা যায় গুলির শব্দ। মিছিলকে ছত্রভঙ্গ করার জন্য পুলিশ লাঠি চালায়, কাঁদানে গ্যাস ছোড়ে। রেকর্ডের গানের সুরটা লেখকের কাছে ক্রমশই পরিচিত লাগে। লেখক অনুভব করেন বর্ষার ব্রহ্মপুত্রের গর্জন। নাগা পাহাড়ের ডাক, সার্কাসের বাঘের আর্তনাদ, ঘা-খাওয়া মিছিল — এই সব সুরগুলোই এক অথবা এই সব কটা সুরের সমন্বয়েই সৃষ্টি হয়েছে ঐ রেকর্ড। তাই এই সুরকে কোনোভাবেই মুছে ফেলা যায় না।

অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের সুরটা পৃথিবীর সর্বত্র এবং সর্বকালে একই রকম। দেশ কাল পাত্র ভেদে তার কোন পরিবর্তন হয় না। চাবুক মেরে তার গতিকে সাময়িকভাবে দমিয়ে রাখা গেলেও চিরতরে

স্তব্ধ করা যায় না। অবরুদ্ধ, অবদমিত, অত্যাচারিত সেই গতি একদিন সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে প্রবল বেগে ধেয়ে আসে। মুক্তির স্রোতে আবর্জনার মতো ভাসিয়ে নিয়ে যায় সমস্ত বাধা প্রতিবন্ধকতাকে।

পাঠগত প্রশ্ন– 1.6

7. নীচের 'অ' সারিতে পাঁচটি বাক্য আছে। ঐ সারির বাক্যের সঙ্গে সম্পর্ক আছে এমন পাঁচটি শব্দ 'আ' সারিতে এলোমেলো ভাবে আছে। প্রথম সারির বাক্যের নম্বর পরের সারির বন্ধনীর মধ্যে দিয়ে চিনিয়ে দিন।

'অ'		'আ'	
ক) রেকর্ডটা শুনে চমকে উঠলেন।	i)	নাৎসি অধিকার	( )
খ) সেই সময় এই রেকর্ডটি ছিল ইউরোপের একটি ছোট দেশের মুক্তি যোদ্ধাদের গান।	ii)	ছাত্র শোভাযাত্রা	( )
	iii)	ভূ - পর্যটক	( )
গ) একটা অত্যন্ত দামি জিনিস পেয়েছেন আপনি	iv)	প্রতিবাদ	( )
ঘ)লাঠি চলছে, টিয়ার গ্যাস ছুড়ছে।	v)	রেকর্ড	( )
ঙ) দেশে দেশে কালে কালে এ সুর এক।			

20.6 ব্যাকরণ ও ভাষারীতি

(ক) আপনারা গল্পটি পড়তে পড়তে এমন কতকগুলো শব্দ পেয়েছেন যার আগে অ - যোগ করে বিপরীত অর্থে প্রয়োগ করা হয়েছে। নীচে কতকগুলি শব্দ দেওয়া হল। পাশের ফাঁকা বাক্সে তাদের বিপরীত শব্দগুলো বসান। একটি করে দেখানো হল –

শব্দ	বিপরীত শব্দ
চেনা	অচেনা
স্পষ্ট	
	অপ্রাপ্য
জানা	
	অম্লান
স্বস্তি	
	অক্লান্ত

(খ) গল্প থেকে কতকগুলো শব্দ বেছে নিয়ে তাদের একটি করে সমার্থক শব্দ দেওয়া হল। পাশের শূন্যস্থানটিতে আর একটি সমার্থক শব্দ বসান।

শব্দ	সমার্থক শব্দ
দুহিতা	কন্যা.....

বিভ্রান্ত	বিমূঢ় ..../
মতলব	অভিপ্রায়........../
আচ্ছন্ন	আবৃত ..../
বিট্‌কেল	অদ্ভুত........../
আর্ত	কাতর........../

অর্থের বৈচিত্র্য সম্পাদনের জন্য একই শব্দকে দুবার আবৃত্তি করে বা শব্দের পরের অংশকে সামান্য পরিবর্তন করে শব্দযুগ্ম গঠন করা হয়। পাঠ্য গল্পটি থেকে এরকম তিনটি শব্দের ব্যবহার দেখানো হল।

i) একই শব্দের অবিকল পুনরাবৃত্তি ঘটিয়ে — "ওই নাগরার আওয়াজে হৃৎপিন্ড আমার চমকে চমকে উঠেছিল।"

ii) শব্দের দ্বিতীয়াংশে সামান্য পরিবর্তন করে — "তার ওপরে ছোটখাটো একটা বক্তৃতা অকারণেই শোনালেন।"

iii) সমার্থক বা প্রায়-সমার্থক শব্দ যোগ করে — " কোত্থেকে রাজ্যের ছাইপাঁশ জোটাও তুমিই জানো।"

(গ) নীচে কতগুলো শব্দ দেওয়া হল। তার সঙ্গে উপযুক্ত শব্দ বসিয়ে শব্দ-যুগ্ম তৈরি করুন।
কেঁপে, জড়, আপদ, দিনে, কাগজ, টল।

(ঘ) নেই চিহ্ন যার = নিশ্চিহ্ন
গৃহের সজ্জা = গৃহসজ্জা
উপরের উদাহরণে একাধিক পদকে সমাসবদ্ধ করে একপদে পরিণত করা হয়েছে।
নীচের পদগুলির সমাসবদ্ধ রূপটি শূন্যস্থানে লিখুন।
বরের মাল্য =
লাল ও নীল =
হত আশা যার =
নারী ও পুরুষ =

(ঙ) দিগন্ত শব্দটি দিক এবং অন্ত (দিগন্ত = দিক্ + অন্ত) এই দুটি শব্দ মিলিত হয়ে তৈরি হয়েছে। নীচের শব্দগুলি মিলে কোন্ শব্দ তৈরি হয়েছে দেখান।

সীমা + অন্ত =
অপ + ঈক্ষা =
নিঃ + চিহ্ন =
হত + আশা =
জ্ঞান + অর্জন =

নীচের ছকটিতে একটি বিশেষ্য ও একটি বিশেষণ বাচক শব্দ দেওয়া আছে।

(চ) নীচের শব্দগুলিতে বিশেষ্য থেকে বিশেষণ এবং বিশেষণ থেকে বিশেষ্যে পরিবর্তিত করে সাজিয়ে লিখুন।

বিশেষ্য	বিশেষণ	
ঘুম	ঘুমন্ত	ভ্রম
		দামি
		মন
		গর্জিত
		সখী
		ক্রুদ্ধ

রেকর্ড গল্পটিতে গজগজ, দুমদুম, ছটফট প্রভৃতি কতকগুলো শব্দ ধ্বনির অনুকরণে বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

(ছ) নীচে 'ক' অংশে এরকম কতগুলো ধ্বন্যাত্মক শব্দ দেওয়া হল। 'খ' অংশের বাক্যের ফাঁকা জায়গায় ঐ শব্দগুলো থেকে বেছে নিয়ে সঠিক শব্দ বসান।

	'ক'		'খ'
i)	ছট ফট	ক)	করুণা —— করে দু তিনটে সুর ভাঁজল।
ii)	গজগজ	খ)	প্রচণ্ড গরমে পরাণটা যেন——— করতে লাগল।
iii)	দুমদুম	গ)	—————সাদা আদ্দির পাঞ্জাবি।
iv)	ধবধবে	ঘ)	গুলির ————আওয়াজে চারিদিকে স্তব্ধতা ঘনিয়ে এল।
v)	থরথর	ঙ)	ট্রেনের মধ্যে আটকে থাকা যাত্রীরা বিরক্তিতে ——— করতে থাকলেন।
vi)	গুনগুন	চ)	শীতের বৃষ্টিতে ভিজে গিয়ে বৃদ্ধা —— করে কাঁপতে রইলেন।

পঠিত গল্পে বিভিন্ন বাক্যে ব্যবহৃত ক্রিয়াপদগুলো লক্ষ করুন।

i) হিন্দি রেকর্ডটা <u>থেমে গিয়েছিল</u>।
ii) জিজ্ঞেস <u>করলুম</u>, কোথায় <u>পেলে</u> এ রেকর্ড?
iii) গোড়াটা <u>চিবোচ্ছে</u>, আনমনার মতো।
iv) ঠিক বিয়ের সুরের মতো মনে <u>হচ্ছে</u> কি?

উপরোক্ত বাক্যগুলোতে নিম্নরেখাঙ্কিত ক্রিয়াপদগুলি শিষ্ট চলিত ভাষার উদাহরণ।

জ) সাধুভাষা ব্যবহার করলে এদের রূপ কি হয় তা লিখুন। একটা করে দেখানো হল।

	মান্য চলিত	সাধু
i)	করলুম	করিলাম
ii)	থেমে গিয়েছিল	
iii)	পেলে	
iv)	চিবোচ্ছে	
v)	হচ্ছে	

20.7 সমগ্র বিষয় ভিত্তিক মন্তব্য

বক্তা বুককেস কিনতে গিয়ে নিতান্তই কৌতূহলবশত কিনে নিয়ে এলেন একটা পুরোনো রেকর্ড। রেকর্ডের লেবেল, গানের ভাষা কিংবা সুর কোনটাই লেখকের পরিচিত ছিল না। অজানা - অচেনাকে জানা ও চেনার আগ্রহ লেখকের মধ্যে জাগিয়ে তুলেছিল সেই কৌতূহল। রেকর্ডটি শোনার পর গানের সুরটা লেখককে আরও ব্যাকুল করে তোলে। সুরটা তাঁর কাছে খুব পরিচিত লাগে। অথচ সেই পরিচয়ের সূত্রটা তিনি ঠিকমতো খুঁজে বের করতে পারেননি। শেষপর্যন্ত পরিচিত এক ভূ-পর্যটক সেই সূত্রটা খুঁজে দিলেন। রেকর্ডের সুরে ছিল বিদ্রোহের ঘোষণা। নাৎসি অধিকারের বিরুদ্ধে ইউরোপের একটি ছোট্ট দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামীদের গান -- আন্দোলনের সুর। সার্কাসের খাঁচায় বন্ধ ক্রুদ্ধ বাঘের বিদ্রোহ। কলকাতার রাস্তায় ছাত্র মিছিলের শ্লোগানের সুর। এই সমস্ত বিদ্রোহের ভাষা বা প্রকাশটা আলাদা হলেও ভিতরের কারণটা একই। যা ঐ রেকর্ডের মধ্যে ধ্বনিত হয়েছে।

20.8 রচনাবৈশিষ্ট্য

'রেকর্ড' একটি ছোট গল্প। গল্পটি উত্তম পুরুষে লেখা। গল্পের বক্তা একজন অধ্যাপক। আগ্রহ ও কৌতূহল, জানার ইচ্ছা, এগুলি অধ্যাপকের স্বভাব। তাই বক্তার পেশার সঙ্গে গল্পের বিষয়বস্তুর একটা সামঞ্জস্য আছে। গল্পের ভাষার একটা গতি আছে। যার সাহায্যে পাঠক খুব সহজেই বিশ শতকের কলকাতা থেকে চলে যেতে পারেন হিটলারের সময়ে ইউরোপের একটা দেশে। গল্পে ব্যবহৃত বিভিন্ন ঘটনা যেমন -- বর্ষার ব্রহ্মপুত্রের বাঁধভাঙা ডাক, সার্কাসের খাঁচায় বন্ধ থাকা বাঘের গর্জন, কলকাতার রাস্তায় ছাত্র-শোভাযাত্রীদের শ্লোগান প্রভৃতি বিষয়গুলির মধ্য দিয়ে লেখকের ও লেখক-পত্নীর ব্যাকুলতাটা পাঠকের কাছে আরও বেশি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। গল্পটি চলিত ভাষায় লেখা। লেখক তাঁর ভাষা দিয়ে এ গল্পে গণ-আন্দোলনের একটা ছবি এঁকেছেন।

20.9 আপনি যা যা শিখলেন

প্রকৃতি কিংবা মানুষ কেউই অন্যের প্রভুত্ব মেনে নিতে চায় না।
স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা মানুষের চেতনায়। তাই কো নো ভাবেই তাকে ধ্বংস করা যায় না।
গণ- আন্দোলনের প্রকাশটা বিভিন্ন জায়গায় ভিন্ন ভিন্ন হলেও তার প্রকৃতিটা সর্বত্র একই।

20.10 সমগ্র পাঠ্য বিষয় ভিত্তিক প্রশ্ন

1. একটা অচেনা অজানা রেকর্ড কিনতে গিয়ে লেখক রেকর্ডটির দাম নিয়ে দরাদরি করলেন না কেন?

2. রেকর্ড সমস্যার সমাধানে লেখকের অত্যন্ত আগ্রহী হয়ে ওঠার কারণ কী?

3. "ইউরোপে গাছের তলায় ডক্টরেটের ডিপ্লোমা বিক্রি হয়"— এই কথাটির মধ্য দিয়ে বক্তা কী বোঝাতে চেয়েছেন?

4. এই রেকর্ডের সুরের সঙ্গে কলকাতার রাস্তায় ছাত্র শোভাযাত্রার শ্লোগানের সম্পর্ক কোথায়?

5. এই রেকর্ডকে কেউ ভেঙে নিশ্চিহ্ন করতে পারবে না— এ কথার অর্থ কী?

6. নীচে দেওয়া সূত্রগুলো দিয়ে কয়েকটি বাক্যে একটি অনুচ্ছেদ লিখুন — যুদ্ধের ভয়াবহতা, আমরা যুদ্ধ চাই না, আমরা শান্তি চাই।

20.11 লেখক পরিচিতি

১৯১৮ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে দিনাজপুর জেলার বালিয়াডাঙি গ্রামে, বর্তমানে বাংলা দেশে লেখকের জন্ম। তাঁর আদি বাড়ি বরিশাল জেলার বাসুদেবপাড়া গ্রামে। লেখক ছিলেন অত্যন্ত মেধাবী ও কৃতী ছাত্র। ১৯৪১ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি বাংলা সাহিত্যে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করে এম. এ. পাশ করেন। বাংলা সাহিত্যের অধ্যাপক হিসাবে তিনি অত্যন্ত খ্যাতিমান ছিলেন। ছোট বেলা থেকেই তাঁর সাহিত্য চর্চা শুরু হয়। "ভারতবর্ষ" পত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয় তাঁর প্রথম উপন্যাস 'উপনিবেশ', তাঁর প্রথম প্রকাশিত গল্প সংকলনের নাম 'বীতংস'। উপন্যাস, গল্প সংকলন, নাটক এবং প্রবন্ধ মিলিয়ে তাঁর রচিত মোট গ্রন্থের সংখ্যা প্রায় শতাধিক। শ্রেষ্ঠ সাহিত্য সৃষ্টির জন্য তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বর্ণপদক পান। অপ্রতিদ্বন্দ্বী কিশোর সাহিত্য সৃষ্টির জন্য 'রঞ্জিত স্মৃতি পুরস্কার' লাভ করেন। এছাড়াও তাঁর সাহিত্যের জন্য আরও অনেক সম্মান তিনি অর্জন করেন।১৯৭০ সালের ৮ই নভেম্বর এই কথাশিল্পীর প্রয়াণ ঘটে।

20.12 উত্তর সংকেত

1.1 1. ক) চোরা বাজারে
খ) ফার্নিচারে
গ) বার্নিশের

2. ক) iii)
খ) iv)

1.2

3. ক) iii)
খ) iv)
গ) v)

1.3

4. ক) ii)
খ) i)
গ) iv)
ঘ) iii)

1.4

5. ক) iv)
খ) iii)
গ) ii)
ঘ) iv)

1.5

6. ক) iii)
খ) iii)
গ) i)
ঘ) ii)

1.6

7. প্রাপ্য i) খ)
অজানা, ii) ঘ)
ম্লান iii) ক)
অস্বস্তি iv) ঙ)
ক্লান্ত v) গ)

20.6 (খ) মেয়ে
বিহ্বল
ইচ্ছা
অভিভূত
আজগুবি
বিপন্ন

20.6 (গ) ঝেঁপে ঝেঁরে, দিনে দিনে
জড় সড়, টলমল
আপদ বিপদ, কাগজ কলম

20.6 (ঘ)
বরমাল্য,
লালনীল
হতাশ
নারীপুরুষ

20.6 (ঙ)
সীমান্ত
অপেক্ষা
নিশ্চিহ্ন
হতাশা
জ্ঞানার্জন

20.6 (চ)

বি	বিণ
দাম	দামি
মন	মানসিক
গর্জন	গর্জিত
সখী	সখীত্ব
ক্রোধ	ক্রুদ্ধ

20.5 (ছ)
(ক) vi)
(খ) i)
(গ) iv)
(ঘ) iii)
(ঙ) ii)
(চ) v)

20.6 (জ) থামিয়া গিয়ছিল
পাইলে
চিবাইতেছে
হইতেছে

21

মিলনের কথা

কাজী আবদুল ওদুদ

21.1 ভূমিকা

আমাদের দেশের কিছু মানুষকে হিন্দু, কিছু মানুষকে মুসলমান বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। এদের মধ্যে ধর্মের ও আচরণের কিছু পার্থক্য আছে। কেবল সেটুকু পার্থক্যের জন্যই তাদের আলাদা মানুষ বলে ভাবাটা ভুল। ধর্ম বা সম্প্রদায় কোনো মানুষের সত্যিকারের পরিচয় নয়। মানুষের সত্য পরিচয় এই যে, তারা মানুষ। এই সত্যটিকেই নানা যুক্তি দিয়ে তুলে ধরা হয়েছে এই পাঠে। এই পাঠটি আসলে একটি বক্তৃতা। লেখক নবাবগঞ্জ আশ্রমের বার্ষিক অধিবেশনে (১৩৩৩ বঙ্গাব্দ) পাঠ করার জন্য এই বক্তৃতাটি লিখেছিলেন।

21.2 উদ্দেশ্য

পাঠটি পড়া শেষ করলে এবং প্রদত্ত প্রশ্নগুলোর উত্তর দিলে আপনি-

- হিন্দু মুসলমান প্রভৃতি সাম্প্রদায়িক বিভেদের অসারতার কথা বুঝিয়ে দিতে পারবেন
- এরূপ বিভেদ সৃষ্টির কারণ বলতে পারবেন
- এরূপ বিভেদের ধারণা কীভাবে দূর করা যায় সে বিষয়ে বলতে পারবেন
- একটি উদার অসাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলার উপায় সম্বন্ধে বলতে পারবেন
- ব্যাকরণ ও ভাষারীতির সম্বন্ধে ধারণা হবে, আপনি তার প্রয়োগ করতে পারবেন।

21.3 মূলপাঠ

[নীচে মূল রচনাটিকে পড়ার সুবিধার জন্য আমরা কয়েকটি অনুচ্ছেদে ভাগ করছি - সেই বৃহত্তর ভাগের মধ্যে ছোটো ছোটো আর ও অনুচ্ছেদ থাকতে পারে।]

1. নবাবগঞ্জ আশ্রমের মুখপত্র 'হাতেখড়ি র' কয়েকটি সংখ্যা পড়তে পড়তে হৃদয়ে যথেষ্ট আনন্দের উদ্রেক হচ্ছিল। হিন্দু ও মুসলমান দেশ-সেবার শুভ সংকল্প নিয়ে এখানে মিলেছেন, আর বেশ জাগ্রত সে শুভ সংকল্প তাঁদের মনে — আজকালকার এই সংকটাপন্ন সময়ে এমন আনন্দ-সংবাদ দেশের কত কম জায়গা থেকে শুনবার সৌভাগ্য আমাদের হয়।

'হাতেখড়ি'র পুরোনো সংখ্যাগুলিতে দেখছিলাম, এর লেখকরা যথেষ্ট আগ্রহ নিয়ে দেশ-সেবার কথা আলোচনা করেছেন। তাঁদের লেখার ভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছিল তাঁরা নবীন, অর্থাৎ জয়-পরাজয়রূপ অত্যন্ত বাজে কথাটার সঙ্গে তাঁদের খুব বেশি মোকাবেলা হয়নি। এতেই ইচ্ছা হয়েছে তাঁদের সুরে সুরে মিলিয়ে দেশ-সেবা সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলতে। আমার এ কথাগুলো তাঁদের এই সেবার আগ্রহে শ্রদ্ধা ও আনন্দের উপহার।

2. হিন্দু মুসলমানের মিলন হোক একথা যথেষ্ট পুরাতন। কিন্তু পুরাতন হলেও অনুর্বর ক্ষেত্রের গাছপালার মতো। এ খর্ব কৃতিহয়ে আছে। আমাদের জীবনের কোনো সত্যকার কাজেই এ লাগেনি বলা যেতে পারে। এরই মধ্যে দেশ ও মানব-প্রেমিক 'মহাত্মা' এর মূলে কিছু জল সিঞ্চন করেছিলেন। তাই এর চেহারাটা কিছু উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল, আমাদের মনে আশা হয়েছিল — হয়তো এ শ্যামসমারোহে বেড়ে উঠবে, এর ফলে ও ছায়ায় আমরা তৃপ্ত হব।

কিন্তু তা হল না। 'মহাত্মা'র প্রেম-সিঞ্চনেও এই বহুকালের খর্বাকৃতি হিন্দু মুসলমান মিলনতরু কেন ফুলে ফলে সুশোভিত হয়ে উঠল না, সে কথা ভাবতে গিয়ে মনে হয়, যে ক্ষেত্রে এর পরিবর্ধনের আয়োজন করা হয়েছে সেই ক্ষেত্রই হয়তো এই পরিবর্ধনের পরিপন্থী। অথবা সেক্ষেত্রে যা জন্মে এমন খর্বাকৃতি হয়ে থাকাই তার স্বভাব।

হিন্দু-মুসলমান-মিলন সমস্যা বাস্তবিকই আমাদের সম্পূর্ণ নূতন করে ভাবতে হবে। আমাদের নানা ধরনের বিফলতা হয়তো তারই দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করছে।

3. 'হিন্দু' ও 'মুসলমান' - এর মিলন — এই কথাটাই হয়তো একটা প্রকান্ড অসত্য, কেননা 'হিন্দু' ও 'মুসলমান' মানুষের এই দুই স্বতন্ত্র সংজ্ঞা হয়তো তাদের রচিত শাস্ত্র পর্যন্ত সত্য, কিন্তু বিধাতার রচিত তাদের যে জীবন সেখানে তা সত্য নয়। দৃষ্টান্ত দিয়ে কথাটা বোঝাতে চেষ্টা করব। গ্রামে রহিম শেখ ও শ্রীহরি মণ্ডল বাস করে। দুই জনেই জমি চষে। পাট ও ধানের মৌসুমে দুই জনেই কিছু ঘটা করে খাওয়া দাওয়া করে, আর ভাণ্ডারের পুঁজি ফুরিয়ে এলে দুই জনেই মহাজনের ছেঁড়া চাটাইয়ের উপর ধন্না দিয়ে বলে, 'কর্তা মশাই, আপনি মুখ তুলে না তাকালে কেমন করে বাঁচি'। কিছু প্রাচীন সংস্কার ও আহারাদির কিছু পার্থক্যের জন্য এদের দেহ ও মনের চেহারায় কিছু পার্থক্য আছে। কিন্তু সে-পার্থক্য তো মানুষে মানুষে আছেই। এদের যদি হিন্দু ও মুসলমান শুধু এই দুই দলেই ভাগ করে দেখা হয় এবং এই দুই দলের লোক হিসাবেই এদের ভিতরে মিলনের আয়োজন করা হয়, এরা দুজনেই যে অজ্ঞ অসহায় মানুষ সেই দিক দিয়ে নিকটতর আত্মীয় — এ সত্য যদি ভুলেও মনে স্থান দেওয়া না হয়, তবে এই অসত্যকে অবলম্বন করার অপরাধে আমাদের সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যাবার সম্ভাবনাই বেশি। অথবা ধরুন দুইজন ভদ্র হিন্দু ও মুসলমানের কথা। শ্রীনাথ

1. **হাতে খড়ি** - শিক্ষার আরম্ভ; **হাতে খড়ি** - একটি পত্রিকার নাম।
মুখপত্র -(i) কোনো দল বা গোষ্ঠীর বক্তব্য যে পত্রিকায় প্রকাশ পায় (ii) ভূমিকা, প্রস্তাবনা
উদ্রেক - সঞ্চার, উদয়।
শুভ - (বিণ.) মঙ্গলজনক।
(i) **সংকল্প** - দৃঢ়ইচ্ছা, প্রতিজ্ঞা (ii) **অভিলাষ** - অভিপ্রায়।
সঙ্কটাপন্ন - সমস্যাগ্রস্ত।
বিপদসংকুল - সংকটপূর্ণ
জয়পরাজয় - হারজিত
নবীন - অল্পবয়সি, তরুণ (বিণ.)।
মোকাবিলা- মুখোমুখি বোঝাপড়া বা শক্তি পরীক্ষা।

2. **অনুর্বর ক্ষেত্র** - উষরভূমি, যেখানে শস্য জন্মায় না বা ফসলের বাড় হয় না।
খর্বাকৃতি - ছোটো-খাটো, বেঁটে আকার (বিণ.) (পুষ্টি ও বৃদ্ধির অভাবে)।
মূলে - শিকড়ে।
সিঞ্চন - (i) সেঁচা (সেচন) (বি.)
(ii) বর্ষণ।
মহাত্মা - মহৎ ব্যক্তি; মহাপ্রাণ। (বিণ.) "মহাত্মা" - (বি.) কর্মধা. এখানে জাতির জনক মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধিকে বোঝানো হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ এই মহাপ্রাণকে 'মহাত্মা' বলে সম্বোধন করেছিলেন। বর্ণ-বৈষ্যমের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে দক্ষিণ-আফ্রিকায় লাঞ্ছিত হয়ে ভারতে ফিরে এলে রবীন্দ্রনাথ তাঁকে ওই নামে সাদর সম্ভাষণ করেছিলেন।

রায় ও সৈয়দ আলফাজ-উদ্দীন এক গ্রামের মানুষ। শ্রী রায়ের কিছু ব্রহ্মোত্তর ও অন্য জমাজমি আছে। সৈয়দ আলফাজ-উদ্দীনের কিছু লাখেরাজ ও অন্য জমাজমি আছে। বনিয়াদি ভদ্রলোক বলে গ্রামে দুই জনেরই বেশ সম্মান প্রতিপত্তি। তাই বনিয়াদি সংস্কারগুলোর উপরে তাঁদের দৃষ্টিও একটু বেশি। রায় মহাশয় সাধ্যের অতিরিক্ত হলেও দোল দুর্গোৎসব কিছু ঘটা করেই করতে চান, আর রমজানের দিনে লোক খাওয়ানো, অন্তত পরিবারের বয়স্কদের পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ, এ সবের দিকে সৈয়দ সাহেবের দৃষ্টিও কিছু বেশি। দুইজনের ভিতরে এই যে মানুষের স্বাভাবিক আত্মপ্রতিষ্ঠার চেষ্টা, এ সমস্তকে সেই দৃষ্টিতে না দেখে, হিন্দু ও মুসলমান এই দুই দলের লোকের স্বাভাবিক ধর্মকর্ম হিসাবে দেখলে, সত্যকে দেখা যায় না।

ইচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক সত্যই মানুষের একমাত্র অবলম্বন। অত্যন্ত চেষ্টা করেও সত্যপথ-রেখা থেকে দূরে চলে যাবার শক্তি হয়তো মানুষের নেই। হিন্দু-মুসলমান-মিলন-সমস্যায় এই সত্যের সন্ধানই আমাদের প্রাণপণে করতে হবে। হিন্দু ও মুসলমান- মানুষকে এই দুই দলে ভাগ করে দেখা অসত্য— এ সম্বন্ধে আমাদের পূর্ণভাবেই জাগ্রত হতে হবে। তা হলে সহজেই আমরা বুঝতে পারব, হিন্দু - মুসলমানের এই বিরোধের মূল শুধু এই দুই সম্প্রদায়ের শাস্ত্রের ভিতরেই প্রোথিত নয়।

আমাদের এই অভিশপ্ত দেশের মানুষ বহুকাল ধরে দুঃস্বপ্নে কাটিয়েছে মন দুঃস্বপ্ন দেখা মানুষের ইতিহাসে খুব নতুন নয় — নিজেদের শুধু হিন্দু ও মুসলমান এই দুই ভাগে ভাগ করে দেখা সেই দুঃস্বপ্নেরই জের টেনে চলা। -- সেই দুঃস্বপ্ন চুকিয়ে দিয়ে আমাদের দৃষ্টিমান ও বীর্যবন্ত হতে হবে। — মানুষকে হিন্দু মুসলমান খ্রিস্টান প্রভৃতি ভাগে ভাগ করে দেখা ভুল, এ দৃষ্টি দিয়ে দেখা সত্য আমাদের জীবনে দৃঢ় রূপ গ্রহণ করতে পারছে না।

হে আমার তরুণ বন্ধুগণ, আপনাদের এই উৎসবের দিনে শুধু এই কথাটিই আপনাদের স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, আমরা শুধু হিন্দু ও মুসলমান নই -- আমরা মানুষ। সেই মানুষের অনন্ত দুঃখ, অনন্ত সুখ, অনন্ত রূপ। সে আজ আমাদের সামনে অস্পৃশ্য অন্ত্যজ রূপে এসেছে, মহাপ্রেমিক রূপে এসেছে, হিন্দু মুসলমান খ্রিস্টান রূপে এসেছে। কিন্তু শুধু এই তার চরম অভিব্যক্তি নয়। মানুষের ইতিহাসের ধারা এইখানে এসেই থেমে যায়নি। মানুষের নব নব দুঃখ, নব নব সুখ, নব নব রূপ, কালের পর্যায়ে পর্যায়ে আমাদের সামনে উদ্ঘাটিত হচ্ছে। সে -সমস্তের দিকে যদি আমরা না তাকাই, শুধু হিন্দু ও মুসলমান-- মানুষের এই কোনো - একটা যুগের রূপকে তার চরম রূপ বলে মনে করি, তবে শুধু এই পরিচয়ই দেওয়া হবে যে, আমরা অন্ধ। আর অন্ধ চিরদিনই হাতড়ে হাতড়ে ধাক্কা খেয়ে চলে, অল্প সময়ের জন্যও বুক ফুলিয়ে রাজপথ দিয়ে চলবার অধিকার তার নেই।

শ্যামসমারোহ - সবুজের প্রাচুর্য।
মিলনতরু ....উঠল না- হিন্দু-মুসলমান মিলনের চেষ্টা সফলতা পেল না।
সুশোভিত - সুন্দর শোভাযুক্ত (বিণ.)
পরিপন্থী - বাধাস্বরূপ, প্রতিকূল (বিণ.)
পরিবর্ধনের - বেড়ে ওঠার, সম্যক বৃদ্ধির।

সেক্ষেত্রে- সেই জমি।
এখানে বাংলাদেশ বা ভারতের পরিস্থিতি বা দেশবাসীর মানসিকতাকে ক্ষেত্র বলা হয়েছে।
অঙ্গুলিনির্দেশ - ইঙ্গিত দেওয়া।
শাস্ত্র — ধর্মতত্ত্ব বিষয়ক গ্রন্থ বেদ, পুরাণ, তন্ত্র ইত্যাদি। মুসলমানদের ধর্মশাস্ত্র শরিয়ত।
রায় -সম্ভ্রান্ত হিন্দু - বিশেষত জমিদার শ্রেণীর - র উপাধি/পদবী।
'রাজা' থেকে রায় শব্দটা এসেছে।
সৈয়দ - সম্ভ্রান্ত মুসলমানদের উপাধি/পদবী। মুসলমান নবী হজরত মোহম্মদের দৌহিত্র ইমাম হোসেনের বংশধরদের পদবী।
মৌসুম (আরবি মৌসিম) - (বি.) ঋতু, মরশুম।
বিধাতা- (i) যিনি সব ধারণ করেন। (ii) ঈশ্বর বা বিধি (iii) নিয়ম বা বিধানের কর্তা (বি.)।
স্বতন্ত্র - আলাদা।
সংজ্ঞা - জ্ঞান, চৈতন্য আখ্যা (বি.)।
ঘটা - জাঁকজমক।
ধন্না - কিছু পাবার আশায় বসে থাকা; দাবি আদায়ের জন্য আবেদন নিবেদন; ধরনা (বি.)।
বিফলতা - ব্যর্থতা।
অজ্ঞ - যে জানে না।
লাখেরাজ - যে জমির কর দিতে হয় না; নিষ্কর।

21.4 প্রাথমিক বোধবিচার

কাজী আবদুল ওদুদ - এর 'মিলনের কথা' নামে রচনাটি নবাবগঞ্জ আশ্রমের অধিবেশনে হিন্দু-মুসলমানের মিলিত জনসভায় পড়া হয়েছিল। মন দিয়ে পড়লেই বুঝবেন যে, শ্রোতাদের সামনে সরাসরি কথা বলার ভঙ্গি এখানে স্পষ্ট। এবারে মূল পাঠটি শব্দার্থ - টীকা ইত্যাদির সাহায্যে নিজে কয়েকবার পড়ুন এবং নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দেবার চেষ্টা করুন।

(i) কোন্ পত্রিকাটি পড়ে লেখক উৎসাহিত হয়েছিলেন, কেন উৎসাহিত হয়েছিলেন?
(ii) 'হাতেখড়ি' পত্রিকায় কোন্ বিষয়ে আলোচনা ছিল?
(iii) হিন্দু মুসলমান কোন্ শুভ-সংকল্প নিয়ে সভায় মিলিত হয়েছিলেন?
(iv) রহিম শেখ ও শ্রীহরি মন্ডলের পরিচয় দিন। এই দুজনের মধ্যে কী কী মিল আছে?
(v) মানুষের কোন্ পরিচয় বড় — ধর্মের না মানবতার?

21.5 আলোচনা

21.5.1 প্রথম অনুচ্ছেদ (নবাবগঞ্জ আশ্রমের.........আনন্দের উপহার।)

মূল বক্তব্য

নবাবগঞ্জ আশ্রমের মুখপাত্র 'হাতেখড়ি'তে হিন্দু-মুসলমান এক হয়ে দেশসেবার দৃঢ় ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। এই আশ্রমের বার্ষিকঅধিবেশনেও সম্প্রদায় নির্বিশেষে বিরোধের পটভূমিতে তরুণদের এই আগ্রহ ও উদ্যোগকে লেখক পূর্ণ সমর্থন জানিয়েছেন।

আলোচনা

আজকালকার এই সংকটাপন্ন সময়ে—১৩৩৩ বঙ্গাব্দ অর্থাৎ ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দে এই ভাষণটি রচনার কাছাকাছি সময়ে, হিন্দু-মুসলমান বিরোধ জটিল সমস্যা সৃষ্টি করেছিল। জয়-পরাজয়...............হয়নি — কোনো প্রতিযোগিতাতে হারজিতের প্রসঙ্গ থাকে। তরুণ গোষ্ঠীর দেশসেবকেরা দেশের সেবার মধ্যে কোনোরকম প্রতিযোগিতাকে টেনে আনেননি, হিন্দু-মুসলমান একসঙ্গে মিলিতভাবে সেবা করবার ব্রত নিয়েছেন। জয়-পরাজয় নিয়ে জেদ করলেই দু-দলের মধ্যে প্রাথমিক বিরোধের, ক্ষোভের সূচনা হয়। লেখক তাই একে বাজে কথা বলেছেন।

মন্তব্য — সাম্প্রদায়িক ঐক্য সম্পর্কে লেখকের সচেতনতা ও আগ্রহের কথা এখানে বলা হয়েছে।

পাঠগত প্রশ্ন (প্রথম অনুচ্ছেদ) 1.1

(i) 'হাতেখড়ি' শব্দটির অর্থ কী? এখানে কী বোঝানো হয়েছে?
(ii) লেখক কোথায় ভাষণটি পড়েছিলেন? সেই সভায় কারা মিলিত হয়েছিল?
(iii) ——— শুভ- সংকল্প নিয়ে এখানে মিলেছেন। —প্রথম অনুচ্ছেদের সাহায্য নিয়ে শূন্যস্থানে সঠিক শব্দটি বসান।

ওয়াক্ত -(আরবি-বকৎ) (i) বেলা(সময়, বার) (ii) সুযোগ, ফুরসত (বি.)
ব্রহ্মোত্তর জমি - ব্রাহ্মণকে দান করা নিষ্কর জমি।
বনিয়াদি - (ফা.বনিয়াদি) অভিজাত (বিণ.) প্রাচীন বংশের। মৌলিক।
মূলশব্দ বনিয়াদ, মূল, ভিত্তি, বনেদ। **সংস্কার** - চিরাচরিত ধারণা ও আচরণ (বি.)।
বনিয়াদ সংস্কার - সাবেকি ধারণা ও আচার আচরণ।
সাধ্যের অতিরিক্ত - সাধ্যাতীত, সামর্থ্যের বাইরে।
দোল - দুর্গোৎসব - শরৎকালে সাধারণত আশ্বিন মাসের চারদিন ব্যাপী অনুষ্ঠিত বাঙালি হিন্দুর প্রধান উৎসব - দুর্গোৎসব।
দোল - হিন্দুদের আরেকটি উৎসব, যাতে আবির, রং খেলা হয়। বসন্তকালের পূর্ণিমাতে এই দোলযাত্রা উৎসব হয়।
রমজান - হিজরি সাল বা মুসলমানি বছরের নবম মাসের নাম। এই মাসে রোজা (দিনের বেলার উপবাস) পালন করা হয়, রোজার মাস শেষ হলে আসে মুসলমানদের সবচেয়ে বড়ো উৎসব ঈদ বা ইদ-উল-ফিতর।
নামাজ - (ফারসি নমাজ) মুসলমানদের রীতি অনুযায়ী আল্লাহ্‌তালার উপাসনা। সারা দিনরাতে পাঁচবার নামাজ --- ধর্মপ্রাণ মুসলমানের অবশ্য কর্তব্য।
অবলম্বন - (i) নির্ভর, আশ্রয়, ভরসা (ii) ধারণ, গ্রহণ (iii) জীবিকা (বি.)।
সত্য - (বি.) নিত্যতা, সত্তা। সত্য পথরেখাতে 'সত্য' বিণ।
অসত্য - মিথ্যা।
জাগ্রত - সজাগ (বিন.) বিপ. - নিদ্রিত।
সন্ধান - খোঁজ (বি.)।
বিরোধ - (বি.) শত্রুতা, দ্বন্দ্ব,বিবাদ, কলহ, অমিল।
প্রোথিত - (বিণ.) পোঁতা হয়েছে এমন, নিহিত।
অভিশপ্ত - (বিণ.) যাকে শাপ দেওয়া হয়েছে। বি. - অভিশাপ।

দুঃস্বপ্ন - (বি.) মন্দস্বপ্ন। মনে রাখতে হবে– 'স্বপ্ন' ব্যাপারটা ঘুমের মধ্যে দেখা কিছু অবাস্তব কল্পনা। স্বপ্ন কখনো সত্য নয়।
জের (ফরাসি) - আগের কাজের রেশ। (বি.)।
দৃষ্টিমান - (বিণ.) যে দেখতে পায়। এখানে বিশেষ অর্থ - জ্ঞানের দৃষ্টি দিয়ে যে প্রকৃত সত্যকে দেখতে পায়।
বীর্যবন্ত - (বিণ.) শক্তিশালী, বীর, তেজি, সাহসী। বিপ.।

অস্পৃশ্য - (বি.) স্পর্শ বা ছোঁয়ার অযোগ্য, অচ্ছুত, অশুচি।
অন্ত্যজ - (বিণ.) উপপদ তৎপুরুষ সমাস; (তথাকথিত) নীচ জাতি, শূদ্র,চন্ডাল, হীনবংশ জাত।
চরম (বিণ.) - সর্বশেষ, অন্তিম।
অভিব্যক্তি - (বি.) প্রকাশ, বিকাশ।
উদ্‌ঘাটিত - (বিণ.) উন্মোচিত, প্রকাশিত। (বি.) - উদ্‌ঘাটন।
কালের পর্যায়ে পর্যায়ে- সময়ের ভিন্ন ভিন্ন পালায়; সময়ের ক্রমানুসারে।
হাতড়ে হাতড়ে - হাত দিয়ে খুঁজে খুঁজে; আন্দাজে (ক্রিয়া বিণ.)
পরিচয় (বি.) - নাম, পেশা, বংশ পরিচয়।
বুক ফুলিয়ে - বুকের পাটা দেখিয়ে, সাহসের সঙ্গে (ক্রিয়া বিণ.)
রাজপথ - শহরের প্রধান রাস্তা; প্রশস্ত রাস্তা।
অধিকার - (বি.) স্বত্ব, দাবি।

(iv) লেখক ওই সভাতে কোন্ বিষয়ে দু' একটি কথা বলতে চেয়েছেন?
(v) নীচের তিনটি শব্দ দিয়ে তিনটি সার্থক বাক্য রচনা করুন :
উদ্রেক, সংকল্প, মোকাবিলা

21.5.2 দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

(হিন্দু-মুসলমানের..........অঙ্গুলি নির্দেশ করছে।)

মূলবক্তব্য

হিন্দু-মুসলমানের মিলনের চেষ্টা অনেকদিন ধরে চলেছে। এ-প্রসঙ্গে মহাত্মা গান্ধির আন্তরিকতা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এত চেষ্টা সত্ত্বেও সেই চেষ্টা সফল হয়নি। তার দুটো কারণ লেখক উল্লেখ করেছেন। প্রথমত, সমাজের পরিবেশ এই মিলনের অনুকূলে নয়। দ্বিতীয়ত, এই সামাজিক অবস্থায় এরকম চেষ্টা সম্পূর্ণ সফল হয় না। সামাজিক অবস্থাকে জমির সঙ্গে এবং হিন্দু মুসলমানের মিলনকে গাছের সঙ্গে তুলনা করে লেখক এই কথাটা বুঝিয়েছেন। এর জন্য লেখক সমস্যাটি সম্বন্ধে নূতন করে ভাববার প্রয়োজন বোধ করেছেন।

আলোচনা

দেশ ও মানবপ্রেমিক মহাত্মা এর মূলে কিছু জলসিঞ্চন করেছিলেন--

○ মহাত্মা গান্ধি ১৯১৫ খ্রিষ্টাব্দে দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে দেশে ফিরে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে সত্যাগ্রহের সূত্রপাত করেন ১৯১৭ খ্রিষ্টাব্দে। হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতি রক্ষার জন্য তিনি সত্যাগ্রহ আন্দোলনের সময় থেকেই নিরবচ্ছিন্ন চেষ্টা করে গেছেন। ১৯২৪ - এ হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গা বন্ধ করার জন্য তিনি অনশন করেন।

○ কাজী আবদুল ওদুদের প্রবন্ধটির রচনাকাল ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দ। ওই সময় কলকাতায় এবং পরে ভারতের নানা জায়গায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শুরু হয়। দেশের সংকটাপন্ন সময় বোঝাতে লেখক এই বিরোধের সময়ের কথাই বলেছেন (প্রথম অনুচ্ছেদ)।

উপরের উদ্ধৃতিতে – 'এর মূলে' – শব্দদুটিতে হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতির মূলে বা শিকড়ে-র কথা বলা হয়েছে।

○ জলসিঞ্চন - জল দেওয়া- এর ফলে গাছের বৃদ্ধি হয়,ফসল ফলে। এখানে গান্ধিজির মানবপ্রেম -কে জল বা গাছের প্রাণরসের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। গান্ধিজি তাঁর নিরপেক্ষ মানবপ্রেম দিয়ে হিন্দু-মুসলমান সাম্প্রদায়িক ঐক্যের মূলে কিছুটা প্রাণরস সঞ্চারিত করেছিলেন।

○ যে ক্ষেত্রে — পরিবর্ধনের পরিপন্থী—গাছের পুষ্টি বৃদ্ধির জন্য যেমন উর্বর জমি এবং অনুকূল পরিবেশ দরকার তেমনি হিন্দু-মুসলমান মিলনকে ফলপ্রসূ করতে হলে অনুকূল সামাজিক ক্ষেত্রে চাই। আমাদের দেশে সহনশীল, সহানুভূতিশীল, বিচক্ষণ সমাজ-ক্ষেত্র না পাওয়ায়, এই ঐক্য সফল হয়নি।

মন্তব্য

হিন্দু মুসলমানের বিভেদ দূর করে তাদের মিলনের জন্য মহাত্মা গান্ধিআজীবন চেষ্টা করেছেন। কিন্তু সমাজ পরিবেশ এই ঐক্য স্থাপনের অনুকূল ছিল না। তাই মহাত্মা গান্ধির চেষ্টা সফল হয়নি। তিনি বলতেন -- 'ঈশ্বর আল্লা তেরে নাম'.............। অর্থাৎ ধর্মে ধর্মে ঐক্যের কথাই তিনি প্রচার করেছিলেন। তাঁর এই ধর্মীয় উদারতার দৃষ্টিভঙ্গি ও দুই সম্প্রদায়ের মিলন --- পথ প্রশস্ত করতে পারেনি।

পাঠগত প্রশ্ন (দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ) 1.2

(vi) অনুর্বর জমি হলে সে জমিতে রোগা গাছ হবে। — এই বাক্য থেকে ঠিক শব্দ বেছে নিয়ে নীচের বাক্যের শূন্যস্থানে বসান।
এখানে আমাদের সমাজকে ....এবং হিন্দু-মুসলমানের মিলনের চেষ্টাকে .... বলা হয়েছে।

(vii) মহাত্মা বলতে মহৎ ব্যক্তিকে বোঝানো হয়েছে কি ?

(viii) এই অনুচ্ছেদের কোন্ বাক্যটি পড়ে বোঝা যায় যে তাঁর চেষ্টা খানিকটা সফল হয়েছিল ?

(ix) 'মহাত্মা'র চেষ্টার ব্যর্থতার দুটি কারণ লেখক দেখিয়েছেন। কারণ দুটি নীচের বাক্যগুলো থেকে বেছে নিন।

ক) হিন্দু ও মুসলমান সম্পূর্ণ আলাদা মানুষ।
খ) সমাজের পরিবেশ অনুকূল নয়।
গ) সমস্যাটি বহুকালের পুরোনো।
ঘ) মহাত্মার চেষ্টাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য উপযুক্ত সমাজসেবক বা কর্মীর অভাব।
ঙ) হিন্দু-মুসলমান ঐ ক্যের ধারণাটিই বিকলাঙ্গ শিশুর মতো, তার স্বাভবিক বৃদ্ধি সম্ভব নয়।

(x) জলসিঞ্চন ও পরিবর্ধন শব্দ দুটি দিয়ে নিজে দুটি বাক্য রচনা করুন।

21. 5. 3 তৃতীয় অনুচ্ছেদ

('হিন্দু' ও 'মুসলমান' - এর .....সত্যকে দেখা যায় না।)

মূল বক্তব্য

হিন্দু - মুসলমান --- এই দুটি নাম ধর্ম শাস্ত্রের দেওয়া। কিন্তু বিধাতা তাদের একই রকম মানুষ করে গড়েছেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ লেখক দুজন গরীব মানুষের কথা বলেছেন। তারা একজন হিন্দু আরেকজন মুসলমান নামে পরিচিত। কিন্তু উভয়ের জীবন একই রকম দুঃখ দারিদ্র্যে ভরা। উভয়েই অসহায়। কাজেই জীবন যাপনের ক্ষেত্রে তারা এক -- এইটাই সত্য। দুজন বড়লোকের দৃষ্টান্ত দিয়ে দেখিয়েছেন, তাদের জীবনধারা ও খ্যাতিলাভের চেষ্টা একই রকম। সেখানে এদের মধ্যে কোনো অমিল নেই। তাই লেখকের মতে শুধু ধর্ম আচরণ নয়, সমগ্র জীবনযাপনের কথা বিবেচনা করতে হবে, তবেই উভয় সম্প্রদায়ের মিলনের পথ খুঁজে পাওয়া যাবে।

আলোচনা

"হিন্দু" ও "মুসলমান" .... সেখানে তা সত্য নয়। — একজন হিন্দুর জীবন নিয়ন্ত্রিত হয় বেদ- পুরাণ-স্মৃতিশাস্ত্রের অনুশাসনে; তেমনি একজন মুসলমানের জীবন নিয়ন্ত্রিত হয় কোরান ও শরিয়তের নির্দেশে। অর্থাৎ মানুষের তৈরি শাস্ত্র-ই মানুষকে ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ে ভাগ করেছে। কিন্তু বিশ্বজগতের নিয়ন্ত্রক বিধাতা তিনি কেবলমাত্র 'মানুষ' সৃষ্টি করেছেন। তাদের মধ্যে জাত-ধর্ম- বর্ণ-গোত্র, সম্প্রদায়ের কোনো ভেদ নেই। মানুষই মানবসমাজের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করেছে।

মন্তব্য

হিন্দু মুসলমান প্রভৃতি ধর্মীয় পরিচয় মানুষের প্রকৃত পরিচয় হতে পারে না। সামাজিক জীবন, আর্থিক সংগতি, জীবিকা প্রভৃতি ক্ষেত্রে মানুষের সত্যিকারের পরিচয়। সেদিক থেকে দেখলে মানুষের ধর্মীয় পরিচয় নিতান্তই তুচ্ছ।

পাঠগত প্রশ্ন (তৃতীয় অনুচ্ছেদ) 1.3

(xi) হিন্দু-মুসলমান — নাম দুটি বিধাতার দেওয়া নয়। — তাহলে এগুলো কোথা থেকে এসেছে?

(xii) 'দুজনেই জমি চাষ করে' — এ দুজন কে কে?

(xiii) নীচের যে যে বিষয়ে দুজনের মিল আছে সেগুলোর পাশে টিক্ চিহ্ন দিন।

আহার ( )	দারিদ্র্য ( )
চেহারা ( )	সুসময়ে ভাল খাওয়া-দাওয়া ( )

(xiv) উপরের ওই দুজনের মধ্যে কোন্ কোন্ বিষয়ে পার্থক্য আছে?

(xv) 'দুইজনের ভিতরে এই যে মানুষের স্বাভাবিক আত্মপ্রতিষ্ঠার চেষ্টা' — এই দুইজন কারা? এদের আমরা আলাদা করি কেন?

(xvi) শূন্যস্থানে সঠিক শব্দ বসান :

হিন্দু ও মুসলমানের দুটি বড়ো উৎসব ———— ও ————।

চতুর্থ অনুচ্ছেদ

21.5.4 (ইচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক ....পারছে না)

মূল বক্তব্য

হিন্দু মুসলমানের মিলন সমস্যার সমাধানের জন্য যে পথ সত্য, সেই পথ অবলম্বন করতে হবে। হিন্দু ও মুসলমানকে দুই ভিন্ন দলের মানুষ হিসাবে দেখাটা অসত্য। বহুকাল ধরে বহু মানুষ এই অসত্যের জন্য দুর্গতি ভোগ করছেন। লেখক এই ঘটনাকে দুঃস্বপ্ন বলেছেন। প্রকৃত সাহসের অভাবের ফলেই মানুষকে বিভিন্ন সম্প্রদায়ে ভাগ করে দেখা হয়।

আলোচনা

o পূর্ণভাবেই জাগ্রত হতে হবে -- সম্পূর্ণ সচেতন হতে হবে।

বহুকাল ধরে দুঃস্বপ্নে কাটিয়েছে -- বাস্তব জগতের শোক দুঃখ ভয়-অভাব-অতৃপ্তি-ই আমাদের ঘুমের সময় দুঃস্বপ্নের রূপ নেয়। ১১৯২ খ্রিস্টাব্দে দ্বিতীয় তরাইনের যুদ্ধে মুসলমান আক্রমণকারী মহম্মদ ঘোরির কাছে হিন্দু রাজপুত বীর, দিল্লির রাজা পৃথীরাজ চৌহানের পরাজয়, এবং ঘোরির দিল্লির সিংহাসন তথা উত্তরভারত অধিকারের সময় থেকেই বিজেতা মুসলমান ও পরাজিত হিন্দুদের মধ্যে অবিশ্বাসের সূচনা হয়। এই অবিশ্বাস ও ভয় থেকেই পরস্পরের সম্বন্ধে দুঃস্বপ্ন দেখা শুরু হয়।

দৃষ্টিমান ও বীর্যবন্ত হতে হবে --- বলা বাহুল্য, বাস্তব জগতে মানুষ মাত্রেই অন্ধ নয়, সবাই ভীরুও নয়। কিন্তু লেখক কাজি আবদুল ওদুদ সাহেব হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের মধ্যে যে মিথ্যা আছে, তাকে বুঝতে বলেছেন এবং মিথ্যাকে দূর করে সত্য প্রতিষ্ঠার জন্য প্রকৃত সাহসী হতে বলেছেন। অনেকে এই অসত্যকে বুঝতে পেরে, দেখতে পেয়েও সৎসাহসের অভাবে স্বীকার করতেপারে না।

মন্তব্য

সত্যকে অবলম্বন করেই হিন্দু-মুসলমানের মিলনের সমস্যার সমাধান করতে হবে। ধর্মে ধর্মে পার্থক্য আছে বলেই মানুষে মানুষে পার্থক্য আছে -- এটা সত্য নয়। সব মানুষ এক -- এটাই সত্য। এই সত্যকে দৃঢ়ভাবে জীবনে প্রতিষ্ঠিত করতে পারলে সব অসত্য দুর হয়ে যাবে।

পাঠগত প্রশ্ন ঃ (চতুর্থ অনুচ্ছেদ) 1.3

অনুচ্ছেদটি পড়ে নিয়ে প্রশ্নগুলির উত্তর দিন।

(xvii) সত্য, মিথ্যা -- শব্দ দুটিঠিক জায়গায় বসান।

ক) ....ই শেষ পর্যন্ত জয়ী হয়।

খ) হিন্দু-মুসলমান, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান -- মানুষকে এভাবে ভাগ করে দেখাটা ....।

(xviii) যেটি ঠিক সেটিতে টিক্ (✓) চিহ্ন দিন

ক) হিন্দু -মুসলমান বিরোধের মূলে আছে শুধু শাস্ত্র।

খ) হিন্দু -মুসলমান বিরোধের মূলে আছে ইতিহাস।

গ) হিন্দু -মুসলমান বিরোধের মূলে আছে জীবনে সাহসের অভাব।

(xix) লেখক কাকে দুঃস্বপ্ন বলেছেন?

(xx) ভুলটা চোখে দেখতে পাচ্ছি কিন্তু সত্যকে জীবনে গ্রহণ করতে পারছি না। -- এর কারণ কোন্‌টি? টিক্ (✓) চিহ্ন দিয়ে দেখান।

( ) দেখার ভুল ( ) সাহসের অভাব ( ) প্রচারের দুর্বলতা ( )শাস্ত্রের নির্দেশ।

21.5.5 পঞ্চম অনুচ্ছেদ

(হে আমার তরুণ ....অধিকার তার নেই।)

মূল বক্তব্য

ইতিহাসে মানুষ নানা রূপে এসেছে। কেউ অস্পৃশ্য, কেউ নীচু আবার কেউ বা মানব-প্রেমিক। হিন্দু-মুসলমান রূপেও মানুষকে দেখা যাচ্ছে। কিন্তু মানুষের ইতিহাস থেমে

যায়নি। তাই ইতিহাসের কোনো একটি সময়ের একটা রূপই চরম সত্য নয়। ইতিহাস এগিয়ে চলেছে। তাই মানুষের চিন্তাধারার পরিবর্তনও জরুরি। লেখক ইতিহাসের অগ্রগতি সম্বন্ধে সজাগ থাকতে বলেছেন।

আলোচনা

'কিন্তু শুধু এই-ই তার চরম অভিব্যক্তি নয়' -- মানুষের ধর্মীয় পরিচয় -- যেমন, হিন্দুমুসলমান খ্রিস্টান। সামাজিক জাতপাঁতের পরিচয় -- স্পৃশ্য না অস্পৃশ্য, আবার কেউবা মানব- প্রেমিক। কাল বহমান -- তাই ইতিহাসের ধারাও নিত্য প্রবাহিত হয়ে নানাভাবে নানারূপে নিজেকে প্রকাশ করছে। মানুষের একটি মাত্র পরিচয়কেই শেষ সত্য বলে ভাবা ঠিক নয়।

মন্তব্য

ইতিহাসে বিভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভক্ত মানুষের রূপ দেখা গেছে। কিন্তু ইতিহাস সেখানে থেমে নেই, এগিয়ে চলেছে। সামগ্রিকভাবে দেখতে পারলে মানুষে মানুষে ভেদাভেদের সমস্যার সমাধানের পথ খুঁজে পাওয়া যাবে।

পাঠগত প্রশ্ন (পঞ্চম অনুচ্ছেদ)1.5

পঞ্চম অনুচ্ছেদ পড়ে নিয়ে উত্তর দিন--

(xxi) শূন্যস্থানে এই অনুচ্ছেদ থেকে শব্দ বসিয়ে পূরণ করুন

ক) লেখক তাঁর তরুণ বন্ধুদের স্মরণ করিয়ে দিতে চান যে, আমরা শুধু................. মানুষ।

খ) আজ আমাদের সামনে মানুষ ....রূপে এসেছে। ....রূপে এসেছে,........রূপে এসেছে।

(xxii) নীচের ঠিক উত্তর দুটি টিক্ (√) দিয়ে চিহ্নিত করুন ----

ক) হিন্দু মুসলমান ইত্যাদি ইতিহাসের একটা যুগের পরিচয় মাত্র।

খ) হিন্দু মুসলমান ইত্যাদি ------------------মানুষের চূড়ান্ত পরিচয়।

গ) ইতিহাস এগিয়ে যাচ্ছে।

ঘ) ইতিহাস আর এগিয়ে যাবে না।

(xxiii) আমরা "অন্ধ" কেন?

(xxiv) " বুক ফুলিয়ে রাজপথ দিয়ে চলো"--- বলতে কী বুঝেছেন, একটি বাক্যে লিখুন।

21.6 ব্যাকরণ ও ভাষারীতি

1) আপনারা সন্ধি সম্বন্ধে জেনেছেন। একটি শব্দের সন্ধি - বিশ্লেষণ করে সন্ধির সূত্র বন্ধনীর মধ্যে লিখুন (প্রথম শব্দটিকে উদাহরণ হিসাবে দেখানো হল)।

(ক) সংকটাপন্ন ------- সংকট + আপন্ন (অ + আ = আ)

(খ) যথেষ্ট ------- ( )

(গ) খর্বাকৃতি ------ ( )

(ঘ) মহাত্মা ------ ( )

(ঙ) আহারাদি ------ ( )

2) আপনারা ব্যাকরণে সমাস সম্বন্ধে পড়েছেন। মূলপাঠের পাশে শব্দার্থের সঙ্গে অনেকক্ষেত্রে সমাসেরও উল্লেখ করা হয়েছে, যাতে আপনাদের ধারণা স্পষ্ট হয়। নীচে দুটি সমাসের নাম ও ব্যাসবাক্য উদাহরণ হিসেবে দেওয়া হল। বাকিগুলো নিজে লিখুন :

ক) হাতে খড়ি	(হাতে খড়ি)	অলুক তৎপুরুষ
খ) মুখপত্র	(দল বা গোষ্ঠীর পত্র) মধ্যপদলোপী কর্মধারয়	
গ) দেশসেবা	( ) –	
ঘ) খর্বাকৃতি	( ) –	
ঙ) মহাত্মা	( ) –	
চ) অসহায়	( ) –	
ছ) মিলনতরু	( ) –	
জ) দোল- দুর্গোৎসব	( ) –	

3) একটি শব্দের একাধিক অর্থের কথা আপনারা জেনেছেন। নীচে ভিন্ন ভিন্ন অর্থে দুটি করে বাক্য দেওয়া হল। বাক্যে শব্দগুলি কোন্ অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে, তা বন্ধনীর মধ্যে লিখুন।

মুখপাত্র – ক) পাড়ার ক্লাবের মুখপত্র-টির নাম 'নবপত্র'। ( )

খ) আমাদের পাঠ্য-বইয়ের মুখপত্র যিনি লিখেছেন তিনি খুব পণ্ডিত মানুষ। ( )

অবলম্বন– ক) লতাটি একটি গাছকে অবলম্বন করে উপরে উঠছে। ( )

খ) ধৈর্য অবলম্বন না করলে কাজে ভুল হবার সম্ভাবনা থাকে। ( ).

4) নীচের শব্দগুলির বিপরীতার্থক শব্দ দিয়ে বাক্যরচনা করুন । একটি করে দেওয়া হল।

শব্দ	বিপরীতার্থক শব্দ	বাক্যরচনা
ক) পুরাতন	(নূতন)	নূতন যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে আমাদের নূতন মানসিকতা গড়ে তুলতে হবে।
খ) ছায়া	( )	
গ) মহাত্মা	( )	
ঘ) মিলন	( )	

5) নীচে দুটি স্তম্ভে শব্দের বিশেষ্য- বিশেষণের রূপ এলোমেলোভাবে দেওয়া আছে। শব্দগুলিকে প্রথমে বিশেষ্য বিশেষণ ভেদে চিহ্নিত করুন। তারপর কোন্ বিশেষ্যের কোন্‌টি বিশেষণ তা লাইন দিয়ে বুঝিয়ে দিন । দুটি উদাহরণ দিয়ে বোঝানো হল,

ক)	তরুণ	প্রাচীনতা	(বিশেষ্য)
খ)	ইতিহাস (বিশেষ্য)	দলীয়	( )
গ)	দিন	শ্রদ্ধেয়	( )
ঘ)	সেবা	সেব্য/ সেবিত	( )
ঙ)	দল	ঐতিহাসিক	(বিশেষণ)
চ)	শোভিত	তারুণ্য	( )
ছ)	প্রাচীন (বিশেষণ)	দৈনিক	( )
জ)	খর্ব	মানবিক	( )
ঝ)	মানব	শোভা	( )
ঞ)	শ্রদ্ধা	খর্বতা	( )

ভাষারীতি

কাজি আবদুল ওদুদ নিজে সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন; কিন্তু ১৯২৬ সালেই চলিত বাংলায় এই রচনাটি লিখেছেন। তার কারণ – ভাষণ বা লোকের কাছে বক্তৃতা দেবার জন্য এটি লেখা হয়েছে।

এখানে কতকগুলি চলিত ক্রিয়ার সাধুরূপ দেখানো হল।

হোক -------- হউক
পড়তে পড়তে -------- পড়িতে পড়িতে
হচ্ছিল --------- হইতেছিল
হয়নি -------- হয় নাই
দেখছিলাম ------- দেখিতেছিলাম

তেমনি অনুসর্গের সাধুরূপ—
দিয়ে -------- দিয়া
থেকে -------- হইতে ।

6) সর্বনাম ক্রিয়া ও অনুসর্গের পার্থক্য মনে রেখে নীচের চলিত বাংলার গদ্যকে সাধু রীতির গদ্যে রূপান্তরিত করুন :

ক) হিন্দু ও মুসলমান দেশ-সেবার শুভ সংকল্প নিয়ে এখানে মিলেছেন, আর বেশ জাগ্রত সে শুভ সংকল্প তাঁদের মনে।

খ) কিন্তু তা হলো না।

গ) পুঁজি ফুরিয়ে এলে ... ধন্না দিয়ে বলে ....

ঘ) সত্যপথ - রেখা থেকে দূরে চলে যাবার শক্তি হয়তো মানুষের নেই।

ঙ) এই-ই তার চরম অভিব্যক্তি নয়।

21.7 সমগ্র বিষয়ভিত্তিক মন্তব্য

১৯২৪ এবং ১৯২৬ খিস্টাব্দে হিন্দু- মুসলমানের মধ্যে যে ভয়ংকর দাঙ্গা হয়েছিল সেই সংকটাপন্ন সময়ে এই ভাষণটি রচিত হয়েছিল। এখানে দুই সম্প্রদায়েরই একদল তরুণ দেশসেবার কাজ করছে নবাবগঞ্জ আশ্রমে, তারা একটি হাতে-লেখা পত্রিকাও প্রকাশ করেছে।

লেখক তাদের উৎসাহিত করেছেন। তিনি এই ভাষণে হিন্দু-মুসলমান দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে বিরোধের কারণ কী - তা যেমন দেখিয়েছেন, তেমনি সাম্প্রদায়িক এই সমস্যা কীভাবে মেটানো যায়, তারও পথ দেখিয়েছেন। মানুষের ধর্মীয় পরিচয়কে বড়ো করে তুলতে হবে। উদার মানবিক দৃষ্টি নিয়ে এই দুই গোষ্ঠীর মিলনের চেষ্টা করতে হবে।

21.7 রচনাবৈশিষ্ট্য

'মিলনের কথা' যেহেতু একটা ভাষণ হিসেবে লেখা হয়েছে, তাই লেখক বক্তা ও শ্রোতার মধ্যে একটা প্রত্যক্ষ সম্পর্ক তৈরি করতে চেয়েছেন তিনি লেখক-- তাতে সফলও হয়েছেন। " হে আমার তরুণ বন্ধুগণ"--বলে তিনি সরাসরি শ্রোতাদের সম্বোধন করেছেন। সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ওদুদ সাহেব এখানে যেমন তৎসম শব্দ ব্যবহার করেছেন-- জাগ্রত, শুভসংকল্প, আনন্দ-সংবাদ, খর্বাকৃতি, শ্যামসমারোহ, জলসিঞ্চন ইত্যাদি-- তেমনি, জমি মোকাবেলা, মৌসম, লাখেরাজ, বনিয়াদ ইত্যাদি আরবি ফারসি থেকে নেওয়া বাংলায় প্রচলিত শব্দও গ্রহণ করেছেন। তাতে একই সঙ্গে ভাষা একটা সম্ভ্রান্ত গুরুগম্ভীর মর্যাদা পেয়েছে, আবার সহজে সাধারণের কাছে বোধগম্য হয়েছে। সবচেয়ে বড় কথা হল-- ভাষণটি মান্য চলিত ভাষায় রচিত, সাধুভাষায় নয়।

21.9 আপনি যা শিখলেন

- লেখকের বক্তৃতার বিষয়টি আপনি বুঝতে পেরেছেন।
- হিন্দু মুসলমান মিলনের সমস্যার কয়েকটি কারণ দেখাতে পেরেছেন, যেমন-
  - ক) সমাজের প্রতিকূল অবস্থা।
  - খ) ইতিহাস সম্পর্কে ভুল ধারণা।
  - গ) এই সমস্যা সম্পর্কে যথাযথ দৃষ্টিভঙ্গির অভাব।

ঘ) সত্যকে জীবনে প্রতিষ্ঠিত করার সাহসের অভাব।

○ সাম্প্রদায়িক সমস্যা সমাধানের কয়েকটি উপায় আপনি দেখাতে পেরেছেন।
○ সন্ধি, সমাস, সমার্থক শব্দের নানান প্রয়োগ, শব্দান্তরের (বিশেষ্য- বিশেষণ, বিপরীতার্থক শব্দের ব্যবহার ইত্যাদি শিখেছেন।
○ ভাষার সাধু ও চলিতরীতির পার্থক্য চিনতে পেরেছেন, প্রয়োগ করতে শিখেছেন।

21.10 সমগ্র পাঠ ভিত্তিক প্রশ্ন

1) এই নিবন্ধে লেখক কোন্ সমস্যাটি নিয়ে আলোচনা করেছেন?

2) প্রবন্ধটি পড়ে নীচের কোন ধারণাটি আপনার সত্য বলে মনে হয়?
   (i) হিন্দু মুসলমান বৌদ্ধখ্রিস্টান – প্রত্যেকটি আলাদা আলাদা মানুষ।
   (ii) ধর্ম আচরণ আলাদা হলেও সব মানুষ, আসলে এক।
   (iii) মানুষ সম্পর্কে শাস্ত্রের নির্দেশই একমাত্র সত্য।

3. কীভাবে মানুষে মানুষে বিভেদের ধারণাটি দূর হতে পারে? নীচের কথাগুলো থেকে ঠিক উত্তরটি টিক্ (√) চিহ্ন দিয়ে দেখান।
   (i) সত্য ও মিথ্যে সম্পর্কে ঠিক ধারণা করা।
   (ii) শাস্ত্রের নির্দেশ মেনে চলা।
   (iii) সত্যকে দৃঢ় ভাবে জীবনে প্রতিষ্ঠিত করা।
   (iv) এখন যেমন চলছি তেমনি ভাবে চলা।

4. নীচে বাঁদিকে কারণগুলো দেওয়া হয়েছে। ডান দিকে তার ফলাফল লিখুন। প্রথমটি করে দেওয়া হল।

কারণ	ফলাফল
ক) মহাত্মা সমাজবৃক্ষে জল সিঞ্চন করেছিলেন	ক) তার চেহারাটা কিছু উজ্জ্বল হয়েছিল।
খ) তখন ক্ষেত্র অনুর্বর ছিল	খ) তাই................
গ) রহিম ও শ্রীহরি দুজনে গরীব	গ) তাই................
ঘ) শ্রীনাথ ও আলফাজ বনেদি ভদ্রলোক।	ঘ) তাই................
ঙ) আমাদের জীবনে সাহস অভাব	ঙ) তাই সত্যকে আমরা.........
চ) আমরা অন্ধ।	চ) তাই একটা যুগের রূপকেই ....করি মনে।

21.11 লেখক পরিচিতি

(i) কাজী আবদুল ওদুদ। ১৮৯৪ সালে নদিয়া জেলায় তাঁর জন্ম। তিনি উচ্চশিক্ষিত। অল্প বয়স থেকে সাহিত্যচর্চা শুরু করেন। সুবক্তা ছিলেন। তাঁর 'কবিগুরু গ্যেটে' গ্রন্থটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি হজরত মহম্মদের জীবনী রচনা করেছেন, কোরান্-এর অনুবাদ করেছেন। বাংলা ভাষার একখানি অভিধানও তিনি রচনা করেছেন। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'শাশ্বত বঙ্গ'। আলোচ্য প্রবন্ধটি এই গ্রন্থেরই অন্তর্ভুক্ত।

সেকালে 'বুদ্ধির মুক্তি' নামে একটি আন্দোলন হয়েছিল। এই আন্দোলনের উদ্দেশ্য ছিল সবরকম গোঁড়ামি ও সঙ্কীর্ণতা থেকে সমাজকে মুক্ত করা, সত্যকে জীবনে প্রতিষ্ঠিত করা। কাজি আবদুল ওদুদও এই আন্দোলনে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেন। দীর্ঘকাল অসুস্থ থাকার পর ১৯ মে, ১৯৭০ কলকাতায় তাঁর মৃত্যু হয়।

এই প্রবন্ধে মানুষ সম্পর্কে তাঁর সত্য বলিষ্ঠ মনোভাবের প্রকাশ ঘটেছে।

21.11.1 সমধর্মী রচনা

(ii) নীচে একটি কবিতাংশে হিন্দু - মুসলমানের ঐক্যের ধারণা কত সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে দেখুন।

'......... মোরা এক সে দেশের খাইয়া গো হাওয়া
এক সে দেশের জল
একই মায়ের বক্ষে ফলে
একই ফুল ও ফল
একই দেশের মাটিতে পাই
কেউ গোরে কেউ শ্মশানে ঠাঁই
মোরা এক ভাষাতে মাকে ডাকি
এক সুরে গাই গান
মোরা এক বৃন্তে দুটি কুসুম
হিন্দু মুসলমান।

- কাজী নজরুল ইসলাম

21.12 উত্তর সংকেত

1.1 (i) হাতেখড়ি শব্দটির অর্থ শিক্ষার সূচনা বা আরম্ভ। এখানে একটি পত্রিকার নাম।

(ii) দেশসেবার শুভ - সংকল্প নিয়ে এখানে মিলেছেন।

(iii) নবাবগঞ্জ আশ্রমের বার্ষিক অধিবেশনে পড়েছিলেন। হিন্দু - মুসলমান দুই সম্প্রদায়ের তরুণ সদস্যরা এ সভায় মিলিত হয়েছিলেন।

(iv) লেখক ওই সভাতে দেশ - সেবা সম্বন্ধে দু' একটি কথা বলতে চেয়েছেন।

(v) নিজেরা লিখুন।

(vi) সমাজকে অনুর্বর জমি এবং হিন্দু মুসলমানের মিলনের চেষ্টাকে রোগা গাছ বলা হয়েছে।

1.2 (vii) জাতির জনক গান্ধিজিকে মহাত্মা বলা হয়েছে।

(viii) এর চেহারাটা কিছু উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল এই বাক্যটি পড়ে বোঝা যায়।

(ix) (খ) এবং (ঘ)

(x) নিজে লিখুন।

(xi) এগুলো শাস্ত্র থেকে এসেছে।

1.3 (xii) রহিম শেখ ও শ্রীহরি মণ্ডল। প্রথম জন মুসলমান, দ্বিতীয় জন হিন্দু।

(xiii) (ii) এবং (iv)

(xiv) কিছু প্রাচীন সংস্কার এবং আহারাদির কিছু পার্থক্য আছে।

(xv) শ্রীনাথ রায় ও সৈয়দ আলফাজ-উদ্দীন। এরা দুজন ভিন্ন ধর্মের লোক, একজন হিন্দু, একজন মুসলমান।

(xvi) দুর্গোৎসব ও রমজান (ইদ)

1.4 (xvii) (ক) সত্য (খ) মিথ্যা

(xviii) (ক)

(xix) ইতিহাসে হিন্দু - মুসলমান বিরোধের ঘটনাকে দুঃস্বপ্ন বলেছেন।

(xx) সাহসের অভাব।

(xxi) শুধু হিন্দু ও মুসলমান নয়, আমরা ....।

(xxii) (ক) এবং (গ)

(xxiii) আমরা যদি হিন্দু মুসলমান - মানুষের কোনো একটা যুগের রূপকেই চরম রূপ বলে ভাবি – সব কিছু মিলিয়ে চিন্তা করি না – তখন আমরা অন্ধ। সত্যকে দেখতে পাই না বলে অন্ধ।

(xxiv) বুকের পাটা দেখিয়ে, সাহসের সঙ্গে চলা।

21.12 ব্যাকরণ ও ভাষারীতির উত্তর সংকেত ঃ

1. ক) যথা+ ইষ্ট (আ+ ই = এ)
   খ) খর্ব+ আকৃতি(অ+ আ = আ)
   গ) মহা+ আত্মা (আ+ আ = আ)
   ঘ) আহার+ আদি (অ+ আ = আ)

2. ক) [দেশের সেবা] সম্বন্ধ তৎপুরুষ সমাস
   খ) [খর্ব যে আকৃতি] কর্মধারয় সমাস
   গ) [মহান আত্মা যাঁর] বহুব্রীহি সমাস
   ঘ) [নাই সহায় যার] নঞ্ বহুব্রীহি সমাস
   ঙ) [মিলন রূপ তরু] রূপক কর্মধারয় সমাস
   চ) [দোল ও দুর্গোৎসব] দ্বন্দ্ব সমাস

3. মুখপত্র
   ক) কোনো দলের বক্তব্য যে পত্রিকায় প্রকাশ পায়
   খ) প্রস্তাবনা

   অবলম্বন
   ক) আশ্রয়
   খ) ধারণ

4. খ) ---- আলোহীন ঘরে চোখে কিছুই পড়ে না।
গ) দুরাত্মা — সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় দুরাত্মারাই নেতৃত্ব দেয়।
ঘ) বিরহ — কালিদাসের 'মেঘদূত' কাব্যে এক যক্ষের বিরহের কথা আছে।
ঙ) উর্বর — উর্বর ভূমিতে অনায়াসে শস্য জন্মায়।
চ) বিজ্ঞ — বিজ্ঞ ব্যক্তিরা আপদে বিপদে পরামর্শ দিতে পারেন।
ছ) অন্ধ — অন্ধ লোকের হাতে একটি লাঠি দিতেই হবে।

5. ক) তরুণ (বিণ.) ----- তারুণ্য (বিশেষ্য)
গ) দিন (বি.) ----- দৈনিক(বিশেষণ)
ঘ) সেবা (বি.) ---- সেব্য/ সেবিত(বিশেষণ)
ঙ) দল (বি.) ----- দলীয় (বিশেষণ)
চ) শোভিত(বিণ.) ----- শোভা (বিশেষ্য)
জ) খর্ব (বিণ.) ----- খর্বতা (বিশেষণ)
ঝ) মানব (বি.) ----- মানবিক(বিশেষণ)
ঞ) শ্রদ্ধা (বি.) ----- শ্রদ্ধেয় (বিশেষণ)

6. ক) হিন্দু ও মুসলমান দেশ-সেবার শুভ-সংকল্প নিয়া (লইয়া) এখানে মিলিয়াছেন, আর বেশ জাগ্রত সে শুভ-সংকল্প তাঁহাদের মনে।
খ) কিন্তু তাহা হইল না।
গ) পুঁজি ফুরাইয়া আসিলে ... ধরনা দিয়া বলে ...
ঘ) সত্যপথ-রেখা হইতে দূরে চলিয়া যাইবার শক্তি হয়তো মানুষের নাই।
ঙ) ইহা-ই তাহার চরম অভিব্যক্তি নহে।

টীকা - হয়তো-র বদলে সম্ভবতও লেখা যেতে পারে।

কাজের পাতা - 3
(পাঠ 15 - 21)

পূর্ণমান - 50 সময় $1\frac{1}{2}$ ঘণ্টা

1. চিহ্নিত শব্দের বিপরীতার্থক শব্দ নিয়ে বাক্যগুলো আবার লিখুন। 1X 2 = 2

(ক) ছেলেটি ভারি শান্ত।

(খ) ঘোড়াটি এখন দুর্বল।

2. চিহ্নিত শব্দে সমার্থক শব্দ বসিয়ে বাক্যগুলি আবার লিখুন। 1X 2 = 2

(i) সকালে অরুণোদয় সুন্দর লাগে।

(ii) ওকে প্রহার করবেন না।

3. সন্ধিবদ্ধ করে বাক্যটি আবার লিখুন। 1X 2 = 2

(ক) সে কৃতিত্বের জন্য পুরঃ কার পাবে।

(খ) সাহিত্যে তিনি যুগ অন্তর ঘটিয়েছেন।

4. বন্ধনীর শব্দের বিশেষ্যপদ ফাঁকা জায়গায় বসিয়ে বাক্যগুলি আবার লিখুন। 1X 2 = 2

রবীন্দ্রনাথ -------------- বিখ্যাত কবি। (পার্থিব)

চা আমার -------------- দুবার চাই। (দৈনিক)

5. নীচে যে শব্দগুলি সমাসবদ্ধ হয়েছে সেগুলি লিখুন। 1X 4 = 4

(ক) চোট্টির পূর্বপুরুষ পূর্তি মুণ্ডা।

(খ) প্রতিবছর বহিরাগত ব্যবসায়ী মেলায় আসে।

6. নীচের শব্দগুলি ব্যবহার করে বাক্য লিখুন। 1X 4 = 4

(i) মাটির মানুষ।

(ii) সাপের পাঁচ পা দেখা।

(iii) পাকাদেখা।

(iv) আঁতে ঘা।

7. প্রত্যেকটি দুটো অর্থে ব্যবহার করে দুটি করে বাক্য লিখুন। 1X 4 = 4

(ক) হাত --- (১) ....। (খ) মাথা --- (১) ....।

হাত --- (২) ....। মাথা --- (২) ....।

8. বন্ধনীর মধ্যে দেওয়া শব্দগুলি থেকে ঠিক শব্দটি নিয়ে নীচে শূন্যস্থানে বসান। 1X 4 = 4

(বিনা, বীণা), (দাম, ধাম)

(ক) তিনি একজন শ্রেষ্ঠ --------- বাদক।

(খ) জল --------- মাছ বাঁচে না।

(গ) পুরীর আর এক নাম জগন্নাথ ---------।

(ঘ) টিকিটের ---------- দিয়ে দাও।

9. বন্ধনীতে দেওয়া নির্দেশ পালন করুন: 1X 6 = 6

(i) তোমার জন্য ------------ বসে আছে। (অপাদান কারক বসান)।

(ii) মা -------------- বাতাস করছে। (করণ কারক বসান)।

(iii) সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র ---------------- (একটি বিধেয় অংশ যোগ করুন)।

(iv) সকালে এলে দেখা হবে। (জটিল বাক্য করুন)।

(v) যখন বলবে তখনই থামব। (সরল বাক্য করুন)।

(vi) অপু দৌড়ে গিয়ে মাকে বলল। (যৌগিক বাক্য করুন)।

10. নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর লিখুন। 1X 6 = 6

(ক) যে মেলায় মেয়েদের নাচের সময় অ - আদিবাসী পুরুষদের যেতে দেওয়া হত না সেই মেলাটির নাম কী?

(খ) 'ওরা কাজ করে' কবিতাটির প্রথম পংক্তির প্রথম শব্দটি লিখুন।

(গ) 'ছোঁওয়াছুঁয়ি মন্ত্রতন্ত্র' পাঠটি কোন্ নাটকের অংশ?

(ঘ) 'বিট্‌কেল বাজনা' বলতে বক্তা বুঝিয়েছেন। যেটি সঠিক তার পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

(i) অনেক যন্ত্রের বাজনা ☐

(ii) দুর্বোধ্য বাজনা ☐

(iii) বিট্‌কেলদের বাজনা ☐

(ঙ) 'যদি তুমি বৃষ্টি আনার মন্ত্র ভুলে যাও' তাহলে তোমার স্বদেশ কী হবে? 'জন্মভূমি আজ' স্মরণ করে লিখুন।

(চ) 'হিন্দু মুসলমান নাম দুটি বিধাতার দেওয়া নয়।' — তাহলে এগুলো কোথা থেকে এসেছে?

11. অনুচ্ছেদটি ভালোভাবে পড়ে নিয়ে নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দিন। 2X 3 = 6

মহাকাশযানটির নাম ছিল ভোস্তোক - ১। ওজন সাড়ে চার টন। মহাকাশচারীর নাম য়ুরি গ্যাগারিন। তিনি কক্ষপথে পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করেন মাত্র এক বার। কিন্তু তিনিই ছিলেন প্রথম মহাকাশচারী। আকাশে ছিলেন সবশুদ্ধ ১০৮ মিনিট। দূরত্ব অতিক্রম করেছিলেন ৪১ হাজার কিলোমিটার।

গ্যাগারিনই প্রথম মানুষ যিনি অনেক উঁচু থেকে পৃথিবীকে দেখার সুযোগ পেয়েছিলেন। একটি কথাতে তাঁর মনাভাব প্রকাশ পেয়েছিল। 'কী সুন্দর এই পৃথিবী।'

প্রশ্ন

(i) ভোস্তক কী?

(ii) য়ুরি গ্যাগারিন কী জন্য বিখ্যাত হয়ে আছেন?

(iii) উঁচু থেকে পৃথিবী দেখে তাঁর কী ধারণা হয়েছিল?

12. নীচের যে-কোনো একটি বিষয় নিয়ে অনধিক 50 টি শব্দে একটি অনুচ্ছেদ লিখুন: 4

(i) চা; (ii) চাল।

13. আপনি কীভাবে পরীক্ষার প্রস্তুতি নিয়েছেন সে সম্বন্ধে অনধিক 50 টি শব্দে একটি অনুচ্ছেদ লিখুন: 4

অথবা

আপনার পড়া যে-কোনও একটি বই বা মাসিক পত্রিকা সম্বন্ধে অনধিক 50 শব্দে একটি অনুচ্ছেদ লিখুন।

22
প্রবাদ প্রবচন

22.1 ভূমিকা

লোকে বলতে বলতে কতগুলো বাক্য ও বাক্যাংশ সব কালে সত্য বলে স্বীকৃতি পেয়েছে। এগুলোকে আমরা বলছি প্রবাদ প্রবচন। যুগ যুগ ধরে এগুলো অপরিবর্তনীয় রয়ে গেছে। বিশেষ অর্থবহ প্রবাদ প্রবচনগুলো বাংলা ভাষার বিশেষ সম্পদ। এগুলোর উপযুক্ত ব্যবহারের ফলে ভাষার শ্রীবৃদ্ধি ঘটে। এই পাঠে কতগুলো নির্বাচিত প্রবাদ প্রবচনের আলোচনা হবে।

22.2 উদ্দেশ্য

এই পাঠটি পড়লে আপনি

- বিশেষ অর্থের শব্দগুচ্ছ বা ব্যাকরণ চিহ্নিত করতে পারবেন।
- প্রবচন ও বাগধারা চিহ্নিত করতে পারবেন।
- প্রবচন ও বাগধারার বাক্যে ব্যবহার দেখাতে পারবেন।

I. পবচন বাগধারা কীভাবে তৈরি হয় ঃ

অধিক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট ঃ গাজন উৎসব পরিচালনার জন্য একজন সন্ন্যাসীর নির্দেশই যথেষ্ট। একাধিক সন্ন্যাসী যদি নিজেদের মতো করে এক এক রকমের নির্দেশ দিতে থাকেন তাহলে তাঁদের মতভেদের দরুন মূল উৎসবটাই মাটি হয়ে যায়।

এই ঘটনার অভিজ্ঞতা অন্য কাজের বেলায়ও লাভ করা যায়। অনেক লোকের অনেক রকমের পরামর্শের ফলে আসল কাজটাই পন্ড হয় -- এই অর্থে ওই প্রবাদটি এখন ব্যবহৃত হয়।

যদি হয় সজ্জন তেঁতুল পাতায় পাঁচজন

বা

যদি হয় সুজন তেঁতুল পাতায় ন-জন ঃ তেঁতুল পাতা এতই ছোটো যে তাতে পাঁচ জনের জায়গা হওয়া অসম্ভব। তবু সজ্জনের বৈশিষ্ট্য দেখাবার জন্য তেঁতুল পাতার উল্লেখ করা হয়েছে এই কারণে যে, যথার্থ সজ্জন ব্যক্তিরা যে-কোনো অবস্থাতেই অন্যের সুখ দুঃখ ভাগ করে নিতে পারেন। তাঁরা কোনো অসুবিধাকেই বড়ো করে দেখেন না।

II. প্রবাদ প্রবচনগুলি প্রথম কে বলেছিলেন সেটা কেউ জানে না। কিন্তু বাস্তব অভিজ্ঞতার বর্ণনা করতে গিয়ে সবাই দেখে, ওগুলো সত্য বলে মনে হচ্ছে।

III. কয়েকটি প্রবাদ প্রবচনের ব্যবহার লক্ষ করুন।

(1) অকূল পাথারে ভাসা (খুবই অসহায় অবস্থা) ঃ হঠাৎ চাকরি চলে যাওয়ায় ননীবাবু অকূল পাথারে ভেসেছিলেন। ছেলের চাকরি হওয়ায় তিনি এখন নিশ্চিন্ত।

(2) অগস্ত্য যাত্রা (গিয়ে আর ফিরে না আসা) -- ভোলানাথ সেই যে বাড়ি থেকে চলে গেল, আর ফিরল না। বন্ধুরা বলল -- ভোলানাথ অগস্ত্য যাত্রা করেছে।

(3) অন্ধকারে ঢিল ছোঁড়া (অনুমান করে কিছু করা) ঃ সূত্র না জেনে বীজগণিতের অঙ্ক করা আর অন্ধকারে ঢিল ছোঁড়া এক কথা।

(4) অরণ্যে রোদন (নিষ্ফল অনুরোধ) ঃ অমন কৃপণ মানুষের কাছে প্রতিবন্ধীদের জন্য সাহায্য চাওয়া অরণ্যে রোদন বইকি!

(5) আক্কেল সেলামি (না জেনে ভুলের খেসারত দেওয়া) ঃ ধাপ্পাবাজ লোকটির পাল্লায় পড়ে কত আক্কেল সেলামি দিলে?

(6) আঙুল ফুলে কলাগাছ (সৌভাগ্যে অহংকারী হওয়া) ঃ লটারিতে তিনলক্ষ টাকা পাওয়ায় তার আঙুল ফুলে কলাগাছ। তাই সে ধরাকে সরা জ্ঞান করছে। (এখানে ধরাকে সরা জ্ঞান করা-প্রবাদটিও ব্যবহৃত হয়েছে।)

(7) আঠারো মাসে বছর (কুড়ে লোক) ঃ বিশুকে কোনো কাজের ভার দিয়ে নির্ভর করা যায় না, একদিনের কাজে সাতদিন লাগায়, ওর আঠারো মাসে বছর।

(8) আদাজল খেয়ে লাগা (প্রাণপণ চেষ্টা করা) ঃ গত বছর ফেল করেছে বলে যতীন এবছর পাশ করার জন্য আদাজল খেয়ে লেগেছে।

(9) আদায় কাঁচকলায় (শত্রুতার সম্পর্ক) ঃ শীলা আর ইলা আপন বোন হলে কী হবে, বাবার সম্পত্তি নিয়ে দু-জনের মধ্যে আদায়-কাঁচকলায় সম্পর্ক।

(10) ইঁচড়ে পাকা (অকাল পক্ব) ঃ বুড়োদের মতো কথা বোলো না, লোকে ইঁচড়ে পাকা বলবে।

(11) উত্তম মধ্যম (বেদম মার) ঃ পকেটমারটাকে বাজারের মধ্যে উত্তমমধ্যম দিয়ে লোকেরা ছেড়ে দিয়েছে।

(12) উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে চেপে গেল (একের কৃতিত্ব বা দায় অন্যের ওপর চাপানো) ঃ দোষ করল খগেন, আর বিচারে জেল হয়ে গেল গিরিশের।

(13) উপরোধে ঢেঁকি গেলা (অন্যের অনুরোধে অসাধ্য সাধন করা) ঃ তাঁর এমনই চক্ষুলজ্জা যে, বড়োবাবু কোন কাজ করতে বললে, তা যতই কঠিন হোক, করবার চেষ্টা করেন নিতাইবাবু। এ তো উপরোধে ঢেঁকি গেলা।

(14) উলুবনে মুক্তা ছড়ানো (অপাত্রে দান) ঃ পড়াশোনায় বাচ্চুর কোনো মন নেই, তার কাছে শিক্ষক মহাশয় কত তত্ত্বকথাই না বলছেন। এ তো উলুবনে মুক্তা ছড়ানো।

(15) এক ঢিলে দুইপাখি মারা (একবারে দুকাজ করা) ঃ সে বড়োবাজারে গিয়ে বন্ধুর সঙ্গে দেখা করবে, আবার বাজার করেও আনবে। এ যে এক ঢিলে দুইপাখি মারা।

(16) কলুর বলদ (অন্যের স্বার্থে অমানুষিক পরিশ্রম করা) ঃ সুরেশবাবু চিরদিন সংসারের জন্য কলুর বলদের মতো খেটে গেলেন, কিন্তু একেবারেই মানসিক শান্তি পেলেন না।

(17) কান পাতলা (যে যা বলে তাই বিশ্বাস করে) ঃ পদিপিসি এমন কানপাতলা, যে যখন যা বলে, তাই বিশ্বাস করে নেন।

(18) কূপ মণ্ডুক (সংকীর্ণ ব্যক্তি) ঃ কূপ মণ্ডুকের মতো ঘরে বন্দি হয়ে না থেকে বিরাট বিশ্বে বেরিয়ে পড়া উচিত।

(19) গভীর জলের মাছ (খুবই ধুরন্ধর / ধড়িবাজ লোক) সুখেনের মুখের হাসি দেখে ভুলো না, ও গভীর জলের মাছ, কখন কী করবে বোঝা কঠিন।

(20) গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেল (কাজ শেষ হবার আগেই ফলের আশা করা)ঃ লটারির টিকিট কেটেই নতুন ফ্ল্যাট কেনার স্বপ্ন দেখছেন নীতুবাবু, এ যেন গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেল।

(21) গেঁয়ো যোগী ভিখ পায় না (নিজের দেশে সম্মান না পাওয়া) ঃ সৌম্য দত্ত বড়ো গায়ক, সারা দেশে তাঁর নাম, অথচ পাড়ায় কেউ তাঁকে পাত্তা দেয় না। একেই বলে গেঁয়ো যোগী ভিখ পায় না।

(22) গোড়ায় গলদ (মূলেই গন্ডগোল) ঃ গোড়ায় গলদ হয়েছে — প্রশ্নপত্র থেকে অঙ্কটা খাতায় তোলার সময় ভুল হয়েছে; মিলবে কী করে?

(23) গোবরে পদ্মফুল (প্রতিকূল পরিবেশে বিখ্যাত ব্যক্তির উদ্ভব) ঃ পরিবারের সকলেই অশিক্ষিত, কিন্তু মইন এম. এ. তে প্রথম শ্রেণী পেয়েছে। ওতো গোবরে পদ্মফুল।

(24) গৌরচন্দ্রিকা (আসল ছেড়ে ভূমিকা দীর্ঘ করা) ঃ ইনিয়ে বিনিয়ে গৌরচন্দ্রিকা না করে আসলে কী বলতে চাও বলো।

(25) ঘরের শত্রু বিভীষণ (নিজের লোকের মধ্যেই শত্রুর অবস্থান) ঃ তুমি আমার বন্ধু হয়েও আমার ব্যবসার গুপ্তকথা আমার প্রতিযোগী ব্যবসায়ীকে বলে দিলে, তুমি ঘরের শত্রু বিভীষণ ছাড়া কিছু নও।

(26) ঘোল খাওয়ানো (নাস্তানাবুদ করা) ঃ মাত্র ছ'বছর বয়স মিনুর। এমনসব প্রশ্ন করতে লাগল, আমি একটাও উত্তর দিতে পারিনি, আমাকে ঘোল খাইয়ে ছেড়ে দিল!

(27) চোরের মায়ের বড় গলা (অন্যায়কারীর দাপট) ঃ বিনুর হাত সাফাইয়ের অভ্যেস আছে। বীরুর কলমটা সরিয়ে চিলচিৎকার করতে লাগল। এ তো চোরের মায়ের বড়ো গলা।

(28) চাঁদের হাট (বহু গুণী এবং স্নেহের পাত্রের সমাবেশ) ঃ দুর্গাপূজা উপলক্ষে ছেলে- মেয়ে, বউমা - জামাই, নাতি - নাতনির সমাগমে হরিবাবুর বাড়িতে চাঁদের হাট বসে গেছে।

(29) জলে কুমির ডাঙায় বাঘ (দুদিকেই বিপদ) ঃ দাদা যে মিথ্যে বলছে তা বলে দিলে বাবা দাদাকে শাস্তি দেবেন, আবার সত্যিকথাটা বলে দিলে দাদা শচীনকে মারবে। শচীনের অবস্থা যেন জলে কুমির ডাঙায় বাঘ।

(30) জিলিপির প্যাঁচ (কূটবুদ্ধি) ঃ মনের মধ্যে জিলিপির প্যাঁচ নিয়ে কখনো শান্তি পাওয়া যায় না।

(31) ঠগ বাছতে গাঁ উজাড় (নির্দোষ কাউকে খুঁজে না পাওয়া) ঃ অফিসে প্রায় সমস্ত অসৎ কর্মচারীর মধ্যে ফণী বাবুকে সৎ বলে জানতাম, সেই তিনিও লোভ সামলাতে না পেরে ঘুষ নিয়েছেন। এ যে ঠগ বাছতে গাঁ উজাড়।

(32) ডুমুরের ফুল (দুর্লভদর্শন ব্যক্তি) ঃ আজ প্রায় দশ বছর তোমার সঙ্গে দেখা নেই। তুমি কি ডুমুরের ফুল হলে নাকি।

(33) তীর্থের কাক (পরপ্রত্যাশী) ঃ নিমন্ত্রণ বাড়িতে একটুখানি ফেলে দেওয়া খাবার পাবার জন্য ভিখিরিরা তীর্থের কাকের মতো বসে থাকে।

(34) তুলসী বনের বাঘ (ভণ্ড / শয়তান) ঃ কপালে তিলক কেটে, গলার কণ্ঠির মালা পরে বৈষ্ণব হলে কী হবে, লোকটি তুলসী বনের বাঘ, যতো অপকর্মের ওস্তাদ।

(35) তেলা মাথায় তেল দেওয়া (যার প্রয়োজন নেই তাকে দান) ঃ অক্ষম মা - বাবাকে না দেখে অবস্থাপন্ন শ্বশুর বাড়িতে কারণে - অকারণে ভেট পাঠিয়ে রমেশ তেলা মাথায় তেল দিচ্ছে।

(36) দশের লাঠি একের বোঝা (একজনের পক্ষে কঠিন, কিন্তু এক সঙ্গে অনেকের পক্ষে সহজ) ঃ সকলে মিলে এই বিরাট মাঠটা এই অসময়ে চাষ করে ফসল ফলানো দশের লাঠি একের বোঝা ছাড়া আর কি!

(37) দশচক্রে ভগবান ভূত (বহুর ষড়যন্ত্রে নির্দোষ ব্যক্তির কলঙ্ক) ঃ বিনোদের মতো ভালোমানুষেরও দলের বাজে কাজের জন্য লোকের গঞ্জনা শুনতে হল। তার তো দশচক্রে ভগবান ভূতের দশা হল।

(38) ধনুক ভাঙা পণ (দৃঢ় প্রতিজ্ঞা) ঃ সে কোনোভাবেই অন্যায়ের সঙ্গে আপোষ করবে না, এ তার ধনুক ভাঙা পণ।

(39) ধান ভানতে শিবের গীত (আসল কথার জায়গায় অবান্তর কথা বেশি বলা) ঃ পথিক চাইছে জল, বুড়ো শোনাচ্ছে তার মামার বাড়ির জলের ইতিহাস। এ তো ধান ভানতে শিবের গীত।

(40) নুন আনতে পান্তা ফুরোয় (খুবই দরিদ্র অবস্থা) ঃ জগৎবাবুর এখন নুন আনতে পান্তা ফুরোয় অবস্থা। ওঁর কাছে চাঁদা না চাওয়াই ভালো।

(41) পাকা ধানে মই (সাফল্য নষ্ট করা) ঃ তোমাকে বেতনের কথা জিজ্ঞেস করতেই তুমি রেগে গেলে! আমি কি তোমার পাকা ধানে মই দিয়েছি?

(42) ফুলের ঘায়ে মূর্ছা যায় (একটুতেই কাতর হয়ে পড়া) ঃ শবনম খুব নরম মনের মেয়ে। কিছু বললেই কেঁদে ফেলে, যেন ফুলের ঘায়ে মূর্ছা যায়।

(43) বিনা মেঘে বজ্রপাত (আকস্মিক বিষাদ) ঃ আমার ছাত্র নওয়াজের মৃত্যু সংবাদ বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতো এসে পৌছাল।

(44) বরের ঘরের পিসি, কনের ঘরের মাসি (দুপক্ষেরই মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী) ঃ সে হল বরের ঘরের পিসি, কনের ঘরের মাসি। সকলেই তার কথা শোনে।

(45) বিড়াল তপস্বী (ভণ্ড লোক) ঃ গলায় পৈতে ঝুলিয়ে হরিনাম জপ করলে কী হবে, ওর মতলবপরের ক্ষতি করার। লোকটা আসলে বিড়াল তপস্বী। কেউ ওকে বিশ্বাস করে না।

(46) ভাঙে তবু মচকায় না (মাথা নিচু করে না) ঃ চাকরি নেই, না খেতে পাওয়ার অবস্থা, তবুও কারোর কাছে হাত পাতবে না সে। ও ভাঙে তবু মচকায় না।

(47) মিছরির ছুরি (মিষ্টি কথার আড়ালে ক্ষতি করা) ঃ রমেনের কথাগুলি মিষ্টি, কিন্তু ওর ভেতরের অর্থ মিছরির ছুরির মতোই। আসলে ও বীরেনের নিন্দা করেছে।

(48) মাটির মানুষ (শান্ত প্রকৃতির লোক) ঃ আশু স্যারের মতো মাটির মানুষ কখনও কাউকে কোনোভাবেই আঘাত দিতে পারেন না।

(49) মশা মারতে কামান দাগা (সামান্য বিষয়ে বিরাট আয়োজন) ঃ স্কুলের সরস্বতী পুজোয় সামান্য গন্ডগোলকে কেন্দ্র করে দুটি ছেলেকে বিতাড়িত করা হল। এ তো মশা মারতে কামান দাগা।

(50) শাক দিয়ে মাছ ঢাকা (অপরাধ গোপনের বৃথা চেষ্টা) ঃ বন্ধুদের সঙ্গে ক্রিকেট খেলে সারাদিন কাটিয়ে সৈকত বাড়ি ফিরে বলল, সন্তুদের বাড়িতে পড়ছিলাম; অথচ সন্তু তার খোঁজে এসেছিল। সৈকতের শাক দিয়ে মাছ ঢাকার চেষ্টা ব্যর্থ হল।

পাঠগত প্রশ্ন - 1.1

নীচে দেওয়া পাঁচটি প্রবচনের দুটি করে অর্থ দেওয়া আছে ; কোন্ অর্থটি ঠিক তা টিক (✓) দিয়ে দেখান —

1 (ক) ঘুণাক্ষর — ঘুণ পোকায় কেটে কেটে কতগুলো অক্ষর তৈরি করা ☐
ঘুণাক্ষর — সামান্য ইঙ্গিত ☐

(খ) আদা জল খেয়ে লাগা — একটু আদা ও এক গ্লাস জল খাওয়া ☐
— দৃঢ় প্রতিজ্ঞা নিয়ে শুরু করা ☐

(গ) ভিজে বেড়াল — বাইরে নিরীহ ভিতরে মতলব বাজ ☐
— যে বিড়ালটি জলে ভিজে গেছে ☐

(ঘ) হাল ধরা — নেতৃত্ব দেওয়া ☐
— লাঙ্গল ধরে চাষ ☐

II. বাক্যে ঠিকমতো ব্যবহার করুন

(ক) গভীর জলের মাছ (খ) কলুর বলদ (গ) আঁতে ঘা (ঘ) কান ভারি করা (ঙ) চাঁদের হাট
(চ) উত্তম মধ্যম (ছ) কুড়ের বাদশা (জ) এক হাতে তালিবাজে না (ঝ) আহ্লাদে আটখানা
(ঞ) চক্ষুলজ্জা (ট) ধান ভানতে শিবের গীত।

আপনি যা শিখলেন

- বিভিন্ন প্রবাদ প্রবচন চিহ্নিত করতে
- বিশেষ অর্থে প্রবাদ প্রবচনকে বাক্যে ব্যবহার করতে।

সমগ্র পাঠভিত্তিক প্রশ্ন

I. নীচের প্রবাদ প্রবচনগুলোর পাশে তাদের শুদ্ধ রূপটি লিখুন

(ক) বনে রোদন — ( )। (খ) আঙুল ফুলে বটগাছ ( )
(গ) সাতাশ মাসে বছর ( )। (ঘ) কলুর ষাঁড় ( )।
(ঙ) সূর্যের হাট ( )

II. তিনটি প্রবাদের সাধারণ অর্থ দেওয়া আছে, সেগুলির বিশেষ অর্থ ফাঁকা জায়গায় লিখুন।

ক) ইঁচড়ে পাকা – (কাঁচা থাকতেই পেকে যাওয়া) ....
খ) এক ঢিলে দুই পাখি মারা (একটি ঢিল মেরে দুটি পাখিকে মেরে ফেলা) ....
গ) গভীর জলের মাছ (যে মাছ গভীর জলে থাকে) ....

III. বাক্য রচনা করুন

ক) চুনো পুঁটি (খ) আমতা আমতা করা (গ) আলালের ঘরের দুলাল
ঘ) কূপ মণ্ডূক (ঙ) বুকের পাটা।

এক কথায় প্রকাশ

22.3 ভূমিকা

অনেক ব্যাখ্যা করে না বলে বাংলার অনেক শব্দগুচ্ছ - বাক্য-বাক্যাংশকে একটি শব্দে প্রকাশ করা যায়। এভাবে সংক্ষেপিত ও সঙ্কুচিত রূপকে বাক্যে ব্যবহার করতে পারলে সুবিধা হয়, কম কথায় বেশি ভাব প্রকাশ করা যায়। বাক্যের সৌন্দর্য বৃদ্ধির পক্ষেও এগুলো বিশেষ কার্যকর।

এই পাঠে কীভাবে বাক্য বা বাক্যাংশকে একটি শব্দে প্রকাশ করা যায় সে সম্পর্কে আলোচনা হবে।

22.4 উদ্দেশ্য

এই পাঠটি পড়লে আপনারা

- বিভিন্ন বাক্য ও বাক্যাংশের অর্থ নির্দেশ করতে পারবেন
- বাক্য ও বাক্যাংশকে সংক্ষেপিত রূপে দেখাতে পারবেন
- সংক্ষেপিত রূপকে বাক্যে প্রকাশ করতে পারবেন।

কয়েকটি এক কথায় প্রকাশ লক্ষ করুন।

(1) যার কোথাও হতে ভয় নেই ---- অকুতোভয়।
(2) যা চিন্তা করা যায় না --- অচিন্তনীয় / অচিন্ত্য।
(3) যার তল স্পর্শ করা যায় না ---- অতলস্পর্শী।
(4) যার শত্রু জন্মেনি ------ অজাতশত্রু।
(5) যার দাড়ি ওঠেনি ------ অজাতশ্মশ্রু।
(6) যার নাম জানা নেই ---- অজ্ঞাতনামা।
(7) যা দমন করা যায না --- অদম্য, অদমনীয়।
(8) যাহা দেখা যায় নি ---- অদৃষ্ট।
(9) যার আগমনের তিথি নেই ---- অতিথি।
(10) যা পূর্বে কখনও দেখা যায়নি --- অদৃষ্টপূর্ব।
(11) যা পূর্বে চিন্তা করা যায় নি ---- অচিন্তিতপূর্ব।
(12) যার জোড়া বা তুলনা নেই --- অদ্বিতীয় / অতুলনীয়।
(13) যা পার হওয়া অসাধ্য ---- অনতিক্রম্য, অনতিক্রমনীয়।
(14) যা নিন্দার যোগ্য নয় --- অনিন্দ্য / অনিন্দনীয়।
(15) যা নিজ অধিকারের বহির্ভূত তার আলোচনা — অনধিকারচর্চা।
(16) যা অনুকরণের অসাধ্য -- অননুকরণীয়।
(17) যা বচনে প্রকাশ করা যায় না --- অনির্বচনীয়।
(18) যা পরিহার করা যায় না --- অপরিহার্য।
(19) যার নীচে জল আছে --- অন্তঃসলিলা।
(20) যার ভিতরে সার বস্তু নেই ---- অন্তঃসারশূন্য।
(21) যে জল দেয় --- জলদ।
(22) যে হাতে-কলমে কাজ করে দক্ষতা লাভ করেছে — করিতকর্মা।

(23) কাঠ চেরাই যার ব্যবসা ---- করাতি।
(24) কুৎসিত আকার যার --- কদাকার।
(25) মৃত্যুকালে যে ঘাম হয় -- কালঘাম।
(26) যে রাত্রিতে মৃত্যু বা মহাবিপদের সম্ভাবনা --- কালরাত্রি।
(27) কর্ণের কাছে কুঞ্চিত কেশদাম --- কাকপক্ষ / জুলফি।
(28) যে নারীর একটি মাত্র সন্তান --- কাকবন্ধ্যা।
(29) রক্তবর্ণের পদ্ম -- কোকনাদ।
(30) যে উপকারীর অপকার করে / যে উপকরীর উপকার স্বীকার করে না --- অকৃতজ্ঞ।
(31) যিনি আপনাকে কৃতার্থ মনে করেন -- কৃতার্থম্মন্য।
(32) যিনি শুভক্ষণে জন্মেছেন --- ক্ষণজন্মা।
(33) যার প্রভা দীর্ঘকাল থাকে না --- ক্ষণপ্রভা।
(34) সদলে এসে শস্য নষ্ট করে যারা --- পঙ্গপাল।
(35) নানান বিষয়ে ভাসা ভাসা জ্ঞান --- পল্লবগ্রাহিতা।
(36) পিষ্ট দ্রব্যের / ফুলের গন্ধ --- পরিমল।
(37) পার হবার কড়ি --- পারানি।
(38) যে আশ্রয় নিতে এসেছে ---- শরণার্থী, শরণাগত।
(39) একাধিক অংশী আছে এমন --- শরিকি।
(40) ভূষাণাদির শব্দ -- শিঞ্জন।
(41) যে নারীর হাসা শুচি ---- শুচিস্মিতা।
(42) পরিচর্যা করবার ইচ্ছা --- শুশ্রূষা।
(43) রব শুনে যে এসেছে -- রবাহূত।
(44) ইঁটের গৃহ নির্মাণ করে যে --- রাজমিস্ত্রি।
(45) রুচি আছে যার --- রুচিমান।
(46) যে পুনঃপুনঃ কাঁদছে --- রোরুদ্যমান।
(47) যে উদ্ভিদ সাহায্য ছাড়া দাঁড়াতে পারে না -- লতা।
(48) বাইরে আদব কায়দায় দক্ষ কিন্তু ফাঁকিবাজ ---- লেফাফাদুরস্ত।
(49) যার জিহ্বা লকলক করে -- লেলিহান।
(50) ন্যায়সঙ্গত অধিকার লাভের জন্য মৃত্যুবরণ করেছে যে --- শহিদ।

পাঠগত প্রশ্ন - 1.2

I. বন্ধনীর অর্থ অনুযায়ী উপযুক্ত শব্দ দিয়ে শূন্যস্থান পূরণ করুন

ক) যে আগে ....।(অগ্রজ)
খ) ....(শরিকি)
গ) ....(অন্তঃসলিলা)
ঘ) ....(লতা)
ঙ) ....(অতুলনীয়)

II. এককথায় লিখুন

ক) যে আশ্রয় নিতে এসেছে ---------
খ) মৃত্যু আসন্ন যার -------------

গ) রুচি আছে যার -------------
ঘ) ইঁটের বাড়ি বানায় যে -----------
ঙ) ফুলের গন্ধ -----------

III. **পাঠ থেকে সংখ্যা অনুযায়ী এককথায় প্রকাশিত শব্দ নিয়ে বাক্যে তাদের ব্যবহার উল্লেখ করুন।**

(১) (৪৩) সংখ্যক -----------
(২) (৪৯) সংখ্যক -----------
(৩) (৩০) সংখ্যক -----------
(৪) (১৮) সংখ্যক -----------
(৫) (৯) সংখ্যক -----------
(৬) (৭) সংখ্যক -----------

22.5 আপনি যা শিখলেন

- একাধিক শব্দকে এক কথায় প্রকাশ করতে
- শব্দগুচ্ছের বা বাক্যের সঙ্কুচিত রূপকে বাক্যে প্রয়োগ করা।

22.6 সমগ্র পাঠ ভিত্তিক প্রশ্ন

I. **বাক্য / বাক্যাংশে পাশে লিখুন**

ক) ক্ষণজন্মা -----
খ) জলদ -----
গ) শিঞ্জন ------
ঘ) অন্তঃসারশূন্য -------
ঙ) ময়ূরের রব -------

II. **এক কথায় প্রকাশ করুন**

ক) যা চিন্তা করা যায় না ---
খ) যা মর্মকে স্পর্শ করে --
গ) রক্তবর্ণের পদ্ম ---
ঘ) একই গুরুর শিষ্য ---
ঙ) রব শুনে এসেছে যে ---

III. **বন্ধনীর শব্দ বাক্যে ঠিক মতো বসান**

(স্মরণীয় / শহিদ / লেফাফাদুরস্ত/ অনির্বচনীয় / প্রাতরাশ / যাযাবর)

ক) ও তো .... লোক নিজেকে দেখাতেই ব্যস্ত, আসল কাজ কিছুই পারে না।
খ) হিমালয়ের রূপ সত্যিই ....।
গ) আদিম .... মানুষ একসময় ঘর বাঁধল।
ঘ) রবীন্দ্রনাথের অবদান .... হয়ে থাকবে।
ঙ) আমরা .... সেরে বেরিয়ে পড়লাম।
চ) ক্ষুদিরাম চিরকাল অমর .... বলে সকলের সম্মান পাবেন।

23

ভারতীয় সংস্কৃতির ধারা

অন্নদাশঙ্কর রায়

23.1. ভূমিকা

উৎস নির্দেশ

অন্নদাশঙ্কর রায় 'ভারতীয় সংস্কৃতির ধারা' প্রবন্ধটি ১৯৭২ সালে লিখেছিলেন। লেখাটি প্রথমে 'শিক্ষার সংকট' (১৯৭৬) বইতে স্থান পায়। পরে অন্নদাশঙ্কর রায়ের শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ (১৯৯৪) এবং প্রবন্ধ সমগ্র (দ্বিতীয় খণ্ড ১৯৯৪) গ্রন্থে 'ভারতীয় সংস্কৃতির ধারা' প্রবন্ধটি পুনর্মুদ্রিত হয়েছে।

মূল বক্তব্য

সভ্যতা ও সংস্কৃতির মধ্যে গভীর সম্পর্ক আছে। সাধারণভাবে কোনো দেশের সভ্যতার পরিচয় মেলে মানুষের বাইরের কাজে কৃষিব্যবস্থা থেকে গৃহনির্মাণ, নগরপরিকল্পনা থেকে বেশভূষা পর্যন্ত সব কিছুর মধ্যে। সিন্ধু উপত্যকার সভ্যতা কথাটি আমরা এইদিক থেকে ব্যবহার করে থাকি। সংস্কৃতির পরিচয় জাতির মন ও হৃদয়ের প্রকাশে। তাই সংগীত সাহিত্য শিল্প সব কিছুকে সংস্কৃতি বলা হয়।

ভারতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে ভারতীয় সভ্যতাকে আলাদা করা যায় না, তা অবিভাজ্য। অনেকদিন আগে থেকে ভারতবাসীর চিন্তাভাবনার অনুসরণে ভারতীয় সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে। তবে এর মধ্যে নানা ধরনের উপাদান মিশেছে, তাই এ কে মিশ্র সংস্কৃতি বলতে পারি। অন্নদাশঙ্কর রায় দেখিয়েছেন, 'আর্যরা ভারতবর্ষে আসার আগে যা ছিল, আর্যরা এদেশে বসবাস করার পরে তার বদল হয়েছে। আবার ভারতবর্ষে ইসলামের এবং আরও পরে ইয়োরোপীয়দের আগমন - ভারতীয় সংস্কৃতির ধারায় মিলন-মিশ্রণ ঘটিয়েছে; তকে পরিণতির দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করেছে। সংস্কৃতির কোনও চরম রূপ নেই। ভারতীয় সংস্কৃতির নিদর্শন পাওয়া যায়, তবে তার সংজ্ঞা নির্দেশ করা সহজ নয়।

23.2. উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে আপনি পারবেন —

- আর্যপূর্ব ও আর্যোত্তর সংস্কৃতির মধ্যে পার্থক্য করতে,
- ভারতের মধ্যযুগীয় সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্যগুলি চিহ্নিত করতে,
- ভারতীয় সংস্কৃতির উপর তুর্ক ও মুঘল শাসনের প্রভাব ব্যাখ্যা করতে,
- বিভিন্ন সংস্কৃতির মিলনের ফলে যে যুক্তবেণী রচিত হয়েছে, তা বিশ্লেষণ করতে,
- হিন্দু-মুসলমানের সংস্কৃতিতে যেসব সাদৃশ্য ও পার্থক্য আছে, তা চিহ্নিত করতে,

- এছাড়া ভারতের সংস্কৃতির প্রধান ছয়টি যুগকে চিহ্নিত করতে পারবেন।
- ইংরেজ আগমনের পর পাশ্চাত্য ভাবপ্রেরণা ভারতসংস্কৃতির যে রূপান্তর ঘটায় সে সম্পর্কে জানতে পারবেন,
- প্রদত্ত সূত্র অবলম্বনে স্বাধীনভাবে অনুচ্ছেদ লিখতে এবং নতুন শেখা শব্দগুলি বাক্যে ব্যবহার করতে সমর্থ হবেন।

23.3. মূল পাঠ ও শব্দার্থ

আসুন, আমরা প্রবন্ধটি ভালো করে পড়ি। পড়তে গিয়ে যে শব্দগুলির অর্থ বুঝতে পারবেন না সেগুলির জন্য পাশে দেওয়া শব্দার্থের সাহায্য নিন।

অনুচ্ছেদ — 1

ভারতের ইতিহাস নতুন করে লেখার সময় এসেছে। এদেশে আর্যদের অধিকারে আসার আগে যাদের অধিকার ছিল তারাও বহু পরিমাণে সভ্য ছিল। তারা যে কী পরিমাণ উৎকর্ষ লাভ করেছিল তার প্রমাণ মহেঞ্জোদরো ও হরপ্পার নাগরিক সভ্যতা। খননকার্য এখনো সমাপ্ত হয় নি, হলে দেখা যাবে যে সিন্ধু উপত্যকার সেই দুটি নগরের মতো আরো কত নগর অন্যান্য নদীকূলে বা সমুদ্রকূলে অবস্থিত ছিল। আর্যদের আগমনের কাল খিস্টপূর্ব বিংশ থেকে পঞ্চদশ শতাব্দী বলেই অনুমান করা হয়। সিন্ধু উপত্যকার সভ্যতা তার আগেই পূর্ণতা লাভ করেছিল। ওরকম একটি সভ্যতা হাজার বছরের কমে পূর্ণতা লাভ করে না। কৃষি থেকে শুরু করতে হয়। তার সঙ্গে যোগ দেয় কারুশিল্প। বাণিজ্যের প্রয়োজন হয়। তার উপযোগী যানবাহন আবশ্যক হয়। নদীপথে নৌকা, স্থলপথে গাড়ি, বলদ, হাতি, ঘোড়া, উট। পণ্যবিনিময় থেকে ভাববিনিময় আসে। লিপির উৎপত্তি, মুদ্রার উৎপত্তি ঘটে। সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃতিও বিবর্তিত হয়। রন্ধন, বেশভূষা, মাটির পাত্র, ধাতু নির্মিত অস্ত্র থেকে লোকসংস্কৃতি, লোকসংস্কৃতির থেকে উচ্চতর সংস্কৃতি, কবিতা, সংগীত, নৃত্য-নাট্য, চিত্রকলা, ভাস্কর্য, স্থাপত্য, দর্শন, ধর্মশাস্ত্র।

শব্দ	অর্থ
উৎকর্ষ	শ্রেষ্ঠতা

মহেঞ্জোদরো ও হরপ্পা

মহেঞ্জোদরো সিন্ধুদেশের অন্তর্গত লার্কানা জেলায় এবং হরপ্পা পাঞ্জাবের অন্তর্গত মন্টোগোমারি জেলায় অবস্থিত। এই দুই স্থানে দুটি অতি প্রাচীন বিশাল নগরীর ধ্বংসাবশেষ মাটির নীচের থেকে বার হয়েছে। এই দুটি নগরী পাঁচ হাজার বছর পূর্বে বর্তমান ছিল। আমরা ভারতবর্ষে আসার আগে যাঁরা ভারতবর্ষে বাস করতেন, সিন্ধু উপত্যকার সভ্যতা তাঁদের সৃষ্টি।

উপত্যকা — নদীর অববাহিকাভূমি, নদীর দুই তীরের ঢালু জায়গা, যেখানকার জল এসে সেই নদীতে পড়ে।

অনুমান — আন্দাজ।
কারুশিল্প — হাতের কাজ।
পণ্য — ক্রয়যোগ্য বস্তু।
উৎপত্তি — উদ্ভব।
বিবর্তিত — পরিবর্তিত।

নির্মিত - তৈরি
ভাস্কর্য — ধাতু, কাঠ, পাথর দিয়ে মূর্তি নির্মাণশিল্প।
স্থাপত্য — গৃহাদি নির্মাণ শিল্প

অনুচ্ছেদ — 2

আমার অনুমান, আর্যদের আগমনের পূর্বেই ভারতের নদী ও সমুদ্রকূলে ছোট বড়ো শহর গঞ্জ বন্দর গড়ে উঠেছিল, গ্রাম গড়ে উঠেছিল আরো আগে। লোকসংস্কৃতি তো বিবর্তিত হয়েছিলই, সংগীত, নৃত্য, নাট্য, কবিতা প্রভৃতি উচ্চতর সংস্কৃতিরও বিবর্তন ঘটেছিল। আর্যরাই এসে এসব প্রবর্তন করে এমন নয়। দক্ষিণ ভারতের দ্রাবিড় সভ্যতা ও সংস্কৃতি আর্যদের আগমনের পূর্বেই বহুদূর প্রগতি করেছিল। আমার তো মনে হয়, বাংলাদেশের আর্যপূর্ব সভ্যতা ও সংস্কৃতিও বঙ্গোপসাগরের অপর পারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ স্থাপন করেছিল। পাণ্ডববর্জিত দেশ বলে এ দেশ সভ্যতা ও সংস্কৃতিবর্জিত ছিল না। আর্যরা কবে আসবে না আসবে তার জন্যে দেশের সভ্যতা বা সংস্কৃতি অপেক্ষা করে বসে

গঞ্জ — হাট, বড় বাজার।
বন্দর — সমুদ্র বা বড় নদীর তীরে জাহাজ নোঙর করার স্থান।
বিবর্তন – পরিবর্তন।
প্রগতি – উন্নতি।
প্রদেশ — দেশের বা রাষ্ট্রের বিভাগ বা অংশ।

থাকেনি। নিজেই উদ্যোগী হয়ে সিংহলে গেছে, যবদ্বীপে গেছে, আর্য দেবদেবীর চেয়ে লৌকিক দেবদেবীর সংখ্যা ও প্রভাব এ দেশে তখনো বেশি ছিল, এখনো বেশি। বেদের চেয়ে তন্ত্রের প্রভাব বেশি এদেশে। ব্রাহ্মণপ্রাধান্য দেড় হাজার বছরের আগে ছিল না। তার পূর্বে বৌদ্ধপ্রাধান্য জৈনপ্রাধান্য ছিল। যে সময়ের কথা বলা হচ্ছে, সে সময় বাংলাদেশ একটা প্রদেশে পরিণত হয়নি। ভারতকেও দেশ বলা হতো না। 'বর্ষ' প্রায় মহাদেশের মতো।

অনুচ্ছেদ — 3

আর্যপূর্ব সংস্কৃতির বহমান ধারার সঙ্গে আগন্তুক আর্য সংস্কৃতির বহমান ধারা সম্মিলিত হয়ে যে যুক্তবেণী রচনা করে রামায়ণ মহাভারত তারই সৃষ্টি। ততদিনে আর্য ও অনার্য বহুল পরিমাণে বিমিশ্র হয়েছে। তাকে আর অমিশ্র করবার উপায় নেই। তবু বর্ণশুদ্ধির জন্যে ও বর্ণসাঙ্কর্যের ভয়ে যত রকম কঠোর বিধান জারি করা হয়। আর্যপূর্ব যুগে কতক লোক পৌরোহিত্য করত। কতক লোক করত রাজ্যশাসন ও যুদ্ধ। কতক লোক বাণিজ্যে লিপ্ত থাকত। এরাও আর্যদের ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যবর্ণের অন্তর্ভুক্ত হয়। গোড়ার দিকে এই তিন বর্ণের মধ্যে বিবাহ চলত। এই তিন বর্ণ অর্থাৎ দ্বিজাতি এক দিকে ও চতুর্থ বর্ণ শূদ্র অন্যদিকে। শূদ্ররা সাধারণত আর্যপূর্ব সমাজের বৃহত্তর অংশ। চাষি আর কারিগর আর মজুর শ্রেণীর লোক, যাদের না হলে জগন্নাথের রথ চলে না। অথচ চালক তারা নয়। তারা চালিত। আমেরিকার দরিদ্র শ্বেতাঙ্গদের মতো ভারতের দরিদ্র আর্যরাও তাদের সঙ্গে ছিল। উচ্চতর সংস্কৃতিতে তাদের ভাগ সামান্য হলেও লোকসংস্কৃতিতে অসামান্য।

বর্ণ – হিন্দু সমাজের জাতি।
বর্ণসাঙ্কর্য - দুই ভিন্ন বর্ণের মিশ্রণ।
পৌরোহিত্য- পুরোহিতের কাজ, যজন যাজনের কাজ।
শ্বেতাঙ্গ - সাদা চামড়ার লোক, বিশেষ অর্থে ইয়োরোপ-আমেরিকার সাদা চামড়ার লোক।

অনুচ্ছেদ — 4

ভারতের আর্যোত্তর সংস্কৃতির উচ্চতর স্তর মোটের উপর আর্য ও আর্যপূর্ব পুরোহিত ও সৈনিক বণিকদের নেতৃত্বে চালিত ও বিকশিত 'এলিৎ' সংস্কৃতি। রামায়ণ মহাভারতের কল্যাণে সে সংস্কৃতি সর্বস্তরে ব্যাপ্ত হয়। আর বৌদ্ধ জৈন ধর্মের শিক্ষায় সে সংস্কৃতি দীন হীন পতিত শূদ্র ও অন্ত্যজকেও দুই হাত বাড়িয়ে কোলে টেনে নেয়। বৈদিক দেবতাদের উপাসকদের মধ্যেও ক্রমে ভক্তিবাদের প্রাবল্য হয়। তখন ভক্তির তরঙ্গ উঠে জাতিবর্ণের বেড়া ভেঙে দেয়। তবে সমভূম করে না সমাজকে। পরবর্তীকালে যাকে হিন্দু বলে অভিহিত করা হয় তার যেটি উদারতর ধারা সেটি বৌদ্ধ সাধনার মতো ভারতের বাইরেও প্রসারিত হয়। তার গতিবেগ চীন, জাপান, মালয়, ইন্দোনেশিয়া, তিব্বত, মধ্যএশিয়া, বর্মা, ইন্দোচীনেও অনুভূত হয়। কিন্তু প্রসারণের পরে আসে সঙ্কোচনের যুগ। সব সভ্যতার ইতিহাসে এটা দেখতে পাওয়া যায়। ভারতীয় আর্য প্রভাবিত দ্বিজাতি পরিচালিত বৈদিক উদারনৈতিক সংস্কৃতিভিত্তিক সংস্কৃতি একদা তার চূড়ান্ত পর্যায়ে উত্তীর্ণ হয়ে ধীরে ধীরে নেমে আসে, থেমে আসে, আপনাকে গুটিয়ে আনে। চূড়ান্ত পর্যায়ের কাল আমাদের ইতিহাসের স্বর্ণযুগ। গুপ্ত বংশীয়, রাজাদের যুগ। এই যুগে সাগরপারের ভারতীয় সভ্যতা তার সুদূরতম সীমায় পৌঁছোয়। হিমালয় পারের ভারতীয় সভ্যতাও।

এলিৎ – সমাজের সেরা অংশ (ফরাসি শব্দ)।
ব্যাপ্ত – ছড়ানো।
অন্ত্যজ – নীচজাতি।
প্রাবল্য – আধিক্য।
তরঙ্গ – ঢেউ।
প্রসারণ – বাড়া বা ছড়িয়ে যাওয়া।
সঙ্কোচন – কমা।
বর্মা – ব্রহ্মদেশ, এখন মায়ানমার নামে অভিহিত।

অনুচ্ছেদ — 5

এর পরের অধ্যায় কূপমন্ডূকতা। সমুদ্রযাত্রা নিষিদ্ধ হয়ে যায়। লয় অতিক্রম করাও তাই। হিন্দুসমাজের নিয়মকানুন দিন দিন আরো কড়া হয়। কেউ তো বিদেশে যাবেই না, বিদেশ থেকে কেউ এলে তাকেও সমাজে নেওয়া হবে না। যেমন গ্রিকদের শকদের

কূপমন্ডূকতা – কুয়োর ব্যাঙের মতো নিজের গন্ডির মধ্যে আবদ্ধ।
নিষিদ্ধ– বারণ হয়েছে এমন।
অতিক্রম – পার হওয়া।

কুশাণদের হুণদের নেওয়া হয়েছিল। এই কূপমন্ডুক অবস্থায় ভারতের দুর্বলতা ইসলামকে সহজে পথ ছেড়ে দেয়। সংস্কৃতভিত্তিক সংস্কৃতির ঘরে নতুনত্বের অভাবও ছিল, সেটা ভরাবার জন্যে আরব্য তথা পারসিক ভিত্তিক সংস্কৃতির প্রয়োজনও ছিল। আরো পরে ইংরেজি ভিত্তিক সংস্কৃতির।

অনুচ্ছেদ — 6

মধ্যযুগীয় হিন্দু তথা মুসলিম শক্তিতে নিশ্চয়ই তফাৎ ছিল, কিন্তু উভয়েই মধ্যযুগীয়। অপর পক্ষে ওদের সঙ্গে ইংরেজদের তফাৎ শুধু যে ধর্মে ধর্মে বা ঐতিহ্যে ঐতিহ্যে তফাৎ তাই নয়, যুগে যুগে তফাৎ। সে তফাৎ জ্ঞান-বিজ্ঞানের সঙ্গে বস্তুগত অজ্ঞানের। ইংরেজরা যে সময় এই উপমহাদ্বীপে আসে তার আগেই তাদের মহাদেশের পশ্চিমাংশে রেনেসাঁস ও এনলাইটেনমেন্ট ঘটে যায়। এই দুটি আলোকবর্তিকা থাকে তাদের হাতে। তাদের মশাল থেকে আমরাও আমাদের মশাল জ্বালিয়ে নিই। তখন আমাদের এখানেও ঘটে রেনেসাঁস তথা এনলাইটেনমেন্ট। তবে তেমন উজ্জ্বলভাবে নয়। তার কারণ কি আমাদের পরাধীনতা, না আমাদের অতীতমুখীনতা ? পুরাতনকেই আমরা সনাতন বলে ভাবি, নতুনকে ক্ষণিকের বলে উড়িয়ে দিই। এটা কি হিন্দু কি মুসলমান উভয়েরই মজ্জাগত। ইউরোপের ছোঁওয়া না লাগলে, দোলা না লাগলে, ধাক্কা না লাগলে আমরা যে তিমিরে ছিলুম সেই তিমিরেই থাকতুম। আমাদের প্রতিবেশী চীন জাপানের সম্বন্ধেও সেই কথা খাটে। তেমনি ইরান তুর্ক আরব প্রতিবেশীদের সম্বন্ধেও। সাম্রাজ্যবাদী হয়ে যারা আমাদের আঘাত করেছে তারাই প্রগতিবাদী হয়ে আমাদের জাগিয়েছে।

অনুচ্ছেদ — 7

তুর্কমুঘল প্রভৃতি ইসলামপন্থীদের আগমনের পূর্বেই আমাদের সংস্কৃতভিত্তিক সংস্কৃতি বস্তুজ্ঞান হারিয়েছিল। বস্তুজ্ঞান না থাকলে কি ব্রহ্মজ্ঞান থাকে? ব্রহ্মজ্ঞান থাকলে আরো কয়েকখানি গীতা উপনিষদ্ লেখা হতো, রাশি রাশি টীকাভাষ্য নয়। আরো কয়েকটি দর্শনের উৎপত্তি হতো, রাশি রাশি ভক্তি গ্রন্থের বা পুরাণের নয়। ভক্তিও মহামূল্য নিধি, ভক্তিকে খাটো করা উচিত নয়, তবু একথাও মানতে হবে যে জ্ঞানবিজ্ঞান তথা মৌলিক সৃষ্টির দিক থেকে সংস্কৃত সাহিত্য দীর্ঘকাল ধরে পায়চারি করতে থাকে। এমন সময় হাজির হয় পারসিক বা ফারসিভিত্তিক সংস্কৃতি, তার সঙ্গে আরব্য সংস্কৃতি। আরব্য সংস্কৃতি যে কোরানসর্বস্ব ছিল তা নয়। তার অঙ্গে অঙ্গীভূত গ্রিক দর্শন, চিকিৎসাবিদ্যা, জ্যোতিষ। আরবি ফারসি শিক্ষার দ্বার হিন্দুদের কাছেও মুক্ত ছিল। যারা টোল চতুষ্পাঠীতে প্রবেশ পেত না তারা মক্তবে মাদ্রাসায় প্রবেশ পেত। শূদ্ররা সংস্কৃত থেকে বঞ্চিত ছিল। আরবি ফারসি থেকে বঞ্চিত হলো না। রাষ্ট্র যেখানে মুসলমানের হাতে সেখানে সংস্কৃত তেমন অর্থকরী নয়, ফারসি যেমন। কায়স্থ প্রভৃতি জাতের ছেলেরাই প্রথম মাথা তোলার সুযোগ পায়। তুর্ক ও মুঘল শাসনে হিন্দুদের ভাগ্যে যেসব পদ জোটে সেসব আর ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়দের একচেটে নয়, হিন্দু সমাজের নিম্নতর অংশ তার শরিক হয় ও প্রতিযোগিতায় আরো উচ্চে ওঠে। মুসলিম শাসন এদিক থেকে বৈপ্লবিক। ব্রিটিশ শাসনও।

অনুচ্ছেদ — 8

আরো একদিকে প্রগতিশীল ছিল, তবে শুধু মুসলিম শাসন নয়, অবশিষ্ট হিন্দু

উপমহাদ্বীপ - প্রায় সম্পূর্ণ জলবেষ্টিত ভূভাগ।

রেনেসাঁস - ইউরোপে মধ্যযুগের অবসানে চতুর্দশ থেকে ষোড়শ শতাব্দীতে প্রাচীন গ্রিক জীবন ও সাহিত্য ভাবনার পুনর্জন্ম ঘটে মানবতাবাদ, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, ঐহিকতা, জাতীয় ভাষা চেতনা রেনেসাঁসের অন্যতম লক্ষণ। কোনো দেশের ভাব ও চিন্তার ক্ষেত্রে নতুন জোয়ার। (বাংলা দেশে রেনেসাঁসের অন্যতম শ্রেষ্ঠপুরুষ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর)।

এনলাইটেনমেন্ট - ইউরোপে সপ্তদশ অষ্টাদশ শতাব্দীতে বুদ্ধিমুক্তির আন্দোলন। যার প্রভাব পড়েছিল সে সময়ের সাহিত্যে ও দর্শনে। পক্ষপাত ও কুসংস্কার থেকে মুক্তিলাভ।

বর্তিকা - বাতি, আলো।

সনাতন- চিরকালের, শাশ্বত।

তিমির- অন্ধকার।

বস্তুজ্ঞান – বস্তুকে জানা।

ব্রহ্মজ্ঞান – ব্রহ্মের স্বরূপ সম্বন্ধীয় জ্ঞান।

টীকাভাষ্য –দুরূহ শ্লোকের ও শব্দের ব্যাখ্যা।

নিধি – ধন।

মৌলিক – নিজস্ব।

টোল – সংস্কৃত শাস্ত্রাদি অধ্যয়নের শিক্ষাকেন্দ্র

চতুষ্পাঠী – চার বেদ ও নানা শাস্ত্র অধ্যয়ন বিদ্যালয়।

মক্তব – মুসলমান ছাত্রদের জন্য নিম্ন বিদ্যালয়।

মাদ্রাসা – মুসলমান ছাত্রদের জন্য উচ্চ বিদ্যালয়।

বঞ্চিত – অভাবী, যাদের বঞ্চনা করা হয়েছে।

শরিক – ভাগিদার।

শাসনও। সর্বত্র দেখা যায় সংস্কৃত কোণঠাসা হচ্ছে, তার জায়গা নিচ্ছে বাংলা হিন্দি মারাঠি তামিল তেলেগু প্রভৃতি অসংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য। সংস্কৃত থেকে ভাবানুবাদ হয়ে যায় রামায়ণ মহাভারত প্রভৃতি বিবিধ গ্রন্থের, লোকে তাদের জন্যে সংস্কৃতের মুখাপেক্ষী হয় না। সংস্কৃতি এইভাবে সর্বস্তরে ছড়িয়ে যায়। বেদ কিন্তু গুহায় নিহিত থাকে, কোরানও। তার জন্যে আরো একটা বিপ্লবের প্রয়োজন ছিল। ইংরাজি শিক্ষার। বেদ ও কোরান ইংরাজিতে তর্জমা হয়ে যায়। তার থেকে আসে বাংলা হিন্দি ভাষায় মূলের অনুবাদ বা অনুবাদের অনুবাদ।

মুখাপেক্ষী – অন্যের সাহায্য প্রত্যাশী।
নিহিত – রাখা।
তর্জমা – অনুবাদ।

অনুচ্ছেদ — 9

আর্যপূর্বেরা যেমন করে আর্যীকৃত হয়েছিল, আর্যরা যেমন আর্যপূর্বীকৃত হয়েছিল, হিন্দুরাও তেমনি করে মুসলিম প্রভাবিত হয়, মুসলিমরাও তেমনি করে হিন্দু প্রভাবিত, উভয়েই পাশ্চাত্য প্রভাবিত তথা আধুনিকত্বে উপনীত। এই যে উপনয়ন এটা হাজার কি বারোশ বছর পরে মধ্যযুগ থেকে আধুনিক যুগে উত্তরণ। আরবি ফারসি শিক্ষার চেয়ে ইংরেজি শিক্ষার প্রতিপত্তি ও প্রসার বেড়ে যায়। ইউরোপের সঙ্গে গভীরতর গ্রন্থি ব্রিটিশ অপসারণের পরেও ছিন্ন হয় না। এখন তো সংস্কৃত শিক্ষার উপর কোনোরকম বাধানিষেধ নেই, তবু লোকে ইংরেজি শিক্ষাকেই অগ্রাধিকার দেয়।

আর্যীকৃত -- আর্যদের রীতিনীতিতে ও সমাজে গৃহীত।
উপনীত – পৌঁছেছে, উপস্থিত হয়েছে এমন।
উপনয়ন – পৈতে দেওয়া, উপস্থিতি।

অনুচ্ছেদ – 10

আর্যপূর্ব সংস্কৃতির বহমান ধারার সঙ্গে আগন্তুক আর্য সংস্কৃতির বহমান ধারা সম্মিলিত হয়ে যেমন একটি যুক্তবেণী রচনা করেছিল, তেমনি আর একটি যুক্তবেণী রচনা করত মুসলমানপূর্ব হিন্দু সংস্কৃতির বহমান ধারার সঙ্গে আগন্তুক মুসলিম বা পারসিক তথা আরব্য সংস্কৃতির বহমান ধারার সঙ্গম। সেদিকে কিছুদূর অগ্রসর হওয়ার পর আর অগ্রসর হওয়া গেল না। ইউরোপ এসে পড়ল। ইংরেজপূর্ব হিন্দুমুসলিম মধ্য-যুগীয় সংস্কৃতির বহমান ধারার সঙ্গে আগন্তুক পাশ্চাত্য তথা আধুনিক যুগীয় সংস্কৃতির বহমান ধারার সঙ্গমও কিছুদূর অগ্রসর হয়। এমন সময় পরাধীনতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম শুরু হয়ে যায়। নইলে আরো একটি যুক্তবেণী রচিত হতে পারত। তিনটি যুক্তবেণীর রচনা সমাপ্ত হলে ভারতীয় সংস্কৃতি হতো তিনজোড়া সংস্কৃতির ত্রিবেণীসঙ্গম। আর্যপূর্ব আর আর্য মিলে প্রাচীন হিন্দু। হিন্দু আর মুসলিম মিলে মধ্যযুগীয় হিন্দুস্থানী। ভারতীয় আর আধুনিক পাশ্চাত্য মিলে আধুনিক ভারতীয়।

আগন্তুক — নবাগত,হঠাৎ আসা অতিথি।
সঙ্গম — মিলন।
সংগ্রাম — যুদ্ধ।

অনুচ্ছেদ – 11

যে দুটি বেণীরচনা অসমাপ্ত থেকে গেল সে দুটি অসমাপ্ত থেকে যাবে? না, আবার চেষ্টা করা যাবে যাতে সমাপ্ত হয়। আমাদের পূর্বপুরুষদের আরব্ধ অথচ অসমাপ্ত কাজ আমাদের উপরেই বর্তায়। আমরা না পারলে আমাদের উত্তরপুরুষদের উপর। একদা আমার ধারণা ছিল যে হিন্দু মুসলমানের সাংস্কৃতিক মিলন হিন্দুস্থানী সংগীতে তথা ইন্দো-পারসিক স্থাপত্যে তথা উর্দু সাহিত্যে মূর্ত হয়েছে। তা ছাড়া বেশ-ভূষায় আদবকায়দায় চালচলনে অভিজাত মহলের হিন্দু মুসলমানের একত্ব ঘটেছে। কিন্তু সে ধারণা একেবারে ভুল না হলেও পুরোপুরি ঠিক নয়। ভারতীয় মুসলমানদের একজোড়া উত্তরাধিকার। একটা তো ভারতীয়,আর একটা মধ্যপ্রাচ্য। তাদের সেই মধ্যপ্রাচ্য

আরব্ধ — আরম্ভ করা হয়েছে এমন।
বর্তায় — উত্তরাধিকার সূত্রে পায়।
মূর্ত — স্পষ্ট।
একত্ব — একভাব, ঐক্য।
অজ্ঞতা — অজ্ঞানতা, জ্ঞানের অভাব।
অমিল — মিলের অভাব।

উত্তরাধিকারের অল্পই হিন্দুরা পেয়েছে। তেমনি হিন্দুদের উত্তরাধিকারের যেটা প্রাচীনতর ঘটাতে পারে ? অজ্ঞতার সঙ্গে অজ্ঞতা মিলে তার চেয়ে বহুগুণ অমিল ঘটিয়েছে।

অনুচ্ছেদ – 12

আমাদের পাঁচ হাজার বছরের সংস্কৃতি ছয়টি মহান যুগ অতিক্রম করে এসেছে। প্রথমটি হরপ্পা - মহেঞ্জোদড়োর সিন্ধু সভ্যতার বিস্মৃত যুগ। আর্য আগমনের পূর্ববর্তী ভারত ছিল সুমেরিয়া ও মিশরের পর তৃতীয় প্রাচীনতম সভ্যতার বিকাশক্ষেত্র। দ্বিতীয়টি আর্য আগমনের পরবর্তী বেদ উপনিষদ্ বৌদ্ধ জৈন ও ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও দর্শনের সিন্ধু থেকে গঙ্গামুখী ও উত্তর থেকে দক্ষিণমুখী অভিযানের যুগ। তৃতীয়টি রামায়ণ মহাভারতের পুরাকাহিনীকে শাশ্বত কাব্যে গ্রথিত করার ও বৌদ্ধধর্মকে সুদূরপ্রসারী করার যুগ, যে যুগে ভারতীয় হিন্দু-বৌদ্ধ সংস্কৃতি এশিয়ার অধিকাংশ দেশে পরিব্যাপ্ত হয়। প্রথম দ্বিতীয়,তৃতীয় প্রত্যেকটি যুগের স্থায়িত্ব কমবেশি এক সহস্রাব্দী। চতুর্থটি গুপ্তবংশের পরবর্তী রাজপুত ও পাল যুগ। এ যুগ ছয় শতাব্দীর মধ্যে শেষ হয়। সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীন ভারতীয় বা হিন্দু-বৌদ্ধ সংস্কৃতিও নিঃশেষিত হয়ে যায়। বাইরে থেকে প্রেরণা সংগ্রহের প্রয়োজন ছিল। সে প্রেরণা একদিক না আরেক দিক থেকে আসত। প্রথমে এল মধ্যপ্রাচী থেকে। এশিয়ার সেই ভূখণ্ডও ভারতের মতো বহুকালের সভ্যতা ও সংস্কৃতিসম্পন্ন।

বিস্মৃত — ভুলে গিয়েছে এমন।
ব্রাহ্মণ্য — ব্রাহ্মণ সমাজ সম্পর্কিত।
শাশ্বত — চিরকালের।
গ্রথিত — গাঁথা।
সুদূরপ্রসারী — বহুদূর প্রসার লাভ করে এমন।
পরিব্যাপ্ত — সবদিকে বিস্তৃত বা অবস্থিত।
সহস্রাব্দী — এক হাজার বছরের কালপরিমাণ।

অনুচ্ছেদ —13

আর্য ও মধ্যপ্রাচী থেকে নতুন প্রেরণা পেয়ে ভারতীয় সংস্কৃতি আবার পুষ্পিত। পঞ্চম যুগে উপনীত হয় ভারতের ইতিহাস। এ যুগ আকবর শাহজাহানের যুগ। নানক কবির চৈতন্যের যুগ। চন্ডীদাস বিদ্যাপতি মীরাবাঈ তুলসীদাসের যুগ। বাংলা হিন্দি মারাঠা গুজরাতি প্রভৃতি সাহিত্যের বিকাশের যুগ, হিন্দুস্থানী সংগীতের গৌরবের যুগ। কিন্তু এ যুগও ছয় শতাব্দীর মধ্যেই নতুন প্রেরণার অভাবে প্রাণহীন হয়ে পড়ে। তখন অভিনবতর প্রেরণা আসে সাগরপার ইংল্যান্ড থেকে। কখনো কেউ কল্পনা করতে পারেনি যে ইংল্যান্ড, ফ্রান্স প্রভৃতি অর্বাচীন দেশ কালক্রমে সুসভ্য ও সুসংস্কৃতিমান হয়ে ভারতকে, চীনকে, জাপানকে প্রেরণা জোগাবে। এটা যে সম্ভব হলো তার কারণ এসব দেশের রেনেসাঁস ও এনলাইটেনমেন্ট। ভারতে ঠিক এই জিনিসটির অভাব ছিল। চীন জাপানেও।

প্রেরণা – উৎসাহ সঞ্চার, প্রবর্তনা।
পুষ্পিত – ফুল ধরেছে এমন, কুসুমিত।
উপনীত – পৌঁছেছে, উপস্থিত হয়েছে এমন।
গৌরব – গর্ব।
অর্বাচীন – আধুনিক।

অনুচ্ছেদ — 14

ষষ্ঠ যুগ আমাদের উনবিংশ তথা বিংশ শতাব্দীর নব জাগরণ। এ যুগ এখনো সমাপ্ত হয়নি। যে জাগরণ এসেছে সাংস্কৃতিক্ষেত্রে তার শ্রেষ্ঠ প্রতিভূ রবীন্দ্রনাথ। কিন্তু শেষ প্রতিভূ তিনি নন। মাত্র দুশ বছরে একটা সাংস্কৃতিক যুগের অবসান হয় না। উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর সম্ভাব্যতা এখনো নিঃশেষিত হয়নি। হতে পারে যে মধ্যবিত্তরা অবক্ষয়গ্রস্ত। কিন্তু তাদের অবসাদ তো সারা দেশের জনগণের অবসাদ নয়। জনগণের দিকে তাকালে আমি অসীম সম্ভাবনা দেখতে পাই। যুগ এখনো অসমাপ্ত। এখন শুধু পশ্চিম ইউরোপ থেকে নয়, পৃথিবীর সব দিক থেকে প্রেরণা আসছে। আমাদের সৃষ্টি বাইরে সম্প্রসারিত হচ্ছে। এর পর আসবে সপ্তম যুগ। জনগণের ভিতর থেকে উদ্ভব হবে নতুন সংস্কৃতির।

প্রতিভূ – প্রতিনিধি
সম্ভাব্যতা – হয়তো হবে বা ঘটবে এরকম
অবসাদ – ক্লান্তি, উৎসাহহীনতা।
উদ্ভব – জন্ম।

23.4. প্রাথমিক বোধবিচার

মূল পাঠ তো পড়া শেষ করলেন। পাশে শব্দের মানেও দরকার মতো দেখে নিয়েছেন। এবার বিষয়টি পড়ে আপনার প্রাথমিক কী ধারণা হল জেনে নেওয়া যাক ------

ক) যে প্রবন্ধটি পড়লেন তার নাম কী ?
খ) 'ভারতীয় সংস্কৃতির ধারা' কার লেখা ?
গ) লেখকের মতে ভারতীয় সংস্কৃতির মূল বৈশিষ্ট্য কী ?

23.5 আলোচনা

প্রবন্ধটি তো পড়ে নিয়েছেন। আসুন, এবার কয়েকটি করে অনুচ্ছেদ নিয়ে বিষয়টি ভাল করে বুঝে নেওয়া যাক্ ------

23.5.1 অনুচ্ছেদ (1 - 2)

'ভারতের ইতিহাস .... মহাদেশের মত' ।

আর্যরা ভারতবর্ষে প্রবেশ করার আগে যারা এদেশে বাস করত, তাদের সংস্কৃতি পূর্ণতা পেয়েছে অনেকদিন আগে। মহেঞ্জোদড়ো ও হরপ্পার নাগরিক সভ্যতার পিছনে ছিল আরও কত নগর বন্দর গ্রাম গঞ্জ । ছিল লোক সংস্কৃতির সঙ্গে উচ্চতর সংস্কৃতি। ভারতে দ্রাবিড় সভ্যতা ও সংস্কৃতির পুষ্টি ও বিকাশ আর্যদের আগমনের অপেক্ষা করেনি। আর্যপূর্ব ভারতীয় সংস্কৃতি ভারতবর্ষের বাইরেও ছড়িয়ে পড়েছে। বংলাদেশ ভারতবর্ষের এক প্রত্যন্ত অঞ্চল বলে এখানে আর্য দেবদেবীর থেকে লৌকিক দেবদেবীর সংখ্যা বেশি। তখন হয়ত তাকে স্বতন্ত্র প্রদেশ বলা হত না। কিন্তু তার নিজস্ব সংস্কৃতির প্রকাশ ঘটেছে বৌদ্ধ জৈন ইত্যাদি ভাবের স্বীকৃতির সঙ্গে নিজস্ব তন্ত্রসাধনায়।

পাঠগত প্রশ্ন 1.1

1 - 2 অনুচ্ছেদ পড়ে নিন। তারপর নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দিন।

1. নতুন করে কী লেখার সময় এসেছে ?
2. আর্যরা আসার আগে এদেশ যাদের অধিকারে ছিল, তাদের সভ্যতার উৎকর্ষের পরিচয় দিন।
3. ভারতবর্ষে আর্যদের আগমন কখন ঘটে ?
4. লেখক আর্যদের আগমনের পূর্বে ভারতবর্ষের কী অবস্থা অনুমান করেছেন ?
5. আর্যদের আসার আগেই ভারতের কোন্ অঞ্চলে সভ্যতার অগ্রগতি ঘটেছিল ?
6. আর্য দেবদেবী অপেক্ষা কিসের প্রভাব এদেশে আগেও বেশি ছিল, এখনও বেশি?
7. ব্রাহ্মণ্যপ্রাধান্যের আগে কিসের প্রাধান্য ছিল ?
8. এই অনুচ্ছেদ দুটি থেকে শব্দ নিয়ে শূন্যস্থান পূরণ করুন --------

(i) পণ্যবিনিময় থেকে ---------------------------- আসে।

(ii) -------------------- সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃতি বিবর্তিত হয়।

(iii) পান্ডববর্জিত দেশ বলে এদেশ -------------- ও ---------------- বর্জিত ছিল না।

(iv) ব্রাহ্মণ্যপ্রাধান্য --------------------------- বছরের আগে ছিল না।

23.5.2 অনুচ্ছেদ (3 - 5)

'আর্যপূর্ব সংস্কৃতির .... ইংরেজিভিত্তিক সংস্কৃতির।'

ভারত সংস্কৃতি আসলে মিশ্রসংস্কৃতি। আর্যপূর্ব সংস্কৃতির সঙ্গে বহিরাগত আর্য সংস্কৃতির মিলন মিশ্রণে গড়ে উঠেছে রামায়ণ মহাভারত ও পরবর্তী ইতিহাস-পুরাণ-কাব্য। মিলনের পথে নানান ধরনের বাধা সৃষ্টি করা হয়েছে ----- এরই প্রয়োজনে বর্ণাশ্রম পালনের নির্দেশ। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শ্রেণীর মধ্যে শুধু আর্য নয়, আর্যপূর্বকালের উপরতলার মানুষজন মিশে যায়। নীচের তলায় থাকে শূদ্র, বড় অংশ আর্যপূর্ব সমাজের লোকসংস্কৃতি তাদের সৃষ্টি। উচ্চতর সংস্কৃতিতে পুরোহিত, সৈনিক, বণিক প্রাধান্য পেয়েছে। তারপর প্রথমে ভক্তিবাদ, পরে বৌদ্ধধর্ম সব ভেদাভেদ কিছুটা দূর করে। সেই সময় ভারতে সংস্কৃতির প্রসার ঘটে বহিভারতে। পরে সংকোচনের কাল। এই সময়ে মধ্যযুগের সূচনা। ভারতবর্ষে আরব্য তথা পারস্য থেকে ইসলামি সংস্কৃতির অনুপ্রবেশ। সে সময় এর প্রয়োজন ছিল।

পাঠগত প্রশ্ন 1.2

3 - 5 অনুচ্ছেদ পড়ে নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দিন।

9. 'এলিৎ' সংস্কৃতি কাদের নেতৃত্বে চালিত ও বিকশিত হয়েছিল ?

10. কূপমণ্ডূকতা বলতে লেখক কি বুঝিয়েছেন ?

11. সংস্কৃত ভিত্তিক সংস্কৃতির ঘরে নতুনত্ব আনার জন্য আর কোন্ কোন্ সংস্কৃতির প্রয়োজন ছিল ?

12. সঠিক উত্তরের পাশে টিক্ (√) চিহ্ন দিন।

    i) আর্যপূর্ব যুগেও কতক লোক পৌরোহিত্য করত।

    ii) শূদ্ররা আর্যপূর্ব সমাজের বৃহত্তর অংশ নয়।

    iii) আমেরিকার দরিদ্র শ্বেতাঙ্গদের মতো ভারতের দরিদ্র আর্যরা তাদের সঙ্গে ছিল না।

    iv) প্রসারণের পরে আসে সঙ্কোচনের যুগ।

    v) হিন্দুসমাজের নিয়মকানুন দিন দিন আরো শিথিল হয়।

23.5.3 অনুচ্ছেদ (6 - 9)

'মধ্যযুগীয় হিন্দু .... অগ্রাধিকার দেয়।'

ইংরেজ এদেশে এসেছিল রেনেসাঁস ও এনলাইটেনমেন্টের পরে, তাই তাদের সঙ্গে মধ্যযুগীয় হিন্দু তথা মুসলিমদের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তফাৎ দেখা যায়। আগন্তুকদের

সংস্পর্শে আমাদেরও নবজাগরণ ঘটে, তবে অনুজ্জ্বলভাবে। কারণ প্রাচীনকেই চিরন্তন বলে আমরা মনে করি ----- নতুনকে ক্ষণিকের ভাবি। ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদী হলেও তারাই আমাদের প্রগতির পথ দেখিয়েছে।

ইসলামপন্থীদের আগমনের পূর্বেই আমাদের সংস্কৃতি বস্তুজগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। নতুন গীতা - উপনিষদ-দর্শন পাই না, পাই টীকাভাষ্য আর ভক্তিগ্রন্থ বা পুরাণ। এই সময়েই মৌলিক সৃষ্টি হিসাবে এদেশে প্রবেশ করে ফারসি আরবি সংস্কৃতি। মুসলিম রাষ্ট্রে সংস্কৃত নয়, ফারসির প্রাধান্য। নতুন শাসনে বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটে নীচের তলার হিন্দুদের পদপ্রাপ্তির ফলে সংস্কৃতের জায়গা নিয়েছে অসংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য। সংস্কৃত সাহিত্যের ভাবানুবাদ করে সংস্কৃতির বিস্তার হচ্ছে। তবে বেদ-কোরানের ভাষান্তরের জন্য অপেক্ষা করতে হয়েছে আরও অনেকদিন, ইংরেজ আগমন পর্যন্ত।

আর্য- প্রাকআর্য এবং হিন্দু মুসলিম পাশ্চাত্যের প্রভাবে পরস্পর প্রভাবিত হয়ে আধুনিকত্বে উপনীত হয়। মধ্যযুগ থেকে আধুনিকযুগে উত্তরণ ঘটে। সংস্কৃত শিক্ষা নয়, আরবি - ফারসি নয়, সকলকেই ইংরেজি শিখতে হয়েছে। বিদেশি শাসনের অবসানের পরও ইংরেজি শিক্ষারই অগ্রাধিকার ও প্রতিপত্তি।

পাঠ্যগত প্রশ্ন 1.3

6 - 9 অনুচ্ছেদ ভাল করে পড়ুন তারপর নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দিন।

13. 'এই দুটি আলোকবর্তিকা থাকে তাদের হাতে'---- আলোকবর্তিকা দুটি কী কী?
14. 'তবে তেমন উজ্জলভাবে নয়'-- কীসের অনুজ্জ্বলতার কথা বলা হয়েছে এবং কেন ?
15. সংস্কৃতভিত্তিক সংস্কৃতির অভাব কি ছিল ?
16. যারা টোল চতুষ্পাঠীতে প্রবেশ পেত না, তারা কোথায় যেত ?
17. ইংরেজি শিক্ষা কীভাবে বিপ্লব আনল ?
18. নীচের শব্দগুলির সঙ্গে সম্বন্ধ আছে এমন শব্দ পাশের থেকে নিয়ে শূন্যস্থানে লিখুন। প্রথমটি দেখে নিন ---

	হিন্দু		চতুষ্পাঠী
i)	রেনেসাঁস	নিধি	
ii)	ভক্তি		মুসলিম
iii)	ইসলামপন্থী		শূদ্র
iv)	বঞ্চিত		ইংরেজ
v)	মক্তব		তুর্ক-মুঘল

23.5.4 অনুচ্ছেদ (10 - 11)

'আর্যপূর্ব সংস্কৃতির .... অমিল ঘটিয়েছে।'

বিভিন্ন সংস্কৃতির প্রবহমান ধারার পারস্পারিক মিলনে গড়ে উঠেছে ভারত সংস্কৃতি। আর্যপূর্ব ও আর্য, মুসলিমপূর্ব হিন্দু ও আগন্তুক মুসলিম পরস্পর মিলিত হয়ে যুক্তবেণী রচনা করেছিল। ইংরেজপূর্ব হিন্দু-মুসলিম মধ্যযুগীয় সংস্কৃতির ধারা মেলে আগন্তুক পাশ্চাত্য সংস্কৃতির ধারার সঙ্গে। আর্যপূর্ব আর আর্য মিলে প্রাচীন হিন্দু, হিন্দু-মুসলিম মিলে মধ্যযুগীয়

হিন্দুস্থানী, ভরতীয় আর আধুনিক পাশ্চাত্য মিলে আধুনিক ভারতীয়। শেষ যুক্তবেণীটি রচিত হয়নি, স্বাধীনতা সংগ্রাম শুরু না হলে উপরিউক্ত ত্রিবেণীসঙ্গম হত।

আধুনিক ভারতীয় সংস্কৃতি গড়ে তোলার আরব্ধ অথচ অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করার দায় তার উত্তরসূরীদের। হিন্দু-মুসলমানের সাংস্কৃতিক মিলন সঙ্গীতে, স্থপত্যে, সাহিত্যে মূর্ত হয়েছে। অভিজাত মহলের হিন্দু-মুসলমানরা পোশাকে চালচলনে এক হয়েছে। তবে মিলন মিশ্রণ সর্বাত্মক হয়নি, কারণ হিন্দু ও মুসলমান উভয়েরই আছে দুই ভিন্ন উত্তরাধিকার।

পাঠগত প্রশ্ন 1.4

19. পাশের সঠিক শব্দ শূন্যস্থানে বসান।

(i) আর্যপূর্ব আর আর্য মিলে ------------------------। — মধ্যযুগীয় হিন্দুস্থানী

(ii) হিন্দু আর মুসলিম মিলে ------------------------। — আধুনিক ভারতীয়

(iii) ভারতীয় আর আধুনিক পাশ্চাত্য মিলে -----------। — অজ্ঞতা আরব্ধ

(iv) পূর্বপুরুষদের -------- অথচ অসমাপ্ত কাজ আমাদের উপরেই বর্তায়। প্রাচীন হিন্দু

(v) অজ্ঞতার সঙ্গে ----------- মিলে তার চেয়ে বহুগুণ অমিল ঘটিয়েছে।

20. দুটি শব্দের মধ্যে অর্থের মিল খুঁজে বার করুন।

(i)	আগন্তুক	স্পষ্ট
(ii)	সঙ্গম	মূর্খতা
(iii)	অজ্ঞতা	যুদ্ধ
(iv)	সংগ্রাম	নবাগত
(v)	মূর্ত	মিলন

23.5.5 অনুচ্ছেদ (12 - 14)

'আমাদের পাঁচ হাজার .... নতুন সংস্কৃতির।'

পাঁচ হাজার বছরের ভারত সংস্কৃতিকে ছটি যুগে ভাগ করা যায়। আদি যুগটি হল সিন্ধুসভ্যতার যুগ। তারপরের যুগ আর্য আগমনের পরবর্তী ব্রাহ্মণ্য ধর্ম দর্শনের প্রসার। তৃতীয় যুগটি হল রামায়ণ মহাভারত ও হিন্দু-বৌদ্ধ সংস্কৃতির বিস্তারের কাল। প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির শেষ পর্বটি হল রাজপুত ও পালযুগ। এই সময়ে প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির মূল প্রেরণা লুপ্ত হতে চলেছিল। মধ্যপ্রাচ্য থেকে এ সময়েই আসে নতুন ভাবপ্রেরণা।

মধ্যপ্রাচ্য থেকে ভারতবর্ষ যা পেয়েছে তার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন মেলে মধ্যযুগের ধর্মসাধনায়, সাহিত্যরচনায়, সঙ্গীতের অভিনব রূপসৃষ্টিতে। তবে এই পঞ্চম যুগটিও দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। নতুন প্রেরণার অভাবে মধ্যযুগ যখন ম্রিয়মান তখন ইউরোপ থেকে আসে নতুন ভাবের প্লাবন। ইউরোপে নবজাগরণ আগেই মধ্যযুগের অবসান ঘটিয়েছিল, এখন ভারত, চীন, জাপান তাদের সংস্পর্শে এসে নবজীবন লাভ করল।

উনিশ ও বিশ শতকে আসে ভারত সংস্কৃতির নবজাগরণ। রবীন্দ্রনাথ নবযুগের শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি। এই জাগরণের অবসান হয়নি, তবে রূপান্তরের ক্ষেত্রে অগ্রগতি কখনও বা স্তিমিত। লেখকের মতে, এখানেই ভারত সংস্কৃতির অবসান নয়, নতুন যুগের সূচনা। সেই যুগান্তর ঘটবে জনগণের মধ্য দিয়ে। জন্ম নেবে নতুন গণসংস্কৃতি।

পাঠগত প্রশ্ন 1.5

অনুচ্ছেদগুলি পড়ে প্রশ্নগুলির উত্তর দিন।

21. আমাদের পাঁচ হাজার বছরের সংস্কৃতি ছয়টি মহান যুগ অতিক্রম করে এসেছে। তার প্রথম যুগটি কী ?
22. প্রথম তিনটি যুগের প্রত্যেকটির স্থায়িত্ব কত ?
23. ভারতীয় হিন্দু-বৌদ্ধ সংস্কৃতি কোন্ যুগে বহির্ভারতে পরিব্যাপ্ত হয় ?
24. পঞ্চম যুগটি কাদের যুগ বলে চিহ্নিত করা হয় ?
25. 'নবজাগরণ' কোন্ শতাব্দীতে কোন্ যুগে হয় ? রবীন্দ্রনাথকে এ যুগে কোন্ স্থান দেওয়া হয়েছে ?
26. লেখকের মতে, সপ্তম যুগে কীসের উদ্ভব হবে ?
27. সঠিক বাক্যের পাশে টিক্ (√) চিহ্ন দিন।
    i) আমাদের পাঁচ হাজার বছরের সংস্কৃতি আটটি মহান যুগ অতিক্রম করে এসেছে।
    ii) আমাদের পাঁচ হাজার বছরের সংস্কৃতি ছয়টি মহান যুগ অতিক্রম করে এসেছে।
    iii) আমাদের চার হাজার বছরের সংস্কৃতি ছয়টি মহান যুগ অতিক্রম করে এসেছে।
28. i) চতুর্থ যুগটি গুপ্তবংশের পরবর্তী রাজপুত ও পালযুগ।
    ii) ষষ্ঠ যুগটি গুপ্তবংশের পরবর্তী রাজপুত ও পালযুগ।
    iii) চতুর্থ যুগটি পালবংশের পরবর্তী রাজপুত ও গুপ্তযুগ।
29. i) যে জাগরণ এসেছে সংস্কৃতিক্ষেত্রে তার শ্রেষ্ঠ প্রতিভূ বিবেকানন্দ।
    ii) যে জাগরণ এসেছে সংস্কৃতিক্ষেত্রে তার শ্রেষ্ঠ প্রতিভূ রবীন্দ্রনাথ।
    iii) যে জাগরণ এসেছে সংস্কৃতিক্ষেত্রে তার শ্রেষ্ঠ প্রতিভূ রামমোহন।
30. নীচের ডানদিক থেকে ঠিক শব্দ বেছে নিয়ে বাঁ দিকের শব্দের সঙ্গে জুড়ে দিয়ে এক শব্দ করুন।

i) বিস্মৃত	ধর্ম
ii) শাশ্বত	দেশ
iii) ব্রাহ্মণ্য	প্রতিভূ
iv) অর্বাচীন	যুগ
v) শ্রেষ্ঠ	কাব্য

23.6. ব্যাকরণ ও ভাষারীতি

আসুন, আমরা প্রবন্ধটির ব্যাকরণ ও ভাষারীতি নিয়ে এবার একটু আলোচনা করি। ভাষা শেখার সময় শব্দের সঙ্গে পরিচয় ঘটে। শব্দের মধ্যে কখনও দুটি ধ্বনির মিলনে সন্ধি ঘটে। আগে একটি জেনে নিন, পরে অন্যগুলির সন্ধিবিচ্ছেদ করুন।

i) বঙ্গোপসাগর = বঙ্গ + উপসাগর
জগন্নাথ =
আর্যেত্তর =
মুখাপেক্ষী =
সংগীত =

ii) কখনও কখনও একাধিক শব্দ একসঙ্গে যুক্ত হয়ে সমাস রচনা করে। প্রথমটি করে দিলাম। দেখে নিয়ে অন্যগুলি করুন --------

জ্ঞান-বিজ্ঞান ---- জ্ঞান এবং বিজ্ঞান (দ্বন্দ্ব সমাস)
বর্ণশুদ্ধি
বৌদ্ধপ্রাধান্য
খননকাজ
চতুষ্পাঠী

iii) কোনো শব্দকে অন্য শব্দে পরিবর্তন করে শব্দান্তর হয়। বিশেষ্য আর বিশেষণের মধ্যে এই পারস্পারিক পরিবর্তন হয়।
একটি করে দিচ্ছি, অন্যগুলি আপনি করুন ---

পুরোহিত ---- পৌরোহিত্য
উৎকর্ষ
অনুমান
বাণিজ্য
বিবর্তিত

iv) যে শব্দগুলি ব্যবহার করি তার অর্থ বা ভাব একরকম,অন্য একটিশব্দ বিপরীত ভাব প্রকাশক হলে,শব্দ দুটিকে পরস্পরের বিপরীতার্থক শব্দ বলে। প্রথমটি করে দিলাম, অন্যগুলি আপনাকে করতে হবে।

প্রসারণ সংকোচন
বিমিশ্র
দুর্বলতা
অধিকার
উৎকর্ষ

v) যে সব শব্দকে একই অর্থে ব্যবহার করা চলে, তাদের সমার্থক বা প্রতিশব্দ বলে।
একটা করে দিলাম -- অন্যগুলি আপনাকে করতে হবে।

অবচীন ----- নবীন, অপ্রাচীন, পশ্চাদ্বর্তী
নিষিদ্ধ -----
সনাতন ----
তিমির -----
নিধি ---------

vi) দুটি শব্দের উচ্চারণ একই রকম হলে, তাকে সমোচ্চারিত বা প্রায়-সমোচ্চারিত শব্দ বলি।
প্রথমটি করা হয়েছে, বাকিগুলি আপনি করুন ----

ধ্যান --- গভীর চিন্তা
ধান --- শস্য বিশেষ

উপনীত —
উপমিত —

আরব্ধ —
আরাধ্য —

পরিমিত —
পরিচিত —

আদব –
আদাব —

vii) উদ্ধৃত অংশটি চলিত ভাষা থেকে সাধুভাষায় রূপান্তর করুন —
'ব্রহ্মজ্ঞান থাকলে আরো কয়েকখানি গীতা উপনিষদ্ লেখা হত। রাশি রাশি টীকাভাষ্য নয়। আরো কয়েকটি দর্শনের উৎপত্তি হত, রাশি রাশি ভক্তি গ্রন্থের বা পুরাণের নয়। ভক্তিও মহামূল্য নিধি, ভক্তিকে খাটো করা উচিত নয়,তবু একথাও মানতে হবে যে জ্ঞান-বিজ্ঞান তথা মৌলিক সৃষ্টির দিক থেকে সংস্কৃত সাহিত্য দীর্ঘ কাল ধরে পায়চারি করতে থাকে।

23.7 সমগ্র বিষয়ভিত্তিক মন্তব্য

ভা রতীয় সংস্কৃতির ধারা অনুসরণ করলে দেখা যাবে বিভিন্নকালে নানা রূপান্তরের মধ্য দিয়ে তার অগ্রগতি ঘটেছে। ভারত সংস্কৃতি মিশ্র সংস্কৃতি। আর্যপূর্ব, আর্য মধ্যপ্রাচীয় এবং পাশ্চাত্য ভাবধারার সংমিশ্রণে আমাদের জাতীয় সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে। কোনো একটি বিশেষ ধারা বা উপাদানকে অতিরিক্ত গুরুত্ব দেওয়া উচিত হবে না।
সংস্কৃতি নিত্য প্রবহমান, যার অবসান ঘটে না। যখনই তার প্রবাহ স্তিমিত হয় তখনই নব ভাবপ্রেরণা তাকে নতুন পথে চালিত করে।

23.8 রচনাবৈশিষ্ট্য

অন্নদাশঙ্করের রচনাশৈলী সম্পর্কে একটা বিষয় আপনাদের জানার দরকার আছে মনে হচ্ছে। আপনারা প্রমথ চৌধুরির নাম শুনে থাকবেন। অন্নদাশঙ্কর প্রমথ চৌধুরি-সম্পাদিত 'সবুজপত্র' পত্রিকায় না লিখলেও তাঁকে প্রমথ চৌধুরির 'ভাবশিষ্য' বলা যায়। তরুণ বয়স থেকে তাঁর রচনায় বিদ্রোহী মনের পরিচয় মেলে। প্রচলিত সংস্কারকে ভেঙে বুদ্ধিদীপ্ত নিজস্ব রচনাভঙ্গি তিনি গড়ে তোলেন।

'ভারতীয় সংস্কৃতির ধারা' অন্নদাশঙ্করের পরিণত বয়সের রচনা। কিন্তু সেখানেও তাঁর প্রথাবিমুখ, যুক্তিবাদী চরিত্রের প্রকাশ ঘটেছে। ভারতীয় সংস্কৃতি সম্বন্ধে কিছু ভ্রান্ত ধারণার তিনি প্রতিবাদ করেছেন এ প্রবন্ধে।প্রবন্ধটি তথ্যনির্ভর হওয়া সত্ত্বেও সাহিত্যরস বঞ্চিত নয়। ভাষার মধ্যে যেমন সংহতি আছে, তেমনি কোথাও কোথাও দৃষ্টান্ত ব্যবহারে এক ধরনের অন্তরঙ্গতা সৃষ্টি হয়েছে। সাধারণভাবে ভাষা সরল এবং বাক্যগঠনে চমৎকারিত্বের প্রয়াস নেই। তাঁর প্রবন্ধে দেখা যায় কথোপকথনের ভঙ্গি। দেশি - বিদেশি

শব্দ অনায়াসে তাঁর লেখনীতে স্থান পায়। শব্দব্যবহারে নৈপুণ্য লক্ষ করার মত। যেমন - 'অল্পের সঙ্গে অল্প মিলে কতটুকু মিলন ঘটাতে পারে! অজ্ঞতার সঙ্গে অজ্ঞতা মিলে তার চেয়ে বহুগুণ অমিল ঘটিয়েছে।' এত অল্প কথায় অনেকখানি ভাবকে প্রকাশ করার ক্ষমতা সমকালে খুব কম প্রবন্ধকারের রচনায় দেখা যায়। বাক্যগুলি আকারে অনেক সময় খুবই ছোট, এমনকি অসম্পূর্ণ মনে হতে পারে। যেমন 'ভারতে ঠিক এই জিনিসটির অভাব ছিল। চীন জাপানেও। 'অথবা 'মুসলিম শাসন এ দিক থেকে বৈপ্লবিক। ব্রিটিশ শাসনও।' অন্নদাশঙ্কর গদ্য লিখতেন তাঁর নিজের মতো ভঙ্গিতে।

23.9 আপনি যা যা শিখলেন

i) আর্য ও আর্যোত্তর সংস্কৃতির পার্থক্য করতে
ii) ভারতের মধ্যযুগীয় সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্যগুলি চিহ্নিত করতে
iii) ভারতের সংস্কৃতির উপর তুর্ক ও মুঘল শাসনের প্রভাব সম্পর্কে ধারণা করতে
iv) বিভিন্ন সংস্কৃতির মিলনের ফল বিশ্লেষণ করতে
v) হিন্দু-মুসলমান সংস্কৃতির সাদৃশ্য পার্থক্য চিহ্নিত করতে
vi) ভারতের সংস্কৃতির প্রধান ছটি যুগকে নির্দেশিত করতে
vii) পাশ্চাত্য ভাবপ্রেরণা ভারত সংস্কৃতির যে রূপান্তর ঘটিয়েছে সে সম্বন্ধে ধারণা করতে
viii) নতুন শেখা শব্দগুলি বাক্যে ব্যবহার করতে
ix) সূত্র অবলম্বনে স্বাধীন অনুচ্ছেদ রচনা করতে।

23.10 সমগ্র পাঠভিত্তিক প্রশ্ন

i) আমাদের দেশে 'রেনেসাঁস ও এনলাইটেনমেন্ট' কীভাবে হয়েছিল?
ii) ভারতীয় সংস্কৃতিকে মিশ্র সংস্কৃতি - কেন বলা হয়েছে সে সম্বন্ধে আলোচনা করুন।
iii) আমাদের পাঁচ হাজার বছরের সংস্কৃতির ছয়টি যুগ কী কী? যুগগুলির সম্পর্কে লিখুন।

23.11 লেখক পরিচিতি

প্রবন্ধটি পড়লেন। এখন লেখক সম্পর্কে এবার একটু জেনে নিন —
১৯০৪ সালের ১৫ মার্চ ওড়িশার ঢেঙ্কানলে প্রাচীন এক শাক্ত পরিবারে অন্নদাশঙ্কর রায়ের জন্ম। বাবা নিমাইচরণ, মা হেমনলিনী। স্ত্রী আমেরিকাবাসিনী অ্যালিস্-ভার্জিনিয়া অর্নডর্ফ। পরে তিনি লীলা রায় নামেই আমাদের কাছে পরিচিত। প্রসঙ্গত আপনাদের জানাই, অন্নদাশঙ্কর একসময় যে ছদ্মনামে নানা রচনা লিখতেন, তা হল লীলাময় রায়। ঠাকুরদা শ্রীনাথ রায়ের আমলে বাড়িতে দুর্গাপুজোয় দুর্গা নন, শাক্ত পরিবারটি পূজা করতো তরবারির — শক্তির প্রতীক হিসাবে। তাঁর মৃত্যুর পর নিমাইচরণ সপরিবারে বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষা নন। অন্নদাশঙ্কর তখন ছ'সাত বছরের। বাংলা - ওড়িয়া মিশ্র সংস্কৃতিতে বেড়ে ওঠেন তিনি। ওড়িয়া সাহিত্যধারায় সবুজ গোষ্ঠীর অন্যতম প্রবর্তক হিসেবে তিনি স্মরণীয় হয়ে আছেন।

কটক ও পাটনা কলেজে পড়াশুনার পর বিলেতে যান আই.সি.এস. প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়ার জন্য। বিলেত থেকে ফেরার পর তিনি প্রশাসক ও বিচারক হিসাবে অনেক উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। দীর্ঘ ২১ বছর সরকারি কাজ করে ১৯৫১ সালে অবসর গ্রহণ করলেন। তখন থেকে শান্তিনিকেতনে বসবাস করার সিদ্ধান্ত নিলেন। বলা বাহুল্য কলকাতাতেও তিনি থাকতেন এবং এখানেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

১৯২৭ - ২৯ সালে ইউরোপে অবস্থান। সেই সময়ই তিনি কল্লোল, কালিকলম, বিচিত্রা পত্রিকায় নিয়মিত লেখালেখি শুরু করেন। উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় সম্পাদিত 'বিচিত্রা' পত্রিকায় 'রক্তকরবীর তিন জন' প্রবন্ধটি প্রথম প্রকাশিত হয়। তাঁর 'পথে প্রবাসে' এবং 'সত্যাসত্য' কালজয়ী সাহিত্য বলে বিবেচিত হয়েছে। তাঁর ছোটগল্প, উপন্যাস, কবিতা, ভ্রমণকাহিনী, ছড়া আকর্ষণীয় হলেও মুখ্যত তিনি প্রবন্ধকার হিসেবেই স্মরণীয় হয়ে আছেন। অত্যন্ত অল্প বয়স থেকে জীবনের প্রায় শেষ দিনগুলিতে পৌঁছেও প্রবন্ধ রচনায় ক্লান্তি আসেনি। তাঁর বিষয়বৈচিত্র্য যেমন অসামান্য, তেমনি ভাবগভীরতাও অনন্য। দেশকাল সম্বন্ধে তাঁর সচেতনার পরিচয় মেলে এ সব প্রবন্ধে। এজন্যই তাঁকে বলা হয় 'শতাব্দীর অতন্দ্র প্রহরী'।

তাঁর বিশেষ কিছু রচনার নাম এবার জেনে নিন ----

প্রবন্ধ -- তারুণ্য, আমরা, জীবনশিল্পী।

উপন্যাস -- সত্যাসত্য, রত্ন ও শ্রীমতী, ক্রান্তদর্শী।

কাব্য -- রাখী, নূতনা রাধা।

ছড়া -- উড়কি ধানের মুড়কি, রাঙা ধানের খই, ডালিম গাছে মৌ, আতা গাছে তোতা।

অন্নদাশঙ্কর দীর্ঘজীবী ছিলেন। কিন্তু কখনও তাঁর লেখনী স্তব্ধ হয়নি। মননের চর্চায়, তারুণ্যের বন্দনায়, দেশকালের সঙ্গে যোগে শতায়ু লেখক ছিলেন আমাদের একান্ত কাছের। এই প্রাবন্ধিক কবি আমাদের ছেড়ে চিরতরে চলে যান ২০০২ সালের ২৮শে অক্টোবর। মনে পড়ে তাঁরই লেখা কবিতা ---

'আমি চলে গেলেও তো থাকিবে সংসার
পাখিরা গাহিবে গান আজিকার মতো
ফুল ফোটা, ফুল ঝরা নিত্য লীলা যত
সবি রবে অনাহত প্রকৃতি মাতার
শুধু আমি যাব চলে..।'

চিরতরুণ অন্নদাশঙ্কর ভবিষ্যতের তরুণদের উদ্দেশ্যে জানান ---

'হে তরুণ, হে তরুণী, তোমরা যখন
এ পথের এইখানে ফেলিবে চরণ
পূর্বগামী পথিকেরে স্মরো ক্ষণতরে।
এই ঝরা ফুলে তার রেখে গেছে স্মৃতি
পথের বাতাসে তার মিশে আছে গীতি।'

23.12 সমধর্মী রচনা

অন্নদাশঙ্কর রায়ের 'ভারতীয় সংস্কৃতির ধারা'-র ভাবের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কিছু রচনাংশের ভাব মিলে যায়। যেমন ধরুন ---- প্রবন্ধটির তৃতীয় অনুচ্ছেদের সঙ্গে এই পংক্তিগুলির ভাব মেলে। -------

'চাষী ক্ষেতে চালাইছে হাল,
তাঁতী ব'সে তাঁত বোনে, জেলে ফেলে জাল —
বহুদূর প্রসারিত এদের বিচিত্র কর্মজাল,
তারি পরে ভর দিয়ে চলিতেছে সমস্ত সংসার, '(ঐকতান)
অথবা ' ওরা চিরকাল
টানে দাঁড়, ধরে থাকে হাল,
ওরা মাঠে মাঠে
বীজ বোনে পাকা ধান কাটে,
ওরা কাজ করে
নগরে প্রান্তরে ' (ওরা কাজ করে)

'ভারততীর্থ' কবিতাটিতেও সমধর্মী ভাব লক্ষ করা যায় —

অনুচ্ছেদ 9 - এর প্রসঙ্গে বলতে পারি এই লাইনগুলি —

'এসো হে আর্য এসো অনার্য হিন্দু মুসলমান,
এসো এসো আজ তুমি ইংরাজ এসো এসো খ্রীষ্টান।'

অনুচ্ছেদ 4— এর ভাব মিলে যায় — যখন বলি,

'এসো ব্রাহ্মণ শুচি করি মন ধর হাত সবাকার
এসো হে পতিত হোক অপনীত সব অপমানভার।'

23.13 উত্তর সংকেত

1.1 পাঠগত প্রশ্ন

1. ভারতের ইতিহাস।
2. মহেঞ্জোদড়ো ও হরপ্পার নাগরিক সভ্যতা।
3. খ্রীস্টপূর্ব বিংশ থেকে পঞ্চদশ শতাব্দী।
4. আর্যদের আগমনের পূর্বেই ভারতের নদী ও সমুদ্রকূলে ছোট বড় শহর গঞ্জ, বন্দর গড়ে উঠেছিল, গ্রাম গড়ে উঠেছিল আরো আগে।
5. দক্ষিণ ভারতের দ্রাবিড় সভ্যতা ও সংস্কৃতি।
6. লৌকিক দেবদেবীর সংখ্যা ও প্রভাব।
7. বৌদ্ধপ্রাধান্য ও জৈনপ্রাধান্য।

8.
   i) ভাববিনিময়
   ii) সভ্যতার
   iii) সভ্যতা ও সংস্কৃতি
   iv) দেড় হাজার

1.2
9. আর্য ও আর্যপূর্ব পুরোহিত ও সৈনিক বণিকদের নেতৃত্বে।
10. হিন্দু সমাজে সঙ্কীর্ণতা — নানা ধরনের নিষেধ ও নিয়মকানুন।
11. আরব্য তথা পারস্যভিত্তিক সংস্কৃতির, পরে ইংরেজিভিত্তিক সংস্কৃতির প্রয়োজন ছিল।

12.
- i) √
- ii) x
- iii) x
- iv) √
- v) x

1.3
13. রেনেসাঁস ও এনলাইটেমেন্ট
14. আমাদের দেশে রেনেসাঁস ও এনলাইটেনমেন্টের অনুজ্জ্বলতার কথা বলা হয়েছে। তার কারণ পরাধীনতা এবং পুরাতনের প্রতি আসক্তি।
15. বস্তু জ্ঞানের অভাব।
16. মক্তবে মাদ্রাসায় যেত।
17. বেদ ও কোরান ইংরেজিতে তর্জমা করে।

18.
- i) ইংরেজ
- ii) নিধি
- iii) তুর্ক মুঘল
- iv) শূদ্র
- v) মুসলিম

1.4
19.
- i) প্রাচীন হিন্দু
- ii) মধ্যযুগীয় হিন্দুস্থানী
- iii) আধুনিক ভারতীয়
- iv) আরব্ধ
- v) অজ্ঞতা

20.
- i) নবাগত
- ii) মিলন
- iii) মূর্খতা
- iv) যুদ্ধ
- v) স্পষ্ট

1.5
21. হরপ্পা, মহেঞ্জোদড়ো সিন্ধু সভ্যতার যুগ।
22. কমবেশি এক সহস্রাব্দী
23. তৃতীয় যুগে। রামায়ণ মহাভারতের পুরাকাহিনীকে শাশ্বত কাব্যে গ্রথিত করার ও বৌদ্ধধর্মকে সুদূরপ্রসারী করার যুগ।
24. আকবর শাহজাহানের, নানক কবির চৈতন্যের, চন্ডীদাস বিদ্যাপতি, মীরাবাঈ, তুলসীদাসের যুগ।
25. ষষ্ঠ যুগে, উনবিংশ তথা বিংশশতাব্দীতে হয়। এ যুগে সংস্কৃতিক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথকে শ্রেষ্ঠ প্রতিভূর স্থান দেওয়া হয়েছে।
26. নতুন সংস্কৃতির
27. √
28. √
29. √

30. i) বিস্মৃত যুগ
ii) শাশ্বত কাব্য
iii) ব্রাহ্মণ্য ধর্ম
iv) অর্বাচীন দেশ
v) শ্রেষ্ঠ প্রতিভূ

23.6. উত্তরসংকেত

i) জগৎ + নাথ
আর্য + উত্তর
মুখ + আপেক্ষিন্
সম্ + গীত

ii) বর্ণের শুদ্ধি (সম্বন্ধ তৎপুরুষ)
বৌদ্ধ ধর্মের প্রাধান্য (মধ্যপদলোপী কর্মধারয়)
খননের নিমিত্ত কাজ (চতুর্থী তৎপুরুষ)
চতুঃ পাঠীর সমাহার (দ্বিগু সমাস)

iii) উৎকৃষ্ট
অনুমিত
বাণিজ্যিক
বিবর্তন

iv) অবিমিশ্র
সবলতা
অনধিকার
অপকর্ষ

v) বাধিত, পরিহার্য, নিবারিত
শাশ্বত, চিরন্তন, নিত্য
আঁধার, তামস, অন্ধকার
পাত্র, আধার, ধন।

vi) আগত, উপস্থিত হয়েছে এমন,
তুলিত, তুলনা করা হয়েছে যা,

আরব্ধ করা হয়েছে এমন,
আরাধনার যোগ্য,

সংযত, মাপা হয়েছে এমন,
চেনা

শিষ্টাচার, ভদ্রতা,
অভিবাদন, সালাম

vii) ব্রহ্মজ্ঞান থাকিলে আরও কয়েকখানি গীতা উপনিষদ লিখিত হইত; প্রভূত পরিমাণে টীকাভাষ্য নহে, আরও কতিপয় দর্শনের উৎপত্তি হইত, প্রভূত পরিমাণে ভক্তিগ্রন্থের বা পুরাণের নহে। ভক্তিও মহামূল্য নিধি, ভক্তিকে তুচ্ছ জ্ঞান করা উচিত নহে, তথাপি এ কথাও মানিতে হইবে যে জ্ঞান-বিজ্ঞান তথা মৌলিক সৃষ্টির দিক হইতে সংস্কৃত সাহিত্য দীর্ঘকাল ধরিয়া পদচারণা করিতে থাকে।

24

দাঁড়াও

শক্তি চট্টোপাধ্যায়

24.1 ভূমিকা

উৎস নির্দেশ, মূল বক্তব্য

আধুনিক বাংলা সাহিত্যে শক্তি চট্টোপাধ্যায় একটি বিশিষ্ট নাম। তাঁর লেখা 'দাঁড়াও'কবিতাটি 'মানুষ বড়ো কাঁদছে' নামের কবিতাটির বই থেকে নেওয়া হয়েছে। বইটি প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৭৮ সালে আগস্টমাসে।

পৃথিবীতে মানুষ অন্য সব জীবের থেকে অলাদা কেন বলুন তো? মানুষের বোধ-বুদ্ধি আছে, যুক্তি -বিচার আছে। সব চেয়ে বড় কথা, নিজেকে, নিজের ভাবনাকে স্পষ্ট করে প্রকাশ করবার জন্য উপযুক্ত ভাষা আছে। আর এই কারণেই মানুষ মানুষের সঙ্গে মিলে মিশে সুস্থভাবে বেঁচে থাকবার কথা ভাবতে পারে, মানুষের ভালোর জন্য ভাবতে পারে, ভালো কিছু করতে পারে। কেউ যদি মানুষের সামান্যতম কষ্টেও তার সহমর্মী এবং দুঃখের সাথি হতে পারে, সেটাকেই তো তার জীবনের সেবার কাজ বলতে পারি। শক্তি চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'দাঁড়াও' কবিতাটির মধ্যে দিয়ে সকল মানুষের কাছে আবেদন জানিয়েছেন---- আমরা যেন অসহায় মানুষের প্রতি সহমর্মী হই, দরদি হই।

24.2 উদ্দেশ্য

কবিতাটি মন দিয়ে পড়লে নীচের বিষয়গুলো আপনার কাছে স্পষ্ট হবে।

- মানুষকে ভালোবাসাই মানুষের জীবনের সব থেকে বড় কাজ।
- হাত, পা, চোখ, কান, নাক, মুখ থাকলেই তাকে প্রকৃত মানুষ বলা যায় না, মানুষ হতে হলে মানবিক অনুভূতি থাকা চাই।
- মানুষকে মানুষই কষ্টদেয়, আবার মানুষের কষ্টে ভালোবাসা ও সাহায্যের হাত বাড়ায় মানুষই।
- কবিতা জীবনের কথা বলে, জীবনের বাইরে কিছু নয়।
- মানুষের প্রতিদিনের সাধারণ কথাই আমাদের গভীর অনুভবের কথা হয়ে উঠতে পারে।
- গভীর অনুভবের এই কথাগুলোই আবার অতি সাধারণ কথার মধ্যে দিয়ে কবিতা হয়ে ওঠে।

24.3 মূল পাঠ ও শব্দার্থ

1\. মানুষ বড়ো কাঁদছে, তুমি মানুষ হয়ে পাশে দাঁড়াও
মানুষই ফাঁদ পাতছে, তুমি পাখির মতো পাশে দাঁড়াও
মানুষ বড়ো একলা, তুমি তাহার পাশে এসে দাঁড়াও।

2\. তোমাকে সেই সকাল থেকে তোমার মতো মনে পড়ছে
সন্ধে হলে মনে পড়ছে, রাতের বেলা মনে পড়ছে

1\. **বড়ো** - বিরাট, বিশাল। এখানে অর্থ, খুব।
ফাঁদ - জাল, চক্রান্ত।
একলা - একা, নিঃসঙ্গ।
2\. **সন্ধে** - সাঁঝ, সন্ধ্যা শব্দের কথ্য রূপ।
রাত - রাত্রি শব্দের কথ্য রূপ।
বেলা - সময়, কাল।

3. এসে দাঁড়াও ভেসে দাঁড়াও এবং ভালবেসে দাঁড়াও
মানুষ বড়ো কাঁদছে, তুমি মানুষ হয়ে পাশে দাঁড়াও
মানুষ বড়ো একলা, তুমি তাহার পাশে এসে দাঁড়াও।

3. ভেসে - জলের ওপর বা বাতাসে অবস্থান করে, প্লাবিত হয়ে। এখানে অর্থ গভীরভাবে মিশে, ভালোবাসায় সহানুভূতিতে আপ্লুত হয়ে।

24.4 প্রাথমিক বোধবিচার

- মানুষ কেমনভাবে জীবন কাটাচ্ছে ?
- মানুষের কষ্টের জন্য কে দায়ী ?
- মানুষের কষ্টের সময় কবির কার কথা মনে পড়ছে ?
- দুঃখী মানুষগুলোর জন্য মানুষের কী করা উচিত বলে কবি মনে করেন ?

24.5 আলোচনা

24.5.1 এবারে কবিতাটি প্রথম স্তবক ভালো করে পড়ুন।

1. মানুষ বড়ো কাঁদছে, তুমি মানুষ হয়ে পাশে দাঁড়াও
মানুষই ফাঁদ পাতছে, তুমি পাখির মতো পাশে দাঁড়াও
মানুষ বড়ো একলা, তুমি তাহার পাশে এসে দাঁড়াও।

গদ্যরূপ

মানুষ বড়ো কাঁদছে। তুমি মানুষ হয়ে তার পাশে দাঁড়াও। মানুষই ফাঁদ পাতছে। তুমি পাখির মতো পাশে দাঁড়াও। মানুষ বড়ো একা। তুমি তার পাশে এসে দাঁড়াও।

কবি বুঝতে পারছেন, একদল মানুষ পৃথিবীতে খুব কষ্টে বেঁচে আছে। এক শ্রেণীর মানুষই তাদের কষ্ট দিচ্ছে। মানুষের কষ্টে মানুষ যাতে দরদি হয়ে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়, সেইজন্য কবি মানুষের কাছে আন্তরিক আবেদন জানাচ্ছেন।

সমাজে আপনারা কত রকমের মানুষই তো দেখেছেন। এর মধ্যে একদল লোক সুখ ভোগ করে যাচ্ছে। আর একদল লোক কষ্টই ভোগ করে যাচ্ছে। কত রকম ভাবেই না তারা কষ্ট পাচ্ছে।

কখনও জাতপাতের কারণে, কখনও ধর্মের নামে, কখনও বর্ণের জন্যে, কখনও টাকা-পয়সার অভাবে। আরও লক্ষ করেছেন নিশ্চয়ই,মানুষই মানুষকে শোষণ করে। কবির মনে হচ্ছে, প্রকৃত মানুষের মত মানুষ হয়ে দুঃখী মানুষের পাশে দাঁড়ানো প্রয়োজন প্রত্যেক বিবেকবান মানুষের। মানুষের প্রতি সমবেদনা অনুভব করে তার কষ্টের সাথি হওয়া প্রয়োজন। মা-পাখি যেমন করে তার স্নেহ মায়া মমতা দিয়ে তার ডানায় সন্তানকে আগলে রাখে, সমস্ত বিপদ থেকে রক্ষা করে, ঠিক তেমনি করেই প্রত্যেক মানুষের দুঃখী মানুষের পাশে এসে দাঁড়ানো প্রয়োজন, সাহায্যের হাত বাড়ানো প্রয়োজন। দুঃখী মানুষ নিজেকে বড় অসহায় মনে করে, নিঃসঙ্গ বোধ করে। এই অসহায়তা এবং নিঃসঙ্গতার সময়ে দরদি মানুষকে সঙ্গে পেলে মানুষ মনে খুবই বল পায়। প্রতিকূলতার সঙ্গে লড়াই করবার সাহস পায়। তাই কবি সব মানুষের কাছে অবেদন জানাচ্ছেন— তোমরা সমব্যথী হয়ে দুঃখী মানুষের পাশে এসে দাঁড়াও।

- কবিতাটির এই প্রথম স্তবকে মানুষের প্রতি কবির গভীর ভালোবাসা প্রকাশ পেয়েছে।
- এক শ্রেণীর মানুষের মধ্যেই যে অমানুষ লুকিয়ে আছে,সেটাকে স্পষ্ট করে দিয়েছেন।
- সহানুভূতিশীল মানুষই ব্যথিত মানুষের সুস্থভাবে বেঁচে থাকবার লড়াইয়ে প্রধান সহায় হতে পারে- এই গভীর বিশ্বাসের কথা জানিয়েছেন।

-1.1

1. **নীচের প্রশ্নগুলোর সঙ্গে একাধিক উত্তর দেওয়া আছে। যেটি ঠিক তার পাশে ঠিক (✓) চিহ্ন দিন।**

ক) 'মানুষ বড়ো কাঁদছে' - এখানে 'মানুষ' বলতে কোন্ ধরনের মানুষের কথা বোঝানো : হয়েছে ?

(i) গরিব ও শোষিত মানুষ, (ii) ধনী, (iii) শিক্ষিত, (iv) অসুস্থ।

খ) 'তুমি মানুষ হয়ে পাশে দাঁড়াও' — এখানে 'মানুষ' শব্দটি কী অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে?

(i) সহৃদয়, (ii) সাহসী, (iii) ধনী, (iv) গরিব।

গ) 'মানুষই ফাঁদ পাতছে' – এখানে 'মানুষ' শব্দটি কোন্ ধরনের মানুষের কথা বোঝাতে ব্যবহার করা হয়েছে ?

(i) আত্মকেন্দ্রিক, (ii) অশিক্ষিত, (iii) শিক্ষিত, (iv) চক্রান্তকারী।

ঘ) 'মানুষ বড়ো একলা '— এখানে কবি 'মানুষ' বলতে কোন্ ধরনের মানুষের কথা বুঝিয়েছেন ?

(i) সঙ্গীহীন, (ii) অসহায়, (iii) নিঃস্ব, (iv) বিছিন্ন ।

2. **নীচের পঙক্তি থেকে ' চক্রান্তের জাল ' বোঝায় এমন শব্দটি খুঁজে বার করে লিখুন।**

' মানুষই ফাঁদ পাতছে, তুমি পাখির মতো পাশে দাঁড়াও '।

24.5.2 এবারে কবিতাটির দ্বিতীয় স্তবক ভালো করে পড়ুন।

2. তোমাকে সেই সকাল থেকে তোমার মতো মনে পড়ছে
সন্ধে হলে মনে পড়ছে, রাতের বেলা মনে পড়ছে
মানুষ বড়ো একলা, তুমি তাহার পাশে এসে দাঁড়াও।

গদ্যরূপ

সেই সকাল থেকে তোমার কথা মনে পড়ছে। তোমার যেমন করে মনে পড়ে আমারও তেমনই করেই মনে পড়ছে। সন্ধে হলে মনে পড়ছে। রাতের বেলায় মনে পড়ছে। মানুষ বড়ো একা। তুমি তার পাশে এসে দাঁড়াও।

কবি মানুষকে ভালোবাসেন। গভীর ভাবেই ভালোবাসেন। তিনি বিশ্বাস করেন, মানুষও তাঁকে ভালোবাসে। তাই প্রিয়জনের কথা সব সময়ই তাঁর মনে পড়ে। আর ভালোবাসার অধিকারেই আপন জনের কাছে দাবি জানান --- দুঃখী মানুষের দুঃখে, নিঃসঙ্গতায় সে যেন পাশে এসে দাঁড়ায়। কবিতায় কথাগুলো পড়তে পড়তে নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন যে, কথাগুলো খুব আন্তরিকভাবে বলছেন কবি। ভাষাও খুব সহজ সরল। কবিতা লেখার জন্য সাজানো কথা নয়। কবি সকল মানুষের কাছেই তাঁর অন্তরের কথা পৌঁছে দিতে চাইছেন। তিনি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করেন, মানুষ তাঁকে ভলোবাসে তাদের নিজের নিজের মত করে। সেই ভালবাসা তিনি অনুভবও করেন গভীরভাবে। সকাল সন্ধে রাত --- সব সময়ই তিনি তা অনুভব করেন। 'সকাল' 'সন্ধে' 'রাত' শব্দগুলোর মধ্যে দিয়ে কবি কেমন সুন্দর করে সর্বক্ষণের কথাটা বুঝিয়ে দিয়েছেন, লক্ষ করুন এই ভালোবাসার অনুভব থেকেই কবি মানুষের কাছে তাঁর ভালোবাসার দাবি জানাচ্ছেন। মানুষ যখন কষ্ট পায়, তখন বড়ই নিঃসঙ্গ বোধ করে, নিজেকে অসহায় বোধ করে। কবি আবার মানুষের কাছে আবেদন জানাচ্ছেন ------- তোমরা দুঃখী মানুষের নিঃসঙ্গতার অনুভবের সময়ে তাদের পাশে এসে দাঁড়াও।

- প্রত্যেকটি মানুষের মনের একটা ভালো দিক আছে, সেকথা মনে রেখেই কবি মানুষের কাছে সেই গভীর বিশ্বাসের কথা প্রকাশ করেছেন।
- মানুষ একরকম ছাঁচে ঢালা নয়। প্রত্যেকটি মানুষ তার নিজের মতো করে অসহায় মানুষের পাশে এসে দাঁড়াতে পারে।

সহানুভূতিশীল মানুষই দুঃখী মানুষের বাঁচবার লড়াইয়ে ভরসা হতে পারে --- এই গভীর বিশ্বাসের কথা প্রকাশ কর তে গিয়ে প্রথম স্তবকের শেষ পঙ্‌ক্তিটি হুবহু আবার ব্যবহার করেছেন গানের 'ধ্রুবপদ' বা 'ধুয়া'র মতো করে।

পাঠগত প্রশ্ন-1.2

3. **নীচের প্রশ্নটির সঙ্গে একাধিক উত্তর দেওয়া আছে।**
যেটি ঠিক তার পাশে ঠিক (✓) চিহ্ন দিন।

'তোমাকে সেই সকাল থেকে তোমার মত মনে পড়ছে
সন্ধে হলে মনে পড়ছে, রাতের বেলা মনে পড়ছে'
--- এখানে 'সকাল', 'সন্ধে' এবং 'রাতের বেলা' বলতে কী বোঝানো হয়েছে ?

(i) সকাল, সন্ধ্যা ও রাত্রি --- এই সময়
(ii) দিনের শুরু, দিনের শেষ, এবং সমস্ত রাত্রি
(iii) সমস্ত দিন
(iv) সর্বক্ষণ

4. **নীচের পঙক্তিটির মধ্যে এমন একটি শব্দ আছে, যার মানে হতে পারে 'সময়' আবার আর একটি অর্থ হতে পারে 'সমুদ্র সৈকত'। শব্দটি খুঁজে বার করুন, এবং এই পঙক্তিতে কোন্ মানেটি ঠিক লিখুন।**

'রাতের বেলা মনে পড়ছে'

24.5.3 এবারে কবিতাটির তৃতীয় স্তবকটি ভালো করে পড়ুন। আর এইটি শেষ স্তবকহওয়ায় এই স্তবকের মধ্যে দিয়ে কবির ভাবনা ভালোভাবে বোঝবার চেষ্টা করুন।

3. এসে দাঁড়াও ভেসে দাঁড়াও এবং ভালবেসে দাঁড়াও
মানুষ বড়ো কাঁদছে, তু মি মানুষ হয়ে পাশে দাঁড়াও
মানুষ বড়ো একলা, তুমি তাহার পাশে এসে দাঁড়াও।

গদ্যরূপ

মানুষের পাশে এসে দাঁড়াও, মানুষের কষ্টের অনুভবের সঙ্গে ভেসে দাঁড়াও, ভালোবেসে পাশে দাঁড়াও। মানুষ বড়ো কাঁদছে। তুমি মানুষ হয়ে পাশে দাঁড়াও। মানুষ বড়ো একা। তুমি তার পাশে এসে দাঁড়াও।

কবিতাটির শেষ স্তবকে এসে কত সহজভাবে কবি তাঁর ভাবনা স্পষ্ট করে তুলেছেন, লক্ষ করুন। আরও লক্ষ করুন,এই স্তবকে প্রথম পঙ্‌ক্তিটি কবিতাটির প্রথম পঙ্‌ক্তিটির পুনরাবৃত্তি, আর তৃতীয় পঙক্তিটি প্রথম ও দ্বিতীয় স্তবকের তৃতীয় পঙ্‌ক্তির পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে অকারণে নয়, সেটা প্রথম থেকে কবিতাটি আবার পড়লে বুঝতে পারবেন। আগের স্তবকে যে কথাগুলো ব্যবহার করা হয়েছে, সেই কথাগুলোকে আরও গভীর অর্থবহ করবার জন্যেই এই পুনরাবৃত্তি। কবি দুঃখী মানুষের পাশে এসে দাঁড়ানোর জন্য মানুষের কাছে তাঁর আন্তরিক আহ্বান জানাচ্ছেন, কিন্তু এসে দাঁড়ানো যেন নিছক কর্তব্যবোধেই না হয়। 'ভেসে দাঁড়াও' কথাগুলোর মধ্যে দিয়ে তিনি দুঃখী মানুষের সঙ্গে একাত্ম হওয়ার ব্যাপারটাকেও বোঝাতে চেয়েছেন। আপনারা জেনেছেন 'ভেসে থাকা'র যেমন এক রকম অর্থ হয় 'জলের ওপর বা বাতাসে ভেসে থাকা', এর আর একটা অর্থ হয় 'প্লাবিত হওয়া' বা 'একাকার হওয়া'। এখানে কবি দুঃখী মানুষের দুঃখের অনুভবের সঙ্গে নিজের দুঃখকে একাকার করে দেখবার ভাবনাটা প্রকাশ করতে চেয়েছেন। আরও বোঝাতে চেয়েছেন দুঃখী মানুষকে ভালোবেসেই তার সাহায্যে এগিয়ে আসা চাই। আর তাহলেই মানুষের কষ্টে তার পাশে এসে দাঁড়ানোর সার্থকতা থাকবে। কবি মানুষের জন্য মানুষকে সমব্যথী হবার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একথাও মনে করিয়ে দিয়েছেন, সেটা যেন আন্তরিক হয়, ভালোবাসার অনুভব নিয়ে হয়। তাহলেই মানুষের অসহায়তায়, একাকিত্বে তার পাশে বিরাট অবলম্বন হিসেবে দাঁড়ানো সার্থক হবে।

পাঠগত প্রশ্ন -1.3

'এসে দাঁড়াও ভেসে দাঁড়াও এবং ভালবেসে দাঁড়াও'

5. **উপরের পঙক্তিতে দুঃখী মানুষের দুঃখ কষ্টে একাত্ম হওয়ার ভাবনাটা কোন্ শব্দের মধ্যে দিয়ে বোঝানো হয়েছে ? যেটি সবচেয়ে উপযুক্ত তার পাশে ঠিক (✓) চিহ্ন দিন।**

(i) এসে দাঁড়াও (ii) ভেসে দাঁড়াও (iii) ভালবেসে দাঁড়াও (iv) হঠাৎ এসে দাঁড়াও।

6. 'মানুষ বড়ো কাঁদছে, তুমি মানুষ হয়ে পাশে দাঁড়াও' —এই কথাগুলো কবিতাটিতে প্রথমে কোন্ স্তবকের কোন্ পঙ্ক্তি হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে ? যেটি ঠিক তার পাশে ঠিক (✓) চিহ্ন দিন।

(i) প্রথম স্তবকের প্রথম পঙ্ক্তি
(ii) প্রথম স্তবকের তৃতীয় পঙ্ক্তি
(iii) দ্বিতীয় স্তবকের প্রথম পঙ্ক্তি
(iv) দ্বিতীয় স্তবকের তৃতীয় পঙ্ক্তি।

7. 'মানুষ বড়ো একলা, তুমি তাহার পাশে এসে দাঁড়াও' — এই কথাগুলো কবিতাটির কোন্ স্তবকের কোন্ পঙ্ক্তি হিসাবে প্রথমে ব্যবহার করা হয়েছে? যেটি ঠিক তার পাশে ঠিক (✓) চিহ্ন দিন।

i) প্রথম স্তবকের দ্বিতীয় পঙ্ক্তি
ii) প্রথম স্তবকের তৃতীয় পঙ্ক্তি
iii) দ্বিতীয় স্তবকের প্রথম পঙ্ক্তি
iv) তৃতীয় স্তবকের দ্বিতীয় পঙ্ক্তি।

24.6 (ক) ব্যাকরণ ও ভাষারীতি

1. সমার্থক শব্দ

আপনারা কম বয়সীদের উদ্দেশ্যে বড়দের নিশ্চয়ই বলতে শুনেছেন 'তোমার মঙ্গল হোক', আবার অনেকেই বলেন 'তোমার ভালো হোক'। কথাগুলোর মানে তো একই। এই যে 'মঙ্গল' এবং 'ভালো' দুটো আলাদা শব্দ, কিন্তু একই মানে বোঝায়, একেই **সমার্থক শব্দ** বলে। নীচে তিনটি ঘর করা আছে। প্রথম ঘরে শব্দ, দ্বিতীয় ঘরে সমার্থক শব্দ এলোমেলো করে দেওয়া আছে। তৃতীয় ঘরে ফাঁকা জায়গায় মূল শব্দগুলোর সমার্থক শব্দ ঠিক জায়গায় লিখুন।

ফাঁদ	একা, নিঃসঙ্গ	----------------
পাখি	জাল, চক্রান্ত	----------------
একলা	পক্ষী, বিহঙ্গ	----------------
সকাল	কাল, সময়	----------------
সন্ধে	রাত্রি, নিশীথ	----------------
রাত	প্রভাত, প্রাতঃকাল	----------------
বেলা	সাঁঝ, সন্ধ্যা	----------------

2. বিপরীতার্থক শব্দ

আপনারা অনেক সময়ই কথা বলতে গিয়ে বলেন 'আমি এর ভালো-মন্দ জানি না'। বা কখনও বলেন 'কাজটা করেছি, ভুল-ঠিক বলতে পারব না'- এই যে 'ভালো-মন্দ' বা 'ভুল - ঠিক' - আপনি বললেন, এরই মধ্যে বিপরীত ধারণার ভাবনা শব্দের মধ্যে দিয়ে প্রকাশ করে

ফেললেন।'ভালো'শব্দটি 'মন্দ' শব্দের ঠিক উলটো মানে বোঝায়, আবার 'ভুল' শব্দ টি'ঠিক' শব্দের ঠিক উলটো মানে বোঝায়। একেই বলে **বিপরীতার্থক শব্দ**। নীচে অনেকগুলো বিপরীতার্থক শব্দ একসঙ্গে দেওয়া হল। ছকের শব্দের পাশে পাশে উপযুক্ত বিপরীতার্থক শব্দ লিখুন।

ছোটো, হাসছে, অমানুষ, সকাল, বিকেল, সমবেত, দিন, গিয়ে, ঘৃণা করে, ডুবে

মানুষ	....
বড়ো	....
কাঁদছে	....
একলা	....
সকাল	....
সন্ধে	....
রাত	....
এসে	....
ভেসে	....
ভালবেসে	....

3. প্রায় সমোচ্চারিত শব্দ

মনে করুন আপনাকে কেউ বলল 'এই উৎসবের দিনে তুমি দীন-দুঃখী মানুষটার একটু উপকার করলে না?' লক্ষ করুন একই বাক্যে একবার বলা হচ্ছে 'দিন' আর একবার বলা হচ্ছে 'দীন'। দুটো শব্দেরই উচ্চারণ এক, অথচ মানে আলাদা। এ রকমই যখন দুটো শব্দ কানে একই রকম বা প্রায় এক রকম লাগে তখন তাদের **প্রায় সমোচ্চারিত ভিন্নার্থক শব্দ** বলে। আপনাদের পড়া 'দাঁড়াও' কবিতা থেকে কয়েকটি শব্দ নিয়ে আলাদা অর্থ বোঝায় এমন কয়েকটি সমোচ্চারিত শব্দ ও তাদের অর্থ এলোমেলোভাবে দেওয়া হল। সঠিক জায়গায় ঠিক অর্থটি বসান।

মতো	------	সময়
মত	------	সমুদ্রতট
মন	------	সদৃশ
মণ	------	বিশ্বাস
বেলা	------	নির্দিষ্ট পরিমাণ ওজন
বেলা	------	হৃদয়

4. শব্দান্তর

খেলা হচ্ছে। এমন সময় আপনি শুনতে পেলেন একজন বলছে **'কী খেলাই না খেললে** খেলোয়াড়টা'। একটু ভাবলেই বুঝতে পারবেন 'খেলা' কথাটা ই একটু বদলে গিয়ে 'খেলোয়াড়' হয়েছে। 'খেলা' শব্দটার মধ্য দিয়ে একটা কাজের নাম বোঝাচ্ছিল আর 'খেলোয়াড়' শব্দটা দিয়ে বোঝাল 'যে খেলা করে'অর্থাৎ একটা লোকের বৈশিষ্ট্য। শব্দের এই যে রূপ পরিবর্তন তাকেই **শব্দান্তর** বলে। নীচে কয়েকটি শব্দ দেওয়া হল। তার মধ্যে কয়েকটির শব্দান্তর করে দেওয়া হল, আর কয়েকটি পরে লিখে দেওয়া হল। সঠিক জায়গায় নিয়ে বসান।

নামশব্দ	বৈশিষ্ট্য বাচক বা বিশেষণ শব্দ
মানুষ	মানুষি
---------	একলা
সন্ধে	সান্ধ্য
----------	বড়ো
----------	ভালো

বড়োত্ব, ভালোত্ব, এক

(খ) ভাষারীতি

আপনারা দেখবেন, পদ্য বা ছন্দে লেখা কবিতার ক্ষেত্রে সাধারণত গদ্য ভাষার গঠনরীতি মানা হয় না। যেমন ধরুন, গদ্যে কর্তা কর্ম ক্রিয়া ---- সাধারণত এই ভাবে শব্দ সাজিয়ে বাক্য গঠন করা হয়, কবিতা বা পদ্যের ক্ষেত্রে সেটা মানবার কোন বাধ্যবাধকতা নেই। কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'দাঁড়াও' নামের কবিতাটি ছন্দে লিখেছেন। কিন্তু ব্যবহার করেছেন একেবারে কথা বলবার গদ্য। ক্রিয়াবাচক শব্দগুলো লক্ষ করুন, 'কাঁদছে', 'পাতছে' ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়েছে। 'কাঁদিতেছে', 'পাতিতেছে' — সাধুগদ্যে যেমন শব্দ ব্যবহার হয়, সে রকম নয়। ব্যতিক্রম লক্ষ করুন একটি— 'তাহার' শব্দটি। এই শব্দ সাধু গদ্যেই আমরা ব্যবহার করি। কথ্য ভাষার ভঙ্গি অনুযায়ী এক্ষেত্রে ব্যবহার করার কথা ছিল 'তার' শব্দটি। কিন্তু 'তাহার' পাল্টে নিয়ে 'তার' পড়লে আপনারা নিজেরাই বুঝতে পারবেন ছন্দটা কেন যেন মিলছে না।

এবারে নীচে দেওয়া শব্দগুলোর চলিত বা কথ্য ভাষার রূপ 'দাঁড়াও' কবিতা থেকে খুঁজে নিয়ে পাশের ফাঁকা জায়গাতে ঠিকমত বসান

মনে পড়িতেছে	----------------------------------
হইয়া	----------------------------------
আসিয়া	----------------------------------
থাকিয়া	----------------------------------
হইলে	----------------------------------
ভাসিয়া	----------------------------------
ভালোবাসিয়া	----------------------------------

24.7 সমগ্র বিষয়ভিত্তিক মন্তব্য

পুরো কবিতাটা পড়ে আপনারা নিশ্চয় বুঝতে পারছেন যে, কবি মানুষকে বড় ভালোবাসেন। মানুষের কষ্টে তিনিও কষ্ট পান। মানুষই মানুষকে কষ্ট দেয়, এই কথা ভেবে কবির আরও কষ্ট হয়। কবি আন্তরিকভাবে চান, সহৃদয় মানুষ গভীর ভালোবাসা নিয়ে দুঃখী মানুষের পাশে এসে দাঁড়াবে। মানুষের কষ্টে সব সময় দরদি মানুষের কথাই মনে পড়ে কবির। আপনারা হয়ত লক্ষ করেছেন যে, আমরা অনেক সময়ই নিজেদের ভুলত্রুটি নিজেরাই নানাভাবে সংশোধন করি। এ কবিতাতে অনেকটা সেই রকমই ভঙ্গি গ্রহণ করেছেন কবি। অন্য মানুষের কাছে আবেদন জানাবার সঙ্গে সঙ্গে কবি যেন নিজেকেও বলছেন -- দুঃখী মানুষের নিঃসঙ্গতায় তুমি আন্তরিক সাথি হও। তাদের থেকে নিজেকে আলাদা করে রেখো না।

24.8 রচনাবৈশিষ্ট্য

কবিতাটা পড়তে গিয়ে নিশ্চয়ই আপনারা লক্ষ করেছেন, কবিতাটির ভাষা আদৌ মনে হচ্ছে না যে, কবিতা লেখার জন্যই ভাবা হয়েছে। মনে হচ্ছে, মুখের কথাগুলোকেই একেবারে সোজাসুজি বলে দেওয়া হয়েছে। অথচ এরই মধ্যে সুন্দর ছন্দ এসে গেছে। আর কেমন করে মুখের সহজ সরল কথাগুলোই আমাদের মনের গভীর কথা হয়ে উঠেছে।

24.9 আপনি যা যা শিখলেন

- মানুষের দুঃখ-কষ্টে তাদের পাশে এসে দাঁড়ানোর কথা।
- মানুষকে গভীরভাবে ভালোবাসলে তবেই তার দুঃখ-কষ্টে সাথি হওয়া যায়।
- মানুষ মানে হাত-পা-ওয়ালা জীব নয় শুধু, সহানুভূতিসম্পন্ন মানুষ।
- দুঃখী মানুষের সহায় সহানুভূতিসম্পন্ন মানুষই, অন্য কেউ নয়।
- অতি সাধারণ কথাও মনের গভীর ভাবনার কথা হলে কবিতা হয়ে ওঠে।

24.10 সমগ্র পাঠভিত্তিক প্রশ্ন

i) মানুষ কেন কাঁদছে ?

ii) পাখির মতো পাশে দাঁড়ানো বলতে কবি কী বোঝাতে চাইছেন ?

iii) কোন্ ধরনের মানুষ ফাঁদ পাতে ?

iv) কখন কবির মানুষের কথা মনে পড়ে ?

v) মানুষ নিজেকে একা মনে করে কেন ?

24.11 কবি পরিচিত

শক্তি চট্টোপাধ্যায় জন্মেছিলেন চব্বিশ পরগনা জেলার বহড়ু গ্রামে ১৯৩৩ সালের ২৫ নভেম্বর। কারও মতে সালটা ১৯৩৪। বাবার নাম বামানাথ চট্টোপাধ্যায়। প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়াশুনা করেন। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে 'তুলনামূলক সাহিত্য' পড়েন। বুদ্ধদেব বসুর খুব ঘনিষ্ঠ এবং প্রিয় ছিলেন। প্রথম কবিতা ছাপা হয় ১৯৫৬সালে বুদ্ধদেব বসু সম্পাদিত 'কবিতা' পত্রিকায়। তখন তিনি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। 'সাপ্তাহিক বাংলা কবিতা' নামে একটি কবিতাপত্রিকা সম্পাদনা করেছেন। বাংলা সাহিত্য জগতে একটু ভিন্ন ধরনের সাহিত্য পত্রিকা 'কৃত্তিবাস'- এর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। বেশ কিছু লেখা তিনি লিখেছেন রূপচাঁদ পক্ষী, স্ফুলিঙ্গ সমাদ্দার, অভিনব গুপ্ত ছদ্মনামে। 'ধর্মেও আছো জিরাফেও আছো', 'সোনার মাছি খুন করেছি', 'হেমন্তের অরণ্যে আমি পোস্টম্যান', 'পাড়ের কাঁথা মাটির বাড়ি', 'মানুষ বড়ো কাঁদছে', 'যেতে পারি কিন্তু কেন যাবো' তাঁর বেশ কিছু কাব্যগ্রন্থের মধ্যে কয়েকটি। 'অবনী বাড়ি আছো', 'কুয়োতলা' তাঁর উপন্যাস। ১৯৮৩ সালে 'যেতে পারি কিন্তু কেন যাবো' কবিতার বই-এর জন্য তিনি সাহিত্য আকাদেমি পুরস্কার পান।

24.11.1 সমধর্মী রচনা

মানুষের প্রতি ভালোবাসা এবং তাদের প্রতি কর্তব্য পালনের ভাবনা নিয়ে লেখা অনেক কবিতা আছে অনেক বিখ্যাত কবির। রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, সুকান্ত, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, কালিদাস রায়, আধুনিক কবিদের মধ্যে মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়, শঙ্খ ঘোষ, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ অনেক কবি

এমন অনেক কবিতা লিখেছেন। এর মধ্যে আপনাদের পাঠ্য বইতে বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়-এর লেখা 'জন্মভূমি আজ' কবিতাটির ভাবনার সঙ্গে শক্তি চট্টোপাধ্যায়-এর 'দাঁড়াও' কবিতাটির ভাবনার মিলটা কবিতা দুটো পাশাপাশি রেখে পড়লেই বুঝতে পারবেন।

10.12 উত্তর সংকেত

1. (ক) – (i)
   (খ) – (i)
   (গ) – (iv)
   (ঘ) – (ii)
2. – ফাঁদ
3. – (iv)
4. – বেলা। এখানে অর্থ 'সময়'।
5. – (ii)
6. – (i)
7. – (ii)

25

বিষয় সংক্ষেপ

25.1 ভূমিকা

বক্তব্য বিষয়ের সংক্ষিপ্ত রূপ এর আগে আমরা অনেক পাঠেই পেয়েছি। বিস্তারিতভাবে প্রকাশিত বিষয়কে সংক্ষিপ্তভাবে লেখার রীতিকে বলে বিষয় সংক্ষেপ। বর্ণিত বিষয়ের দরকারি কথাগুলো থাকবে, কিন্তু সংক্ষিপ্ত আকারে থাকবে। কীভাবে এই কাজটি করা হয় সে বিষয়ে এই পাঠে আলোচনা করা হয়েছে।

25.2 উদ্দেশ্য

এই পাঠটি পড়লে আপনারা

- প্রদত্ত অংশের মূল কথা চিহ্নিত করতে পারবেন।
- মূল কথাকে বোঝানোর জন্য আর কী কী গুরুত্বপূর্ণ তথ্য উল্লেখ করা হয়েছে, সেটা দেখাতে পারবেন।
- প্রদত্ত বিষয়ের সংক্ষিপ্ত রূপ নিজের ভাষায় লিখতে পারবেন।

25.3 আলোচনা

প্রদত্ত অংশের মূল বক্তব্য কী, সেটা বুঝে নিতে হবে।
মূল কথাকে বুঝিয়ে বলার জন্য আর কোন্ কোন্ কথা বলা হয়েছে সেগুলো দেখে নিতে হবে।
তার মধ্যে অপ্রধান বাক্য, উপমা, বিশেষণ বাদ দিতে হবে।
প্রত্যক্ষ উক্তি থাকলে তাকে পরোক্ষ উক্তিতে, নিজের ভাষায় প্রকাশ করতে হবে।
প্রদত্ত অংশের শব্দসংখ্যার মোটামুটি এক তৃতীয়াংশ শব্দের মধ্যে বিষয় সংক্ষেপকে সীমাবদ্ধ রাখা বাঞ্ছনীয়।

25.4.1 দৃষ্টান্ত

প্রদত্ত অংশ : কয়েকটি আদিম আদিবাসী জাতিসমষ্টির সাধারণ নাম মুণ্ডা। এঁদের ভাষা সাওঁতালি, মুণ্ডারি, হো, কোদা, তুরি ভাসুরি। সংখ্যায় এঁরা পাঁচ লক্ষাধিক। বাংলা, বিহার, ওড়িষা আর মধ্যপ্রদেশেরপাহাড় ও অরণ্যে এঁরা বাস করেন। অভাব অনটন, দুঃখ দুর্দশা এবং সভ্য মানুষের বঞ্চনা এঁদের নিত্যদিনের সঙ্গী। কিন্তু ভারতের সংস্কৃতি ও অগ্রগতির ক্ষেত্রে আদিবাসীদের অবদান অবিস্মরণীয়।

প্রদত্ত অংশের মূল কথা : ভারতের আদিবাসীরা অবহেলিত, কিন্তু এঁদের অবদান গুরুত্বপূর্ণ।

অন্যান্য তথ্য : আদিবাসীদের সংখ্যা ও আবাস-স্থল — তাঁদের অবস্থা তাঁদের গুরুত্ব।

বিষয় সংক্ষেপ ঃ

ভারতের মুণ্ডা জনগোষ্ঠীর লোকসংখ্যা পাঁচ লক্ষাধিক। পাহাড়ি ও অরণ্য এলাকায় এঁরা থাকেন। এঁরা নানা ভাবে অবহেলিত, কিন্তু এঁদের অবদান গৌরবময়।

25.4.1 দৃষ্টান্ত

প্রদত্ত অংশ ঃ

কৃষক অজ্ঞাত গ্রামে চষে ভূমি তার
দেহে সহি খররৌদ্র ধারা বরিষার।
সে যে খাটে, শস্য কাটে তার মাঝখানে
কী গৌরব, জানি না, সে জানে কি না জানে।
মূর্খ হোক, দুঃখী হোক, নহে সে ভিখারি,
সে আমার অন্নদাতা, নিত্য উপকারী।

প্রদত্ত অংশের মূল কথা ঃ সমাজে কৃষকের অবদান।

অন্যান্য তথ্য ঃ কৃষকের অক্লান্ত পরিশ্রম – নিজের অবদান সম্পর্কে উদাসীন – তার দুরবস্থা সত্ত্বেও উপকার সাধনে ব্রতী।

বিষয় সংক্ষেপ ঃ

রোদ জল উপেক্ষা করে কৃষক তার কাজ করে যায়। সে দুঃখী হতে পারে, অজ্ঞ হতে পারে, কিন্তু তার উপকার কখনই ভুলবার নয়।

পাঠগত প্রশ্ন

প্রদত্ত অংশটির বিষয়সংক্ষেপ লিখুন

সেদিন ছিল প্রচণ্ড গরম। চৈত্রের শেষ দিন। দুপুর বেলা। প্রতিদিনের মতো ঘর অন্ধকার করে সতীশ, রবীন্দ্রনাথ আর কয়েকজন গরমের হাত থেকে রেহাই পাবার জন্য ঘরের মধ্যে গল্প করছেন। এমন সময় কে যেন দরজা খুলে বাইরে গেল। আর দরজা খুলতেই দেখা গেল অদ্ভুত দৃশ্য। উত্তর-পশ্চিম আকাশ ঢেকে গেছে কালো মেঘে। সে মেঘ ধেয়ে আসছে দৈত্যের মতো। প্রচণ্ড বেগে ছুটে আসছে। আজ বুঝি পৃথিবীর শেষ দিন।

উত্তর-সংকেত

প্রদত্ত অংশের মূলকথা ঃ একটি ঝড়ের দৃশ্য।

অন্যান্য তথ্য ঃ চৈত্রশেষের একটি দুপুর।
ঘরের ভেতর গুমোট গরম ....

বিষয় সংক্ষেপ ঃ

25.6 সমগ্র পাঠভিত্তিক প্রশ্ন

নিম্নলিখিত অংশের প্রত্যেকটির বিষয় সংক্ষেপ লিখুন।

ক) ঢাকাই মসলিনের সূক্ষ্মতা বিচার করার পদ্ধতি ছিল কুড়ি গজ লম্বা ও এক গজ চওড়া কাপড় আংটির ভেতর দিয়ে গলিয়ে নেওয়া। যে কাপড়কে এটা করা সম্ভব হত না তাদের মসলিনের পর্যায়ে ফেলা হত না। ঢাকায় বৎসরে প্রায় দুহাজার পিস এই ধরনের কাপড় তৈরি হত। মসলিন কাপড়ে নানা ধরনের ছবি বুনে যে কাপড়ের সৃষ্টি হত তার নাম জামদানি। চন্দননগরে তেত্রিশ রকমের মসলিন তৈরি হত।

খ) এই তো হেমন্ত দিন, দিল নব ফসল সম্ভার
অঙ্গনে অঙ্গনে ভরি – এই রূপ আমার বাংলার
রিক্তের অঞ্চল ভরি, হাসি ভরি ক্ষুধার্তের মুখে
ভবিষ্য সুখের আশা ভরি দিল কৃষকের বুকে।
শিশির সিঞ্চনে সিক্ত ধরা বুকে তৃণাঞ্চল জাগে,
সোনালি ধানের ক্ষেতে ঈষৎ শীতার্ত হাওয়া লাগে।
আনন্দ-আশ্রমে যেন ভিজা ভিজা আঁখির পল্লবে
মাটি মাতা হেরিতেছে হেমন্তের নবান্ন উৎসবে।

গ) সর্দি একটি ভাইরাসঘটিত অসুখ। এখনো পর্যন্ত সর্দির কোনো ঔষধ নেই। শরীরের নিজস্ব প্রতিরোধ ক্ষমতার গুণেই আস্তে আস্তে পাঁচ সাত দিনের ভেতর সেরে যায়। তবে সর্দি হবার ফলে যে সব বিরক্তিকর উপসর্গ সৃষ্টি হয়, যেমন নাকে জল পড়া, নাক সুড় সুড় করা, গলা বসে যাওয়া, গলা ধরে যাওয়া ইত্যাদির জন্য নানারকম ওষুধ, টোটকা চালু আছে। এগুলো এসব উপসর্গ কমায়। রোগীর একটু আরাম হয়। কিন্তু এদের কার্যকারিতা ক্ষণস্থায়ী। প্রকৃত অর্থে এরা কেউ সর্দি সারাতে পারে না।

26

ছাড়পত্র

সুকান্ত ভট্টাচার্য

26.1 ভূমিকা

'ছাড়পত্র' কবিতাটি কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের 'ছাড়পত্র' কাব্যগ্রন্থের প্রথম কবিতা। বাংলা ১৩৫৪ সালের আষাঢ় মাসে কবির মৃত্যুর মাত্র কয়েকদিন পরে কাব্যগ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। বিখ্যাত চলচ্চিত্রকার এবং চিত্রশিল্পী সত্যজিৎ রায় এর প্রচ্ছদটি আঁকেন। কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় এবং কবির অন্য বন্ধুদের খুব ইচ্ছা ছিল ছাপার অক্ষরে প্রথম কাব্যগ্রন্থটি মৃত্যুপথযাত্রী কবির হাতে তুলে দেবেন। কিন্তু শত চেষ্টাতেও পারা গেল না। 'নবজাতকের কাছে' 'দৃঢ় অঙ্গীকারের' ছাড়পত্র তুলে দেবার আগেই মৃত্যুর ছাড়পত্র এসে পৌঁছাল কিশোর কবির হাতে।

প্রাণপণে জীর্ণ পৃথিবীর জঞ্জাল অপসারণ করে নবজাতকের জন্য এ বিশ্বকে বাসযোগ্য করার যে অঙ্গীকার সুকান্ত করেছেন, সেই স্বপ্নকে সফল করার দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে তাঁর উত্তরসূরীদের ওপর।

26.2 উদ্দেশ্য

ছাড়পত্র কবিতাটি পড়ার পরে আপনারা পারবেন

- শোষিত নির্যাতিত মানুষের পক্ষে কথা বলতে,
- পৃথিবীর শোষণ পীড়নের বিরুদ্ধে সংগ্রামের কথা জানতে,
- সকলের জন্য সমান অধিকার ভিত্তিক সমাজ গড়ার অঙ্গীকারের কথা বলতে,
- কবিতার নতুন নতুন শব্দকে জেনে বাক্যে ব্যবহার করতে,
- শব্দ, ভাষা ও অলঙ্কার প্রয়োজনে নিজের রচনায় ব্যবহার করতে।

26.3 মূলপাঠ ও শব্দার্থ

1. যে শিশু ভূমিষ্ঠ হল আজ রাত্রে
তার মুখে খবর পেলুম :
সে পেয়েছে ছাড়পত্র এক,
নতুন বিশ্বের দ্বারে তাই ব্যক্ত করে অধিকার
জন্মমাত্র সুতীব্র চীৎকারে।
খর্বদেহ নিঃসহায়, তবু তার মুষ্টিবদ্ধ হাত
উত্তোলিত, উদ্ভাসিত
কী এক দুর্বোধ্য প্রতিজ্ঞায়।
সে ভাষা বোঝে না কেউ,
কেউ হাসে, কেউ করে মৃদু তিরস্কার।

1. **ভূমিষ্ঠ হল** - জন্মাল।
ছাড়পত্র - অধিকার পত্র।
পেলুম - পেলাম, কলকাতা অঞ্চলের কথ্যরূপ ' পেলুম।
ব্যক্ত করে - প্রকাশ করে।
সুতীব্র - খুব জোরালো।
খর্ব দেহ - ছোট খাট শরীর।
নিঃসহায় - সহায়হীন।
মুষ্টিবদ্ধ - মুঠি বাঁধা হাত।
উত্তোলিত - ওপরে তোলা।
উদ্ভাসিত - উজ্জ্বল, উচ্ছ্বসিত, প্রকাশিত।
দুর্বোধ্য - বোঝা যায় না এমন।

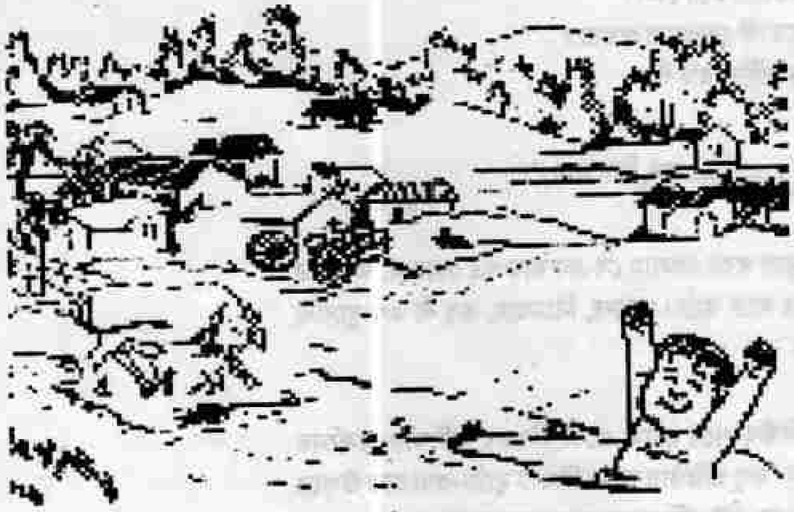

2. আমি কিন্তু মনে মনে বুঝেছি সে ভাষা
পেয়েছি নতুন চিঠি আসন্ন যুগের —
পরিচয়-পত্র পড়ি ভূমিষ্ঠ শিশুর
অস্পষ্ট কুয়াশাভরা চোখে।
এসেছে নতুন শিশু, তাকে ছেড়ে দিতে হবে স্থান ;
জীর্ণ পৃথিবীতে ব্যর্থ, মৃত আর ধ্বংসস্তূপ-পিঠে
চলে যেতে হবে আমাদের।

3. চলে যাব - তবু আজ যতক্ষণ দেহে আছে প্রাণ
প্রাণপণে পৃথিবীর সরাব জঞ্জাল,
এ বিশ্বকে এ শিশুর বাসযোগ্য ক'রে যাব আমি –
নবজাতকের কাছে এ আমার দৃঢ় অঙ্গীকার।

অবশেষে সব কাজ সেরে,
আমার দেহের রক্তে নতুন শিশুকে
ক'রে যাব আশীর্বাদ,

তারপর হব ইতিহাস।।

প্রতিজ্ঞায় - সংকল্পে।
তিরস্কার - ভর্ৎসনা, বকুনি।

2. আসন্ন যুগের – যে নতুন যুগ এল বলে।
অস্পষ্ট - যা স্পষ্ট নয়, ঝাপসা।
কুয়াশা ভরা চোখে- সদ্য জন্মানো শিশুর ঝাপসা চোখে।
জীর্ণ - অতি পুরাতন।
ব্যর্থ - অপারগ।
ধ্বংসস্তূপ-পিঠে - অনেক ধ্বংসের বোঝা পিঠে নিয়ে আমাদের বিদায় নিতে হবে।

3.প্রাণপণে - জীবনকে প্রতিজ্ঞা রেখে।
নবজাতক - সবে হয়েছে এমন শিশু/প্রাণী।
দৃঢ় - কঠিন।
অঙ্গীকার - প্রতিজ্ঞা।
দেহের রক্তে - পৃথিবীকে নতুন শিশুর উপযুক্ত করতে হবে এবং সে লড়াইতে শরীর থেকে রক্ত ঝরবেই।
আশীর্বাদ - সব কাজ সেরে পৃথিবীকে মানুষের বাসের উপযুক্ত করে গড়ে চলে যেতে পারলেই সত্যিকার আশীর্বাদ করে যাওয়া হবে।
তারপর হব ইতিহাস - তারপর কবি আর থাকবেন না, সব অতীত হয়ে যাবে; কিন্তু নতুনের জন্য সংগ্রাম করেছেন বলে ইতিহাসে তাঁর নাম থাকবে।

26.4 প্রাথমিক বোধবিচার

1. ছাড়পত্র কে পেয়েছে?
2. কবি কার মুখে, কী খবর পেলেন ?
3. নবজাতক কীভাবে তার অধিকার ব্যক্ত করে ?
4. শিশুটি তার হাত মুষ্টিবদ্ধ করেছে কেন?

5. কেউ কেউ শিশুটিকে মৃদু তিরস্কার করে কেন?
6. শিশুর কুয়াশাভরা চোখ বলতে কী বোঝানো হয়েছে?
7. নবজাতকের কাছে কবির দৃঢ় অঙ্গীকারটি কী?

26.5 আলোচনা

স্তবক – (1) 'যে শিশু ভূমিষ্ঠ হল ....মৃদু তিরস্কার।'

গদ্যরূপ

যে শিশু আজ রাতে ভূমিষ্ঠ হল তার মুখে খবর পেলাম সে এক ছাড়পত্র পেয়েছে, জন্মমাত্র সুতীব্র চিৎকারে নতুন বিশ্বের দ্বারে তাই অধিকার ব্যক্ত করে। খর্বদেহ, নিঃসহায়, তবু কী এক দুর্বোধ্য প্রতিজ্ঞায় তার মুষ্টিবদ্ধ হাত উত্তোলিত, উদ্ভাসিত।

আলোচনা

সদ্যোজাত শিশুটি ছাড়পত্র নিয়ে পৃথিবীর পথে নেমে এসেই নিজের অধিকার অর্জনের সুতীব্র দাবি জানায়। ছোট্ট শরীর, সহায়-সম্বলহীন তবু প্রতিষ্ঠায় অটল শিশুটি মুঠো-করা হাত উপরে তুলে তীব্র চিৎকার করে যেন প্রতিবাদ জানাচ্ছে। তার সেই প্রতিবাদের ভাষা সকলের অজানা।

বর্তমান পৃথিবী মানুষের বাসযোগ্য নয়। কিছু স্বার্থপর মানুষ নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধ করার জন্য হানাহানিতে আজ তাকে বাসের অযোগ্য করে তুলেছে। পৃথিবীর পরিবেশ আজ দূষিত, বাতাস আজ বিষাক্ত। এই বিষাক্ত পরিবেশে যে শিশুরা ভূমিষ্ঠ হচ্ছে তাদের বেঁচে থাকা খুবই কঠিন। কবির তাই দুর্ভাবনার অন্ত নেই। কবি সদ্য-জন্মানো শিশুর প্রতিবাদী মনের কথা বোঝেন বলেই তাদের সুন্দর ভাবে, আনন্দের সঙ্গে বাঁচার জন্য সুব্যবস্থা করতে চান।

অসহায় ছোট্ট শিশুকে বাঁচার মত পরিবেশ গড়ে দিতে হবে। তার সুস্থ ভাবে বেঁচে থাকার জন্য পৃথিবীর বুক থেকে দূষিত, বিষাক্ত জঞ্জাল অপসারণ করতে হবে।

পাঠগত প্রশ্ন - 1.1

1. **নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দিন।**
   i) ছাড়পত্র কথার অর্থ কী?
   ii) কবি কার মুখে কী খবর পেয়েছিলেন?
   iii) নবজাতক কোথায় তার অধিকার ব্যক্ত করে?
   iv) নবজাতক কীভাবে তার অধিকার ব্যক্ত করে?
   v) নবজাতকের আকৃতি ও প্রকৃতি কেমন?

2. **সঠিক উত্তরের পাশে টিক্ (✓) চিহ্ন দিন**
   i) ছাড়পত্র কবিতাটি কবির কোন্ কাব্যগ্রন্থে স্থান পেয়েছে?
   মিঠেকড়া ☐ ঘুম নেই ☐ ছাড়পত্র ☐ খাই খাই ☐
   ii) উদ্ভাসিত কথার অর্থ
   উচ্ছ্বসিত ☐ উদ্বেলিত ☐ উদ্বোধিত ☐ প্রকাশিত ☐
   iii) 'কেউ করে মৃদু তিরস্কার' - তিরস্কার কথার অর্থ -
   প্রশ্ন করা ☐ ভর্ৎসনা ☐ বিদ্ধ করা ☐ অহংকার ☐

26.5.2 আলোচনা

স্তবক – (2)

'আমি কিন্তু .... চলে যেতে হবে আমাদের।'

গদ্যরূপ

ভূমিষ্ঠ শিশুর অস্পষ্ট কুয়াশা-ভরা চোখে পরিচয়পত্র পড়ে আমি কিন্তু মনে মনে সে ভাষা বুঝেছি এবং আসন্ন যুগের নতুন চিঠি পেয়েছি। নতুন শিশু এসেছে, তাকে স্থান ছেড়ে দিতে হবে, জীর্ণ পৃথিবীতে ব্যর্থ, মৃত আর ধ্বংসস্তূপ- পিঠে আমাদের চলে যেতে হবে।

সদ্যোজাত শিশুর অস্পষ্ট হতাশা-ভরা চোখের দিকে তাকিয়ে কবি বুঝেছেন, অস্তিত্ব রক্ষার সন্দেহভরা দুর্ভাবনা সে চোখে। কবি জরাজীর্ণ পৃথিবীর আবর্জনা দূর করে সদ্যোজাত শিশুর জন্য পৃথিবীকে বাসযোগ্য করে যাবেন। আসন্ন যুগের দাবি অনুযায়ী পৃথিবীকে শিশুর সুন্দর ও সুস্থ ভাবে বাঁচার উপযুক্ত করে গড়ে তুলতে হবে।

হতাশায় ক্লিষ্ট বর্তমান পৃথিবীর বুকে ভূমিষ্ঠ হয়েই শিশু তার সন্দেহ- ভরা চোখে সংকটের কালো মেঘ দেখতে পায়। তার প্রতিবাদের ভাষা আর ভঙ্গী কবি বুঝতে পারেন। তিনি আগামী যুগের নতুন খবর পেয়েছেন। শিশুর অস্পষ্ট কুয়াশা-ভরা চোখেই কবি তার পরিচয় বুঝতেপারেন। পুরানো পৃথিবীতে যা কিছু জীর্ণ, মৃত. ব্যর্থ আর যা ধ্বংস হয়ে গেছে তার বোঝা পিঠে নিয়ে আমাদের বিদায় নিতে হবে।

পাঠগত প্রশ্ন - 1.2

3. **নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দিন।**
   - i) কবি কিসের নতুন চিঠি পেয়েছেন?
   - ii) কবি কাকে স্থান ছেড়ে দিতে চেয়েছেন?
4. **সঠিক উত্তরের ঘরে টিক (✓) চিহ্ন দিন।**

(i) আসন্ন যুগ বলতে কবি বোঝাচ্ছেন –

ক) যে যুগ এসে গেছে ☐

খ) যে যুগ অতীত হয়েছে ☐

গ) যে যুগ আগতপ্রায় ☐

(ii) 'আমি কিন্তু মনে মনে বুঝেছি সে ভাষা' – কবি কার ভাষা বোঝার কথা বলেছেন?

ক) বিশ্ববাসীর ভাষা ☐

খ) জনতার ভাষা ☐

গ) ভূমিষ্ঠ শিশুর ভাষা ☐

iii) 'তাকে ছেড়ে দিতে হবে স্থান'– কাকে স্থান ছেড়ে দেবার কথা বলেছেন?

ক) ছাড়পত্রের কবিকে ☐

খ) নবজাতক শিশুকে ☐

গ) সাম্যবাদকে। ☐

26.5.3 স্তবক – (3)

'চলে যাব......................তার পর হব ইতিহাস।'

গদ্যরূপ

চলে যাব, তবু যতক্ষণ দেহে প্রাণ আছে, ততক্ষণ প্রাণপণে পৃথিবীর জঞ্জাল সরাব, এ বিশ্বকে আমি এ শিশুর বাসযোগ্য করে যাব– নব জাতকের কাছে এ আমার দৃঢ় অঙ্গীকার। অবশেষে সব কাজ সেরে, আমার দেহের রক্তে নতুন শিশুকে আশীর্বাদ করে যাব। তারপর ইতিহাস হব।

আলোচনা

আমরা এ পৃথিবী থেকে চলেই যাব –তবু যতক্ষণ শরীরে প্রাণ আছে ততক্ষণ আমরা পৃথিবীর জঞ্জাল সরাব অর্থাৎ সুস্থ জীবনের বাধা সৃষ্টিকারী সব আবর্জনা সরাব। যে শিশু আজই জন্মেছে,এই পৃথিবীকে তার বাস করবার উপযুক্ত করে তবেই আমি যাব। এ পৃথিবী তার বাসের অযোগ্য। নতুন জন্মানো শিশুর কাছে এই আমার প্রতিজ্ঞা। তারপর পৃথিবীতে আমার সব কাজ শেষ হয়ে গেলে, নতুন শিশুকে আমার দেহের রক্ত দিয়ে আশীর্বাদ করে যাব।

কবি আগত দিনের সুস্থ, সুখী, আনন্দময় পৃথিবীর গড়ার কাজে প্রাণপণে সংগ্রাম করতে চান। জীর্ণ ও জীবনের পরিপন্থী পুরাতনকে অপসারণ করে নতুনকে আহ্বান জানাতে চান। [illegible] মাদের সমস্ত সুখ আর আনন্দের বিনিময়ে ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে মানুষের বাসের উপযোগী পৃথিবী উপহার দিতে চান। পৃথিবীকে মানুষের বাসের উপযুক্ত করে গড়ার জন্য প্রাণপণে পৃথিবীর জঞ্জাল হঠানোর শপথ কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য নিয়েছেন। কবির বিশ্বাস একদিন দেশে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আসবেই। তিনি হয়তো সে দিন থাকবেন না। তিনি নয়া ইতিহাস সৃষ্টি করে ইতিহাসের পাতায় নিজের স্থায়ী স্থান করে নেবেন।

দেহের শেষ রক্ত বিন্দু দিয়ে কবি সকলের জন্য সমান অধিকার যুক্ত সমাজব্যবস্থা গড়ে ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে সুস্থিতি দিতে চান। তারপর সদ্যোজাত শিশুকে সুখ ও আনন্দময় নিশ্চিত জীবনের পথে সুপ্রতিষ্ঠিত করে তিনি এ পৃথিবী থেকে চিরবিদায় নেবেন।

পাঠগত প্রশ্ন - 1.3

5. **নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দিন**
   - i) এ পৃথিবী থেকে কবি প্রাণপণে কী সরাতে চেয়েছেন?
   - ii) নব জাতকের কাছে কবির দৃঢ় অঙ্গীকারটি কী?

6. **পাঠ্য কবিতা অনুযায়ী উপযুক্ত শব্দ বসিয়ে শূন্যস্থান পূরণ করুন।**
   - ক) এ ———— এ শিশুর ———— করে যাব আমি
     ————কাছে এ আমার দৃঢ় ————
   - খ) 'তারপর হব ইতিহাস।' ———'তারপর' বলতে কবি কী বলতে চেয়েছেন? 'ইতিহাস', হবার অর্থ কী?

7. **সঠিক উত্তরটিতে টিক্ (✓) চিহ্ন দিন–**
   - গ) 'প্রাণপণে পৃথিবীর সরাব জঞ্জাল।' —'পৃথিবী' কথাটির শব্দান্তর হচ্ছে -

     পথিকৃৎ/পার্থিব, পৃথক/পৃথিবী।

ঘ) 'তারপর হব ইতিহাস।'–
ইতিহাস কথার শব্দান্তর হচ্ছে

i) ঐতিহাসিক

ii) ইতিহাসিক

iii) ইতিহসিত।

26.6 ব্যাকরণ ও ভাষারীতি

i) **শব্দগুলির অর্থ ঠিকমতো সাজিয়ে উপযুক্ত ঘরে বসান।**

একটি করে দেখানো হলো।

শব্দ	**অর্থ**	
উদ্ভাসিত	যা সহজে বোঝা যায় না	প্রকাশিত
ছাড়পত্র	সদ্যোজাত	
তিরস্কার	প্রতিজ্ঞা	
অঙ্গীকার	অনুমতি-পত্র	
দুর্বোধ্য	প্রকাশিত	
নবজাতক	ভৎর্সনা	

ii) **নীচের শব্দগুলোর বিপরীতার্থক শব্দ লিখুন। একটি করে দেখানো হলো।**

তিরস্কার	আদর	অস্পষ্ট	
অধিকার		জীর্ণ	
দুর্বোধ্য		ব্যর্থ	
নতুন		আশীর্বাদ	
হাসে		শিশু	

iii) **শব্দান্তর করুন। একটি করে দেখানো হলো।**

শিশু	শৈশব	চোখ	
অধিকার		যুগ	
স্থান		হাত	
অঙ্গীকার		প্রাণ	

iv) **ব্যাসবাক্য সহ সমাসের নাম উল্লেখ করুন :**

সমাস হচ্ছে বাক্যে ব্যবহৃত দুই বা তার বেশি পদের মিলনে একপদ গঠন। একাধিক কথার পরিবর্তে একটি মাত্র কথা হবে। তাতে শুনতেও ভালো হবে। একটি করে দেখানো হল। অন্যগুলি আপনি করুন।

পরিচয় পত্র — পরিচয়ের নিমিত্ত (ব্যাসবাক্য) পত্র (নিমিত্ত তৎপুরুষ সমাস)

অস্পষ্ট —

কুয়াশা-ভরা —

ধ্বংসস্তূপ —

বাসযোগ্য —

26.7 i) সমগ্র বিষয়ভিত্তিক মন্তব্য

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলছে। মন্বন্তরও তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। জাতিগত দাঙ্গা আর মানুষে মানুষে হানাহানিতে পৃথিবী মানুষের বসবাসের অযোগ্য হয়ে পড়েছে। মানুষের ভালো ভাবে বাঁচার জন্য সুব্যবস্থা করতে হবে। ভবিষ্যৎ প্রজন্ম যাতে সুখে, শান্তিতে, আনন্দে এ পৃথিবীর বুকে বাস করতে পারে তার ব্যবস্থা আমাদের করে যেতেই হবে। কবি চান শোষণহীন, শ্রেণীহীন, আনন্দময়, সুন্দর বাসযোগ্য পৃথিবী। সেই পৃথিবী রচনা করার জন্য কবি অশুভ ও অসুন্দরের বিরুদ্ধে আপোষহীন সংগ্রাম করার অঙ্গীকার করেছেন।

26.8 রচনাবৈশিষ্ট্য

কবিতাটি কবির আত্মগত ভাষণ। সমকালীন জগৎ ও জীবনকে কবি যেভাবে দেখেছেন, কবিতায় তাকে তুলে ধরেছেন। কিন্তু তিনি আগামী দিনের স্বপ্ন দেখেছেন। তাঁর সেই ভাবনাই তিনি প্রত্যয়ের সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন। কবিতাটি সমাজ সচেতনায় পরিপূর্ণ।

কবিতার ভাষা ছাড়াও ভাব ও ছন্দ কবির বক্তব্য বিষয়কে সুস্পষ্ট রূপ দেবার ক্ষেত্রে অত্যন্ত সহায়ক হয়েছে। বলা যায়, কবিতাটি অত্যন্ত সুখপাঠ্য হয়েছে।

26.9 আপনি যা শিখলেন

- কবির মতো আপনারাও সুন্দর আনন্দময় পৃথিবী গড়ায় উদ্যোগী হতে।
- মানুষে মানুষে সংঘাত ভুলে ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করতে।
- কবিতার বক্তব্য নিজের ভাষায় প্রকাশ করতে।

26.10 সমগ্র পাঠভিত্তিক প্রশ্ন

1) 'ছাড়পত্র' কে পেয়েছে?
2) কবি 'দেহের রক্তে' আশীর্বাদ করার কথা কেন বলেছেন?
3) কবির 'ইতিহাস' হবার অর্থ কী?
4) ছাড়পত্র কাব্যগ্রন্থটি কত সনে প্রকাশিত হয়?

26.11 কবি পরিচিতি

কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য বাংলা সাহিত্য জগতে এক বেদনারঞ্জিত কিংবদন্তী। মুক্ত মানবতার তিনি যেন এক কবি-সৈনিক। আগামী দিনের শুভ স্বপ্নসম্ভব মানবিকতার তিনি বৈতালিক। তিনি সমাজের প্রতি অঙ্গীকার-আবদ্ধ কবি-অগ্রগণ্য।

সুকান্তর জন্ম ১৯২৬ এর ১৫ই আগস্ট (বাংলা ১৩৩৩ সালের ৩০শে শ্রাবণ); দক্ষিণ কলকাতার কালীঘাট অঞ্চলের ৪২ নং মহিম হালদার স্ট্রিটে। পিতা নিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্যের দ্বিতীয়া পত্নী সুনীতা দেবীর তিনি দ্বিতীয় পুত্র। তাঁদের আদি নিবাস ছিল বাংলাদেশের ফরিদপুরের কোটালিপাড়ে। অত্যন্ত সাধারণ নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ পরিবারে তাঁর জীবন কেটেছে। শৈশব এবং জীবনের ২১ বছরের আয়ুষ্কালের অধিকাংশই তাঁর অতিবাহিত হয়েছে নারকেলডাঙ্গা বেলেঘাটা অঞ্চলে।

১৯৪০ খ্রিস্টাব্দে বেলেঘাটা দেশবন্ধু বিদ্যালয় থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষা দেন। এর কিছুদিন পরে তিনি দুরারোগ্য ক্ষয়রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়েন এবং এই রোগেই ১৩৫৪ সালের ২৯ শে বৈশাখ (ইংরাজি ১৯৪৭ এর ১২ই মে) যাদবপুরের কিরণশঙ্কর যক্ষ্মা হাসপাতালে মারা যান।

সুকান্তের স্বল্পতম আয়ুষ্কালও বহুমুখী কর্মধারায় ব্যস্ত ছিল। ছাত্রাবস্থাতেই তিনি কমিউনিস্ট পার্টির সান্নিধ্যে আসেন। তাছাড়া, ভারতের ছাত্র ফেডারেশনের পশ্চিম বঙ্গ প্রাদেশিক শাখার তিনি ছিলেন একজন অন্যতম নেতৃস্থানীয় সদস্য। কমিউনিস্ট পার্টির সক্রিয় কর্মী হিসাবেই পার্টির মুখপত্র 'স্বাধীনতা'র 'কিশোর সভা' নামে কিশোরদের বিভাগটির প্রতিষ্ঠা করেন এবং জীবনের শেষদিন পর্যন্ত এর সম্পাদনার দায়িত্ব পালন করেন।

১৯৪১-১৯৪৭ সালের মধ্যেই সুকান্তের স্মরণীয় কবিতাগুলি রচিত। তাঁর কাব্যগ্রন্থ ছাড়পত্র (১৩৫৪), ঘুম নেই(১৩৫৭), পূর্বাভাস (১৩৫৭), মিঠেকড়া (১৩৫৮), অভিযান (১৩৬০), হরতাল (১৩৬৯) প্রকাশ পায়। আলোচ্য 'ছাড়পত্র' কবিতাটি তাঁর ছাড়পত্র কাব্যগ্রন্থের প্রথম কবিতা।

26.11.1 সমধর্মী রচনা

রবীন্দ্রনাথের 'নবজাতক' কবিতাটি সুকান্তের 'ছাড়পত্র' কবিতার সমধর্মী হিসাবে উল্লেখ করা হল ঃ

নবীন আগন্তুক,
নব যুগ তব যাত্রার পথে
চেয়ে আছে উৎসুক,
কী বার্তা নিয়ে মর্ত্যে এসেছ তুমি;
জীবনরঙ্গভূমি
তোমার লাগিয়া পাতিয়াছে কী আসন।
নরদেবতার পূজায় এনেছ
কী নব সম্ভাষণ।
অমর লোকের কী গান এসেছ শুনে,
তরুণ বীরের তূণে
কোন্ মহাস্ত্র বেঁধেছ কটির পরে
অমঙ্গলের সাথে সংগ্রাম তরে
রক্তপ্লাবনে পঙ্কিল পথে
বিদ্বেষে বিচ্ছেদে

হয়তো রচিবে মিলনতীর্থ
শান্তির বাঁধ বেঁধে।
কে বলিতে পারে তোমার ললাটে লিখা
কোন্ সাধনার অদৃশ্য জয়টিকা।
আজিকে তোমার অলিখিত নাম
আমরা বেড়াই খুঁজি –
আগামী প্রাতের শুকতারা -সম
নেপথ্যে আছে বুঝি।
মানবের শিশু বারে বারে আনে
চির আশ্বাসবাণী—
নতুন প্রভাতে মুক্তির আলো
বুঝি বা দিতেছে আনি।

26.12 পাঠগত প্রশ্নের উত্তর সংকেত

1.1

i) অনুমতিপত্র, অধিকারপত্র

ii) সদ্যোজাত শিশুর মুখে, ছাড়পত্র পাবার খবর

iii) নতুন বিশ্বের দ্বারে

iv) সুতীব্র চীৎকারে

v) খর্বদেহ ; নিঃসহায় কিন্তু প্রতিবাদী দৃষ্টিভঙ্গী।

2) (i) ছাড়পত্র, (ii) প্রকাশিত, (iii) ভর্ৎসনা।

1.2

3) i) আসন্ন যুগের।

ii) নতুন শিশু বা নবজাতককে।

4) (i) যে যুগ আগতপ্রায় (ii) ভূমিষ্ঠ শিশুর ভাষা, (iii) নবজাতক শিশুকে।

1.3

5) i) জঞ্জাল।

ii) অশুভ শক্তির বিনাশ সাধন করে, স্তূপাকার বিষাক্ত তামসিক কলুষতার জঞ্জাল অপসারণ করে, আগামী প্রজন্মকে শান্তিতে বসবাসের সুযোগ করে দেবার।

6) ক) <u>বিশ্বকে</u>, <u>বাসযোগ্য</u>, <u>নবজাতকের</u> , <u>অঙ্গীকার</u>।

খ) নবজাতকের কাছে অঙ্গীকার-মতো পৃথিবীর জঞ্জাল অপসারণ করে, বুকের রক্তে নবজাতককে আশীর্বাদ করে তবে এই সাম্যবাদী সমাজ থেকে কবি ইতিহাস হবেন। ইতিহাস বলতে কবি পৃথিবীর বুক থেকে বিদায় নেবার কথা বলেছেন।

6) গ) পার্থিব।

ঘ) ঐতিহাসিক।

26.12 ব্যাকরণ ও ভাষারীতি

i) নবজাতক - সদ্যোজাত

ছাড়পত্র - অনুমতি পত্র, তিরস্কার - ভৎর্সনা

অঙ্গীকার - প্রতিজ্ঞা, দুর্বোধ্য - যা সহজে বোঝা যায় না।

ii) অনধিকার, সুবোধ্য, পুরাতন, কাঁদে, স্পষ্ট, নতুন, সার্থক, অভিশাপ, বৃদ্ধ।

iii) অধিকৃত, স্থানীয়, অঙ্গীকৃত, চাক্ষুস, যুগীয়, হাতালো, প্রাণবান।

iv) অস্পষ্ট - স্পষ্ট নয় যা (বহুব্রীহি)
কুয়াশা ভরা - কুয়াশার দ্বারা ভরা (করণ তৎপুরুষ)
ধ্বংসস্তূপ - ধ্বংস যে স্তূপ (কর্মধারয়)
বাসযোগ্য - বাসের যোগ্য (সম্বন্ধ তৎপুরুষ)।

27

ভাব সম্প্রসারণ

27.1 ভূমিকা

এমন অনেক উদাহরণ আমরা পাই যার মধ্যে বক্তা খুব সংক্ষেপে একটি দুটি বাক্যে অনেক কথা বলে দেন। গদ্য বা কবিতার ওই দুই একটি কথায় গভীর ভাব লুকিয়ে থাকে। সেই ভাবকে বুঝিয়ে দেবার জন্য একাধিক বাক্য লেখার কাজ হল ভাব সম্প্রসারণ। এই অধ্যায়ে আমরা ভাব সম্প্রসারণের রীতিনীতি শিখে নেব।

27.2 উদ্দেশ্য

এই এককটি পড়লে আপনি

- প্রদত্ত গদ্যাংশ বা পদ্যাংশের মূল ভাবটি ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- বক্তা কী উদ্দেশ্যে ওই বাক্যটি বলেছেন সেটা বুঝিয়ে দিতে পারবেন।
- প্রদত্ত অংশে কোনো তুলনা থাকলে সেটা দেখাতে পারবেন।

27.3 কয়েকটি দরকারি কাজ

i) প্রদত্ত অংশটি বার বার পড়তে হবে।

ii) মূল ভাবটি বুঝে নিতে হবে।

iii) কোনো তুলনা থাকলে সেটি নির্দিষ্ট করতে হবে।

iv) সমাজের বা মানুষের কোনো দুর্বলতা বা ত্রুটির প্রতি ইঙ্গিত আছে কিনা দেখতে হবে।

v) বক্তা কী উদ্দেশ্যে এই কথা বলেছেন সেটি বুঝিয়ে দিতে হবে।

27.4 উদাহরণ 1

প্রদত্ত অংশ : মেঘ দেখে কেউ করিসনে ভয়
আড়ালে তার সূর্য হাসে।

এই অংশের মূল ভাব : সূর্যের আলোর কথা ভেবে মেঘের ভয়ে ভীত হতে নেই।

তুলনা : মেঘকে দুর্দিনের সঙ্গে এবং সূর্যকে সুদিনের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে।

মানুষের দুর্বলতার প্রতি ইঙ্গিত : মানুষ দুর্দিনে হতাশ হয়ে পড়ে, বিপদে আত্মবিশ্বাস হারিয়ে ফেলে।

বক্তার এই কথা বলার উদ্দেশ্য ঃ আকাশের মেঘ যেমন ক্ষণস্থায়ী, জীবনে দুর্দিনও তেমনি বেশিদিন থাকবে না। মেঘ কেটে গিয়ে যেমন সূর্য ওঠে, তেমনি দুঃসময়ও একদিন শেষ হবে, সুসময় ফিরে আসবে। সুসময়ের জন্য চেষ্টা করতে হবে,আশায় বুক বাঁধতে হবে।

27.5 এবার ভাব সম্প্রসারণের পূর্ণাঙ্গ রূপ

আকাশে মাঝে মাঝে মেঘ জমে ঝড় ঝঞ্ঝা আর গভীর অন্ধকার নেমে আসে। কিন্তু মেঘের এই প্রভাব ক্ষণিকের। তারপরেই আবার সূর্য হেসে ওঠে। প্রকৃতিজগতে আলোছায়ার যাওয়া- আসা চলতে থাকে। মানুষের জীবনও সুখ দুঃখে ভরা। চলার পথে অনেক বাধাবিঘ্ন আসতে পারে। তাতে হতাশ হতে নেই। নতুন উৎসাহ নিয়ে নির্ভীকভাবে এগিয়ে যেতে হবে। সরে যাবে হতাশার মেঘ। জীবন আবার সাফল্যের আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠবে। তাই দুঃখে বিচলিত না হয়ে ধৈর্য ও সাহসে বুক বাঁধতে হবে সুসময়ের অপেক্ষায়। প্রকৃতি মানুষকে এই প্রেরণাই দিচ্ছে।

27.6 উদাহরণ 2

27.6.1 প্রদত্ত অংশ ঃ

যে নদী হারায়ে স্রোত চলিতে না পারে
সহস্র শৈবালদাম বাঁধে আসি তারে।
যে জাতি জীবনহারা অচল অসাড়
পদে পদে বাঁধে তারে জীর্ণ লোকাচার।

শৈবালদাম - শেওলার দল।
অসাড় - অবশ।
জীর্ণ লোকাচার - বর্জনীয় রীতিনীতি, কুসংস্কার।

27.6.2 এই অংশের মূলভাব ঃ নদীর প্রবাহের মতো জাতিরও এগিয়ে চলা উচিত। তা না হলে জীবনে কুসংস্কার জমে ওঠে। জীবনের গতি রুদ্ধ হয়।

27.6.3 তুলনা ঃ জাতির জীবনকে নদীর সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। জাতির সচলতার সঙ্গে নদীর স্রোত এবং শেওলার স্তূপের সঙ্গে বর্জনীয় রীতিনীতির তুলনা করা হয়েছে।

27.6.4 ত্রুটি দুর্বলতার প্রতি ইঙ্গিত ঃ শিক্ষা এবং সচেতন বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির অভাবে জাতির জীবন কুসংস্কারে বাঁধা পড়ে, তার গতি থেমে যায়।

27.6.5 এই কথা বলার বক্তার উদ্দেশ্য ঃ নদীকে অবাধে বয়ে যেতে না দিলে তার গতিহীন জলে শেওলা জমতে থাকে। তেমনি জাতির জীবনকে শিক্ষার দ্বারা, সচেতনার দ্বারা সজাগ ও সচল না রাখলে কুসংস্কার জমতে থাকে। তার ক্ষতির প্রভাব থেকে জাতিকে মুক্ত রাখার জন্য সচেষ্ট হতে হবে।

27.7 ভাবসম্প্রসারণের পূর্ণাঙ্গ রূপ

আপন বেগে বয়ে চলাতেই নদীর সার্থকতা। নদী যদি স্রোতহারা হয়, অসংখ্য শেওলা আর আর্বজনা তার গতিরোধ করে। সে অবস্থা তার পক্ষে মৃত্যুতুল্য। একটা জাতির সম্বন্ধেও একথা প্রযোজ্য। চলমানতাই জাতির জীবনের মূলমন্ত্র। শিক্ষা, সচেতনতা ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি জাতির জীবনকে সর্বদা সচল রাখে, সমাজের বিকাশ ঘটায়। তাতেই জাতি এগিয়ে যায়। তার বদলে যদি অন্ধ বিশ্বাস, ধর্মীয় সংকীর্ণতা জমে ওঠে তবে জাতির গতি হবে রুদ্ধ। যদি লোকাচারের বন্ধনে জীবন বাঁধা পড়ে যায়, তবে জীবনের কোনো সার্থকতাই থাকবে না। তাই সম্মুখে এগিয়ে চলার জন্য সর্বপ্রকার দুর্বলতা থেকে মুক্ত হতে হবে।

27.8 পাঠভিত্তিক প্রশ্ন

1. প্রদত্ত অংশগুলোর তুলনা ও মূল ভাব সংক্ষেপে বুঝিয়ে দিন

(ক) মোরা এক বৃন্তে দুটি কুসুম হিন্দু মুসলমান
মুসলিম তার নয়নমণি হিন্দু তাহার প্রাণ।

(খ) ফুল আপনার জন্য ফোটে না, পরের জন্য তোমার
হৃদয়কুসুমকে প্রস্ফুটিত করিও।

2. প্রদত্ত অংশের মূল ভাব সংক্ষেপে নিজের ভাষায় লিখুন

(ক) আপনাকে বড় বলে বড় সেই নয়
লোকে যারে বড় বলে বড় সেই হয়।

(খ) শুনহ মানুষ ভাই
সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই।

(গ) বিশ্বে যা কিছু মহান সৃষ্টি চির কল্যাণকর,
অর্ধেক তার করিয়াছে নারী অর্ধেক তার নর।

3. প্রদত্ত অংশ দুটিতে কোন্ দুর্বলতার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে ?

(ক) উত্তম নিশ্চিন্তে চলে অধমের সাথে
তিনিই মধ্যম যিনি চলেন তফাতে।

(খ) কেরোসিন শিখা বলে মাটির প্রদীপে
'ভাই বলে ডাকো যদি দেবো গলা টিপে।'
হেনকালে আকাশেতেউঠিলেন চাঁদা
কেরোসিন ডাকি বলে 'এসো মোর দাদা'।

28

পিয়ানোর গান

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

28.1 ভূমিকা

উৎস নির্দেশ

কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের একাদশ কাব্যগ্রন্থ 'অভ্র- আবীর'। প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৯১৬ অর্থাৎ ১৩২২ বঙ্গাব্দের বাসন্তী পূর্ণিমার দিন। গ্রন্থখানি সত্যেন্দ্রনাথ সাহিত্যিক চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে উৎসর্গ করেন। 'পিয়ানোর গান' এই কাব্যগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত।

মূল বক্তব্য

'পিয়ানোর গান' কবিতায় ধ্বনিতরঙ্গ সৃষ্টির মধ্যে দিয়ে কবিচিত্তের উল্লাস প্রকাশ পেয়েছে। কবি পিয়ানো বাজানোর ধ্বনির অনুসরণে নিসর্গ প্রকৃতি থেকে মানবমনের বহুবিচিত্র রূপের সন্ধান করেছেন। সত্যেন্দ্রনাথ প্রকৃতির কবি। রূপ রঙ রসকে আশ্রয় করে গড়ে উঠেছে ইন্দ্রিয়জগৎ। ধ্বনি দিয়ে এই জগৎকে ফুটিয়ে তোলা সহজ নয়। কবি সেই দুরূহ-সাধ্য ধ্বনিচিত্র সৃষ্টিতে সক্ষম হয়েছেন। এখানেই 'পিয়ানোর গান' কবিতাটির সার্থকতা।

28.2 উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে আপনি

- কবিতাটির ছন্দ অনুসরণ করে পিয়ানোর ধ্বনি-তরঙ্গ সম্বন্ধে ধারণা গড়ে তুলতে পারবেন।
- প্রকৃতির রূপ সম্পর্কে সচেতনতা বাড়াতে পারবেন।
- লক্ষ্মীর আবাস সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।
- বাংলা ধ্বন্যাত্মক শব্দ, শব্দদ্বিত্ব ব্যবহারের কৌশল আয়ত্ত করতে পারবেন।
- নতুন শেখা শব্দগুলি বাক্যে ব্যবহার করতে সমর্থ হবেন।

28.3 মূল পাঠ ও শব্দার্থ

আসুন, আমরা কবিতটি ভালো করে পড়ি। পড়তে গিয়ে যে শব্দগুলির অর্থ বুঝতে পারবেন না বা অসুবিধে হবে, পাশে দেওয়া শব্দার্থ থেকে সেগুলি দেখে নিন।

স্তবক - 1

তুল্ তুল্ টুক্ টুক্
টুক্ টুক্ তুল্ তুল্
কোন্ ফুল তার তুল
তার তুল কোন্ ফুল?
টুক্ টুক্ রঙ্গন
কিংশুক ফুল্ল
নয় নয় নিশ্চয়
নয় তার তুল্য।

স্তবক - 2

টুক্ টুক্ পদ্ম
লক্ষ্মীর সদ্ম
নয় তার দুই পা'র
আল্‌তার মূল্য।
টুক্ টুক্ টুক্ ঠোঁট
নয় শিউলির বোঁট
টুক্ টুক্ তুল্ তুল্
নয় বসরাই গুল।

স্তবক - 3

ঝিল্‌মিল্ ঝিক্‌মিক
ঝিক্‌মিক ঝিল্‌মিল
পুষ্পের মঞ্জীল্
তার তন্ তার দিল্।
তার তন্ তার মন
ফাল্গুন - ফুল্-বন
কৈশোর-যৌবন
সন্ধির পত্তন।

স্তবক - 4

চোখ তার চঞ্চল -
এই চোখ উৎসুক
এই চোখ বিহ্বল
ঘুম-ঘুম সুখ-সুখ!

এই চোখ জ্বল-জ্বল্
টল্ টল্ ঢল্ ঢল্
নাই তীর নাই তল,
এই চোখ ছল্ ছল্!

তুলতুল্ – কোমল, খুব নরম।
টুকটুক – গাঢ়, রাঙা।
তুল – সমান, মতো।
ফুল্ল – ফুটন্ত, বিকশিত, যা ফুটছে এমন।
তুল্য – মতো, সমান।
সদ্ম – আবাস, গৃহ।
আল্‌তা – লাল রঙের তরল প্রসাধনী যা মেয়েরা পায়ের পাতায় দেয়।
বোঁট – বোঁটা, বৃন্ত।
বসরাই – ইরাকের অন্তর্ভুক্ত বসরার।
গুল – ফুল, গোলাপ ফুল।
ঝিল্‌মিল্ – মৃদু উজ্জ্বলতা।
ঝিকমিক্ – মৃদু আলোর চঞ্চল আভা।
পুষ্প – ফুল।
মঞ্জীল – ঘর, প্রাসাদ।
তন্ – দেহ, শরীর।
দিল – হৃদয়, চিত্ত।
কৈশোর – বাল্য ও যৌবনের মধ্যবর্তী অবস্থা (১১ - ১৫ বছর)।
যৌবন – কৈশোরের পরিণতি, তরুণ বয়স, যুবাবস্থা (১৬ - ৩০ বছর)।
সন্ধির – দুই-কালের সংযোগ মুহূর্তের সূচনা, আরম্ভ।
চঞ্চল – অস্থির, ব্যাকুল।
উৎসুক – কৌতূহলী, আগ্রহী।
বিহ্বল – বিভোর, আবিষ্ট।
জ্বলজ্বল – উজ্জ্বলভাবে প্রকাশিত।
টল্ টল্ – তরল বস্তুর ঈষৎ আন্দোলনের ভাব।
ঢল্ ঢল্ – শিথিল, ঢিলে।
তীর – পাড়, কূল।
তল – তলার অংশ।

স্তবক - 5

জ্যোৎস্নায় নাই বাঁধ
এই চাঁদ উন্মাদ
এই মন উন্মন
তন্ময় এই চাঁদ।
এই গায় কোন্ সুর
এই ধায় কোন্ দূর
কোন বায় ফুর ফুর
কোন্ স্বপ্নের পুর!

স্তবক - 6

গান তার গুন্ গুন্
মঞ্জীর রুন্ রুন্
বোল তার ফিস্ ফিস্
চুল তার মিশ্ মিশ্।
সেই মোর বুলবুল্, -
নাই তার পিঞ্জর,-
চঞ্চল চুল্‌বুল্
পাখনায় নির্ভর।

স্তবক - 7

পাখনায় নাই ফাঁস
মন তার নয় দাস,
নীড় তার মোর বুক
এই মোর এই সুখ।
প্রেম তার বিশ্বাস
প্রেম তার বিত্ত
প্রেম তার নিশ্বাস
প্রেম তার নিত্য।

স্তবক - 8

তুল্ তুল্ টুক্ টুক্
টুক্ টুক্ তুল্ তুল্
তার তুল্ কার মুখ?
তার তুল্ কোন্ ফুল?
বিল্‌কুল্ তুল্ তুল্
টুক্ টুক্ বিল্‌কুল্
এল্ - বসরাই্ গুল্!
দেল্ - রোশনাই - ফুল!

বাঁধ -- সীমা, জলের ধারা আটকাবার জন্য সীমা, আল।
উন্মাদ – পাগল।
উন্মন – ব্যাকুল, অন্যমনস্ক।
ধায় – ছুটে চলে, যায়।
বায় – বাতাস।
পুর – নগর, শহর।
মঞ্জীর – নূপুর, মল।
বোল – কথা, ভাষা।
মিশ্‌মিশ্ – ঘোর, গাঢ়।
পিঞ্জর – খাঁচা।
চুল্ বুল – চঞ্চলতার ভাব, অস্থিরতা।
পাখনা – পাখা, ডানা।
ফাঁস – বাঁধন।
দাস – অধীন ব্যক্তি, চাকর।
নীড় – বাসা, আশ্রয়।
বিত্ত – ধন, সম্পদ।
নিশ্বাস – নাক থেকে যে বাতাস বেরোয়, নির্গত যে শ্বাস।
বিল্‌কুল্ – পুরোপুরি, একদম।
দেল্ – হৃদয়, মন।
রোশনাই – আলোর ছটা, দীপ্তি।

28.4 প্রাথমিক বোধবিচার

মূল পাঠ তো পড়া শেষ করলেন। পাশে দেওয়া শব্দের মানেও প্রয়োজন মতো দেখে নিয়েছেন। এবার বিষয়টি পড়ে প্রাথমিক কী ধারণা হল তা জেনে নেওয়া যাক --

(i) যে কবিতাটি পড়লেন তার নাম কী?
(ii) 'পিয়ানোর গান' কবিতাটি কার লেখা?
(iii) কবিতাটির বিষয়বস্তু কী?
(iv) পিয়ানোর সঙ্গে কবিতাটির কী সম্পর্ক?

28.5 আলোচনা

কবিতাটি আপনারা পড়ে নিয়েছেন। কবিতার গদ্যরূপটি এবার জেনে নিন। সেই সঙ্গে কয়েকটি করে স্তবক নিয়ে বিষয়টি ভাল করে বুঝে নেওয়া যাক।

28.5.1 স্তবক (1 - 2)

'তুল্ তুল্ টুক্ টুক্ ....নয় বসরাই গুল।'

গদ্যরূপ

তুলতুলে টুকটুকে, টুকটুকে তুলতুলে কোন্ ফুল তার তুল্য? তার তুল্য কোন্ ফুল? টুকটুকে রঙ্গন, বিকশিত কিংশুক নিশ্চয় তার তুলনীয় নয়। টুকটুকে পদ্ম লক্ষ্মীদেবীর সদ্ম, তা তাঁর দুই পায়ের আলতার মূল্য নয়। টুকটুকে ঠোঁট শিউলির বোঁটা নয়, টুকটুকে তুলতুলে বসরাই গোলাপ নয়।

মূল বক্তব্য

'ফুলের ফসলে' কবি ফুলের সৌন্দর্যে বিভোর। পিয়ানোর ধ্বনিতরঙ্গের সঙ্গে কোমল, রাঙা কোন্ ফুলের তুলনা করা যায় -- কবির মনে এই প্রশ্ন জেগেছে। রঙ্গন, কিংশুক সুন্দর তাতে সন্দেহ নেই, কিন্তু ধ্বনি সৌন্দর্যের সঙ্গে বুঝি তা তুল্যমূল্য লাভ করতে পারে না।

রাঙা পদ্মের প্রসঙ্গ এসেছে লক্ষ্মীদেবীর রাঙা পায়ের অবস্থানের কথা ভেবে, সেইসঙ্গে এসেছে শিউলির বোঁটার কথা - ঠোঁটের রঙের তুলনায়। এসেছে নরম উজ্জ্বল বসরাই গোলাপের কথা-- এভাবেই নানা ফুলের খবর দিয়েছেন কবি।

পাঠগত প্রশ্ন - 1.1

1- 2 স্তবক পড়ে নিন। তারপর নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দিন।

1. 'কোমলতা' বোঝাতে কী শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে?
2. 'টুকটুক' শব্দের অর্থ কি?
3. কোন্ কোন্ ফুল টুকটুকে?
4. 'কিংশুক' কী রকম অবস্থায় আছে?
5. লক্ষ্মীর 'সদ্ম' কাকে বলা হয়েছে?
6. টুকটুকে ঠোঁটের প্রসঙ্গে কোন্ ফুলের বোঁটার কথা বলা হয়েছে?

7. **স্তবক দুটি থেকে শব্দ নিয়ে শূন্যস্থান পূরণ করুন**

(i) কোন্ ফুল তার ------------------------।

(ii) টুক টুক ---------------------
---------------------ফুল্ল।

(iii) টুক টুক পদ্ম
লক্ষ্মীর ---------------------।

(iv) টুক্ টুক্ ——————
নয় —————— গুল।

28.3.2 স্তবক (3 - 4)

'ঝিল্‌মিল্ ঝিক্‌মিক্ .... এই চোখ ছল্ ছল্!'

গদ্যরূপ

ঝিলমিলে ঝিকমিকে ঝিকমিকে ঝিলমিলে ফুলের প্রাসাদ যেন তার শরীর, তার হৃদয়। তার শরীর, তার মন যেন ফাল্গুনের ফুলবন,কৈশোর-যৌবনের সূচনাকাল। তার চোখ চঞ্চল এবং উৎসুক তার এই চোখ বিহ্বল ,চোখে ঘুম - ঘুম সুখসুখ ভাব। এই চোখ উজ্জ্বল টলটল ঢলঢল। তার তীর নেই, তল নেই, এই চোখ ছলছলে।

মূল বক্তব্য

ফাল্গুনের প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের জীবনের কৈশোর-যৌবনের তুলনা করা হয়েছে। তুলনা করা হয়েছে ফুলের কোমলতার সঙ্গে তার মনের।

চঞ্চল চোখে তার অসীম কৌতূহল, উজ্জ্বলতা, এই চোখেই আবার ঘুমঘোরের সুখাবেশ। কখনও বা সজল কোনো চোখে অতলতা লক্ষ্য করেছেন কবি।

পাঠগত প্রশ্ন - 1.2

3 - 4 স্তবকের পাঠ শেষ হলে নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দিন।

8. তৃতীয় স্তবকে আলোর মৃদু উজ্জ্বলতা বা চঞ্চলতা বোঝাতে কবি কোন্ দুটি শব্দের ব্যবহার করেছেন?
9. কিসের 'মঞ্জীলে'র কথা বলা হয়েছে?
10. তার 'তন্', তার 'দিল্' কীরকম?
11. ফাল্গুনের ফুলবনকে কার সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে?
12. 'সন্ধির পত্তন' বলতে জীবনের কোন্ সময়কে বুঝিয়েছেন?
13. চোখ তার কীরকম?
14. 'উৎসুখ' কী হয়েছে?
15. বিহ্বল চোখে কিসের ভাব?

16. **সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।**

(i) পুষ্পের মঞ্জীল
তার মন, তার তন।

(ii) তার তন্ তার মন
আশ্বিন ফুলবন।

(iii) কৈশোর - যৌবন
সন্ধির পত্তন।

(iv) নাই তীর নাই তল
এই চোখ ছল্‌ছল্।

28.3.3 স্তবক (5 - 6)

'জ্যোৎস্নায় নাই বাঁধ ....পাখনায় নির্ভর।'

গদ্যরূপ

বাঁধভাঙা জ্যোৎস্নায় এই চাঁদ উন্মাদপ্রায়, এই মন উন্মনা, এই চাঁদ তন্ময়। কোন্ সুরে ও (গান) গায়, এ কোন্ দূরে ছুটেচলে, কোন্ ফুরফুরে বাতাস বয়ে চলে, কোন্ স্বপ্নের নগরে।

তার গুনগুন গান, তার নূপুরের রুনরুন ধ্বনি, তার ফিস্‌ফিস্ কথা, তার ঘন কালো চুল । সেই আমার বুলবুল, তার খাঁচা নেই; চঞ্চল, চুলবুলে, ডানায় সে নির্ভরশীল।

মূল বক্তব্য

চাঁদের বাঁধভাঙা জ্যোৎস্না কীভাবে মানুষের মনকে উন্মনা করে তোলে তার প্রকাশ ঘটেছে এখানে। প্রকৃতির গুঞ্জন গানে, নূপুরের ধ্বনিতে, চঞ্চল বুলবুলি সেই মুক্ত ভাবের প্রকাশ।

পাঠগত প্রশ্ন- 1.3

5 এবং 6 স্তবকদুটি ভাল করে পড়ুন — নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দিন।

17. জ্যোৎস্নার কী নেই?
18. এই মন কীরকম?
19. 'মঞ্জীর' শব্দের অর্থ কী?
20. চুল তার কীরকম?
21. কার 'পিঞ্জর' নেই?

22. **নীচের শব্দগুলির সঙ্গে সম্বন্ধ আছে এমন শব্দ পাশের থেকে নিয়ে শূন্যস্থানে লিখুন। প্রথমটি দেখে নিন-**

i)	চাঁদ	<u>জ্যোৎস্না</u>	জ্যোৎস্না
ii)	মন	------------	ফুর্‌ফুর্
iii)	মঞ্জীর	------------	ফিস্‌ফিস্
iv)	বায়	------------	রুন্‌রুন্
v)	বোল	------------	উন্মন

28.3.4 স্তবক (7 - 8)

'পাখনায় নাই ফাঁস .... দেল্ - রোশনাই - ফুল।'

গদ্যরূপ

বন্ধনহীন সেই পাখনা যেমন কারও দাস নয়, তার আশ্রয় আমার বুক, এই আমার সুখ। প্রেমে তার বিশ্বাস, প্রেমকে সে পরম ধন মনে করে, নিঃশ্বাসের মতো প্রেম এবং সে প্রেম নিত্যদিনের।

তুলতুলে টুকটুকে টুকটুকে তুলতুলে কার মুখ তার সঙ্গে তুলনীয়? কোন্ ফুল তার সঙ্গে তুলনীয়? একদম তুলতুলে টুকটুকে একদম, এল্ বসরাই গোলাপ ! হৃদয় আলো-করা ফুল!

মূল বক্তব্য

প্রকৃতির মধ্যে বাঁধনহীন জীবনের ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। মানবপ্রেমের মধ্যে চিরন্তনতার কথা আছে। মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির একাত্মতার কথা বলেছেন কবি। সেখানে কোথাও যেন খোঁজ মেলে নিত্যতার। তাই 'পিয়ানোর গান' একই সঙ্গে ধ্বনি ও চিত্রে তুলনার বোধ যেমন সৃষ্টি করে, তেমনি কোথাও পার্থক্যও রচনা করে। কবি ছন্দের মায়ায় মুগ্ধ। 'পিয়ানোর গান' সেই ছন্দ- মায়া রচনা করেছে। ভাব ও রূপের সম্মিলনে 'পিয়ানোর গান' এক অপরূপ সৃষ্টি।

পাঠগত প্রশ্ন - 1.4

7 এবং 8 স্তবক দুটি পড়ে নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দিন।

23. কোথায় ফাঁস নেই?
24. মন তার কী নয়?
25. তার নীড় কোথায়?
26. ফুলকে কেন 'রোশনাই' বলা হচ্ছে?
27. স্তম্ভদুটিতে দেওয়া শব্দগুলির মধ্যে অর্থের মিল খুঁজে বার করুন।

(i)	পাখনা	সম্পদ
(ii)	নীড়	পুষ্প
(iii)	বিত্ত	গোলাপ
(iv)	ফুল	ডানা
(v)	গুল	বাসা

28. **নীচের ডানদিক থেকে সঠিক শব্দ বেছে নিয়ে বাঁ দিকের শব্দের সঙ্গে জুড়ে দিয়ে এক শব্দ করুন।**

(i)	পাখনায়	বুক
(ii)	মন	নিশ্বাস
(iii)	নীড়	ফাঁস
(iv)	প্রেম	গুল
(v)	বসরাই	দাস

28.6 ব্যাকরণ ও ভাষারীতি

i) আসুন, কবিতাটির ব্যাকরণ ও ভাষারীতি নিয়ে এবার একটু আলোচনা করি।

ভাষা শেখার সময় শব্দের সঙ্গে পরিচয় ঘটে। শব্দের মধ্যে কখনও দুটি ধ্বনির মিলনে সন্ধি ঘটে। আগে একটি জেনে নিন। পরে অন্যগুলির সন্ধি বিচ্ছেদ করুন।

নিশ্বাস = নিঃ (নির্) + শ্বাস
উন্মাদ =
উন্মন =
তন্ময় =

ii) কোনো শব্দকে অন্য শব্দে পরিবর্তন করলে শব্দান্তর হয়। বিশেষ্য আর বিশেষণের মধ্যে এই পারস্পরিক পরিবর্তন হয়। একটি করে দিচ্ছি, অন্যগুলি আপনি করুন—

পুষ্প — পুষ্পিত
উৎসুক —
চঞ্চল —
দাস —
ফাল্গুন —

iii) যে শব্দগুলি ব্যবহার করি, তার অর্থ বা ভাব একরকম,অন্য একটি শব্দ বিপরীত ভাব বা অর্থ প্রকাশক হলে, শব্দ দুটিকে পরস্পরের বিপরীতার্থক শব্দ বলে। প্রথমটি করে দিলাম, অন্যগুলি আপনাকে করতে হবে।

চঞ্চল -- অচঞ্চল, স্থির
সুখ --
দূর --
নিত্য --
বিশ্বাস --

iv) যে সব শব্দকে একই অর্থে ব্যবহার করা চলে, আপনারা জানেন তাদের সমার্থক শব্দ বা প্রতিশব্দ বলে। একটা করে দিলাম, অন্যগুলি আপনাকে করতে হবে।

ফুল -- পুষ্প, কুসুম

vii) আপনারা জানেন কতকগুলি শব্দ কাব্যে প্রয়োগ করার সময় তার গদ্যরূপটি বদলে যায়। শব্দের এই কাব্যিক প্রয়োগ একটা করে দিচ্ছি, অন্যগুলি আপনি করুন --

তুল -- তুল্য
বায় --
বোঁট --
তন্ --

viii) সাধুভাষার রূপ চলিত ভাষার পাল্টে যায়। প্রথমটি করা হল, বাকিগুলি আপনি করুন।

তাহার -- তার
পুষ্প --
নীড় --
নাহি --
বিত্ত --

28.7 সমগ্র বিষয়ভিত্তিক মন্তব্য

পিয়ানো বিদেশি বাদ্যযন্ত্র। এই কবিতায় পিয়ানোর ধ্বনিতরঙ্গকে সমধ্বন্যাত্মক রুদ্ধদল অর্থাৎ হলন্ত অক্ষরের সাহায্যে ধরবার চেষ্টা করা হয়েছে। কবিতাটিতে ধ্বনির সঙ্গে ইন্দ্রিয়জগৎ কতকগুলি ছবির মধ্য দিয়ে ফুটে উঠেছে। নিসর্গ প্রকৃতির ভূমিকা এখানে মানবজীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত বলে তা আমাদের হৃদয় স্পর্শ করে।

পদ্ম --
চাঁদ --
মন --
চোখ --

v) দুটি শব্দের উচ্চারণ একই রকম বা প্রায় একই রকম হলে, তাকে সমোচ্চারিত শব্দ বা প্রায় সমোচ্চারিত শব্দ বলি। প্রথম জোড়া করা হয়েছে, বাকি জোড়াগুলি আপনাকে করতে হবে।

মুখ -- মুখ মণ্ডল, মুখ গহ্বর
মূক -- বোবা
কোন্ --

কোণ	--	
বাঁধ	--	
বাধ	--	
তার	--	
তাঁর	--	

vi) বাংলায় কতকগুলি ধ্বনিবাচক শব্দ বিশেষণ ও ক্রিয়াবিশেষণ রূপে ব্যবহার করা হয়। তাকে বলি ধ্বন্যাত্মক শব্দ। একটি ধ্বন্যাত্মক শব্দ দেখানো হল, বাকিগুলি কবিতা থেকে আপনারা খুঁজে বার করুন।

জ্বলজ্বল	--	টলটল
গুনগুন	--	
ফিস্‌ফিস্	--	
তুলতুল্	--	
ঝিল্‌মিল্	--	

vii) আপনারা জানেন কতকগুলি শব্দ কাব্যে প্রয়োগ করার সময় তার গদ্যরূপটি বদলে যায়। শব্দের এই কাব্যিক প্রয়োগ একটা করে দিচ্ছি, অন্যগুলি আপনি করুন —

তুল	--	তুল্য
বায়	--	
বোঁট	--	
তন্	--	

viii) সাধুভাষার রূপ চলিত ভাষার থেকে একটুখানি আলাদা নীচে দেওয়া চলিত রূপগুলোর সাধুরূপ কী হবে, করে দেখান — । প্রথমটি করা হল, দ্বিতীয়টি আপনি করুন।

তার	--	তাহার
নয়	--	

28.7 সমগ্র বিষয়ভিত্তিক মন্তব্য

পিয়ানো বিদেশি বাদ্যযন্ত্র। এই কবিতায় পিয়ানোর ধ্বনিতরঙ্গকে সমধ্বন্যাত্মক রুদ্ধদল অর্থাৎ হলন্ত অক্ষরের সাহায্যে ধরবার চেষ্টা করা হয়েছে। কবিতাটিতে ধ্বনির সঙ্গে ইন্দ্রিয়জগৎ কতকগুলি ছবির মধ্য দিয়ে ফুটে উঠেছে। নিসর্গ প্রকৃতির ভূমিকা এখানে মানবজীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত বলে তা আমাদের হৃদয় স্পর্শ করে।

28.8 রচনাবৈশিষ্ট্য

সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের 'পিয়ানোর গান' কবিতায় একই ধ্বনিগুচ্ছ বিভিন্নভাবে আগে পরে সাজানো হয়েছে। টুক্‌টুক্ তুল্‌তুল্/তুল্‌তুল্ টুক্‌টুক্ অথবা 'ঝিল্‌মিল্ ঝিক্‌মিক্/ঝিক্‌মিক্ ঝিল্‌মিল্'। কোথাও বা শব্দগুচ্ছ ফিরে ফিরে আসছে — 'কোন্ ফুল তার তুল্/তার তুল্ কোন্ ফুল?'

প্রতিটি পংক্তি বলার সঙ্গে সঙ্গে মনে হয় যেন পিয়ানোর একটি করে ধ্বনি - ঝংকার সৃষ্টি হচ্ছে। ছন্দের যাদুকর সত্যেন্দ্রনাথের বিভিন্ন কবিতায় ছন্দ নিয়ে পরীক্ষা- নিরীক্ষা আমরা দেখতে পাই। এ - কবিতাতেও তা লক্ষ করা যায়। ভাষা ব্যবহারে তাঁর উদার মনোভাব বিচিত্র ধরনের শব্দসম্ভারকে কবিতায় স্থান দিয়েছে।

যেমন - 'এল্ - বসরাই গুল !
দেল্ - রোশনাই - ফুল !'

28.9 আপনি যা শিখলেন

(i) কবিতাটির মর্মার্থ অনুভব করতে পারলেন।

(ii) মানব প্রকৃতি ও নিসর্গ প্রকৃতির সাদৃশ্য অনুভব করতে শিখলেন।

(iii) নতুন শেখা শব্দগুলি বাক্যে ব্যবহার করতে শিখলেন।

(iv) পাঠের অন্তর্গত বিভিন্ন সন্ধি, সমার্থক শব্দ, বিপরীতার্থক শব্দ, শব্দান্তর, ধ্বন্যাত্মক শব্দ শিখলেন।

(v) কবিতার বিশেষ ছন্দটি উপলব্ধি করতে সমর্থ হলেন।

28.10 সমগ্র পাঠভিত্তিক প্রশ্ন

(i) কবিতাটির নাম 'পিয়ানোর গান' দেওয়া হয়েছে কেন ?

(ii) নিসর্গ প্রকৃতির সঙ্গে মানবপ্রকৃতির মিল কবি কীভাবে দেখিয়েছেন – আলোচনা করুন।

(iii) উদাহরণ সহ কবিতাটির ভাষাবৈশিষ্ট্য নির্দেশ করুন।

(iv) অন্ত্যানুপ্রাস ব্যবহারে কবির নৈপুণ্যের পরিচয় দিন।

28.11 কবি পরিচিতি

কবিতাটি পড়লেন। এবার কবির সম্পর্কে একটু জেনে নিন–

নবদ্বীপের প্রায় আট কিলোমিটার উত্তরে বর্ধমান জেলার 'চুপী' গ্রামে দত্ত- পরিবারের বাস ছিল। অক্ষয়কুমার দত্তের পৌত্র, রজনীনাথ দত্তের পুত্র সত্যেন্দ্রনাথ ১৮৮২ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি জন্মগ্রহণ করেন। কলকাতায় মসজিদ বাড়ি স্ট্রিটে তাঁরা থাকতেন। ক্ষুদিরাম বসুর সেন্ট্রাল কলেজিয়েট স্কুলথেকে ১৮৯৯ সালে তিনি এন্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ন হন। জেনারেল এ্যাসেম্ব্রিজ ইনস্টিটিউশন– বর্তমান স্কটিশ চার্চ কলেজ থেকে FA পরীক্ষা পাশ করার পর সেখানেই BA ক্লাসে ভর্তি হন। প্রভূত পড়াশোনা এবং সাহিত্যচর্চায় আগ্রহ থাকলেও বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় তিনি কৃতিত্ব দেখাতে পারেননি। ছাত্র জীবন থেকে তিনি রবীন্দ্রনাথের স্নেহানুকূল্য লাভ করেন। কলেজে পড়ার সময় তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'সবিতা' (১৯০০) প্রকাশিত হয়।

কলেজে পড়ার সময়ই কনকলতা বসুর সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। সত্যেন্দ্রনাথ দীর্ঘজীবন লাভ করেননি। কিন্তু তাঁর কবিতা এবং গদ্যরচনার পরিমাণ নিতান্ত অল্প নয়। তাঁর প্রধান কাব্যগ্রন্থ 'হোমশিখা' 'কুহু ও কেকা ', 'অভ্র - আবীর', ' বেলা শেষের গান' এবং 'বিদায় - আরতি'। ভাষান্তরের ক্ষেত্রে তিনি বিশেষ কৃতিত্ব অর্জন করেন। তাঁর অনুবাদ কাব্যগুলি হল – 'তীর্থসলিল', 'তীর্থরেণু' এবং 'মণিমঞ্জুষা'।

সত্যেন্দ্রনাথের শরীর কখনও ভাল ছিল না, বিশেষত দৃষ্টিক্ষীণতা তাঁর মনে অন্ধতার ভীতি জাগিয়েছিল। ১৯২২ সালের ২৫ জুন অকালে তাঁর প্রয়াণ ঘটে। তাঁর মৃত্যুর পর তার স্মরণে ১৩২৯ বঙ্গাব্দের আষাঢ় মাসে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর একটি কবিতা রচনা করেন – 'সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত'।

28.11 সমধর্মী রচনা

সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের নানা কবিতাতেই শব্দক্রীড়া ও ধ্বনিময়তা প্রকাশ পেয়েছে। ধ্বন্যাত্মক শব্দ ব্যবহারে তাঁর পারদর্শিতা লক্ষণীয়। 'অভ্র - আবীর' - এর 'ইলশে গুঁড়ি' কবিতায় ঝিরঝিরে বৃষ্টিধারার সঙ্গে কবিতার ছন্দকে মিলিয়ে দেওয়া হয়েছে --

''ইল্‌শে গুঁড়ি !   ইল্‌শে গুঁড়ি !
পরীর কানের দুল,
ইল্‌শে গুঁড়ি !   ইল্‌শে গুঁড়ি !
ঝুরো কদম ফুল।
ইল্‌শে গুঁড়ির খুন্‌সুড়িতে

ঝাড়ছে পাখা টুনটুনিতে,
নেবুফুলের   কুঞ্জটিতে
দুল্‌ছে দোদুল দুল্‌
ইল্‌শে গুঁড়ি   মেঘের খেয়াল
ঘুম - বাগানের ফুল।

'ছন্দহিল্লোল' কবিতায় ধ্বনিসৃষ্টির উল্লাস নিসর্গ চিত্রের সঙ্গে মিলেমিশে গিয়েছে —

ঝরছে ঝর্ঝর,   ঝরছে ঝম্‌ঝম্‌,
বজ্র গর্জায়,   ঝঞ্ঝা গম্‌গম্‌,
লিখছে বিদ্যুৎ   মন্ত্র অদ্ভুত,
বলছে তিন লোক "বম্‌ ববম্‌ বম্‌"!

ধ্বনিচিত্রের কাব্যরূপ হিসেবে সত্যেন্দ্রনাথের এই অনবদ্য কবিতাটি 'পিয়ানোর গান' -এর সঙ্গে তুলনীয়। এখানে শিলাবৃষ্টির অপরূপ চিত্রটি ধরা পড়েছে — '

টুক্‌ টাক্‌ টুস ঠাস্‌ চড়্‌ বড়াবড়
শিল্‌ পড়ে মেঘ ডাকে কড়্‌ কড়াকড় !.....
ঝাপটায় দরজায় আঁটা দায় খিল !
ঘরে ঘরে কলরব — শিল্‌! শিল্‌! শিল্‌'

'আবোল - তাবোল - এর কবি সুকুমার রায়ের রচনায় ধ্বনিচিত্র অঙ্কনে সত্যেনাথের মতোই নৈপুণ্যের পরিচয় মেলে —

'ঠাস্‌ ঠাস্‌ দ্রুম্‌ দ্রাম্‌ শুনে লাগে খট্‌কা—
ফুল ফোটে ? তাই বল! আমি ভাবি পট্‌কা!
শাঁই শাঁই পন্‌পন্‌, ভয়ে কান বন্ধ —
ওই বুঝি ছুটে যায় সে ফুলের গন্ধ ?'

28.12 উত্তর সংকেত

পড়া শেষ করেছেন। পাঠগত প্রশ্নের উত্তরও লিখে ফেলেছেন নিশ্চয়ই। এখন উত্তর - সংকেত দেখে উত্তরগুলি মিলিয়ে নিন।

1.1
1. তুলতুল্‌।
2. গাঢ়, রাঙা।
3. রঙ্গন, কিংশুক, পদ্ম।

4. বিকশিত বা ফুটন্ত।
5. পদ্মকে ।
6. শিউলি।
7. (i) তুল
   (ii) রঙ্গন/কিংশুক
   (iii) সদ্ম
   (iv) তুলতুল্ / বসরাই

1.2 8. ঝিল্‌মিল্ ও ঝিক্‌মিক্
9. পুষ্পের
10. পুষ্পের মঞ্জীল
11. তার তন্ তার মনের সঙ্গে
12. কৈশোর - যৌবনকে
13. চঞ্চল
14. চোখ
15. ঘুম - ঘুম সুখ -সুখ ভাব
16. (i) X
    (ii) X
    (iii) ✓
    (iv) ✓

1.3 17. বাঁধ অর্থাৎ সীমা নেই
18. উন্মন
19. নূপুর, মল
20. মিশ্‌মিশ্ অর্থাৎ ঘন কালো
21. বুলবুলের
22. (i) উন্মন্
    (ii) রুনরুন্
    (iii) ফুরফুর্
    (iv) ফিস্‌ফিস্

1.4 23. পাখনায়
24. দাস নয়
25. বুকে
26. আলোর ছটা/ দীপ্তি ছড়াচ্ছে (বর্ণের মধ্য দিয়ে)
27. (i) ডানা
    (ii) বাসা
    (iii) সম্পদ
    (iv) পুষ্প
    (v) গোলাপ

28. (i) পাখনায় নাই ফাঁস
    (ii) মন তার নয় দাস

(iii) নীড় তার মোর বুক
(iv) প্রেম তার নিশ্বাস
(v) এল - বসরাই গুল

28.6 ব্যাকরণ ও ভাষারীতি

i) উৎ + মাদ
উৎ + মন
তৎ + ময়

ii) ঔৎসুক্য
চাঞ্চল্য, চঞ্চলতা
দাসত্ব, দাস্য
ফাল্গুনী

iii) অসুখ
নিকট
অনিত্য
অবিশ্বাস

iv) কমল, পঙ্কজ
শশধর, চন্দ্র
চিত্ত, অন্তর
অক্ষি, নয়ন

v) কি, কে
দুই সরলরেখার সংযোগ
জলস্রোত ঠেকাবার জন্য আল বা পাঁচিল বাধা
তাহার - এর কথ্যরূপ
ধাতুনির্মিত সুতো
বদন, আনন
বোবা

vi) রুন্‌রুন্‌
মিশ্‌মিশ্‌
বুলবল্‌, চুলবুল্‌
ঝিক্‌মিক্‌

vii) বায়ু
বোঁটা
তনু

viii) ফুল
বাসা
নাই
টাকাকড়ি

কাজের পাতা - 4
(পাঠ 22 - 28)

পূর্ণমান - 50 সময় $1\frac{1}{2}$ ঘণ্টা

1. নীচের অনুচ্ছেদটির বক্তব্য অনধিক 50 টি শব্দে লিখুন: 4

মাঠে মাঠে গাছে গাছে, নদীর ধারে কত বিচিত্র পাখির বাস। টিয়া চন্দনা মানুষের কথা নকল করতে পারে। ঘরের পাখি বনের পাখি। হরেক রকম পাখি, হরেক রকম তাদের বাসা। যে পাখি চিৎকার করে আমাদের ঘুম ভাঙায় সে ওই কাক। কী কর্কশ তার ডাক! কোন পাখি তালগাছে বাসা বাঁধে? সে হল বাবুই পাখি। ওস্তাদ কারিগর বটে বাবুই। 'বউ কথা কও' — একটি পাখির ডাক। পাখির নামটাও ওই। বক, পানকৌড়ি, মাছরাঙা থাকে জলের কাছকাছি কোনো গাছে। ঘুঘু ডাকে দুপুরে। বড় করুণ লাগে ঘুঘুর ডাক। শকুন থাকে একেবারে উঁচু কোনো গাছের ডালে। চড়ুই বাসা বাঁধে বাড়ির আনাচে কানাচে। কোকিলের ডাকের খ্যাতি আছে। প্যাঁচা ডাকে রাতে। শুনলে ভয় লাগে।

2. নীচের যে কোনও একটি উদ্ধৃতির ভাব অনধিক 50 টি শব্দে ব্যাখ্যা করে লিখুন: 4

(ক) 'আপনাকে বড় বলে বড় সেই নয়,
লোকে যারে বড় বলে বড় সেই হয়।।'

অথবা

(খ) 'সূর্যই সকল শক্তির উৎস।'

3. নীচের অনুচ্ছেদ দুটি পড়ে প্রশ্নগুলির উত্তর দিন: 2+4=6

১. আমাদের দেশে বৃক্ষদেবতার পূজা, বৃক্ষরোপণ প্রাচীনকাল থেকে চলে আসছে। প্রাচীন ভারতের অনেক রাজা বৃক্ষরোপণকে জনহিতকর কাজ বলে ভাবতেন। তাঁরা রাজপথের দু-ধারে গাছ লাগাতেন যাতে ক্লান্ত পথিক গাছের ছায়ায় বিশ্রাম নিতে পারে। এখনও ছায়াঢাকা রাজপথগুলো রাজাদের বৃক্ষপ্রীতির কথা মনে করিয়ে দেয়। তাছাড়া বহু সাধকের সাধনার স্থান ছিল বৃক্ষতল। প্রাচীন ভারতে মানুষের জীবনে বৃক্ষ ছিল বেশ গুরুত্বপূর্ণ।

২. বর্তমানে নির্বিচারে বৃক্ষ বিনাশ মানুষের সর্বনাশ ডেকে আনছে। গাছ কমে যাওয়ায় বায়ুমণ্ডল উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে। বৃষ্টিপাতের পরিমাণও কমে যেতে বসেছে। তাছাড়া ভূমিক্ষয় বাড়ছে। নদীর কূল, পুকুরের পাড় ভেঙে যাচ্ছে। মূল্যবান বনজ সম্পদ দুর্লভ হয়ে গেছে। আর পথঘাট, জনবসতি শ্যামলতা হারিয়ে রুক্ষ, তপ্ত, শ্রীহীন হয়ে পড়ছে।

প্রশ্ন:

(ক) প্রাচীন রাজারা পথের দুধারে গাছ লাগাতেন কেন?
(খ) নির্বিচারে গাছ কাটার ফলে মানুষের কী কী ক্ষতি হচ্ছে-তার চারটি উল্লেখ করুন।

4. নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর দিন: 4X 4 = 16

(i) লেখক ভারতীয় সংস্কৃতিকে মিশ্র সংস্কৃতি বলেছেন কেন?
(ii) 'তুমি তাহার পাশে দাঁড়াও' -- কবি 'তোমাকে' কার পাশে দাঁড়াতে বলছেন কেন?
(iii) কবি যতক্ষণ তাঁর দেহে প্রাণ আছে ততক্ষণ কী কী করে যেতে চান?
(iv) কবি 'পিয়ানোর গান' কবিতায় পদ্ম সম্পর্কে কী বলেছেন?

5. নীচের বাক্যগুলি চলিত ভাষায় লিখুন। 1X 4 = 4

(ক) আপনারা এইভাবে অন্ধকারে বসিয়া আছেন কেন?

(খ) কাহারা এইরূপ বলিয়া চলিয়াছে?

(গ) আমরা কাজ করিতে করিতে ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছি।

(ঘ) আপনারা উঠিয়া পড়িলেন কেন বুঝিতে পারিতেছি না।

6. পাশে পাশে তৎসম শব্দগুলি লিখুন। 1X 4 = 4

(i) সাঁঝ ------

(ii) পাতা ------

(iii) হাত ------

(iv) আজ ------

7. নীচের শব্দগুলির অর্থ লিখুন। 1X 4 = 4

(ক) মঞ্জিল,

(খ) অঙ্গীকার,

(গ) ফাঁদ,

(ঘ) প্রসারণ,

8. নীচের বাক্যগুলি থেকে একটি করে অব্যয়, জাতিবাচক বিশেষ্য, স্থানবাচক সর্বনাম ও অসমাপিকা ক্রিয়া খুঁজে নিয়ে লিখুন। 1X 4 = 4

(ক) মেঘ করে এসেছে।

(খ) তিনটি বক উড়ে যাচ্ছে।

(গ) ওখানে ছেলেরা খেলছে।

(ঘ) তুমি আর আমি এ-সব দেখছি।

9. দুটি অংশ যোগ করে একটি করে শব্দ গঠন করুন। 1X 4 = 4

(i)	ব্যবসা ও বাণিজ্য	
(ii)	মুখ	র
(iii)	সম্	কৃতি
(iv)	উপ	সাগর

প্রশ্নপত্রের নকশা

বিষয় ঃ বাংলা (203)

1. উদ্দেশ্য অনুযায়ী নম্বর বণ্টন

উদ্দেশ্য	নম্বর	শতকরা
জ্ঞান	29	29 %
বোধ	24	24 %
অভিব্যক্তি	47	47 %

2. প্রশ্নের আকার অনুযায়ী নম্বর বণ্টন

প্রশ্নের আকার	সংখ্যা	মোট নম্বর	উত্তর দেওয়ার প্রত্যাশিত সময়
রচনাধর্মী	5	34	68 মিনিট
সংক্ষিপ্ত উত্তরধর্মী	11	29	58 মিনিট
অতি সংক্ষিপ্ত উত্তরধর্মী (বহুমুখী প্রশ্নসহ)	28	37	44 মিনিট
মোট	44	100	170 মিনিট

3. বিষয় অনুযায়ী নম্বর বণ্টন

বিষয় অনুযায়ী নম্বর বণ্টন	নম্বর	শতকরা
গদ্য ও নাট্যাংশ	33	33 %
কবিতা	33	33 %
ব্যাকরণ	16	16 %
নির্মিতি	18	18 %
	100	100 %

10 মিনিট-প্রশ্নপত্র পড়া ও উত্তর পত্রটি পুনরীক্ষণের জন্য

4. প্রশ্নপত্রের সহজ-কঠিনের স্তর

স্তর	শতকরা
কঠিন	15 %
মাঝামাঝি	45 %
সহজ	40 %
	100 %

বাংলা
(203)

সাধারণ নির্দেশাবলী ঃ

1. পরীক্ষার্থীকে প্রতিটি প্রশ্নের নীচে দেওয়া স্থানেই উত্তর লিখতে হবে। যদি উত্তর লেখার জায়গা কম হয়, তাহলে শেষে দেওয়া অতিরিক্ত পৃষ্ঠাগুলিতে লেখা যাবে। এই ক্ষেত্রে অতিরিক্ত পৃষ্ঠায় প্রথমেই প্রশ্নের নম্বর লেখা আবশ্যক।

2. বহুমুখী (Multiple Choice) প্রশ্নের ক্ষেত্রে পরীক্ষার্থীকে বিকল্পগুলি থেকে সঠিক উত্তরটি বাছতে হবে এবং A, B, C অথবা D -এর মধ্যে যেটি সঠিক, সেটি প্রশ্নের সম্মুখে দেওয়া বক্সে ☐ লিখতে হবে।

3. পরীক্ষার্থীকে শুধু মাত্র ফ্ল্যাপে নির্দিষ্ট স্থানে নিজের রোল নং, নাম, পরীক্ষা কেন্দ্রের নাম সংখ্যা লিখতেহবে। এছাড়া পুস্তিকার অন্য কোন স্থানে নিজের পরিচয় বহন করে এমন কিছু লেখা যাবে না।

4. উত্তরের ভাষায় সাধু-চলিত মিশ্রণের জন্য ও বানান ভুলের জন্য নম্বর কাটা যেতে পারে।

5. সব প্রশ্নের উত্তর দেওয়া বাঞ্ছনীয়।

বাংলা
(203)

সময় 3 ঘণ্টা | পূর্ণমান - 100

নির্দেশ

(i) প্রতিটি প্রশ্নের সঙ্গে চারটি করে সম্ভাব্য উত্তর দেওয়া আছে। সঠিক উত্তরে টিক্ (√) চিহ্ন দিতে হবে।
(ii) 'ক' অংশের উত্তর 30 মিনিটের মধ্যে শেষ করে নিরীক্ষকের কাছে জমা দিতে হবে।

1. 'চলো হাড়িকাঠে গলা দেবে'
লালু এ- কথা বলেছে--

(A) পুরোহিতকে
(B) গুরুদেবকে
(C) মনোহরকে
(D) ঘাতককে

2. 'একাই কৃতকর্তব্য চালিয়ে দু'বার
নোবেল পুরস্কার বিজয়িনী'-

(A) আইরিন কুরি
(B) মাদার কুরি
(C) মাদাম কুরি
(D) ইভ কুরি

3. 'একে বলে কালের উন্নতি'--
এই কথার মধ্যে লেখকের কোন্
মনোভাব প্রকাশিত হয়েছে -

(A) সমাজের উন্নতি-র প্রতি শ্রদ্ধার মনোভাব
(B) বিজ্ঞানের উন্নতি-র প্রতি শ্রদ্ধার মনোভাব
(C) দেশের উন্নতি -ব্যঙ্গাত্মক মনোভাব
(D) সভ্যতার উন্নতি-র প্রতি শ্রদ্ধার মনোভাব

4. 'পাছে কোনো মদমত্ত হাতির পায়ে'
'মদমত্ত' কথাটির অর্থ হল--

(A) মাতাল
(B) উন্মাদ
(C) ক্ষিপ্ত
(D) অহংকারে উন্মত্ত

5. 'কাণ্ডারী! আজি দেখিব তোমার মাতৃমুক্তি পণ'
'মাতৃমুক্তি পণ' কথাটির অর্থ --

(A) মাতার মুক্তির জন্য পণ দিতে হবে।
(B) মাতার মুক্তির জন্য শপথ নিতে হবে।
(C) মাতার মুক্তির জন্য অর্থ দিতে হবে।
(D) মাতার মুক্তির জন্য প্রার্থনা করতে হবে।

6. 'দাদা, ঐ মাঠের মধ্যে সকলের
জলখাবার জন্য তুই একটা' --

(A) অন্নসত্র করে দে।
(B) জলসত্র করে দে।
(C) ত্রাণসত্র করে দে।
(D) দানসত্র করে দে।

7. ' রেখো মা দাসেরে মনে।'--
'মা' বলতে কবি বুঝিয়েছেন --

(A) জন্মভূমি বঙ্গভূমিকে
(B) কবির জননী জাহ্নবীদেবীকে
(C) বিশ্বমাতাকে
(D) ভাগ্যদেবীকে।

8. 'ঘুঙুরের মতো তার কেঁদেছিলো পায়'
বেহুলার পায়ে কেঁদেছিল --

(A) নদী মাঠ ভাঁটফুল।
(B) শ্যামা ও খঞ্জনা।
(C) সোনালি ধান, বট, অশ্বত্থ।
(D) গাঙুড়ের জল।

9. 'তারপর শুরু হয় চোট্টি মেলার আসল মজা।'
আসল মজাটি হল —

(A) আদিবাসী মেয়েদের নাচ
(B) অতিকায় বাঘ, হাতি, ঘোড়ার খেলা।
(C) নাগরদোলায় চড়া
(D) তীর ছোঁড়ার প্রতিযোগিতা।

10. 'জন্মভূমি আজ' কবিতাটির কবি—

(A) শক্তি চট্টোপাধ্যায়
(B) মধুসূদন দত্ত
(C) বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
(D) অমিয় চক্রবর্তী।

11. 'মহাপঞ্চক দাদাকে ওখানকার ছাত্ররা পুজো করে তার কারণ—

(A) তিনি খুব ভালো লোক।
(B) তিনি সকলের চেয়ে বেশি করে পুঁথির খবর রাখেন।
(C) তিনি শোনপাংশুদের মতো।
(D) শ্রীনাথ রায়

12. 'বিকীর্ণ করেছে তার তেজ'
'তার' বলতে বোঝাচ্ছে—

(A) মোগলের
(B) পাঠানের
(C) ইংরেজের
(D) তুর্কীদের

13. 'ফাটা কাঠের ওপর বেমালুম বার্নিশ লাগিয়ে' আপনার মাথায় কাঁঠাল ভেঙেছে।'
মাথায় কাঁঠাল ভেঙেছে বলতে বোঝায়—

(A) মাথা দিয়ে কাঁঠালটি ভাঙা হয়েছে —
(B) মাথার উপর রেখে একটা কাঁঠাল ভাঙা হয়েছে।
(C) কাঁঠালটি কিনে সে লাভবান হয়েছে।
(D) ঠকানো হয়েছে।

14. 'মানুষ বড়ো কাঁদছে' —
'মানুষ' বলতে বোঝানো হয়েছে —

(A) ধনীদের
(B) গরিব ও শোষিত মানুষদের
(C) অসুস্থদের
(D) শিক্ষিতদের

15. 'তাকে ছেড়ে দিতে হবে স্থান'-
এখানে স্থান ছেড়ে দেওয়ার কথা বলেছেন —

(A) সাম্যবাদকে
(B) ছাড়পত্রের কবিকে
(C) জনতাকে
(D) নবজাতক শিশুকে

16. 'কর্তামশাই, আপনি মুখ তুলে না তাকালে কেমন করে বাঁচি'
এখানে 'কর্তামশাই' হলেন—

(A) শ্রীহরি মণ্ডল
(B) মহাজন
(C) মহাত্মা গান্ধি
(D) তিনি খুব খারাপ লোক।

17. সংস্কৃতিক্ষেত্রে যে জাগরণ এসেছে তার শ্রেষ্ঠ প্রতিভূ হলেন —

(A) বিবেকানন্দ
(B) রামকৃষ্ণ
(C) রবীন্দ্রনাথ
(D) রামমোহন

18. 'টুক্ টুক্ পদ্ম'
লক্ষ্মীর সদ্ম'
— লক্ষ্মীর 'সদ্ম' বলতে বোঝাচ্ছে —

(A) বাহনকে
(B) আবাসকে
(C) পদ্মকে
(D) আসনকে

19. 'অবাক জলপান' নাটকে পথিকের বাড়ি —

(A) উত্তর গাঁও
(B) দক্ষিণ গাঁও
(C) পুব গাঁও
(D) পশ্চিম গাঁও

20. 'ছোঁওয়াছুঁয়ি মন্ত্রতন্ত্র' নাট্যাংশটি যে নাটক থেকে নেওয়া হয়েছে তার নাম হল -

(A) মুক্তধারা
(B) রক্তধারা
(C) অচলায়তন
(D) শেষরক্ষা

21. অতি সংক্ষেপে প্রশ্নগুলির উত্তর দিন ঃ - 1X 5 = 5

(ক) বেহুলা কিসের জলে ভেলা ভাসিয়েছিল?
(খ) 'কাণ্ডারী! আজি দেখিব তোমার মাতৃমুক্তি পণ' -- 'কাণ্ডারী' কাকে বলা হয়েছে?
(গ) 'ওরা কাজ করে' কবিতায় কবি 'ওরা' বলতে কাদের বুঝিয়েছেন?
(ঘ) 'তারপর হব ইতিহাস' -- পংক্তিটি কোন্ কবিতা থেকে নেওয়া হয়েছে?
(ঙ) 'পুষ্পের মঞ্জীল্/ তার তন্ তার দিল্' -- 'পুষ্পের মঞ্জীল' বলতে কবি কি বুঝিয়েছেন?

22. সরল অর্থ লিখুন ঃ- 2X 5 = 10

(ক) 'তুমি মাটির দিকে তাকাও/ সে প্রতীক্ষা করছে'।
(খ) 'মক্ষিকাও গলে না গো / পড়িলে অমৃত-হ্রদে'!
(গ) 'কাণ্ডারী! বলো ডুবিছে মানুষ সন্তান মোর মা'র।'
(ঘ) 'মানুষ বড়ো কাঁদছে /তুমি মানুষ, হয়ে পাশে দাঁড়াও'
(ঙ) 'আস্ত একটি জীবনকে ঘরে আনা যাক / একটুও যার ভাঙা নয়।

23. অনধিক 12 টি বাক্যে উত্তর দিন ঃ 3X 5 = 15

(ক) মাদাম কুরি ও পিয়ের কুরির বিজ্ঞান সাধনা সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করুন।
(খ) 'কিন্তু সে যাই হোক, দেবতার সামনে সত্য করেছিলেন বলে চাটুজ্জেবাড়ির কালী পুজোয় তখন থেকে পাঁঠাবলি উঠে গেল।'
— কালীপুজোর পাঁঠাবলি উঠে যাওয়ার ঘটনায় লালুর ভূমিকা অতি সংক্ষেপে বিবৃত করুন।
(গ) 'তার পৃথিবীর বালিকা জীবনের ইতিহাস-কথা সে ভোলেনি' -- উক্তিটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করুন।
(ঘ) অন্নদাশঙ্কর রায় কোন্ সময়কে ভারতবর্ষে 'নব জাগরণের কাল' বলে চিহ্নিত করেছেন?
(ঙ) 'ইউরোপে গাছের তলায় ডক্টরেটের ডিপ্লোমা বিক্রি হয়' — এই কথাটির মধ্য দিয়ে বক্তা কী বোঝাতে চেয়েছেন?

24. মহাশ্বেতা দেবীর ' চোট্টি মুণ্ডা এবং তার তীর' রচনা অবলম্বনে মুণ্ডারী জীবনযাত্রার যে পরিচয় পেয়েছেন তা সবিস্তারে বর্ণনা করুন 8

অথবা

ভারতীয় সংস্কৃতিকে মিশ্র সংস্কৃতি -- কেন বলা হয়েছে সে সম্বন্ধে আলোচনা করুন। 8

25. 'ওরা কাজ করে' কবিতায় ইতিহাসের ধারাকে রবীন্দ্রনাথ কীভাবে বর্ণনা করেছেন? এই প্রসঙ্গে কবি সাম্রাজ্যবাদী শক্তির অন্তিম পরিণতির কী ভবিষ্যৎবাণী করেছেন? 6 + 2 = 8

অথবা

কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের 'ছাড়পত্র' কবিতাটির মর্মবাণী লিপিবদ্ধ করুন। 8

26. ভাবসম্প্রসারণ করুন- 5

'শুনহ মানুষ ভাই
সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই।'

অথবা

'অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে
তব ঘৃণা তারে যেন তৃণসম দহে।'

27. আপনার দেখা একটি পথ-দুর্ঘটনা বর্ণনা করে বন্ধুকে একখানা চিঠি লিখুন। 5

অথবা

আপনি রাষ্ট্রীয় মুক্তবিদ্যালয়ী সংস্থানে পড়াশোনা করছেন। অতিরিক্ত পাঠের জন্য নিজের এলাকার একটি বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার ব্যবহার করতে চেয়ে প্রধান শিক্ষকের কাছে অনুমতি প্রার্থনা করে চিঠি লিখুন।

28. সাধুভাষায় রূপান্তরিত করুন-- 4

ব্রহ্মজ্ঞান থাকলে আরো কয়েকখানি গীতা উপনিষদ লেখা হত। রাশি রাশি টীকাভাষ্য নয়। আরো কয়েকটি দর্শনের উৎপত্তি হত, রাশি রাশি ভক্তি গ্রন্থের বা পুরাণের নয়। ভক্তিও মহামূল্য নিধি, ভক্তিকে খাটো করা উচিত নয়, তবু একথাও মানতে হবে যে জ্ঞান-বিজ্ঞান তথা মৌলিক সৃষ্টির দিক থেকে সংস্কৃত সাহিত্য দীর্ঘকাল ধরে পায়চারি করতে থাকে।

29. অশুদ্ধ সংশোধন করুন ।(যে কোনো 4 টি) 4

কালিদাস, পরিখ্যা, রবিন্দ্রনাথ, ভৌগলীক, বিজ্ঞাণ, ইশ্বর।

30. শব্দান্তর করুন ।(যে কোনো 4 টি) 4

ঝড়, অনুমান, জল,তরুণ, মানব, বন্ধু।

31. সন্ধি বিচ্ছেদ করুন ।(যে কোনো 4 টি) 4

অচলায়তন, সীমান্ত, জয়োদ্ধত, সঙ্গীত, নিশ্বাস, তন্ময়।

32. যে কোনো একটি বিষয়কে অবলম্বন করে অনধিক শব্দের মধ্যে একটি প্রবন্ধ লিখুন । 8

(ক) <u>বাংলার ঋতুবৈচিত্র্য</u>

(ঋতুবৈচিত্র্যের কারণ - বাংলার ঋতুরঙ্গশালার ছয়টি ঋতুর বর্ণনা, বিভিন্ন মাসের সঙ্গে বিভিন্ন ঋতুর যোগ -- ঋতুর আগমনে প্রাকৃতিক পরিবেশের পরিবর্তন -- শহর ও গ্রামের রূপচিত্রের পার্থক্য, ঋতুর প্রভাবে নানা উৎসব - অনুষ্ঠান ও শিল্প সাহিত্য সৃষ্টি ।)

(খ) <u>বনসৃজন</u>

(সৃষ্টির কারণ, বৃক্ষরোপণের প্রয়োজনীয়তা, বৃক্ষচ্ছেদনের কুফল, মানবমনে সচেতনতা বৃদ্ধি , প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষার্থে বনসৃজন, বনজ সম্পদ উৎপাদন , সুফল লাভ,)

(গ) <u>আপনার দেখা একটি মেলা</u>

(মেলা কথার অর্থ -- মেলার নানা রূপ, -- মেলার সঙ্গে লৌকিক দেবদেবীর যোগ, -- সমাজ জীবনে মেলার প্রভাব,-- ঋতু, মনীষী বা বিশিষ্ট ব্যক্তিকে ঘিরে মেলা,-- আধুনিক মেলা,-- মেলার সামাজিক ও অর্থনৈতিক গুরুত্ব)

(ঘ) বিজ্ঞান ও কুসংস্কার

(বিজ্ঞান কী ? — কুসংস্কার কাকে বলে -- দৈনন্দিন জীবনে বিজ্ঞান -- মানব সভ্যতার অগ্রগতিতে বিজ্ঞানের অবদান --- বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি সত্ত্বেও কুসংস্কারের উপস্থিতি -- বিজ্ঞানমনস্কতা ও বিজ্ঞানচেতনা গড়ে তোলা -- সমাজজীবনে কুসংস্কার মুক্তি)

বিষয় ঃ বাংলা (203)

উত্তরের রূপরেখা

1.	C	11	B
2.	C	12	C
3.	B	13	D
4.	D	14	C
5.	B	15	B
6.	B	16	D
7.	A	17	B
8.	A	18	C
9.	D	19	B
10.	C	20	C

21. (ক) গাঙুড়ের জলে, (খ) স্বাধীনতা সংগ্রামের দেশনায়ককে, (গ) শ্রমজীবী মানুষদের।
(ঘ) সুকান্ত ভট্টাচার্যের 'ছাড়পত্র', (ঙ) ফুলের আলয়।

22. (ক) মাটি অর্থে মানুষ। কবি সেই অসহায় সাহায্যপ্রার্থী মানুষের দিকে সহানুভূতির হাত বাড়িয়ে দিতে বলছেন।

(খ) অমৃতের স্পর্শে মক্ষিকাও যেমন করে অমরত্ব লাভ করে, তেমনি করে মধুকবিও বঙ্গজননীর কাছে বাঙালির হৃদয়ে নিজের অমরত্ব প্রার্থনা করেছেন।

(গ) পরাধীনতার নিপীড়নে বিপন্ন দেশবাসীদের পরিত্রাণে সাম্প্রদায়িক ভেদাভেদ ভুলে দেশনায়ককে দৃঢ়পণ সংগ্রামে ব্রতী হতে বলা হয়েছে।

(ঘ) মানুষই মানুষকে অকারণে কষ্ট দেয়, এ-কথা ভেবে কবি কষ্ট পান। তিনি আন্তরিকভাবে চান, সহৃদয় মানুষ গভীর ভালবাসা নিয়ে দুঃখী মানুষের পাশে এসে দাঁড়াক।

(ঙ) কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় অসত্য ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে মানুষের সুস্থ, সুন্দর পরিপূর্ণ প্রাণের পূর্ণ বিকাশে সচেষ্ট হতে বলেছেন।

23. (ক) মাদাম কুরি ও পিয়ের কুরির অসাধারণ আবিষ্কার তেজস্ক্রিয় রেডিয়াম। আজ পারমাণবিক গবেষণায় ও ক্যানসারের চিকিৎসায় এই আবিষ্কার যুগান্তর এনেছে।

(খ) লালু চায় না ধর্মের নামে নিরীহ পশুবলি। তাই সে অভিনয়ের ছলে পাঁঠার অভাবে মনোহর চাটুজ্জেকে বলি দিতে চায়। ভয়ার্ত মনোহর বলিদান প্রথা বন্ধ করার প্রতিজ্ঞা করেন।

(গ) তারাচাঁদ বিশ্বাসের তৃষ্ণার্ত ছোট বোনটি জলাভাবে কচুডাঁটার রস পান করে মারা যায়। বোনের স্মৃতিতে তারাচাঁদ বটগাছের তলায় একটি জলসত্র করে দেয়। দীর্ঘ কুড়ি বছর ধরে সেই মৃত বালিকা জগজ্জননীর রূপ ধরে যেন সকলকে জলদান করে যাচ্ছে।

(ঘ) ষষ্ঠ যুগ ভারতবর্ষে উনবিংশ তথা বিংশ শতাব্দীর নবজাগরণ। সংস্কৃতিক্ষেত্রে যার শ্রেষ্ঠ প্রতিভূ রবীন্দ্রনাথ। অসীম সম্ভাবনা নিয়ে শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতি ক্ষেত্রে নবযুগের সূচনা হয়।

(ঙ) ডক্টরেট ডিগ্রি যথেষ্ট পরিশ্রমের বিনিময়ে পেতে হয়। কিন্তু এই কষ্টার্জিত ডিগ্রি সকলের কাছে সমাদৃত হয় না। কারণ অনেকের ধারণা অর্থের বিনিময়ে বিদেশে এই ডিগ্রি সুলভে পাওয়া যায়।

24. পশ্চিমবাংলা, বিহার, উড়িষ্যা, মধ্যপ্রদেশ প্রভৃতি পাহাড় জঙ্গল এলাকায় মুণ্ডাদের বাস। এরা সাঁওতালি, মুণ্ডারি, হো, ভূমিজ প্রভৃতি কয়েকটি উপজাতীয় শাখায় বিভক্ত হলেও সাধারণভাবে মুণ্ডা নামে অভিহিত।
মুণ্ডারা সহজ, সরল, নির্বিরোধ দেশপ্রেমিক জাতি। দেশের কল্যাণের জন্য এরা অকাতরে নিজের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিসর্জন দিতেও কুণ্ঠিত হয় না। এরা বীরের জাতি। কর্মকুশলতা আর নৈপুণ্যের স্বীকৃতি এরা পায়না। দুঃখ-দুর্দশা, অভাব-অনটন আর বঞ্চনা এদের [illegible]। ভারতীয় সংস্কৃতি আর অগ্রগতিতে এই বীর দেশপ্রেমিক জাতির বহু অবদান বিদ্যমান।

অথবা

ভারতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে ভারতীয় সভ্যতাকে আলাদা করা যায় না। অনেকদিন আগে থেকে ভারতবাসীর চিন্তাভাবনার অনুসরণে ভারতীয় সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে। তবে এর মধ্যে নানা ধরনের উপাদান মিশেছে, তাই একে মিশ্রসংস্কৃতি বলা হয়েছে। আর্যরা ভারতে আসার আগে যা ছিল, আসার পরে তার পরিবর্তন ঘটেছে। তার সঙ্গে মিশেছে ইসলাম ও ইয়োরোপীয় সংস্কৃতি — তাই ভারতীয় সংস্কৃতি মিশ্র সংস্কৃতি।

25. কবিকল্পনার আকাশে ভারতের ইতিহাসে সাম্রাজ্যলোভী পাঠান, মোগল, ইংরেজ প্রভৃতি বিদেশি শক্তির আবির্ভাব বারেবারে ঘটেছে। কিন্তু সেই ক্ষমতালোভী শক্তি চিরস্থায়ী হয়নি। ইতিহাসেই তাদের স্থান।
সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ শক্তিও একদিন ভারতবর্ষের বুক থেকে নিশ্চিহ্ন হবে।

অথবা

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কালে মন্বন্তর আর জাতিগত দাঙ্গা - হানাহানিতে পৃথিবী মানুষের বসবাসের অযোগ্য হয়ে পড়েছে। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের সুখে-শান্তিতে, আনন্দে বাঁচার জন্য পৃথিবীকে বাসযোগ্য করে গড়ে তুলতে হবে। কবি চান শোষণহীন, শ্রেণীহীন, সুন্দর বাসযোগ্য পৃথিবী। সেই পৃথিবী রচনার জন্য সকল অশুভ আর অসুন্দরের বিরুদ্ধে আপোষহীন সংগ্রামের অঙ্গীকার তিনি করেছেন।

26. পৃথিবীতে মানুষই শ্রেষ্ঠ জীব। তাই মানবপ্রীতিতেই জীবনের সার্থকতা।

অথবা

অন্যায়কারী সমাজের চোখে অপরাধী, কিন্তু অন্যায়কে যে মেনে নেয়, সে-ও সমান দোষী। করুণাময়ের বিচারে দু'জনেই সমান ঘৃণার পাত্র।

27. সম্বোধন, চিঠির বিষয়বস্তু, সম্পত্তি, তারিখ, প্রেরকের ঠিকানা, প্রাপকের ঠিকানা। $\frac{1}{2}+3+\frac{1}{2}+\frac{1}{2}+\frac{1}{2} = 5$

28. ব্রহ্মজ্ঞান থাকিলে আরও কয়েকখানি গীতা উপনিষদ লিখিত হইত, প্রভূত পরিমাণে টীকাভাষ্য নহে। আরও কতিপয় দর্শনের উৎপত্তি হইত, প্রভূত পরিমাণে ভক্তিগ্রন্থের বা পুরাণের নহে, ভক্তিও মহামূল্য নিধি, ভক্তিকে তুচ্ছ জ্ঞান করা উচিত নহে, তথাপি এ কথাও মানিতে হইবে যে জ্ঞান-বিজ্ঞান তথা মৌলিক সৃষ্টির দিক হইতে সংস্কৃত সাহিত্য দীর্ঘকাল ধরিয়া পদচারণা করিতে থাকে। 4

29. কালিদাস, পরীক্ষা, রবীন্দ্রনাথ, ভৌগোলিক, বিজ্ঞান, ঈশ্বর। 4

30. ঝোড়া, আনুমানিক, জলীয় / জোলো, তারুণ্য, মানবিক, বন্ধুত্ব। 4

31. অচল + আয়তন, সীমা + অন্ত, জয় + উদ্ধত, সম্ + গীত, নিঃ + শ্বাস, তৎ + ময়। 4

32. প্রবন্ধ-সূত্র প্রশ্নের সঙ্গে দেওয়া আছে। 8

শিক্ষার্থীদের জন্য প্রত্যাবর্তী প্রশ্ন : মাধ্যমিক পাঠ্যক্রম- বাংলা - ১

শিক্ষার্থীর নাম ঃ .... রোল নম্বর .... বইয়ের নম্বর ....

প্রিয় শিক্ষার্থী

আপনাদের সুবিধা-অসুবিধার কথা এবং আপনাদের বিভিন্ন প্রয়োজনের কথা খেয়াল রেখে রাষ্ট্রীয় মুক্তবিদ্যালয়ী শিক্ষা সংস্থান দু-খণ্ডের এই পাঠ্যসামগ্রী প্রকাশ করেছে। এই দুখানি বই সম্পর্কে আপনাদের সুবিধা-অসুবিধার ভিত্তিতে নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর দেবেন। আমাদের ভুলত্রুটি হয়েছে কিনা তা বুঝতে আপনাদের দেওয়া উত্তর খুবই সাহায্য করবে।

আঞ্চলিক প্রধান, কলকাতা

1.

পাঠসংখ্যা	পাঠের নাম	ভালো লেগেছে	সহজ সরল	কঠিন	দুর্বোধ্য

2. কোন্ কোন্ পাঠ আরও সহজ-সরলভাবে লেখা হলে ভালো হয়?

3. যে যে পাঠগত-প্রশ্নের উত্তর দিতে আপনার অসুবিধা হচ্ছে সেগুলির উল্লেখ করুন (বইয়ের খণ্ড, পৃষ্ঠা সংখ্যা এবং পাঠের নাম লিখতে ভুলবেন না)

4. পাঠগুলিতে দেওয়া সব প্রশ্নের উত্তর আপনার পক্ষে দেওয়া কি সম্ভব.........হ্যাঁ/না — উত্তর 'না' হলে পাঠসংখ্যা এবং প্রশ্ন সংখ্যা জানান

5. প্রত্যেক পাঠের শেষে দেওয়া 'আপনি যা যা শিখলেন'অংশটি কি আপনার সহায়ক .... হ্যাঁ / না
— উত্তর 'না' হলে দৃষ্টান্ত দিন (পাঠসংখ্যা, বইয়ের পৃষ্ঠাসংখ্যাসহ)।

6. পাঠগুলিতে দেওয়া শব্দার্থ কি পর্যাপ্ত — হ্যাঁ / না
— উত্তর 'না' হলে কোন্ কোন্ শব্দার্থ (পাঠসংখ্যা উল্লেখ করুন) দিলে ভালো হয় তা জানান।

7. বইটিতে আপনার করণীয় কাজ হিসাবে যেগুলি দেওয়া হয়েছে সেগুলি কি শক্ত — হ্যাঁ /না
— উত্তর 'হ্যাঁ' হলে কোন্ কোন্‌টি শক্ত (পাঠসংখ্যা এবং প্রদত্ত কাজের সংখ্যা উল্লেখ করুন) তা জানান।

8. আপনাকে দেওয়া 'মূল্যায়নের' জন্য/ প্রদত্ত প্রশ্নগুলির উত্তর কি পাঠকেন্দ্রের শিক্ষককে দেখিয়েছেন — হ্যাঁ /না।
— উত্তর 'না' হলে কারণ লিখুন।

নমুনা প্রশ্নপত্রের প্রাথমিক খসড়া

বিষয় ঃ বাংলা (203) — শ্রেণী ঃ মাধ্যমিক

পর্ণমান ঃ 100 — সময়ঃ 3 ঘণ্টা

ক্রমিক সংখ্যা	উদ্দেশ্য	জ্ঞান			বোধ			অভিব্যক্তি			মোট	
	প্রশ্নের প্রকার বিষয় অনুসারী	অতি সংক্ষিপ্ত	সংক্ষিপ্ত	বিস্তৃত	অতি সংক্ষিপ্ত	সংক্ষিপ্ত	বিস্তৃত	অতি সংক্ষিপ্ত	সংক্ষিপ্ত	বিস্তৃত	নম্বর	প্রশ্নসংখ্যা
1.	ব্যাপক পাঠ					3(2)			3(3)	8(2)	31	07
2.	নিবিড় পাঠ	1(10) 1(3)			1(8) 1(2)	2(3)			2(2)		33	28
3.	শব্দের জগৎ				1(2)						02	02
4.	ব্যাকরণ	4 (3)	4 (1)								16	04
	নির্মিতিঃ প্রবন্ধ - পত্ররচনা - ভাবসম্প্রসারণ									8(1) 5(1) 5(1)	8 5 5	01 01 01
	মোট	25 (16)	4(01)		12(12)	12(05)			13(05)	34(05)	100	44

দ্রষ্টব্য ঃ বন্ধনীর মধ্যে প্রশ্নের সংখ্যা এবং বাইরে নম্বর দেওয়া আছে।

সংক্ষিপ্ত হিসাব	প্রশ্নের সংখ্যা	মোট নম্বর
বিস্তৃত (রচনাধর্মী) ঃ-	5	34
সংক্ষিপ্ত ঃ -	11	29
অতি সংক্ষিপ্ত ঃ-	8	17
বহুমুখী প্রশ্ন ঃ-	20	20
	44	100

Mukta Vidya Vani

Mukta Vidya Vani is a pioneering initiative of the National Institute of Open Schooling (NIOS) for using Streaming Audio for educational purposes. This application of ICT will enhance accessibility as well as quality of programme delivery of NIOS Programmes. This is a rare accomplishment of NIOS as the first Open and Distance Learning Institute to start a two way interaction with its learners, using streaming audio and the internet.

Keeping in mind the fact that the transmission is done through the web, the NIOS website (www.nios.ac.in) has a link that will take any user to the Mukta Vidya Vani. Mukta Vidya Vani thus enables a two way communication with any audience that has access to an internet connection, from the studio at its Headquarters in NOIDA, where NIOS has set up a state-of-art studio, which will be used for this purpose as well as for recording educational audio programmes meant for NIOS learners, though others can also take advantage of this facility.

Mukta Vidya Vani is a modern interactive, participatory and cost effective programme, involving an academic perspective along with the technical responsibilities of production of audio and video programmes, which are one of the most important components of the multi channel package offered by the NIOS. These programmes will attempt to present the topic/ theme in a simple, interesting and engaging manner, so that the learners get a clear understanding and insight into the subject matter.

NIOS has launched a scheme to motivate the learners to participate in the Mukta Vidya Vani by sending their Audio CD's to the respective regional centre on various subjects such as-

1. Poetry / Shloka recitation
2. Story telling
3. Radio Drama
4. Music
5. Talks on various topic related to the NIOS curriculum including Painting, Vocational Subjects etc.
6. Quiz
7. Mathematics puzzles etc.

The selected CD can be webcast on Mukta Vidya Vani and the winner participant be rewarded suitably.

Learners may visit the NIOS website and participate in live programmes from 2pm to 5pm on all week days and from 10.30am to 12.30pm on Saturdays, Sundays and all Public Holidays. The Subject Experts in the Studio will respond to their telephonic queries during this time. A weekly schedule of the programmes for webcast is available on the NIOS website. The Studio telephone number are 0120-4626949 and Toll Free No. 1800-180-2543.

FUNDAMENTAL DUTIES

Part IVA (Article 51 A)

It shall be the duty of every citizen of India-

(a) to abide by the Constitution and respect its ideals and institutions, the National Flag the National Anthem;

(b) to cherish and follow the noble ideals which inspired our national struggle for freedom;

(c) to uphold and protect the sovereignty, unity and integrity of India;

(d) to defend the country and render national service when called upon to do so;

(e) to promote harmony and the spirit of common brotherhood amongst all the people of India transcending religious, linguistic and regional or sectional diversities; to renounce practices derogatory to the dignity of women;

(f) to value and preserve the rich heritage of our composite culture;

(g) to protect and improve the natural environment including forest, lake, rivers and wild life, and to have compassion for living creatures;

(h) to develop the scientific temper, humanism and the spirit of inquiry and reform;

(i) to safeguard public property and to abjure violence;

(j) to strive towards excellence in all spheres of individual and collective activity so that nation constantly rises to higher levels of endeavour and achievement.

A brief Guide to NIOS web site

The success of open learning and distance education very much depends upon the harnessing of the new and latest technology. The emerging Internet and Web technology help in effective dissemination of knowledge breaking all geographical boundaries. The web-site is a dynamic source of latest information and is also electronic information guide. The contents in the NIOS web site are open to all.

The learners can have an access to NIOS web-site at the following address:

http:/www.nos.org & nios.ac.in

Clicking the site address will bring the user to NIOS home page that will further guide them to visit different information pages of NIOS. NIOS is also developing a school network through Internet known as Indian Open Schooling Network (IOSN). The network will provide a common communication platform for learners and educators. NIOS is offering Certificate in Computer Applications (CCA) through selected AVI. This course is also offered through Internet on NIOS Web-Site.

NOT FOR SALE